



# ‘মহাভারতম্’

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্

## বনপর্ব

### ১১

দর্শনাচার্য্য-

শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-  
সমাখ্যয়া টীকয়া

মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণেন  
শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়ঃ  
ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া তৎকৃত-  
বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

## বিশ্ববাণী প্রকাশনী

কলিকাতা-৭০০০০২



ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ : ୧୭୫୨ ବଙ୍ଗାଳ  
ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ : ଡାକ୍ତର, ୧୭୬୭ ବଙ୍ଗାଳ

ପ୍ରକାଶକ :

ବ୍ରଜକିଶୋର ମଞ୍ଜୁଳ

ବିଷୟବାଣୀ ପ୍ରକାଶନୀ

୧୨/୧ବି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରୋଡ

କଲିକତା-୧୦୦୦୦୨

ସୂଚକ :

ସବିଜ୍ଞାନାଥ ଘୋଷ

ନିଉ ମାନସ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ

୧ବି, ଗୋସ୍ବାମୀବାଗାନ ସ୍ଟ୍ରିଟ

କଲିକତା-୧୦୦୦୦୬

## প্রকাশকের নিবেদন

‘মহাভারতম্’ মহামহোপাধ্যায়-পদ্মভূষণ-ভাবতাচার্য্য-মহাকবি শ্রীমদ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের তপশ্চালক অমৃতময় ফল। সে আশ্চর্য্য তপশ্চর্য্যার কাহিনী আজ সকলেই জানেন। প্রায় একশ বছর তিনি ছিলেন ‘মহাভারতম্’-এর তপশ্চর্য্য মগ্ন—এবং সে একক ও দুশ্চর্য্য তপশ্চর্য্য তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল অসীম ধৈর্য্য, অশেষ নিষ্ঠা ও অলৌকিক আয়াস। ফলে তিনি আমাদের জগৎ রেখে গেছেন তাঁর ‘মহাভাবতম্’—এক আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য। ‘মহাভাবতম্’-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনার মূলে আছে আমাদের সেই জাতীয় ঐশ্বর্য্য সংরক্ষণের এবং জন্মশতবর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে ঋষি হরিদাসের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার পুণ্য প্রেরণা ও প্রয়াস। স্বধীজনের সানন্দ সমর্থনে আমাদের প্রয়াস সার্থক হোক—এইমাত্র কামনা।



## পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ব্রীহিদ্ৰোণঃ পরিত্যক্তঃ কথং তেন মহাত্মনা ।

কস্মৈ দত্তশ্চ ভগবন্ ! বিধিনা কেন বাথ মে ॥১॥

প্রত্যক্ষধর্ম্মা ভগবান্ যস্য তুষ্টিো হি কস্মভিঃ ।

সফলং তস্য জন্মাহং মন্যে সন্ধর্ম্মচারিণঃ ॥২॥

ব্যাস উবাচ ।

শিলোঞ্জুবৃতিধর্ম্মাত্মা মুদগলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।

আসৌদ্রাজন্ ! কুরুক্ষেত্রে সত্যবাগনসূয়কঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

অত্রোতি । ইতিহাসশব্দো বৃত্তান্তমাত্রো মনুষ্য রূঢ়ঃ । অতঃ পুরাতনপদং ন পুনরুক্তম্ । ব্রীহি-  
দ্ৰোণস্ত্রোণপরিমিতধাত্তস্ত্র পরিত্যাগাদানান্ । মুদগলো নাম মূনিঃ ॥৩৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি ব্রীহিদ্ৰোণিকে

চতুর্দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

ব্রীহীতি । ব্রীহীণাং দ্রোণঃ দ্রোণপরিমিতা ব্রীহয়ঃ, “অষ্টমৃষ্টির্ভবেৎ কৃষ্ণিঃ কৃষ্ণয়োহষ্টৌ তু  
পুঙ্কলম্ । পুঙ্কলানি চ চত্বারি আচকঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ । চতুরাচকো ভবেদ্রোণ ইত্যুক্তং দ্রোণ-  
লক্ষণম্ ॥” ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে স্মার্ত্তঃ । আথ ব্রীহি ব্রীহীতার্থঃ ॥১॥

প্রত্যক্ষেতি । প্রত্যক্ষং মানবানাং ধর্ম্মং যস্য স ভগবানীশ্বরঃ ॥২॥

শিলেতি । কৃষকেণ ক্ষেত্রেতো হৃতে শস্ত্রে তন্নগ্নগ্রীগ্রহণং শিলম্, চক্ষুস্বারা কপোতস্তেব হস্তেন  
একৈকবিল্লিষ্টশস্ত্রগ্রহণমুৎসৃষ্টাভ্যাং বৃত্তির্জীবিকানিৰ্ব্বাহো যস্য সঃ ॥৩॥

এবিষয়ে ধার্ম্মিকেরা এই প্রাচীন উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়া থাকেন যে,  
মুদগলমূনি দ্রোণপরিমিত ধাত্ত দান করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছিলেন” ॥৩৪॥

—:~:—

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ভগবন্ ! সেই মহাত্মা কি জন্তু দ্রোণপরিমিত ধাত্ত পরিত্যাগ  
করিতেন ? কোন্ বিধানে কাহাকেই বা তাহা দিতেন ? তাহা আপনি আমার নিকট  
বলুন ॥১॥

আমি মনে করি—জগতের ধর্ম্মদর্শী জগদীশ্বর ষাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন,  
সেই ধর্ম্মচারী মহাত্মার জন্ম সফল হইয়াছিল” ॥২॥

অতিথিব্রতী ক্রিয়াবাংশ্চ কাপোতীং বৃত্তিমাস্থিতঃ ।

সত্ৰুমিষ্টীকৃতং নাম সমুপাস্তে মহাতপাঃ ॥৪॥

সপুত্রদারো হি মুনিঃ পক্ষাহারো বভূব হ ।

কপোতবৃত্ত্যা পক্ষেণ ত্রীহিদ্ৰোগমুপার্জয়ৎ ॥৫॥

দর্শকঃ পৌর্ণমাসঞ্চ কুর্বন্ বিগতমৎসরঃ ।

দেবতাতিথিশেষেণ কুরুতে দেহযাপনম্ ॥৬॥

তস্মৈন্দ্রঃ সহিতো দেবৈঃ সাক্ষ্যাজ্জিভুবনেশ্বরঃ ।

প্রত্যগ্হ্নান্মহারাজ ! ভাগং পর্বণি পর্বণি ॥৭॥

### ভারতকৌমুদী

অতিথীতি । প্রথমপাদে অক্ষরাধিক্যার্থম্ । ক্রিয়াবান্ নিত্যনৈমিত্তিকাদিবৈধিকার্যশালী, কাপোতীং বৃত্তিম্ উল্লোক্তবৃত্তিম্ । সত্ৰং যজ্ঞম্, সমুপাস্তে অহুতিষ্ঠতি ॥৪॥

সেতি । পক্ষে প্রত্যেকপক্ষদশাহে আহারো যশ্চ সঃ । কপোতবৃত্ত্যা উহেন ॥৫॥

দর্শমিতি । দর্শং পৌর্ণমাসঞ্চ যাগম্ । দেবতাতিথিভ্যঃ শেষেণ দত্তাবশিষ্টেন ॥৬॥

তস্মৈতি । পর্বণি পর্বণি প্রত্যেকদর্শে প্রত্যেকপৌর্ণমাস্যঞ্চ ॥৭॥

### ভারতভাবদীপঃ

ত্রীহিদ্ৰোগ ইতি ॥১॥ প্রত্যক্ষধর্ম্য নৃণাং ধর্ম্যস্ত বেত্তা ভগবান্ ঈশ্বরঃ ॥২॥ শিলং কণিশ-  
জ্ঞনম্, উজ্জ্বলং কণশোহজ্ঞনম্ । “উজ্জ্বলং কণশ আদানং কণিশাজ্ঞনং শিল”মিতি যাদবঃ ।  
তে উভে বৃত্তির্জীবনং যশ্চ স শিলোজ্জ্বলিতঃ ॥৩॥ কাপোতীং বৃত্তিমল্লসংগ্রহরূপাম্ ইষ্টীকৃতং

বেদব্যাস বলিলেন—“রাজা ! কুরুক্ষেত্রে ‘মুদগল’-নামে সংযতচিত্ত, সত্যবাদী, অশ্রুয়াশ্রু ও শিলোজ্জ্বলিত এক ধর্ম্মাত্মা ছিলেন (কৃষক ক্ষেত্র হইতে পক্ক শস্য লইয়া গেলে অবশিষ্ট মঞ্জরী গ্রহণের নাম—‘শিল’ এবং এক একটা করিয়া শস্য গ্রহণের নাম—‘উজ্জ্বল’) ॥৩॥

সেই মহাতপা কপোতের আয় উজ্জ্বলিত অবলম্বন করিয়া সর্বদা অতিথিসংকার, নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য এবং ‘ইষ্টীকৃত’-নামক যজ্ঞ করিতেন ॥৪॥

আর সেই মুদগলমুনি পুত্র-কলত্রের সহিত পনের দিনের মধ্যে একদিনমাত্র আহার করিতেন এবং অপর পনের দিন কপোতের আয় দ্রোণপরিমিত ধান্য অর্জন করিতেন ॥৫॥

এবং তিনি ঈর্ষ্যা-দ্বেষ্ট্যুজ্জ্বলিত হইয়া দর্শযাগ ও পৌর্ণমাসযাগ করিতে থাকিয়া দেবতাপূজা ও অতিথিসেবায় অবশিষ্ট অন্নাদি ভোজন করিয়া জীবন যাপন করিতেন ॥৬॥

মহারাজ ! ত্রিভুবনের অধীশ্বর ইন্দ্র দেবগণের সহিত সাক্ষ্য আসিয়া প্রত্যেক পর্বসেই মহাস্বার্য্য যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করিতেন ॥৭॥

স'পৰ্বকালং কৃতা তু মুনিবৃত্ত্যা সমন্বিতঃ ।  
 অতিথিভ্যো দদাবন্নং গ্রহাষ্টেনাস্তরাভ্যনা ॥৮॥<sup>\*</sup>  
 ত্রীহিদ্ৰোণস্ত তৎ ত্রীত্যা দদতোহন্নং মহাত্মনঃ ।  
 শিফং মাৎসর্যাহীনস্ত বর্দ্ধত্যতিথিদর্শনাৎ ॥৯॥  
 • তচ্ছতান্যপি ভুঞ্জন্তি ব্রাহ্মণানাং মনৌষিগাম্ ।  
 মুনেস্ত্যাগবিশুদ্ধ্যা তু তদন্নং বৃদ্ধিমুচ্ছতি ॥১০॥  
 তং তু শুশ্রাব ধর্মিষ্ঠং মুদগলং সংশিতব্রতম্ ।  
 ছর্কাসা নৃপ ! দিখ্যাসান্তমথাভ্যাজগাম হ ॥১১॥<sup>\*</sup>  
 বিভ্রচ্চানিয়তং বেশমুন্নত ইব পাণ্ডব ! ।  
 বিকচঃ পরুষা বাচো ব্যাহরন্ বিবিধা মুনিঃ ॥১২॥ (যুধকম্)

## ভারতকৌমুদী

• স ইতি । পৰ্বকালং পৰ্বকালবিহিতং দর্শাদিগাম্ ॥৮॥  
 ত্রীহীতি । শিষ্টমবশিষ্টমন্নম্, মাৎসর্যাহীনস্ত পরদেষশূন্তম্ ॥৯॥  
 তদ্বিতি । তদন্নম্ । ত্যাগবিশুদ্ধ্যা নির্দোষদানেন হেতুনা ॥১০॥  
 তম্বিতি । ছর্কাসাঃ তদাখ্যো মুনিঃ, দিখ্যাসা নগ্নাঃ । অনিয়তম্ অনির্দিষ্টম্ । বিকচো মুণ্ডিত-  
 মস্তকঃ, পরুষা নিষ্ঠুরাঃ, ব্যাহরন্ সর্বান্ প্রত্যেব বদন্ ॥১১ - ১২॥

## ভারতভাবদীপঃ

ইষ্টিভিরেব নির্বৃত্ত্যং ন তু পশাদিনা, সত্রং যজ্ঞম্ ॥৮—৯॥ পৰ্ব বৈশ্বদেববরুণপ্রঘাসাদিকং  
 কৰ্ম, কালং কালে ফাস্ত্রাদৌ, অত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়া । ত্রীহিদ্ৰোণমাত্রং যদা সিধ্যতি  
 তদা দদাতি ॥৮॥ তদা চ দীয়মানং তদ্বর্দ্ধতি বর্দ্ধতে ॥৯॥ অচ্ছ'তি প্রাপ্নোতি ॥১০—১১॥

এদিকে মুনিবৃত্তিশালী মুদগল পৰ্বকালবিহিত যজ্ঞ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে অতিথি-  
 দিগকে অন্নদান করিতেন ॥৮॥

মাৎসর্যবিহীন মুদগল শ্রীতিসহকারে দ্রোণপরিমিত খাত্তোর অন্ন দান করিতেন ;  
 তখন যে অন্ন অবশিষ্ট থাকিত, তাহা অতিথি দেখিলেই বৃদ্ধি পাইত ॥৯॥

• সূতরাং শত শত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণও সে অন্ন ভোজন করিতে পারিতেন । মুদগল-  
 মুন্নির দানের গুণেই সে অন্ন বৃদ্ধি পাইত ॥১০॥<sup>\*</sup>

রাজা পাণ্ডুনন্দন ! ক্রমে দিগম্বর ছর্কাসামুনি, ধার্মিক ও দৃঢ়ব্রত মুদগল-  
 মুনির এই বৃত্তান্ত শুনিতে পাইলেন ; তাহার পর তিনি উন্নম্বের স্তায় অনির্দিষ্ট

(৯) ত্রীহিদ্ৰোণস্ত তদ্ব্যস্ত—বা ব কা, ত্রীহিদ্ৰোণস্ত সিদ্ধস্ত—পি । (১০) ...তদন্নং বৃদ্ধিমুচ্ছতি  
 —বা ব কা নি ।

'অভিগম্যাথ তং বিপ্রমুখীচ মুনিসত্তমঃ ।  
 অন্নার্থিনম্নুপ্রাপ্তং বিদ্ধি মাং দ্বিজসত্তম ! ॥১৩॥  
 স্বাগতং তেহস্ত্রিতি মুনিং মুদগলঃ প্রত্যভাষত ।  
 পাণ্ডমাচমনীয়ঞ্চ প্রতিপাঠ্যামুত্তমম্ ॥১৪॥  
 প্রাদাৎ স তাপসায়াম্ং ক্ষুধিতায়াতিথিব্রতী ।  
 উন্নতায় পরাং শ্রদ্ধামাস্থায় স ধৃতব্রতঃ ॥১৫॥  
 ততস্তদন্নং রসবৎ স এব ক্ষুধ্যাম্বিতঃ ।  
 বৃদ্ধজে কুৎস্নমুন্নতঃ প্রাদান্তস্মৈ চ মুদগলঃ ॥১৬॥  
 ভুক্ত্বা চান্নং ততঃ সর্বমুচ্ছিষ্টেনাত্মনস্ততঃ ।  
 অথানুলিলিপেহঙ্গানি যথাগতমগাচ্চ সঃ ॥১৭॥  
 এবং দ্বিতীয়ে সম্প্রাপ্তে পর্বকালে মনৌষিণঃ ।  
 আগম্য বৃদ্ধজে সর্বমন্নমুঞ্জোপজীবিনঃ ॥১৮॥

### ভারতকৌমুদী

'অভীতি। তং মুদগলম্ । মুনিসত্তমো দুর্বাসাঃ । অন্নপ্রাপ্তমাগতম্ ॥১৩॥  
 স্বাগতমিতি । মুনিঃ দুর্বাসসম্ । প্রতিপাঠ দত্তা ॥১৪॥  
 প্রাদাদিতি । স প্রসিদ্ধঃ, তাপসায় দুর্বাসসে । আস্থায়াবলম্ব্য, স মুদগলঃ ॥১৫॥  
 তত ইতি । রসবৎ সুস্বাদু, স দুর্বাসা এব । প্রাদাদেব ন পুনর্বৈমতামকরোৎ ॥১৬॥  
 ভুক্ত্বিতি । উচ্ছিষ্টেন পরিত্যক্তেনান্নেন । অঙ্গানুলিলিপে উন্নতত্বাৎ ॥১৭॥

বেশ ধারণ করিয়া মুণ্ডিতমস্তক হইয়া নানাবিধ নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে বলিতে আগমন করিলেন ॥১১—১২॥

তাহার পর মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্বাসা সেই মুদগলের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—  
 “ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ । আমি অন্নার্থী হইয়া আসিয়াছি, ইহা আপনি অবগত হউন” ॥১৩॥  
 তখন মুদগল উত্তম পাণ্ড, অর্ঘ্য ও আচমনীয় দান করিয়া দুর্বাসামুনিকে বলিলেন  
 —“আপনার শুভাগমন হউক” ॥১৪॥

তাহার পর অতিথিসেবক ও ব্রতচারী সেই মুদগলমুনি বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া ক্ষুধার্ত ও উন্নত দুর্বাসাকে অন্ন দান করিলেন ॥১৫॥

তদনন্তর ক্ষুধার্ত ও উন্নত দুর্বাসাই সেই সুস্বাদু সমস্ত অন্ন ভোজন করিয়া ফেলিলেন; মুদগলও তাঁহাকেই দিলেন ॥১৬॥

দুর্বাসা সমস্ত অন্ন ভোজন করিয়া উচ্ছিষ্টদ্বারা নিজের সকল অঙ্গ লেপন করিলেন; পরে যেস্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই স্থানে চলিয়া গেলেন ॥১৭॥

নিরাহারস্ত স মুনিরুজ্জ্বলমুদগলং পুনঃ ।

ন চৈনং বিক্রিয়াং নেতুমশকমুদগলং ক্ষুধা ॥১৯॥

ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্য্যং নাবমানো ন সন্ত্রমঃ ।

সপুত্রদারমুজ্জ্বলমাবিবেশ দ্বিজোত্তমম্ ॥২০॥

• তথা: তমুজ্জ্বলমুদগলং দুৰ্ব্বাসা মুনিসত্তমম্ ।

উপতস্থে যথাকালং ষট্‌কুহঃ কৃতনিশ্চয়ঃ ॥২১॥

ন চাস্ত্র মনসঃ কঞ্চিদ্বিকারং দদৃশে মুনিঃ ।

শুদ্ধসত্ত্বস্ত শুদ্ধং স দদৃশে নির্মলং মনঃ ॥২২॥

তমুবাচ ততঃ প্রীতঃ স মুনির্মুদগলং ততঃ ।

ত্বৎসমো নাস্তি লোকেহস্মিন্ দাতা মাৎসর্য্যবর্জিতঃ ॥২৩॥

ক্ষুদ্ধর্ম্মসংজ্ঞাং প্রণুদত্যাদভে ধৈর্য্যমেব চ ।

রসানুসারিণী জিহ্বা কর্বত্যেব রসান্ প্রতি ॥২৪॥

### ভারতকৌমুদী

এবমিতি । পৰ্ব্বকালে পৰ্ব্ববিহিতযোগকালে । উজ্জ্বলপঞ্জীবিনো মুদগলস্ত ॥১৮॥

নিরিতি । স মুদগলঃ, উজ্জ্বল উজ্জ্বলতা ধাতুম্ । ক্ষুধা ক্ষুৎ ॥১৯॥

নেতি । ক্রোধো দুৰ্ব্বাসং প্রতি । অগত্ৰাপ্যেবম্ । উজ্জ্বলম্ উজ্জ্বলতা শাস্ত্রমজ্জ্বলম্ ॥২০॥

তথেন্টি । তং মুদগলম্ । উপতস্থে ভোক্তুং প্রাপ্তবান্, ষট্‌কুহঃ ষড়্‌বাহান্ ॥২১॥

নেতি । দদৃশে দদর্শ, মুনির্দুৰ্ব্বাসাঃ । শুদ্ধসত্ত্বস্ত নির্মলস্বভাবস্ত ॥২২॥

তমিতি । ততস্তদনন্তরম্ । ততস্তদাচরণদর্শনাৎ প্রীতঃ । মাৎসর্য্যং পাত্ৰং প্রতি ঘেঘঃ ॥২৩॥

এইভাবে উজ্জ্বলপঞ্জীবী ও জ্ঞানী মুদগলমুনির দ্বিতীয় পৰ্ব্বকাল উপস্থিত হইলেও দুৰ্ব্বাসা আসিয়া সমস্ত অন্ন ভোজন করিয়া গেলেন ॥১৮॥

এদিকে মুদগলমুনি অনাহারে থাকিয়া পুনরায় উজ্জ্বলপঞ্জীবী ধাত্মসংগ্রহ করিলেন ; কিন্তু ক্ষুধা তাঁহাকে বিকৃত করিতে পারিল না ॥১৯॥

কিংবা দুৰ্ব্বাসার প্রতি মুদগলের ক্রোধ, বিদ্বেষ, অবজ্ঞা বা উদ্বেগ হইল না ; তিনি পুত্র ও ভাৰ্য্যার সহিত মিলিত হইয়া উজ্জ্বলপঞ্জীবী পূৰ্ব্ববৎ ধাত্মসংগ্রহ করিলেন ॥২০॥

• দুৰ্ব্বাসামুনি ভোজনে কৃতনিশ্চয় হইয়া উজ্জ্বলপঞ্জীবী মুনিশ্রেষ্ঠ মুদগলের নিকটে যথাসময়ে সেইভাবে ছয় বার উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥২১॥

কিন্তু তিনি নির্মলস্বভাব মুদগলের মনে কোন বিকারই দেখিতে পান নাই ; বরং তাঁহার পবিত্র ও নির্মল মনই দেখিয়াছিলেন ॥২২॥

তাহার পর দুৰ্ব্বাসামুনি মুদগলের আচরণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—  
“অপনার তুল্য মাৎসর্য্যবিহীন দাতা এই জগতে আর কেহ নাই ॥২৩॥



‘আহারপ্রভবাঃ প্রাণা মীনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।’

মনসুশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চাপ্যেকাগ্র্যং নিশ্চিতং তপঃ ॥২৫॥

শ্রমেণোপার্জিতং ত্যক্তুং দুঃখং শুদ্ধেন চেতসা ।

তং সৰ্বং ভবতা সাধো ! যথাবদুপপাদিতম্ ॥২৬॥

প্ৰীতাঃ স্নোহনুগৃহীতাশ্চ সমেত্য ভবতা সহ ।

ইন্দ্রিয়াভিজয়ো ধৈর্যং সংবিভাগো দমঃ শমঃ ॥২৭॥

দয়া সত্যঞ্চ ধৰ্ম্মশ্চ ত্বয়ি সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।

জিহ্মস্তে কৰ্ম্মভিলোকাঃ প্রাপ্তোহসি পরমাং গতিম্ ॥২৮॥ (যুগ্মকম্)

অহো দানং বিঘুষ্টং তে স্তমহং স্বর্গবাসিভিঃ ।

সশরীরো ভবান্ গন্তা স্বর্গং সূচরিতব্রত ! ॥২৯॥

### ভারতকৌমুদী

সুদৃতি । ক্ষুং ক্ষুধা, ধর্ম্মসংজ্ঞাং ধর্ম্মজ্ঞানম্, প্রগৃহতি নাশয়তি, ধৈর্য্যমেব চ আদন্তে হরতি, তথা, রসানুসারিণী জিহ্বা রসান্ প্রতি প্রাণিনং কর্ষতোব । কিন্তু তবৈতৎসর্কভাবাৎ ত্বং ধন্য এবেষি ভাবঃ ॥২৪॥

‘আহারেতি । আহার্য্যং প্রভবন্তি তিষ্ঠন্তীত্যাহারপ্রভবাঃ । আহার্য্যাবেহপি প্রাণধারণম্, দুর্নিগ্রহস্ত চলস্ত চ মনসো নিগ্রহণম্, ঈদৃশং তপশ্চ দুষ্করমেব ত্বয়া ক্রিয়ত ইত্যুশয়ঃ ॥২৫॥

শ্রমেণেতি । উপার্জিতং শ্রম্যম্, দুঃখং জায়তে, শুদ্ধেন ধেষশূত্রেণ ॥২৬॥

প্ৰীতা ইতি । সমেত্য মিলিত্বা । সংবিভাগো বিভজ্যন্নদানম্ । তে ত্বয়া ॥২৭—২৮॥

ক্ষুধা ধর্ম্মবুদ্ধি নষ্ট করে এবং ধৈর্য্য হরণ করে, আর রসানুবর্তিনী জিহ্বা প্রাণীকে রসের প্রতি আকর্ষণ করে ; (আপনার ইহার একটাও হয় নাই বলিয়া আপনি ধন্য) ॥২৪॥

আহারেই প্রাণ থাকে, চঞ্চল মনের দমন করাও দুষ্কর এবং মন ও ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতাই তপস্যা ; (বিনা আহারেও প্রাণ থাকায়, চঞ্চল মনের দমন করায় এবং উক্তরূপ তপস্যা করিতে থাকায় আপনি ধন্য) ॥২৫॥

সাধু ! নির্ম্মলচিত্তে শ্রমার্জিত ধন দান করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয় ; কিন্তু আপনি যথানিয়মে সে সমস্তই করিয়াছেন ॥২৬॥

আমি আপনার সহিত মিলিত হইয়া সন্তুষ্ট ও অনুগৃহীত হইয়াছি । চিত্ত-সংযম, ধৈর্য্য, বিভাগপূর্ব্বক অন্নদান, কর্মেন্দ্রিয়দমন, জ্ঞানেন্দ্রিয়দমন, দয়া, সত্য ও ধর্ম্ম, এই সমস্তই আপনাতে রহিয়াছে ; সুতরাং আপনি নিজ কৰ্ম্মদ্বারা ই সমস্ত লোক জয় করিয়াছেন এবং পরম গতি লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছেন ॥২৭—২৮॥

ইত্যেবং বদতস্তস্মৈ তদা 'দুর্বাসাসো মুনেঃ ।

দেবদূতো বিমানেন মুদগলং প্রত্যুপস্থিতঃ ॥৩০॥

হংসসারসযুস্তেন কিঙ্কিণীজালমালিনা ।

কামগেন বিচিত্রেণ দিব্যগন্ধবতা তথা ॥৩১॥ (যুগ্মকম্)

• উবাচ চৈনং বিপ্রাষিৎ বিমানং কৰ্ম্মভিজ্জিতম্ ।

সমুপারোহ সংসিদ্ধিং প্রাপ্তোহসি পরমাং মুনে ! ॥৩২॥

তমেবংবাদিনমৃষির্দেবদূতযুবাচ হ ।

ইচ্ছামি ভবতা প্রোক্তান্ গুণান্ স্বর্গনিবাসিনাম্ ॥৩৩॥

কে গুণাস্তত্র বসতাং কিং তপঃ কশ্চ নিশ্চয়ঃ ।

স্বর্গে তত্র সূখং কিঞ্চ দোষো বা দেবদূতক ! ॥৩৪॥

সতাং সপ্তপদং মৈত্রমাল্লঃ সন্তুঃ কুলোচিতাঃ ।

মিত্রতাপ্ত পুরস্কৃত্য পৃচ্ছামি ত্বামহং বিতো ! ॥৩৫॥

### ভারতকৌমুদী

অহো ইতি । বিষুঃ বিশেষণ ঘোষিতম্ । গন্তা গমিষ্যতি ॥২২॥

ইতীতি । মুদগলং প্রতি তদন্তিকে । কামগেন ইচ্ছামুসারেণ গমনশক্তেন ॥৩০—৩১॥

উবাচেতি । উবাচ দেবদূত ইত্যনুবৃতিঃ । কৰ্ম্মভির্দানাদিভিঃ, জিতং প্রাপ্তম্ ॥৩২॥

তমিতি । ঋষিমুদগলঃ । ইচ্ছামি শ্রোতুমিতি শেষঃ ॥৩৩॥

ক ইতি । তত্র স্বর্গে । নিশ্চয়স্তত্র বাসে নিশ্চিতকারণম্ ॥৩৪॥

সতামিতি । সপ্তপদং মিলিষা গচ্ছতামিতি শেষঃ, মৈত্রং পরস্পরখিততাম্ ॥৩৫॥

ব্রতচারী ব্রাহ্মণ ! স্বর্গবাসীরা আপনার গুরুতর দানের সংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন ; সুতরাং আপনি সশরীরেই স্বর্গে যাইবেন” ॥২২॥

দুর্বাসামুনি এইরূপ বলিতেছিলেন, এমন সময়ে কামগামী ও বিচিত্র একথানা বিমানে আরোহণ করিয়া একজন দেবদূত মুদগলের নিকট উপস্থিত হইল ; সে বিমানখানাতে হংস, সারস, কিঙ্কিণীর মালা ও স্বর্গীয় সৌরভ ছিল ॥৩০—৩১॥

• সেই দেবদূত মহর্ষি মুদগলকে বলিল—“মুনি ! আপনি পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ; অতএব আপন কৰ্ম্মলব্ধ এই বিমানে আরোহণ করুন” ॥৩২॥

দেবদূত এইরূপ বলিলে, মুদগল তাহাকে বলিলেন—“আপনি স্বর্গবাসিগণের গুণ বর্ণনা করুন, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি ॥৩৩॥

দেবদূত ! স্বর্গবাসীদের কি গুণ ? কি তপস্যা ? স্বর্গবাসী নিশ্চিত কারণ কি ? এবং সেই স্বর্গলোকে কি সূখ ? কি বা দোষ ? ॥৩৪॥

তদত্র তথ্যং পণ্যঞ্চ তদ্ব্রবীহবিচারয়ন্ ।

শ্রুত্বা তথা করিষ্যামি ব্যবসায়ং গিরা তব ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি  
ত্রৌহির্দ্রৌণিকে মুদালোপাখ্যানে পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥ \*

—:—

## ষোড়শাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

দেবদূত উবাচ ।

মহর্ষে ! . আৰ্য্যবুদ্ধিস্ত্বং যঃ স্বর্গস্থমুত্তমম্ ।

সম্প্রাপ্তং বহু মন্তব্যং বিম্বশস্তবুদ্ধো যথা ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তদ্বিতি । তথ্যং গুণ্যম্, পণ্যং হিতম্ । ব্যবসায়ং স্বর্গগমননিশ্চয়ম্ ॥৩৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্চাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি ত্রৌহির্দ্রৌণিকে  
পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥

—:—

মহর্ষ ইতি । হে মহর্ষে ! আৰ্য্যবুদ্ধিঃ সন্ধিবেচকঃ, যন্তম্, উত্তমম্, অতএব বহু মন্তব্যং  
সর্বৈরাদর্শ্যম্, সম্প্রাপ্তমুপস্থিতং স্বর্গস্থম্, যথা অবধঃ অনভিজ্ঞস্তথা, বিম্বশসি গচ্ছামি নবেতি  
বিচারয়সি; যদি কশ্চিন্নিকঃ আদিতি বিচিন্তয়স্মিতি ভাবঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

বিকচো হসন্ মুণ্ডো বা ॥১২—১৭॥ দ্বিতীয়ে পক্ষে ॥১৮—২৩॥ ক্ষুং ক্ষুধা, ধর্মসহিতাং সংজ্ঞাম্,  
ত্বয়া তু প্রাণধর্মঃ ক্ষুধা, ইন্দ্রিয়ধর্মো রসনা, তত্বতয়ং জিতমিত্যর্থঃ ॥২৪—৩১॥ উবাচ দেবদূত  
ইত্যনুকৃত্যতে ॥৩২—৩৫॥ ব্যবসায়ং নিশ্চয়ম্ ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২১৫॥

প্রভাবসম্পন্ন দেবদূত ! উচ্চবংশজাত সজ্জনেরা বলিয়া থাকেন যে, একসঙ্গে .  
সপ্তপদ গমন করিলেই মিত্রতা হয় ; সুতরাং আমি সেই মিত্রতার অনুসরণ করিয়া  
আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥৩৫॥

অতএব আপনি এবিষয়ে বিবেচনা না করিয়া সত্য ও হিত বাক্য বলুন ; আমি  
তাহা শুনিয়া আপনার বাক্যানুসারে কর্তব্য স্থির করিব” ॥৩৬॥

\* ‘...ত্রিংশাধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...একোবষ্টাধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব,  
‘...ষষ্ঠাধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...একষষ্ঠাধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

উপরিষ্ঠাদসৌ লোকো হ্যোহয়ং স্বরিতি সংজ্ঞিতঃ ।

উর্দ্ধগঃ সৎপথঃ শম্ভদেবযানচরো মুনে ! ॥২॥ •

নাতপ্ততপসঃ পুংসো নামহাযজ্ঞযাজিনঃ ।

নান্তা নাস্তিকাস্চৈব তত্র গচ্ছন্তি মুদগল ! ॥৩॥

ধর্মাভ্যানো জিতাভ্যানঃ শাস্তা দান্তা বিমৎসরাঃ ।

দানধর্মরতা মর্ত্যাঃ শূরাশ্চাহবলক্ষণাঃ ॥৪॥

তত্র গচ্ছন্তি ধর্মাগ্র্যং কৃত্বা শমদমাত্মকম্ ।

লোকান্ পুণ্যকৃতান্ ব্রহ্মান্ ! সন্দিরাচরিতান্ নৃভিঃ ॥১॥ (যুগ্মকম্)

### ভারতকৌমুদী

স্বর্গং বর্ণয়তি—উপেতি । উর্দ্ধগ উর্দ্ধগমনস্থানম্ । অতদেব ব্যাচষ্টে সতো ব্রহ্মণঃ পশ্বা ইতি  
সৎপথঃ, দেবযানানি বিমানানি চরাণি যত্র স তাদৃশশ্চ ॥২॥

নেতি । পুংসঃ পুংসঃ । অন্তা বাচি কশ্মিণি চ মিথ্যাপরায়ণাঃ ॥৩॥

কে গচ্ছন্তীত্যাহ—ধর্ম্মেতি । আহবে সম্মুখযুদ্ধে লক্ষণং মরণদর্শনং যেষাং তে, “গণে  
চাভিমুখে হতঃ” ইত্যেকবাক্যত্বাৎ । ধর্মাগ্র্যং ধর্ম্মশ্রেষ্ঠম্ ॥৪—৫॥

### ভারতভাবদীপঃ

মহর্ষে ইতি । বিমুশসি শুভমশুভং বেতি বিচারয়সি ॥১॥ স্বলোকঃ সুখলোকঃ । “যন্ন  
দুঃখেন সংভিন্নং ন চ গ্ৰস্তমনস্তরম্ । অভিজ্ঞাবোপনীতং যত্নং হুতং স্বপদাম্পদম্ ॥” ইতি শ্রুতিঃ ।  
তৎপ্রধানম্বাল্লোকোহপি স্বশব্দব্যাচ্যঃ । উর্দ্ধং গগনাদিত্যুর্দ্ধগঃ, সৎপথো ব্রহ্মমার্গঃ ক্রমমুক্তি-  
স্থানমিত্যর্থঃ । দেবযানেন মার্গেণ অচিরাদিপর্ব্বতা চরন্ত্যগ্নিমিতি দেবযানচরঃ ॥২॥

দেবদূত বলিল—“মহর্ষি ! আপনার বুদ্ধিটা প্রশংসনীয় ; কারণ, যে আপনি  
উত্তম ও সকলের আদরণীয় উপস্থিত স্বর্গসুখের বিষয়েও অনভিজ্ঞের ত্রায় বিবেচনা  
করিতেছেন ॥১॥

মুনি ! যাহার নাম স্বর্গ ; সে লোক ঐ উপরে রহিয়াছে ; উহা উর্দ্ধগমনের স্থান,  
• অর্থাৎ ব্রহ্মলোভের পথ এবং সর্ব্বদাই ওখানে দেবযান সকল বিচরণ করে ॥২॥

• মুদগলমুনি ! যাহারা তপস্শ্রা বা মহাযজ্ঞ না করিয়াছে, তাহারা এবং মিথ্যা-  
পরায়ণ ও নাস্তিক লোকেরা সেখানে যাইতে পারে না ॥৩॥

ধার্ম্মিক, চিন্তাজয়ী, জ্ঞানেন্দ্রিয়জয়ী, কর্মেন্দ্রিয়জয়ী, বিদ্বেষবিহীন ও দাননিরত  
লোকেরা এবং সম্মুখযুদ্ধনিহত বীরেরা সেখানে যাইতে পারেন । আর, ব্রাহ্মণ !  
সকলেই শম ও দমস্বরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম করিয়া সজ্জনের আচরিত ফে কোন পুণ্যলোক  
লাভ করিতে পারে ॥৪—৫॥

. দেবাঃ সাধ্যাস্তথা বিক্ষে তথৈব চ মহর্ষয়ঃ ।  
 ধামা ধামাশ্চ মৌদগল্য ! গন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তথা ॥৬॥  
 এষাং দেবনিকায়ানাং পৃথক্ পৃথগনেকশঃ ।  
 ভাস্বন্তঃ কামসম্পন্না লোকাস্তেজোময়াঃ শুভাঃ ॥৭॥ (যুগ্মকম্)  
 ত্রয়স্ক্রিংশং সহস্রাণি যোজনানি হিরণ্ময়ঃ ।  
 মেরুঃ পর্ব্বতরাড়্ যত্র দেবোত্তানানি মুদগল ! ॥৮॥  
 নন্দনাদৌনি পুণ্যানি বিহারাঃ পুণ্যকৰ্ম্মণাম্ ।  
 ন ক্ষুৎপিপাসে ন গ্লানির্ন শীতোষ্ণে ভয়ং তথা ॥৯॥ (যুগ্মকম্)  
 বীভৎসমশুভং বাপি তত্র কিঞ্চিন্ন বিগতে ।  
 মনোজ্ঞাঃ সর্ব্বতো গন্ধাঃ স্তম্ভস্পর্শাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥১০॥  
 শব্দাঃ শ্রুতিমনোগ্রাহ্যাঃ সর্ব্বতস্তত্র বৈ মূনে ! ।  
 ন শোকো ন জরা তত্র নায়াসপরিদেবনে ॥১১॥

### ভারতকৌমুদী

৬বা ইতি । বিক্ষে সর্কে । যামা ধামাশ্চ তদাখ্যা দেবযোনিবিশেষাঃ । মৌদগল্যোতি স্বার্থে  
 ষণ্ । দেবনিকায়ানাং দেবসমূহানাম্ । লোকা নিবাসদেশা বর্ন্তস্তে ॥৬—৭॥  
 ত্রয় ইতি । ত্রয়স্ক্রিংশং সহস্রাণি যোজনানি ব্যাপ্ত ইত্যর্থঃ, হিরণ্ময়ঃ স্বর্ণময়ঃ । যত্র পুণ্য-  
 কৰ্ম্মণাং বিহারা বিহরণস্থানভূতানি নন্দনাদৌনি পুণ্যানি দেবোত্তানানি বর্ন্তস্তে ॥৮—৯॥  
 বীভৎসমিতি । বীভৎসং বিষ্ঠাদি, অশুভং শবাদি । স্তম্ভস্পর্শা বায়ব ইতি শেষঃ ॥১০॥  
 শব্দা ইতি । শ্রুতিমনাংসি গ্রাহ্যাণি আকৃষ্টাণি যৈস্তে । আয়াসপরিদেবনে শ্রমবিলাপৌ ॥১১॥

### ভারতভাবদীপঃ

পুংসঃ পুমান্সঃ ॥৩—৪॥ ধর্ম্মাগ্রাং ধর্ম্মশ্রেষ্ঠং যোগম্ ॥৫॥ যামা ধামাশ্চ গণবিশেষাঃ ॥৬॥  
 দেবানাং নিকায়ালয়া যেষু তেযাং দেবনিকায়ানাম্ ॥৭॥ ত্রয়স্ক্রিংশং সহস্রাণি যোজনা-

মুদগলমুনি ! যে সকল দেবতা, সাধ্য, দেবর্ষি, যাম, ধাম ও অঙ্গরা আছেন,  
 ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ অনেক তেজোময় ও মঙ্গলময় লোক আছে ; সে সকল লোকে  
 সর্ব্বদাই অভীষ্ট বস্তু লাভ করা যায় ॥৬—৭॥

মুদগলমুনি ! স্বর্ণময় পর্ব্বতরাজ সুমেরু তেত্রিশ হাজার যোজন ব্যাপিয়া  
 রহিয়াছে ; যাহার উপরে ধার্ম্মিকদিগের বিহারস্থান পুণ্যময় নন্দনপ্রভৃতি বহুতর  
 দেবোত্তান বিরাজ করিতেছে এবং যেখানে ক্ষুধা, পিপাসা, গ্লানি, শীত, গ্রীষ্ম ও ভয়  
 নাই ॥৮—৯॥

আর সেখানে লুণাজনক বা অমঙ্গলজনক কিছুই নাই এবং সে স্থানের সকল  
 গন্ধই মনোহর ও সমস্ত বায়ুই স্তম্ভস্পর্শ ॥১০॥

ঈদৃশঃ স মুনে ! লোকঃ স্বকৰ্মফলহেতুকঃ ।  
 সূক্ষ্মতৈস্তত্র পুরুষাঃ সংভবন্ত্যাত্মকৰ্ম্মভিঃ ॥১২॥  
 তৈজসানি শরীরানি ভবন্ত্যত্রোপপত্ততাম্ ।  
 কৰ্ম্মজ্ঞানোব মৌদগল্য ! ন মাতৃপিতৃজ্ঞান্যুত ॥১৩॥  
 ন সংশ্বেদো ন দৌৰ্গন্ধ্যং পুরীষং মূত্রমেব বা ।  
 তেষাঞ্চ ন রজো বস্ত্রং বাধতে তত্র বৈ মুনে ! ॥১৪॥  
 ন স্নায়ন্তি অজন্তেষাং দিব্যগন্ধা মনোরমাঃ ।  
 সংযুজ্যন্তে বিমানৈশ্চ ব্রহ্মমেবংবিধৈশ্চ তে ॥১৫॥  
 ঈৰ্ষ্যাশোকক্লমাপেতা মোহমাৎসৰ্য্যবৰ্জিতাঃ ।  
 সূখং স্বৰ্গজিতস্তত্র বর্তয়ন্তে মহামুনে ! ॥১৬॥  
 তেষাং তথাবিধানান্ত লোকানাং মুনিপুঙ্গব ! ।  
 উপযু্যপরি লোকস্ত লোকা দিব্যগুণান্বিতাঃ ॥১৭॥

## ভারতকৌমুদী

ঈদৃশ ইতি । স্বকৰ্মফলং দেবকৰ্মফলং ধৰ্ম্ম এব হেতুর্গতঃ সঃ । সম্ভবন্তি গতাঃ ॥১২॥  
 তৈজসানীতি । উপপত্ততাম্ উপপত্তমানানাং গচ্ছতাম্ । উতশব্দঃ পাদপুরণে ॥১৩॥  
 নেতি । সংশ্বেদো ঘৰ্ম্মঃ । তৈজসশরীরাদেব ন সংশ্বেদাদয় ইতি ভাবঃ ॥১৪॥  
 নেতি । সংযুজ্যন্তে আরোহণায় মিলিতা ভবন্তি । এবংবিধৈরিত্যঙ্গুল্যা স্বানীতবিমান-  
 প্রদর্শনম্ ॥১৫॥  
 ঈৰ্ষ্যেতি । স্বৰ্গজিতো লব্ধস্বর্গাঃ, সূখং যথা স্নাতৃথা বর্তয়ন্তে জীবনং ধারয়ন্তি ॥১৬॥  
 তেষামিতি । লোকানাং জনানাং দেবানামিতি যাবৎ । লোকস্ত স্বৰ্গস্ত ॥১৭॥

মুনি ! সেখানে সকল শব্দই শ্রুতিমধুর ও হৃদয়গ্রাহী এবং সেখানে শোক, জরা, শ্রম ও বিলাপ নাই ॥১১॥

মুনি ! সেই স্বর্গলোক দেবগণের কৰ্ম্মফলে এইরূপ হইয়াছে ; সুতরাং মানুষও আপন পুণ্যের বলেই সেখানে যাইয়া থাকে ॥১২॥

মুদগল ! স্বর্গগত লোকদিগের শরীরগুলি তেজোময় ও কৰ্ম্মজাত ; কিন্তু মাতৃ-পিতৃজাত নহে ॥১৩॥

অতএব মুনি ! সেখানে ঘৰ্ম্ম, ছুগন্ধ, বিষ্ঠা বা মূত্র নাই এবং স্বর্গবাসীদের বস্ত্র ধূলিতে মলিন হয় না ॥১৪॥

ব্রাহ্মণ ! তাঁহাদের দিব্যসৌরভসম্পন্ন ও মনোহর পুষ্পমালা সকল মলিন হয় না এবং তাঁহারা এইরূপ বিমানেই আরোহণ করিয়া থাকেন ॥১৫॥

মহর্ষি ! স্বর্গবাসীদের ঈৰ্ষ্যা, শোক, ক্লান্তি, মোহ বা মাৎসৰ্য্য নাই ; সুতরাং তাঁহারা সেখানে সুখে জীবন যাপন করেন ॥১৬॥

পরতো ব্রহ্মণস্তস্য লৌকন্তেজোময়ঃ শুভঃ ।  
 যত্র যান্ত্যুষ্যো ব্রহ্মন্ । পূতাঃ সৈঃ কশ্মভিঃ শুভৈঃ ॥১৮॥  
 ঋভবো নাম তত্রান্তে দেবানামপি দেবতাঃ ।  
 তেষাং লোকাঃ পরতরে তান্ যজন্তৌহ দেবতাঃ ॥১৯॥  
 স্বয়ম্প্রভাস্তে ভাস্বস্তো লোকাঃ কামদুঘাঃ পরে ।  
 ন তেষাং স্ত্রীকৃতস্তাপো ন লৌকৈশ্বর্যমৎসরঃ ॥২০॥  
 ন বর্তয়ন্ত্যাহুতিভিস্তে নাপ্যয়ুতভোজনাঃ ।  
 তথা দিব্যশরীরাস্তে ন চ বিগ্রহমূর্তয়ঃ ॥২১॥  
 ন স্তুখে স্তুথকামাস্তে দেবদেবাঃ সনাতনাঃ ।  
 ন কল্পপরিবর্তেষু পরিবর্তন্তি তে তথা ॥২২॥

### ভারতকৌমুদী

পরত ইতি । তন্তু দেবলোকস্ত, পরত উপরি, ব্রহ্মণো লোকো বর্ততে ॥১৮॥  
 ঋভব ইতি । লোকা বাসদেশাঃ, পরতরে ব্রহ্মলোকমধ্যোহপ্যুত্তমস্থানে বর্তন্তে ॥১৯॥  
 স্বয়মিতি । কামদুঘা ইষ্টদাতারঃ । লৌকৈশ্বর্যে পরসম্পাদি মৎসরো নাস্তি ॥২০॥  
 নেতি, বিগৃহ্ষন্ত ইতি বিগ্রহা ইন্দ্রিয়গ্রাহা মূর্তয়ো যেষাং তে তাদৃশা ন ॥২১॥  
 নেতি । স্তুখে স্তুথভোগসম্ভবেহপি । সনাতনা নিত্য্যঃ । অতএব, নেত্যাদি ॥২২॥

মুনিশ্রেষ্ঠ ! সেইরূপ দেবলোকের উপরে উপরে আরও কতকগুলি দিব্যগুণ-সম্পন্ন লোক আছে ॥১৭॥

ব্রাহ্মণ ! সেই লোকগুলিরও উপরে তেজোময় ও মঙ্গলময় ব্রহ্মলোক রহিয়াছে ; যেখানে ঋষিরা আপন আপন শুভকর্মে পবিত্র হইয়া গমন করিয়া থাকেন ॥১৮॥

‘ঋভু’-নামে আর কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা দেবতাদেরও দেবতা এবং তাঁহারা ব্রহ্মলোকের মধ্যেও অত্যন্ত উত্তমস্থানে বাস করেন ; আর দেবতারা তাঁহাদের পূজা করেন ॥১৯॥

সেই ঋভুগণ এমনই তেজস্বী যে, তাঁহারা আপনাদের তেজেই আলোকিত থাকেন এবং সকলেরই অভীষ্ট পূরণ করেন ; আর তাঁহাদের স্ত্রীকৃত দুঃখ বা পরশ্রীকাতরতা নাই ॥২০॥

এবং তাঁহারা অস্ত্রের আহুতিদ্বারা জীবন ধারণ করেন না কিংবা অমৃত পান করেন না ; আর তাঁহাদের দিব্য শরীর, সে শরীরগুলি আবার কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না ॥২১॥

\* (১৮) পুরস্তাদব্রাহ্মণান্তত্র লৌকন্তেজোময়াঃ শুভাঃ—বা ব কা, পুরস্তাদব্রাহ্মণস্তত্র—পি ।

(১৯) ঋভারো নাম—পি ।

জরা মৃত্যুঃ কূতস্তেষাং হর্ষঃ প্রীতিঃ সুখং ন চ ।  
 ন দুঃখং ন সুখং বাপি রাগদ্বেষৌ কুতো মূনে ! ॥২৩॥  
 দেবানামপি মৌদগল্য !। কাঙ্ক্ষিতা সা পরা গতিঃ ।  
 দুঃপ্রাপা পরমা সিদ্ধিরগম্যা কামগোচরৈঃ ॥২৪॥  
 ত্রৈলোক্যাদিমে দেবা যেষাং লোকা মনৌষিভিঃ ।  
 গম্যন্তে নিয়মৈঃ শ্রেষ্ঠৈর্দানৈর্বা বিধিপূর্বকৈঃ ॥২৫॥  
 সেয়ং দানকৃতা ব্যুষ্টিরনুপ্রাপ্তা সুখং ত্বয়া ।  
 তাং ভুঙ্ক্ষ্ব স্কৃতৈলক্লাং তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ ॥২৬॥  
 এতৎ স্বর্গসুখং স্বর্গ-লোকা নানাবিধাসুতথা ।  
 গুণাঃ স্বর্গস্য প্রোক্তান্তে দোষানপি নিবোধ মে ॥২৭॥

### ভারতকৌমুদী

জীৱেতি । সুখং দেববৎ প্রাক্তনকৰ্ম্মজসুখম্, পুনঃ সুখং মনুষ্যাদিবদধুনাভকৰ্ম্মজসুখম্ ॥২৩॥  
 দেবানামিতি । গতিববস্থা । অগম্যা অলভ্যা, কামগোচরৈঃ কামিভিজ্ঞানৈঃ ॥২৪॥  
 অথ কিয়ৎসংখ্যাকা ইম ইত্যাহ—ত্রয় ইতি । ইমে ঋভবো নাম ॥২৫॥  
 সেতি । সা ঋভুসম্বন্ধিনী । ব্যুষ্টিঃ সমৃদ্ধিঃ, “ব্যুষ্টিঃ স্ততিফলক্ৰিযু” ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥২৬॥

### ভারতভাবদীপঃ

ম্যপরি পরিধিরিতার্থঃ, উচ্ছ্রায়ন্ত চতুরশীতিসহস্রং মানমিতি জঘৃথণ্ডে বক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥৮—১২॥  
 উপপৃষ্ঠতামুপগচ্ছতাম্ ॥১৩—১৪॥ এবংবিধৈরिति দৃষ্টমানপ্রদর্শনম্ ॥১৫—২৫॥ ব্যুষ্টিঃ

দেবতাদেৱও দেবতা এবং সনাতন সেই ঋভুগণ সুখভোগের সম্ভাবনা থাকিলেও  
 সুখকামনা করেন না কিংবা কল্পপরিবর্তনের সময়েও পরিবর্তিত হন না ॥২২॥

মূনি । সেই ঋভুগণের জরা, মৃত্যু, হর্ষ, প্রীতি, প্রাক্তনকৰ্ম্মজনিত সুখ, ঐহিক-  
 কৰ্ম্মজনিত সুখ, দুঃখ, রাগ বা দ্বেষ ইহার কোনটাই নাই ॥২৩॥

মুদগলমূনি ! দেবতারও ঋভুগণের সেই পরম অবস্থার কামনা করেন এবং  
 তাঁহাদের সেই দুর্লভ সিদ্ধি কামী লোকেরা লাভ করিতে পারে না ॥২৪॥

এই ঋভুরা সংখ্যায় তেত্রিশ জন; ঋভুগণের লোক—জ্ঞানীরা উত্তম নিয়ম ও  
 যথাবিহিত দান করিয়া লাভ করিয়া থাকেন ॥২৫॥

মহর্ষি ! আপনি দানদ্বারা অনায়াসে সেই ঋভুদের সম্পদ লাভ করিয়াছেন ;  
 সুতরাং আপনি এখন তপঃপ্রভাবে আলোকিত থাকিয়া সেই পুণ্যলব্ধ সম্পদ ভোগ  
 করুন ॥২৬॥

(২৪) দেবতানাঞ্চ মৌদগল্য !—বা ব কা নি । (২৬)...অনুপ্রাপ্তা স্বথাবহা—পি ।  
 (২৭) এতৎ স্বর্গসুখং বিপ্র !—বা ব কা ।



কৃতশ্চ কৰ্ম্মগন্তত্র ভুজ্যতে যৎ ফলং দিবি ।  
 'ন চান্নত্ৰ ক্রিয়তে কৰ্ম্ম মূলচ্ছেদেন ভুজ্যতে ॥২৮॥  
 সোহিত্র দোষো মম মতস্তস্তান্তে পতনঞ্চ যৎ ।  
 সুখব্যাপ্তমনস্কানাং পতনং যচ্চ মুদগল ! ॥২৯॥  
 অসন্তোষঃ পরীতাপো দৃষ্ট । দীপ্ততরাঃ শ্রিয়ঃ ।  
 যদ্ব্যবত্যবরে স্থানে স্থিতানাং তৎ সুদুষ্করম্ ॥৩০॥  
 সংজ্ঞামোহশ্চ পততাং রজসা চ প্রধৰ্ষণম্ ।  
 প্রপ্লানেষু চ মাল্যেষু ততঃ পিপতিষোৰ্ভয়ম্ ॥৩১॥  
 আব্রহ্মভবনাদেতে দোষা মোদগল্য ! দারুণাঃ ।  
 নাকলোকে স্বকৃতিনাং গুণাস্থযুতশো নৃণাম্ ॥৩২॥  
 ভয়স্তুন্তো গুণঃ শ্রেষ্ঠশ্চ্যুতানাং স্বর্গতো মুনৈ ! ।  
 ঞ্জভানুশয়যোগেন মনুষ্যষৃপজায়তে ॥৩৩॥

### ভারতকৌমুদী

এতদ্বিত্তি । নিবোধ শৃণু । অস্মা চ যথেষ্টং বিধেহীতি ভাবঃ ॥২৭॥  
 কৃতশ্চেতি । তন্মূলচ্ছেদেনৈব ভুজ্যতে, ভোগেন ক্রমশঃ কৰ্ম্মক্ষয়াদিত্যাশয়ঃ ॥২৮॥  
 ন ইতি । একং জ্ঞানপূৰ্ব্বকং পতনম্, অগ্ৰচ্চাজ্ঞানপূৰ্ব্বকমিতি ভেদঃ ॥২৯॥  
 অসন্তোষ ইতি । শ্রিয়ঃ পরসম্পদঃ । অবরে ব্রহ্মলোকাপেক্ষয়া নিকৃষ্টে স্বর্গে ॥৩০॥  
 সংজ্ঞেতি । সংজ্ঞামোহো বুদ্ধিভ্রমঃ, প্রধৰ্ষণমাক্রমণম্ ॥৩১॥  
 আব্রহ্মেতি । আ ব্রহ্মভবনাং ব্রহ্মলোকাদারভ্য । নাকলোকে স্বর্গলোকে ॥৩২॥

মুনি ! এই স্বর্গস্থ, নানাবিধ স্বর্গলোক এবং স্বর্গের গুণের কথা আপনার নিকট বলিলাম ; এখন আপনি আমার নিকট স্বর্গের দোষও জ্ঞাপন করুন ॥২৭॥

সেখানে কৃতকর্ম্মের যে ফলভোগ করা হয়, তাহা মূলচ্ছেদ করিয়াই করা হয় ; কিন্তু নূতন অন্ম কোন কর্ম্ম করা হয় না ॥২৮॥

মুদগলমুনি ! কর্ম্মক্ষয়ের পরে জ্ঞাতভাবে যে পতন হয় এবং সুখভোগ করিবার সময়ে অজ্ঞাতভাবে যে পতন হয়, আমার মতে তাহাই স্বর্গের দোষ ॥২৯॥

পরের উজ্জল সম্পদ, দেখিয়া স্বর্গবাসী লোকদিগের যে অসন্তোষ ও পরিতাপ জন্মে, সেটা গুরুতর দোষ ॥৩০॥

কঠোর মালা মলিন হইতে লাগিলেই স্বর্গ হইতে পতনের সম্ভাবনা জন্মে, তখন বুদ্ধির ভ্রম ও রঞ্জনগুণের আক্রমণ হয়, তৎপরে ভয় জন্মে ॥৩১॥

মুদগলমুনি ! ব্রহ্মলোক হইতে সকল স্বর্গেই এই সকল দারুণ দোষ রহিয়াছে ; তবে পুণ্যবান লোকদিগের স্বর্গে গুণও বহুতরই আছে ॥৩২॥

তত্রাপি স মহাভাগঃ স্তম্ভভাগভিজায়তে ।

ন চেৎ সংবুধ্যতে তত্র গচ্ছত্যধমতাং ততঃ ॥৩৪॥

ইহ যৎ ক্রিয়তে কৰ্ম তৎ পরত্রোপভুজ্যতে ।

কৰ্মভূমিরিয়ং ব্রহ্মন্ ! ফলভূমিরসৌ মতা ॥৩৫॥

এতন্তে সৰ্ব্বমাধ্যাতং যন্মাং পৃচ্ছসি মুদগল ! ।

তবানুকম্পয়া সাধো ! সাধু গচ্ছাম মা চিরম্ ॥৩৬॥

ব্যাস উবাচ ।

এতচ্ শ্রুত্বা তু মৌদগল্যো বাক্যং বিমমূশে ধিয়া ।

বিমূশা চ মুনিশ্রেষ্ঠো দেবদূতমুবাচ হ ॥৩৭॥

দেবদূত ! নমস্তেহস্ত গচ্ছ তাত ! যথাস্থম্ ।

মহাদোষণে মে কার্য্যং ন স্বর্গেণ স্থথেন বা ॥৩৮॥

### ভারতকৌমুদী

অয়মিতি । শুভাহুশয়যোগেন অবশিষ্টশুভাদৃষ্টসম্বন্ধেন ॥৩৩॥

তত্রোতি । সংবুধ্যতে ধৰ্মজ্ঞানী ভবতি, ততস্তদা অধমতাম্ অধমযোনিতাম্ ॥৩৪॥

ইহেতি । ইয়ং পৃথিবী, অসৌ স্বর্গঃ, ফলভূমিঃ কৰ্মফলভোগস্থানম্ ॥৩৫॥

এতদ্বিতি । ত্রয়া সাক্ষং গমনমেব সাধু গমনমিতি ভাবঃ । মা চিরং বিলম্ব কুরু ॥৩৬॥

এতদ্বিতি । এতদ্বাক্যং শ্রুত্বোতি সম্বন্ধঃ । বিমমূশে স্বর্গে গন্তব্যং ন তেতি বিচারিতবান্ ॥৩৭॥

দেবেতি । মহান্ দোষো যত্র তেন । স্থথেন স্বর্গায়েণ ॥৩৮॥

মুনি ! স্বর্গভ্রষ্ট লোকদিগের এই একটা শ্রেষ্ঠ গুণ যে, স্বর্গভ্রষ্ট লোক পূর্ব শুভাদৃষ্টের সম্বন্ধবশতঃ মনুষ্যযোনিতেই জন্মগ্রহণ করে ॥৩৩॥

তাহাতেও সে মহাত্মা স্থখীই হয় ; তবে যদি তখন ধৰ্মজ্ঞান লাভ না করে, তাহা হইলে ক্রমিক অধমযোনিতে গমন করে ॥৩৪॥

ইহলোকে যে কৰ্ম করা হয়, পরলোকে তাহার ফল ভোগ হয় ; সুতরাং ব্রাহ্মণ ! এইটা কৰ্মভূমি, আর এটা (স্বর্গ) ফলভোগভূমি ॥৩৫॥

মুদগলমুনি ! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই আমি আপনার নিকট সে সমস্তই বলিলাম । এখন আপনার কৃপায় আমরা আপনার সহিত স্থখেই যাইব ; আপনি আর বিলম্ব করিবেন না” ॥৩৬॥

বেদব্যাস বলিলেন—“দেবদূতের এই সকল বাক্য শুনিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ মুদগল মনে মনে বিবেচনা করিলেন এবং বিবেচনা করিয়া দেবদূতকে কহিলেন—” ॥৩৭॥

(৩৪)....ন চেৎ সংবুধ্যতে তত্র গচ্ছত্যধমতাং পূর্বা৷৳৷

পতনান্তে মহদুঃখং পরিতাপঃ স্তদারুণঃ ।  
 স্বর্গভাজঃ পতন্তীহ তস্মাৎ স্বর্গং ন কাম্যে ॥৩৯॥  
 যত্র গহ্বা ন শোচন্তি ন ব্যথন্তি চলন্তি বা ।  
 তদহং স্থানমত্যন্তং মার্গয়িষ্যামি কেবলম্ ॥৪০॥  
 ইত্যুক্ত্বা স মুনিবাক্যং দেবদূতং বিস্মজ্য তম্ ।  
 শিলোঞ্জবৃন্তিধর্ম্মাত্মা শমমার্তিষ্ঠদুত্তমম্ ॥৪১॥  
 তুল্যানিন্দাস্ততিভূত্বা সমলোপ্ত্রাশ্মকাক্ষনঃ ।  
 জ্ঞানযোগেন শুদ্ধেন ধ্যাননিত্যো বভূব হ ॥৪২॥  
 ধ্যানযোগাদ্বলং লব্ধ্বা প্রাপ্য বুদ্ধিমমুত্তমাম্ ।  
 জগাম শান্তীং সিদ্ধিং পরাং নির্বাণলক্ষণাম্ ॥৪৩॥

### ভারতকৌমুদী

অথ কোহসৌ হোষ ইতি দেবদূতোক্তমেবাহবদতি—পতনেতি । পতনান্তে স্বর্গাৎ ॥৩৯॥  
 যত্রেতি । ন চলন্তি বা ততো ন বা পতন্তি । অত্যন্তং নিতাম্, কেবলং কৈবল্যাখ্যম্ ॥৪০॥  
 ইতীতি । শিলোজ্জৌ প্রাগ্‌ব্যাত্মাতৌ । শমং জ্ঞানেন্দ্রিয়নিরোধং যোগমিত্যর্থঃ ॥৪১॥  
 তুল্যেতি । অশ্মানো মণয়ঃ । ধ্যানং নিত্যং যন্ত স নিত্যধারীতি তাত্পর্যম্ ॥৪২॥  
 ধ্যানেতি । বলম্ আত্মানাম্বিবেকশক্তিম্, অমুত্তমাং বুদ্ধিং তত্ত্বজ্ঞানম্ ॥৪৩॥

“দেবদূত ! তোমাকে নমস্কার করি, বৎস ! তুমি যথাস্থখে গমন কর । কেন না, গুরুতরদোষযুক্ত স্বর্গ বা স্বর্গীয় সুখদ্বারা আমার প্রয়োজন নাই ॥৩৯॥

কারণ, স্বর্গবাসীরা ভূতলে পতিত হইয়া থাকেন এবং পতনের পরে তাঁহাদের গুরুতর দুঃখ ও অতিদারুণ পরিতাপ জন্মে ; অতএব সে স্বর্গ আমি কামনা করি না ॥৩৯॥

মাহুষ যে স্থানে যাইয়া শোক করে না, দুঃখ পায় না এবং পতিতও হয় না, আমি সেই ‘কৈবল্য’-নামক নিত্য স্থানের অন্বেষণ করিব” ॥৪০॥

এই কথা বলিয়া ধর্ম্মাত্মা মুদগলমুনি দেবদূতকে বিদায় দিয়া সেই শিলোঞ্জবৃন্তি-দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করিতে থাকিয়া উত্তম যোগ অবলম্বন করিলেন ॥৪১॥

তখন তিনি নিন্দা ও প্রশংসাকে সমান জ্ঞান করিতেন এবং লোষ্ট্র, মণি ও কাঞ্চনকে তুল্যমূল্য মনে করিতেন, এইভাবে বিশুদ্ধ-জ্ঞানযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বদা পরমাত্মচিন্তায় নিবিষ্ট হইলেন ॥৪২॥

ক্রমে মুদগলমুনি সেই ধ্যানযোগের প্রভাবে বিবেকশক্তি প্রাপ্ত হইয়া,

(৩৯)...স্বর্গভাজ-চরন্তীহ—বা ব কা, ...স্বর্গভাজচ্যবন্তীহ—পি । (৪২) ইতঃ পরং যাবন্তি পুণ্ড্রকানি পর্যালোচ্যন্তে, তাবন্ত এব পাঠভেদা দৃশ্যন্তে ।

তস্মাদ্ভমপি কোন্তেয় ! ন শোকং কৰ্ত্তুমহঁসি ।

রাজ্যাং স্বীতাং পরিভ্রষ্টপসো তদবাপ্স্যসি ॥৪৪॥

স্বখস্থানন্তরং দুঃখং দুঃখস্থানন্তরং স্বখম্ ।

পর্য্যায়েণোপসপ্পন্তে নরং নেমিমরা ইব ॥৪৫॥

পিতৃপৈতামহং রাজ্যাং প্রাপ্স্যামিতবিক্রম ! ।

বর্ষাব্রয়োদশাদুর্দ্ধং ব্যোতু তে মানসো জ্বরঃ ॥৪৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্ত্বা স ভগবান্ ব্যাসঃ পাণ্ডবনন্দনম্ ।

জগাম তপসে ধীমান্ পুনরেবাশ্রমং প্রতি ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্বণি ত্রীহি-

দ্রৌণিকে মুদগলদেবদূতসংবাদে ষোড়শাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ \*

ভারতকৌমুদী

ইদানীং প্রস্তুতমুখাপয়তি—তস্মাদিতি । তপসঃ সৰ্বসাধকত্বাদিত্যর্থঃ । স্বীতাদ্বিস্তৃতাং ॥৪৪॥

স্বখশ্চেতি । নেমিঃ চক্রপ্রাস্তম্, অরা নাভিসংলগ্নতিৰ্য্যক্কাষ্ঠানি ॥৪৫॥

পিত্রিতি । ব্যোতু অপগচ্ছুতু, জ্বরে রাজ্যনাশাদিনিবন্ধনঃ সস্তাপঃ ॥৪৬॥

এবমিতি । পাণ্ডবচাসৌ নন্দনঃ সৰ্বেষামেবানন্দজনকশ্চেতি তং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৪৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশতট্টাচার্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্বণি ত্রীহিদ্রৌণিকে

ষোড়শাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

আবার তাহার প্রভাবে সর্বোৎকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, নির্বাণমুক্তিস্বরূপ চির-স্থায়িনী পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥৪৩॥

অতএব কুন্তীনন্দন ! তুমিও শোক করিতে পার না । কারণ, তুমি বিস্তৃত রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকিলেও তপস্যার প্রভাবে পুনরায় তাহা লাভ করিবে ॥৪৪॥

রথচক্রের মধ্যস্থিত তিৰ্য্যক্ কাষ্ঠ সকল যেমন (দৃষ্টিপথবর্তী) চক্রপ্রাস্তের নিকট পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়, তেমন স্বখের পর দুঃখ, আবার দুঃখের পর স্বখ মানুষের নিকট পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হয় ॥৪৫॥

অমিতবিক্রম যুধিষ্ঠির ! (বনবাস আরম্ভ অবধি) ত্রয়োদশ বৎসরের পর তুমি পুনরায় পৈতৃক রাজ্য লাভ করিবে ; সুতরাং তোমার মনের সস্তাপ দূরীভূত হউক ॥৪৬॥

\* ...ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...—পি, '...ষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমঃ...'—বা, '...একষষ্ঠ্যধিক-দ্বিশততমঃ...'—কা, '...দ্বিষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমঃ...'—নি ।

( ১৭। জ্যোপদীহরণপর্ব। )

## সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

জনমেজয় উবাচ ।

বসৎস্বেবং বনে তেযু পাণ্ডবেষু মহাত্মন ।  
রমমাণেষু চিত্রাভিঃ কথাভিমুনিভিঃ সহ ॥১॥  
সূর্য্যদত্তাক্ষয়াম্মেন কৃষ্ণায় ভোজনাবধি ।  
ব্রাহ্মণাংস্তপ্যমাণেষু যে চাম্মার্থমুপাগতাঃ ।  
‘আরণ্যানাং যুগাণাঞ্চ মাংসৈর্নানাবিধৈরপি ॥২॥  
ধার্ত্তরাষ্ট্রা দুরাঅানঃ সর্ব্বৈ দুর্য্যোধনাদয়ঃ ।  
কথং তেষম্ববর্ত্তন্ত পাপাচার্য্য মহামুনে ! ॥৩॥  
দুঃশাসনস্ত কৰ্ণস্ত শকুনেচ্চ মতে স্থিতাঃ ।  
এতদাচক্ষু ভগবন্ ! বৈশম্পায়ন ! পৃচ্ছতঃ ॥৪॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

বৎসস্থিতি । রমমাণেষু আমোদমানেষু । কৃষ্ণায় জ্যোপদ্যঃ । ষট্‌পাদোহয়ং জ্ঞোকঃ । অম্ববর্ত্তন্ত  
ব্যবাহরন্ । আচক্ষু ক্রহি, পৃচ্ছতো মম সমীপে ॥১—৪॥

ভারতভাবদীপঃ

সম্পত্তিঃ ॥২৬—৪২॥ বলং পরবৈরাগ্যম্, বুদ্ধিং জ্ঞানম্ ॥৪৩—৪৪॥ নেমিঃ চক্রধারাম্, অরাঃ  
নাভিনেমিসন্ধানদারুণি ॥৪৫—৪৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষোড়শাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২১৬॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জ্ঞানী ভগবান্ বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিয়া  
তপস্যা করিবার জন্ত পুনরায় আশ্রমের দিকেই গমন করিলেন ॥৪৭॥

—:~:—

জনমেজয় বলিলেন—“মহর্ষি ! ভগবন্ ! বৈশম্পায়ন ! আমি জিজ্ঞাসা  
করিতেছি যে, মহাত্মা পাণ্ডবেরা যখন কাম্যকবনে থাকিয়া মুনিদের সহিত  
নানাবিধ আলাপে আনন্দ অনুভব করিতেন এবং জ্যোপদীর ভোজনে হইয়া  
যাওয়া পর্য্যন্ত—যাহারা অগ্নের জন্ত আসিত, তাহাদিগকে ও ব্রাহ্মণগণকে  
সূর্য্যদত্ত অক্ষয় অন্নদ্বারা ও নানাবিধ বস্তু পুস্ত্র মাংসদ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন,

বৈশম্পায়ন<sup>\*</sup> উবাচ ।

শ্রদ্ধা তেষাং তথা বৃত্তিঃ নগরে বসতামিব ।  
 দুর্যোধনো মহারাজ ! তেষু পাপমরোচয়ং ॥৫॥  
 তথা তৈর্নিকৃতিপ্রজৈঃ কর্ণদুঃশাসনাদিভিঃ ।  
 নানোপায়ৈরঘং তেষু চিন্তয়ৎসু দুরাত্মসু ॥৬॥  
 অভ্যাগচ্ছৎ স ধর্ম্মাত্মা তপস্বী হুমহাযশাঃ ।  
 শিষ্যায়ুতসমোপেতো দুর্ব্বাসা নাম কামতঃ ॥৭॥ (যুগ্মকম্)  
 তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য মুনিং পরমকোপনম্ ।  
 দুর্যোধনো বিনীতাত্মা প্রশ্রয়েণ দমেন চ ।  
 সহিতো ভ্রাতৃভিঃ শ্রীমানাতিথ্যেন গৃহমন্তয়ং ॥৮॥  
 বিধিবৎ পূজয়ামাস স্বয়ং কিল্লবৎ স্থিতঃ ।  
 অহানি কতিচিন্তত্র তস্মৈ স মুনিসত্তমঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

শ্রদ্ধেতি । তথা আনন্দেন, বৃত্তিঃ স্থিতিম্ । পাপমনিষ্টম্, অরোচয়ং কর্ত্তুমৈচ্ছৎ ॥৫॥  
 তথেষতি । নিকৃতিপ্রজৈঃ শঠবুদ্ধিভিঃ সহ । অবমনিষ্টম্, তেষু পাণ্ডবেষু । দুরাত্মসু  
 দুর্যোধনাদিষু শিষ্ণাণাম্যুতেন সমমুপেত ইতি শিষ্যায়ুতসমোপেতঃ । মকারলোপ আর্ষঃ ॥৬—৭॥  
 তমিতি । প্রশ্রয়েণ প্রণয়েন, দমেন অভিমানদমনেন চ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৮॥  
 • বিধিবদिति । তত্র দুর্যোধনভবনে ॥৯॥

তখন কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের মতাত্মবর্ত্তী, দুরাত্মা ও পাপাচারী দুর্যোধনপ্রভৃতি  
 ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা সকলে পাণ্ডবদের প্রতি কিল্লপ আচরণ করিত, তাহা বলুন” ॥১—৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! পাণ্ডবেরা নগরবাসীদেরই মত কাম্যকবনে  
 আনন্দে বাস করিতেছেন, ইহা শুনিয়া দুর্যোধন তাঁহাদের অনিষ্টাচরণ করিবার  
 ইচ্ছা করিলেন ॥৫॥

দুরাত্মা দুর্যোধনপ্রভৃতি যখন শঠবুদ্ধি কর্ণ ও দুঃশাসনপ্রভৃতির সহিত মিলিত  
 হইয়া নানা উপায়ে পাণ্ডবগণের অনিষ্ট করিবার চিন্তা করিতেছিলেন, তখন ধর্ম্মাত্মা,  
 তপস্বী ও অত্যন্ত শশস্বী দুর্ব্বাসামুনি অযুত শিষ্যের সহিত দুর্যোধনভবনে আগমন  
 করিলেন ॥৬—৭॥

তখন হৃন্দরমূর্ত্তি দুর্যোধন সেই অত্যন্তক্রোধী মুনিকে আগত দেখিয়া ভ্রাতৃগণের  
 সহিত মিলিত হইয়া, অভিমান ত্যাগ করিয়া, প্রণয়পূর্ব্বক বিনীতভাবে আতিথ্যের  
 জন্ত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন ॥৮॥

তঞ্চ পর্য্যচরদ্রাজ্ঞা দিব্যরাত্রমতশ্রিতঃ ।  
 দুৰ্য্যোধনো মহারাজ ! . শাপাতস্ত্য বিশক্ৰিতঃ ॥১০॥  
 ক্ষুধিতোহস্মি দদস্বামং শীঘ্রং মম নরাধিপ ! ।  
 ইত্যুক্ত্বা গচ্ছতি স্নাতুং প্রত্যাগচ্ছতি বৈ চিরাৎ ॥১১॥  
 ন ভোক্ষ্যাম্যত্র মে নাস্তি ক্ষুধেভ্যাক্তে ত্যদর্শনম্ ।  
 অকস্মাদেত্য চ ক্রতে ভোজয়াস্মাংস্বরাগ্নিতঃ ॥১২॥  
 কদাচিচ্চ নিশীথে স উত্থায় নিকৃতৌ স্থিতঃ ।  
 পূৰ্ব্ববৎ কারয়িস্বামং ন ভুঙক্তে গর্হয়ন্ স্য সং ॥১৩॥  
 বর্তমানে তথা তস্মিন্ যদা দুৰ্য্যোধনো নৃপঃ ।  
 বিকৃতিং নৈতি ন ক্রোধং তদা ভূক্টোহভবন্মুনিঃ ।  
 আহ চৈনং দুরাধৰ্ষো বরদোহস্মীতি ভারত ! ॥১৪॥

### ভারতকৌমুদী

চমিতি । পর্য্যচরং শুশ্রূষিতবান্, অতশ্রিতঃ অনলসঃ সন্ ॥১০॥  
 অথ ত্রিভিঃ শ্লোকৈকদ্বীকাসমো দুৰ্য্যোধনপরীক্ষামাহ—ক্ষুধিত ইতি । গচ্ছতি স্ম ॥১১॥  
 নেতি । অদর্শনম্ এতি প্রাপ্নোতি স্ম স্থানান্তরং জগামেত্যর্থঃ ॥১২॥  
 কদাচিদिति । নিকৃতৌ শাঠ্যে । গর্হয়ন্ বিনা কারণং দুৰ্য্যোধনমেব নিন্দন্ ॥১৩॥  
 বর্তমান ইতি । তস্মিন্ যুগ্মে । নৈতি ন প্রাপ্নোতি স্ম । অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৪॥

এবং তিনি নিজেই ভূত্যের মত থাকিয়া যথাবিধানে দুৰ্ব্বাসার পূজা করিলেন ;  
 মুনিশ্রেষ্ঠ দুৰ্ব্বাসাও কয়েক দিন সেখানে থাকিলেন ॥৯॥

মহারাজ ! রাজা দুৰ্য্যোধন তখন দুৰ্ব্বাসার অভিসম্পাতের আশঙ্কা করিয়া  
 আলস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক দিবারাত্র তাঁহার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন ॥১০॥

“রাজা ! আমার ক্ষুধা হইয়াছে, সত্বর অন্নদান কর”—এই কথা বলিয়া দুৰ্ব্বাসা  
 স্নান করিতে যাইতেন, অথচ অতিবিলম্বে ফিরিয়া আসিতেন ॥১১॥

“আজ আমার ক্ষুধা নাই ; সুতরাং খাইব না”—এই কথা বলিয়া অদৃশ্য হইয়া  
 যাইতেন, আবার অকস্মাৎ আসিয়া বলিতেন—“সত্বর আমাকে ভোজন করাও” ॥১২॥

কোন দিন রাত্রি দ্বিতীয়প্রহরের সময় উঠিয়া শঠতা করিবার ইচ্ছায় পূর্ব্বের মত  
 অন্ন প্রস্তুত করাইয়া ভোজন করিতেন না, অথচ তিরস্কার করিতেন ॥১৩॥

দুৰ্ব্বাসা এইরূপ আচরণ করিতে থাকিলেও যখন রাজা দুৰ্য্যোধন বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ  
 হইলেন না, তখন দুৰ্ব্বাসা দুৰ্ব্বাসা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন—“ভরত-  
 নন্দন ! আমি তোমাকে বর দান করিব” ॥১৪॥

দুৰ্ব্বাসাউবাচ ।

বরং বরয় ভদ্রং তে যন্তে মনসি বর্ততে ।

ময়ি প্রীতে তু যজ্ঞশ্র্যাং নালভ্যং বিদ্যতে তব ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতচ্শ্রদ্ধা বচন্ত্য মহর্ষেৰ্ভাবিতাত্মনঃ ।

অমন্যত পুনর্জাতমাত্মনং স সুর্যোধনঃ ॥১৬॥

প্রাগেব মন্ত্রিতশ্চাসৌ কৰ্ণদুঃশাসনাদিভিঃ ।

যাচনীয়ং মুনেস্তৃষ্ণাদিতি নিশ্চিত্য দুৰ্ম্মতিঃ ॥১৭॥

অতিহর্ষান্নিতো রাজা বরমেনমযাচত ।

শিষ্যৈঃ সহ মম ব্রহ্মন্ ! যথা জাতোহতিথির্ভবান্ ॥১৮॥

অস্মৎকূলে মহারাজো জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ ।

বনে বসতি ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

বরমিতি । ধর্ম্মাদনপেতং ধর্ম্মং নালভ্যম্ । এতেনাধর্ম্মমলভ্যমেবেতি স্থচিতম্ ॥১৫॥

এতদ্বিতি । আত্মনং পুনর্জাতমমন্যত, ইদানীং শাপদানাসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥১৬॥

প্রাগিতি । মন্ত্রিতো বিষয়ঃ । রাজা দুৰ্য্যোধনঃ । বনে কাম্যকনামকে । কদা

ভারতভাবদীপঃ

বসংস্থিতি ॥১—১৪॥ ধর্ম্মং ধর্ম্মাদনপেতম্ ॥১৫—২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২১৭॥

পরে পুনরায় দুৰ্ব্বাসা বলিলেন—“দুৰ্য্যোধন ! তোমার মঙ্গল হউক, যাহা তোমার মনে আছে, সেই বর গ্রহণ কর । আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি বলিয়া যাহা ধর্ম্ম-সঙ্গত, তাহা তোমার অপ্রাপ্য নহে” ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সন্তুষ্টচিত্ত মহর্ষি দুৰ্ব্বাসার এই কথা শুনিয়া দুৰ্য্যোধন নিজের পুনর্জন্ম হইল বলিয়া মনে করিলেন ॥১৬॥

‘মুনি সন্তুষ্ট হইলে, তাঁহার নিকট আমি এই বর প্রার্থনা করিব’ এইরূপ দুৰ্ম্মতি দুৰ্য্যোধন পূর্বেই কৰ্ণ ও দুঃশাসনপ্রভৃতির সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাখিয়া-ছিলেন ; সুতরাং তৎকালে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, “ব্রহ্মন্ ! আপনি যেমন শিষ্যগণের সহিত আমার অতিথি হইয়াছেন, তেমনই শিষ্যগণের সহিত আপনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরেরও অতিথি হইবেন । কারণ, তিনি আমাদের বংশে জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, ধার্ম্মিক, গুণবান্ ও সচ্চরিত্র ; তিনি এখন ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কাম্যকবনে বাস করিতে-ছেন । আর, আপনার যদি আমার উপরে অনুগ্রহ হইয়া থাকে, তবে রাজপুত্রী,



গুণবান্ শীলসম্পন্নস্তস্মৈ হুমতির্নির্ভব ।

যদা চ রাজপুত্রী সা স্কুমারী যশস্বিনী ॥২০॥

ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ সর্বান পতীংশ্চ বরবর্ণিনী ।

বিশ্রান্তা চ স্বয়ং ভুক্ত্বা যথাসীনা ভবেদযদা ॥২১॥

তদা স্বং তত্র গচ্ছেথা যথাসুগ্রাহতা ময়ি ।

তথা করিষ্যে স্বং প্রীত্যেত্যেবমুক্ত্বা স্ময়োধনম্ ॥২২॥

দুর্ক্বাসা অপি বিপ্রেক্ষো যথাগতমগাত্ততঃ ।

কৃতার্থমিব চাত্মানং তদা মেনে স্ময়োধনঃ ॥২৩॥

করণে চ করং গৃহ কর্ণস্ত মুদিতো ভূশম্ ।

কর্ণোহপি ভ্রাতৃসহিতমিত্যুবাচ নৃপং তদা ॥২৪॥ (কুলকম্)

কর্ণ উবাচ ।

দিষ্ট্যা কামঃ স্বেসংবৃত্তো দিষ্ট্যা কৌরব ! বর্দ্ধসে ।

দিষ্ট্যা তে শত্রবো ময়া হস্তরে ব্যসনার্ণবে ॥ ৫॥

দুর্ক্বাসংক্রোধজে বহৌ পতিতাঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ ।

স্বৈরেব তে মহাপাপৈর্গতা বৈ হস্তরং তমঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

অতিথির্ভবামীত্যাহ—যদেতি । বরবর্ণিনী দ্রৌপদী । দ্রৌপত্যা ভোজনান্তে স্থাল্যন্নস্ত কয়িস্কু-  
ত্যাং তথৈব চ সূর্য্যস্ত বরদানাং তদা চান্নদানাশক্যাদুর্ক্বাসসঃ শাপেন পাণ্ডবানাং সর্বনাশায়  
“তদা স্বং তত্র গচ্ছেথাঃ” ইত্যুক্তম্ । তদা চাত্মানং কৃতার্থমিব মেনে, পাণ্ডবসর্বনাশস্তাবশ্যস্তাবিশ্ব-  
সম্ভাবনাদিত্যাশয়ঃ । গৃহ গৃহীত্বা ॥১৭—২৪॥

দিষ্ট্যেতি । দিষ্ট্যা ভাগ্যেন, কামঃ অস্বাকমভিলাষঃ, স্বেসংবৃত্তঃ স্বসম্পন্নঃ ॥২৫॥

কোমলাঙ্গী, যশস্বিনী ও বরবর্ণিনী দ্রৌপদী যখন সমস্ত ব্রাহ্মণ ও পতিগণকে  
ভোজন করাইয়া এবং নিজে ভোজন করিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য স্থখে উপবেশন  
করিবেন, তখন আপনি সেখানে গমন করিবেন” । “তোমার প্রতি সন্তোষবশতঃ  
তাহাই করিব” এই কথা হৃষ্যোধনকে বলিয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দুর্ক্বাসাও যথাস্থানে চলিয়া  
গেলেন ; হৃষ্যোধনও তখন অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া হস্তদ্বারা কর্ণের হস্ত ধারণ করিয়া  
আপনাকে কৃতার্থের ন্যায় মনে করিলেন । কর্ণও তখন ভ্রাতাদের সহিত  
হৃষ্যোধনকে এই কথা বলিলেন ॥১৭—২৪॥

কর্ণ কহিলেন—“কৌরবনন্দন ! ভাগ্যবশতঃ আমাদের অভিলাষ • স্বসম্পন্ন  
হইল, ভাগ্যবশতঃ তোমার জীবদ্ধি হইল এবং ভাগ্যবশতই তোমার শত্রুগণ হস্তর  
বিপৎসাগরে মগ্ন হইল ॥২৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইথং তে নিকৃতিপ্রজ্ঞা রাজন্ ! হুর্যোধনাদয়ঃ ।

হসন্তঃ প্রীতিমনসো জগ্মুঃ স্বং স্বং নিবেশনম্ ॥২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্ষিক্যাং বনপৰ্ব্বণি দ্রোপদী-  
হরণে দুৰ্ব্বাস আতিথেয় সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—\*—

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—\*—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ কদাচিদুৰ্ব্বাসাঃ স্থানাসীনাস্তু পাণ্ডবান্ ।

ভুক্ত্বা চাবস্থিতাং কৃষ্ণাং জ্ঞাত্বা তস্মিন্ বনে মুনিঃ ।

অভ্যাগচ্ছং পরিবৃতঃ শিষ্যৈরযুতসন্মিতৈঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

দুৰ্ব্বাস ইতি । তমোহঙ্ককারং কৰ্ত্তব্যমুচ্যামিত্যৰ্থঃ ॥২৬॥

ইথমিতি । নিকৃতিপ্রজ্ঞাঃ শাঠ্যাভিজ্ঞাঃ । প্রীতিমনসঃ সন্তুষ্টচিত্তাঃ ॥২৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি দ্রোপদীহরণে

সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—\*—

তত ইতি । ভুক্ত্ব্যত্মেনে পাণ্ডবানিত্যপি সৰ্ব্বথ্যতে, তথৈব হুর্যোধনাহরোধাৎ । ঘটপাদোহয়ং  
শ্লোকঃ ॥১॥

কারণ, পাণ্ডবেরা দুৰ্ব্বাসার কোপানলে পতিত হইল এবং তাহারা আপনাদের  
মহাপাপেই ছন্তর অঙ্ককারে প্রবেশ করিল” ॥২৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা । এইভাবে সেই শাঠ্যানিপুণ হুর্যোধনপ্রভৃতি  
হাসিতে হাসিতে আনন্দিতচিত্তে আপন আপন ভবনে গমন করিলেন ॥২৭॥

—\*—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর কোন সময়ে পাণ্ডবগণ ভোজন করিয়া  
সুখে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন এবং দ্রোপদীও ভোজন করিয়া বিশ্রাম

\* ইদং প্রকরণং পিতামহপুস্তকে নাস্তি । তচ্চাত্মায়াং পৰ্ব্বনামগ্রহাধ্যায়ে এতদবিস্তার-  
ত্ৰাভিধানাৎ । ‘...একষষ্ঠাধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...ষিষষ্ঠাধিকদ্বিশততমঃ...’—কা,  
‘...ত্রিষষ্ঠাধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

দৃষ্ট্বান্নাস্তং তমতিথিং স চ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ।  
 জগামাভিমুখঃ শ্রীমান্ সহ ভ্রাতৃভিরচ্যুতঃ ॥২॥  
 তস্মৈ বদ্ধাঞ্জলিং সম্যগুপবেশ্য বরাসনে ।  
 বিধিবৎ পূজয়িত্বা তমতিথ্যেন শ্রমস্তয়ৎ ।  
 আহ্নিকং ভগবন্ ! কৃত্বা শীঘ্রমেহৌতি চাত্রবীৎ ॥৩॥  
 জগাম চ মুনিঃ সোহপি স্নাতুং শিষ্যৈঃ সহানঘঃ ।  
 ভোজয়েৎ সহশিষ্যং মাং কথমিত্যবিচিন্তয়ন্ ।  
 শ্রমজ্জং সলিলে চাপি মুনিসংঘঃ সমাহিতঃ ॥৪॥  
 এতস্মিন্নস্তুরে রাজন্ ! দ্রৌপদৌ যোষিতাং বরা ।  
 চিন্তামবাপ পরমামমহেতোঃ পতিব্রতা ॥৫॥  
 সা চিন্তয়ন্তী চ যদা নামহেতুমবিন্দত ।  
 মনসা চিন্তয়ামাস কৃষ্ণং কংসনিসূদনম্ ॥৬॥

### ভারতকৌমুদী

দৃষ্ট্বিতি । শ্রীমান্ কান্তিমান্ । অচ্যুতো বৈধনিয়মাদলষ্টঃ ॥২॥  
 তস্মা ইতি । তস্মৈ দুর্বাসসে, অঞ্জলিং বদ্ধা বিধায় । অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩॥  
 জগামেতি । কথং ভোজয়েৎ, তাদৃশভোজ্যসংগ্রহাসম্ভবাদিত্যাশয়ঃ । ষাট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪॥  
 এতস্মিন্নিতি । অন্তরে অবসরে । অমহেতোঃ অমসংগ্রহার্থম্ ॥৫॥

করিতেছেন—ইহা জানিয়া দুর্বাসামুনি অযুত শিষ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই বনে আগমন করিলেন ॥১॥

তখন সদাচারপরায়ণ ও মনোহরমূর্তি রাজা যুধিষ্ঠির সেই অতিথিকে আসিতে দেখিয়া, ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন ॥২॥

এবং তিনি দুর্বাসামুনিকে উত্তম আসনে উপবেশন করাইয়া, যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিয়া, তাঁহার প্রতি কৃতাজলি হইয়া, অতিথি হইবার জন্ত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং “ভগবন্ ! আপনারা আহ্নিক ক্রিয়া সত্বর আগমন করুন” এই কথা বলিলেন ॥৩॥

‘যুধিষ্ঠির এখনে শিশুবর্গের সহিত আমাকে কি করিয়া ভোজন করাইবেন’ ইহা চিন্তা না করিয়াই নিষ্পাপ দুর্বাসামুনিও শিশুগণের সহিত স্নান করিতে গেলেন এবং যাইয়া একাগ্রচিন্ত হইয়া জলে নিমগ্ন হইলেন ॥৪॥

রাজা ! এই সময়ে নারীশ্রেষ্ঠা ও পতিব্রতা দ্রৌপদী অন্নের জন্ত গুরুতর চিন্তায় আবুল হইয়া পড়িলেন ॥৫॥

কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! মহাবাহো ! দেবকীনন্দনাব্যয় ! ।  
 বাসুদেব ! জগন্নাথ ! . প্রণতার্ত্তিবিনাশন ! ॥৭॥  
 বিশ্বাত্মন ! বিশ্বজনক ! বিশ্বহর্ত্ত : ! প্রভোহব্যয় ! ।  
 প্রপন্নপাল ! গোপাল ! প্রজাপাল ! পরাংপর ! ॥৮॥  
 . আকৃতীনাঞ্চ চিত্তীনাং প্রবর্ত্তক ! নতাস্মি তে ।  
 বরেণ্য ! বরদানন্ত ! অগতীনাং গতির্ভব ॥৯॥ (বিশেষকম)  
 পুরাণপুরুষ ! প্রাণ ! মনোবৃত্ত্যাগগোচর ! ।  
 সৰ্ব্বাধ্যক্ষ ! পরাধ্যক্ষ ! স্বামহং শরণং গতা ॥১০॥

### ভারতকৌমুদী

সেতি । অন্নহেতুং অন্নসংগ্রহোপায়ম্, অবিন্দিত চিন্তয়াপি নাগভত ॥৬॥ .

কৃষ্ণেতি । হে অব্যয় ! । অবিনশ্বর ! হে বিশ্বহর্ত্ত : ! জগৎসংহারক ! । হে অব্যয় ! অচল !  
 চিত্ত্রপতয়া নিষ্ক্রিয়ত্বাদিত্যাশয়ঃ, বিশেষণায়ত ইতি ব্যয়ঃ ন ব্যয়ঃ অব্যয় ইতি চ ব্যুৎপত্তে: ।  
 হে প্রপন্নপাল ! বিপন্নরক্ষক ! । পরাং হিরণ্যগর্ভাদপি পর ! শ্রেষ্ঠ ! । আকৃতীনাং ভি-  
 প্রায়রূপচিত্তবৃত্তীনাং, চিত্তীনাং নির্ণয়রূপচিত্তবৃত্তীনাঞ্চ প্রবর্ত্তক ! জীবরূপত্বাৎ । অগতীনাং  
 নিরূপায়ানামশ্রাকম্, গতিরূপায়ঃ ॥৭—৯॥

### ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—৬॥ এতদ্বিন্দিত্বের কালে ॥৬—৭॥ কৃষ্ণং পাণকর্ষকম্, কংসস্ত কামাদেহু-  
 রাজ্ঞো বা নিবৃদ্ধনং হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ অত্যাধরশ্চনার্থং দ্বির্বাচনম্ । “কৃষিভূঁবাচকঃ শব্দো গণ-  
 নিবৃতিবাচকঃ । তস্মৈরেক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ।” ইতি শ্রুতিপ্রণীতঃ কৃষ্ণপদার্থঃ ।  
 মহাত্মো ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডাবষ্টন্তক্ষমো বাহু যন্ত । “সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈদ্যোবাহুমী জনয়ন্  
 দেব এক” ইতি শ্রুতে: । অব্যয়াবিনাশিন্ ! অত্র দেবকীনন্দনশ্রাব্যত্বং বদন্ত্যা কৃষ্ণমূর্ত্তে-  
 রভৌতিকত্বমুক্তম্, এবমাধিনান্নামর্থঃ শঙ্করভগবৎপাদীয়ে বিষ্ণুসহস্রনামব্যাখ্যানে এব দ্রষ্টব্যঃ

তিনি চিন্তা করিয়াও যখন অন্নসংগ্রহের উপায় দেখিলেন না, তখন মনে মনে  
 কংসনিবৃদ্ধন কৃষ্ণের চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥৬॥

‘কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! মহাবাহু ! দেবকীনন্দন ! অবিনশ্বর ! বাসুদেব ! জগন্নাথ !  
 প্রণত লোকের পীড়ানাশক ! বিশ্বাত্মা ! বিশ্বজনক ! বিশ্বনাশক ! প্রভু ! অচল !  
 বিপন্নরক্ষক ! গোপাল ! প্রজারক্ষক ! পরাংপর ! আকৃতি ও চিন্তিনামক চিন্তবৃত্তির  
 প্রবর্ত্তক ! আমি তোমার উদ্দেশে নমস্কার করিতেছি । আমরা নিরূপায় হইয়া  
 পড়িয়াছি ; অতএব হে বরেণ্য ! হে বরদ ! হে অনন্ত ! তুমি আমাদের উপায়  
 হও ॥৭—৯॥

পুরাণপুরুষ ! প্রাণ ! মনোবৃত্তিপ্রভৃতির অগোচর ! সৰ্ব্বাধ্যক্ষ ! শ্রেষ্ঠাধ্যক্ষ !  
 আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম ॥১০॥

পাহি মাং কৃপয়া দেব! শরণাগতবৎসল!।

নীলোৎপলদলশ্যাম! পদ্মগভীরকর্ণকর্ণ!।

পীতাম্বরপরীধান! লসৎকৌস্তভভূষণ! ॥১১॥

ত্বমাদিরস্তো ভূতানাং ত্বমেব চ পরায়ণম্।

পরাৎ পরতরং জ্যোতির্বিধাত্ত্বা সর্ববতোমুখঃ ॥১২॥

ত্বামেবাহুঃ পরং বীজং নিধানং সর্বসম্পদাম্।

ত্বয়া নাথেন দেবেশ! সর্বাপন্ত্যো ভয়ং নহি ॥১৩॥

দুঃশাসনাদহং পূর্বং সভায়াং মোচিতা যথা।

তথৈব সঙ্কটাদগ্ন্যাম্মাকুর্ভূমিহাঁসি ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং স্তুতস্তদা কৃষ্ণঃ কৃষ্ণয়া তন্তবৎসলঃ।

দ্রোণত্যাং সঙ্কটঃ জ্ঞাত্বা দেবদেবো জগৎপতিঃ ॥১৫॥

পার্শ্বস্বাং শয়নে ত্যক্ত্বা রুক্মিণীং কেশবঃ প্রভুঃ।

তত্রাজগাম ত্বরিতো হৃচিন্ত্যগতিরীশ্বরঃ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)

### ভারতকৌমুদী

পূরণেতি। হে প্রাণ! প্রাণনহতো! জীবরূপত্যাং। আদিপদেন বুদ্ধিবৃত্তেগ্রহণম্ ॥১০॥

পাহীতি। পদ্মগভবৎ রক্তপদ্মকোষবৎ, অরুণে ঈক্ষণে যন্ত সঃ। ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥

ত্বমিতি। পরায়ণং পরমাত্মনঃ। সর্বত এব মুখং যন্ত সঃ, সহস্রশীর্ষত্যাং ॥১২॥

ত্বমিতি। বীজং জগৎকারণম্, নিধানমাত্মনম্। নহি বিতৃত ইতি শেষঃ ॥১৩॥

ত্বরিতি। দুঃশাসনাৎ দুঃশাসনকর্তৃকবস্ত্রহরণবিপদঃ। সঙ্কটান্নহাবিপদঃ ॥১৪॥

এবমিতি। কৃষ্ণয়া দ্রোণত্যা। অচিন্ত্যগতিত্বাদেব ত্বরিতম্ভাগমনমিতি ভাবঃ ॥১৫—১৬॥

দেব! শরণাগতবৎসল! নীলোৎপলতুল্য শ্যাম! পদ্মকোষতুল্য রক্তনয়ন!  
পীতবসন! উজ্জলকৌস্তভভূষণ! কৃপা করিয়া আমাকে রক্ষা কর ॥১১॥

তুমি জগতের আদি ও অন্ত, তুমি পরম আত্ময়, তুমি শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর  
জ্যোতি, তুমি জগতের আত্মা এবং তোমার মুখ সকল দিকে রহিয়াছে ॥১২॥

দেবদেব! জ্ঞানীন্না তোমাকেই জগতের প্রধান বীজ ও সমস্ত সম্পদের আত্ময়  
বলিয়া থাকেন এবং তুমি রক্ষা করিলে কোন বিপদেই ভয় থাকে না ॥১৩॥

কৃষ্ণ! তুমি পূর্বের দ্যুতসভায় দুঃশাসন হইতে আমাকে যেমন উদ্ধার করিয়াছিলে,  
তেমন এই মহাবিপদ হইতেও আমাকে উদ্ধার কর' ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন' বলিলেন—দ্রোণদী এইরূপ স্তুত করিলে, তখনই তন্তবৎসল  
দেবদেব জগৎপতি কৃষ্ণ শয্যায় পার্শ্ববর্তিনী রুক্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া স্নান

ততন্তং দ্রৌপদৌ দৃষ্ট্ৱা প্রথম্য পরয়া মুদা ।  
 অত্রবীদ্ধাত্মদেবায় মুনেরাগমনাদিকম্ ॥১৭॥  
 ততস্তামত্রবৌৎ কৃষ্ণঃ ক্ষুধিতোহস্মি ভৃশাতুরঃ ।  
 শীত্ৰং ভোজয় মাং কৃষেঃ ! পশ্চাৎ সৰ্ব্বং করিষ্যসি ॥১৮॥  
 নিশম্য তদ্বচঃ কৃষ্ণা লজ্জিতা বাক্যমত্রবৌৎ ।  
 স্থাল্যাং ভাস্করদত্তায়ামমং মন্তোজनावধি ॥১৯॥  
 ভুক্তবত্যস্ম্যহং দেব ! তস্মাদমং ন বিগতে ।  
 ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ কৃষ্ণাং কমললোচনঃ ॥২০॥  
 কৃষেঃ ! ন নৰ্ম্মকালোহয়ং ক্ষুচ্ছ্রমেণাতুরে ময়ি ।  
 শীত্ৰং গচ্ছ মম স্থালীমানয়িত্বা প্রদৰ্শয় ॥২১॥  
 ইতি নির্বন্ধতঃ স্থালীমানায় স যদ্বদ্বহঃ ।  
 স্থাল্যাঃ কঠেহথ সংলগ্নং শাকামং বাক্ষ্য কেশবঃ ॥২২॥

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । পরয়া অত্যন্তয়া, মুদা আনন্দেন ॥১৭॥

তত ইতি । ভৃশাতুরো নিত্যস্তপীড়িতঃ, ক্ষুধয়েবেত্যশয়ঃ ॥১৮॥

নিশম্যেতি । অমং মন্তোজनावধি তিষ্ঠতীতি শেষঃ, তথৈব ভাস্করবরদানাং ॥১৯॥

ভুক্তেতি । অহং ভুক্তবতী, সৰ্ব্বেষাং ভোজনশৈবাবসিতত্বাদিতি ভাবঃ ॥২০॥

কৃষ্ণ ইতি । নৰ্ম্মকালঃ পরিহাসসময়ঃ । আনয়িত্বা আনীয় ॥২১॥

সেই স্থানে আগমন করিলেন । কারণ, প্রভাবশালী ও জগদীশ্বর কৃষ্ণের গতি অচিস্তনীয় ॥১৫—১৬॥

তাহার পর দ্রৌপদী কৃষ্ণকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া পরম আনন্দে তাঁহার নিকট ছুৰ্ব্বাসামুনির আগমনাদির কথা বলিলেন ॥১৭॥

তদনন্তর কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে কহিলেন—“কৃষ্ণা ! আমিও ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত ; সুতরাং তুমি সত্ত্বর আমাকে ভোজন করাও, পরে অশ্রু সকল করিবে” ॥১৮॥

কৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া দ্রৌপদী লজ্জিত হইয়া এই কথা বলিলেন—“সূর্য্যদত্ত স্থালীতে আমার ভোক্ষনপর্য্যন্তই অন্ন থাকে ॥১৯॥

কিন্তু দেব ! আমি ভোজন করিয়াছি ; অতএব অন্ন আর নাই ।” তখন কমল-লোচন ভগবান্ কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে কহিলেন—৥২০॥

“দ্রৌপদী ! আমি ক্ষুধায় ও পরিশ্রমে অত্যন্ত পীড়িত ; সুতরাং এটা পরিহাসের সময় নহে ; অতএব সত্ত্বর যাও, স্থালীটা আনিয়া আমাকে দেখাও” ॥২১॥

উপযুক্ত্যাবদোদেনামেনে হরিরীশ্বরঃ ।

বিশ্বাত্মা প্রীয়তাং দেবজ্ঞচৈশ্চিতি যজ্ঞভুক্ ॥২৩॥ (যুগ্মকম্)

আকারয় মুনীন্ শীত্ৰং ভোজনায়েতি চাব্রবৌৎ ।

সহদেবং মহাবাহুঃ কৃষ্ণঃ ক্লেশবিনাশনঃ ॥২৪॥

ততো জগাম হরিতো সহদেবো মহাযশাঃ ।

আকারিতুং তু তান্ সৰ্বান্ ভোজনার্থং নৃপোত্তম ! ॥২৫॥

স্নাতুং গতান্ দেবনগাং দুৰ্ব্বাসংপ্রভৃতীন্ মুনীন্ ।

তে চাবতীর্ণাঃ সলিলে কৃতবন্তোহঘমর্ষণম্ ॥২৬॥ (যুগ্মকম্)

দৃষ্টেদৃগারান্ সামরসান্ তৃপ্ত্যা পরময়া যুতাঃ ।

উত্তীৰ্য সলিলাভস্মাদদৃষ্টবন্তঃ পরম্পরম্ ॥২৭॥

দুৰ্ব্বাসসমভিপ্রেক্ষ্য সৰ্বে তে মুনয়োহব্রবন্ ।

রাজ্ঞা হি কারয়িষ্যাম্ বয়ং স্নাতুং সমাগতাঃ ॥২৮॥

### ভারতকৌমুদী

ইতিতি । নির্বৃত্তত আগ্রহাতিশয়াৎ । উপযুক্ত্য তুক্তা । প্রীয়তাং তৃপাতু ॥২২—২৩॥

আকারয়েতি । আকারয় আহ্বয়, “হুতিরাকারণাহ্বানম্” ইত্যমরঃ ॥২৪॥

তত ইতি । আকারিতুমাকারয়িতুমাহ্বাতুম্ । অঘমর্ষণং তৎসূক্তজপম্ ॥২৫—২৬॥

দৃষ্টেতি । দৃষ্টবন্তঃ, অকস্মাদৃগারদর্শনেন বিশ্বয়াদিতি ভাবঃ ॥২৭॥

যদুকুলশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ এইরূপ বিশেষ আগ্রহ করিয়া স্থালী আনাইয়া তাহার কণ্ঠলগ্ন শাকল্ল দেখিয়া তাহাই ভোজন করিয়া জোপদীকে বলিলেন—“আমার এই ভোজনদ্বারাই যজ্ঞভোজী, জগদীশ্বর ও বিশ্বাত্মা নারায়ণদেব তৃপ্ত ও তুষ্ট হউন” ॥২২—২৩॥

তদনন্তর জগতের ক্লেশনাশক মহাবাহু কৃষ্ণ সহদেবকে বলিলেন—“সহদেব ! ভোজন করিবার জন্ত সত্বর মুনীগণকে আহ্বান কর” ॥২৪॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! তখন মহাযশা সহদেব ভোজন করিবার জন্ত মুনীগণকে আহ্বান করিতে সত্বর গমন করিলেন ; ওদিকে দুৰ্ব্বাসাপ্রভৃতি মুনীরা তখন স্নান করিবার জন্ত দেবনদীতে যাইয়া তাহার জলে নামিয়া অঘমর্ষণসূক্ত জপ করিতেছিলেন ॥২৫—২৬॥

কিন্তু তাঁহারা তখন পরম তৃপ্তিযুক্ত হইয়া অন্নরসের সহিত আপন আপন উদগার দেখিয়া সেই জল হইতে উঠিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন ॥২৭॥

আকিৰ্ণতৃপ্তা বিপ্রধে ! কিংস্বিহুঞ্জামহে বয়ম্ ।

বৃথা পাকঃ কৃতোহস্মাভিস্তত্র কিং করবামহে ॥২৯॥

তুৰ্ব্বাসা উবাচ ।

বৃথা পাকেন রাজর্ষেরপরাধঃ কৃতো মহান্ ।

মাস্মানধাক্ষুদৃষ্টৈব পাণ্ডবাঃ ক্রুরচক্ষুষা ॥৩০॥

স্বত্বানুভাবং রাজর্ষেরস্বরীষস্ত ধীমতঃ ।

বিভেমি স্ততরাং বিপ্রাঃ ! হবিপাদাশ্রয়াজ্জনাৎ ॥৩১॥

পাণ্ডবাশ্চ মহাত্মানঃ সর্বৈ ধর্মপরায়ণাঃ ।

শূরাশ্চ কৃতবিদ্যাশ্চ ব্রতিনস্তপসি স্থিতাঃ ।

সদাচাররতা নিত্যং বাহুদেবপরায়ণাঃ ॥৩২॥

ক্রুদ্ধান্তে নির্দহেযুর্বে তুলরাশিমিবানলঃ ।

তত এতানদৃষ্টৈব শিষ্যাঃ ! শীঘ্রং পলায়ত ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

তুৰ্ব্বাসসমিতি । মনয়ঃ শিষ্যাঃ । রাজ্ঞা যুধিষ্ঠিরেণ ॥২৮॥

আকর্ণেতি । আকর্ণতৃপ্তাঃ ভোজনেনাকর্ণপূর্ণা ইব । কৃতঃ কারিতঃ ॥২৯॥

বুধেতি । অধাক্ষুতি মাধোগেহপাড়াগম আর্ষঃ ॥৩০॥

স্বত্বেতি । অহুভাবঃ প্রভাবম্, “অহুভাবঃ প্রভাবেহপি” ইত্যমরঃ । স্বত্বরামত্যন্তম্ ॥৩১॥

পাণ্ডবা ইতি । এভিঃ সর্বৈশ্চ গৈরৈব পাণ্ডবেভ্যো ভয়সম্ভব ইতি ভাবঃ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩২॥

তাহার পর সেই মুনিরা সকলে তুৰ্ব্বাসাকে দেখিয়া বলিলেন “মহর্ষি ! আমরা রাজা দ্বারা অন্ন প্রস্তুত করাইয়া স্নান করিতে আসিয়াছিলাম ॥২৮॥

এখন বোধ হইতেছে—যেন ভোজন করায় কণ্ঠপর্য্যন্ত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে ; স্ততরাং আমরা এখন ভোজনই বা করিব কি, অনর্থক পাক করাইয়াছি, সে বিষয়েই বা করিব কি ?” ॥২৯॥

• তুৰ্ব্বাসা বলিলেন—“অনর্থক পাক করাইয়াছি বলিয়া আমরা রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরের নিকট গুরুতর অপরাধ করিয়াছি ; অতএব পাণ্ডবেরা যেন ক্রুর দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া আমাদিগকে দণ্ড না করেন ॥৩০॥

ব্রাহ্মণগণ ! রাজর্ষি ও জ্ঞানী অশ্বরীষরাজার প্রভাব স্মরণ করিয়া আমি হরির চরণাশ্রিত ব্যক্তি হইতে অত্যন্ত ভীত হইতেছি ॥৩১॥

পাণ্ডবেরা সকলেই মহাত্মা, ধার্মিক, বীর, কৃতবিদ্য, ব্রতী, তপস্বী, সদাচারনিরত এবং সর্বদা কৃষ্ণপরায়ণ” ॥৩২॥



বৈশম্পায়িন উবাচ ।

ইত্যুক্তান্তে দ্বিজাঃ সর্বে মুনিনা গুরুণা তদা ।  
 পাণ্ডবেভ্যো ভূশং ভীতা দুঃস্বপ্নে দিশো দশ ॥৩৪॥  
 সহদেবো দেবনগ্ন্যমপশ্যন্ মুনিসত্তমান্ ।  
 তীর্থেষিতস্ততস্তস্তা বিচচার গবেষয়ন্ ॥৩৫॥  
 তত্রস্থেভ্যস্তাপসেভ্যঃ শ্রদ্ধা তাংশৈচ বিক্রতান্ ।  
 যুধিষ্ঠিরমথাভ্যেত্য তং বৃত্তান্তং শ্রবেদয়ৎ ॥৩৬॥  
 ততস্তে পাণ্ডবাঃ সর্বে প্রত্যাগমনকাজ্জিগ্ৰহাঃ ।  
 প্রতীক্ৰান্তঃ কিয়ংকালং জিতাত্মানোহবতশ্বিরে ॥৩৭॥  
 নিশীথেহভ্যেত্য চাকস্মাদস্মান্ স ছলয়িষ্যতি ।  
 কথঞ্চ নিস্তরেমাস্মাৎ কচ্ছদৈবোপসাদিতাৎ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

ক্রুদ্ধা ইতি । পলায়তেতি পরশ্চৈবদমার্থম্ ॥৩৩॥

‘ইতীতি । দুঃস্বপ্নং তং পলায়িতাঃ ॥৩৪॥

সহস্টি । তীর্থেষু ঘটেষু তীরস্থগুণ্যক্ষেত্রেষু বা । গবেষয়ন্ অন্বেষয়ন্ ॥৩৫॥

তত্রেতি । বিক্রতান্ ক্রভং গতান্ । শ্রবেদয়ৎ সহদেব ইত্যমুভ্যুত্তিঃ ॥৩৬॥

তত ইতি । প্রত্যাগমনকাজ্জিগ্ৰহো দুর্কাসঃপ্রভৃতীনাংমিতি শেষঃ ॥৩৭॥

নিশীথে ইতি । স দুর্কাসাঃ । দৈবেন উপসাদিতাদানীতাৎ ॥৩৮॥

অগ্নি যেমন তুলরাশি দগ্ধ করেন, তেমন তাঁহারা আমাদেরগকে দগ্ধ করিতে পারেন ; অতএব শিষ্টাগণ । ইহাদিগকে না দেখিয়া সত্বর পলায়ন কর” ॥৩৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—গুরু দুর্বাসামুনি এইরূপ বলিলে, সেই ব্রাহ্মণেরা সকলেই পাণ্ডবগণ হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়া তখনই দশদিকে দ্রুত পলায়ন করিলেন ॥৩৪॥

তাহার পর সহদেব আসিয়া সেই দেবনদীতে মুনিগণকে না দেখিয়া তাহার ঘাট-গুলিতে এবং তীরবর্তী আশ্রমগুলিতে ইতস্ততঃ তাঁহাদের অন্বেষণ করিতে থাকিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

‘তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন’ এই কথা তত্রত্য তপস্বিগণের নিকট শুনিয়া সহদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া সেই বৃত্তান্ত জানাইলেন ॥৩৬॥

তদনন্তর সংযতচিত্ত পাণ্ডবেরা সকলেই সেই মুনিগণের প্রত্যাগমনের আশা করিয়া কিয়ংকাল প্রতীক্ষায় রহিলেন ॥৩৭॥

(৩৫) ভীমসেনো দেবনগ্ন্যম—নি ।

ইতি চিন্তাপরান্ দৃষ্ট্। নিশ্চিন্তো মুহুৰ্হুঃ ।

উবাচ বচনং শ্রীমান্ কৃষ্ণঃ প্রত্যক্ষতাং গতঃ ॥৩৯॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

ভবতামাপদং জ্ঞাত্বা ঋষেঃ পরমকোপনাং ।

দ্রৌপদা চিন্তিতঃ পার্থা অহং সত্বরমাগতঃ ॥৪০॥

ন ভয়ং বিগতে তস্মাদৃষেদুর্কাসসোহল্লকম্ ।

তেজসা ভবতাং ভীতঃ পূৰ্বমেব পলায়িতঃ ॥৪১॥

ধৰ্ম্মনিত্যাস্ত য়ে কেচিন্ন তে সৌদন্তি কৰ্হিচিং ।

আপৃচ্ছে বো গমিষ্যামি নিয়তং ভদ্রবস্ত বঃ ॥৪২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শ্রুত্বৈরিতং কেশবস্ত বভূবুঃ স্বস্থমানসাঃ ।

দ্রৌপদাঃ সহিতাঃ পার্থাস্তুযুচুর্বিগতজ্বরঃ ॥৪৩॥

### ভারতকৌমুদী

ইতীতি । নিশ্চিন্ত ইতি নকারলোপাভাব আর্থঃ । প্রত্যক্ষতাং গতঃ দ্রৌপদস্তিকাদৃগম্য ॥৩৯॥

ভবতামিতি । হে পার্থাঃ পাণ্ডবাঃ ! মপত্নীপুত্রেহপি পুত্রস্বাতিদেশাদিত্যাশয়ঃ ॥৪০॥

নেতি । তস্মাদুর্কাসসঃ, অল্লকমপি । পলায়িতঃ সশিষ্টো দুর্কাসা ইতি শেষঃ ॥৪১॥

উক্তার্থে হেতুমাহ—ধৰ্ম্মেতি । ধৰ্ম্মো নিত্যো নিত্যানুষ্ঠেয়ো যেষাং তে । সৌদন্তি বিপদন্তে ॥৪২॥

‘হয় ত, দুর্কাসামুনি রাত্রি দ্বিতীয়প্রহরের সময় অকস্মাৎ আসিয়া আমাদিগকে প্রতারিত করিবেন ; অতএব এই দৈবানীত বিপদ হইতে আমরা কিপ্রকারে উদ্ধার পাইব’ ॥৩৮॥

এইরূপ চিন্তায় আকুল হইয়া পাণ্ডবেরা বার বার নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন—  
ইহা জানিয়া শ্রীমান্ কৃষ্ণ আসিয়া এই কথা বলিলেন ॥৩৯॥

কৃষ্ণ বলিলেন—“পাণ্ডবগণ ! অত্যন্ত কোপনস্বভাব দুর্কাসা হইতে আপনাদের বিপদ উপস্থিত হইয়াছে ইহা জানিয়া দ্রৌপদী আমাকে স্মরণ করিয়াছিলেন ; তাই আমি সত্বর আসিয়াছি ॥৪০॥

এখন সেই দুর্কাসা হইতে আপনাদের একটুকু ভয়ও নাই । কারণ, তিনি আপনাদের প্রভাবে ভীত হইয়া পূর্বেই পলায়ন করিয়াছেন ॥৪১॥

যাঁহারা সর্বদা ধৰ্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কখনও বিপন্ন হন না । সে যাহা হউক, আমি আপনাদের অনুমতি চাহিতেছি, আমি যাইব ; আপনাদের নিয়ন্তাই মঙ্গল হউক” ॥৪২॥

ত্বয়া নাথেন গোবিন্দ ! দুস্তরামাপদং বিভো ! ।

তীর্ণাঃ প্লবমিবাসাগ্র মজ্জমানা মহার্ণবে ॥৪৪॥

স্বস্তি সাধয় ভদ্রং তে ইত্যাজ্ঞাতো যযৌ পুরীম্ ।

পাণ্ডবাশ্চ মহাভাগ ! দ্রৌপদীসহিতাঃ প্রভো ! ॥৪৫॥

উষুঃ প্রহৃষ্টমনসো বিহরন্তো বনাদ্বনম্ ।

ইতি তেহভিহিতং রাজন্ । যৎ পৃষ্ঠৌহর্ষমহ ত্বয়া ॥৪৬॥ (যুগ্মকম্)

এবংবিধানুলীকানি ধার্তরাষ্ট্রেদুরাত্মভিঃ ।

পাণ্ডবেষু বনশ্বেষু প্রযুক্তানি বৃথাহভবন্ ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি দ্রৌপদী-  
হরণে দুর্বাস উপাখ্যানে অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

#### ভারতকৌমুদী

প্রযোতি । ঈরিতং বাক্যম্ । স্বহ্মানসাঃ সুস্থচিত্তাঃ । বিগতজরা নিরুদ্বিগাঃ ॥৪৩॥

স্বয়েতি । নাথেন রক্ষকেণ । তীর্ণা বয়মিতি শেষঃ ॥৪৪॥

স্বস্তীতি । সাধয় গচ্ছ, “প্রায়েণ গম্যকঃ সাধিগমে স্থানে প্রযুক্ত্যতে” ইতি সাহিত্যদর্পণোক্তেঃ ।  
যযৌ কৃষ্ণ ইতি শেষঃ । বিহরন্তো বিচরন্তঃ ॥৪৫—৪৬॥

#### ভারতভাবদীপঃ

৥৮॥ আকৃতীনাং চিত্তোনাশ্চেতি চেতোবৃত্তিবিশেষণাম্ ॥২—২৫॥ দেবদত্তাং তজ্জন্ম এব তীর্থ-  
বিশেষে ॥২৬—৪৩॥ অলীকানি ছলানি । “অলীকং ত্বপ্রিয়েহনুতে” ইতি নানার্থঃ ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২১৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কৃষ্ণের কথা শুনিয়া পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর সহিত সুস্থচিত্ত  
হইলেন এবং নিরুদ্বিগে কৃষ্ণকে বলিলেন—॥৪৩॥

“প্রভু ! গোবিন্দ ! মহাসমুদ্রে মজ্জনোগ্নুথ লোক যেমন ভেলা পাইয়া উত্তীর্ণ হয়,  
সেইরূপ আমরা তোমাকে রক্ষক পাইয়া দুস্তর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম ॥৪৪॥

আশীর্বাদ করি—তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যাইতে পার” । এইরূপ আদেশ  
করিলে কৃষ্ণ দ্বারকানগরীর দিকে প্রস্থান করিলেন । মহাভাগ রাজা ! পাণ্ডবেরাও  
দ্রৌপদীর সহিত হৃষ্টচিত্তে এক বন হইতে অপর বনে বিচরণ করতঃ কাম্যকবনে বাস  
করিতে লাগিলেন । রাজা ! তুমি এখন আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে,  
এই তোমার নিকট তাহা বলিলাম ॥৪৫—৪৬॥

পাণ্ডবেরা বনে বাস করিবার সময়ে ছুরাখা ধার্তরাষ্ট্রেরা এইরূপ অনেক অনিষ্ট  
প্রয়োগ করিয়াছিল এবং সে সমস্তই নিষ্ফল হইয়াছিল ॥৪৭॥

\* ‘...দ্বিঘট্টাধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...দ্বিঘট্টাধিকদ্বিশততমঃ...’—কা ‘...চতুঃষট্টাধিক-  
দ্বিশততমঃ...’—নি ।

## উনবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

-:~:-

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তস্মিন্ বহুয়গেহরণ্যে অটমানা মহারথাঃ ।

কাম্যকে ভরতশ্রেষ্ঠা বিজহন্তে যথামরাঃ ॥১॥

প্রেক্ষমাণা বহুবিধান্ বনোদ্দেশান্ সমন্ততঃ ।

যথর্তু কালরম্যাস্চ বনরাজ্যৈঃ স্পৃহিতাঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্)

পাণ্ডবা যুগয়াশীলাশ্চরন্তস্তম্ভহননম্ ।

বিজহ রিঙ্গপ্রতিমাঃ কথিং কালমরিন্দমাঃ ॥৩॥

ততস্তে যোগপত্তে যযুঃ সর্বে চতুর্দিশম্ ।

যুগয়াং পুরুষব্যাত্ৰা ব্রাহ্মণার্থে পরন্তপাঃ ॥৪॥

দ্রৌপদীমাত্মমে ন্যস্ত তৃণবিন্দোরনুজয়া ।

মহর্ষেদীপ্ততপসো ধোম্যস্য চ পুরোধসঃ ॥৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । অলোকানি অপ্ৰিয়ানি, “অলৌকস্বপ্নিয়েহনৃত্তে” ইত্যমরঃ ॥৪৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:-

তস্মিন্মিতি । বহবো যুগা যত্র তস্মিন্ । বনোদ্দেশান্ বনসন্নিহিতস্থানানি ॥১—২॥

পাণ্ডবা ইতি । তৎ কাম্যকাম্যম্ । ইঙ্গপ্রতিমাঃ শক্তিসৌন্দর্য্যাদৌ ॥৩॥

তত ইতি । যোগপত্তেন একদৈবেত্যর্থঃ । যুগয়াং কর্তৃম্ । ন্যস্ত স্থাপয়িত্বা ॥৪—৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তদনন্তর ভরতবংশশ্রেষ্ঠ মহারথ পাণ্ডবগণ সকল দিকে বনসন্নিহিত নানাবিধ স্থান এবং পুষ্পসম্বিত তন্তুৎকালমনোহর বহুতর বন দেখিতে থাকিয়া বহু যুগে পরিপূর্ণ সেই কাম্যকবনে দেবগণের ন্যায় বিচরণ করতঃ বিহার করিতে লাগিলেন ॥১—২॥

এব ইন্দ্রের তুল্য শক্তিশালী, শত্রুবিজয়ী ও যুগয়াশীল পাণ্ডবেরা কাম্যকনামক সেই মহাবনেও কিছু কাল বিহার করিলেন ॥৩॥

তাহার পর কোন সময়ে পুরুষশ্রেষ্ঠ ও শত্রুবিজয়ী পাণ্ডবগণ—মহাতেজা ও মহর্ষি তৃণবিন্দুর এবং ধোম্যপুরোহিতের অনুমতিক্রমে দ্রৌপদীকে আশ্রমে রাখিয়া ব্রাহ্মণগণের জন্ত যুগয়া করিতে একদাই সকলে চতুর্দিকে চলিয়া গেলেন ॥৪—৫॥

ততস্তু রাজা সিদ্ধূনাং বার্কক্ষত্রির্মহাযশাঃ ।  
 বিবাহকামঃ শাষ্যেয়ান্ প্রয়াতঃ সোহভবন্তদা ॥৬॥  
 মহতা পরিবর্হেণ রাজযোগ্যেণ সংবৃতঃ ।  
 রাজভির্বহ্তিঃ সার্কুমুপায়াং কাম্যকঞ্চ সঃ ॥৭॥  
 তত্রাপশ্যৎ প্রিয়াং ভার্য্যাং পাণ্ডবানাং যশস্বিনীম্ ।  
 তিষ্ঠন্তীমাশ্রমদ্বারি দ্রৌপদীং নিৰ্জ্জনে বনে ॥৮॥  
 বিভ্রাজমানাং বপুষা বিভ্রতীং রূপমুক্তমম্ ।  
 ভ্রাজয়ন্তীং বনোদ্দেশং নীলাভ্রমিব বিদ্যুতম্ ॥৯॥ (যুগ্মকম্)  
 অপ্সরা দেবকণ্ঠা বা মায়া বা দেবনির্মিতা ।  
 ইতি কুতাজ্জলিং সৰ্বে দদৃশুস্তামনিন্দিতাম্ ॥১০॥  
 ততঃ স রাজা সিদ্ধূনাং বার্কক্ষত্রির্জয়দ্রথঃ ।  
 বিস্মিতস্তনবগ্ভাঙ্গীং দৃষ্ট্বা তাং ছুষ্টমানসঃ ॥১১॥

#### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । বার্কক্ষত্রির্জয়দ্রথঃ । শাষ্যেয়ান্ শাষদেশম্ ॥৬॥  
 মহতেতি । পরিবর্হেণ পরিচ্ছদেন । কাম্যকং বনম্ ॥৭॥  
 তত্রোতি । অপশ্যৎ স ইত্যম্বুত্তিঃ । নীলাভ্রং নীলমেঘম্ ॥৮—৯॥  
 অপ্সরা ইতি । দেবনির্মিতা কৃতা । ইতি ইৎ বিকল্পেন ॥১০॥  
 তত ইতি । বৃদ্ধক্ষত্রাপত্যং বার্কক্ষত্রিঃ । বিস্মিতঃ অভবদ্বিতি শেষঃ ॥১১॥

সেই সময়ে সিদ্ধুদেশের রাজা মহাযশা জয়দ্রথ বিবাহ করিবার ইচ্ছায় শাষদেশে গমন করিতেছিলেন ॥৬॥

তিনি রাজার যোগ্য মূল্যবান পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া বহুতর রাজার সহিত কাম্যকবনে উপস্থিত হইলেন ॥৭॥

এবং দেখিলেন—পাণ্ডবগণের প্রিয়তমা ভার্য্যা, যশস্বিনী, শরীরশোভায় দীপ্তি-মতী ও পরম সুন্দরী দ্রৌপদী তখন সেই নিৰ্জ্জন-বন-মধ্যে আশ্রমদ্বারে অবস্থান করিতেছেন এবং বিদ্যুৎ যেমন নীলমেঘকে উজ্জ্বল করে, সেইরূপ সেই বনপ্রদেশটাকে উজ্জ্বল করিতেছেন ॥৮—৯॥

‘ইনি কি অপ্সরা, না দেবকণ্ঠা, না দৈবী মায়া’ এইরূপ নানাবিধ কল্পনা করিয়া তাঁহারা সকলেই কুতাজ্জলি হইয়া সেই অনিন্দ্যসুন্দরী দ্রৌপদীকে দেখিতে লাগিলেন ॥১০॥

তাহার পর সিদ্ধুদেশের রাজা ও বৃদ্ধক্ষত্রনন্দন দুরাত্মা জয়দ্রথ সেই অনিন্দ্য-সুন্দরী দ্রৌপদীকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ॥১১॥

স কোটিকাস্ত্রং রাজানমব্রবৌ কামমোহিতঃ ।  
 কস্ত্র হ্বেষাহনবগ্গাস্তৌ যদি বাপি ন মানুষৌ ॥১২॥  
 বিবাহার্থো ন মে কশ্চিদিমাং প্রাপ্যাতিসুন্দরীম্ ।  
 এতামেবাহমাদায় গমিষ্যামি স্বমালয়ম্ ॥১৩॥  
 গচ্ছ জানীহি সৌম্যেমাং কস্ত্র বাত্র কুতোহপি বা ।  
 কিমর্থমাগতা সুন্দরিদং কণ্টকিতং বনম্ ॥১৪॥  
 অপি নাম বরারোহা মামেষা লোকসুন্দরী ।  
 ভজেদগায়তাপাস্তৌ হৃদতী তনুমধ্যমা ॥১৫॥  
 অপ্যহং কৃতকামঃ স্যামিমাং প্রাপ্য বরদ্রিয়ম্ ।  
 গচ্ছ জানীহি কো নৃশ্চা নাথ ইত্যেব কোটিক ! ॥১৬॥

### ভারতকৌমুদী

স ইতি । কোটিকাস্ত্রং তদাখ্যম্ । যদি বেতি সম্ভাবনায়াম্ ॥১২॥  
 বিবাহেতি । বিবাহস্ত অর্থঃ প্রয়োজনং নাস্তি, অনয়েব তস্ত সিদ্ধাদিত্যাশয়ঃ ॥১৩॥  
 গচ্ছেতি । হে সৌম্য ! কোটিকাস্ত্র ! । সুন্দ্রঃ ইয়ং সুন্দরসুন্দরী রমণী ॥১৪॥  
 অপীতি । বরারোহা মনোহরনিতম্বা । হৃদতী সুন্দরদন্তশালিনী ॥১৫॥  
 অপীতি । কৃতকামঃ সম্পাদিতাভিলাষঃ । নাথো রক্ষকঃ ॥১৬॥

### ভারতভাবদীপঃ

তস্মিন্নিতি ॥১—৬॥ পরিবর্হণ পরিচ্ছদেন । “পরিবর্হন্ত রাজার্ববস্ত্রাপি পরিচ্ছদে” ইতি  
 বিশ্বঃ ॥৭—৮॥ নীলাব্রং নীলমেঘম্ ॥৯—১১॥ কোটিকাস্ত্রং কোটা দুর্গমস্তঃপুং তত্রাধিকৃতঃ  
 কোটিকাস্ত্রেখ্যামাস্ত্রমিব মুখ্যম্ । আখ্যামিতি পাঠে সংখ্যাস্তরং বস্ত্রারমিতি বা । অশ্বেতি পাঠে  
 কোটিকা অস্ত্রা ব্যাপ্যা যন্তেতি বা রাজানং ক্ষত্রিয়ং প্রভুং বা । “রাজা প্রভো চ নৃপতো ক্ষত্রিয়ে  
 রজনীপতো” ইতি মেদিনী ॥১২—১৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ঊনবিংশত্যধিক-

বিংশততমোহধ্যায়ঃ ॥২১৯॥

এবং তিনি কামমোহিত হইয়া কোটিকাস্ত্র রাজাকে বলিলেন—“এই অনিল্য-  
 সুন্দরী কাহার ? আমার মনে হয়—ইনি মানুষী নহেন ॥১২॥

এই পরমসুন্দরীকে লাভ করায় আমার আর বিবাহের কোন প্রয়োজন নাই ।  
 কারণ, আমি ইহাকে লইয়াই আপন ভবনে চলিয়া যাইব ॥১৩॥

অতএব সৌম্য কোটিকাস্ত্র ! তুমি ইহার নিকট যাও, যাইয়া জান যে, এই  
 সুন্দরী কাহার, কি জন্তই বা কোথা হইতে এই কণ্টকপূর্ণ বনে আসিয়াছেন ॥১৪॥

সুন্দরনিতম্বা, ভুবনসুন্দরী, আয়তনয়না, মনোহরদন্তশালিনী ও কৌশলমধ্যা এই  
 রমণী আজ আমাকে ভজন করিবেন কি ? ॥১৫॥

স কোটিকাস্ত্রস্তচ্ছত্রা রথাং প্রস্কন্দ্য কুণ্ডলী ।

উপৈত্য পপ্রচ্ছ তদা ক্রোষ্টা ব্যাস্রবধুমিব ॥১৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি দ্রৌপদী-  
হরণে জয়দ্রথাগমনে উনবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

## বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

কোটিকাস্ত্র উবাচ ।

কা ত্বং কদম্বস্ত্র বিনাম্য শাখামেকোদ্রমে তিষ্ঠসি শোভমানা ।

দেদৌপ্যমানাগ্নিশিখৈব নন্তং ব্যাধূয়মানা পবনেন স্তম্ভ্র ! ॥১॥

অতীব রূপেণ সমন্বিতা ত্বং ন চাপ্যরণ্যেষু বিভেষি কিম্মু ।

দেবী নু-যক্ষ্যে যদি দানবী বা বরাহস্রা দৈত্যবরাঙ্গনা বা ॥২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । প্রস্কন্দ্য অবপ্রুত্য, কুণ্ডলী কর্ণকুণ্ডলমূলধারী । ক্রোষ্টা শৃগালঃ ॥১৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণে

উনবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

কেতি । কদম্বস্ত্র বৃক্ষস্ত্র, একা একাকিনী । নন্তং রাজৌ, ব্যাধূয়মানা কস্প্যমানা ॥১॥

অতীবেতি । ভয়কারণে সত্যপি যন্ন বিভেষি তদেবাশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ ॥২॥

আমি এই উত্তম রমণীটাকে পাইয়া পূৰ্ণমনোরথ হইব কি ? অতএব কোটিক !  
যাও, যাইয়া জান যে, ইহার রক্ষক কে আছে” ॥১৬॥

কুণ্ডলধারী কোটিকাস্ত্র সেই কথা শুনিয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তখনই  
যাইয়া—শৃগাল যেমন ব্যাস্রবধুর নিকট জিজ্ঞাসা করে, সেইরূপ দ্রৌপদীর নিকটে  
জিজ্ঞাসা করিল ॥১৭॥

—:~:~:—

কোটিকাস্ত্র বলিল—“সুন্দরি ! রাত্রিতে বায়ুকম্পিত দেদৌপ্যমানা অগ্নিশিখার  
স্তায় শোভা পাইতে থাকিয়া, কদম্ববৃক্ষের একটা শাখাকে নোয়াইয়া ধরিয়া আশ্রম-  
দ্বারে একাকিনী দাঁড়াইয়া রহিয়াছ ; তুমি কে ? ॥১॥

\* ‘...চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...চতুঃ-  
ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

(১)...নিয়ম্য শাখাম—পি ।

বপুশ্চতৌ বোরগরাজকন্যা বনেচরী বা ক্ষণদাচরস্ত্রী ।  
 যত্বেব রাজ্ঞো বরুণশ্চ পত্নী যমশ্চ সোমশ্চ ধনেশ্বরশ্চ ॥৩॥  
 ধাতুর্বিধাতুঃ সবিতুর্বিভোর্ব। শুক্রশ্চ বা ত্বং সদনাং প্রপন্না ।  
 স হেব নঃ পৃচ্ছসি যে বয়ং স্ম ন চাপি জানৌম তবেহ নাথম্ ॥৪॥  
 বয়ং হি মানং তব বর্দ্ধয়ন্তঃ পৃচ্ছাম ভদ্রে ! প্রভবং প্রভুঞ্চ ।  
 আচক্ষুঃ বন্ধুংশ্চ পতিং কুলঞ্চ তন্ত্বেন যচ্ছেহ করোষি কার্য্যম্ ॥৫॥  
 অহস্ত রাজ্ঞঃ সুরথশ্চ পুত্রো যং কোটিকাশ্চেতি বিহুর্মমুয়াঃ ।  
 অসৌ তু যন্তিষ্ঠতি কাঞ্চনাস্তে রথে হুতোহগ্নিশ্চয়নে যথৈব ।  
 ত্রিগর্ত্তরাজঃ কমলায়তাক্ষঃ ক্ষেমক্ষরো নাম স এষ বীরঃ ॥৬॥

### ভারতকৌমুদী

বপুশ্চিতি । বপুশ্চতৌ মাহুযীমূর্ত্তিধারিণী । উরগঃ সর্পঃ, ক্ষণদাচরো রাক্ষসঃ ॥৩॥  
 ধাতুরিতি । বিভোঃ প্রভোঃ । স্ম ইতি বিসর্গলোপ আধঃ । নাথং রক্ষকম্ ॥৪॥  
 বয়মিতি । প্রভবতাস্মাদিতি প্রভবঃ পিতা তম্, প্রভুং স্বামিনম্ ॥৫॥  
 অহমিতি । কাঞ্চনাস্তে স্বর্ণময়ে । চীয়েতে অশ্মিন্নিতি চয়নং স্থণ্ডিলং কুণ্ডং বা তত্র ।  
 কমলায়তাক্ষঃ পদ্মপত্রবৎ দীর্ঘনয়নঃ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৬॥

### ভারতভাবদীপঃ

কেতি ॥১—৩॥ ধাতুঃ প্রজ্ঞাপতেঃ সরস্বতী বা, বিধাতুঃ কশ্যপশ্চ রুদ্রশ্চ বা, অদ্বিতিঃ  
 পার্বতী বা, বিভোর্বিশ্বোল্লস্বীর্বা ॥৪॥ প্রভবং পিতরম্, প্রভুং মহাশ্বম্ ॥৫॥ রাজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়শ্চ,

তুমি পরম রূপবতী, অথচ বনের ভিতরে ভয় পাইতেছ না কেন ? তুমি কি  
 কোন দেবী, না যক্ষী, না দানবী, না কোন প্রধান অঙ্গরা, কিংবা কোন প্রধান  
 দৈত্যের পত্নী ? ॥২॥

অথবা তুমি নাগরাজের কন্যা, মাহুযীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছ, কিংবা কোন  
 রাক্ষসের স্ত্রী বনে বিচরণ করিতেছ ; অথবা রাজা বরুণ, যম, চন্দ্র কিংবা কুবেরের  
 পত্নী ॥৩॥

অথবা তুমি—প্রভু ধাতা, বিধাতা, সূর্য্য বা শুক্রের ভবন হইতে আসিয়াছ ;  
 কিন্তু আমরা যাহারা, তাহা ত তুমি আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে না ; কিংবা  
 আমরাও তোমার অভিভাবকের বিষয় জানিলাম না ॥৪॥

ভদ্রে ! আমি তোমার সম্মানবৃদ্ধি করতঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি—তোমার পিতা  
 কে ? অভিভাবকই বা কে ? বন্ধু কাহারো ? স্বামী কে ? কোন বংশে জন্মিয়াছ ?  
 এখানে যে কার্য্য করিতেছ; তাহাই বা কি ? এই সকল বিষয় সত্য বল ॥৫॥

তবে আমি সুরথরাজার পুত্র, ষাঁহাকে লোকে ‘কোটিকাশ্চ’ বলিয়া জানে ।



অস্মাৎ পরস্তেষু মহাধনুস্মান্ পুত্রঃ কুলিন্দাধিপতের্বরিতঃ ।  
 নিরীক্ষতে ত্বাং বিপুলায়তাক্ষঃ স্পৃশ্পিতঃ পৰ্বতবাসনিত্যঃ ॥৭॥  
 অসৌ তু যঃ পুষ্করিণীসমীপে শ্যামো যুবা তিষ্ঠতি দর্শনীয়ঃ ।  
 ইক্ষ্বাকুরাজ্ঞঃ স্তবলশ্চ পুত্রঃ স এষ হস্তা দ্বিষতাং স্তগাতি ! ॥৮॥  
 যশ্চানুযাত্রা ধ্বজিনঃ প্রযান্তি সৌবীরকা দ্বাদশ রাজপুত্রাঃ ।  
 শোণাশ্বযুক্তেষু রথেষু সর্বে মুখেষু দীপ্তা ইব হব্যবাহাঃ ॥৯॥  
 অঙ্গারকঃ কুঞ্জরো গুপ্তকশ্চ শক্রঞ্জয়ঃ সৃঞ্জয়ঃ প্রবুদ্ধৌ ।  
 প্রভঙ্করোহথ ভ্রমরো রবিশ্চ শূরঃ প্রতাপঃ কুহনশ্চ নাম ॥১০॥  
 যং ঘটসহস্রা রথিনোহনুযান্তি নাগা হয়াশ্চৈব পদাতিনশ্চ ।  
 জয়দ্রথো নাম যদি শ্রুতেন্তে সৌবীররাজঃ স্তভগে ! স এষঃ ॥১১॥  
 (বিশেষকম্)

### ভারতকৌমুদী

অস্মাদিতি । স্পৃশ্পিতঃ শোভনপুষ্পমালাধারী, পৰ্বতবাসো নিত্যো যন্ত সঃ ॥৭॥

অসাবিতি । দর্শনীয়ো মনোহরমূর্তিঃ । হে স্তগাতি ! হৃদয়াক্ষি ! ॥৮॥

যন্তেতি । অহু পশ্চাদযাত্রা গমনং যেষাং তে, সৌবীরকাঃ সৌবীরদেশীয়াঃ । অথ কে তে  
 দ্বাদশেত্যাহ—অঙ্গারক ইতি । এতানি তেষাং দ্বাদশানাং নামানি । পদাভ্যামতস্তি সততং  
 গচ্ছন্তীতি পদাতিনঃ পদাতয়ঃ ॥৯—১১॥

### ভারতভাবদীপঃ

চয়নে ইষ্টকোচ্চয়ে ॥৬—৮॥ অহুচক্রং সৈন্তমহু লক্ষ্যকৃত্য প্রযান্তি । “চক্রং সৈন্তরথাক্রমোঃ”  
 ইতি বিশ্বঃ । পাঠান্তরেহহুযাত্রা যাত্রোপকরণপালা ইত্যর্থঃ ॥৯—১০॥ পদাতিনঃ পদ্ম্য-

আর স্থণ্ডিলে আহুত অগ্নির স্তায় ঐ যিনি স্বর্ণময় রথে অবস্থান করিতেছেন, উনি  
 ত্রিগুর্ভদেশের রাজা পদ্মনয়ন ও বীর ‘ক্ষেমঙ্কর’ ॥৬॥

উহার পরবর্তী বিশালনয়ন ও সুন্দর পুষ্পমালাধারী যে পুরুষটা তোমাকে  
 দর্শন করিতেছেন, ইনি পৰ্বতবাসী পুলিন্দাধিপতির জ্যেষ্ঠপুত্র এবং ইনি মহা-  
 ধনুর্ধর ॥৭॥

সুন্দরি ! পুষ্করিণীর নিকটে ঐ যে শ্যামবর্ণ সুন্দর যুবকটা দাঁড়াইয়া আছেন,  
 ইনি শক্রহস্তা ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা স্তবলের পুত্র ॥৮॥

অঙ্গারক, কুঞ্জর, গুপ্তক, শক্রঞ্জয়, সৃঞ্জয়, স্পৃশ্বক, প্রভঙ্কর, ভ্রমর, রবি, শূর,  
 প্রতাপ ও কুহন—এই বার জন সৌবীররাজপুত্র রক্তবর্ণ বোটকযুক্ত রথে  
 আরোহণ করিয়া ধ্বজ ধারণপূর্বক প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞাগ্নির স্তায় বাঁহার পশ্চাতে গমন  
 করিতেছেন এবং ছয় হাজার রথী, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি বাঁহার অন্তর্গত

তস্তাপরে ভ্রাতরোহদীনসত্ত্বা বলাহকানৌকবিদারণাণাং ।

সৌবীরবীরাঃ প্রবরা যুবানো রাজানমেতে বলিনৌহনুযাস্তি ॥১২॥

এতৈঃ সহায়ৈরুপযাতি যুজ্ঞা মরুদগণৈরিন্দ্র ইবাভিগুপ্তঃ ।

অজ্ঞানতাং খ্যাপয় নঃ স্নকেশি ! কস্তাসি ভার্য্যা দুহিতা চ কস্ত ॥১৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অথাত্ৰবৌদ্ৰোপদৌ রাজপুত্রৌ পৃষ্ঠা শিবীনাং প্রবরেণ তেন ।

অবেক্ষ্য মন্দং প্রবিমুচ্য শাখাং সংগৃহুতৌ কোশিকমুত্তরীয়ম্ ॥১৪॥

বুদ্ধ্যাভিজ্ঞানামি নরেন্দ্রপুত্র ! ন মাদৃশী ত্বামভিভাষ্টুমর্হা ।

ন হ্বেব বক্তাস্তি তবেহ বাক্যমন্যো নরো বাপ্যথবার্পি নারী ॥১৫॥

### ভারতকৌমুদী

ভ্রন্তেতি । অদীনসত্ত্বা অনল্লাধ্যবসায়ঃ, বলাহকানীনি জীণি নামানি ॥১২॥

• এতৈরिति । মরুতাং দেবানাং গণৈঃ, অভিগুপ্তো রক্ষিতঃ । খ্যাপয় ব্রূহি ॥১৩॥

অথেতি । শিবীনাং শিবিবংশীয়ানাম্, তেন কোটিকাশ্চেন । কোশিকং কুশময়ম্ ॥১৪॥

বুদ্ধোতি । অভিভাষ্টুম্ অভিভাবিতুম্, ইড়াগমাভাব আৰ্হঃ । বক্তেতি সাধুকারিণ্যৰ্থে ভূম্,  
তস্ত চ নিষ্ঠাদিত্বাধাক্যমিত্যজ্ঞ ন কৰ্শ্বণি যষ্টী । বাক্যং বাক্যোত্তরম্ ॥১৫॥

### ভারতভাবদীপঃ

মতিভূং সততং গন্তং শীলং যেষাং তে পদাতয়ঃ ॥১১—১৩॥ শিবীনাং শিবিবংশানাং  
কুজিয়াণাম্, মন্দং বৈরম্, অবেক্ষ্য সঙ্কোচ্য । তদেবাহ—বিমুচ্যেতি । কোশিকং কোশজম্

করিতেছে, ইনি সেই সৌবীররাজ ‘জয়দ্রথ’ । সুন্দরি ! তুমি সম্ভবতঃ ইহার নাম  
শুনিয়াছ ॥১—১১॥

এবং বলাহক, অনীক ও বিদারণপ্রভৃতি উহার অপর ভ্রাতারাও উহার অমুগমন  
করিতেছেন ; উহারা অসাধারণ অধ্যবসায়ী, সৌবীরদেশের মধ্যে প্রধান বীর ও  
বলবান্ ॥১২॥

স্নকেশি ! দেবগণরক্ষিত ইন্দ্রের জ্যায় এই সকল সহায়কর্তৃক রক্ষিত রাজা  
জয়দ্রথ গমন করিতেছেন । এদিকে আমরা তোমার বৃত্তান্ত কিছুই জানি না ; সুতরাং  
তুমি বল যে, তুমি কাহার ভার্য্যা এবং কাহার কস্তা” ॥১৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—শিবিবংশপ্রধান কোটিকাশ্চ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে,  
কুশময় উত্তরীয়ধারিণী রাজনন্দিনী দ্রোপদী কদম্বশাখা পরিত্যাগপূর্বক অল্প দৃষ্টিপাত  
করিয়া বলিলেন—॥১৪॥

(১৩) শ্লোকাৎ পরম্ ‘...পঞ্চপঞ্চাশদধিকাবিশততমঃ...’—পি, ‘...চতুঃষষ্ঠ্যধিকাবিশততমঃ...’  
—বা ব, ‘...পঞ্চষষ্ঠ্যধিকাবিশততমঃ...’—কা, ‘...ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকাবিশততমঃ...’—নি ।

একা হুহং সম্প্রতি তেন বাচং দদানি বৈ ভদ্র ! নিবোধ চৈদম্ ।  
 অহং হরণ্যে কথমেকমেকা ত্বামান্মপেয়ং নিরতা স্বধর্ম্মে ॥১৬॥  
 জানামি চ ত্বাং সুরথস্ত পুত্রং যং কোটিকাস্ত্রোতি বিদূর্মনুষ্যাঃ ।  
 তস্মাদহং শৈব্য ! তথৈব তুভ্যমাখ্যামি বন্ধু নু প্রথিতং কুলঞ্চ ॥১৭॥  
 অপত্যমগ্নি দ্রুপদস্ত রাজ্ঞঃ কুষেতি মাং শৈব ! বিদূর্মনুষ্যাঃ ।  
 সাহং রূপে পঞ্চ জনান্ পতিষ্বে যে খাণ্ডবপ্রস্থগতাঃ শ্রুতাস্তে ॥১৮॥  
 যুধিষ্ঠিরো ভীমসেনার্জুনো চ মাদ্র্যাস্ত পুত্রো পুরুষপ্রবীরো ।  
 তে মাং নিবেশ্যেহ দিশ্চতশ্চো বিভজ্য পার্থা মৃগয়াং প্রয়াতাঃ ॥১৯॥  
 প্রাচীং রাজা দক্ষিণাং ভীমসেনো জয়ঃ প্রতীচীং যমজাবুদৌচ্যম্ ।  
 মগ্নে তু তেষাং রথসত্তমানাং কালোহভিতঃ প্রাপ্ত ইহোপবাতুম্ ॥২০॥

### ভারতকৌমুদী

একেতি । তিষ্ঠামিতি শেষঃ । দদানি উত্তরতয়া কথয়ানি । স্বধর্ম্মে গার্হস্থ্যে ॥১৬॥  
 জানামিতি । হে শৈব্য ! শিবিকুলোদ্ভব ! ! আখ্যামি ব্রবীমি ॥১৭॥  
 অপত্যমিতি । খাণ্ডবপ্রস্থগতা ইন্দ্রপ্রস্থস্থিতাঃ, তে অয়া ॥১৮॥  
 যুধিষ্ঠিরঃ নিবেশ্য স্থাপয়িত্বা । বিভজ্য অহমস্তাং দিশি গচ্ছামীত্যায়নো বিভক্তীকৃত্য ॥১৯॥  
 প্রাচীমিতি । জয়োর্জুনঃ । প্রয়াত ইতি বচনবিপরিণামেনাহবৃত্তিঃ । অভিতঃ সম্মুখে ॥২০॥

“রাজপুত্র ! আমি আপন বুদ্ধিতেই বুঝিতেছি যে, আপনার সহিত আমার মত লোকের কথা বলা উচিত নহে ; কিন্তু আপনার কথার উত্তর দেয়, এমন অগ্র পুরুষ বা স্ত্রীলোক এখানে নাই ॥১৫॥

ভদ্র ! আমি এখন এখানে একা রহিয়াছি ; সেই জগুই আপনার কথার উত্তর দিতেছি ; কিন্তু স্বধর্ম্মনিরতা একা আমি বনের ভিতরে একক আপনার সহিত কি করিয়া কথোপকথন করিতে পারি ॥১৬॥

শিবিনন্দন ! আমি জানিলাম যে, আপনি সুরথরাজার পুত্র, লোকে ষাঁহাকে ‘কোটিকাশ্র’ বলিয়া জানে । সেই জগুই আমি আপনার নিকট বন্ধুবর্গের কথা ও প্রসিদ্ধ বংশের কথা বলিব ॥১৭॥

শিবিনন্দন ! আমি দ্রুপদরাজার সন্তান, লোকে আমাকে ‘কৃষ্ণা’ বলিয়া জানে ; আর আপনি ষাঁহাদিগকে ইন্দ্রপ্রস্থবাসী বলিয়া শুনিয়াছেন, সেই পাঁচ জনকে আমি পতিষ্বে বরণ করিয়াছি ॥১৮॥

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেব—ইহাবৃদ্ধ সকলেই আমাকে এই আশ্রমে রাখিয়া আপনাদিগকে বিভক্ত করিয়া মৃগয়া করিবার জগু চারি দিকে গিয়াছেন ॥১৯॥

সম্মানিতা যাস্থথ তৈর্থথেষ্ঠং বিমুচ্য বাহানবরোহয়ধ্বম্ ।

প্রিয়াতিথিধর্ম্মহতো মহাত্মা শ্রীতো ভবিষ্যত্যভিবৌক্য যুগ্মান্ ॥২১॥

এতাবদুক্তা দ্রুপদাভ্রজা সা শৈব্যভ্রজং চন্দ্রমুখী প্রতীতা ।

বিবেশ তাং পর্ণশালাং প্রশস্তাং সঞ্চিন্ত্য তেষামতিথিস্বধর্ম্মম্ ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বনি দ্রৌপদৌ-  
হরণে দ্রৌপদৌবাক্যে বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ \*

### ভারতকৌমুদী

সম্মানিতা ইতি । বাহান্ যানানি, অবরোহয়ধ্বম্ অপগম্য সর্কানিতি শেষঃ ॥২১॥

এতাবদিতি । প্রতীতা অতিথিলাভাদেব হৃষ্টা । অতিথিস্বমেব ধর্ম্মস্তম্ ॥২২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বনি দ্রৌপদৌহরণে

বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:—

### ভারতভাবদীপঃ

১১৪। অভিভাষ্টুম্ অভিভাষিতুম্ ॥১৫॥ তেন কারণেন ॥১৮—১৭॥ পঞ্চ জনানু পঞ্চ পুরুষান্  
১১৮—১২০॥ অয়োহর্জুনঃ ॥২০—২১॥ তেষামর্থো অতিথিষু যোগ্যঃ স্বধর্ম্মং পূজাদিকং কৰ্ত্ত্বং  
সঞ্চিন্ত্য শালাং বিবেশ ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২২০॥

—:—

যুধিষ্ঠির পূর্ব্বদিকে, ভীম দক্ষিণদিকে, অর্জুন পশ্চিমদিকে এবং নকুল ও সহদেব  
উত্তরদিকে গিয়াছেন । আমি মনে করি—সেই রথিশ্রেষ্ঠগণের আশ্রমে আসিবার  
সময় সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে ॥২০॥

সুতরাং আপনারা তাঁহাদের দ্বারা যথেষ্ট সম্মানিত হইয়া যাইতে পারিবেন ;  
অতএব আপনি যানবাহন পরিত্যাগ করাইয়া উহাদিগকে অবতরণ করান ।  
অতিথি ষাঁহার প্রিয়, সেই মহাত্মা ধর্ম্মপুত্র আপনাদিগকে দেখিয়া সন্তুষ্ট  
‘হইবেন’ ॥২১॥

কোটিকান্তকে এই পর্য্যন্ত বলিয়া চন্দ্রমুখী দ্রৌপদী তাঁহাদিগকে অতিথি ভাবিয়া  
আনন্দিত হইয়া সেই প্রশস্ত পর্ণশালার ভিতরে প্রবেশ করিলেন ॥২২॥

—:—

(২২)....অতিথিস্বধর্ম্ম—কা নি, ...অতিথিং স্বধর্ম্ম—পি । \* ‘...ষট্‌পঞ্চাশদধিক-  
দ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...পঞ্চষট্‌ধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...ষট্‌ষট্‌ধিকদ্বিশততমঃ...’—কা,  
‘...সপ্তষট্‌ধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

## একবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তথাসীনেষু সৰ্বেষু তেষু রাজস্ব ভারত ! ।

যদ্বস্তং কৃষ্ণয়া তত্র তৎ সৰ্বং প্রত্যবেদয়ৎ ॥১॥

কোটিকাস্তবচঃ শ্রুত্বা শৈব্যং সৌবীরকোহব্রবীৎ ।

যদা বাচং ব্যাহরন্ত্যামস্তাং মে রমতে মনঃ ।

সৌমন্তিনীনাং মুখ্যায়াং বিনিবৃত্তঃ কথং ভবান্ ॥২॥

এতাং দৃষ্ট্বা দ্বিয়ো মেহন্তা যথা শাখায়ুগদ্বিয়ঃ ।

প্রতিভাস্তি মহাবাহো ! সত্যমেতদব্রবীমি তে ॥৩॥

দর্শনাদেব হি মনস্তয়া মেহপহতং ভৃশম্ ।

তাং সমাচক্ষু কল্যাণীং যদি স্ত্যচ্ছব্য ! মানুষী ॥৪॥

কোটিক উবাচ ।

এষা বৈ দ্রৌপদী কৃষ্ণা রাজপুত্রী যশস্বিনী ।

পঞ্চানাং পাণ্ডুপুত্রীণাং মহিষী সন্মতা ভৃশম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তথ্যেতি । তথা দূরে, আসীনেষু স্থিতেষু । প্রত্যবেদয়ৎ কোটিকাস্ত ইতি শেষঃ ॥১॥

কোটিকেতি । শৈব্যং কোটিকাস্তম্, সৌবীরকো জয়দ্রথঃ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২॥

এতামিতি । শাখায়ুগদ্বিয়ো বানরদ্বয়ঃ, প্রতিভাস্তি জ্ঞানবিষয়া ভবন্তি ॥৩॥

দর্শনাদিতি । সমাচক্ষু কল্যাণীনাং দিভির্বর্গয়, যদি সা মানুষী স্ত্যৎ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতনন্দন জনমেজয় ! সেই রাজারা সকলে সেইরূপ দূরে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে আশ্রমদ্বারে দ্রৌপদী যাহা বলিয়াছিলেন, সেই সকল বিষয় যাইয়া কোটিকাস্ত তাঁহাদিগকে জানাইলেন ॥১॥

কোটিকাস্তের কথা শুনিয়া জয়দ্রথ তাঁহাকে বলিলেন—“এই রমণীপ্রধানা যখন কথা বলিতেছিলেন, তখন উহার প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল ; অতএব তুমি কিরিয়া আসিলে কেন ? ॥২॥

মহাবাহু কোটিকাস্ত ! আমি তোমার নিকট সত্য বলিতেছি যে, এই রমণীটাকে দেখিয়া অস্ত্র রমণীগুলিকে আমার বানরীর মত বোধ হইতেছে ॥৩॥

শিবিনন্দন ! দর্শনমাত্রই সেই রমণী আমার মনটাকে গুরুতর আকর্ষণ করিয়াছে ; অতএব সে যদি মানবী হয়, তবে তাহার বিষয় বর্ণনা কর” ॥৪॥

সর্বেষাঞ্চৈব পার্থানাং প্রিয়া বহুমতা সতী ।

তয়া সমেত্য সৌবীর ! সৌবীরাভিমুখো ব্রজা ৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তঃ প্রত্যাচ পশ্যামো দ্রৌপদীমিতি ।

পতিঃ সৌবীরসিদ্ধনাং দুষ্কৃত্যবো জয়দ্রথঃ ৭॥

স প্রবিষ্টাশ্রমং পুণ্যং সিংহগোষ্ঠং বৃকো যথা ।

আত্মনা সপ্তমঃ কৃষ্ণামিদং বচনমব্রবীৎ ১০॥

কুশলং তে বরারোহে ! ভর্তারস্তেহপ্যনাময়াঃ ।

যেষাং কুশলকামাসি তেহপি কচ্ছিদনাময়াঃ ১১॥

ভারতকৌমুদী

এথেতি । রাজপুত্রী চেৎ কোহসৌ রাজ্যেত্যাহ—দ্রৌপদীমিতি । কৃষ্ণা নাম ১১॥

সর্বেষামিতি । সমেত্য মিলিতা । সৌবীরাভিমুখঃ সৌবীরদেশাভিমুখঃ ৬॥

এবমিতি । সৌবীরসিদ্ধনাং তদাখ্যায়োদেশয়োঃ পতিঃ ৭॥

স ইতি । অত্র গোষ্ঠপদমাবাসপরম্, “নলিনীদলতালবৃন্তম্” ইত্যাদৌ তালবৃন্তশব্দস্ত ব্যঞ্জন-  
মাত্রপরত্ববৎ । আত্মনা সপ্তম ইত্যনেন অন্তেহপি ষট্ প্রবিবিশুরিতি স্মৃতিতম্ ১০॥

কুশলমিতি । অনাময়া নীরোগাঃ । যেষামপরেষাং বন্ধুনাম্ ১১॥

ভারতভাবদীপঃ

তথেতি ১১॥ সৌবীরকো জয়দ্রথঃ । যদাত্মাং মে মনো রমতে, তদা ভবান্ কথং  
বিনিবৃত্ত ইতি যোজ্যম্ ১২—৭॥ সিংহগোষ্ঠং সিংহসভাম্ । “গোষ্ঠং গোস্থানকং গোষ্ঠী

কোটিকাস্ত বলিলেন—“ইনি দ্রুপদরাজার তনয়া যশস্বিনী ‘কৃষ্ণা’ এবং ইনি পঞ্চ  
পাণ্ডবেরই পরমসম্মতা মহিষী ১১॥

আর ইনি পাণ্ডবদের সকলেরই প্রীতি ও আদরের পাত্রী ; অতএব  
সৌবীরনাথ । তুমি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সৌবীরদেশের দিকেই গমন  
কর” ৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কোটিকাস্ত এইরূপ বলিলে, সৌবীর ও সিদ্ধদেশের  
অধিপতি দুষ্টস্বভাব জয়দ্রথ বলিলেন—“দ্রৌপদীকে দেখিব” ৭॥

তাঁহার পর ক্ষুদ্র ব্যাত্স যেমন সিংহের আবাসে প্রবেশ করে, সেইরূপ জয়দ্রথ  
অপর ছয় জন সহচরকে লইয়া সেই পবিত্র আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দ্রৌপদীকে এই  
কথা বলিলেন—৮॥

“বরবর্গিনি ! তোমার মঙ্গল ত ? তোমার ভর্তার স্তব্ধ আছেন ত ? এবং  
তুমি অশ্রু ঝাঁহাদের মঙ্গল কামনা কর, তাঁহারাও ভাল আছেন ত ?” ১১॥

## দ্রৌপদ্যুবাচ ।

কৌরব্যঃ কুশলী রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।  
 অহঞ্চ ভ্রাতরশ্চাস্ত্র যাংশ্চান্যান্ পরিপৃচ্ছসি ॥১০॥  
 অপি তে কুশলং রাজ্যে রাষ্ট্রে কোষে বলে তথা ।  
 কচ্চিদেকঃ শিবীনাঢ্যান্ সৌবীরান্ সহ সিন্ধুভিঃ ।  
 অনুতিষ্ঠসি ধর্ম্মেণ যে চাত্রে বিদিতাস্ত্বয়া ॥১১॥  
 পাণ্ডুং প্রতিগৃহাণেদমাসনঞ্চ নৃপাত্মজ ! ।  
 যুগান্ পঞ্চাশতকৈব প্রাতরাশং দদানি তে ॥১২॥  
 ঐশেন্যান্ পৃষতান্ শৃঙ্খলুন্ হরিগান্ শরভান্ শশান্ ।  
 ঋক্ষান্ রুরান্ শম্বরান্শ্চ গবয়ান্শ্চ যুগান্ বহুন্ ॥১৩॥  
 বরাহান্ মহিষান্শ্চৈব যাশ্চান্যান্ যুগজাতয়ঃ ।  
 প্রদাস্ততি স্বয়ং তুভ্যং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)

## ভারতকৌমুদী

কৌরব্য ইতি । অহঞ্চ কুশলিনী, অস্ত্র ভ্রাতরো ভীমাদয়শ্চ কুশলিন ইতি সম্বন্ধঃ ॥১০॥  
 অপীতি । রাজ্যে রাজত্বপদে, রাষ্ট্রে স্বাধিকৃতদেশে । বলে সৈন্তে । অহু লক্ষ্যাকৃত্য, ধর্ম্মেণ  
 তিষ্ঠসি পালয়ন্ বর্হসে । বিদিতাঃ স্বকীয়ত্বেন জ্ঞাতাঃ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥  
 পাণ্ডুমিতি । অস্ত্রত ইত্যশঃ খাণ্ডং তম্, সহচরবাহন্যাধ্বজপ্রদানমিতি ভাবঃ ॥১২॥  
 ঐশেন্যানিতি । এতে যুগবিশেষাঃ । স্বয়ং প্রদাস্ততি, অজ্ঞাগতোতি শেষঃ ॥১৩—১৪॥

## ভারতভাবদীপঃ

সত্যসংপালয়োঃ স্ত্রিয়া”মিতি মেদিনী । লিঙ্গং অবিবক্ষিতং গোষ্ঠমিতি বা স্থানমেব ।  
 সপ্তমো বলাহকাদীনৃ যড়ভ্রাতৃমূলক্য আত্মনা শরীরেণ সপ্তানাম্ পূরণঃ ॥৮—১০॥ অহু-

দ্রৌপদৌ বলিলেন—“কুরুবংশজাত কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির, আমি ও তাঁহার  
 ভ্রাতারা সকলেই কুশলে আছি এবং আপনি অস্ত্র যাহাদের কথা জিজ্ঞাসা  
 করিতেছেন, তাঁহারাও কুশলে আছেন ॥১০॥

আপনার রাজপদ, রাজ্য, কোষ ও সৈন্তগণের মঙ্গল ত ? এবং আপনি একাই  
 সমৃদ্ধ শিবিগণকে, সিন্ধুদেশের সহিত সৌবীরদেশকে, আর অস্ত্র যত দেশ আপনার  
 নিজের বলিয়া জানা আছে, সেগুলিকে ধর্ম্ম অহুসারে পালন করিতেছেন  
 ত ? ॥১১॥

রাজপুত্র ! আপনি এই পাণ্ডু ও আমন গ্রহণ করুন, আর আমি আপনাকে  
 প্রাতঃকালের ষাটরূপে পঞ্চাশটি হরিণ দিব ॥১২॥

তা’র পর, কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির আসিয়া নিজে আপনাকে বহুতর

জয়দ্রথ উবাচ ।

কুশলং প্রাতরাশস্ত সৰ্বক্ মে দিৎসিতং ত্বয়া ।  
 এহি মে রথমারোহ স্তম্ভমাণুহি কেবলম্ ॥১৫॥  
 হতরাজ্যান্ গতশ্রীকান্ কৃপণান্ গতচেতসঃ ।  
 অরণ্যবাসিনঃ পার্থান্ নানুরোদ্ধুং ত্বমর্হসি ॥১৬॥  
 ন বৈ প্রাজ্ঞা গতশ্রীকং ভর্তারমুপযুঞ্জতে ।  
 যুজ্ঞানমনুযুঞ্জীত ন শ্রিয়ঃ সংক্ষয়ে বসেৎ ॥১৭॥  
 শ্রিয়া বিহীনা রাজ্য্যচ্চ বিনষ্টাঃ শাস্বতীঃ সমাঃ ।  
 অলং তে পাণ্ডুপুত্রাণাং ভক্ত্যা ক্লেশমুপাসিতুম্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

কুশলমিতি । কুশলং মম রাজ্যাদীনাক্ষ মঙ্গলমিত্যেকং বাক্যম্ । দিৎসিতং দাতুমিষ্টম্ ॥১৫॥  
 ক্রতেতি । গতশ্রীকান্ নষ্টরাজলক্ষ্মীকান্, কৃপণান্ ক্ষুদ্রান্ । অনুরোদ্ধুং পোষিতুম্ ॥১৬॥  
 নেতি । প্রাজ্ঞা বুদ্ধিমতী জ্ঞী, গতশ্রীকং ভর্তারম্, ন উপযুক্ততে ন সেবতে ; কিন্তু যুজ্ঞানং  
 শ্রীযুক্তং ভর্তারমেব, অমনুযুঞ্জীত মেবেত, শ্রিয়ঃ সংক্ষয়ে তু নৈকত্র বসেৎ ॥১৭॥  
 শ্রিয়েতি । শাস্বতীঃ সমা বহুন বৎসরান্ পাণ্ডবা ইতি শেষঃ । উপাসিতুং ভোক্তুং ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

তিষ্ঠসি পালয়সি, বিদিতী লক্ষাঃ ॥১১—১৬॥ শ্রিয়ঃ সংক্ষয়ে সতীতি শেষঃ, হীনলক্ষ্মীকে ইত্যর্থঃ  
 ॥১৭॥ সমাঃ সংবৎসরান্ ॥১৮—২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে

একবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২২১॥

ঐণেয়, পৃষত, ঞ্জঙ্ক, হরিণ, শরভ, শশ, ভল্লুক, রুক, শম্বর, গবয়, মৃগ, বরাহ,  
 মহিষ এবং অন্য যতপ্রকার মৃগ আছে, সে সকল দান করিবেন” ॥১৩—১৪॥

জয়দ্রথ বলিলেন—“আমার ও আমার রাজ্যপ্রভৃতির মঙ্গল । তুমি আমাকে  
 সর্বপ্রকার প্রাতঃকালের খাদ্য দিতে ইচ্ছা করিয়াছ, (তাহা এখন থাক) ; তুমি  
 আইস, আমার রথে উঠ, আর কেবল সুখভোগই করিতে থাক ॥১৫॥

দ্রৌপদী ! তুমি—হতরাজ্য, সমৃদ্ধিশূন্য, ক্ষুদ্র, হৃদয়বিহীন ও বনবাসী  
 পাণ্ডবগণের কোন অপেক্ষা রাখিবার যোগ্য নহ ॥১৬॥

দেখ—বুদ্ধিমতী জ্ঞী, সমৃদ্ধিবিহীন ভর্তার সেবা করেন না, সমৃদ্ধিবৃদ্ধ ভর্তারই  
 সেবা করিয়া থাকেন এবং ভর্তার সম্পত্তি নষ্ট হইলে আর তাঁহার সহিত একত্র বাস  
 করেন না ॥১৭॥

পাণ্ডবেরা বহু বৎসর যাবৎ রাজ্যভ্রষ্ট এবং সম্পত্তিশূন্য হইয়া রহিয়াছে ; অতএব  
 তাহাদের প্রতি ভক্তিবশতঃ তুমি আর কষ্ট ভোগ করিও না ॥১৮॥



ভাৰ্য্যা মে ভব স্ত্রোণি ! ত্যজৈনান্ স্ত্রমাংগুহি ।  
অৰ্ধিলান্ সিদ্ধুসৌবীৰানাপুহি স্বং ময়া সহ ॥১৯॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইতু্যক্তা সিদ্ধুরাজেন বাক্যং হৃদয়কম্পনম্ ।  
কৃষ্ণা তস্মাদপাক্রামদেশাৎ সা ভুকুটীমুখী ॥২০॥  
অবমত্যাশ্চ তদ্বাক্যমাক্ষিপ্য চ স্ত্রমধ্যমা ।  
মৈবমিত্যব্রবীৎ কৃষ্ণা লজ্জসে নেতি সৈন্ধবম্ ॥২১॥  
সা কাঙ্ক্ষমাণা ভর্তৃণামুপযাতমনিন্দিতা ।  
বিলোভয়ামাস পরং বাকৈর্যাক্যানি যুঞ্জতী ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি দ্রৌপদী-  
হরণে জয়দ্রথদ্রৌপদীবাক্যে একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

#### ভারতকৌমুদী

ভাৰ্য্যেতি । হে স্ত্রোণি ! হনিতবে ! এনান্ পাণ্ডবান্ । সিদ্ধুসৌবীৰান্ দেশান্ ॥১৯॥  
'ইতীতি । অপাক্রামৎ অপাসরৎ । ভুকুটী মুখে যন্তাঃ সা ॥২০॥  
অবেতি । আক্ষিপ্য বিনিদ্য । মৈবং ক্রহীতি শেষঃ । সৈন্ধবং সিদ্ধুরাজম্ ॥২১॥  
সেতি । উপযাতমুপস্থিতিম্ । আত্মনো বাটৈক্যজয়দ্রথশ্চ বাক্যানি, যুঞ্জতী যুঞ্জানা তেন  
সার্কমালপঙ্কীতার্থঃ, পরমত্যজং জয়দ্রথং বিলোভয়ামাস, বিলম্বার্থমিতি ভাবঃ ॥২২॥  
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে  
একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

‘সুনিতম্বে । তুমি আমার ভাৰ্য্যা হও, পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ কর এবং অনবরত  
সুখভোগ করিতে থাক, আর আমার সহিত মিলিত থাকিয়া সমগ্র সিদ্ধুদেশ ও  
সমগ্র সৌবীরদেশ লাভ কর’ ॥১৯॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জয়দ্রথ এইরূপ হৃৎকম্পজনক বাক্য বলিলে, দ্রৌপদী  
ক্রকুটী করিয়া সেস্থান হইতে সরিয়া গেলেন ॥২০॥

পরে স্ত্রমধ্যমা দ্রৌপদী মনে মনে জয়দ্রথবাক্যের অবজ্ঞা ও নিন্দা করিয়া  
তঁাহাকে বলিলেন—“এরূপ কথার বলিবেন না, আপনার কি লজ্জা হয়  
না” ॥২১॥

তাহার পর তিনি ভর্তাদের আগমন কামনা করিয়া জয়দ্রথের সহিত আলাপ  
করিতে থাকিয়া তঁাহাকে অত্যন্ত লুব্ধ করিতে লাগিলেন ॥২২॥

\* ‘...সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...সপ্ত-  
ষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...অষ্টষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

## দ্বাবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

\*\*\*

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সরোষরাগৌপহতেন বহুনা সরাগনেত্রেণ নতোন্নতভ্রুবা ।

মুখেন বিস্কূর্য্য স্ববীররাষ্ট্রপং ততোহব্রবীত্তং দ্রুপদাঅজ্ঞা পুনঃ ॥১॥

যশস্বিনস্তীক্ষ্ণবিষান্ মহারথান্ অতিক্রবন্ মৃত ! ন লজ্জসে কথম্ ।

মহেন্দ্রকল্লান্ নিরতান্ স্বকর্ষস্ব স্থিতান্ সমূহেষপি যক্ষরক্ষসাম্ ॥২॥

ন কিঞ্চিদৌভ্যং প্রবদন্তি পাপং বনেচরং বা গৃহমেধিনং বা ।

তপস্বিনং সম্পরিপূর্ণবিগ্রহং ভষন্তি হৈবং শ্বনরাঃ স্ববীর ! ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । ততো দ্রুপদাঅজ্ঞা, রোষেণ যো রাগো রক্তিমা তেন সহেতি সরোষরাগঞ্চ তং উপহতং তেনৈব বিকৃতক্ষেতি তেন, বহুনা স্তন্দরেণ, রাগেণ রক্তিমা সহেতি সরাগে নেত্রে যত্র তেন, তথা রোষাদেব নতে উন্নতে চ ভ্রুবো যত্র তেন তাদৃশেন মুখেন, স্ববীররাষ্ট্রং পাতি রক্ষতীতি তম্, তং জয়দ্রথম্, বিস্কূর্য্য আক্রম্য, পুনরব্রবীৎ ॥১॥

যশস্বিন ইতি । - হে মৃত ! ত্বম্, যুদ্ধজয়াদিনা যশস্বিনঃ, তীক্ষ্ণং বিষং তবং ক্রোধো যেষাং তান্, মহারথান্, মহেন্দ্রকল্লান্, স্বকর্ষস্ব যজ্ঞাদিষু নিরতান্, তথা যক্ষরক্ষসাং সমূহেষপি স্থিতান্ মুদ্ধাণাবচলান্ পাণ্ডবান্, অতিক্রবন্ অতিক্রম্য কথয়ন্ নিন্দম্মিত্যর্থঃ, কথং ন লজ্জসে ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

সরোষেতি । রোষেণ রাগো রক্তিমা তেন সহিতং সরোষরাগং তদ্রূপহতঞ্চ স্নানঞ্চ তেন, বহুনা স্তন্দরেণ, নতে স্বভাবত উন্নতে ক্রোধেন ভ্রুবো যস্তাস্তথা বিস্কূর্য্য ফুংকারং কৃৎস্না ॥১॥ অতি অভিক্রম্য, ক্রবন্ স্থিতানচলান্ যক্ষাদিভিরপ্যাজেয়ানিত্যর্থঃ ॥২॥ ঈভ্যং স্তত্যম্, বনেচরং বানগ্রন্থম্, পাপং পাপবচনং প্রবদন্তি সন্ত ইতি শেষঃ । শ্বনরাঃ শুনকতুল্যা

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর দ্রৌপদীর সুন্দর মুখখানি ক্রোধে রক্তবর্ণ ও বিকৃত হইল, নয়নযুগল রক্তবর্ণ ধারণ করিল এবং ক্রয়ুগল অবনত ও উন্নত হইতে লাগিল ; এহেন মুখদ্বারা তিনি জয়দ্রথকে আক্রমণ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন— ॥১॥

“মূর্থ ! ষাঁহারা যশস্বী, তীক্ষ্ণবিষের আয় ক্রোধশালী, মহারথ, ইন্দ্রতুল্য, স্বকর্ষনিরুত এবং যক্ষ-রাক্ষসগণের যুদ্ধেও অচল, সেই পাণ্ডবগণকে তুমি নিন্দা করিতে থাকিয়া কেন লজ্জিত হইতেছ না ॥২॥

৭৩)...ভষন্তি চৈবং শ্বনরাঃ স্ববীর !—নি

অহস্ত মন্ত্রে তব নাস্তি কশ্চিদেতাদৃশে ক্ষত্রিয়সম্মিবেশে ।  
 যন্তুগ্ধ পাতালমুখে পতন্তুং পাণৌ গৃহীত্বা প্রতिसংহরেত ॥৪॥  
 নাগং প্রভিন্নং গিরিকূটকল্পমুপত্যকাং হৈমবতীং চরন্তম্ ।  
 দণ্ডীব যুথাদপসেধসি ত্বং যো জেতুমাশংসসি ধর্মরাজম্ ॥৫॥  
 বাল্যাং প্রমুপ্তস্ত মহাবলস্ত সিংহস্ত পক্ষ্মাণি মুখাল্লুনাশি ।  
 পদা সমাহত্য পলায়মানঃ ক্রুদ্ধং যদা দ্রক্ষ্যসি ভীমসেনম্ ॥৬॥

### ভারতকৌমুদী

নেতি । হে স্ববীর ! স্ববীরদেশাধিপতে ! দৈত্যং গুণাতিরেকাদিনা স্তৃত্যম্, বনেচর্যং তপোবনবাসিনং বা, গৃহমধিনং গৃহস্থং বা জনম্, পাণং নিন্দ্যম্, ন প্রবদন্তি সাধব ইতি শেষঃ । কিন্তু শ্বানঃ কুকুরা ইব নরাঃ শ্বনরা ভবাদৃশা জনাঃ, সম্পরিপূর্ণবিজ্ঞং তপশ্বিনম্, এবমেব, ভবন্তি ভৎসয়ন্তে । হেতি পাদপূরণে ॥৩॥

অহমিতি । অহস্ত মন্ত্রে যৎ, এতাৎক্ষেপে ক্ষত্রিয়াণাং সম্মিবেশে সমাজে, তব কশ্চিদপি বন্ধুর্নাস্তি । যন্তুগ্ধ পাতালমুখে মহাগর্ভে পতন্তুং স্বাম্, পাণৌ গৃহীত্বা, প্রতिसংহরেত নিবারয়েৎ ॥৪॥

নাগমিতি । হে মূঢ় ! স্বম্, হৈমবতীমুপত্যকাং হিমালয়সন্নিহিতভূমিং চরন্তম্, গিরিকূটকল্পং পর্বতশৃঙ্গতুলাং বিশালম্, প্রভিন্নং মদস্রাবিনম্, নাগং হস্তিনম্, যুথং স্বজাতীয়সমূহাং, দণ্ডী দণ্ডমাত্রধারী পুরুষ ইব, অপসেধসি অপকর্ষসি ; যন্তুম্, ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরং জেতুমাশংসসি । তস্ত জয়ং বিনা মম হরণমসম্ভবেমেবেতি ভাবঃ ॥৫॥

বাল্যাদিতি । ত্বং বাল্যাং মূর্খত্বাদেব, পদা সমাহত্য পদাঘাতেন জাগরয়িষ্যেত্যর্থঃ, প্রমুপ্তস্ত নিদ্রিতপূর্ব্বস্ত মহাবলস্ত সিংহস্ত মুখাং, পক্ষ্মাণি লোমানি, লুনাশি লবিতুং ছেতুমিচ্ছসি ; যদা যতঃ, পলায়মান এব ক্রুদ্ধং ভীমসেনং দ্রক্ষ্যসি । ক্রুদ্ধভীমসেনাভিক্রাণ্যম হরণেচ্ছা জাগরিতসিংহমুখলোম-হরণেচ্ছেবেতি ভাবঃ ॥৬॥

সৌবীররাজ ! প্রশংসার যোগ্য লোক বনবাসীই হউন বা গৃহস্থই হউন, তাঁহাকে সাধুলোকেরা কোন নিন্দা করেন না ; কিন্তু কুকুরতুল্য মানুষেরাই পূর্ণবিজ্ঞাশালী তপস্বীকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া থাকে ॥৩॥

তুমি আজ মহাগর্ভে পতিত হইতেছ, এই অবস্থায় যিনি হাত ধরিয়া তোমাকে বারণ করিবেন, এমন তোমার কোন বন্ধু এই ক্ষত্রিয়সমাজে নাই ; ইহাই আমি মনে করি ॥৪॥

পর্বতশৃঙ্গের তুল্য বিশাল ও মদস্রাবী কোন হস্তী হিমালয়সন্নিহিত স্থানে বিচরণ করে, তখন কেবল দণ্ডদ্বারা সেই হস্তীকে তাহার যুগ হইতে যে আকর্ষণ করিয়া আনিতে চায়, তাহার যে দশা ঘটে, তোমারও সেই দশাই ঘটিবে । কারণ, তুমি ধর্মরাজকে জয় করিবার আশা করিতেছ ॥৫॥

মহাবলং ঘোরতরং প্রবুদ্ধং জাতং হরিং পর্বতকন্দরেষু ।

প্রমুখমুগ্রং প্রপদেন হংসি যঃ ক্রুদ্ধমাযোৎসসি জিষুংমুগ্রম্ ॥৭॥

কৃষ্ণোরগৌ তীক্ষ্ণবিৰ্যৌ দ্বিজিহ্বৌ মন্তঃ পদাক্রামসি পুচ্ছদেশে ।

যঃ পাণ্ডবাভ্যাং পুরুষোত্তমাভ্যাং জঘন্তজাভ্যাং প্রযুযুৎসসে ত্বম্ ॥৮॥

যথা চ বেণুঃ কদলী নলো বা ফলত্যাভাবায় ন ভূতয়েত্ননঃ ।

তথৈব মাং তৈঃ পরিরক্ষ্যমাণামাদাস্তসে কৰ্কটকৌব গৰ্ভম্ ॥৯॥

### ভারতকৌমুদী

মহেতি । যশ্চম্, ক্রুদ্ধম্, অতএবাগ্রম্, জিষুংমর্জুনম্, আযোৎসসি যোদ্ধুমিচ্ছসীত্যর্থঃ, স ত্বম্, প্রপদেন পদাগ্রাণ, পর্বতকন্দরেষু জাতম্, কালক্রমেণ প্রবুদ্ধম্, অতএব মহাবলং ঘোরতরম্ আকৃত্যা ভীষণতরম্, উগ্রং স্বভাবেনাপি ভীষণঞ্চ প্রমুখং নিদ্রিতম্, হরিং সিংহম্, হংসি তাড়য়সি অর্জুনেন সহ যুদ্ধং সিংহতাড়নমিব স্বমৃত্যুজনকমিত্যাশয়ঃ ॥৭॥

• কৃষ্ণেতি । যশ্চম্, জঘন্তজাভ্যাং কনিষ্ঠাভ্যাম্, পুরুষোত্তমাভ্যাং পাণ্ডবাভ্যাং নকুলসহদেবাভ্যাং সহ, প্রযুযুৎসসে প্রযোদ্ধুমিচ্ছসি ; স মন্তশ্চম্, পদা চরণেন তীক্ষ্ণবিৰ্যৌ দ্বিজিহ্বৌ চ, কৃষ্ণোরগৌ কৃষ্ণসর্পৌ, পুচ্ছদেশে আক্রামসি । পূর্ববস্তাবঃ ॥৮॥

যথেতি । অপি চেতি চার্ঘ্যঃ । যথা বেণুর্বেংশঃ, কদলী রজাতরুঃ, নলঃ স্বনামপ্রসিদ্ধভৃগুবিশেষো বা, আত্ননঃ অভাবায় মরণায়ৈব, ফলতি ফলং ধন্তে, ন পুনর্ভূতয়ে সমুদ্ধয়ে, ইব যথা বা কৰ্কটকৌ আত্ননঃ অভাবায়ৈব গর্ভমাধন্তে, তথৈব ত্বম্, তৈঃ পাণ্ডবৈঃ পরিরক্ষ্যমাণাং মাম্ আত্ননঃ অভাবায়ৈব আদাস্তসে গ্রহীত্বসি । ভূতয়েত্নন ইত্যাত্মশব্দস্ত আকার লোপ আর্থঃ ॥৯॥

### ভারতভাবদীপঃ

নরাস্বাদৃশাস্ত্র এবমুক্তরীত্যা ভবন্তি ক্রবন্তি ॥৩॥ ক্ষত্রিয়সন্নিবেশে নৃপসমাজে, পাতালমুখে মহাগর্ভে, প্রতিনংহরেৎ প্রতিবেধেত ॥৪॥ উপত্যকামত্রিসমীপভূমিম্, দণ্ডী দণ্ডমাত্রায়ুধো যুধ্যৎ সমুদাদপসেধসি অপকর্ষসি ॥৫॥ বাল্যাৎ মোঢ্যাৎ, পশ্মাণি মুখোপরিহৃৎকেশান্, পদা সমাহত্যা লুনাসি ছিনৎসি ॥৬-৮॥ বেধাদয়ঃ ফলিতা এব নশস্তি, কৰ্কটী চ পরিণতগর্ভা

জয়ত্বেথ । তুমি মূৰ্খ বলিয়াই পদাঘাত করিয়া নিদ্রিত মহাবল সিংহের মুখ হইতে লোমচ্ছেদন করিবার ইচ্ছা করিতেছ । যেহেতু তুমি পলায়ন করিতে থাকিয়াই ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে দর্শন করিবে ॥৬॥

• যে তুমি ক্রুদ্ধ ও ভীষণমূর্ত্তি অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিতেছ, সে তুমি নিশ্চয়ই—পর্বতগুহাজাত, কালক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, মহাবল এবং ভীষণাকৃতি ও ভীষণপ্রকৃতি নিদ্রিত সিংহকে চরণাদ্বারা আঘাত করিতেছ ॥৭॥

এবং যে তুমি—কনিষ্ঠ ও পুরুষশ্রেষ্ঠ, পাণ্ডবদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিতেছ, সে তুমি মন্ত হইয়া চরণদ্বারা তীক্ষ্ণবিষ ও জিহ্বাভয়শালী কৃষ্ণসর্পদ্বয়কে তাঁহাদের পুচ্ছদেশে আক্রমণ করিতেছ ॥৮॥

## জয়দ্রথ উবাচ ।

জানামি কৃষ্ণে ! ‘বিদিতং মমৈতদ্ যথাবিধাস্তে নরদেবপুত্রাঃ ।

ন ত্বেবমেতেন বিভীষণেন শক্যা বয়ং ত্রাসয়িতুং স্বয়াচ্চ ॥১০॥

বয়ং পুনঃ সপ্তদশেষু কৃষ্ণে ! কুলেষু সর্বৈহনবমেষু জাতাঃ ।

ষড়্ভো্য গুণেভ্যোহভ্যধিকা বিহীনান্ মন্ত্যামহে দ্রৌপদি ! পাণ্ডুপুত্রান্ ॥১১॥

## ভারতকৌমুদী

জানামীতি । হে কৃষ্ণে ! জানামি ত্বাক্যার্থং বুধ্যে, তথা তে নরদেবপুত্রা রাজপুত্রাঃ পাণ্ডবাঃ, যথাবিধাঃ, এতদপি মম বিদিতমাস্তে । কিন্তু অথ স্বয়া, এবমীদৃশেন এতেন বিভীষণেন ভয়-প্রদর্শনেन, বয়ং ত্রাসয়িতুং ন শক্যাঃ তদধিকবীরত্বাৎ ॥১০॥

বয়মিতি । হে কৃষ্ণে ! বয়ং সর্বৈহপি, অনবমেষু অনীচেষু, সপ্ত দশা বাল্য-কৌমার-পৌরুষ-কৌশোর-যৌবন-শ্রৌত-বার্হিক্যাখ্যা জাতজনানামবস্থা যেষু তাদৃশেষু অকালমৃত্যুরহিতেষ্বিতার্থঃ, কুলেষু, জাতাঃ, পুনস্তথা ষড়্ভো্য গুণেভ্যঃ “সন্ধিনা বিগ্রহো যানমাসনং বৈধমাত্রয়ঃ” ইত্যমরোক্তৈঃ ষড়্ভিগুণৈরভ্যধিক্যচ্চ, রাজ্যসম্বাদিতি ভাবঃ । অতএব হে দ্রৌপদি ! পাণ্ডুপুত্রান্ অস্ম্যন্তো বিহীনান্ নানান্ মন্ত্যামহে, তেবাং রাজ্যাসম্বাৎ ॥১১॥

## ভারতভাবদীপঃ

নশ্রুতীতি লোকপ্রসিদ্ধম্ ॥২॥ বিভীষণেন ভয়প্রদর্শনেন ॥১০॥ বয়মিতি । সপ্তদশ অষ্টৌ কৰ্ম্মাণি নব শত্ৰুদায়শ্চ নিত্যং সন্তি যেষু তানি সপ্তদশানি । নিত্যযোগে মত্বার্থায়োহর্শ আতচ্চ । তত্র—“কৃষির্বণিকপথো দুর্গং সেতুঃ কুঞ্জরবন্ধনম্ । খণ্ডাকরকরাদানং শূন্যানাঞ্চ নিবেশনম্ । অষ্টৌ সম্ভানকৰ্ম্মাণি নিযুক্তানি মনীষিভিঃ ॥” ইতি । কৰ্ম্মাষ্টকং কোষবুদ্ধিকরং তথা প্রভুশক্তি-মন্ত্রশক্তিকং সাহসিক্তিঃ, প্রভুসিদ্ধির্মন্ত্রসিদ্ধিকং সাহসিক্তিঃ, প্রভুদয়ো মন্ত্রোদয় উৎসাহোদয়ঃ প্রভু-ত্বাদীনাং স্বরূপতঃ সামর্থ্যতঃ ফলতশ্চ যেষু নিত্যযোগ ইত্যর্থঃ । অনবমেষু অনীচেষু, ষড়্ভো্য গুণেভ্যঃ ল্যবলোপে পঞ্চমী । ষড়্গুণান্ প্রাপ্য পাণ্ডবেভ্যোহভ্যধিকাঃ তে চ শৌর্য্যতেজো-যুতিদাক্ষিণ্যদানৈশ্বৰ্য্যাণি ভবতাপুত্ৰাঃ ; “শৌর্য্যং তেজঃ” ইতি যত্র যুদ্ধে চাপ্যপলায়নং ধৈর্য্যে এবাস্তদুত্তমিতি ষড়্বেব ক্ষত্রিয়কৰ্ম্মাণি তস্ত গণত্বেনোচ্যস্তে ; সন্ধিবিগ্রহয়ানাসনবৈধীভাবা-শ্রয়াখ্যাস্ত গুণা নীতিশাস্ত্রোক্তা নেহ গৃহ্যন্তে তেবাং সর্বৈষামৃৎকৰ্ম্মানাধায়কত্বাৎ হীলবল এব

আর, জয়দ্রথ । বংশ (বংশ) কদলীবৃক্ষ ও নল যেমন নিজের মৃত্যুর জন্তই ফল ধারণ করে ; কিন্তু সম্পদের জন্ত নহে ; এবং কর্কটকী যেমন নিজের মৃত্যুর জন্তই গর্ভ ধারণ করে, তুমিও তেমনই পাণ্ডবদ্বন্দ্বিত আমাকে গ্রহণ করিবে” ॥২॥

জয়দ্রথ বলিলেন—“দ্রৌপদি ! তোমার কথার অর্থ বুঝিয়াছি এবং সেই পাণ্ডবেরা যেমন, তাহাও আমার জানা আছে ; কিন্তু তুমি আজ এইরূপ ভয় দেখাইয়া আমাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না ॥১০॥

দ্রৌপদি ! অগরা সকলেও অকালমৃত্যুশূন্য উচ্চবংশে জন্মিয়াছি এবং ছয়টি গুণেই অধিক ‘আছি ; অতএব আমরা পাণ্ডবগণকে নিকৃষ্ট বলিয়াই মনে করি ॥১১॥

সা ক্ষিপ্ৰমার্তিষ্ঠ গজং রথং বা ন বাক্যমাত্রেণ বয়ং হি শক্যাঃ ।

আশংস বা ত্বং কৃপণং বদন্তৌ সৌবীররাজশ্চ পুনঃ প্রসাদম্ ॥১২॥

দ্রৌপদ্যুবাচ ।

মহাবলা কিং স্নিহ দুৰ্ব্বলেব সৌবীররাজশ্চ মতাহমস্মি ।

নাহং প্রমাথাদিহ সম্প্রতীতা সৌবীররাজং কৃপণং বদেয়ম্ ॥১৩॥

যস্তা হি কৃষৌ পদবীং চরেতাং সমাস্থিতাবেকরথে সমেতো ।

ইন্দ্রোহপি তাং নাপহরেৎ কথঞ্চিন্মমুঘ্যমাত্রং কৃপণঃ কুতোহন্যঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । সা ত্বং ক্ষিপ্ৰমেব গজং রথং বা, আতিষ্ঠ আরোহ । কিন্তু ত্বয়া বাক্যমাত্রেণ বয়ং নিবারয়িতুং ন শক্যাঃ । বা অথবা, ত্বং কৃপণং সাহুনয়ং বদন্তৌ সতী সৌবীররাজশ্চ মম, প্রসাদ-মহুগ্রহম্, পুনরাশংস যাচস্ব । তদা ত্বাং মুঞ্চামীত্যশয়ঃ ॥১২॥

মহেতি । অহং মহাবলা সতাপি, ইহ কিং হু, সৌবীররাজশ্চ তব, দুৰ্ব্বলেব মতাস্মি । তচ্চেষ্টন্য তদযুক্তমিত্যভিপ্রায়ঃ । অতএব সম্প্রতীতা আত্মনো মহাবলত্বে বিশ্বস্তাহম্, ইহ প্রমাথা দাক্রমণাং তদুপাদিতার্থঃ, সৌবীররাজং ত্বাম্, কৃপণং সাহুনয়ম্, ন বদেয়ম্ ॥১৩॥

যস্তা ইতি । সমেতো মিনিতো কৃষৌ কৃষার্জুনৌ, একরথে সমাস্থিতৌ আকুটৌ সন্তৌ, যস্তাঃ পদবীং পদ্বানং চরেতাং যামমুসরেতামিতার্থঃ, তাম্, ইন্দ্রোহপি, কথঞ্চিং কেনাপি প্রকারেণ, নাপহরেৎ নাপহৰ্ত্তুং শক্যুয়াৎ । অতএব কৃপণঃ ক্ষুদ্রঃ, অত্রো মহুঘ্যমাত্রঃ, কুতস্তামপহরেৎ কুতোহপি নেত্যর্থঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

সন্ধিবৈধাদীনি ইচ্ছতি ন প্রবল ইতি ॥১১॥ শক্যাঃ নিবারিতুমিতি শেষঃ । পুনরিত্তি পাণ্ডবপরাজয়ানন্তরং বা ইদানীমেব বা ত্বং মৎপ্রসাদমাশংস প্রার্থয় ॥১২॥ প্রমাথান্নিগ্রহাৎ, প্রতীতা সাদরা প্রথাতা বা, সভায়াং বস্ত্ররাশিপ্রদানেন ভগবদনুগৃহীতত্বাৎ । “প্রতীতঃ সাদরে জ্ঞাতে দৃষ্টে” ইতি মেদিনী ॥১৩॥ কৃষৌ বাহুদেবার্জুনৌ, পদবীং চরেতামন্বেষণং

সে যাহা হউক, দ্রৌপদি ! তুমি সত্তর হস্তিপৃষ্ঠে বা রথে আরোহণ কর, কেবল বাক্যদ্বারা আমাদেরকে নিবারণ করিতে পারিবে না ; অথবা তুমি অমুনয়োক্তিদ্বারা আমার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা কর” ॥১২॥

দ্রৌপদী বলিলেন—“আমি মহাবলা হইয়াও আজ সৌবীররাজের নিকট দুৰ্ব্বলা বলিয়া অবধারিত হইলাম না কি ? । আমি আপন বলে বিশ্বাস করি ; সুতরাং আক্রমণের ভয়ে সৌবীররাজের নিকট কাতরোক্তি করিব না ॥১৩॥

কারণ, কৃষ্ণ ও অৰ্জুন মিলিত হইয়া একরথে আরোহণ করিয়া যাহার পশ্চাতে ধাবিত হইবেন, তাঁহাকে ইন্দ্রও কোন প্রকারে অপহরণ করিতে

(১৩) মহাবলা কিম্বিহ—বা ব ক। (১৪)...কৃপণঃ কথঞ্চ—পি । \*

বন্ধ-২৭৬ (১১)

যদাঃকিরীটী পরবীরঘাতী নিঘ্নন্ রথস্থো দ্বিষতাং মনাংসি ।  
 মদন্তরে স্বর্দ্ধজিনীং প্রবেষ্টা কক্ষং দহন্নগ্নিরিবোষগেষু ॥১৫॥  
 জনার্দনঃ সান্নকবৃক্ষিবীরো মহেষাসোঃ কৈকেয়াশ্চাপি সর্বে ।  
 এতে হি সর্বে মম রাজপুত্রাঃ প্রহরুকাঃ পদবীং চরেয়ুঃ ॥১৬॥  
 মৌর্ব্বীবিষ্টাঃ স্তনয়িত্বুঘোষা গাণ্ডীবমুক্তাস্ত্রতিবেগবন্তঃ ।  
 হস্তং সমাহত্য ধনঞ্জয়স্ত ভীমাঃ শব্দং ঘোরতরং নদন্তি ॥১৭॥  
 গাণ্ডীবমুক্তাংশ্চ মহাশরৌবান্ পতঙ্গসংঘানিব শীঘ্রবেগান্ ।  
 যদা দ্রষ্টাশ্চর্জ্জুনেন প্রযুক্তান্ তদা স্ববুদ্ধিং প্রতিনিন্দিতাসি ॥১৮॥

### ভারতকৌমুদী

যদেতি । যদা যতঃ, রথস্থঃ পরবীরঘাতী কিরীটী অর্জুনঃ, দ্বিষতাং মনাংসি, নিঘ্নন্ ভয়োৎ-  
 পাদনেন নিহতানীব কূর্সন্, উষগেষু নিদাঘপ্রাপিষু বনেষু, কক্ষং শুষ্কত্বরাশিম্, দহন্নগ্নিরিব,  
 মদন্তরে মদর্থে, তব স্বর্দ্ধজিনীং সেনাম্, প্রবেষ্টা প্রবেষ্টিতি ॥১৫॥

জনেতি । অর্দ্ধকবৃক্ষিবীরৈঃ সহেতি সান্নকবৃক্ষিবীরঃ, জনার্দনঃ কৃষ্ণঃ, মহেষাসো মহাধনুর্দ্ধরাঃ  
 সর্বে কৈকেয়াশ্চ, এতে সর্বে হি রাজপুত্রাঃ, প্রহরুকাঃ সন্তঃ, মম পদবীং চরেয়ুঃ মামুদ্বর্জ্জুনমুসরেণু-  
 রিত্যর্থঃ ॥১৬॥

মৌর্ব্বীতি । মৌর্ব্বীবিষ্টা গুণক্ষিপ্তাঃ, গাণ্ডীবমুক্তাঃ, অতিবেগবন্তঃ, স্তনয়িত্বোর্মেঘস্তেব  
 ঘেদো ধ্বনির্ঘেবাং তে, ভীমা ভয়ঙ্করাঃ শরা ইতি শেখঃ, ধনঞ্জয়স্ত অর্জুনস্ত হস্তম্, সমাহত্য  
 তাড়য়িত্বা, ঘোরতরং শব্দং নদন্তি কূর্সন্তি ॥১৭॥

### ভারতভাবদীপঃ

কুক্ষত এবত্যর্থঃ ॥১৪॥ মদন্তরে মগ্নিমন্তম্, প্রবেষ্টা প্রকর্ষণে বেষ্টিয়িত্বাতি, উষগেষু নিদাঘেষু  
 ॥১৫—১৬॥ গাণ্ডীবমুক্তা ইতি স্মৃচনাচ্ছরা ইতি বিশেষ্যানির্দেশো ন দোষায় ॥১৭—১৮॥

পারেন না ; সুতরাং ক্ষুদ্র একটা মানুষ তাঁহাকে অপহরণ করিবে কি  
 করিয়া ? ॥১৪॥

কাতরোক্তি না করিবার অপরাধ কারণ এই যে, শত্রুবীরহত্যা অর্জুন রথে আরোহণ  
 করিয়া শত্রুগণের মন ভয়ে আকুল করিতে থাকিয়া, গ্রীষ্মকালে শুষ্ক তৃণরাশির  
 দাহকারী অগ্নির স্থায় আমার জন্ত তোমার সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবেন ॥১৫॥

অর্দ্ধকবংশীয় বীরগণ ও বৃক্ষবংশীয় বীরগণের সহিত কৃষ্ণ এবং সমস্ত কৈকেয়গণ  
 —এই সকল রাজপুত্রেরা হৃষ্টচিত্তে আমার অনুসরণ করিবেন ॥১৬॥

গাণ্ডীবধনু ও তাহার গুণদ্বারা নিক্ষিপ্ত, অত্যন্ত বেগবান্ ও মেঘের তুল্য ধ্বনিযুক্ত  
 ভয়ঙ্কর বাণ সকল অর্জুনের হস্তে আঘাত করিয়া অতিভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া  
 থাকে ॥১৭॥

সশঙ্খঘোষঃ সতলত্রঘোষো গাণ্ডীবধ্বা মুহুরুদ্বহংশচ ।

যদা শরানপৰ্য্যিতা তবোরসি তদা মনস্তে কিমিবাভবিষ্যৎ ॥১৯॥

গদাহস্তং ভীমমভিদ্ৰোহন্তং মাদ্রৌপুত্রৌ সংপতন্তৌ দিশশ্চ ।

অমৰ্ষজং ক্রোধবিষং বমন্তৌ দৃষ্ট্ৱা চিরং তাপমুপৈশ্ৰয়সি হুম্ ॥২০॥

যথা চাহং নাভিচরে কথঞ্চিৎ পতীন্ মহাহীন্ মনসাপি জাতু ।

তেনাগ্ৰ সত্যেন বশীকৃতং ত্বাং দ্রষ্টাস্মি পাতৈঃ পরিকৃশ্যমাণম্ ॥২১॥

ন সস্ত্রমং গন্তুমহং হি শক্যে ত্বয়া নৃশংসেন বিকৃশ্যমাণা ।

সমাগতাহং হি কুরুপ্রবীরৈঃ পুনর্বনং কাম্যকমাগতাস্মি ॥২২॥

### ভারতকৌমুদী

গাণ্ডীবোতি । দ্রষ্টাসি দ্রক্ষ্যসি । প্রতিনিদিতাসি, তর্য়েব মন্তরণে প্রবর্তিতত্বাৎ ॥১৮॥

সেতি । শঙ্খঘোষণে সহেতি সশঙ্খঘোষঃ, তলত্রঘোষণে হস্তাবাপধ্বনিনা সহেতি সতলত্র-  
ঘোষক, গাণ্ডীবধ্বা অর্জুনঃ, মুহঃ, উদ্বহন্ তুগীরাত্তোলয়ন্, যদা তব উরসি বক্ষসি, শরান,  
অপৰ্য্যিতা নিবেশয়িষ্যতি, তদা তব মনঃ, কিমিব কীদৃশম্, অভবিষ্যৎ ভবিষ্যতি । ভবিষ্যৎ-  
কালে ক্রিয়াতিপত্তিপ্ৰয়োগ আৰ্হঃ ॥১৯॥

গদেতি । গদাহস্তম্, অভিদ্রবস্তং ত্বাং প্রতি ধাবন্তম্, ভীমম্, সৰ্ব্বা দিশঃ সংপতন্তৌ বিচরন্তৌ,  
অমৰ্ষজম্ অক্ষমাজাতং ক্রোধবিষম্, বমন্তৌ উদগিরন্তৌ, মাদ্রৌপুত্রৌ নকুলসহদেবৌ চ দৃষ্ট্ৱা, ত্বং  
চিরং তাপমুপৈশ্ৰয়সি প্রাপ্তাসি ॥২০॥

যথেতি । অহং জাতু কদাচিদপি, মনসাপি মহাহীন্ অতীবপূজনীয়ান্ পতীন্, কথঞ্চিদপি  
যথা যৎ, ন অভিচরে তেখামনিষ্টং ন চিন্তয়ামীত্যর্থঃ, তেন সত্যেন যথার্থদ্বীধর্ষণে, অজাহম্, পাতৈঃ  
পাণ্ডবৈঃ, বশীকৃতং পরিকৃশ্যমাণক্ ত্বাম্, দ্রষ্টাস্মি দ্রক্ষ্যামি ॥২১॥

নেতি । নৃশংসেন ত্বয়া, বিকৃশ্যমাণা আকৃশ্যমাণাপ্যহম্, সস্ত্রমাকুলতাম্, গন্তং প্রাপ্তুম্,

অর্জুনকর্তৃক নিষ্কিপ্ত, গাণ্ডীবধ্বু হইতে নির্গত এবং পতঙ্গ-(ফড়িং) সমূহের  
শ্রায় শীত্ৰগামী মহাবাণসমূহ যখন তুমি দেখিতে থাকিবে, তখন নিজবুদ্ধিরও নিন্দা  
করিতে থাকিবে ॥১৮॥

শঙ্খধ্বনি ও তলদ্রধ্বনিকারী অর্জুন যখন তুণ হইতে মুহূর্মুহঃ বাণ উত্তোলন  
করিয়া তোমার বক্ষে নিক্ষেপ করিবেন, তখন তোমার মনটা কিরূপ হইবে ॥১৯॥

ভীমসেন গদাহস্তে তোমার দিকে ধাবিত হইবেন, আর নকুল ও সহদেব  
অক্ষমাজাত-ক্রোধবিষ উদগার করিতে থাকিয়া সকল দিকে বিচরণ করিবেন ;  
তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া তুমি দীর্ঘকাল সস্তাপ অনুভব করিবে ॥২০॥

আমি কখনও কোন প্রকারে মনে মনেও যে পরমপূজনীয় পতিগণের  
অনিষ্টচিন্তা করি নাই, সেই সতীধর্মের বলে আজ আমি তোমাকে পাণ্ডবগণের  
বশীভূত ও আকৃশ্যমাণ দেখিব ॥২১॥



বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সা তানমুৎপ্রেক্ষ্য বিশালনেত্রা জিহ্বাক্ষমাণানবভৎসয়ন্তী ।

প্রোবাচ মা মাং স্পৃশতেতি ভীতা ধৌম্যং প্রচুক্ৰোশ পুরোহিতং সা ॥২৩॥

জগ্রাহ তামুত্তরবদ্রদেশে জয়দ্রথস্তং সমবাক্ষিপৎ সা ।

তয়া সমাক্ষিপ্ততনুঃ স পাপঃ পপাত শাখীব নিকৃন্তমূলঃ ॥২৪॥

প্রগৃহ্যমাণা তু মহাজবেন মুহূর্বিনিশ্বস্ত তু রাজপুত্রৌ ।

সা কৃশ্যমাণা রথমারুরোহ ধৌম্যস্ত পাদাবভিবাণ্ড কৃষ্ণা ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

ন শক্ষ্যে, অপি তু ধৈর্য্যমেবাশ্রয়ামীত্যর্থঃ । হি যস্মাৎ, অহম্, কৃষ্ণপ্রবীরৈঃ পাণ্ডবৈঃ সহ, পুনঃ সমাগতা সম্মিলিতা সতী, ইদং কাম্যকং বনমেব, আগতাস্মি, উত্তরধর্ম্মবলাদেবেতি ভাবঃ ॥২২॥

সেতি । বিশালনেত্রা সা দ্রৌপদী, তান্ জয়দ্রথাদীন, জিহ্বাক্ষমাণান্ আত্মানং গ্রহীতুং ধর্জু-  
মিচ্ছন, অহুপ্রেক্ষ্য দৃষ্ট্বা, অবভৎসয়ন্তী তান্ তিরস্কর্য্যতী সতী, মাং মা স্পৃশত, ইতি প্রোবাচ, ভীতা  
সতী চ সা, পুরোহিতং ধৌম্যম্, প্রচুক্ৰোশ আজুর্হাব ॥২৩॥

জগ্রাহেতি । জয়দ্রথঃ, উত্তরবদ্রদেশে উত্তরীয়বস্ত্রাঞ্চলে, তাং দ্রৌপদীং জগ্রাহ । সা চ তং  
সমাক্ষিপৎ হস্তেন তরসা প্রাক্ষিপৎ । তয়া সমাক্ষিপ্ততনুস্ত স পাপো জয়দ্রথঃ, নিকৃন্তমূলচ্ছিন্নমূলঃ,  
শাখী বৃক্ষ ইব ভূমৌ পপাত ॥২৪॥

প্রেতি । অথ জয়দ্রথেনোখায় মহাজবেন মহাবেগেন, প্রগৃহ্যমাণা কৃশ্যমাণা চ সা রাজপুত্রী  
কৃষ্ণা, মুহূর্বিনিশ্বস্ত ধৌম্যস্ত পাদাবভিবাণ্ড চ, অগত্যা জয়দ্রথস্ত রথমারুরোহ ॥২৫॥

নৃশংস ! জয়দ্রথ ! তুমি আমাকে আকর্ষণ করিলেও, আমি ভয়ে বিহ্বল হইব  
না । কারণ, নিশ্চয়ই আমি আবার কৌরবপ্রধান পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া  
এই কাম্যকবনে আগমন করিব” ॥২২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন জয়দ্রথপ্রভৃতি বীরগণ আপনাকে ধরিবার উপক্রম  
করিতেছে—ইহা দেখিয়া বিশালনয়না দ্রৌপদী তাহাদিগকে ভৎসনা করতঃ  
বলিলেন—“আমাকে স্পর্শ করিস্ না” । তাহার পর দ্রৌপদী ভীত হইয়া ধৌম্য-  
পুরোহিতকে ডাকিলেন ॥২৩॥

এই সময়ে জয়দ্রথ যাইয়া দ্রৌপদীর উত্তরীয়বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিল ; তখন দ্রৌপদী  
তাহাকে ধাক্কা দিলেন ; সেই ধাক্কাতেই পাপাত্মা জয়দ্রথ, ছিন্নমূল বৃক্ষের স্থায়  
ভূতলে পতিত হইল ॥২৪॥

এবং তৎক্ষণাৎ মহাবেগে উঠিয়া যাইয়া জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে ধরিয়া টানিতে  
লাগিল ; তখন-রাজনন্দিনী দ্রৌপদী বার বার নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া এবং ধৌম্য-  
পুরোহিতের চরণগুণে প্রণাম করিয়া অগত্যা যাইয়া জয়দ্রথের রথে আরোহণ  
করিলেন ॥২৫॥

ধোম্য উবাচ ।

নেয়ং শক্যা হুয়া নেতুমবিজিত্য মহারথান্ ।

ধৰ্ম্মং ক্ষত্ৰস্থ পৌরাণমবেক্ষস্ব জয়দ্রথ ! ॥২৬॥

ক্ষুদ্ৰেঃ কৃতা ফলং পাপং ত্বং প্রাপ্স্যসি ন সংশয়ঃ ।

আনাত্ত পাণ্ডবান্ বীরান্ ধৰ্ম্মরাজপুরোগমান্ ॥২৭॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা হ্রিয়মাণাং তাং রাজপুত্রীং যশস্বিনীম্ ।

অনুগচ্ছন্তদা ধোম্যঃ পদাতিগণমধ্যগঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি দ্রৌপদী-  
হরণে দ্রৌপদীপ্রমাথে দ্বাবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ \*

—:~:—

ভারতকৌমুদী

নেতি । পাণ্ডবান্ বিজিত্যেব নয়তি ভাবঃ । পৌরাণমিতি স্বার্থে অবু ॥২৬॥

ক্ষুদ্ৰমিতি । ক্ষুদ্ৰং ক্ষুদ্ৰজনোচিতং রহোহরণরূপং কার্য্যং কৃতা, পাপমনিষ্টম্ ॥২৭॥

ইতীতি । পদাতিগণমধ্যগঃ জয়দ্রথশ্চৈব পদাতিসৈন্যগণমধ্যবর্তী সন্ ॥২৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে

দ্বাবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

ভারতভাবদীপঃ

অভবিজ্ঞং ভবিষ্যতীত্যৰ্থে ব্যত্যয়েন লৃঙ ॥১০॥ অধমেতি ছেদঃ ॥২০—২১॥ সপ্তমং ভীষ্ম,  
আগতৈবাম্বি ন তু ত্বদশে স্বাস্ত্রামীত্যর্থঃ ॥২২—২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বাবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২২২॥

ধোম্য বলিলেন—“জয়দ্রথ ! তুমি ক্ষত্রিয়ের প্রাচীন ধৰ্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর,  
তুমি মহারথ পাণ্ডবগণকে জয় না করিয়া ইহাকে হরণ করিতে পার না ॥২৬॥

তুমি ক্ষুদ্ৰজনোচিত কার্য্য করিয়া যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি মহাবীর পাণ্ডবগণের নিকটে  
ইহার মন্দ ফল ভোগ করিবে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই” ॥২৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এই কথা বলিয়া তখনই ধোম্যপুরোহিত জয়দ্রথের  
পদাতিসৈন্যগণের মধ্যবর্তী হইয়া হ্রিয়মাণা সেই যশস্বিনী রাজনন্দিনী দ্রৌপদীর  
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন ॥২৮॥

\* ‘...অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...সপ্তষষ্ট্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...অষ্ট-  
বষ্ট্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...একোনসপ্তত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

## ত্রয়োবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহ্যায়ঃ ।

—❧—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো দিশঃ সম্প্রবিহত্য পার্থা যুগান্ বরাহান্ মহিষাংশ্চ হত্বা ।  
ধনুর্দ্ধরাঃ শ্রেষ্ঠতমাঃ পৃথিব্যাং পৃথক্ চরন্তঃ সহিতা বভূবুঃ ॥১॥  
ততো যুগব্যালগণানুকীর্ণং মহাবনং তদ্বিহগোপযুক্তম্ ।  
ভ্রাতৃংশ্চ তানভ্যবদদ্যুধিষ্ঠিরঃ শ্রদ্ধা গিরো ব্যাহরতাং যুগাণাম্ ॥২॥  
আদিত্যদীপ্তাং দিশমভ্যুপেত্য যুগা দ্বিজা ক্রুরমিমে বদন্তি ।  
তায়াসমুদ্রং প্রতিবেদয়ন্তো মহাবনং শক্রভির্বাধ্যমানম্ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । ততঃ পৃথিব্যাং শ্রেষ্ঠতমা ধনুর্দ্ধরাঃ পার্থাঃ পাণ্ডবাঃ, প্রাপ্তকৃতিভাগাহুসারেণ পৃথক্ পৃথক্ চরন্তঃ, চতস্র এব দিশঃ সম্প্রবিহত্য বিচর্য, যুগান্ বরাহান্ মহিষাংশ্চ হত্বা, সহিতা আগন্তৈকত্র মিলিতা বভূবুঃ ॥১॥

তত ইতি । ততো যুধিষ্ঠিরঃ, যুগাণাং বাল্যানাং হিংস্রজন্তুনাঞ্চ গণেন অনুকীর্ণং ব্যাপ্তং তৎ মহাবনং কাম্যকম, বিহগোপযুক্তং সম্ভ্রান্তৈঃ পক্ষিভিরুপশব্দিতং দৃষ্টেতি শেষঃ, ব্যাহরতাং রবতাং যুগাণাং গিরো রবান্ শ্রদ্ধা চ, তান্ ভ্রাতৃন্ অভ্যবদৎ ॥২॥

আদিত্যেতি । ইমে যুগাঃ পশবঃ, দ্বিজাঃ পক্ষিগণশ্চ, আদিত্যদীপ্তাং দিশং প্রাচীমভ্যুপেত্য উগ্রমায়াসং যাতনাম্, মহাবনং কাম্যকঞ্চ, শক্রভির্বাধ্যমানং পীড়্যমানম্, প্রতিবেদয়ন্তো জ্ঞাপয়ন্তঃ, বদন্তি রুবন্তি । শাকুনজ্ঞানাদেবেদমুচ্যত ইতি ভাবঃ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১॥ মহাবনং কাম্যকম্ ॥২॥ মহাবনং মহানালয়ঃ, “গৃহিণী গৃহমুচ্যতে” ইত্যুক্তে-গৃহিণী । “বনং নগুংসকং নীরে নিবাসালয়কাননে” ইতি মেদিনী । মহাধনমিতি পাঠে

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ধনুর্দ্ধর পাণ্ডবেরা পৃথক্ পৃথক্ বিচরণ করিয়া, চারি দিকেই যাইয়া, যুগ, বরাহ ও মহিষ বধ করিয়া, ক্রমে যাইয়া একস্থানে সম্মিলিত হইলেন ॥১॥

তদনন্তর হরিণগণ ও-হিংস্রজন্তুগণে পরিপূর্ণ সেই কাম্যকবনের মধ্যে পক্ষিগণ ব্যস্ত হইয়া রব করিতেছে ইহা দেখিয়া এবং শকাযমান পশুগণের রব শুনিয়া যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে বলিলেন—॥২॥

“এই সকল পশু ও পক্ষী পূর্বদিকে যাইয়া ভয়ঙ্কর বেদনা ও কাম্যকবনে শক্রগণের উৎপীড়ন জানাইতে থাকিয়া নিষ্ঠুর রব করিতেছে ॥৩॥

ক্ষিপ্ৰং নিবৰ্ত্তধ্বমলং যুগৈর্নো মনো হি মে দূয়তি দহতে চ ।  
বুদ্ধিং সমাচ্ছাণ চ মে সমন্যরুদ্ধুয়তে প্রাণপতিঃ শরীরে ॥৪॥  
সরঃ স্থপর্ণেন হতোরগং যথা রাষ্ট্রং যথাহরাজকমাতুলক্ষ্মি ।  
এবংবিধং মে প্রতিভাতি কাম্যকং শৌণ্ডৈশ্বর্যথা পীতরসঃ কুস্তঃ ॥৫॥  
তে সৈন্ধবৈবৃত্যানিলোগ্রবেগৈর্মহাজবৈবর্জিতরুহ্মানাঃ ।  
যুক্তৈর্বৃহন্তিঃ স্বরথৈর্নৃবীরাস্তদাশ্রমায়াভিযুখা বভূবুঃ ॥৬॥

### ভারতকৌমুদী

ক্ষিপ্ৰমিতি । হে ভ্রাতরঃ ! যুগং ক্ষিপ্ৰং নিবৰ্ত্তধ্বম্, নঃ অশ্বাকং যুগৈরলম্ । হি যস্মাৎ, মে মনঃ, দূয়তি দূয়তে উদ্বিগেন তপ্যতে দহতে চ । তথা মে শরীরে সমন্যঃ সর্দৈক্যঃ প্রাণপতি-  
জীবঃ, বুদ্ধিং সমাচ্ছাণ আবৃত্য, উদ্ধুয়তে উদ্বিগেনৈব কম্প্যতে ॥৪॥

সর ইতি । যথা স্থপর্ণেন গরুড়েন, হতোরগং নীতসর্পং সরঃ, যথা চ অরাজকং তথা আত্মা  
শক্রভির্গৃহীতা লক্ষ্মীঃ সমুদ্ধির্স্বাস্তবাদৃশক্, রাষ্ট্রং রাজ্যম্, যথা চ শৌণ্ডৈর্মন্তর্জনৈঃ, পীতরসঃ  
পীতস্বরাস্রবঃ কুস্তঃ, এবংবিধং তথা, কাম্যকং বনং মে প্রতিভাতি ॥৫॥

ত ইতি । তে নৃবীরাঃ পাণ্ডবাঃ তদৈব, বৃহন্তিঃ স্বরথৈঃ শোভনরথৈঃ সহ যুক্তৈর্মিলিতৈঃ,  
অত্যানিলঃ অনিলবেগমতিক্রান্তঃ অতএব উগ্রো বেগো যেথাং তৈঃ, অতএব চ মহাজবৈর্মহাবেগৈঃ,  
সৈন্ধবৈঃ সিদ্ধদেনীশ্বৈঃ, বাজিভিরথৈঃ, উহ্মানাঃ সন্তঃ, আশ্রমায় আশ্রমস্ত অভিযুখা বভূবুঃ ॥৬॥

### ভারতভাবদীপঃ

মহচ্চ তচ্চনং চেতি স্তীক্লপমেব ধনম্ ॥৩॥ সমাচ্ছাণ মোহয়িত্বা, সমন্যঃ দৈক্যসহিতঃ, প্রাণানা-  
মাখ্যাগ্নিকানামিঙ্গিয়াণাম্, পতিমুখ্যঃ প্রাণঃ ॥৪॥ অরাজকং রাজহীনম্, শৌণ্ডৈঃ শুণ্ডয়া  
বিদিতৈর্গজৈঃ, পীতরসঃ পীতজলং, যথা দাসীমুদকুস্তং নয়স্তীমতুল্যক্য মহামাত্রস্ত্রাহজ্ঞাতমেব  
গজং তৎপৃষ্ঠতো নীত্বা তেন তচ্চনং শোষণতি সা চাকস্মাদ্বটং লঘুতয়া স্নিক্তং চাক্ষুজ্ঞানতি

অতএব ভ্রাতৃগণ ! তোমরা সত্ত্বর নিবৃত্ত হও, আর যুগদ্বারা আমাদের  
প্রয়োজন নাই । কারণ, আমার মন উদ্বিগে সন্তপ্ত—এমন কি দহ হইতেছে এবং  
আমার শরীরের ভিতরে প্রাণটা অত্যন্ত কাতর হইয়া বুদ্ধিটাকে আবৃত করিয়া  
আশঙ্কায় কম্পিত হইতেছে ॥৪॥

গরুড় সর্পকে হরণ করিলে সরোবর যেমন হয়, শক্ররা সমুদ্ধি হরণ করিলে  
অরাজক রাজ্য যেমন হয় এবং সুরাপায়ীরা সমস্ত সুরা পান করিলে সুরাকুস্ত যেমন  
হয়, তেমনই কাম্যকবনটা আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে ॥৫॥

সেই সময়েই মহুশ্রুবীর পাণ্ডবগণ বিশাল ও মনোহর রথে আরোহণ করিয়া  
আশ্রমাভিমুখী হইলেন ; তখন বায়ু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর বেগশালী সিদ্ধদেনীয় অশ্বগণ  
কাঁছাদিগকে লইয়া চলিল ॥৬॥

তেষাস্ত গোমায়ুরনল্লঘোষো নিবর্ততাং বামমুপেত্য পার্শ্বম্ ।  
 প্রবাহরতৎ প্রবিমুগ্য রাজা প্রোবাচ ভীমঞ্চ ধনঞ্জয়ঞ্চ ॥৭॥  
 যথা বদত্যেয বিহীনযোনিঃ শালাবৃকো বামমুপেত্য পার্শ্বম্ ।  
 স্তব্যস্তমস্মানবমগ্ন্য পাতৈঃ কৃতোহভিমর্দঃ কুরুভিঃ প্রসহ ॥৮॥  
 ইত্যেব তে তদ্বনমাবিশন্তো মহতরণ্যে যুগয়াং চরিত্বা ।  
 বালামপশ্যন্ত তদা রুদন্তীং ধাত্রেয়িকাং প্রেয্যবধুং প্রিয়ায়াঃ ॥৯॥  
 তামিন্দ্রসেনস্তুরিতোহভিস্থত্য রথাদবপ্লুত্য ততোহভ্যধাবৎ ।  
 প্রোবাচ চৈনাং বচনং নরেন্দ্র ! ধাত্রেয়িকামার্ততরস্তদানীম্ ॥১০॥

### ভারতকৌমুদী

তেষামিতি । অনল্লঘোষো দীর্ঘধ্বনিঃ, গোমায়ুঃ শৃগালঃ, নিবর্ততাং যুগয়াতো নিবর্তমানানাম্, তেষাং পাণ্ডবানাম্, বামং পার্শ্বমুপেত্য, প্রবাহরং শব্দিতবান্ । তৎ প্রবিমুগ্য আলোচ্য, রাজা যুধিষ্ঠিরঃ, ভীমঞ্চ ধনঞ্জয়ঞ্চ প্রোবাচ ॥৭॥

যথেনি । এষ বিহীনযোনিস্তিষ্ঠ্যাং জাতিঃ শালাবৃকঃ শৃগালঃ, অস্মাকং বামং পার্শ্বমুপেত্য, যথা বদতি রোতি ; তথা মগ্ন্য ইতি শেষঃ, স্তব্যস্তং ধ্রুবমেব, পাতৈঃ কুরুভিঃ, অস্মানবমগ্ন্য, প্রসহ বর্লেণ, অভিমর্দ আশ্রমপীড়নং কৃতঃ ॥৮॥

ইতীতি । ইত্যতঃ পরম্, তে পাণ্ডবাঃ, মহতি অরণ্যে যুগয়াং চরিত্বা, তৎ কাম্যকং বন-মাবিশন্ত এব তদা রুদন্তীং রুদতীম্, প্রিয়ায়া হ্রৌপতাঃ, প্রেয্যবধুং দাসভার্য্যাম্, বালাম্, ধাত্রেয়িকাং ধাত্রীতনয়াম্ অপশ্যন্ত ॥৯॥

তামিতি । হে নরেন্দ্র ! জনমেজয় ! ততস্তদানীমেব, আর্ত্ততর উদ্বিগেনাতীবপীড়িতঃ, ইন্দ্রসেনো নাম যুধিষ্ঠিরসারথিঃ, রথাদবপ্লুত্য অভ্যধাবৎ, স্থরিতঃ, তাং ধাত্রেয়িকামভিস্থত্য চ, এনাং ধাত্রেয়িকাম্, ইদং বচনং প্রোবাচ ॥১০॥

### ভারতভাবদীপঃ

তৎ অস্মাভিরজ্ঞাতোহস্মদ্বনং কশিচ্ছরিত্বা তদা রিক্তকুন্তবধনং পশ্চাদ্ভ্রক্ষ্যাম ইত্যর্থঃ ॥৫॥  
 সৈন্ধবৈঃ সিদ্ধুদেশৈজবাজিভিরনৈঃ, স্বরথৈঃ শোভনরথৈঃ, সমানাধিকরণং তৃতীয়াভ্রয়ম্ ॥৬—৮॥

সেই সময়ে উচ্চরাবী শৃগালগণ তাঁহাদের বামপার্শ্বে যাইয়া ডাকিতে লাগিল ; তখন যুধিষ্ঠির সেই বিষয় পর্যালোচনা করিয়া ভীম ও অর্জুনকে বলিলেন—॥৭॥

“এই নিকৃষ্টপশু শৃগাল আমাদের বামপার্শ্বে যাইয়া যেরূপ ডাকিতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে—নিশ্চয়ই পাণ্ডাব্রা কৌরবগণ আমাদেরকে অবজ্ঞা করিয়া বলপূর্ব্বক আমাদের আশ্রমের উৎপীড়ন করিয়াছে” ॥৮॥

মহাবনে যুগ্মাকারী পাণ্ডবেরা ইহার পরই সেই কাম্যকবনে প্রবেশ করিতে থাকিয়া হ্রৌপদীর দাসভার্য্যা বালিকা ধাত্রীতনয়াকে বোদন করিতে দেখিলেন ॥৯॥

কিং রোদিষি ত্বং পতিতা ধরণ্যাং কিং তে মুখং শুশ্রূতি দীনবর্ণম্ ।  
 কচ্চিম পাঁপৈঃ স্তনুশংসকৃষ্টিঃ প্রমাথিতা দ্রৌপদী রাজপুত্রী ।  
 অচিন্ত্যরূপা স্ত্রবিশালনেত্রা শরীরতুল্যা কুরুপুঙ্গবানাম্ ॥১১॥  
 যথৈব দেবী পৃথিবীং প্রবিষ্টা দিবং প্রপন্নাপ্যথবা সমুদ্রম্ ।  
 তস্তা গমিষ্যন্তি পদং হি পার্থা যথা হি সন্তপ্যতি ধর্মপুত্রঃ ॥১২॥  
 কো হৌদশানামরিমর্দনানাং ক্লেশক্ৰমাণামপরাজিতানাম্ ।  
 প্রাণৈঃ সমামিষ্টতমাং জিহীর্ষেদনুত্তমং রত্নমিব প্রমুঢ়ঃ ॥১৩॥  
 ন বুধ্যতে নাথবতীমিহাগ্র বহিষ্চরং হৃদয়ং পাণ্ডবানাম্ ।  
 কস্তাগ্র কাযং প্রতিভিগ্ন ঘোরা মহৌং প্রবেক্ষ্যন্তি শিতাঃ শরাগ্রাঃ ॥১৪॥  
 মা ত্বং শুচস্তাং প্রতি ভীরু ! বিদ্ধি যথাগ্ন কৃষ্ণা পুনরেঘ্যতীতি ।  
 নিহত্য স র্নান্ দ্বিষতঃ সমগ্রান্ পার্থাঃ সমেঘ্যন্ত্যথ যাজ্ঞসেন্যা ॥১৫॥

#### ভারতকৌমুদী

কিমিতি । দীনবর্ণং মলিনবর্ণঃ সৎ । প্রমাথিতা উৎপীড়িতা । বটপাদোহয়ং ক্লোকঃ ॥১১॥  
 যদিতি । দেবী দ্রৌপদী । দিবং স্বর্গমুর্দ্ধমিতার্থঃ, প্রপন্না প্রাপ্তা । পদং স্থানম্ ॥১২॥  
 ক ইতি । ইষ্টতমাং প্রিয়তমাম্, জিহীর্ষেৎ হতুঁমিচ্ছেৎ, অনুত্তমং সর্বোত্তমম্ ॥১৩॥  
 নেতি । ন বুধ্যতে স ইতি শেষঃ, নাথবতীং রক্ষকশালিনীম্ । হৃদয়মিব ॥১৪॥

রাজা জনমেজয় । তাহার পর তখনই যুধিষ্ঠিরের সারথি ইন্দ্রসেন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সেই ধাত্রীতনয়ার দিকে দৌড়াইল এবং সত্তরই তাহার নিকট যাইয়া তাহাকে এই কথা বলিল—৥১০॥

“তুমি ভূতলে পতিত হইয়া রোদন করিতেছ কেন ? কি জন্মই বা তোমার মুখখানি মলিন হইয়া শুকাইয়া গিয়াছে ? অতিনুশংসকর্ম্মা পাপাত্মারা—অচিন্তনীয় সৌন্দর্য্যশালিনী, বিশালনয়না এবং পাণ্ডবগণের শরীরতুল্যা রাজনন্দিনী দ্রৌপদীকে উৎপীড়িত করে নাই ত ? ॥১১॥

দ্রৌপদী যদি পৃথিবীর ভিতরেও প্রবেশ করিয়া থাকেন, কিংবা স্বর্গেও যাইয়া থাকেন, অথবা সমুদ্রেও মগ্ন হইয়া থাকেন, তথাপি পাণ্ডবেরা অবশ্যই তাঁহার স্থানে যাইবেন । যে হেতু স্বয়ং ধর্মপুত্রই সমুপ্ত হইয়াছেন ॥১২॥

শক্রমর্দনকারী, কষ্টসহিষ্ণু ও সর্বত্র অপরাজিত এইরূপ মহাবীরগণের প্রাণতুল্যা প্রিয়তমা ও সর্বোত্তম রত্নসদৃশী দ্রৌপদীকে কোন্ মহামুর্খ হরণ করিবার ইচ্ছা করিবে ? ॥১৩॥

সে কি জানে না যে, দ্রৌপদী আজ এখানেও সনাথা এবং পাণ্ডবগণের বহিষ্চর-হৃদয়স্বরূপা । নিশিত ও ভয়ঙ্কর উত্তম শর সকল আজ কাহার দেহ বিদৌর্ণ করিয়া ভূমির ভিতরে প্রবেশ করিবে ? ॥১৪॥

অথাব্রাব্ধারু মুখং বিয়জ্য ধাত্রেয়িকা সারথিষিঙ্গসেনম্ ।  
 জয়দ্রথেনাপুহতা প্রমথ্য পঞ্চেন্দ্রকল্পান্ পরিভূয় কৃষ্ণা ॥১৬॥  
 তিষ্ঠন্তি বজ্রানি নবান্মুনি বৃক্ষাশ্চ ন স্নাস্তি তথৈব ভগ্নাঃ ।  
 আবর্তয়ধ্বং হনুযাত শীত্রং ন দূরযাতৈব হি রাজপুত্রৌ ॥১৭॥  
 সন্নহধ্বং সৰ্ব্ব এবেন্দ্রকল্পা মহাস্তি চারুণি চ দংশনানি ।  
 গৃহীত চাপানি মহাধনানি শরাংশ্চ শীত্রং পদবীং চরধ্বম্ ॥১৮॥  
 পুরা হি নিভৎসনদণ্ডমোহিতা প্রমুচচিত্তা বদনেন শুশ্রুতা ।  
 দদাতি কশ্মৈচিদনহতে তনুং বরাজ্যপূর্ণামিব ভস্মনি ক্ষুচম্ ॥১৯॥

### ভারতকৌমুদী

মেতি । যাঃ চঃ শোকং ন কুরু । সমগ্রান্ বীরাগ্রগণ্যানপি । সমেত্ত্বস্তি মিলিতা  
 ভবিত্বস্তি ॥১৫॥

অথেতি । প্রমথ্য বলেন নিগীত, পঞ্চ পাণ্ডবান্, পরিভূয় অবজায় ॥১৬॥

তিষ্ঠন্তীতি । অমুনি বজ্রানি তদপহরণমার্গাঃ, অস্তাপি নবান্মেব তিষ্ঠন্তি, ভগ্না বৃক্ষাশ্চ ইদানী-  
 মপি তথৈব ন স্নাস্তি ন স্নায়ন্তি । অতএব শীত্রম্ আবর্তয়ধ্বং রথান্ পরিবর্তয়ত, হনুযাত অহগচ্ছত  
 চ । হি যস্মাৎ রাজপুত্রৌ দ্রৌপদী, ইদানীমপি ন দূরযাতৈব ॥১৭॥

সমিতি । ইন্দ্রকল্পা সৰ্ব্ব এব যুয়ম্, মহাস্তি চারুণি চ দংশনানি বর্ষাণি, সন্নহধ্বং গাত্রেষু বসীত,  
 মহাধনানি মহামূল্যানি চাপানি ধনুবি শরাংশ্চ গৃহীত, শীত্রঞ্চ পদবীং দ্রৌপতাঃ পঙ্খানম্, চরধ্বং  
 গচ্ছত ॥১৮॥

পুরেতি । হি যস্মাৎ, পুরা আগামিনি কালে, “নিকটাগামিকে পুরা” ইত্যমরঃ ।  
 নিভৎসনেন তিরস্বারেণ দণ্ডেন দণ্ডানভয়েন চ মোহিতা, প্রমুচচিত্তা, শুশ্রুতা বদনেন চ

ভয়শীলে । তুমি দ্রৌপদীর জন্ত শোক করিও না । কারণ, তুমি জানিয়া  
 রাখ যে, দ্রৌপদী আজই আবার আসিবেন এবং শত্রুরা বীরজ্যেষ্ঠ হইলেও  
 তাহাদের সকলকেই সংহার করিয়া পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর সহিত মিলিত  
 হইবেন” ॥১৫॥

তাহার পর ধাত্রেয়িকা নিজের সুন্দর মুখখানিকে মুছিয়া সারথি ইন্দ্রসেনকে  
 বলিল—“জয়দ্রথ, ইন্দ্রতুল্য পঞ্চ পাণ্ডবকে অবজ্ঞা করিয়া উৎপীড়নপূর্বক দ্রৌপদীকে  
 অপহরণ করিয়া নিয়াছে ॥১৬॥

এখনও তাহার ঐ নূতন পথ রহিয়াছে এবং এখনও ভগ্ন বৃক্ষ সকল স্নান হয়  
 নাই ; অতএব তোমরা সত্বর রথ ফিরাও এবং তাহার অনুসরণ কর । কারণ, এখনও  
 রাজনন্দিনী দ্রৌপদী দূরে যান নাই ॥১৭॥

ইন্দ্রতুল্য তোমরা সকলেই সত্বর বিশাল ও মনোহর বর্ষ পরিধান কর, মহামূল্য  
 ধনু ও শর গ্রহণ কর এবং দ্রৌপদীর পাথ প্রস্তুত কর ॥১৮॥

পুরা তুষায়াবিব হুয়তে হবিঃ পুরা শ্মশানে অগ্নিবার্পবিধ্যতে ।

পুরা চ সোমোহধ্বরগোহবলিহুতে শুনা যথা বিপ্রজনে প্রমোহিতে ॥২০॥

মহত্যরণ্যে মৃগয়াং চরিত্বা পুরা শৃগালো নলিনীং বিগাহতে ।

মা বঃ প্রিয়ায়াঃ স্ননসং স্নলোচনং চন্দ্রপ্রভাবং বদনং প্রসন্নম্ ॥২১॥

স্পৃশ্যাচ্ছভং কশ্চিদকৃত্যকারী স্বা বৈ পুরোডাশমিবাধ্বরস্থম্ ।

এতানি বজ্রান্নমুযাত শীঘ্রং মা বঃ কালঃ ক্ষিপ্ৰমিহাত্যাগাঈ ॥২২॥

(যুথকম্)

### ভারতকৌমুদী

বিশিষ্টা দ্রোণদী, বরাজ্যপূর্ণাম্ উত্তমঘৃতপূর্ণাম্, স্কচং হোমপাত্রীম্, ভক্ষণীং, অনর্হতে অযোগ্যায় কশ্চৈচ্ছিন্দ্রায়, তস্মৈ দদাতি রমণ্যার্পয়তি ॥১৯॥

পূরতি । পুরা তুষায়া হবিবিব অযোগ্যে পুরুষে স্বতন্ত্রঃ হুয়তে দ্রোণস্তা অর্পাতে, পুরা শ্মশানে অক পুস্পমালেব অপবিধ্যতে অযোগ্যজনে দ্রোণস্তা স্বতন্ত্রঃ বিস্বজ্যতে, বিপ্রজনে সোমপানযোগ্যে ব্রাহ্মণজনে, কুতোহপি প্রমোহিতে সতি, শুনা কুকুরেণ যথা অধ্বরগঃ যজ্ঞস্থানস্থঃ সোমো রসঃ অবলিহতে আশ্বজতে, তথা দ্রোণদী পুরা অযোগ্যেন পুরুষেণ উপভূজ্যত ইত্যর্থঃ ॥২০॥

মহতীতি । শৃগালো মহত্যরণ্যে মৃগয়াং চরিত্বা নলিনীং পদ্মসরসীং বিগাহতে । এতেন জয়ত্রেখো মৃগয়াং বিধায় দ্রোণদীং হৃতবানিতি সন্ত্যাব্যেদমুক্তমিতি প্রতীয়তে । অকৃত্যকারী কশ্চিৎ পুরুষঃ, স্বা কুকুরঃ অধ্বরস্থং পুরোডাশং যজ্ঞোপকরণত্রয়বিশেষমিব, বো যুথাকং প্রিয়ায়া দ্রোণস্তাঃ, শোভনা নাসা যস্ত তৎ স্ননসম্, স্নলোচনম্, চন্দ্রপ্রভাবং চন্দ্রবৎ স্নন্দরম্, প্রসন্নং নির্মলম্, শুভক বদনম্, মা স্পৃশ্যাং ন স্পৃশতু ন চুষত্বিত্যর্থঃ । অতএব এতানি বজ্রানি শীঘ্রমুযাত, ক্ষিপ্ৰং শক্রনাক্রামতেতি শেষঃ, ইহ বো যুথাকং কালঃ, মা অত্যাগাং নাতিক্রামতু । মাযোগে-  
হপ্যাড়াগম্ অর্ঘ্যঃ ॥২১—২২॥

দ্রোণদী একে মুখ্যচিন্তা, তাহাতে আবার কেহ তিরস্কার করিলে এবং দশু দিবার ভয় দেখাইলে তিনি আরও মুগ্ধ হইয়া পড়িবেন ; তাহাতে উত্তম ঘৃতপূর্ণ হোমপাত্র যেমন ভস্মে নিক্ষেপ করে, সেইরূপ তিনি পরে কোন অযোগ্য পুরুষকেও আপন দেহ সমর্পণ করিতে পারেন ॥১৯॥

আর, তুষের আগুনে যেমন ঘূতের আহুতি দেয় এবং শ্মশানে যেমন পুস্প-মালা নিক্ষেপ করে, সেইরূপ তিনি পরে কোন অযোগ্য পুরুষকেও আত্মসমর্পণ করিতে পারেন এবং ব্রাহ্মণগণ অসতর্ক থাকিলে কুকুর আসিয়া যেমন যজ্ঞের সোমরস পান করে, তেমন পরে অযোগ্য পুরুষও তাঁহাকে ভোগ করিতে পারে ॥২০॥

একটা শৃগাল মহাবনে মৃগয়া করিয়া পরে কিন্তু পদ্মসরোবরে অবগাহন করিবে? আর এক কথা, কুকুর যেমন যজ্ঞের পুরোডাশ স্পর্শ করে, সেই-



যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ভদ্রে ! প্রতিক্রাম নিয়চ্ছ বাচং মাহস্মৎসকাশে পরুবাণ্যবোচঃ ।

রাজানো বা যদি বা রাজপুত্রা বলেন মত্তা বঞ্চনাং প্রাপ্নুবন্তি ॥২৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতাবদ্বক্তা প্রযযুর্হি শীঘ্রং তান্বেব বজ্রানুবর্তমানাঃ ।

মুহুমূর্ছব্যালবদ্বচ্ছ সন্তো জ্যা বিক্ষিপন্তশ্চ মহাধনুর্ভ্যাঃ ॥২৪॥

ততোহপশ্যৎসস্ত্র সৈন্যস্ত রেণুমুদ্বৃতং বৈ বাজিধ্বরপ্রণমম্ ।

পদাতীনাং মধ্যগতঞ্চ ধোম্যং বিক্ৰোশন্তং ভীমমভিদ্বেবেতি ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

ভদ্রে ইতি । ভদ্রে ! প্রতিক্রাম অপসর, ঈদৃশীং বাচম্, নিয়চ্ছ নিকৃষ্টি, অস্মৎসকাশে পরুবাণি জ্যোপদীবিশয়ে কুৎসিতবচনানি, মা অবোচঃ ন ব্রুহি । রাজানো বা, যদি বা রাজপুত্রাঃ, বলেন মত্তাঃ সন্তঃ, বঞ্চনাং কার্য্যবৈফল্যং প্রাপ্নুবন্তি । এতেন বলমদাদেব জয়ব্রথো জ্যোপদীং দ্বজবানিতি স্মচনেন তন্তাঃ কুৎসা নিরস্তা ॥২৩॥

এতাবদ্বিত্তি । এতাবদ্বক্তা পাণ্ডবাঃ, ব্যালবৎ সর্পবৎ, মুহুমূর্ছকৃচ্ছসন্তঃ, মহাধনুর্ভ্যাঃ মহাধনুমান, জ্যা গুণাংশ্চ, বিক্ষিপন্তঃ সঞ্চালয়ন্তঃ, তান্বেব বজ্রানি, অনুবর্তমানা অনুসরন্তশ্চ সন্তঃ, শীঘ্রং প্রযযুঃ ॥২৪॥

তত ইতি । ততঃ, বাজিনামখানাং ধ্বনিঃ প্রণমং ক্ষমম্, উদ্বৃতং বায়ুনা উত্তোলিতম্, তস্ত সৈন্যস্ত, রেণুং ধূলিম্, পদাতীনাং মধ্যগতম্, ‘অভিদ্বেব অভিধাব’ ইতি ভীমং বিক্ৰোশন্ত-

রূপ কোন অকার্য্যকারী পুরুষ যেন আপনাদের প্রিয়তমার সুন্দর নাসিকা ও নয়নসমন্বিত, চন্দ্রতুল্য মনোহর, নির্মল এবং শুভলক্ষণসম্পন্ন মুখখানিকে স্পর্শ করে না ; অতএব আপনারা সত্বর এই পথে অনুসরণ করুন এক সত্বর শত্রুগণকে আক্রমণ করুন, আপনাদের সময় যেন অতিক্রম করে না” ॥২১—২২॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ভদ্রে ! তুমি সরিয়া যাও, বাক্য সংবরণ কর এবং আমাদের নিকট এইরূপ কুৎসিত কথা আর বলিও না । রাজারা বা রাজপুত্রেরা বলমন্ত হইয়া প্রতারিতই হইয়া থাকেন” ॥২৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পাণ্ডবেরা এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ‘সর্পের জ্ঞায় মুহুমূর্ছঃ’ নিশ্বাস ত্যাগ ও মহাধনুগুলির গুণসঞ্চালন করিতে থাকিয়া এবং সেই পথগুলিরই অনুসরণ করিয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন ॥২৪॥

তাহার পর ‘পাণ্ডবেরা দেখিলেন—বিপক্ষসৈন্তের অশ্বধ্বরের ধূলিসমূহ উপরে উড়িতেছে এবং ধোম্যপূরোহিত পদাতিসৈন্তের মধ্যে থাকিয়া ‘ভীম ! এই দিকে ধাবিত হও’ বলিয়া ভীমকে উচ্চস্বরে ডাকিতেছেন ॥২৫॥

তে সাস্ত্য ধোম্যং পরিদীনসত্ত্বাঃ স্বথং ভবানেস্থিতি-রাজপুত্রাঃ ।

শ্বেনা যথৈবামিবসম্প্রযুক্তা জবেন তৎ সৈন্ত্যমথাভ্যধাবন্ ॥২৬॥

তেষাং মহেন্দ্রোপমবিক্রমাণাং সংরক্ষানাং ধ্বংগাদ্যাশ্রসেন্ধ্যাঃ ।

ক্রোধঃ প্রজজ্ঞাল জয়দ্রথঞ্চ দৃষ্ট্ৱা প্রিয়াং তস্তা রথে স্থিতাঞ্চ ॥২৭॥

প্রচুক্রুশ্চাপ্যথ সিন্ধুরাজং বৃকোদরশৈব ধনঞ্জয়শ্চ ।

যমো চ রাজা চ মহাধনুর্ধ্বরাস্ততো দিশং সংযুহুঃ পরেষাম্ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বনি 'জৌপদো-

হরণে পার্থাগমনে ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥ \*

### ভারতকৌমুদী

মাহবরতং ধোম্যক, অপস্তন্ পাণ্ডবা ইতি শেবঃ । ভীমস্ত অবস্থাকোপস্বস্ত্রৈবাহ্বানমিতি ভাবঃ ॥২৫॥

ত ইতি । অথ, পরিদীনসত্ত্বা অনল্লাধ্যবসায়ঃ পরেবর্জনার্থত্বাৎ, তে রাজপুত্রা পাণ্ডবাঃ, 'ভবান্ স্বথমনায়াসং যথা স্তাস্তথা, এতু আগচ্ছতু' ইতি ইথং ধোম্যং সাস্ত্য সাস্ত্যসিদ্ধি, আমিবসম্প্রযুক্তা মাংসলোলূপাঃ শ্বেনাঃ পক্ষিণো যথা, তথৈব জবেন 'বেগেন, তৎ সৈন্ত্য-মভ্যধাবন্ ॥২৬॥

তেষামিতি । যাভ্যসেন্ধ্যা ধ্বংগাদ্বলেন গ্রহণাৎ সংরক্ষানাং প্রাগেব জাতক্রোধানাং মহেন্দ্রোপম-বিক্রমাণাং তেযাং পাণ্ডবানাম্, জয়দ্রথঞ্চ তস্তা রথে স্থিতাং প্রিয়াং জৌপদীক দৃষ্ট্ৱা, ক্রোধঃ ক্রোধানলঃ প্রজজ্ঞাল ॥২৭॥

### ভারতভাবদীপঃ

প্রেক্ষ্যবধুং দাসভাৰ্য্যাম্ ॥২৫॥ অস্তিতরঃ সমীপতরঃ । আৰ্জিতর ইতি পাঠঃ ॥১০—১৮॥ পুরা যাবদনর্হতে তহুং ন দদাতি তাবচ্ছীঘ্রমহুযাতেতি চতুর্থেন সম্বন্ধঃ ॥১০—২২॥ প্রতিক্রম দূরে ভব, পরাবানি অনর্হতে তহুং দদাতীত্যাদীনি দুঃশ্রাব্যাণি, মন্তত্বাৎ বকনাং স্বজনস্ত তবৈব বধরূপাম্ ॥২৩—২৬॥ ধ্বংগাৎ পরাতবাৎ ॥২৭—২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রয়োবিংশত্যধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২:৩॥

তদনস্তর অসাধারণ অধ্যবসায়ী পাণ্ডবেরা 'আপনি অনায়াসে চলিয়া আসুন' এইভাবে ধোম্যপুরোহিতকে আশ্বস্ত করিয়া, মাংসলোলূপ শ্বেনপক্ষিগণের চায় বেগে সেই সৈন্ত্যগণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২৬॥

জৌপদীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করায় ইন্দ্রতুল্য বিক্রমশালী পাণ্ডবগণ পূর্ব্বেই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার পরে জয়দ্রথকে এবং তাঁহার রথে জৌপদীকে দেখিয়া তাঁহাদের ক্রোধানল অগ্নিয়া উঠিল ॥২৭॥

\* পিতামহপুস্তকে অত্রোধ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি । '...অষ্টষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমঃ...'—বা ব, '...উন-সপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...সপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—নি ।

## চতুৰ্বিংশত্যাধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো ঘোরতরঃ শব্দো বনে সমভবত্তদা ।

ভীমসেনার্জুনৌ দৃষ্ট্ৱা ক্রত্ৰিয়াণামমৰ্ষিণাম্ ॥১॥

তেষাং ধ্বজাগ্ৰাণ্যভিবীক্ষ্য রাজা স্বয়ং ছুরাত্মা কুরুপুঙ্গবানাম্ ।

জয়দ্রথো যাজ্ঞসেনীমুবাচ রথে স্থিতাং ভানুমতীং হৃতৌজাঃ ॥২॥

আয়াস্তৌমে পঞ্চ রথা মহান্তো মন্যে চ কৃষে ! পতয়ন্তবৈতে ।

অজানতাং ধ্যাপয় নঃ স্নকেশি ! পরং পরং পাণ্ডবানাং রথস্থম্ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

শ্রেতি । অথ বৃকোদরশ্চ, ধনঞ্জয়শ্চ, যমৌ নকুলসহদেবৌ চ, রাজা যুধিষ্ঠিরশ্চ, এতে মহাধনুৰ্দ্ধরাঃ সৰ্ব্ব এব, সিদ্ধুরাজং জয়দ্রথম্, প্রচুক্রুতঃ যুদ্ধায়াত্তবন্তঃ । ততশ্চ পরেবাং শক্রগাম্, দিশঃ সংযুজ্জমোহবিধ্বয়ীভূতা ভয়েন দিম্বোহঃ সজ্জাত ইত্যর্থঃ ॥২৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকাব্যি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি দ্রৌপদীহরণে

ত্রয়োবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

তত ইতি । শব্দঃ কোলাহলঃ । ক্রত্ৰিয়াণাং জয়দ্রথপঞ্চগতানাম্ ॥১॥

তেষামিতি । তেষাং কুরুপুঙ্গবানাং পাণ্ডবানাং ধ্বজাগ্ৰাণি অভিবীক্ষ্য, হৃতং তেনাভি-  
বীক্ষণেনৈব দূরীকৃতম্, ওজস্তেজো যন্ত সঃ, ছুরাত্মা রাজা স্বয়ং জয়দ্রথঃ, আয়ানো রথে স্থিতাম্,  
ভানুমতীং পাণ্ডবধ্বজাগ্ৰদৰ্শনেনৈব তেজস্বিনীং যাজ্ঞসেনীমুবাচ ॥২॥

তৎপরে ভীম, অৰ্জুন, নকুল, সহদেব ও যুধিষ্ঠির—এই মহাধনুৰ্দ্ধরেরা সকলেই  
জয়দ্রথকে যুদ্ধের জন্ত আহ্বান করিলেন ; তাহাতে শক্রগণের দিম্বোহ উপস্থিত  
হইল ॥২৮॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর বনমধ্যে ভীম ও অৰ্জুনকে দেখিয়া অসহিষ্ণু  
ক্রিয়গণের ঘোরতর কোলাহল উত্থিত হইল ॥১॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণের ধ্বজাগ্ৰ দেখিয়াই ছুরাত্মা জয়দ্রথের তেজ নষ্ট হইল  
এক দ্রৌপদীর তেজ বৃদ্ধি পাইল । তখন রাজা জয়দ্রথ নিজেই রথস্থিত দ্রৌপদীকে  
বলিলেন—॥২॥

দ্রৌপদ্যবাচ ।

কিং তে জ্ঞাতৈর্মূঢ় ! মহাধনুর্ধ্বজৈরনায়ুগ্মং কৰ্ম কৃৎস্নাতিঘোরম্ ।  
এতে বীরাঃ পতয়ো মে সমেতা ন নঃ শেষঃ কশ্চিদিহাস্তি যুদ্ধে ॥৪॥  
আখ্যাতব্যং হ্রেব সৰ্বং মুমূৰ্ষে ! ময়া তুভ্যং পৃষ্ঠয়া ধৰ্ম্ম এষঃ ।  
ন মে ব্যথা বিঘতে হৃদয়ং বা সংপশ্যন্ত্যাঃ সানুজং ধৰ্ম্মরাজম্ ॥৫॥  
যশ্চ ধ্বজাগ্রে নদতো যুদকৌ নন্দোপনন্দৌ মধুরৌ যুক্তরূপৌ ।  
এতং স্বধৰ্ম্মার্থবিনিশ্চয়জ্ঞং সদা জনাঃ কৃত্যবন্তোহনুযাস্তি ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

আয়াস্ভীতি । হে রুক্ষে ! ইমে মহাজ্ঞঃ পঞ্চ রথা আয়াস্ভি, মত্তো চ এতে তব পতয়ঃ ।  
হে সূকেশি ! এতানজ্ঞানতাম্, নঃ অস্মাকং সমীপে, পাণ্ডবানাং মধ্যে রথস্থং পরং পরম্ একমেকম্,  
খ্যাপয় বর্ণয় ॥৩॥

কিমিতি । হে মূঢ় ! ন আয়ুগ্মম্ অনায়ুগ্মম্ আয়ুর্নাশকম্, অতিঘোরং মদপহরণরূপং কৰ্ম  
কৃৎস্না তে তব এতৈর্মহাধনুর্ধ্বজৈরজ্ঞাতৈঃ, কিং ফলম্ । এতে মে বীরাঃ পতয়ঃ সমেতা মিলিতাঃ ।  
অতএব ইহ যুদ্ধে বো যুস্মাকং মধ্যে কশ্চিদপি শেষঃ অবশিষ্টো নাস্তি ন হ্যাস্ততীতি ভবিষ্যৎ-  
সমীপো বর্তমানা ॥৪॥

আখ্যাতব্যমিতি । হে মুমূৰ্ষে ! তথাপি ত্বয়া পৃষ্টয়া ময়া এতং সৰ্বমেব-তুভ্যাম্ আখ্যাতব্যম্ ।  
যেন হি, এষ মুমূৰ্ষুপৃষ্টস্ত বক্তব্যরূপো ধৰ্ম্মো বর্ততে । কিঞ্চ সানুজং ধৰ্ম্মরাজং সংপশ্যন্ত্যা মে ব্যথা  
হৃদয়ং বা ন বিঘতে, সৰ্বথৈবাস্থাংসলাভাদিতি ভাবঃ ॥৫॥

• যন্তেতি । যুক্তরূপৌ পরস্পরমিলিতৌ, মধুরৌ মধুরবকারিণৌ, নন্দোপনন্দৌ নাম, যুদকৌ যশ্চ  
ধ্বজাগ্রে, নদতঃ শব্দায়েতে ; কৃত্যবন্তং কার্যসাধনার্থিনো জনাঃ, সदैব স্বধৰ্ম্মার্থ্যেবিনিশ্চয়জ্ঞং  
স্বদ্বন্দ্বিরূপপদক্ৰমেতম্, অনুযাস্তি উপদেশগ্রহণায় সেবন্তে ॥৬॥

“দ্রৌপদী । এই পাঁচখানা বিশাল রথ আসিতেছে ; আমি মনে করি—  
ইহারা তোমার পতি ; কিন্তু সূকেশি ! আমি ইহাদিগকে চিনি না ; অতএব তুমি  
আমার নিকট এই রথস্থ পাণ্ডবগণের মধ্যে এক এক জনের পরিচয় দাও” ॥৩॥

দ্রৌপদী বলিলেন—“মূৰ্খ ! তুমি যুত্বাজনক অতিভয়ঙ্কর কার্য্য করিয়াছ, এখন  
এই মহাধনুর্ধ্বজগণের পরিচয় লইয়া কি ফল হইবে । এই আমার বীর পতিগণ  
মিলিত হইয়াছেন ; সুতরাং এই যুদ্ধে তোমাদের মধ্যে কেহই অবশিষ্ট থাকিবে  
না ॥৪॥

হে মুমূৰ্খ ! তথাপি তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ বলিয়া আমার সমস্তই বলিতে  
হইবে । কারণ, মুমূৰ্খ জিজ্ঞাসিত বিষয় বলাই ধৰ্ম্ম । আর এক কথা—আমি  
অনুজগণের সহিত ধৰ্ম্মরাজকে দেখিতে পাইয়াছি বলিয়া আমার আর-কষ্ট বা তোমা  
হইতে ভয় নাই ॥৫॥

য এষ জাম্বুনদশুক্রগৌরঃ প্রচণ্ডবোণস্তুরায়তাক্ষঃ ।  
 এনং কুরুশ্রেষ্ঠতমং বদন্তি যুধিষ্ঠিরং ধৰ্ম্মহুতং পতিং মে ॥৭॥  
 অপ্যেয শত্রোঃ শরণাগতস্ত দত্তাৎ প্রাণান্ ধৰ্ম্মচারী নৃবীরঃ ।  
 পরৈছেনং মুঢ় ! জবেন ভূতয়ে ত্বমাত্মনঃ প্রাজ্ঞলিন্যস্তশত্রুঃ ॥৮॥  
 অথাপ্যেনং পশ্যসি যং রথস্থং মহাভূজং শালমিব প্রবৃদ্ধম্ ।  
 সন্দর্শোষ্ঠং ভ্রুকুটীসংহতভ্রবং বৃকোদরো নাম পতির্নামৈষঃ ॥৯॥  
 আজ্ঞানেয়া বলিনঃ সাধুদাস্তা মহাবলাঃ শূরমুদাবহন্তি ।  
 এতস্ত কৰ্ম্মাণ্যতিমানুযানি ভীমেতি শব্দোহস্ত গতঃ পৃথিব্যাম্ ॥১০॥

### ভারতকৌমুদী

য ইতি । য এষঃ, জাম্বুনদবৎ স্বৰ্ণবৎ শুক্রগৌরঃ, প্রচণ্ডা বিশালা বোণা নাসিকা যন্ত সঃ, তহঃ  
 অস্থূলদেহঃ, আয়তাক্ষো বিশাললোচনশ্চ পুরুষঃ, এনং কুরুশ্রেষ্ঠতমং ধৰ্ম্মহুতং যুধিষ্ঠিরং নাম্ মে  
 পতিং বদন্তি জনা ইতি শেষঃ ॥৭॥

অপীতি । ধৰ্ম্মচারী এষ নৃবীরঃ, শরণাগতস্ত শত্রোরপি প্রাণান্ দত্তাৎ । অতএব  
 হে মুঢ় ! ত্বং শত্রুশত্রুঃ প্রাজ্ঞলিঙ্গ সন, আত্মনো ভূতয়ে মঙ্গলায়, জবেন বরয়া, এনং পরৈহি  
 শরণং গচ্ছ ॥৮॥

অথেতি । শালং বৃক্ষমিব প্রবৃদ্ধমূরতম্, সন্দর্শোষ্ঠম্, ভ্রুকুট্যা সংহতে মিলিতে ভ্রবো যন্ত তম্,  
 মহাভূজং যমেনং রথস্থং পশ্যসি, এষ বৃকোদর নাম মম পতিঃ ॥৯॥

আজ্ঞেতি । বলিন উৎসাহিনঃ, সাধুদাস্তাঃ সম্যক্ শিক্ষিতাঃ, মহাবলাঃ, অজ্ঞানেয়ো-

পরস্পর সংযুক্ত ও মধুরবকারী ‘নন্দ’ ও ‘উপনন্দ’-নামে দুইটা মৃদঙ্গ বাঁহার  
 ধ্বজের উপরে থাকিয়া শব্দ করিতেছে, ইনি সূক্ষ্মভাবে ক্ষত্রিয়ের ধৰ্ম্ম ও অর্থ নিরূপণ  
 করিতে পারেন বলিয়া কার্যসাধনার্থী লোকেরা সর্বদাই ইহার সেবা করিয়া  
 থাকে ॥৬॥

এই যিনি স্বর্ণের আয় নির্মল গৌরবর্ণ, অস্থূলদেহ ও বিশালনয়ন এবং বাঁহার  
 নাসিকা উন্নত, ইহাকে লোকেরা কৌরবশ্রেষ্ঠ ও ধৰ্ম্মপুত্র ‘যুধিষ্ঠির’ বলিয়া থাকে ;  
 ইনি আমার পতি ॥৭॥

এই ধৰ্ম্মপরায়ণ মনুষ্যবীর-শরণাগত শত্রুরও প্রাণ দান করিয়া থাকেন ; সূতরাং  
 মূৰ্খ ! তুমি নিজের মঙ্গলের জন্ত অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, কৃতাজলি হইয়া, সত্তর  
 বাইয়া উহার শরণাপন্ন হও ॥৮॥

আর, শালবৃক্ষের আয় উন্নত, মহাবাহু, ওষ্ঠদংশনকারী ও ভ্রুকুটী করায়  
 সংযুক্তভ্রুয়ুগল এই যে বীরকে রথে দেখিতেছ, ইহার নাম—‘ভীমসেন’, ইনিও আমার  
 পতি ॥৯॥

নাস্তাপরাধাঃ শেষমবাপ্নুবন্তি নাযং বৈরং বিশ্বরতে কদাচিৎ ।  
 বৈরস্তাস্তং সংবিধায়োপযাতি পশ্চাচ্ছান্তিং ন চ গচ্ছত্যতীব ॥১১॥  
 ধনুর্ধ্বরাগ্ৰ্যো ধৃতিমান্ যশস্বী জিতেন্দ্রিয়ো বৃদ্ধসেবী নৃবীরঃ ।  
 ভ্রাতা চ শিষ্যশ্চ যুধিষ্ঠিরস্ত ধনঞ্জয়ো নাম পতির্মমৈষঃ ॥১২॥  
 যো বৈ ন কামান্ন ভয়ান্ন কোপাত্যজেক্ষ্মং ন নৃশংসঞ্চ কুৰ্য্যাৎ ।  
 স এষ বৈশ্বানরতুল্যতেজাঃ কুন্তীমুতঃ শক্রসহঃ প্রমাথী ॥১৩॥

### ভারতকৌমুদী

স্তদাখ্যাজাতীয়া অশ্বাঃ, এনং শূরম্, উদাবহন্তি রথাদিনা বহন্তি । এতস্ত কৰ্ম্মাণি অতিমাতুল্যানি  
 মাতুল্যকৰ্ম্মাতিক্রান্তানি, তথা অস্ত ভীমেতি শব্দো নাম, পৃথিব্যাং প্রসিদ্ধিঃ গতঃ ॥১০॥

নেতি । অস্তান্তিকে অপরাধী অপরাধিনো জনাঃ, শেষমবশিষ্টতাং নাবাপ্নুবন্তি, অয়ং  
 কদাচিদপি বৈরং ন বিশ্বরতে । কিন্তু অস্তো জনঃ বৈরস্তাস্তং সংবিধায় পশ্চাৎ শান্তিমুপযাতি,  
 অয়ন্ত বৈরস্তাস্তমতীব সংবিধায়পি শান্তিং ন চ গচ্ছতি ॥১১॥

ধনুৱিতি । ধৃতিমান্ ধৈর্য্যশালী । বৃদ্ধসেবী উপদেশগ্রহণায় । শিষ্যঃ, তপস্কার্থপ্রয়াগকালে  
 মন্ত্রগ্রহণাৎ ॥১২॥

য ইতি । নৃশংসং নৃশংসকৰ্ম্মাণ্যম্ । প্রমাথী শক্রমর্দনকারী ॥১৩॥

### ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—৩॥ অনায়ুজ্যমায়ুর্নাশকং যত্নাদমিত্যর্থঃ ॥৪—৭॥ পঠৈহি শরণং গচ্ছ, এনং  
 ধর্ম্মরাজম্ ॥৮—১০॥ আজ্ঞানোয়া অশ্ববিশেষাঃ ॥১০॥ অপরাধাঃ অপরাধবন্তঃ, শেষং জীবনম্,  
 বৈরস্তাস্তং শক্রনাশম্, সংবিধায় আহুতোপযাতি কুর্ক্সমপি অতীব শান্তিং নোপৈতীতি মরণা-  
 ত্তানি বৈরাগীতি লোকে প্রসিদ্ধম্ । অয়ন্ত মারয়িত্বাপি পুত্রপৌত্রাদিকমপি ন শেষয়তীত্য-

মুশিক্ষিত, উৎসাহী ও মহাবল আজ্ঞানেয় অশ্বগণ এই বীরকে বহন করিতেছে,  
 ইহার কৰ্ম্ম সকল অলৌকিক এবং ইহার 'ভীম' এই নাম পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ  
 করিয়াছে ॥১০॥

অপরাধীরা ইহার নিকট অবশিষ্ট থাকে না এবং ইনি কখনও শত্রুতা বিশ্বত হন  
 না ; আর অস্ত্র লোক শত্রুতার অবসান করিয়া পরে শান্তি লাভ করে ; কিন্তু ইনি  
 সম্পূর্ণরূপে শত্রুতার অবসান করিয়াও শান্তি লাভ করেন না ॥১১॥

আর ইনি—ধনুর্ধ্বরাগ্ৰেষ্ঠ, ধৈর্য্যশীল, যশস্বী, জিতেন্দ্রিয়, বৃদ্ধসেবী, মনুষ্যমধ্যে  
 বীর ও যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা ও শিষ্য অর্জুন ; ইনিও আমার পতি ॥১২॥

যিনি—ইচ্ছা, ভয় বা ক্রোধবশতঃ ধর্ম্ম পরিত্যাগ বা নৃশংসকৰ্ম্মাণ্য করেন না এবং  
 যিনি অগ্নির তুল্য তেজস্বী, শত্রুবেগসহনক্ষম ও শত্রুদমনকারী, ইনি সেই তৃতীয়  
 কুন্তীনন্দন অর্জুন ॥১৩॥

যঃ সৰ্ব্বধৰ্ম্মার্থবিনিশ্চয়জ্ঞো ভয়ান্তানাং ভয়হৰ্তা মনীবী ।  
 যস্তোত্তমং রূপমাহুঃ পৃথিৱ্যাং যং পাণ্ডবাঃ পরিরক্ষন্তি সৰ্ব্বৈ ।  
 প্রাণৈর্গরীয়াংসমমুত্তমং বৈ স এষ বীরো নকুলঃ পতিৰ্মে ॥১৪॥  
 যঃ খড়্গযোধী লঘুচিত্রহস্তো মহাংশচ ধীমান্ সহদেবো দ্বিতীয়ঃ ।  
 যস্তাত্ত কৰ্ম্ম দ্রুপদ্যে মূঢ়সত্ত্ব ! শতক্রতোৰ্বা দৈত্যসেনাস্থ সংখ্যে ॥১৫॥  
 শূরঃ কৃতাজ্ঞো মতিমান্ মনস্বী প্রিয়ঙ্করো ধৰ্ম্মহতস্ত রাজ্ঞঃ ।  
 য এষ চন্দ্রার্কসমানতেজা জঘন্যজ্ঞঃ পাণ্ডবানাং প্রিয়শ্চ ॥১৬॥  
 বুদ্ধ্যা সমো যস্ত নরো ন বিত্ততে বক্তা তথা সংস্থ বিনিশ্চয়জ্ঞঃ ।  
 য এষ শূরো নিত্যমমৰ্ষণশ্চ ধীমান্ প্রাজ্ঞঃ সহদেবঃ পতিৰ্মে ॥১৭॥

(বিশেষকম্)

### ভারতকৌমুদী

য ইতি । প্রাণৈর্গরীয়াংসং প্রাণাপেক্ষাপি প্রিয়তমম্, অমুত্তমমুকুলম্ । ঘটপাদার্থেয়ং  
 শ্লোকঃ ॥১৪॥

‘য ইতি । লঘুঃ শীঘ্রসঞ্চলনশীলঃ চিত্রো বিচিত্রভ্রমণশীলশ্চ হস্তো যস্ত সঃ । সহদেবঃ  
 প্রাচীনো রাজবিশেষঃ । হে মূঢ়সত্ত্ব ! মূঢ়বুদ্ধে ! । সংখ্যে যুদ্ধে, দৈত্যসেনাস্থ মধ্যে, শতক্রতোৰ্বা  
 ইন্দ্রেশ্বৰ, “বা স্তাধিকল্পোপময়োরেবার্থে চ সমুচ্চয়ে” ইতি বিখঃ । কৃতাজ্ঞঃ শিক্ষিতাজ্ঞঃ । জঘন্যজ্ঞঃ  
 কনিষ্ঠঃ । সংস্থ বিদ্বৎস্থ, বিনিশ্চয়জ্ঞঃ কার্যনিরূপণনিপুণঃ । অমৰ্ষণঃ ক্রোধী, প্রাজ্ঞঃ পণ্ডিতশ্চ ।  
 একার্থে বহুতরশব্দপ্রয়োগ স্বধীনাং স্বভাবঃ ॥১৫—১৭॥

আর, যিনি—সমস্ত ধৰ্ম্ম ও অর্থের নিরূপণ করিতে নিপুণ, ভয়ান্তগণের  
 ভয়হৰ্তা ও বুদ্ধিমান, যাঁহার রূপকে সকলেই পৃথিবীর মধ্যে উত্তম বলিয়া থাকে  
 এবং প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম ও অমুকুল বলিয়া যাঁহাকে পাণ্ডবেরা সকলেই  
 সর্বপ্রকারে রক্ষা করিয়া থাকেন, ইনি সেই নকুল ; এই বীরও আমার  
 পতি ॥১৪॥

আর, যিনি খড়্গযোদ্ধা এবং সেই যুদ্ধের সময়ে যাঁহার হাতখানি দ্রুতবেগে  
 ও বিচিত্রভাবে ভ্রমণ করিয়া থাকে এবং যিনি—উদারচেতা ও বুদ্ধিমান দ্বিতীয়  
 সহদেবরাজার তুল্য ; আর মূঢ়বুদ্ধি জয়দ্রুপ ! যুদ্ধে দৈত্যসৈন্যের মধ্যে ইন্দ্রের  
 তায় আজ যাঁহার কার্য ভূমি দেখিতে পাইবে এবং ‘যিনি—বীর, অস্ত্রে  
 সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান, প্রশস্তচেতা, ধৰ্ম্মরাজের প্রিয়কার্য্যকারী, চন্দ্র ও সূর্য্যের  
 তুল্য তেজস্বী এবং পাণ্ডবগণের প্রিয় ও কনিষ্ঠ ; আর বুদ্ধিতে যাঁহার তুল্য মানুষ  
 পৃথিবীতে নাই এবং যিনি পণ্ডিতগণের মধ্যে বক্তা, কার্য্যনিরূপণে নিপুণ, বীর,  
 সর্বদা অসহিষ্ণু, বুদ্ধিমান ও বিদ্বান্, ইনি সেই সহদেব ; ইনিও আমার  
 পতি ॥১৫—১৭॥

তাজ্জেং প্রাণান্ প্রবিশেক্ষব্যবাহং ন হেবৈষ ব্যাহরেদ্ধৰ্ম্ববাহম্ ।

সদা মনস্বী ক্ষত্রধৰ্ম্মে রতশ্চ কুন্ত্যঃ প্রাণৈরিকৃতমো নৃবীরঃ ॥১৮॥

বিশীৰ্য্যন্তীং নাংমিবার্ণবাস্তে রত্নাভিপূর্ণাং মকরস্ত পৃষ্ঠে ।

সেনাং তবেমাং হতসৰ্ব্বযোধাং বিকোভিতাং দ্রক্ষ্যসি পাণ্ডুপুত্রৈঃ ॥১৯॥

ইত্যেতে বৈ কথিতাঃ পাণ্ডুপুত্রা যাংস্ত্বং মোহাদবমন্ত প্রবৃত্তঃ ।

যথেষ্টেভ্যো মুচ্যসেহভিন্নদেহঃ পুনর্জন্ম প্রাপ্স্যসে জীব এব ॥২০॥

### ভারতকৌমুদী

তাজ্জেদিতি । প্রাণৈশ্চল্যাঃ কুন্ত্যা ইষ্টতমঃ প্রিয়তমঃ, মনস্বী প্রশস্তচেতাঃ, সদা ক্ষত্রধৰ্ম্মে রতশ্চ এষ নৃবীরঃ সহদেবঃ, প্রাণানপি তাজ্জেং, হব্যবাহমগ্নিমপি, প্রবিশেং, তথাপি তু ধৰ্ম্ববাহুং ধৰ্ম্ববহিভূতং বাক্যম্, ন ব্যাহরেদ্ধদেং ॥১৮॥

বীতি । অৰ্ণবাস্তে সমুদ্রমধ্যে, মকরস্ত স্বনামপ্রসিদ্ধজজন্তবিশেষস্ত পৃষ্ঠে লগিষ্যেতি শেষঃ, বিকোভিতামাদৌ তদুট্টকনেন সঞ্চালিতাম্, পরঞ্চ বিশীৰ্য্যন্তীং বিশীৰ্য্যমাণাম্, রত্নাভিপূর্ণাম্, নাং তরণিমিব, তবেমাং সেনাম্, পাণ্ডুপুত্রৈরাদৌ বিকোভিতাং প্রহারেণ সঞ্চালিতাম্, পরঞ্চ হতাঃ সৰ্ব্বে যোদ্ধারো যস্তাস্তাং তাদৃশীং দ্রক্ষ্যসি ॥১৯॥

ইতীতি । কথিতা বর্ণিতাঃ । প্রবৃত্তো মদপহরণ ইতি শেষঃ । জীবো জীবন এব ॥২০॥

### ভারতভাবদীপঃ

তাস্ত্বং দীৰ্ঘকোপিষ্মুক্তম্ ॥১১—১৩॥ যং পরিরক্ষন্তি স নকুল ইতি দ্বয়োঃ সম্বন্ধঃ ॥১৪॥ মৃৎসত্ত্ব ! মৃৎবুদ্ধে ! শতক্রতোৰ্বা শতক্রতোরিব ॥১৫—১৭॥ জীব এব জীবন এব অমৃতত্বৈব পুনর্জন্ম প্রাপ্স্যসে ॥২০—২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুৰ্বিংশত্যধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২২৪॥

কুন্তীদেবীর প্রাণের তুল্য প্রিয়তম, প্রশস্তচিত্ত এবং সৰ্ব্বদা ক্ষত্রিয়ধৰ্ম্মে নিরত এই মনুজ্যবীর সহদেব বরং প্রাণ পরিত্যাগও করিতে পারেন এবং অগ্নিতে প্রবেশও করিতে পারেন, কিন্তু ধৰ্ম্ববহিভূত বাক্য বলিতে পারেন না ॥১৮॥

রত্নপূর্ণ নৌকা যেমন সমুদ্রের মধ্যে মকরের পৃষ্ঠে লাগিয়া প্রথমে বিক্ষুব্ধ হইয়া পরে ভাঙ্গিয়া যায়, তেমন পাণ্ডুবেরা তোমার এই বাহিনীকে প্রথমে বিক্ষুব্ধ করিয়া, পরে ইহার সমস্ত যোদ্ধাকে সংহার করিবেন; তুমি ইহা দেখিতে পাইবে ॥১৯॥

তুমি মোহবশতঃ যাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া আমাকে হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এই সেই পাণ্ডবগণের বর্ণনা করিলাম । তুমি যদি অক্ষত শরীরে ইহাদের হাত হইতে মুক্ত হইতে পার, তবে জীবিত থাকিয়াই পুনর্জন্ম লাভ করিবে ॥২০॥



বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ পার্থাঃ পঞ্চ পঞ্চেন্দ্রকল্লান্ত্যক্তাঃ। ত্রস্তান্ প্রাঞ্জলোস্তান্ পদাতীন্ ।

রথানীকং শরবর্ষাক্কারং চক্রুঃ ক্রুদ্ধাঃ সর্বতঃ সন্নিগৃহ ॥২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি দ্রৌপদী-  
হরণে দ্রৌপদীবাক্যে চতুर्वিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সন্তিষ্ঠত প্রহরত তূর্ণং বিপরিধাবত ।

ইতি স্ম সৈন্ধবো রাজা চোদয়ামাস তান্ নৃপান্ ॥১॥

ততো বোরতমঃ শব্দো রণে সমভবতদা ।

ভীমার্জ্জুনযমান্ দৃষ্ট্ৱা সৈন্যানাং সযুধিষ্ঠিরান্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । রথানীকং রথিসৈন্তম্, শরবর্ষণে অঙ্ককারো যত্র তত্র । সন্নিগৃহ অভিভূয় ॥২১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণে

চতুर्वিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

স্মরতি । সন্তিষ্ঠত ন পলায়ধ্বম্ । স্মেতি পাদপূরণে, সৈন্ধবো জয়দ্রথঃ ॥১॥

তত ইতি । শব্দঃ কোলাহলঃ । যমো নকুলসহদেবো । সযুধিষ্ঠিরান্ যুধিষ্ঠিরসহিতান্ ॥২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর পঞ্চেন্দ্রতুল্য পঞ্চ পাণ্ডব ক্রুদ্ধ হইয়া, ভীত ও  
কৃতাজ্জলি সেই পদাতিসৈন্তগণকে পরিত্যাগ করিয়া, সকল দিক্ হইতে আক্রমণ-  
পূর্বক শরবর্ষণদ্বারা রথী সৈন্তগণকে অঙ্ককারাচ্ছন্ন করিলেন ॥২১॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তদনন্তর রাজা জয়দ্রথ সেই রাজপুত্রদিগকে এইভাবে  
যুদ্ধে প্রণোদিত করিলেন যে, “আপনারা দাঁড়ান, প্রহার করুন এবং সকল দিক্  
হইতে ধাবিত হউন” ॥১॥

\* ‘...উনবষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...একোনসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ‘...সপ্ত-  
ত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...একসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

(১)---ইতি স্ম সৈন্ধবো রাজা—পি ।

শিবিসৌবীরসিদ্ধনাং বিষাদশ্চাপ্যজায়ত ।

তান্ দৃষ্ট্বা পুরুষব্যাত্তান্ ব্যাত্তানি বলোৎকটান্ ॥৩॥

হেমচিত্রসমুৎসেধাং সৰ্ব্বশৈক্যায়সৌ গদাম্ ।

প্রগৃহ্যভ্যদ্রবস্তীমঃ সৈন্ধবং কালচোদিতম্ ॥৪॥

তদন্তরমথারূত্য কোটিকান্তোহভ্যহারয়ৎ ।

মহতা রথবংশেন পরিবার্য্য বৃকোদরম্ ॥৫॥

শক্তিতোমরনারাচৈবীরবাহুপ্রচোদিতৈঃ ।

কৌর্যমাণোহপি বহুভির্ন স ভীমোহভ্যকম্পত ॥৬॥

গজস্তু সগজারোহং পদাতীংশ্চ চতুর্দশ ।

জবান গদয়া ভীমঃ সৈন্ধবধ্বজিনীমুখে ॥৭॥

### ভারতকৌমুদী

শিবীতি । শিবয়ন্তবংশীয়াঃ সৌবীরসিদ্ধবশ্চ তত্তদংশীয়াস্তেবাম্ ॥৩॥

হেমেনি । ভীমঃ, হেয়া হেমপট্টবেষ্টেন চিত্রো বিচিত্রঃ সমুৎসেধ উপরিভাগে যন্তান্তাম্, তথা সৰ্ব্বেষেব অবয়বেষু শৈক্যায়সৌ শৈক্যানামকলঘুলোহনির্মিতৈঃ সৰ্ব্বশৈক্যায়সৌ তাং গদাং প্রগৃহ্য, পরাজয়্য কালচোদিতং সৈন্ধবং জয়দ্রথমভ্যদ্রবৎ ॥৪॥

তদিতি । অথ কোটিকান্তস্তদাখ্যঃ প্রাণ্ডকো রাজপুত্রঃ, মহতা রথানাং বংশেন সমূহেন, তয়োৰ্ভীমজয়দ্রথয়োঃ অন্তরং মধ্যদেশম্, আবৃত্য নিরুধ্য, বৃকোদরং পরিবার্য্য নিবার্য্য চ, অভ্যহারয়ৎ ভীমং প্রতি অস্ত্রানি গুক্ষিপৎ ॥৫॥

শক্তিীতি । বীরবাহুভিঃ প্রচোদিতৈর্নিক্ষিপ্তৈঃ । কৌর্যমাণোহপি আচ্ছান্তমানোহপি ॥৬॥

গজমিতি । সগজারোহম্ আরোহিসহিতম্ । সৈন্ধবস্ত ধ্বজিনীমুখে সেনাগ্রে ॥৭॥

তাহার পর যুদ্ধে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে দেখিয়া তখনই জয়দ্রথের সৈন্তগণের মধ্যে ঘোরতর কোলাহল উখিত হইল ॥২॥

এবং ব্যাজের স্থায় বলমন্ত সেই পুরুষশ্রেষ্ঠগণকে দেখিয়া শিবিবংশীয় ও সিদ্ধু-সৌবীরদেশীয় রাজগণের বিষাদ জন্মিল ॥৩॥

যাঁহার উপরিভাগ স্বর্ণপট্টবেষ্টিত এবং সমস্ত ভাগ শৈক্যালৌহে নির্মিত ছিল, সেই গদা ধারণ করিয়া ভীমসেন কালপ্রেরিত জয়দ্রথের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৪॥

তাহার পর কোটিকান্ত বিশাল রথসমূহদ্বারা ভীম ও জয়দ্রথের মধ্যস্থান আবৃত করিয়া ভীমকে নিবারণপূর্বক অস্ত্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥৫॥

তখন বীরগণনিক্ষিপ্ত বহুতর শক্তি, তোমর ও নারাচদ্বারা আবৃত হইয়াও ভীমসেন বিচলিত হইলেন না ॥৬॥

পার্থঃ পঞ্চশতান্ শূরান্ পার্শ্বতীয়ান্ মহারথান্ ।

পরীক্ষমানঃ সৌবীরং জঘান ধ্বজিনৌমুখে ॥৮॥

রাজা স্বয়ং স্রবীরাণাং প্রবরাণাং প্রহারিণাম্ ।

নিমেষমাত্রেন শতং জঘান সমরে তদা ॥৯॥

দদৃশে নকুলস্তত্র রথাৎ প্রস্কন্দ্য খড়্গাধ্বক্ ।

শিরাংসি পাদরক্ষাণাং বীজবৎ প্রবপন্ মুহুঃ ॥১০॥

সহদেবস্ত সংযায় রথেন গজযোধিনঃ ।

পাতয়ামাস নারাচৈর্দ্রুমৈভ্য ইব বর্হিণঃ ॥১১॥

ততস্ত্রিগর্তঃ সধনুরবতীর্য মহারথাৎ ।

নদয়া চতুরো বাহান্ রাজস্তস্ত্র তদাবধৌ ॥১২॥

### ভারতকৌমুদী

পার্থ ইতি । পার্শ্বৈর্জুনঃ, অস্ত্রেণাং পৃথগুপাদানাম্ । পরীক্ষমানো ধর্ম্মমিচ্ছন্ ॥৮॥

রাজেতি । রাজা যুধিষ্ঠিরঃ, স্রবীরাণাং সৌবীরদেশীয়ানাম্, প্রহারিণাং যোদ্ধাণাম্ ॥৯॥

দদৃশ ইতি । প্রস্কন্দ্য অবগ্নুত্যা । পাদরক্ষাণাং রথচক্ররক্ষাকাণাম্, প্রবপন্ নিপাতয়ন্ ॥১০॥

সহেতি । গজযোধিনো বিপক্ষসৈন্তান্ । বর্হিণো ময়ূরান্ ॥১১॥

তত ইতি । ত্রিগর্ত্তস্ত্রিগর্ত্তরাজঃ । বাহান্ অশ্বান্, রাজো যুধিষ্ঠিরস্ত্র ॥১২॥

পরন্তু ভীমসেন গদাধারা জয়দ্রথসৈন্তের সম্মুখভাগে অবস্থিত চৌদ্দ জন পদাতিকে এবং আরোহীর সহিত একটা হাতীকে সংহার করিলেন ॥৭॥

অর্জুন জয়দ্রথকে ধরিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার সৈন্তের সম্মুখভাগে পাঁচ শত পার্শ্বত মহারথ বীরকে বধ করিলেন ॥৮॥

তখন রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং নিমেষের মধ্যে সৌবীরদেশীয় প্রধান এক শত যোদ্ধাকে নিহত করিলেন ॥৯॥

সেই সময়ে ইহাও দেখা গেল যে, নকুল খড়্গাধারণপূর্বক রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া খাত্তাদিবীজের জ্বায় চক্ররক্ষী সৈন্তগণের মস্তক সকল মুহূর্মুহুঃ নিপাতিত করিতেছেন ॥১০॥

এবং সহদেবও রথারোহণপূর্বক জয়দ্রথের সৈন্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া নারাচদ্বারা বৃক্ষ হইতে ময়ূরসমূহের জ্বায় গজারোহীদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন ॥১১॥

তাহার পর ধনুর্ধর ত্রিগর্ত্তরাজ মহারথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তখনই গদাধারা যুধিষ্ঠিরের রথের চারিটা অশ্বকেই বধ করিলেন ॥১২॥

তমভ্যাসগতং রাজা পদাতিং কুস্তিনন্দনঃ ।  
 অর্দ্ধচন্দ্রেণ বাণেন বিব্যাধোরসি ধর্মরাট্ ॥১৩॥  
 স ভিন্নহৃদয়ো বীরো বক্ত্রাচ্ছাণিতমুদ্রমন্ ।  
 পপাতাভিমুখং প্রাপ্তশিচ্ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ ॥১৪॥  
 ইন্দ্রসেনদ্বিতীয়স্ত রথাৎ প্রক্ষন্দ্য ধর্মরাট্ ।  
 হতশ্বঃ সহদেবস্ত প্রতিপেদে মহারথম্ ॥১৫॥  
 নকুলং ত্বভিসন্ধায় ক্ষেমঙ্করমহামুখো ।  
 উভাবুভয়তন্তৌক্ষৈঃ শরবর্ষৈরবর্ষতাম্ ॥১৬॥  
 তোমরৈরভিবর্ষন্তৌ জীমূতাবিব বার্ষিকৌ ।  
 একৈকেন বিপাঠেন জয়ে মাদ্রবতীহতঃ ॥১৭॥

### ভারতকৌমুদী

‘তমিতি । অভ্যাসগতং সমীপোপস্থিতম্ । উরসি বক্ষসি ॥১৩॥  
 স ইতি । ভিন্নহৃদয়ো বিদৌর্গবক্ষাঃ । অভিমুখং যুধিষ্ঠিরস্তৈব ॥১৪॥  
 ইন্দ্রেতি । প্রক্ষন্দ্য হতশ্বাদেবাবপ্লুত । প্রতিপেদে প্রাপ আক্রমোহেত্যর্থঃ ॥১৫॥  
 নকুলমিতি । ক্ষেমঙ্করমহামুখো তদাখ্যো বীরো । উভয়ত উভয়দিগ্ভ্যাম্ ॥১৬॥  
 তোমরৈরিতি । জীমূতো মেঘাবিব, বার্ষিকৌ বর্ষাকালীনৌ । বিপাঠেন তদাখ্যো-  
 নাস্ত্রৈণ ॥১৭॥

• তখন যুধিষ্ঠির অর্দ্ধচন্দ্রবাণদ্বারা নিকটবর্তী ও পাদচারী ত্রিগর্ভরাজের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন ॥১৩॥

তাহাতেই ত্রিগর্ভরাজের বক্ষস্থল বিদৌর্গ হইয়া গেল ; তাই সম্মুখাগত বীর ত্রিগর্ভরাজ মুখ হইতে রক্ত বমন করিতে থাকিয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের আয় ভূতলে পতিত হইলেন ॥১৪॥

তখন অশ্বগুলি নিহত হইয়াছিল বলিয়া যুধিষ্ঠির নিজ সারথি ইন্দ্রসেনের সহিত রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া যাইয়া সহদেবের বিশাল রথে আরোহণ করিলেন ॥১৫॥

এদিকে ‘ক্ষেমঙ্কর’ ও ‘মহামুখ’ নামক দুই মহাবীর নকুলকে লক্ষ্য করিয়া, দুই দিক্ হইতেই তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥১৬॥

এবং বর্ষাকালের দুই খণ্ড মেঘের আয় তাঁহারা নকুলের উপরে তোমরও বর্ষণ করিতে থাকিলেন ; তখন নকুল এক একটা বিপাঠ অস্ত্রবাহ্য। তাঁহাদিগকে বধ করিলেন ॥১৭॥

ত্রিগৰ্ভরাজঃ সুরথস্ত্রাথ রথধূৰ্গতঃ ।  
 রথমাক্ষেপয়ামাস গজেন গজযানবিলং ॥১৮॥  
 নকুলস্তপভীস্তস্মাদ্রথাক্ষ্যাসিপাণিমান্ ।  
 উদ্ভ্রাম্য স্থানমাস্থায় তস্মৈ গিরিবিচলঃ ॥১৯॥  
 সুরথস্তং গজবরং বধায় নকুলস্ত তু ।  
 প্রেষয়ামাস সক্রোধমভ্যুচ্ছিতকরং ততঃ ॥২০॥  
 নকুলস্তস্ত নাগস্ত সমীপপরিবর্তিনঃ ।  
 সবিধাণং ভুজং মূলে খড়েগন নিরকুন্তত ॥২১॥  
 ন বিনশ্য মহানাদং গজঃ কঙ্কণভূষণঃ ।  
 পতনবাক্শিরা ভূমৌ হস্ত্যারোহমপোথয়ৎ ॥২২॥  
 স তৎ কৰ্ম্ম মহৎ কৃৎস্না শূরো মাদ্রবতীভূতঃ ।  
 ভীমসেনরথং প্রাপ্য শৰ্ম্ম লেভে মহারথঃ ॥২৩॥

### ভারতকৌমুদী

ত্রীতি । ত্রিগৰ্ভরাজঃ অপরঃ । রথধূৰ্গতো রথাস্থিকগতঃ ॥১৮॥  
 নকুল ইতি । অপভীর্নির্ভয়ঃ । উদ্ভ্রাম্য চর্যাসী ঘূর্ণয়িত্বা, স্থানং ভূতলম্ ॥১৯॥  
 সুরথ ইতি । অভ্যুচ্ছিতকরং নকুলং প্রতি উত্তোলিতশুণ্ডম্ ॥২০॥  
 নকুল ইতি । নাগস্ত হস্তিনঃ । সবিধাণং সদন্তম্, ভুজং শুণ্ডম্ ॥২১॥  
 স ইতি । কঙ্কণং শেখরঃ, “কঙ্কণং শেখরে হস্তসূত্রমণ্ডনয়োরপি” ইতি বিশ্বঃ ॥২২॥

তাহার পর হস্তিযাননিপুণ ‘সুরথ’-নামক অপর একজন ত্রিগৰ্ভরাজ নকুলের রথের নিকটবর্তী হইয়া হস্তীদ্বারা সেই রথখানাকে আকর্ষণ করাইলেন ॥১৮॥

তখন অসি-চর্ম্মধারী নির্ভয়চিত্ত নকুল সেই অসি-চর্ম্ম ঘুরাইতে ঘুরাইতে রথ হইতে ভূতলে নামিয়া পর্ব্বতের শ্রায় অচল হইয়া দাঁড়াইলেন ॥১৯॥

তদনন্তর সুরথ নকুলকে বধ করিবার জন্য ক্রোধের সহিত সেই উত্তোলিতশুণ্ড হস্তিবরকে প্রেরণ করিলেন ॥২০॥

সেই হস্তী নিকটবর্তী হইলে, নকুল খড়্গদ্বারা দন্তের সহিত তাহার শুণ্ডটাকে মূলদেশেই ছেদন করিলেন ॥২১॥

তখন শিরোভূষণভূষিত সেই হস্তী বিশাল গর্জন করিয়া অধোমুখ হইয়া ভূতলে পতিত হইতে থাকিয়া আরোহীকে নিষ্পেষিত করিল ॥২২॥

(১৯)....উদ্ভ্রাম্য স্থানমাস্থায়—বা ব কা, ...উদ্ভ্রাম্য স্থানমাস্থা—পি । (২২) . গজঃ কঙ্কণভূষণঃ—পি ।

ভীমস্তাপততো রাজ্ঞঃ কোটিকাস্ত্রস্ত সঙ্গরে ।

সূতস্ত নুদতো বাহান্ ক্ষুরপ্রোণাহরচ্ছিরঃ ॥২৪॥

ন বুবোধ হতং সূতং স রাজা বাহুশালিনা ।

তস্তাশ্বা ব্যদ্রবন্ সংখ্যে হতসূতাস্ততস্ততঃ ॥২৫॥

বিমুখং হতসূতং তং ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ ।

জঘান তলযুক্তেন প্রাসেনাভ্যেত্য পাণ্ডবঃ ॥২৬॥

দ্বাদশানাস্ত সর্বেষাং সৌবীরাণাং ধনঞ্জয়ঃ ।

চকর্ত নিশিতৈর্ভল্লৈর্ধনুংষি চ শিরাংসি চ ॥২৭॥

শিবীনিষ্কুকুমুখ্যাংশ্চ ত্রিগর্তান্ সৈন্ধবানপি ।

জঘানাতিরথঃ সংখ্যে বাণগোচরমাগতান্ ॥২৮॥

### ভারতকৌমুদী

স ইতি । তং গজবধরূপম্ । শর্য স্থিতি ॥২৩॥

ভীম ইতি । আপতত আগচ্ছতঃ, সঙ্গরে যুদ্ধে । নুদতশালয়তঃ, বাহান্ অশ্বান্ ॥২৪॥

নেতি । স কোটিকাস্ত্রঃ, বাহুশালিনা ভীমেন । সংখ্যে যুদ্ধে ॥২৫॥

বিমুখমিতি । তং কোটিকাস্ত্রম্ । তলযুক্তেন মুষ্টিসমন্বিতেন ॥২৬॥

দ্বাদশানামিতি । সৌবীরাণাং সৌবীরদেশীয়ানাং বীরাণাম্ ॥২৭॥

শিবীনিতি । সৈন্ধবান্ সিদ্ধদেশীয়ান্ । অতিরথঃ অর্জুনঃ, সংখ্যে যুদ্ধে ॥২৮॥

### ভারতভাবদীপঃ

• স্তম্ভিষ্ঠতেতি ॥১—৪॥ অন্তরমভ্যাহারয়ং ভীমজয়ত্ৰয়োর্মধ্যে প্রবেশেন ব্যবধানং কৃতবান্, রথবংশেন রথবর্ণেণ ॥৫—২০॥ সবিধাণং ভূজম্, সদন্তং শুণ্ডশঙম্, মূলে গণ্ডপ্রদেশে ॥২১—২৫॥

এদিকে বীর ও মহারথ নকুল সেই গুরুতর কার্য্য করিয়া ভীমসেনের রথে উঠিয়া স্বস্তি লাভ করিলেন ॥২৩॥

কোটিকাস্ত্ররাজ্য যুদ্ধে ভীমের দিকে আসিতেছিলেন এবং তাঁহার সারথি ঘোড়াগুলিকে চালাইতেছিল; এই সময়ে ভীম ক্ষুরপ্রদ্বারা সেই সারথির মস্তকচ্ছেদন করিলেন ॥২৪॥

ভীম সারথিকে যে বধ করিয়াছেন, তাহা কোটিকাস্ত্র বৃষিতেই পারিলেন না; কিন্তু সারথি নিহত হওয়ায় তাঁহাধ ঘোড়াগুলি যুদ্ধে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল ॥২৫॥

তখন যোদ্ধপ্রোষ্ঠ ভীমসেন নিকটবর্তী হইয়া মুষ্টিযুক্ত প্রাসদ্বারা পরাভূত ও হতসারথি সেই কোটিকাস্ত্রকে বধ করিলেন ॥২৬॥

এদিকে অর্জুন নিশিত ভল্লদ্বারা সৌবীরদেশীয় বীর জন বীরের মধ্যে সকলেরই খন্ড ও মস্তক ছেদন করিলেন ॥২৭॥

সাদিতাঃ প্রত্যাদৃশ্যন্ত বহবঃ সব্যাসাচ্চিনা ।  
 সপতাকাশচ মাতঙ্গাঃ সশ্বজাশচ মহারথাঃ ॥২৯॥  
 প্রচ্ছাণ্ড পৃথিবীং তশ্চুঃ সর্বমাযোধনং প্রতি ।  
 শরীরাণ্যশিরস্কানি বিদেহানি শিরাংসি চ ॥৩০॥  
 শ্বগৃধ্রকঙ্কাকোল-ভাসগোমায়ুবায়াসঃ ।  
 অতৃপ্যন্তত্র বীরাণাং হতানাং মাংসশোণিতৈঃ ॥৩১॥  
 হতেষু তেষু বীরেষু সিদ্ধুরাজো জয়দ্রথঃ ।  
 বিমূঢ়া কৃষ্ণাং সন্ত্রস্তঃ পলায়নমনাহতবৎ ॥৩২॥  
 স তস্মিন্ সঙ্কুলে সৈন্যে দ্রৌপদীমবতার্য তাম্ ।  
 প্রাণপ্রেক্ষুরূপাধাবননং তত্র নরাধমঃ ॥৩৩॥  
 দ্রৌপদীং ধর্ম্যরাজস্ত দৃষ্ট্বা ধোম্যপূরস্কৃতাম্ ।  
 মাদ্রৌপুত্রেণ বীরেণ রথমারোপয়ন্তদা ॥৩৪॥

### ভারতকৌমুদী

সাদিতা ইতি । সাদিতা নিপাতিতাঃ । মহাস্তো রথা মহারথাঃ ॥২৯॥  
 প্রচ্ছাণ্ডেতি । পৃথিবীং ভূমি, আয়োধনং যুদ্ধম, যুদ্ধস্ত সর্বং জ্ঞানমিত্যর্থঃ ॥৩০॥  
 শ্বেতি । কঙ্কাঃ পক্ষিবেশবাঃ, কাকোলা দ্রোণকাকাঃ, বায়াসঃ সাধারণকাকাঃ ॥৩১॥  
 হতেষু ইতি । পলায়নমনাঃ পলায়নেচ্ছুঃ । বিসর্গলোপেহপি সন্ধিরার্থঃ ॥৩২॥  
 স ইতি । সঙ্কুলে বিশৃঙ্খলে । অবতারণ্য স্বরথাং । প্রাণপ্রেক্ষুঃ প্রাণরক্ষণেচ্ছুঃ ॥৩৩॥

এবং অতিরথ অর্জুন যুদ্ধে বাণপথে উপস্থিত হওয়ামাত্রই শিবি ও ইক্ষ্বাকুবংশীয়  
 এবং ত্রিগর্ত ও সিদ্ধুদেশীয় বীরদিগকে সংহার করিলেন ॥২৮॥

ক্রমে দেখা গেল—অর্জুন পতাকার সহিত বহুতর ইস্তৌকে এবং ধ্বজের সহিত  
 অনেক বড় বড় রথকে নিপাতিত করিয়াছেন ॥২৯॥

তখন মস্তকশূণ্য বহুতর দেহ এবং দেহশূণ্য বহুতর মস্তক সমগ্র যুদ্ধস্থানটাকে  
 আবৃত করিয়া রহিয়াছিল ॥৩০॥

সেই সময়ে কুকুর, হাড়গিলা, দাঁড়কাক, ভাস, শৃগাল ও সাধারণ কৃক সকল  
 নিহত বীরগণের রক্ত ও মাংসদ্বারা তৃপ্তি লাভ করিতে লাগিল ॥৩১॥

সেই বীরগণ নিহত হইলে, সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ অত্যন্ত ভীত হইয়া দ্রৌপদীকে  
 পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥৩২॥

ক্রমে সেই নরাধম জয়দ্রথ আপন রথ হইতে দ্রৌপদীকে নামাইয়া দিয়া প্রাণ-  
 রক্ষার জন্য বনের ভিতরে ধাবিত হইল ॥৩৩॥

ততস্তদ্বিক্রোতং সৈন্যমপযাতি জয়দ্রথে ।

আদিষ্ঠাদিষ্ঠ নারাচৈরাজ্ঞঘান রুকোদয়ঃ ॥৩৫॥

সব্যসাচী তু তং দৃষ্ট্বা পলায়ন্তং জয়দ্রথম্ ।

বারয়ামাস নিম্নন্তং ভীমং সৈন্ধবসৈনিকান্ ॥৩৬॥

অর্জুন উবাচ ।

যন্তাপচারাং প্রাপ্তোহয়মশ্বান ক্লেশো ছরাসদঃ ।

তমস্মিন্ সমরোদ্দেশে ন পশ্যামি জয়দ্রথম্ ॥৩৭॥

তমেবান্নিষ ভদ্রং তে কিং তে যোধৈনিপাতিতৈঃ ।

অনামিষমিদং কৰ্ম্ম কথং বা মন্যতে ভবান্ ॥৩৮॥

### ভারতকৌমুদী

জ্যোপদীমিতি । মাজীপুত্রেন সহদেবেন, তদীয়রথ এব ধর্ম্মরাজস্ত প্রাগারোহণং ॥৩৪॥

তত ইতি । বিজ্ঞতং পলায়িতম্ । আদিষ্ঠাদিষ্ঠ তিষ্ঠ তিষ্ঠেত্যাজ্ঞায়জ্ঞায় ॥৩৫॥

সব্যোতি । সৈন্ধবস্ত জয়দ্রথস্ত সৈনিকান্ নিম্নন্তং ভীমং বারয়ামাস ॥৩৬॥

যন্তোতি । অপচারাৎ ত্যাচারং । সমরোদ্দেশে যুদ্ধভূমৌ ॥৩৭॥

তমিতি । অন্নিষ অন্নিষ । ইদং যোধনিপাতনরূপং কৰ্ম্ম, ন বিজ্ঞতে আমিষঃ লোভো যস্মিন্ন্তং, অবাহনীয়মিত্যর্থঃ, “আমিষং পললে লোভে” ইত্যাদিবিধঃ ॥৩৮॥

### ভারতভাবদীপঃ

তলযুক্তেন মুষ্টিযুক্তেন । “তলং সরূপে” ইত্যুপক্রম্য “চপেটে চ ংসরা’ বিতি মেদিনী । ংসরুঃ ১: ১২৬—৩৪। আদিষ্ঠ নাম বিশ্রাব্য ৩৫। সৈনিকান্ নিম্নন্তং ভীমং বারয়ামাস

তখন যুধিষ্ঠির জ্যোপদীকে ধোম্যপুরোহিতের সম্মুখবর্ত্তিনী দেখিয়া তখনই সহদেব-  
দ্বারা তাঁহাকে আপন রথে আরোহণ করাইলেন ॥৩৪॥

ওদিকে জয়দ্রথ পলায়ন করিলে তাঁহার সৈন্যগণও পলায়ন করিতে লাগিল ;  
তখন ভীমসেন ‘দাঁড়া দাঁড়া’ বলিয়া আদেশ করিয়া করিয়া নারাচদ্বারা তাহাদিগকে  
বধ করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

জয়দ্রথ পলায়ন করিয়াছে এবং ভীম তাহার সৈন্য বিনাশ করিতেছেন, ইহা  
দেখিয়া অর্জুন ভীমকে নিবারণ করিলেন ॥৩৬॥

অর্জুন বলিলেন—“যাহার অত্যাচারে আমাদের এই দুঃসহ কষ্ট উপস্থিত  
হইয়াছে, সেই জয়দ্রথকেই এই সমরস্থলে দেখিতেছি না ॥৩৭॥

অতএব তাহারই অন্বেষণ করুন ; আপনার মঙ্গল হউক, এই যোদ্ধগণকে  
বিনাশ করায় আপনার কি ফল হইবে ? এটা ত অবাহনীয় কার্য্য । আপনিই বা কি  
মনে করেন ?” ॥৩৮॥



বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইত্যুক্তো ভীমসেনস্ত গুড়াকেশেন ধীমতা ।  
 যুধিষ্ঠিরমভিশ্রেষ্ঠ্য বাগ্মী বচনমব্রবীৎ ॥৭৯॥  
 হতপ্রবীরা রিপবো ভূয়িষ্ঠং বিদ্রুতা দিশঃ ।  
 গৃহীত্বা দ্রৌপদীং রাজন্ ! নিবর্ততু ভবানিতঃ ॥৮০॥  
 যমাভ্যাং সহ রাজেন্দ্র ! ধৌম্যেন চ মহাত্মনা ।  
 প্রাপ্যাত্মমপদং রাজন্ ! দ্রৌপদীং পরিসাস্তুয় ॥৮১॥  
 নহি মে মোক্ষ্যতে জীবন্ মুঢ়ঃ সৈন্ধবকো নৃপঃ ।  
 পাতালতলসংস্থোহপি যদি শত্রোহস্ত সারথিঃ ॥৮২॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ন হস্তব্যো মহাবাহো ! তুরাত্মাপি স সৈন্ধবঃ ।  
 দুঃশলামভিসংস্মৃত্য গাঙ্কারীঞ্চ যশাস্বনীয়ম্ ॥৮৩॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । গুড়াকা নিদ্রা তস্তা দেশো নিয়ন্তা তেন জিতনিদ্রেণাঙ্কুর্নেনেত্যর্থঃ ॥৭৯॥  
 হতেতি । হতাঃ প্রকৃষ্টা বীরা যেষাং তে । ভূয়িষ্ঠং বহুলং যথা স্মাতত্বা ॥৮০॥  
 যমাভ্যামিতি । যমাভ্যাং নকুলসহদেবাভ্যাম্ । আশ্রমপদমাশ্রমস্থানম্ ॥৮১॥  
 নহীতি । সৈন্ধবকো জয়দ্রথঃ, কুংসায়ং কপ্ততায়ঃ । সারথিঃ সহায়ঃ ॥৮২॥  
 নেতি । সৈন্ধবো জয়দ্রথঃ । অভিসংস্মৃত্য জ্যেষ্ঠতাং ততনয়য়া দুঃশলায়া বৈধব্যাতনাম্  
 ইয়ন্তং কালং যাবচ্ছোকানন্তভবেন যশস্বিন্যশ্চ গাঙ্কার্যাঃ শোকং বিভাব্যেতি ভাবঃ ॥৮৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—বুদ্ধিমান্ অর্জুন এই কথা বলিলে, বাগ্মী ভীমসেন  
 যুধিষ্ঠিরের দিকে চাহিয়া এই কথা বলিলেন—॥৭৯॥

“মহারাজ ! শত্রুপক্ষের প্রধান প্রধান বীরই নিহত হইয়াছে এবং অনেকে  
 নানাদিকে পলায়ন করিয়াছে ; অতএব আপনি দ্রৌপদীকে লইয়া এস্থান হইতে  
 ফিরিয়া যান ॥৮০॥

রাজজ্যেষ্ঠ রাজা । মহাত্মা ধৌম্যপুরুষোহিত এবং নকুল ও সহদেবের সহিত আপনি  
 আশ্রমে বাইয়া দ্রৌপদীকে আশ্রয় করুন ॥৮১॥

জয়দ্রথ যদি পাতালেও বাইয়া থাকে এবং ইন্দ্রও যদি তাহার সহায় হন, তথাপি  
 সে মূর্থ জীবিত অবস্থায় আমার নিকট হইতে মুক্তি পাইবে না” ॥৮২॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মহাবাহু ! জয়দ্রথ তুরাত্মা হইলেও, দুঃশলার বিষয় এবং  
 যশস্বিনী গাঙ্কারীর বিষয় ভাবিয়া তাহাকে বধ করিও না” ॥৮৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তচ্ছ্রদ্ধা দ্রোপদৌ ভীমমুবাচ ব্যাকুলেন্দ্রিয়া ।

কুপিতা ভীমতৌ প্রাজ্ঞা পুতৌ ভীমার্জুনাবুভৌ ॥৪৪॥

কর্তব্যক্ষেপে প্রিয়ং মহং বধ্যঃ স পুরুষাধমঃ ।

সৈন্ধবাপসদঃ পাপো দুৰ্ম্মতিঃ কুলপাংসনঃ ॥৪৫॥

ভার্য্যাপহৰ্ত্তা যো বৈরৌ যশ্চ রাজ্যহরৌ রিপুঃ ।

যাচমানোহপি সংগ্রামে ন মোক্তব্যঃ কথঞ্চন ॥৪৬॥

ইত্যুক্তৌ তৌ নরব্যাত্তৌ যযতুৰ্যত্র সৈন্ধবঃ ।

রাজা নিববৃতে কৃষ্ণামাদায় সপুৰোহিতঃ ॥৪৭॥

স প্রবিষ্টাশ্রমপদং ব্যপবিদ্ধবধৌমঠম্ ।

মার্কণ্ডেয়াদিভির্বিপ্রৈরনুকীর্ণঃ দদর্শ হ ॥৪৮॥

ভারতকৌমুদী

তদिति । ভীমং ভয়ঙ্করং যথা শ্রুত্বা উবাচ, ব্যাকুলেন্দ্রিয়া ক্ষুব্ধচিত্তাঃ, ভীমতৌ লজ্জাবতৌ, অপরাধিনো মুক্ত্যাদেশাদिति ভাবঃ ॥৪৪॥

কর্তব্যমिति । মহং মম । সৈন্ধবশাসনৌ অপসদৌ নিকৃষ্টশ্চেতি সঃ ॥৪৫॥

ভার্য্যোতি । যাচমানোহপি নিজমুক্তিমিতি শেষঃ ॥৪৬॥

ইতীতি । তৌ ভীমার্জুনৌ । রাজা যুধিষ্ঠিরঃ, সপুৰোহিতো ধৌম্যসহিতঃ ॥৪৭॥

স ইতি । ব্যপবিদ্ধা দ্রোপদৌহরণকালীনসংঘর্ষণে বিশঙ্খলীকৃত্য বৃদ্ধা স্ববীণামাসনানি মঠাঙ্কিতাবাসাশ্চ যত্র তৎ । অনুকীর্ণং ব্যাপ্তম্ ॥৪৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠিরের সেই কথা শুনিয়া বুদ্ধিমতী দ্রোপদী ক্রুদ্ধা ও লজ্জিতা হইয়া ক্ষুব্ধচিত্তে ও ভয়ঙ্করভাবে ভীম ও অৰ্জুন—দুই স্বামীকেই কহিলেন—॥৪৪॥

“আমার প্রিয়কার্য্য যদি আপনাদের কর্তব্য হয়, তবে সেই নরাধম, পাপাত্মা, দুৰ্ম্মতি ও কুলদুষক নিকৃষ্ট সিদ্ধুরাজকে বধই করিবেন ॥৪৫॥

যে লোক ভার্য্যাপহারী শত্রু এবং যে ব্যক্তি রাজ্যাপহারী বৈরী, সে যদি যুদ্ধে যুক্তি প্রার্থনাও করে, তথাপি কোন প্রকারেই ত্রাহাকে মুক্ত করা উচিত নহে” ॥৪৬॥

দ্রোপদী এইরূপ বলিলে, নরশ্রেষ্ঠ ভীম ও অৰ্জুন—যেদিকে জয়জয় গিয়াছিলেন, সেই দিকে প্রস্থান করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরও দ্রোপদীকে লইয়া ধৌম্যপুৰোহিতের সহিত আজ্ঞামের দিকে ফিরিলেন ॥৪৭॥

তিনি আজ্ঞামে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—ঋষিদের আসনগুলি বিকীর্ণ

দ্রৌপদীমশুশোচন্তি ব্রাহ্মণৈস্তৈঃ সমাহিতৈঃ ।  
 সমিয়ায় মহাপ্রাজ্ঞঃ সভার্যো ভ্রাতৃমধ্যগঃ ॥৪৯॥  
 তে চ তং মুদিতা দৃষ্ট্বা পুনঃ প্রত্যাগতং নৃপম্ ।  
 জিহ্বা তান্ সিদ্ধূর্সৌবীরান্ দ্রৌপদীকাক্ষতাং পুনঃ ॥৫০॥  
 স তৈঃ পরিব্রুতো রাজা তত্র চোপবিবেশ হ ।  
 প্রবিবেশাশ্রমং কৃষ্ণা যমাভ্যাং সহ ভাবিনী ॥৫১॥  
 ভীমার্জুনাবপি শ্রুত্বা ক্রোশমাত্রগতং রিপুম্ ।  
 স্বয়মশ্বাংস্তদন্তৌ তো জবেনৈবাভ্যধাবতাম্ ॥৫২॥  
 ইদমত্যন্তুতং চাত্র চকারাতিরথোহর্জুনঃ ।  
 ক্রোশমাত্রগতানস্থান্ সৈন্ধবস্ত জঘান যৎ ॥৫৩॥

### ভারতকৌমুদী

দ্রৌপদীমিতি । সমাহিতৈর্দ্রৌপদ্যাক্ষায়ে কৃতম্নোযোগৈঃ । সমিয়ায় মিলিতো বভূব ॥৪৯॥

১. ত ইতি । তে ব্রাহ্মণাশ্চ, মুদিতা অভবন্নতি শেষঃ ॥৫০॥

স ইতি । তৈর্ব্রাহ্মণৈঃ । যমাভ্যাং নকুলসহদেবাভ্যাম্, ভাবিনী আশ্রমাস্থরাগিনী ॥৫১॥

ভীমিতি । রিপুং জয়ত্ৰথম্ । তদন্তৌ কশাঘাতেন বাধ্যন্তৌ, জবেন বেগেন ॥৫২॥

এবং ছাত্রদের বাসস্থানগুলি বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে ; আর মার্কণ্ডেয়প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা আসিয়া আশ্রমটীকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন ॥৪৯॥

এবং সেই ব্রাহ্মণেরা একাগ্রচিত্তে দ্রৌপদীর বিষয়ে শোক করিতেছেন । এমন সময়ে মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবের মধ্যে থাকিয়া দ্রৌপদীকে লইয়া যাইয়া সেই ব্রাহ্মণদের সহিত মিলিত হইলেন ॥৪৯॥

সেই সিদ্ধূর্দেশীয় ও সৌবীরদেশীয় বীরগণকে জয় করিয়া রাজা পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং দ্রৌপদীকেও আনয়ন করিয়াছেন—ইহা দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণেরা আনন্দিত হইলেন ॥৫০॥

তখন রাজা সেই ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেইখানেই উপবেশন করিলেন ; আর আশ্রমাস্থরাগিনী দ্রৌপদী নকুল ও সহদেবের সহিত যাইয়া আশ্রমের ভিতরে প্রবেশ করিলেন ॥৫১॥

এদিকে জয়ত্ৰথ একক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াছেন—ইহা শুনিয়া ভীম এবং অর্জুনও নিজেরাই অশ্বগণকে চালাইতে থাকিয়া বেগে ধাবিত হইলেন ॥৫২॥

এই সময়ে অতিরথ অর্জুন এই অত্যন্তুত কার্য্য করিলেন যে, জয়ত্ৰথের অশ্বগুলি একক্রোশ পথ গিয়াছিল, সেই অবস্থাতেই সেগুলিকে বধ করিলেন ॥৫৩॥

স হি দিব্যাক্সসম্পন্নঃ কৃচ্ছ্ কালেহপ্যসম্মমঃ ।  
 অকরোদ্ভুক্ষরং কৰ্ম্ম শবৈরস্তানুমনিতৈঃ ॥৫৪॥  
 ততোহভ্যধাবতাং বীরাবুভৌ ভীমধনঞ্জয়ো ।  
 হতাশ্বং সৈন্ধবং ভীতমেকং ব্যাকুলচেতসম্ ॥৫৫॥  
 সৈন্ধবস্তু হতান্ দৃষ্ট্ৱা তথাস্থান্ স্থান্ স্তম্ভুঃখিতঃ ।  
 অতিবিক্রমকৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বাণঞ্চ ধনঞ্জয়ম্ ।  
 পলায়নকৃতোৎসাহঃ প্রাদ্রবদ্যেন বৈ বনম্ ॥৫৬॥  
 সৈন্ধবং স্ততিসম্প্রেক্ষ্য পরাক্রান্তং পলায়নে ।  
 অনুযায় মহাবাহুঃ ফাল্গুনো বাক্যমব্রবীৎ ॥৫৭॥

## ভারতকৌমুদী

ইদমিতি । অত্যন্তুতং কৰ্ম্ম । সৈন্ধবস্তু জয়দ্রথশ্চ ॥৫৩॥  
 ল ইতি । হি যস্মাৎ । অজ্ঞেয় দিব্যাক্সমজ্ঞেয় অন্তমস্তিতৈঃ ॥৫৪॥  
 তত ইতি । সৈন্ধবং জয়দ্রথম্, ব্যাকুলচেতসং ভয়েন বিহ্বলচিত্তম্ ॥৫৫॥  
 সৈন্ধব ইতি । যেন পথা বনং প্রাদ্রবৎ তেনৈব পলায়নকৃতোৎসাহ আসীৎ । ষট্‌পাদোহয়ুঃ  
 শ্লোকঃ ॥৫৬॥  
 সৈন্ধবমিতি । পরাক্রান্তং প্রবৃত্তম্ । ফাল্গুনঃ অৰ্জুনঃ ॥৫৭॥

## ভারতভাবদীপঃ

৥৩৬। সমরোদ্দেশে রণভূমৌ ॥৩৭। অধিষ অধিচ্ছ ॥৩৮—৪২। দুঃশলাং দুঃখোধনভগিনীম্  
 ৥৪৩। ৪৭। অপবিত্রা ইত্যন্ততো বিলীর্ণা, বুস্তো স্বধীণামাসনানি মঠাশ্চ চ্ছাত্রাণামালয়া যত্র তৎ  
 ৥৪৮—৫৫। অতিবিক্রমযুক্তানি কৰ্ম্মাণি ॥৫৬—৬০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চবিংশত্যাধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২২৫॥

কারণ, অৰ্জুন স্বর্গীয় অস্ত্র জানিতেন এবং বিপদের সময়ও অধীর হইতেন না ;  
 তাই তিনি অস্ত্রমস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই বাণদ্বারা ভুক্ষর কার্য্য করিতে পারিয়া  
 ছিলেন ॥২৪॥

অশ্বগণ নিহত হইলে, একাকী জয়দ্রথ ভীত ও আকুলচিত্ত হইয়া পড়িলেন ;  
 তখন মহাবীর ভীম ও অৰ্জুন— দুই জনেই তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥৫৫॥

জয়দ্রথ, নিজের অশ্বগুলিকে নিহত এবং অৰ্জুনকে অতিবিক্রমের কার্য্য করিতে  
 দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া—যে পথে বনে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই পলায়ন  
 করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥৫৬॥

তখন মহাবাহু অৰ্জুন জয়দ্রথকে পলায়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়া  
 এই কথা বলিলেন— ॥৫৭॥

অনেন বীর্যেণ কথং দ্বিয়ং প্রার্থয়সে বলাৎ ।  
 রাজপুত্র ! নিবর্তস্ব ন' তে যুক্তং পলায়নম্ ॥৫৮॥  
 কথং হনুচরান্ হিহ্মা শক্রমধ্যে পলায়সে ।  
 ইত্যাচ্যমানঃ পার্থেন সৈন্ধবো ন ন্যবর্তত ॥৫৯॥  
 তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি তং ভীমঃ সহসাত্ত্বদ্রবদ্বলৌ ।  
 মা বধৌরিতি পার্থস্তং দয়াবান্ প্রত্যভাষত ॥৬০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি  
 দ্রোপদীহরণে জয়দ্রথপলায়নে পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ \*

—:~:—

### ভারতকৌমুদী

অনেনেতি । এতেন বীৰ্য্যশ্চ নিভান্ত এব নিকৰ্ষঃ সূচিতঃ ॥৫৮॥  
 কথমিতি । হিহ্মা'পরিত্যজ্য । পার্থেনার্জুনেন, ফাস্তনোপক্রমাৎ ॥৫৯॥  
 তিষ্ঠেতি । ইতি ক্রবন্নিতি শেষঃ । অভ্যজ্ঞবৎ অভ্যধাবৎ । পার্থেইর্জুনঃ ॥৬০॥  
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশতট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং  
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি দ্রোপদীহরণে  
 পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

“রাজপুত্র ! তুমি এই বলে পরজ্ঞী হরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে । তুমি নিবৃত্ত  
 হও, তোমার পলায়ন করা উচিত নহে ॥৫৮॥

‘তুমি নিজের অনুচরগণকে শক্রমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে পলায়ন  
 করিতেছ ?’ । অর্জুন এইরূপ বলিলেও জয়দ্রথ ফিরিলেন না ॥৫৯॥

তৎক্ৰমাৎ ‘দাঁড়া’ ‘দাঁড়া’ এই কথা বলিয়া বলবান ভীমসেন তাঁহার অনুসরণ  
 করিলেন ; তখন অর্জুন দয়ার্দ্ৰ হইয়া ভীমকে বলিলেন — “জয়দ্রথকে বধ করিবেন  
 না” ॥৬০॥

—:~:—

\* ‘...২৪টাধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...সপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...একসপ্তত্যধিক-  
 দ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...দ্বিষট্শত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

## ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । \*

—:৯:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

জয়দ্রথস্তু সংশ্রেক্ষ্য ভ্রাতরাবুদ্ভতায়ুধৌ ।

প্রাধাবন্তূর্ণমব্যগ্রৌ জীবিতেপ্সুঃ স্ত্রুঃখিতঃ ॥১॥

তং ভীমসেনো ধাবন্তুমবতীৰ্য্য রথান্বলৌ ।

অভিদ্ৰত্য নিজগ্রাহ কেশপক্ষে হুমৰ্ষণঃ ॥২॥

সমুত্তম্য চ তং ভীমো নিষ্পিপেষ মহীতলে ।

শিরো গৃহীত্বা রাজানং তাড়য়ামাস চৈব হ ॥৩॥

পুনঃ সঞ্জীবমানস্ত তস্মোৎপতিতুমিচ্ছতঃ ।

পদা মুদ্ধি মহাবাহুঃ প্রাহরদ্বিলপিদ্যতঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

জয়েতি । ভ্রাতরৌ ভীমার্জুনৌ । অব্যগ্রঃ পলায়নে অনাকুলঃ ॥১॥

তমিতি । কেশপক্ষে কেশপাশে, “পাশঃ পক্ষশ্চ হস্তশ্চ কলাপাৰ্থীঃ কচাৎ পরে” ইত্যমরঃ ॥২॥

সমিতি । সমুত্তম্য সমুত্তোলা, চকারাভূতলে নিপাত্য চ । রাজানং জয়দ্রথম্ ॥৩॥

পুনরिति । সঞ্জীবমানস্ত সঞ্জীবতঃ কিয়দ্বিলম্বাদাগতচেতনস্তেত্যর্থঃ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন —জয়দ্রথ, ভীম ও অর্জুনকে অস্ত্র উত্তোলনপূর্বক আসিতে দেখিয়া, অতিভুঃখিত ও প্রাণরক্ষার্থী হইয়া, অবিহ্বলভাবে সহর পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥১॥

তখন বলবান্ ও ক্রুদ্ধ ভীমসেন রথ হইতে অবতরণ করিয়া দ্রুত যাইয়া ধাবনশীল জয়দ্রথের কেশকলাপ ধারণ করিলেন ॥২॥

এবং ভীমসেন জয়দ্রথকে উত্তোলনপূর্বক ভূতলে নিপাতিত করিয়া নিষ্পেষণ করিলেন, পরে আবার মস্তক ধারণ করিয়া তাড়ন করিলেন ॥৩॥

\* ইতঃ পূর্কং কা-নি-পুস্তকয়োঃ ‘জয়দ্রথবিমোক্ষণপর্ক’ ইতি লিখিতম্ । তন্ন সঙ্গচ্ছতে, প্রকরণৈক্যাৎ মুনিগণিতপর্কশতাধিকপর্কসম্ভবাৎ “জ্যোপদীহরণং পর্ক জয়দ্রথবিমোক্ষণম্ । পতি-ব্রতায়্যাহাশ্চাৎ সাবিদ্র্যাস্চৈবমভুতম্ । রামোপাখ্যানমত্রৈব —” ইতি পর্কসংগ্রহবচনে ‘অত্রৈব জ্যোপদীহরণপর্কণোব জয়দ্রথবিমোক্ষণং পতিব্রতায়্যাহাঃ সাবিদ্র্যা অস্তুতং মাহাশ্চাৎ রামোপাখ্যানঞ্চ জ্ঞেয়ম্’ ইতি ব্যাখ্যানত্বেবোচিতত্যাৎ । ততশ্চ সাবিদ্র্যাপাখ্যানপৰ্য্যন্তং জ্যোপদীহরণমেব পর্ক, তৎপ্রসঙ্গেনৈব তদ্ব্যখ্যানাধিতি স্বীকৃত্যব্যম্ ।

তস্তু জানু দদৌ ভীমো জয়ে চৈনমরংগিনা ।

স 'মোহমগমদ্রোজা প্রহারবরপীড়িতঃ ॥৫॥

সরোষং ভীমসেনস্ত বারয়ামাস ফাল্গুনঃ ।

দুঃশলায়াঃ কৃতে রাজা যত্নদাহেতি কৌরবঃ ॥৬॥

ভীম উবাচ ।

নায়ং পাপসমাচারো মন্তো জীবিতুমর্হতি ।

কৃষ্ণায়ান্তদনর্হায়াঃ পরিক্লেষ্টা নরাধমঃ ॥৭॥

কিমু শক্যং ময়া কর্তুং যদ্রাজা সততং ঘৃণী ।

ত্বঞ্চ বালিশয়া বুদ্ধ্যা সদৈবাস্মানু প্রবাধসে ॥৮॥

### ভারতকৌমুদী

তন্ত্বেতি । তস্তু জয়দ্রথস্তু জাহ্নবয়োপরি আত্মনো জানু দদৌ । অরস্তিনা কফোণিনা ॥৫॥

সেতি । কৃতে নিমিত্তে, রাজা যুধিষ্ঠিরঃ । তৎ “ন হস্তব্যো মহাবাহো !” ইত্যাদি ॥৬॥

নেতি । মন্তো মম সকাশাৎ । তদনর্হায়াঃ ক্লেণভোগাযোগায়াঃ, পরিক্লেষ্টা ক্লেণদাতা ॥৭॥

কিমিতি । রাজা যুধিষ্ঠিরঃ, ঘৃণী দয়ীবানু । বালিশয়া মূর্খযোগায়া ॥৮॥

### ভারতভাবদীপঃ

জয়দ্রথস্থিতি ॥১—২॥ অত্রাস্ত জয়দ্রথস্তু পরদারহর্ষুঃ ক্ষত্রিয়াধমত্বাৎ পঞ্চধা মারণমুক্তং—  
শিরো গৃহীত্বৈত্যাদিনা । শিরঃ কেশেধিত্যর্থঃ । তাড়য়ামাস চাঁপটাভিরিতি শেষঃ ।  
যথোক্তং নীতিশাস্ত্রে—“বামপানিকচোৎপীড়া ভূমৌ নিশ্লেষণং বলাৎ । মুর্দ্ধি পাদপ্রহরণং  
জাহ্নুনোদরমর্দনম্ । মালুরাকারয়া মুষ্ট্যা কপোলে দৃঢ়তাড়নম্ । কফোণিপাতোহপ্যসঙ্কটং  
সর্বতন্তুলতাড়নম্ । তালেন যুদ্ধে ভ্রমণং মারণং স্মৃতমষ্টধা ॥” ইতি । “চতুর্ভিঃ ক্ষত্রিয়ং হস্তাৎ  
পঞ্চভিঃ ক্ষত্রিয়াধমম্ । ষড়্ভির্বৈশ্বং সপ্তভিঃশু শূদ্রং সঙ্করমষ্টভিঃ ॥” ইতি ॥৩—৭॥ ঘৃণী

পরে জয়দ্রথ কিঞ্চিৎ সজীব হইয়া আবার উঠিবার ইচ্ছা ও বিলাপ করিবার  
উপক্রম করিলেন ; ভীম তখন তাঁহার মস্তকে পদাঘাত করিলেন ॥৪॥

এবং ভীম তাঁহার জাহ্নুযুগলের উপরে নিজের জাহ্নুযুগল রাখিলেন এবং কফোণি-  
দ্বারা আঘাত করিলেন ; সেই দারুণ প্রহারে পীড়িত হইয়া জয়দ্রথ মুচ্ছিত হইয়া  
পড়িলেন ॥৫॥

তখন—যুধিষ্ঠির ‘দুঃশলার নিমিত্ত সেই যে কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ  
করিয়া অর্জুন, ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে বারণ করিলেন ॥৬॥

ভীম বলিলেন—“এই পাপাচারী আমার নিকট হইতে জীবন লাভ করিতে  
পারে না । কারণ, এই নরাধমটা, কষ্টভোগের অযোগ্য জৌপন্থীকে কষ্ট  
দিয়াছে ॥৭॥

এবমুক্তা। সটাস্তস্য পঞ্চ চক্রে বৃকোদরঃ ।  
 অৰ্দ্ধচন্দ্রেণ বাণেন কিঞ্চিদব্রবতস্তদা ॥৯॥  
 বিকুৎসয়িত্বা রাজানং ততঃ প্রাহ বৃকোদরঃ ।  
 জীবিতক্ষেচ্ছসে মূঢ় ! হেতুং মে গদতঃ শৃণু ॥১০॥  
 দাসোহস্ম্যীতি সদা বাচ্যং সংসৎসু চ সভাসু চ ।  
 এবং তে জীবিতং দত্ত্বামেষ যুদ্ধজিতো বিধিঃ ॥১১॥  
 এবমস্তিতি তং রাজা কৃশ্যমাণো জয়দ্রথঃ ।  
 প্রোবাচ পুরুষব্যাস্রং ভীমমাহবশোভিনম্ ॥১২॥  
 তত এনং বিচেষ্টন্তুং বন্ধা পার্শ্বো বৃকোদরঃ ।  
 রথমারোপয়ামাস বিসংজ্ঞং পাংশুগুপ্তিতম্ ॥১৩॥

### ভারতকৌমুদী

এবমিতি । সটা জটাঃ । চক্রে, মধ্যে মধ্যে মুণ্ডয়িত্বৈতি ভাবঃ ॥৯॥  
 বীতি । রাজানং জয়দ্রথম্, বিকুৎসয়িত্বা দুষ্কার্যকরণাধিনিদ্য । হেতুং জীবনম্ ॥১০॥  
 দাস ইতি । সংসৎসু পরিষৎসু, সভাসু মার্গাদৌ লোকসমূহেষু চ মধ্যে, “সভা দ্যুতসমূহয়োঃ ।  
 গোষ্ঠ্যাং সভোযু শালায়াম্” ইতি হৈমঃ । বিধিনিয়মনং বৰ্ত্ততে ॥১১॥  
 এবমিতি । আহবশোভিনম্, আগ্রাসাতিরেকেহপি অবসাদাভাবাদিতি ভাবঃ ॥১২॥  
 তত ইতি । বিচেষ্টন্তুং বন্ধননিবারণায় স্পন্দমানম্ । পাংশুগুপ্তিতং ধূল্যাবৃতম্ ॥১৩॥

কিন্তু আমি কি করিতে পারি ; যেহেতু রাজা সর্বদাই দয়ালু এবং তুমিও মূৰ্খবুদ্ধি অনুসারে সর্বদাই আমাকে বাধা দিয়া থাক” ॥৮॥

এই কথা বলিয়া ভীমসেন অৰ্দ্ধচন্দ্রবাণদ্বারা মধ্যে মধ্যে মুণ্ডন করিয়া জয়দ্রথের মস্তকে পাঁচটা জটা করিয়া দিলেন ; কিন্তু তাহাতে জয়দ্রথ কিছুই বলিলেন না ॥৯॥

তাহার পর ভীমসেন জয়দ্রথকে নিন্দা করিয়া বলিলেন—“মূৰ্খ ! তুমি যদি বাঁচিতে চাও, তবে তাহার হেতু আমার নিকট শোন ॥১০॥

তুমি সভায় বা লোকসমাজে সর্বদাই বলিবে যে, ‘আমি উহাদের দাস’ । এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেই আমি তোমার জীবন দান করিব । কারণ, যুদ্ধবিজয়ীরা বিজিতের উপরে এইরূপ বিধানই করিয়া থাকেন” ॥১১॥

এই কথা বলিয়া যুদ্ধশোভী পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন জয়দ্রথকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ; তখন জয়দ্রথ তাঁহাকে বলিলেন—“এইরূপই হইবে” ॥১২॥

তদনন্তর জয়দ্রথ গাত্রসঞ্চালন করিতে থাকিলেও, কুন্তীনস্তন ভীমসেন অচৈতন্য-প্রায় ও ধূলিধূসরিত জয়দ্রথকে বন্ধন করিয়া রথে উঠাইলেন ॥১৩॥



ততস্তং রথমান্বায় ভীমঃ পার্থানুগন্তথা ।  
 অভ্যেত্যাশ্রমমধ্যস্থমভ্যগচ্ছদ্যুধিষ্ঠিরম্ ॥১৪॥  
 দর্শয়ামাস ভীমস্তু তদবস্থং জয়দ্রথম্ ।  
 তং রাজা প্রাহসদৃষ্ট্বা মুচ্যতামিতি চাত্রবৌঃ ॥১৫॥  
 রাজানঞ্চাত্রবৌদ্বৌমো দ্রৌপদাঃ কথ্যতামিতি ।  
 দাসভাবং গতৌ ছেব পাণ্ডুনাং পাপচেতনঃ ॥১৬॥  
 তমুবাচ ততো জ্যেষ্ঠৌ ভ্রাতা সপ্রণয়ং বচঃ ।  
 মুঞ্চেমমধ্যমাচারং প্রমাণা যদি তে বয়ম্ ॥১৭॥  
 দ্রৌপদৌ চাত্রবৌদ্বৌমভিপ্রেক্ষ্য যুধিষ্ঠিরম্ ।  
 দাসোহয়ং মুচ্যতাং রাজন্তস্তয়া পঞ্চসটঃ কৃতঃ ॥১৮॥

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । আশ্রয়্য আরুহ, পার্থানুগঃ অর্জুনরথানুগামী সন্ ॥১৪॥  
 দর্শয়েতি । প্রাহসৎ, অন্তর এব ন পুনর্বহিঃ, ঔদার্যভঙ্গভয়াদিতি ভাবঃ ॥১৫॥  
 রাজানমিতি । দ্রৌপদাঃ সকাশে মুচ্যতামিতি ভবতা কথ্যতাম্ । তদহমতৌব মোক্তব্য  
 ইতি ভাবঃ ॥১৬॥  
 তমিতি । তং ভীমম্, জ্যেষ্ঠৌ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরঃ । প্রমাণা গ্রাহবচনাঃ ॥১৭॥

তাহার পর ভীমসেন রথে আরোহণ করিয়া অর্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে থাকিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইয়া আশ্রমমধ্যস্থিত যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন ॥১৪॥

এবং তিনি সেই বদ্ধ অবস্থায় জয়দ্রথকে দেখাইলেন । তখন যুধিষ্ঠির সেই অবস্থায় জয়দ্রথকে দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন এবং বলিলেন—“ইহাকে ছাড়িয়া দাও” ॥১৫॥

তখন ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—“আপনি এই কথা দ্রৌপদীর নিকট বলুন । এই পাপাত্মা এখন পাণ্ডবগণের দাস হইয়াছে” ॥১৬॥

তদনন্তর যুধিষ্ঠির স্নেহের সহিত ভীমকে বলিলেন—“আমার কথা যদি তোমার গ্রাহ্য হয়, তবে তুমি এই নিকৃষ্টচারীকে ছাড়িয়া দাও” ॥১৭॥

তখন দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের দিকে চাহিয়া ভীমকে বলিলেন—“আপনি ইহার মস্তকে পাঁচটা জটা করিয়া দিয়াছেন এবং ইনি রাজার দাস হইয়াছেন ; এখন আপনি ইহাকে মুক্ত করিয়া দিন” ॥১৮॥

(১৬)...দ্রৌপদী কথয়িষ্যতি—পি, ...দ্রৌপদৌ কথয়েতি বৈ—নি । (১৭)...প্রমাণং যদি তে বয়ম্—পি ।

স মুক্তোহভ্যেত্য রাজানমভিবাগ যুধিষ্ঠিরম্ ।  
 ববন্দে বিহ্বলো রাজা তাম্শ্চ দৃষ্ট্ৱা মুনীংস্তদা ॥১৯॥  
 তমুবাচ স্বগী রাজা ধৰ্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।  
 তথা জয়দ্রথং দৃষ্ট্ৱা গৃহীতং সব্যসাচিনা ॥২০॥  
 অদাসো গচ্ছ মুক্তোহসি মৈবং কাষীঃ পুনঃ কচিৎ ।  
 স্ত্রীকামঞ্চ ধিগন্ত ত্বাং ক্ষুদ্রঃ ক্ষুদ্রসহায়বান্ ।  
 এবংবিধং হি কঃ কুর্য্যাদ্ভদ্রাঃ পুরুষাধম ! ॥২১॥  
 গতসত্ত্বমিব জ্ঞাত্বা কৰ্ত্তারমশুভস্য তম্ ।  
 সম্প্রেক্ষ্য ভরতশ্ৰেষ্ঠঃ কৃপাকক্ষে নরাধিপঃ ॥২২॥  
 ধৰ্ম্মে তে বৰ্দ্ধতাং বুদ্ধির্মা চাধৰ্ম্মে মনঃ কৃথাঃ ।  
 সান্থঃ সরথপাদাতঃ স্বস্তি গচ্ছ জয়দ্রথ ! ॥২৩॥

### ভারতকৌমুদী

শ্রোপদীতি । যুধিষ্ঠিরমভিপ্রেক্ষ্যোতি সম্বন্ধঃ । পঞ্চ সটা জটা যস্য সঃ ॥১৮॥

স ইতি । বিহ্বলঃ, লজ্জয়া বেদনয়া চাকুলঃ, রাজা জয়দ্রথঃ ॥১৯॥

তমিতি । স্বগী দয়াবান্ । গৃহীতং প্রণয়াদরজ্ঞাপনার্থং প্রতিলভ্যম্ ॥২০॥

অদাস ইতি । স্ত্রীকামং পরদারকামুকম্ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥

বৈশম্পায়ন এব যুধিষ্ঠিরশ্চেদনীয়ং দয়াং প্রতি হেতুমাং—গতেতি । গতসত্ত্বং নিপ্পাণম্ ॥২২॥

পুনর্যুধিষ্ঠির এবাহ—ধৰ্ম্ম ইতি । অবশিষ্টান্ স্বকীয়ানবাসাদীন গৃহীত্বা গচ্ছত্যর্থঃ ॥২৩॥

তখন ভীমসেন মুক্ত করিয়া দিলে জয়দ্রথ, রাজা যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া  
 তদ্রূপে মুনিগণকে দেখিয়া আকুল হইয়া তাঁহাদিগকেও নমস্কার করিলেন ॥১৯॥

এই সময়ে অৰ্জুন জয়দ্রথের হস্ত ধারণ করিলেন ; ইহা দেখিয়া দয়ালু ও ধৰ্ম্মপুত্র  
 রাজা যুধিষ্ঠির জয়দ্রথকে বলিলেন—॥২০॥

“পুরুষাধম ! তুমি দাসত্ব হইতে মুক্ত হইলে ; সুতরাং অদাস হইয়াই গমন  
 কর ; কিন্তু আর কখনও এরূপ কাৰ্য্য করিও না । তুমি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রসহায়শাগী  
 এবং পরস্ত্রীকামুক ; সুতরাং তোমাকে ধিক্ । কারণ, তুমি ভিন্ন কোন পুরুষ এরূপ  
 কাৰ্য্য করিয়া থাকে” ॥২১॥

জয়দ্রথ সেই অকার্য্য করিয়া তৎকালে যেন মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছিলেন ;  
 ইহা জানিয়া এবং দেখিয়াই ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির তাঁহার প্রতি দয়া করিয়াছিলেন ॥২২॥

এবমুক্তস্ত সত্রীড়ন্তু যুগীং কিঞ্চিদগাধুধঃ ।  
 অগাম রাজা দুঃখার্থো গঙ্গাদ্বারায় ভারত ! ॥২৪॥  
 স দেবং শরণং গতা বিরূপাক্ষমুদ্যাপতিম্ ।  
 তপশ্চচার বিপুলং তস্য প্রীতো বৃষধ্বজঃ ॥২৫॥  
 বলিং স্বয়ং প্রত্যগৃহ্নাৎ প্রীয়মাণস্ত্রিলোচনঃ ।  
 বরঞ্চাস্মৈ দদৌ দেবঃ স জগ্ৰাহ চ তচ্ছৃণু ॥২৬॥  
 সমস্তান্ সরথান্ পঞ্চ জয়েয়ং যুধি পাণ্ডবান্ ।  
 ইতি রাজাহব্রবীদেবং নেতি দেবস্তমবব্রীৎ ॥২৭॥  
 অজয্যাংশ্চাপ্যবধ্যাংশ্চ বারয়িষ্যসি তান্ যুধি ।  
 ঋতেহর্জুনং মহাবাহুং নরং নাম হুরেশ্বরম্ ॥২৮॥

### ভারতকৌমুদী

এবমিতি । সত্রীড়ঃ শত্রোরিব দয়ালাভাৎ সলজ্জঃ । রাজা জয়দ্রথঃ ॥২৪॥  
 স ইতি । স জয়দ্রথঃ । প্রীতঃ অভবদ্বিতি শেষঃ ॥২৫॥  
 বলিমিতি । বলিং পূজোপহারম্ । ৩য় বরগ্রহণম্ ॥২৬॥  
 সমস্তানিতি । জয়েয়ং জেতুং শক্যম্ । রাজা জয়দ্রথঃ, দেবং ত্রিলোচনম্ ॥২৭॥

### ভারতভাবদীপঃ

দয়াবান্ । বলিশয়া স্বল্পয়া, বাধসে শত্রুং হন্তং ন দদাসি ॥৮॥ সটাঃ জটাঃ, কেশসন্নিবেশে  
 মধ্যে মধ্যে পঞ্চস্থ স্থানৈর্ষষ্ঠ্যঙ্গৈঃ বাণেন ক্ষৌরবধাপয়ামাসেত্যর্থঃ ॥২—২৫॥ বলিমুপহারম্

ঈশ পুনরায় বলিলেন—) “জয়দ্রথ ! তোমার ধর্ম বৃদ্ধি বৃদ্ধিলাভ করুক এবং  
 তুমি কখনও অধর্ম্মে মন দিও না । এখন তুমি নিজেরই অবশিষ্ট অশ্ব, রথ ও পদাতি  
 লইয়া কুশলে গমন কর” ॥২৩॥

ভরতনন্দন ! যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, জয়দ্রথ দুঃখিত, লজ্জিত এবং ঈর্ষ্য  
 অবনতমুখ হইয়া নীরবে গঙ্গাদ্বারের দিকে গমন করিলেন ॥২৪॥

সেখানে যাইয়া তিনি বিরূপাক্ষ ও উদ্যাপতি মহাদেবের শরণাগত হইয়া গুরুতর  
 তপস্যা করিলেন ; তাহাতে মহাদেব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন ॥২৫॥

এবং তিনি সন্তুষ্ট হইয়া মিজেই আসিয়া জয়দ্রথের পূজার উপহার গ্রহণ করিলেন  
 এবং উহাকে বরদান করিবার ইচ্ছা জানাইলেন । তখন জয়দ্রথ যে বর চাহিলেন,  
 তাহা শ্রবণ করুন ॥২৬॥

জয়দ্রথ মহাদেবকে বলিলেন—“দেব ! আমি যেন যুদ্ধে রথারোহী পঞ্চ  
 পাণ্ডবদের সকলকেই জয় করিতে পারি” । তখন মহাদেব তাঁহাকে কহিলেন—  
 “না” ॥২৭॥

বদৰ্ঘ্যাং তপ্ততপসং নারায়ণসহায়কম্ ।

আজ্ঞতং সৰ্বলোকানাং দেবৈরপি দুৰাসদম্ ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)

ময়া দত্তং পাশুপতং দিব্যমপ্রতিমং শরম্ ।

অবাপ লোকপালেভ্যো বজ্রাদৌ স মহাশরান্ ॥৩০॥

দেবদেবো হনন্তাত্মা বিষ্ণুঃ সুরগুরুঃ প্রভুঃ ।

প্রধানপুরুষোহব্যাক্তো বিশ্বাত্মা বিশ্বমুৰ্ত্তিমান্ ।

যুগান্তকালে সম্প্রাপ্তে কালাগ্নির্দহতে জগৎ ॥৩১॥

সপৰ্ব্বতার্ণবদ্রৌপং সশৈলবনকাননম্ ।

নির্দহনু নাগলোকাংশ্চ পাতালতলচারিণঃ ॥৩২॥ (যুগ্মকম্)

### ভারতকৌমুদী

• অজ্যান্নিতি । অজ্যান্ জেতুমশক্যান্ । নারায়ণঃ সহায়ো যন্ত তম্ ॥২৮—২৯॥

ময়েতি । দিব্যমলৌকিকম্ । সঃ অৰ্জুনঃ ॥৩০॥

দেবেতি । অব্যক্তঃ সূক্ষ্মঃ । কালাগ্নিরূপো বিষ্ণুরিত্যর্থঃ । ষট্‌পাদোহিয়ং শ্লোকঃ । পৰ্ব্বতো  
মৎস্তঃ, বনমুপবনং কাননঞ্চায়মাশ্রমম্ ইত্যপোনকভ্যম্ । “পৰ্ব্বতঃ পাদপে পুংসি শাকমৎস্ত-

ভারতভাবদীপঃ

॥২৬—২৮॥ নারায়ণঃ সহায়ো যন্ত তং নারায়ণসহায়কম্ ॥২৯॥ শরং শৃণোতি হিনস্তীতি  
শরমদ্রম্ ॥৩০॥ নারায়ণসহায়স্তাজেঃস্বং বক্তুং নারায়ণমাহাশ্রমেবাহ—দেবদেব ইত্যাদিনা ।  
দেবানাং জ্যোতকানাং সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিচক্ষুর্মনোবাচাং জ্যোতিষাং দেবঃ প্রকাশকঃ । “যেন  
সূর্য্যস্তপতি তেজসেধঃ যেন চক্ষুঃষি পশুস্তি” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যাঃ অনন্তজিবিধপরিচ্ছেদশূন্য  
আত্মা স্বরূপং যন্ত । প্রধানং ত্রিগুণাত্মিকা ময়া পুরুষশিচ্ছপস্তদুভয়াত্মা চিদভিন্নয়ঃ ।  
অব্যাক্তো জগৎকারণরূপো বীজান্তর্গতবটতুল্যঃ অতএব বিশ্বাত্মা বিশ্ব এবাত্মা চেতনাংশেন  
বিশ্বমুৰ্ত্তিমান্ জড়াংশেন । এবং নারায়ণস্ত জগদ্ধেতুত্বমুক্তা তস্ত জগৎসংহর্তৃত্বমাহ—

যিনি নারায়ণের সহিত মিলিত হইয়া বদরিকাশ্রমে তপস্বী করিয়াছিলেন, তিনি  
সমস্ত লোকেই অজেয় এবং দেবগণের নিকটেও দুৰ্দ্ধর্ষ ; সুতরাং সেই দেবপ্রধান-  
নরস্বরূপ মহাবাহু অৰ্জুন ব্যতীত অপর পাণ্ডবগণকে তুমি যুদ্ধে বারণ করিতে  
পারিবে ; কিন্তু তাঁহাদিগকে জয় বা বধ করিতে পারিবে না ॥২৮—২৯॥

বিশেষতঃ, আমি অৰ্জুনকে ‘পাশুপত’-নামক অলৌকিক ও অতুলনীয় অস্ত্র  
দান করিয়াছি এবং তিনি দিক্‌পালগণের নিকট হইতে বজ্রপ্রভৃতি অস্ত্রও লাভ  
করিয়াছেন ॥৩০॥

দেবদেব, দেবগুরু, প্রভাবশালী, অনন্ত, প্রধানপুরুষ, সূক্ষ্ম, বিশ্বাত্মা ও  
বিশ্বমুৰ্ত্তি বিষ্ণু প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে কালাগ্নিস্বরূপ হইয়া, পাতালবাসী

অথাস্তরীক্ষে হুমহানানাবর্ণাঃ পয়োধরাঃ ।  
 'ঘোরস্বরা নিনদিনস্তড়িমালাবলশ্বিনঃ ।  
 সমুত্তিষ্ঠন্ দিশঃ সৰ্কা বিবৰ্ধন্তঃ সমস্ততঃ ॥৩৩॥  
 ততোহয়িং শয়নামাহুঃ সংবর্তায়িনিয়ামকাঃ ।  
 ধারাভিরক্ষমাত্রাভিস্তিষ্ঠন্ত্যাপূর্য্য সৰ্ব্বশঃ ॥৩৪॥  
 একাৰ্ণবে তদা তস্মিন্মুপশাস্তচরাচরে ।  
 নষ্টচন্দ্রার্কপবনে গ্রহনক্ষত্রবৰ্জ্জিতে ।  
 চতুৰ্গুগসহস্রাস্তে সলিলেনাপ্লুতা মহৌ ॥৩৫॥

### ভারতকৌমুদী

প্রভেদয়োঃ । দেবমুক্তস্তরে শৈলে" ইতি মেদিনী । নাগলোকান্ নাগজনান্, "লোকস্ত ভুবনে জনে" ইত্যমরঃ ॥৩১—৩২॥

অথেতি । হুমহাঁশ্চ তে নানাবর্ণাশ্চেতি তে । সমুত্তিষ্ঠন্নিত্যভাব আৰ্হঃ । ষট্টপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৩॥

তত ইতি । সংবর্তায়িনিয়ামকাঃ পয়োধরা ইত্যমুক্তিঃ । অক্ষমাত্রাভিঃ সৰ্পবৎ স্থলাভিঃ ॥৩৪॥

এশেতি । উপশাস্তানি নষ্টানি চরাচরাণি ভূতানি যত্র তস্মিন্ । অয়মপি ষট্টপাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৫॥

### ভারতভাবদীপঃ

যুগাস্তেতি । কালাগ্নিরূপো নারায়ণো নির্দহতে ॥৩১—৩২॥ বিনদিনো গৰ্জ্জন্তঃ, সমুত্তিষ্ঠন্ সমুদতিষ্ঠন্ উত্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ ॥৩৩॥ নাশয়ামাহুঃ পয়োধরা ইতি পূর্বেণাঘয়ঃ । অক্ষমাত্রৈরধাক্ষ-  
 মাত্রাভিঃ স্থলাভিঃ, সামাশ্চে নপুংসকম্ । যত্র ধারাভিরিতি, ধারাশব্দঃ আকারাশ্চঃ,  
 সোমপাশবৎ পুলিজঃ । ধাবমানা এব রাশি আদদতে ক্লেদনীয়ং বস্তুিতি ধারাঃ । রা

নাগদিগকে পর্য্যাস্ত দক্ষ করিয়া—মৎস্ত, সমুদ্র, দ্বীপ, পর্ব্বত, বন ও উপবনের সহিত সমগ্র জগৎ দক্ষ করেন ॥৩১—৩২॥

তাহার পর বিশাল, নানাবর্ণ, ভয়ঙ্করস্বরে গৰ্জ্জনকারী ও বিদ্যুদ্মালাধারী মেঘ সকল, সমস্ত দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া এবং সমস্ত দিকে বর্ষণ করিতে থাকিয়া আকাশে উথিত হয় ॥৩৩॥

তৎপরে সেই প্রলয়ায়িনিবারক মেঘ সকল সেই অগ্নিকে নির্বাপিত ক্রুরে এবং সৰ্পপ্রমাণ ধারাধারা সমস্ত স্থান পূর্ণ করিয়া অবস্থান করে ॥৩৪॥

চারি সহস্র যুগের পরে যখন স্থাবর, জঙ্গম, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, গ্রহ ও নক্ষত্র থাকে না, তখন সেই অদ্বিতীয় সমুদ্রमध्ये পৃথিবী জলমগ্না থাকেন ॥৩৫॥

(৩৩)....হুমহানাবর্ণাঃ...বিনদিনঃ—বা ব কা নি । (৩৪) ততোহয়িং নাশয়ামাহুঃ... অক্ষমাত্রৈশ্চ ধারাভিঃ—বা ব কা । (৩৫)....উপশাস্তে চরাচরে—বা ব কা নি ।

ততো নারায়ণাখ্যস্ত সহস্রাঙ্কঃ সহস্রপাং ।  
 সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ স্বপ্তুকামস্তৃতীক্ষ্ণিয়ঃ ॥৩৬॥  
 ফণাসহস্রবিকটং শেষং সূর্য্যাক্ষভোগিনম্ ।  
 সহস্রমিব তিগ্মাংশুসংঘাতমমিতদ্ব্যতিম্ ।  
 কুন্দেন্দুহারগৌক্ষীরমৃণালকুমুদপ্রভম্ ॥৩৭॥ (যুগ্মকম্)  
 তত্রাসৌ ভগবান্ দেবঃ স্বপন্ জলনিধৌ তদা ।  
 নৈশেন তমসা ব্যাপ্তাং স্বাং রাত্রিং কুরুতে বিভুঃ ॥৩৮॥  
 সঙ্ঘোদ্রেকাং প্রবুদ্ধস্ত শূন্যং লোকমপশ্যত ।  
 ইমঞ্চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি ॥৩৯॥

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । ইন্দ্রিয়বৎপ্রাণ্যভাবেদেবাতীক্ষ্ণিয়ঃ । শেবমনস্তনাগম্, পর্য্যাক্ষ ইব ভোগঃ শরীর-  
 মত্ৰাস্তীতি পর্য্যাক্ষভোগী তম্, তিগ্মাংশুসংঘাতং সূর্য্যসমূহম্ । অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ । দৈদৃশ্য  
 শেষমাপ্রিত্যেতি শেষঃ, স্বপ্তুকামো নিদ্রাতুমিচ্ছুর্ভবতি ॥৩৬—৩৭॥

তত্রোতি । দেবো নারায়ণঃ । তমসা অন্ধকারেণ । কুরুতে নয়তি ॥৩৮॥

সংঘেতি । প্রবুদ্ধো জাগরিতঃ, শূন্যং প্রাণ্যাদিরহিতম্ ॥৩৯॥

### ভারতভাবদীপঃ

আদানেহস্মাং কিপ্ ॥৩৫॥ একার্ণবে ইতি অবাস্তরপ্রলয়ে অগ্নিন্ পবননাশোক্তির্নির্দাঘ  
 ইব তদহুণলস্তমাত্রপরা । চতুষ্পৃগসহস্রপ্রমাণং ব্রহ্মণো দিনম্, তদন্তে আগ্নুতা সলিলেস্ত-  
 হিতেত্যর্থঃ ॥৩৫॥ নারায়ণ ইত্যাখ্যা নাম যন্ত । যদা নারায়ণাদেব আখ্যা প্রথা যন্ত স  
 হিরণ্যগর্ভঃ স্ত্রোত্রায়া বিশ্বাভিমানী অতএব সহস্রপাদাদিমান্ । স্বপ্তুকামঃ স্বদিনান্তে ॥৩৬॥  
 ফণাসহস্রং ফণাসহস্রমধ্যতিষ্ঠদ্বিতি শেষঃ । অমিতদ্ব্যতিমত্যস্তং স্তোতমানম্ ॥৩৭—৩৮॥  
 সঙ্ঘোদ্রেকাস্তমসৌহভিভাবে সতি সঙ্ঘাতবির্ভাবাং, শূন্যং প্রাণিসংসারহীনম্ ॥৩৯॥ নারায়ণ-

তাহার পর সহস্রনয়ন, সহস্রচরণ, সহস্রমস্তক এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর  
 নারায়ণাখ্য পুরুষ অনন্তনাগকে অবলম্বন করিয়া শয়ন করিবার ইচ্ছা করেন । সেই  
 অনন্তনাগ সহস্র ফণাদ্বারা বিকটমূর্ত্তি, সহস্র সূর্য্যসমূহের স্তায় অমিততেজা এবং  
 কুন্দপুষ্প, চন্দ্র, মুক্তার হার, গোহৃক্ষ, মৃণাল ও কুমুদের স্তায় শুভ্রবর্ণ ; আর তাঁহার  
 শরীরটাই নারায়ণের পর্য্যাক্ষ হয় ॥৩৬—৩৭॥

প্রভাবশালী ঐ ভগবান্ নারায়ণ সমুদ্রমধ্যে সেই অনন্তনাগের শরীরের উপরে  
 শয়ন করিয়া নৈশ অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত আপন রাত্রি অতিবাহিত করেন ॥৩৮॥

ক্রমে সঙ্ঘগুণের আবির্ভাব হওয়ায় নারায়ণ জাগরিত হইয়া জগৎটাকে শূন্য

(৩৭) ষট্‌সহস্রবিকটম্—বা ব ক্কা ।

বন-৪৮১ (১১)

আপো নারাস্তনব ইত্যপাং নাম শুভ্রম ,  
 ধ্যানং তেন চৈবাস্তে তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥৪০॥  
 প্রাধান্যসমকালস্ত প্রজাহেতোঃ সনাতনঃ ।  
 ধ্যানমাত্রে তু ভগবদ্ভ্যাস্য পদ্মঃ সমুখিতঃ ॥৪১॥  
 ততশ্চতুর্মুখো ব্রহ্মা নাভিপদ্মাধিনিঃসৃতঃ ।  
 তত্রোপবিষ্টঃ সহসা পদ্মে লোকপিতামহঃ ॥৪২॥

### ভারতকৌমুদী

আপ ইতি । তস্ত দেবস্ত তনবো দেহরূপাঃ, আপো জলম্, নারা ইতি ইত্যাহুপূর্ব্বাকম্, অপাং জলস্ত নাম শুভ্রম্ । তাস্চ নারা অয়নমাত্রঃ, তেন আস্তে তিষ্ঠতি । তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ, নারা অয়নং যন্তেতি ব্যুৎপত্তেরিতি ভাবঃ ॥৪০॥

প্রতি । প্রজাহেতোঃ প্রজাসৃষ্টার্থম্, ধ্যানমাত্রে “স একত বহুত্বাম্” ইতি শ্রুত্যানুসারেণ আলোচনে তেন কৃতে সতি, তৎপ্রাধান্যসমকালমেব, তস্ত ভগবতো নাত্যাম্, সনাতন আকল্পান্ত-  
 স্থায়ী পদ্মঃ সমুখিতো ভবতি ॥৪১॥

তত ইতি । লোকানাং মরীচ্যাঙ্গিস্তানানাং পিতামহঃ । তত এব চ পিতামহাখ্যা ॥৪২॥

### ভারতভাবদীপঃ

পদং নির্মুক্তি—আপ ইতি । নরাজ্জাতা নারাঃ । নুনরয়োবৃদ্ধিশ্চেতি গোরাঙ্গিগণপাঠাৎ প্রাপ্তো ভীষ্ম গণকার্য্যস্তানিত্যাহার, তন্তনবস্তস্ত নারায়ণশ্চৈব তনবঃ । যথা সৌবর্ণং কুণ্ডলং স্ববর্ণমেবৈবং নরজা আপো নর এবৈত্যর্থঃ । নারা আপো দেহাত্মাকারপরিণতা অয়নং নিবাসস্থানং যন্ত । অথবা তাভিঃ সহ ততাদাত্ম্যং প্রাপ্যাস্তে ইতি বা নারায়ণ ইতি । “তৎসৃষ্টো তদেবাত্মপ্রাবিশৎ” ইতি “আত্মেন্নিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহ্বনীধিগঃ” ইতি চ শ্রুতিঃ । পরমাত্মন এব স্বসৃষ্টদেহে প্রবেশং দেহসম্বন্ধেন ভোক্তৃত্বঞ্চ দর্শয়তি, তেন চেতনা-  
 চেতনং সর্ব্বং জগন্নারায়ণাত্মকমিত্যুক্তং ভবতি ॥৪০॥ প্রাধান্যেন্দিতি । ধ্যানসমকালে প্রজাহেতোঃ প্রজানামুৎপত্তার্থং সনাতনশিরস্তনো ব্রহ্মা নাভিপদ্মাধিনিঃসৃতস্তাদৃশেন রূপেণ ধাতুদৃষ্টৌ প্রত্যভাধিতার্থঃ । ততো ধাতুমাত্রে ধ্যানানন্তরং বিকর্ণীভ্যাং পদ্মঃ সমুখিতঃ ॥৪১॥  
 দর্শন করেন । মহর্ষিরা এইখানে নারায়ণের বিষয়ে এই শ্লোকের উল্লেখ করেন ॥৪২॥

‘সেই ভগবানের দেহস্বরূপ জলই ‘নারা’ ; এইরূপ জলের নাম শুনিয়াছি । সেই নারাই আশ্রয় ; তাহা অবলম্বন করিয়া তিনি থাকেন এবং সেই জলই তিনি নারায়ণ’ ॥৪০॥

তাহার পর সেই নারায়ণ প্রজাসৃষ্টির জন্য চিন্তা করেন এবং সেই চিন্তা করিবার সময়েই তাহার নাভিমণ্ডলে কল্পাস্তস্থায়ী একটা পদ্ম উখিত হয় ॥৪১॥

তাহার পর চতুর্মুখ ও লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই পদ্ম হইতে নির্গত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই পদ্মেই উপবেশন করেন ॥৪২॥

শূণ্যং দৃষ্ট্বা জগৎ কৃৎস্নং মানসানাঅনঃ সন্মান্ ।  
 ততো মরীচিপ্রমুখান্ মহর্ষীনসৃজন্মব ॥৪৩॥  
 তেহসৃজন্ সৰ্বভূতানি ত্রাসানি স্থাবরাণি চ ।  
 যক্ষরাক্ষসভূতানি পিশাচোরগমানুগান্ ॥৪৪॥  
 সৃজতে ব্রহ্মমূৰ্তিস্ত রক্ষতে পৌরুষী তনুঃ ।  
 রৌদ্রী ভাবেন শময়েত্তিস্রোহবস্থাঃ প্রজাপতেঃ ॥৪৫॥  
 ন শ্রুতং তে সিদ্ধুপতে ! বিষ্ণোরদ্রুতকৰ্ম্মণঃ ।  
 কথ্যমানানি মুনিভিব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ ॥৪৬॥  
 জ্বলেন সমনুপ্রাপ্তে সৰ্বতঃ পৃথিবীতলে ।  
 তদা চৈকাৰ্গবে তস্মিন্নেকাকাশে প্রভুশ্চরন্ ॥৪৭॥ .

### ভারতকৌমুদী

শূণ্যমিতি । নব—মরীচ্যত্র্যঙ্গিরঃপুলস্ত্যপুলহকৃতভৃগুবশিষ্ঠনারদান্ ॥৪৩॥  
 ত ইতি । ত্রাসানি জঙ্গমানি । গোবৃষজ্ঞায়াজ্জন্মেষু বিশেষানাহ—যক্ষ্যেত্যাদি ॥৪৪॥  
 সৃজত ইতি । পৌরুষী নারায়ণী । ভাবেন সংহারক্রিয়য়া । প্রজাপতেরীশ্বরস্ত ॥৪৫॥  
 নেতি । যানি চরিত্রাণি কথ্যমানানি সন্তি, তেবাং শ্রুতং শ্রবণং নাসীদিত্তি কাকুঃ ॥৪৬॥

### ভারতভাবদীপঃ

তস্মিংশ পদ্যে পিতামহ উপবিষ্ট ইতি ক্রমভঙ্গেন যোজ্যম্ ॥৪২॥ মরীচিপ্রমুখান্ “মরীচি-  
 রত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ কৃতুঃ । বশিষ্ঠো নারদশ্চৈব ভৃগুনৰ্ব মহর্ষয়ঃ ॥” ॥৪৩॥ ত্রাসানি  
 জঙ্গমানি ॥৪৪॥ প্রজাপতেরীশ্বরস্ত মায়ামবলস্ত তিস্রোহবস্থা একৈকগুণোৎকৰ্ণনিমিত্তাঃ ।  
 রজস উৎকৰ্ণে ব্রহ্মা সন্ সৃজতে, সৰ্ব্বোৎকৰ্ণে পৌরুষীং বৈষ্ণবীং তদ্বৎ প্রবিষ্টা রক্ষতি, তমস  
 উৎকৰ্ণে রৌদ্রীভাবেন রক্তভাবেন শময়েদিত্তি ॥৪৫॥ হে সিদ্ধুপতে ! তে তব শ্রুতং শ্রবণং  
 নাস্তি যতো বিষ্ণোরদ্রুতকৰ্ম্মণঃ কথ্যমানানি কথনীয়ানি কৰ্ম্মাণি ন বেৎসীতি শেষঃ ॥৪৬॥

তৎপরে তিনি সমগ্র জগৎটাকে শূণ্য দেখিয়া মনের সঙ্কল্পদ্বারাই নিজের তুল্য  
 মরীচিপ্রভৃতি নয় জন মহর্ষিকে সৃষ্টি করেন ॥৪৩॥

সেই মরীচিপ্রভৃতি মহর্ষিরা আবার স্থাবর ও জঙ্গমরূপ সমস্ত ভূত এবং যক্ষ,  
 রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, সর্প ও মনুষ্য সৃষ্টি করেন ॥৪৪॥

ব্রহ্মমূৰ্ত্তিতে সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুমূৰ্ত্তিতে রক্ষা করেন এবং রক্তমূৰ্ত্তিতে সংহার  
 করেন ; এই তিনটি অবস্থা ঈশ্বরের হইয়া থাকে ॥৪৫॥

সিদ্ধুরাজ । মুনিরা এবং বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণেরা অদ্রুতকৰ্ম্মা বিষ্ণুর যে সকল  
 চরিত্রের কথা বলিয়া থাকেন, সেগুলি কি তোমার শুনা নাই ? ॥৪৬॥



নিশায়ামিব খড়্গোতঃ প্রাবৃত্তকালে সমস্ততঃ ।  
 প্রতিষ্ঠানায় পৃথিবীং মার্গমাগস্তদাহভবৎ ॥৪৮॥ (যুগ্মকম)  
 জলে নিমগ্নাং গাং দৃষ্ট্বা চোদ্ধতুং মনসেচ্ছতি ।  
 কিম্বু রূপমহং কৃৎস্না সলিলাদুদ্ধরে মহীম্ ॥৪৯॥  
 এবং সঙ্কিন্ত্য মনসা দৃষ্ট্বা দিব্যেন চক্ষুষা ।  
 জলক্ৰীড়াভরুচিতং বরাহং রূপমস্মরৎ ॥৫০॥  
 কৃৎস্না বরাহবপুষং বাহ্ময়ং বেদসাম্মিতম্ ।  
 দশযোজনবিস্তীর্ণমায়তং শতযোজনম্ ॥৫১॥  
 মহাপৰ্বতবজ্রাভং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রং প্রদৌণ্ডমৎ ।  
 মহামেঘৌঘনির্ঘোষণং নীলজীমূতসম্ভিতম্ ॥৫২॥

ভুৎস্না যজ্ঞবরাহো বৈ অপঃ সংপ্রাবিশৎ প্রভুঃ ।

দংষ্ট্রৈর্গৈকেন চোদ্ধত্য ধৈ স্থানে ঞ্চবিশম্মহীম্ ॥৫৩॥ (বিশেষকম) ,

#### ভারতকৌমুদী

জলেনেতি । সমস্তপ্রাপ্তে ব্যাপ্তে । প্রাবৃত্তকালে নিশায়াং খড়্গোত ইব সমস্ততশ্চরন্ প্রভু-  
 নারায়ণঃ, প্রতিষ্ঠানায় স্তনানাং ত্রসাদীনামবস্থানায় পৃথিবীং মার্গমাগোহভবৎ ॥৪৭—৪৮॥

জল ইতি । গাং পৃথিবীম্ । পৃথিব্যুদ্ধারায় রূপধারণে বিতর্কমাহ—কিমিতি ॥৪৯॥

এবমিতি । জলক্ৰীড়াভিজলক্ৰীড়াহু, উচিতং যোগ্যম্ ॥৫০॥

কৃৎস্নতি । বাহ্ময়ং “চত্বারি শৃঙ্গাশ্চোহস্ত পাদা ঘে নীর্ঘে” ইত্যাদিশ্রুত্যা বাক্ষ্যরূপম্,

#### ভারতভাবদীপঃ

তাগ্ৰেব কৰ্ম্মাণ্যাহ—একার্গবে সত্যেকাকাশে আকাশমাত্রে বায়ুতেজঃপৃথিবীরহিতে জলমাত্রে  
 সক্তি ॥৪৭॥ খড়্গোত ইতি প্রকাশমাত্রত্বমুচ্যতে । প্রতিষ্ঠানায় লোকপ্রতিষ্ঠাপনার্থম্ ॥৪৮—৪৯॥  
 জলক্ৰীড়ায়ামভিরুচিতং প্রীতির্ভবতী ॥৫০॥ বরাহবপুষমাত্মানমিতি শেষঃ । বাহ্ময়ং চতুর্বেদময়ম্,

সমগ্র পৃথিবীটা জলব্যাপ্ত হইলে, জগৎটাই—একমাত্র সমুদ্রময় ও একমাত্র  
 আকাশময় হইয়া থাকে ; তখন—বর্ষাকালে রাত্রিতে একটা খড়্গোত যেমন সর্বত্র  
 বিচরণ করে, সেইরূপ একমাত্র নারায়ণ সর্বত্র বিচরণ করিতে থাকিয়া সৃষ্ট পদার্থ-  
 গুলির থাকিবার জন্ত পৃথিবীর অন্বেষণ করিতে থাকেন ॥৪৭—৪৮॥

এক তিনি পৃথিবীকে জলে নিমগ্ন দেখিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছা  
 করেন, আর ভাবেন যে, কিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার  
 করিব ॥৪৯॥

এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া দিব্য চক্ষুতে দেখিয়া জলক্ৰীড়ার যোগ্য বরাহ-  
 মূর্ত্তি স্মরণ করেন ॥৫০॥

তাহার পর প্রভু নারায়ণ—বাহ্ময় ও বেদবোধিত আপন মূর্ত্তিতে বরাহমূর্ত্তি

পুনরেষ মহাবাহুরপূৰ্ব্বাঃ তনুমাশ্রিতঃ ।

নরস্ত কৃত্বাহৰ্দ্ধতনুং সিংহস্তাহৰ্দ্ধতনুং প্রভুঃ ॥৫৪॥

দৈত্যেন্দ্রস্ত সভাং গত্বা পাণিং সংস্পৃশ্য পাণিনা ।

দৈত্যানাং দিপুরুষঃ সুরারির্দিতিনন্দনঃ ॥৫৫॥

দৃষ্ট্বা চাপূৰ্ব্ববপুষং ক্রোধাৎ সংরক্তলোচনঃ ।

শূলোত্তকরঃ অশ্বী হিরণ্যকশিপুস্তদা ॥৫৬॥

মেঘস্তনিতনির্ঘোষো নীলাভচয়সম্মিতঃ ।

দেবারির্দিতিজো বীরো নৃসিংহং সমুপাদ্রবৎ ॥৫৭॥ (কলাপকম্)

সমুপেত্য ততস্তীকৈর্মৃগেন্দ্রেণ বলীয়স্য ।

নারসিংহেন বপুষা দারিতঃ করজৈর্ভূশম্ ॥৫৮॥

### ভারতকৌমুদী

বেদসম্মিতং “বিষ্ণুর্গোপা অদাত্যঃ” ইত্যাদিশ্রুত্যা বেদপ্রমিতম্, আত্মানমিতি শেষঃ, বরাহস্তেব বপূষস্ত তং তাদৃশম্ । মহাপৰ্ব্বতস্ত বস্মর্গঃ শরীরস্তেব আভা যন্ত তম্ । প্রদীপ্তিমিতি স্নৈবস্ম-  
মাৰ্ঘম্ । অপো জলম্, প্রভুবিসৃঃ । দংষ্ট্রেণ দংষ্ট্রয়া । তে স্থানে আকাশদেশে ক্রবিশং স্বপ্রভাবেণৈব  
ক্রবেশয়ৎ ॥৫১—৫৩॥

নৃসিংহমুত্তিমাহ পুনরিতি । তনোরপূৰ্ব্বত্বং প্রতিপাদয়তি—নরস্তেতি । সংস্পৃশ্য অতিষ্ঠদ্বিতি  
শেষঃ । অপূৰ্ব্ববপুষং নৃসিংহম্ । অশ্বী মালাধারী । নীলাভচয়সম্মিতঃ নীলমেঘসমূহসদৃশঃ ।  
সমুপাদ্রবৎ হস্তমভ্যধাবৎ ॥৫৪—৫৭॥

### ভারতভাবদীপঃ

বেদসম্মিতং বেদপ্রমিতঘঙ্করপম্ ॥৫১॥ বস্মর্গশরীরম্ ॥৫২॥ দংষ্ট্রেণ দংষ্ট্রয়া, ক্রবিশং ক্রবেশয়ৎ  
॥৫৩॥ এবং বরাহাবতারমুক্তা । নরসিংহাবতারমাহ—পুনরবেত্যাদিনা । অপূৰ্ব্বাং সৌকৈ  
পূৰ্ব্বাং ন দৃষ্টাম্ ॥৫৪—৫৭॥ মৃগেন্দ্রেণাপি সমুপেত্য দৈত্যসমীপে গত্বা সমুপাদ্রবন্, হিরণ্য-  
করিয়া, যজ্ঞবরাহ হইয়া, জলে যাইয়া প্রবেশ করেন এবং একটা দন্তদ্বারা পৃথিবীকে  
উত্তোলন করিয়া আকাশে স্থাপন করেন । সেই বরাহমুত্তিটা—দশ যোজনবিস্তৃত,  
শতযোজন দীর্ঘ, মহাপৰ্ব্বততুল্য উচ্চ, তীক্ষ্ণদন্তযুক্ত, প্রখরদীপ্তিসমম্বিত, মহামেঘতুল্য  
গজ্জলনীল এবং নীলমেঘতুল্য কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে ॥৫১—৫৩॥

আবার মহাবাহু নারায়ণ—নীচের অৰ্দ্ধ মনুষ্যাকৃতি এবং উপরের অৰ্দ্ধ সিংহাকৃতি  
—এইরূপ অপূৰ্ব্বমুত্তি ধারণ করিয়া, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সভায় যাইয়া, হস্তদ্বারা  
হস্তস্পর্শ করিয়া অবস্থান করেন । তখন দিতির পুত্র, দৈত্যগণের আদিপুরুষ,  
দেবতাদের শত্রু, মেঘের স্তায় গম্ভীরস্বর, নীলমেঘের স্তায় কৃষ্ণবর্ণ ও মালাধারী  
মহাবীৰ্য্য-হিরণ্যকশিপু—অপূৰ্ব্বমুত্তি নৃসিংহকে দেখিয়া, ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া,  
শূল উত্তোলন করিয়া ধাবিত হন ॥৫৪—৫৭॥

এবং নিহত্য ভগবান্ দৈত্যেশ্বরং ত্রিপুবাতিনম্ ।  
 ভূয়োহন্যঃ পুণ্ডরীকার্কঃ প্রভুলৌকহিতায় চ ॥৫৯॥  
 কণ্ঠপশ্চাত্ত্বজঃ শ্রীমান্ অদিত্যা গৰ্ভধারিতঃ ।  
 পূৰ্ণে বৰ্ষসহস্রে তু প্রসূতা গৰ্ভমুত্তমম্ ॥৬০॥ (যুগ্মকম্)  
 দুৰ্দ্ধিনাভোদসদৃশো দীপ্তাক্ষো বামনাকৃতিঃ ।  
 দণ্ডী কমণ্ডলুধরঃ শ্রীবৎসোরসি ভূষিতঃ ।  
 জটী যজ্ঞোপবীতী চ ভগবান্ বালরূপধৃক্ ॥৬১॥  
 যজ্ঞবাটং গতঃ শ্রীমান্ দানবেশ্বর্য্য বৈ তদা ।  
 বৃহস্পতিসহায়োহসৌ প্রবিষ্টো বলিনো মখে ॥৬২॥ (যুগ্মকম্)

### ভারতকৌমুদী

সমিতি । যুগেশ্বরেণ সিংহবহুত্তরকারেণ । দারিতো হিরণ্যকশিপুঃ, করজৈন'ঐখঃ ॥৫৮॥  
 বামনাবতারমাহ—এবমিতি । অস্ত্রো বামনঃ সন্ । গৰ্ভে ধারিতো গৰ্ভধারিতঃ ॥৫৯—৬০॥  
 দুৰ্দ্ধিনেতি । “মেঘাচ্ছন্নৈহি দুৰ্দ্ধিনম্” ইত্যমরঃ । দুৰ্দ্ধিনস্ত্র অস্ত্রোদসদৃশঃ সজলমেঘবর্ণঃ,  
 দীপ্তাক্ষ উজ্জলনয়নঃ, বামনাকৃতিঃ খৰ্ব্বাকারঃ । উরসি বক্ষসি, শ্রীবৎসেন তদাথেন রোমাবৰ্জেন  
 ভূষিতঃ । তৃতীয়ালোপ আৰ্ঘঃ । ঘটপাদোহয়ং দ্বোকঃ । যজ্ঞবাটং যজ্ঞপ্রদেশম্ । বৃহস্পতিঃ  
 সহায়ঃ সহচরো যস্ত সঃ ॥৬১—৬২॥

### ভারতভাবদীপঃ

কশিপুঃ করজৈন'ঐখ'ধারিতঃ ॥৫৮॥ এবং বৃসিংহাবতারকথামুপসংহৃত্য বামনাবতারকথাং  
 প্রস্তোতি এবমিতি ॥৫৯॥ গৰ্ভে ধারিতঃ গৰ্ভধারিতঃ । সপ্তমীতি যোগবিভাগাৎ সমাসঃ ॥৬০॥  
 দুৰ্দ্ধিনং প্রাবৃট্‌দিনম্, তত্র ভবোহস্তোদঃ কৃষ্ণমেঘস্তৎসদৃশঃ । “মেঘাচ্ছন্নৈহি দুৰ্দ্ধিনম্” ইত্যমরঃ ।  
 শ্রীবৎসেনোরসিভূষিত ইত্যলুপ্তবিভক্তিকং পদম্ । বালঃ বামনঃ ॥৬১॥ বাটং স্থানম্ ॥৬২॥

তাহার পর বলবান্ নরসিংহমূৰ্ত্তিধারী নারায়ণ অগ্রসর হইয়া তীক্ষ্ণ নখদ্বারা সেই  
 হিরণ্যকশিপুকে অত্যন্ত বিদৌর্ণ করিলেন ॥৫৮॥

ভগবান্ ও প্রভু নারায়ণ এইভাবে শত্রুহস্তা হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া লোক-  
 হিতের জন্ত পুনরায় অস্ত্র মনোহর মূৰ্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন ; সে অবতारे তিনি  
 কণ্ঠপের পুত্র হন, অদिति তাঁহাকে গৰ্ভে ধারণ করেন এবং সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে  
 অদिति সেই উত্তম গৰ্ভ প্রসব করেন ॥৫৯—৬০॥

তখন তিনি মেঘাচ্ছন্নদিনের মেঘের ত্রায় শ্রামবর্ণ, উজ্জলনয়ন, খৰ্ব্বাকৃতি, দণ্ড ও  
 কমণ্ডলুধারী, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্নভূষিত, জটী ও যজ্ঞোপবীতশালী এবং সুন্দর  
 বালকমূৰ্ত্তি হইয়া দানবশ্রেষ্ঠ বলিরাজার যজ্ঞস্থানে গমন করেন এবং বৃহস্পতির সঙ্গে  
 যজ্ঞে প্রবেশ করেন ॥৬১—৬২॥

তং দৃষ্ট্বা বামনতনুঃ প্রহৃষ্টো বলিরব্রবীৎ ।  
 শ্রীতোহস্মি দর্শনে বিপ্র ! ক্রহি ত্বং কিং দদানি তে ।  
 এবমুক্তস্ত বলিনা বামনঃ প্রত্যুবাচ হ ॥৬৩॥  
 স্বস্তীত্ব্যুক্তা বলিং দেবঃ স্ময়মানোহভ্যভাষত ।  
 'মেদিনীং দানবপতে ! দেহি মে বিক্রমত্রয়ম্ ॥৬৪॥  
 বলিদদৌ প্রসন্নাত্মা বিপ্রায়ামিততেজসে ।  
 ততো দিব্যাদ্ভুততমং রূপং বিক্রমতো হরেঃ ॥৬৫॥  
 বিক্রমৈস্ত্রিভিরক্ষোভ্যো জহারাশু স মেদিনীম্ ।  
 দদৌ শক্রায় চ মহীং বিষুর্দেবঃ সনাতনঃ ॥৬৬॥  
 এষ তে বামনো নাম প্রাদুর্ভাবঃ প্রকীর্তিতঃ ।  
 তেন দেবাঃ প্রাদুরাসন্ বৈষণ্বকোচ্যতে জগৎ ॥৬৭॥

## ভারতকৌমুদী

তমিতি । পূর্বত্র বলিন ইতি অত্র তু বলিরিতি দর্শনাদ্ভয়বিধো বলিঙ্গমঃ । ষট্পাদোহয়ং  
 শ্লোকঃ ॥৬৩॥

স্বস্তীতি । বিক্রমত্যনেনেতি বিক্রমঃ পাদস্তত্রয়ং মৎপাদত্রয়পরিমিতামিত্যর্থঃ ॥৬৪॥

বলিরিতি । রূপমাসীদ্বিতি শেষঃ, বিক্রমতঃ পাদত্রয়ভূমিমাক্রমতঃ ॥৬৫॥

বিক্রমৈরিতি । বিক্রমৈঃ পাদক্ষেপৈঃ, অক্ষোভ্যঃ সঙ্কল্লাদচালনীয়ঃ ॥৬৬॥

তখন বলি সেই খর্ব্বাকৃতি ব্রাহ্মণটাকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন—  
 “ব্রাহ্মণ । আপনাকে দেখিয়াই আমি আনন্দিত হইয়াছি ; অতএব আপনি বলুন  
 —আপনাকে আমি কি দান করিব ?” । বলি এইরূপ বলিলে, বামন প্রভুতর  
 করিলেন ॥৬৩॥

বামনদেব ‘স্বস্তি’ বলিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিকে বলিলেন—“দানবরাজ ।  
 আমাকে আমার পাদত্রয়পরিমিত ভূমি দান করুন” ॥৬৪॥

তখন বলি প্রসন্নচিত্তে অমিততেজা বামনকে তাহাই দান করিলেন । তাহার  
 পর বামন যখন সেই ত্রিপাদভূমি আক্রমণ করেন, তখন তাঁহার রূপ—অলৌকিক  
 ও অত্যন্ত অদ্ভুত হইয়াছিল ॥৬৫॥

সঙ্কল্প হইতে অচালনীয় ও সনাতন বামনরূপী নারায়ণ তিন পাদক্ষেপেই সমগ্র  
 পৃথিবী হরণ করিলেন এবং তাহা ইন্দ্রকে দিলেন ॥৬৬॥

জয়জয় ! এই তোমার নিকট বামনাবতারের কথা বলিলাম । তাঁহার অনু-  
 গ্রহেই দেবতারা অভ্যুদয় লাভ করিয়াছেন এবং জগৎটাকে ‘বৈষ্ণব’ বলা হইয়া  
 থাকে ॥৬৭॥

অসতাং নিগ্রহার্থায় ধর্মসংরক্ষণায় চ ।  
 অবতীর্ণো মনুষ্যাণামজায়ত যদুক্ষয়ে ।  
 স এষ ভগবান্ বিষ্ণুঃ কৃষ্যেতি পরিকীর্ত্যতে ॥৬৮॥  
 অনাগন্তমজং দেবং প্রভুং লোকনমস্কৃতম্ ।  
 যং দেবং বিদ্রুষো গান্ধি তস্ত কৰ্ম্মাণি সৈন্ধব ! ॥৬৯॥  
 যমাহরজিতং কৃষ্ণং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।  
 শ্রীবৎসধারিণং দেবং পীতকৌষেয়বাসসম্ ।  
 প্রধানং শস্ত্রবিদ্রুবাং তেন কৃষ্যেৎ রক্ষ্যতে ॥৭০॥  
 সহায়ঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ শ্রীমানতুলবিক্রমঃ ।  
 সমানশ্রুদ্দনে পার্থমাস্থায় পরবীরহা ॥৭১॥

### ভারতকৌমুদী

এষ ইতি । প্রাহৃত্যঃ অবতারঃ । প্রাহুরাসন্ অভ্যাদিতা অভবন্ ॥৬৭॥  
 অসতামিতি । 'মনুষ্যাণাং মধ্যে, যদুক্ষয়ে যদুগৃহে । বটপাদোহয়ঃ শ্লোকঃ ॥৬৮॥  
 অনেতি । বিদ্রুষো বিধাংসঃ, গান্ধি গায়ন্তি । তস্ত ক্রিয়ন্তি কৰ্ম্মাণি ময়োক্তানি ॥৬৯॥  
 যমিতি । তেন কৃষ্ণেন শস্ত্রবিদ্রুবাং প্রধানমর্জুনো রক্ষ্যতে । অয়মপি বটপাদঃ শ্লোকঃ ॥৭০॥  
 সহায় ইতি । সমানশ্রুদ্দনে একরথে, পার্থমর্জুনম্, আস্থয়ান্তিত্য তিষ্ঠতীতি শেষঃ ॥৭১॥

### ভারতভাবদীপঃ

বলিনো বলেঃ, অয়মিকারান্ত ইন্দ্রস্তশ্চ শব্দো দৃশ্যতে । দদানি স্বদীপ্তিমিতি শেষঃ ॥৬৩—৬৪॥ দিব্যঞ্চ তদভূততমঞ্চ রূপং বভূবেতি শেষঃ ॥৬৫—৬৭॥ অবতীর্ণোহবতরণং কুর্ষ্মজায়ত আবিভূতঃ । যদুক্ষয়ে যদুনাং গৃহে ॥৬৮॥ তস্ত কৰ্ম্মাণি বিদ্রুষো বিধাংসঃ, গান্ধি গায়ন্তি ॥৬৯॥ সোহর্জুনঃ অস্ত্রবিদ্রুবাং প্রধানং শ্রেষ্ঠঃ যম্ অজিতমাহন্তেন কৃষ্ণেন

সেই ভগবান্ নারায়ণই ছন্দ্রর্জনের নিগ্রহ এবং ধর্মরক্ষার জন্ত মনুষ্যমধ্যে অবতীর্ণ হইয়া যদুকুলে জন্মিয়াছিলেন ; তাঁহাকেই 'কৃষ্ণ' বলা হয় ॥৬৮॥

সিন্ধুরাজ ! জ্ঞানীরা যে দেবকে অনাদি, অনন্ত, অজ, নিরন্তা, সর্বলোক-নমস্কৃত ও ক্রৌড়াশীল বলিয়া থাকেন,, আমি তাঁহার কিছু চম্ভিত এই বলিলাম ॥৬৯॥

আর মুনিরা তাঁহাকে অজিত, শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, শ্রীবৎসচিহ্নে চিহ্নিত এবং পীত-কৌষেয়-বস্ত্রপরিধারী কৃষ্ণ বলিয়া থাকেন, সেই কৃষ্ণই অস্ত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥৭০॥

আর অতুলনীয় বিক্রমশালী, শত্রুবীরহস্তা ও পরম শূন্দরাকৃতি কৃষ্ণ সহায় হইয়া, অর্জুনকে অবলম্বন করিয়া একরথে অবস্থান করেন ॥৭১॥

ন শকাতে তেন জেহুং ত্রিদশৈরপি দুঃসহঃ ।  
 কঃ পুনরানুষো ভাবো রণৈ পার্থে বিজেষ্যতে ॥৭২॥  
 তমেকং বর্জয়িত্বা তু সর্বং যৌধিষ্ঠিরং বলম্ ।  
 চতুরঃ পাণ্ডবান্ রাজান্ ! দিনৈকং জেষ্যসে রিপূন্ ॥৭৩॥  
 বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইত্যেবমুক্ত্বা নৃপতিং সর্বপাপহারো হরঃ ।  
 উমাপতিঃ পশুপতির্যজ্ঞহা ত্রিপুরার্দনঃ ॥৭৪॥  
 বামনৈবিকটৈঃ কুঞ্জৈরুগ্রশ্রবণদর্শনৈঃ ।  
 রূতঃ পারিষদৈর্বীরৈর্নানা প্রহরণোত্তমৈঃ ॥৭৫॥  
 ত্র্যম্বকো রাজশার্দূল ! ভগনেজ্রনিপাতনঃ ।  
 উমাসহায়ো ভগবাংস্তুত্রৈবাস্তুরধীয়ত ॥৭৬॥ (বিশেষকম্)

### ভারতকৌমুদী

নেতি । ভাবো বীর্যেণ গৌরবিতোহপি, “ভাবো গৌরবিতো জ্যেষ্ঠো” ইতি ত্রিকাংশেষঃ ॥৭২॥  
 তমিতি । তমর্জুনম্ । দিনৈকম্ একদিনম্ একবারমেবেত্যর্থঃ ॥৭৩॥  
 ইতীতি । নৃপতিং জয়ত্ৰথম্ । যজ্ঞহা দক্ষযজ্ঞহন্তা । বামনৈঃ খর্কৈঃ, উগ্রানি শ্রবণদর্শনানি  
 কর্ণনয়নানি যেবাং তৈঃ । ভগশ্চ দেববিশেষশ্চ নেত্রং দক্ষযজ্ঞে নিপাতিতবানিতি ভগনেজ্রনিপাতনঃ ।  
 উমাসহায় উময়া পার্বত্যা সহিতঃ ॥৭৪—৭৬॥

### ভারতভাবদীপঃ

রক্ষ্যতে ॥৭০—৭১॥ তেন কৃষ্ণসহায়্যেণ হেতুনা, ভাবঃ পূজ্যতমঃ । “ভাবঃ পূজ্যতমে লোকে”  
 ইত্যনেকার্থঃ ॥৭২॥ দিনৈকমেকদিনমেব, ন সর্বদা ॥৭৩—৭৫॥ দক্ষযজ্ঞে ভগশ্চ নেত্রং নিপাতিত-  
 বান্ ভগনেজ্রনিপাতনঃ ॥৭৬—৭৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২২৬॥

সুতরাং সেই দুর্ধ্ব অর্জুনকে দেবতারাও জয় করিতে সমর্থ হন না ; অতএব  
 কোন্ মানুষ সেই অর্জুনকে যুদ্ধে জয় করিবে ? ॥ ২॥

অতএব জয়ত্ৰথ । তুমি—এক সেই অর্জুন ব্যতীত যুধিষ্ঠিরের সমস্ত সৈন্যকে  
 এবং অপর চারি জন পাণ্ডবকে একদিনমাত্র জয় করিতে পারিবে” ॥৭৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজশ্রেষ্ঠ জনমেজয় ! তাহার পর সর্বপাপনাশক,  
 উমাপতি, পশুপতি, দক্ষযজ্ঞনাশক, ত্রিপুরাস্তরহন্তা, ভগের নয়নবিধ্বংসী ও  
 ত্রিশোচন মহাদেব—খর্ব্ব, বিকটমুষ্টি, উগ্রকর্ণ, উগ্রনয়ন ও নানাবিধ অস্ত্রধারী  
 বীর পারিষদ্বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া পার্বতীর সহিত সেইখানেই অন্তর্হিত  
 হইলেন ॥৭৪—৭

জয়দ্রথোহপি মন্দাত্মাঃস্বমেব ভবনং যযৌ ।

পাণ্ডবাশ্চ বনে তস্মিন্'শ্রবসন্ কাম্যাকে তথা ॥৭৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি দ্রৌপদী-  
হরণে জয়দ্রথবিমোক্ষণে ষড়্‌বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

জনমেজয় উবাচ ।

এবং হতায়াং কৃষ্ণায়াং প্রাপ্য ক্লেশমনুত্তমম্ ।

অত উৰ্দ্ধং নরব্যাত্রাঃ কিমকুর্বত পাণ্ডবাঃ ॥১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং কৃষ্ণাং মোক্ষয়িত্বা বিনির্জিত্য জয়দ্রথম্ ।

স্মাসাক্ষক্রে মুনিগণৈর্ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥২॥

তেষাং মধ্যে মহর্ষীণাং শৃণ্বতামনুশোচতাম্ ।

মার্কণ্ডেয়মিদং বাক্যমব্রবীৎ পাণ্ডুনন্দনঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

জয়েতি । মন্দাত্মা বিবলমনাঃ, আশাহরুপবরালাভাদিতি ভাবঃ ॥৭৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশতট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়্যং বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণে

ষড়্‌বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

এবমিতি । কৃষ্ণায়াং দ্রৌপদ্যাম্ । অনুত্তমম্ অত্যধিকম্ । উৰ্দ্ধং পরম্ ॥১॥

এবমিতি । স্মাসাক্ষক্রে অবতস্থে, মুনিগণৈঃ সহ ॥২॥

জয়দ্রথও বিবলমনে আপন ভবনেই প্রস্থান করিলেন এবং পাণ্ডবেরাও সেই  
কাম্যকবনেই বাস করিতে লাগিলেন” ॥৭৭॥

—:~:—

জনমেজয় বলিলেন—“মহর্ষি ! জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করিলে, নরশ্রেষ্ঠ  
পাণ্ডবেরা এইরূপ গুরুতর কষ্ট পাইয়া তাহার পর কি করিয়াছিলেন ?” ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এইভাবে জয়দ্রথকে জয়  
করিয়া দ্রৌপদীকে মোচনপূর্বক মুনিগণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন ॥২॥

\* ‘...উনবষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...একসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...দ্বিসপ্তত্য-  
ধিকদ্বিশততমঃ...’—ক।, ‘...ত্রিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

## যুধিষ্ঠিরঃউবাচ।

ভগবন্ ! দেবর্ষীগাং ত্বং ধ্যাতো ভূতভবিষ্যবিৎ ।

সংশয়ং পরিপৃচ্ছামি ত্বং ছিন্তি হৃদি মে স্থিতম্ ॥৪॥

ঋপদস্ত স্মৃতা হেবা বেদিমধ্যাৎ সমুপ্তিতা ।

• অযোনিজা মহাভাগা স্মৃষা পাণ্ডুর্মহাত্মনঃ ॥৫॥

মন্ত্রে কালশ্চ ভগবান্ দৈবঞ্চ দুরতিক্রমম্ ।

ভবিতব্যঞ্চ ভূতানাং যন্ত নাস্তি ব্যতিক্রমঃ ॥৬॥

ইমাং হি পত্নীমস্মাকং ধর্মজ্ঞাং ধর্মচারিণীম্ ।

সংস্পৃশেদৌদৃশো ভাবঃ শুচিং স্তৈশ্চামিবানৃতম্ ॥৭॥

নহিঃপাপং কৃতং কিঞ্চিৎ কৰ্ম বা নিন্দিতং কচিৎ ।

দ্রৌপতা ত্রাক্ষণেশেব ধর্মঃ স্মরিতো মহান্ ॥৮॥

## ভারতকৌমুদী

ভেষামিতি । শৃণুতাম্—অহুশোচনমেব, অহুশোচতাং দ্রৌপদীং পাণ্ডবশ্চ ॥৩॥

ভগবন্নিতি । ভূতভবিষ্যবিদ্বাৎস্বর্ভমানবিদপি । সংশয়ং তদ্বিষয়ম্ ॥৪॥

ঋপদস্তেতি । বেদিমধ্যাদ্যজ্ঞবেদিতঃ । স্মৃষা পূত্রবধুঃ ॥৫॥

মন্ত ইতি । এতন্ময়মেব দুরতিক্রমং মন্ত্রে । ব্যতিক্রমঃ অগ্ৰথাস্তম্ ॥৬॥

ইমামিতি । ভাবঃ অবস্থা, শুচিং নির্মলং জনম্, অনৃতং স্তৈশ্চ চৌর্ধ্যং চৌর্ধ্যাপবাদ ইব ॥৭॥

• একদা সেই মহর্ষিদের মধ্যে অনেকে পাণ্ডবদের বিষয়ে শোক করিতেছিলেন এবং অনেকে তাহা শুনিতেছিলেন, এমন সময়ে যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়মুনির নিকট এই কথা বলিলেন ॥৩॥

ঈর বলিলেন — “ভগবন্ ! আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের সমস্ত ঘটনাই জানেন বলিয়া দেবগণ এবং ঋষিগণের মধ্যেও প্রসিদ্ধি রহিয়াছে ; অতএব আমি একটা সন্দেহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমার হৃদয়স্থিত সেই সন্দেহটা দূর করুন ॥৪॥

• ইনি ঋপদরাজার তনয়া, যজ্ঞবেদি হইতে উথিত হইয়াছেন, অযোনিজা, মহাভাগা এবং মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধু ॥৫॥

এদিকে মাহাত্ম্যশালী কাল, দৈব ও প্রাণিগণের ভবিতব্য—এই তিনটাকেই আমি দুরতিক্রম বলিয়া মনে করি । কারণ, যেগুলির ব্যতিক্রম হয় না ॥৬॥

মিথ্যা চৌর্ধ্যদোষ যেমন পবিত্র লোককে স্পর্শ করে, সেইরূপ এই প্রকার অবস্থা আসিয়া ধর্মজ্ঞা ও ধর্মচারিণী আমাদের এই পত্নীকে স্পর্শ করিয়া থাকিবে ॥৭॥

৬, ...দৈবঞ্চ বিধিনিষিদ্ধম্—বা ব কা ।



তাং জহাব বলাদ্রাজা মুচবুদ্ধিজয়ত্ৰথঃ ।

তস্তাঃ সংহরণাং প্রাপ্তঃ শিরসঃ কেশপাতনম্ ॥৯॥

পরাজয়ঞ্চ সংগ্রামে সমাহায়ঃ সমাপ্তবান্ ।

প্রত্যাহুতা তথাস্মাভির্হুতা তং সৈন্ধবং বলম্ ॥১০॥

তদারহরণং প্রাপ্তমস্মাভিরবিতর্কিতম্ ।

দুঃখশ্চায়ং বনে বাসো যুগয়ায়াঞ্চ জীবিকা ॥১১॥

হিংসা চ যুগজাতীনাং বনৌকোভির্বনৌকসাম্ ।

জ্ঞাতিভির্বিপ্রবাসশ্চ মিথ্যাব্যবসিতৈরয়ম্ ॥১২॥

অস্তি নুনং যয়া কশ্চিদগ্নভাগ্যতরো নৃপঃ ।

ভবতা দৃষ্টপূর্বো বা শ্রুতপূর্বোহপি বা ভবেৎ ॥১৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি দ্রৌপদী-

হরণে যুধিষ্ঠিরপ্রশ্নে সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ \*

### ভারতকৌমুদী

নহীতি । ধর্মঃ সেবাদানাদিঃ, সূচরিতঃ সম্যাগচরিতঃ ॥৮॥

তামিতি । সংহরণাদপহরণাং, প্রাপ্তো জয়ত্ৰথ এব ॥৯॥

পরেতি । সমাপ্তবান্ প্রাপ্তবান্ জয়ত্ৰথ ইত্যুত্ত্বৃতিঃ । সৈন্ধবং জয়ত্ৰথস্বধ্বি ॥১০॥

তদ্বিতি । দারহরণং ভাৰ্য্যাহরণদুঃখম্, অবিতর্কিতং পূর্বমচিন্তিতম্ ॥১১॥

হিংসেতি । বনৌকোভির্বনবাসিভিরস্মাভিঃ । বিপ্রবাসঃ অস্মাকং নির্বাসনম্ ॥১২॥

দ্রৌপদী কখনও কোন পাপকার্য বা নিন্দিত কার্য করেন নাই, বরং ব্রাহ্মণগণের বিষয়ে গুরুতর ধর্ম আচরণই করিয়াছেন ॥৮॥

অথচ মুচমতি জয়ত্ৰথরাজা তাঁহাকেই হরণ করিল । এবং তাঁহাকে হরণ করায় সন্তকের কেশমুগুন প্রাপ্ত হইল ॥৯॥

এক জয়ত্ৰথ সহচরগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইল ; আর আমরা তাহার সৈন্তগণকে সংহার করিয়া দ্রৌপদীকে প্রত্যাহরণ করিলাম ॥১০॥

আমরা সেই অতর্কিত ভাৰ্য্যাহরণদুঃখ পাইলাম, এই দুঃখকর বনবাস চলিতেছে এবং যুগয়ায় জীবিকানির্বাহ হইতেছে ॥১১॥

আর আমরা বনবাসী হইয়াও বনবাসী যুগজাতিরই হিংসা করিতেছি এবং মিথ্যাচারী জ্ঞাতিরা আমাদের এই নির্বাসন ঘটাইয়া দিয়াছে ॥১২॥

(৯)...তস্তাঃ সংহরণাং পাপঃ শিরসঃ কেশপাতনম্—বা ব'কা । (১২)...মিথ্যাব্যবসিতৈ-  
রিয়ম্—বা ব'কা নি । (১৩)...অগ্নভাগ্যতরো ময়ঃ—বা ব'কা নি । \* '...ষট্টিধিকদ্বিশততমঃ...'  
—নি, '...দ্বিশততমঃ...—বা ব, '...দ্বিশততমঃ...—কা, '...চতু-  
সপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...—নি ।

## অষ্টাবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

প্রাপ্তমপ্রতিমং দুঃখং রামেন ভরতর্ষভ ! ।

রক্ষসা জানকী তস্ত হতা ভার্য্যা বলীয়সা ॥১॥

আশ্রমাদ্রাক্ষসেন্দ্রেণ রাবণেন দুরাত্মনা ।

মায়ামান্ধ্যায় তরসা হত্বা গৃধ্রং জটায়ুধম্ ॥২॥ (যুগ্মকম্)

প্রত্যাঙ্গহার তাং রামঃ স্ত্রীৌবলমাত্রিতঃ ।

বন্ধা সেতুং সমুদ্রস্ত দক্ষ্য লঙ্কাং শিতৈঃ শরৈঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

অন্তীতি । নুনং তর্কে, ময়া সদৃশ ইতি শেষঃ ॥১৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাস্তবভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি জ্যোপদীহরণে

সপ্তবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

“আচাৰ্য্যাণামিয়ং শৈলী যৎ সংক্ষেপেণাভিধায় বিস্তরেণাভিধত্তে” ইতি নিয়মাং প্রথমং সংক্ষেপেণ বামচরিতমাহ—প্রাপ্তমিতি । জানকী জনকপুত্রী । তরসা বলেন ॥১—২॥

প্রতীতি । রামঃ শিতৈঃ শরৈঃ তাং জানকীং প্রত্যাঙ্গহারেতি সন্ধঃ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—৫॥ দৈবং ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মৌ বিধিঃ সদস্যকৰ্ম্মণী তাত্যাঃ নির্মিতম্ ॥৬॥ ঈদৃশো ভাবঃ পরেণ হরণম্ ॥৭—১১॥ মিথ্যাব্যবসিতৈঃ বৃথাতাপসবেষধরৈঃ ইয়ং হিংসা ক্রিয়ত ইতি শেষঃ ॥১২॥ ময়া সম ইতি শেষঃ ॥১৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তবিংশত্যাধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২২৭॥

অতএব জিজ্ঞাসা করি—আমার মত অত্যন্ত অল্পভাগ্যশালী কোন রাজা আছেন কি ? কিংবা আপনি পূৰ্বেও ক্ষেত্রপ কোন রাজাকে দেখিয়াছেন বা তাঁহার বিষয় শুনিয়াছেন কি ?” ॥১৩॥

—:~:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“ভরতশ্রেষ্ঠ । রামচন্দ্র অতুলনীয় দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন । কারণ, রাক্ষসাধিপতি, মহাবলশালী ও দুরাত্মা রাক্ষস রাবণ, সম্রাটের বেশ ধারণ করিয়া এবং বলপূৰ্ব্বক জটায়ুপক্ষীকে বধ করিয়া রামেরই আশ্রম ইহাতে তাঁহারই ভার্য্যা নীতাকে হরণ করিয়াছিলেন ॥১—২॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কস্মিন্ রামঃ কুলে জাতঃ কিংবীর্য্যঃ কিংপ্রবাক্রমঃ ।

রাবণঃ কস্য পুত্রো বা কিং বৈরং তস্য তেন চ ॥৪॥

এতন্মে ভগবন্ ! সৰ্ব্বং সম্যাগাখ্যাতুমর্হসি ।

শ্রোতুমিচ্ছামি চরিতং রামস্তাক্লিষ্টকৰ্ম্মণঃ ॥৫॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

অজো নামাভবদ্রাজা মহানিষ্কাকুবংশজঃ ।

তস্য পুত্রো দশরথঃ শখং স্বাধ্যায়বান্ শুচিঃ ॥৬॥

অভবন্তস্য চত্বারঃ পুত্রো ধৰ্ম্মার্থকোবিদাঃ ।

রামলক্ষ্মণশত্রুঘ্না ভরতশ্চ মহাবলঃ ॥৭॥

রামস্য মাতা কৌশল্যা কৈকেয়ী ভরতস্য চ ।

সুতো লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ সুমিত্রায়াঃ পরস্তুপৌ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

কস্মিন্ৱিতি । কিং কৌদশং বীর্য্যং যস্য সঃ । অস্ত্রপ্রাপ্যবন্ । কিং কিংহেতুকম্ ॥৪॥

এতদ্বিতি । সম্যক্ বিস্তরেণ । প্রাক্শ্রবণাদক্লিষ্টকৰ্ম্মণ ইত্যুক্তম্ ॥৫॥

অজ ইতি । শখং সৰ্ব্বদা, স্বাধ্যায়বান্ বেদপাঠশালী, শুচিঃ পবিত্রঃ ॥৬॥

অভবন্ৱিতি । ধৰ্ম্মার্থয়োঃ কোবিদা বিচক্ষণাঃ ॥৭॥

রামস্তেতি । কৌশল্যা-কৈকেয়ী-সুমিত্রা রাজ্ঞো দশরথস্য ভার্য্যা ইত্যর্থঃ ॥৮॥

তাহার পর রামচন্দ্র সুগ্রীবের বল অবলম্বনপূর্বক সমুদ্রে সেতুবন্ধন ও লঙ্কাদাহ করিয়া নিশিত বাণদ্বারা সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন” ॥৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“রাম কোন্ বংশে জন্মিয়াছিলেন ? কিপ্রকারই বা তাঁহার বল ও বিক্রম ছিল ? এবং রাবণই বা কাঁহার পুত্র ছিলেন ? আর কি কারণেই বা তাঁহার রামের সহিত শত্রুতা জন্মিয়াছিল ? ॥৪॥

ভগবন্ ! সেই সমস্ত বিষয় আপনি বিস্তরক্রমে বলুন । আমি অক্লিষ্টকৰ্ম্ম রামের চরিত্র শুনিতে ইচ্ছা করি” ॥৫॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“‘অজ’-নামে ইক্ষ্বাকুবংশজাত এক মহারাজ ছিলেন এবং ‘দশরথ’-নামে তাঁহার এক পুত্র হইয়াছিল ; সেই দশরথ সৰ্ব্বদা বেদপাঠে নিরত ও পবিত্র থাকিতেন ॥৬॥

সেই দশরথের মহাবলশালী চারিটা পুত্র হইয়াছিল ; তাঁহাদের নাম ছিল—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন ; তাঁহারা যথাকালে ধৰ্ম্ম ও অর্থবিষয়ে বিচক্ষণ হইয়াছিলেন ॥৭॥

বিদেহরাজো জনকঃ সীতা তস্তান্নজা বিভো ! ।  
 যাং চকার স্বয়ং ত্বষ্টা রাশ্বশ্ব মহিষীং প্রিয়াম্ ॥৯॥  
 এতদ্রামশ্ব তে জন্ম সীতায়াম্চ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।  
 রাবণস্তাপি তে জন্ম ব্যাধ্যাস্তামি জনেশ্বর ! ॥১০॥  
 পিতামহো রাবণশ্ব সাক্ষাদ্ভবঃ প্রজাপতিঃ ।  
 স্বয়ন্তুঃ সৰ্বলোকানাং প্রভুঃ অষ্টা মহাতপাঃ ॥১১॥  
 পুলস্ত্যো নাম তস্তাসীন্মানসো দয়িতঃ সূতঃ ।  
 তশ্ব বৈশ্রবণো নাম গবি পুত্রোহভবৎ প্রভুঃ ॥১২॥  
 পিতরং স সমুৎসৃজ্য পিতামহমুপস্থিতঃ ।  
 তশ্ব কোপাৎ পিতা রাজন্ ! সসজ্জান্নানমাত্না ॥১৩॥

### ভারতকৌমুদী

বিদেহেতি । অষ্টা প্রজাপতিয়েব স্বয়ং চকার, অযোনিজৈতি তাৎপর্যম্ ॥৯॥  
 এতদ্বিতি । ব্যাধ্যাস্তামি বদিস্তামি । জনেশ্বরেতি স্থিষ্টিরস্বোধনম্ ॥১০॥  
 পিতেতি । প্রজাপতিব্রহ্মা । নারায়ণনাভিপদ্মাং স্বয়মেব ভবতীতি স্বয়ন্তুঃ ॥১১॥  
 পুলস্ত্য ইতি । মানসঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ জাতঃ । গবি তদাধ্যায়ঃ ভার্গ্যায়াম্ ॥১২॥  
 পিতরমিতি । স বৈশ্রবণঃ । পিতা পুলস্ত্যঃ, সসজ্জ ব্যক্ত্যন্তররূপেণ জনয়ামাস ॥১৩॥

### ভারতভাবদীপঃ

প্রাপ্তমিতি ॥১॥ মায়াং সন্ন্যাসিবেশম্ ॥২—৮॥ অষ্টা প্রজাপতিঃ, স্বয়মেব সঙ্কল্পেন চকার,  
 ন তু মৈথুনদ্বারা অযোনিজামিতার্থঃ ॥৯—১১॥ গবি গোসংজ্ঞায়াং ভার্গ্যায়াম্ ॥১২॥ তস্ত

রামের মাতা কৌশল্যা এবং ভরতের মাতা ছিলেন কৈকেয়ী ; আর পরশুপ  
 লক্ষ্মণ ও শক্রশ্ব স্মিত্রার পুত্র ছিলেন ॥৮॥

নরনাথ ! ওদিকে ‘জনক’-নামে বিদেহদেশে এক রাজা ছিলেন ; সীতা  
 ছিলেন তাঁহার কন্যা । স্বয়ং প্রজাপতি ঐহাকে রামের প্রিয়তমা মহিষী  
 করিয়াছিলেন ॥৯॥

রাজা ! এই তোমার নিকট রাম ও সীতার জন্মবৃত্তান্ত বলিলাম ; এখন  
 রাবণের জন্মবৃত্তান্তও তোমার নিকট বলিব ॥১০॥

সমস্ত লোকের সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্তা এবং মহাতপা ও স্বয়ন্তু ব্রহ্মাই রাবণের  
 সাক্ষাৎ পিতামহ ছিলেন ॥১১॥

‘পুলস্ত্য’-নামে তাঁহার একটি প্রিয়তম মানস পুত্র ছিল এবং গোনায়ী ভার্গ্যার  
 গর্ভে সেই পুলস্ত্যের ‘বৈশ্রবণ’-নামে একটি প্রভাবশালী পুত্র হইয়াছিল ॥১২॥

রাজা ! সেই বৈশ্রবণ, পিতা পুলস্ত্যকে ত্যাগ করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার

স জজ্ঞে বিশ্রবা নাম তস্তাত্মার্কেন বৈ দ্বিজঃ ।  
 প্রতীকারায় সক্রোধস্ততো বৈশ্রবণস্ত বৈ ॥১৪॥  
 পিতামহস্ত প্রীতাত্মা দদৌ বৈশ্রবণস্ত হ ।  
 অমরত্বং ধনেশত্বং লোকপালত্বমেব চ ॥১৫॥  
 ঈশানেন তথা সখ্যং পুত্রঞ্চ নলকুবরম্ ।  
 রাজধানীনীবেশঞ্চ লক্ষ্যং রক্ষোগণান্নিতাম্ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)  
 বিমানং পুষ্পকং নাম কামগঞ্চ দদৌ প্রভুঃ ।  
 যক্ষাণামাধিপত্যঞ্চ রামরাজত্বমেব চ ॥১৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি  
 দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানেন রামরাবণজন্মকথনে  
 অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

### ভারতকৌমুদী

স ইতি । তস্ত পুলস্ত্যস্ত, আত্মার্কেন দেহার্কেন, দ্বিজো ব্রাহ্মণঃ সন্ ॥১৪॥  
 পিতেতি । প্রীতাত্মা বৈশ্রবণেন স্বসেবনাদেবেতি ভাবঃ । ঈশানেন শিবেন ॥১৫—১৬॥  
 বিমানমিতি । প্রভুঃ পিতামহ এব । রাজ্যং মহমুপাধাং রাজত্বম্ ॥১৭॥  
 ইতি মহামহোপাখ্যান-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসম্মাখ্যায়াং বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণে  
 অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

### ভারতভাবদীপঃ

বৈশ্রবণস্ত, কোপায়াং ত্যক্ত, মণ্ডিতরং সেবত ইত্যভিজ্ঞলানাং বৈশ্রবণং বাধিত্বং পুলস্ত্য এব  
 যোগবলেন বিশ্রবঃসংজ্ঞং দেহান্তরং চক্রে ইত্যর্থঃ ॥১৩—১৭॥  
 ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২২৮॥  
 সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন ; তাহাতে পিতা পুলস্ত্য তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া নিজেই  
 নিজেকে অস্ত্র পুরুষরূপে সৃষ্টি করিলেন ॥১৩॥

তাঁহার পর বৈশ্রবণের পিতৃবিদ্বেষের প্রতিশোধ দিবার জন্য পুলস্ত্যের অর্দ্ধাংশে  
 ‘বিশ্রবা’-নামে এক ব্রাহ্মণ জন্মিলেন ॥১৪॥

এদিকে ব্রহ্মা বৈশ্রবণের উপরে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেবতা, ধনপতি, লোকপাল  
 ও শিবের সখা করিলেন, ‘নলকুবর’-নামে একটা পুত্র দান করিলেন এবং রাক্ষসপূর্ণ  
 লক্ষানগরীকে তাঁহার রাজধানী করিয়া দিলেন ॥১৫—১৬॥

আর ব্রহ্মা বৈশ্রবণকে ‘পুষ্পক’-নামে কামগামী একখানি বিমান, যক্ষগণের  
 আধিপত্য ও রাজরাজত্ব দান করিলেন ॥১৭॥

\* ‘...একবিংশত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা. ব. ‘...ছতঃ-  
 সপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা, ‘...পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

## উনত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

পুলস্ত্যস্ত তু যঃ ক্রোধাদর্কদেহোহভবন্মুনিঃ ।

বিশ্রবা নাম সক্রোধঃ স বৈশ্রবণমৈক্ষত ॥১॥

বুৰুধে তং তু সক্রোধং পিতরং রাক্ষসেশ্বরঃ ।

কুবেরস্তং প্রসাদার্থং যততে স্ম সদা নৃপ ! ॥২॥

স রাজরাজো লঙ্কায়াম্ যবসন্ নরবাহনঃ ।

রাক্ষসীঃ প্রদদৌ তিস্রঃ পিতুর্বে পরিচারিকাঃ ॥৩॥

তাস্তদা তং মহাত্মানং সন্তোষয়িতুমুত্তমতঃ ।

ঋষিং ভরতশার্দূল ! নৃত্যগীতবিশারদাঃ ॥৪॥

পুষ্পোৎকটা চ রাক্ষা চ মালিনী চ বিশাংপতেঃ ।

অন্যোন্মস্পর্কয়া রাজন্ ! শ্রেয়স্কামাঃ শ্রমধ্যমাঃ ॥৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

পুলস্ত্যস্তেতি । স বিশ্রবা সক্রোধ এব বৈশ্রবণমৈক্ষত, পূৰ্বদেহাঙ্গীতেরিত্যাশয়ঃ ॥১॥

বুৰুধ ইতি । পিতরং বিশ্রবসম্, পিতুঃ পুলস্ত্যস্ত দেহাৰ্করূপত্বাদিতি ভাবঃ ॥২॥

স ইতি । রাজরাজঃ কুবেরঃ । পিতৃবিশ্রবসঃ ॥৩॥

তা ইতি । তং বিশ্রবসম্ । পুষ্পোৎকটাদীনি তাসাং তিস্রাং নামানি ॥৪—৫॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“ক্রোধবশতঃ পুলস্ত্যের অর্কদেহ ‘বিশ্রবা’-নামক যে মুনি হইয়াছিল, সেই বিশ্রবাও ক্রোধের সহিতই কুবেরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন ॥১॥

রাজা ! তাহাতে রাক্ষসাদিপতি কুবেরও, পিতা বিশ্রবাকে ত্রুড় বলিয়াই বুঝিতে পারিতেন ; তাই তিনি সর্বদাই পিতার প্রসন্নতা সম্পাদনের জন্ত চেষ্টা করিতেন ॥২॥

একদা নরবাহন কুবের লঙ্কায় থাকিয়াই তিনটি রাক্ষসীকে পরিচারিকারূপে পিতা বিশ্রবার নিকট পাঠাইয়া দিলেন ॥৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা ! তখন হইতে নৃত্য-গীতনিপুণা ও পরমসুন্দরী, ‘পুষ্পোৎকটা’, ‘রাক্ষা’ ও ‘মালিনী’-নায়ী সেই তিনটি কন্যা আপন আপন মঙ্গল কামনা করিয়া পরস্পর স্পর্ক সহকারে সেই মহাত্মা বিশ্রবায়ুনির্কে সন্তুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥৪—৫॥

স তাসাং ভগবাংস্ত্বকৌ মহাত্মা প্রদদৌ বরান্ ।  
 লৌকপালোপমান্ পুত্রো নৈককস্তা যথেষ্পিতান্ ॥৬॥  
 পুষ্পোৎকটীয়াং জন্তাতে ধৌ পুত্রৌ রাক্ষসেশ্বরৌ ।  
 কুন্তকর্ণদশগ্রীবৌ বলেনাপ্রতিমৌ ভুবি ॥৭॥  
 রাকায়ামিথুনং জজ্ঞে খরঃ শূৰ্পণখা তথা ।  
 মালিনী জনয়ামাস পুত্রমেকং বিভীষণম্ ॥৮॥  
 বিভীষণস্ত রূপেণ সৰ্ব্বেভ্যোহভ্যধিকোহভবৎ ।  
 স বভূব মহাভাগো ধৰ্ম্মগোপ্তা ক্রিয়ারতিঃ ॥৯॥  
 দশগ্রীবস্ত সৰ্ব্বেষাং জ্যেষ্ঠো রাক্ষসপুঙ্গবঃ ।  
 মহোৎসাহো মহাবীর্যো মহাসত্ত্বপরাক্রমঃ ॥১০॥  
 কুন্তকর্ণো বলেনাসৌ সৰ্ব্বেভ্যোহভ্যধিকো যুধি ।  
 মায়াবী রণশৌণ্ডচ রৌদ্রশ্চ রজনীচরঃ ॥১১॥

#### ভারতকৌমুদী

স ইতি । যথেষ্পিতানিত্যেনে তাসামিচ্ছামুসারেণৈব পুত্রোৎপত্তিরিতি দর্শিতম্ ॥৬॥  
 পুষ্পেতি । দশগ্রীব এব জ্যেষ্ঠঃ, পাঠক্রমাপেক্ষয়া বক্ষ্যমাণশ্রুতিক্রমস্ত বলবদ্ভাং ॥৭॥  
 রাকায়ামিতি । মিথুনং দ্বীপুরুষযুগলম্ ॥৮॥  
 বিভীষণ ইতি । ধৰ্ম্মস্ত গোপ্তা রক্ষিতা, ক্রিয়ায়াং ধৰ্ম্মকার্য্য এব রতিরমুরাগো যন্ত সঃ ॥৯॥  
 দশেতি । মহাবীর্য্যং মানসিকবলং যন্ত সঃ, মহাত্তো সত্ত্বপরাক্রমো দৈহিকবলবিক্রমো যন্ত স  
 তাদৃশ্চ আসীৎ ॥১০॥  
 কুন্তেতি । মায়াবী কূটকোশলী, রণশৌণ্ডো যুদ্ধমতঃ ॥১১॥

ক্রমে ভগবান্ বিভ্রবামুনি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বর দিলেন যে, “ইচ্ছামুসারে  
 তোমাদের এক এক জনের লৌকপালসদৃশ পুত্র হইবে” ॥৬॥

তাহার পর পুষ্পোৎকটীর গর্ভে ‘রাবণ’ ও ‘কুন্তকর্ণ’-নামে দুই পুত্র জন্মিল ;  
 তাঁহারা যথাকালে রাক্ষসজ্যেষ্ঠ ও জগতে অসাধারণ বলবান্ হইয়াছিলেন ॥৭॥

রাকার গর্ভে ‘খর’ ও ‘শূৰ্পণখা’ জন্ম গ্রহণ করেন ; আর মালিনী ‘বিভীষণ’-নামে  
 একটীমাত্র পুত্র প্রসব করেন ॥৮॥

বিভীষণ রূপে সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিলেন এবং তিনি মহাত্মা, ধৰ্ম্মরক্ষক ও ধৰ্ম্ম-  
 কার্য্যে অমুরক্ত ছিলেন ॥৯॥

রাক্ষসজ্যেষ্ঠ রাবণ সৰ্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ, অত্যন্ত উৎসাহী এবং অত্যন্ত মানসিক বল,  
 দৈহিক বল ও পরাক্রমশালী ছিলেন ॥১০॥

খরো ধনুষি বিক্রান্তো ব্রহ্মাষ্টি পিশিতাশনঃ ।  
 সিদ্ধবিন্ধকরী চাপি রৌদ্রো শূর্ণগথা তথা ॥১২॥  
 সর্বৈ বেদবিদঃ শূরাঃ সর্বৈ স্ফুটরিতব্রতাঃ ।  
 উষুঃ পিত্রা সহ রতা গন্ধমাদনপৰ্ব্বতে ॥১৩॥  
 ততো বৈশ্রবণং তত্র দদৃশুর্নরবাহনম্ ।  
 পিত্রা সার্কং সমাসীনমৃক্য পরময়া যুতম্ ॥১৪॥  
 জাতামৰ্ষাস্ততস্তে তু তপসে ধৃতনিশ্চয়াঃ ।  
 ব্রহ্মাণং তোষয়ামাসুর্ঘোরেণ তপসা তদা ॥১৫॥  
 অতিষ্ঠদেকপাদেন সহস্রং পরিবৎসরান্ ।  
 বায়ুভক্ষো দশগ্রীবঃ পঞ্চাগ্নিঃ স্তসমাহিতঃ ॥১৬॥

### ভারতকৌমুদী

খর ইতি । ব্রহ্মাষ্টি বেদবিদ্বেশী, পিশিতাশনো রাক্ষসঃ ॥১২॥  
 সর্ব ইতি । উষুর্বাং চক্রঃ, পিত্রা বিশ্রবসা, রতাঃ পিতৃর্ধামুরক্তাঃ ॥১৩॥  
 তত ইতি । বৈশ্রবণং কুবেরম্ । পিত্রা বিশ্রবসা, ঋক্যা বৈশাদিসম্পদা ॥১৪॥  
 জাতেতি । জাতামৰ্ষাঃ, জাতেৰ্ষাঃ তে রাবণাদয়ঃ ॥১৫॥  
 অতিষ্ঠদিতি । সমুখে ঈষদী পশ্চাদ্ভ্য উপরি চ সূৰ্য্য ইতি পঞ্চায়য়ো যন্ত সঃ ॥১৬॥

### ভারতভাবদীপঃ

পুণ্ড্রান্ত্যন্তেতি ॥১॥ পিতরং বিশ্রবসম্, রাক্ষসেশ্বরঃ কুবেরো রক্ষঃপুত্রীনায়েকত্বাৎ ॥২—১২॥  
 পিত্রা বিশ্রবসা ॥১৩—১৫॥ পঞ্চাগ্নিঃ দিশশ্চত্বার একঃ সূৰ্য্য ইতি পঞ্চানামগ্নীনাম্ মধ্যাগঃ পঞ্চাগ্নিঃ

রাক্ষস কুম্ভকর্ণ দৈহিকবলে সর্বাপেক্ষা অধিক, যুদ্ধে মায়াবী, যুদ্ধে মন্ত এবং ভয়ঙ্কর মূর্তি ছিলেন ॥১১॥

আর রাক্ষস খর ধনুষ্মৈ বিক্রমশালী ও বেদবিদ্বেশী ছিলেন এবং শূর্ণগথা সিদ্ধপুরুষগণের বিন্ধকারিণী ও রৌদ্রমূর্তি ছিল ॥১২॥

তাঁহারা সকলেই বেদবিৎ, বীর, যথানিয়মে ব্রতচারী ও পিতার অমুরক্ত ছিলেন এবং পিতার সহিতই গন্ধমাদনপৰ্ব্বতে বাস করিতেন ॥১৩॥

তাহার পর একদা তাঁহারা দেখিলেন—মহাসমৃদ্ধিশালী নরবাহন কুবের আসিয়া পিতার সহিত সেইখানে বসিয়া আছেন ॥১৪॥

তদনন্তর রাবণপ্রভৃতি ঈর্ষ্যান্বিত এবং তপস্তায় কৃতনিশ্চয় হইয়া তখন হইতেই ভয়ঙ্কর তপস্তা দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন ॥১৫॥

রাবণ বায়ুমাত্র ভক্ষণ করতঃ একাগ্রচিত্তে পঞ্চায়ির মধ্যে সহস্র বৎসরপর্য্যন্ত একচরণে পাড়াইয়া থাকিলেন ॥১৬॥



অধঃশায়ী কুন্তকর্ণো যতাহারো যতব্রতঃ ।  
 বিভীষণঃ শীর্ণপর্ণমেকমভ্যবহারয়ৎ ॥১৭॥  
 উপবাসরতির্ধীমান্ সদা জপ্যপরায়ণঃ ।  
 তমেব কালমাতিষ্ঠতীত্রং ত্রতমুদারধীঃ ॥১৮॥  
 ধরঃ শূর্ণগথা চৈব তেমাং বৈ তপ্যতাং তপঃ ।  
 পরিচর্য্যাঞ্চ রক্ষাঞ্চ চক্রতুর্হু ক্তমানসৌ ॥১৯॥  
 পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শিরশ্চিহ্না দশাননঃ ।  
 জুহোত্যগ্নৌ দুর্বাধর্ষস্তেনাতুম্বাজ্জগৎপ্রভুঃ ॥২০॥  
 ততো ব্রহ্মা স্বয়ং গত্বা তপসস্তানবারয়ৎ ।  
 প্রলোভ্য বরদানেন সর্বানেব পৃথক্ পৃথক্ ॥২১॥  
 ব্রহ্মোবাচ ।  
 প্রীতোহস্মি বো নিবর্তধ্বং বরান্ বণুত পুত্রকাঃ ।।  
 যদ্যদিক্ষুতে ত্বেকমমরত্বং তথাস্তু তৎ ॥২২॥

### ভারতকৌমুদী

অধ ইতি । একং প্রত্যাহমেকৈকম্ অভ্যবহারয়ৎ ভুক্তবান্ । অড়ভাব আর্ষঃ ॥১৭॥  
 উপেতি । তং কালমেব তৎসহস্রবৎসরপর্ধ্যস্তমেব । উদারধীবিভীষণঃ ॥১৮॥  
 ধর ইতি । তপস আত্মকূল্যকরণান্তয়োরপি যথাকথঙ্কিতপোহমুষ্ঠানমিতি ভাবঃ ॥১৯॥  
 পূর্ণ ইতি । দুর্বাধর্ষঃ অত্যন্তসাহসী । জগৎপ্রভুর্ব্রহ্মা ॥২০॥  
 তত ইতি । বরদানেন পৃথক্ পৃথক্ প্রলোভোতি সঘঙ্কঃ ॥২১॥

কুন্তকর্ণ সংযত ভোজনে ও নির্দিষ্ট নিয়মে ভূতলে শয়ন করিতেন ; আর বিভীষণ প্রতিদিন একটা করিয়া শীর্ণ পর্ণ ভোজন করিতেন ॥১৭॥

এক জ্ঞানী ও উদারবুদ্ধি বিভীষণ সর্বদা উপবাসনিরত ও জপপরায়ণ থাকিয়া সেই সহস্র বৎসরপর্ধ্যস্তই তীত্র ব্রতের অমুষ্ঠান করিলেন ॥১৮॥

আর ধর ও শূর্ণগথা হুষ্ঠিচিন্তে সেই তপস্বীদের পরিচর্যা ও রক্ষা করিলেন ॥১৯॥

এইভাবে সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে, দুর্জর্ষ রাবণ নিজের মন্তক ছেদন করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিলেন ; তাহাতেই ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইলেন ॥২০॥

তাহার পর ব্রহ্মা নিজেই বাইয়া প্রত্যেককেই বরদানের প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাদের সকলকেই তপস্তা হইতে নিরারণ করিলেন ॥২১॥

ব্রহ্মা বলিলেন—“পুত্রগণ । তোমাদের উপরে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা তপস্তা হইতে নিবৃত্ত হও এক-বর গ্রহণ কর ; এক অমরত্ব ব্যতীত তোমাদের বাহা বাহা অজীষ্ট, তাহা তাহাই হইবে ॥২২॥

যদ্যদগ্নৌ হৃতং পূৰ্ব্বং শিরস্তু মহদীপ্সয়া ।  
 তথৈব তানি তে দেহে ভবিষ্যন্তি যথেষ্টয়া ॥২৩॥  
 বৈরূপ্যঞ্চ ন তে দেহে কামরূপধরন্তথা ।  
 ভবিষ্যসি রণেহরৌণাং বিজেতা ন চ সংশয়ঃ ॥২৪॥  
 রাবণ উবাচ ।

গন্ধৰ্বদেবাস্তুরতো যক্ষরাক্ষসতন্তথা ।  
 সর্পকিন্নরভূতেভ্যো ন মে ভুয়াৎ পরাভবঃ ॥২৫॥  
 ব্রহ্মোবাচ ।

য এতে কীৰ্ত্তিতাঃ সৰ্ব্বে ন তেভ্যোহস্তি ভয়ং তব ।  
 ঋতে মনুষ্যাস্তদ্রং তে তথা তদ্বিহিতং ময়া ॥২৬॥ .  
 মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

এবমুক্তো দশগ্রীবস্তৃষ্ণুঃ সমভবত্তদা ।  
 অবমেনে হি দুৰ্ব্বৃদ্ধির্মুশ্যান পুরুষাদকঃ ॥২৭॥ .

### ভারতকৌমুদী

শ্রীত ইতি । বো যুয়াকমুপরি, নিবৰ্ত্তকং তপসঃ । একমমরত্বম্, ঋতে বিনা ॥২২॥ .  
 যদ্বিতি । তে অগ্নি, মহতাং ফলানামীপ্সয়েতি মহদীপ্সয়া ॥২৩॥  
 বৈরূপ্যমিতি । তে তব দেহে শিরশ্ছেদকৃতং বৈরূপ্যঞ্চ ন স্থাস্তীতি শেষঃ ॥২৪॥  
 গন্ধৰ্বেতি । ভূতা দেবযোনিবিশেষাঃ । ইয়মেব মে প্রার্থনেতি ভাবঃ ॥২৫॥  
 য ইতি । মনুষ্যাদৃতে বিনা, তথৈব প্রার্থিতাদিত্যাশয়ঃ । তে তব ভক্তমন্ত ॥২৬॥

তুমি গুরুতর ফললাভের ইচ্ছায় পূর্বের অগ্নিতে যে যে মন্তক আহুতি দিয়াছ,  
 সে সবগুলিই তোমার ইচ্ছানুসারে তোমার দেহে আবার হইবে ॥২৩॥

সুতরাং তোমার দেহে কোন বৈরূপ্য থাকিবে না এবং তুমি কামরূপী ও যুদ্ধে  
 শত্রুবিজয়ী হইবে ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই” ॥২৪॥

রাবণ বলিলেন—“দেবতা, অশুর, গন্ধৰ্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, কিন্নর ও ভূত হইতে  
 যেন আমার পরাভব হয় না” ॥২৫॥

ব্রহ্মা কহিলেন—“মনুষ্য ব্যতীত এই ঐশ সকল প্রাণীর কথা তুমি বলিলে, সে  
 সকল হইতে তোমার ভয় হইবে না । আমি সেই প্রকারই করিয়া রাখিয়াছি ;  
 তোমার মঙ্গল হউক” ॥২৬॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে, রাবণ তখন সন্তুষ্ট হইলেন ।  
 কারণ, দুৰ্ব্বৃদ্ধি রাবণ মনুষ্যভোজী বলিয়াই মনুষ্যগণকে অবজ্ঞা করিয়া-  
 ছিলেন ॥২৭॥

কুন্তকর্ণমথোবাচ তথৈব প্রপিতামহঃ ।

“স বত্রে মহতীং নিদ্রাং তমসা প্রসুচেতনঃ ॥২৮॥

তথা ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা বিভীষণমুবাচ হ ।

বরং বৃগীষ পুত্র ! স্বং প্রীতোহস্ম্যীতি পুনঃ পুনঃ ॥২৯॥

বিভীষণ উবাচ ।

পরমাপদগতস্তাপি নাধর্মে মে মতির্ভবেৎ ।

অশিক্ষিতঞ্চ ভগবন্ ! ব্রহ্মাস্ত্রং প্রতিভাতু মে ॥৩০॥

ব্রহ্মোবাচ ।

যস্মাদ্রাক্ষসযোনৌ তে জাতস্ত্যামিত্রকর্ষণ ! ।

নাধর্মে ধীয়তে বুদ্ধিরমরত্বং দদানি তে ॥৩১॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

রাক্ষসস্ত বরং লব্ধ্বা দশগ্রীবো বিশাংপতে ! ।

লঙ্কায়াক্ষ্যাবয়ামাস যুধি জিহ্বা ধনেশ্বরম্ ॥৩২॥

### ভারতকৌমুদী

এবমিতি । যতঃ পুরুষাদকো মহত্ত্বভোক্তা, অতো মহত্ত্বানবমেনে ॥২৭॥

কুন্তেতি । ইন্দ্রাদীনাম্ প্রপিতামহস্যাদব্রহ্মা প্রপিতামহোহপি । তমসা মোহেন ॥২৮॥

তথেন্তি । উবাচ প্রপিতামহ ইত্যম্বুত্তিঃ ॥২৯॥

পরমেতি । পরমাপদগতস্তাপি অত্যন্তবিপন্নস্তাপি । প্রতিভাতু চিন্তে ক্ষুরতু ॥৩০॥

যস্মাদিতি । ধীয়তে আশ্রিত্যভে অবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ । “ধীঃ আধারে” ইতি দিবাদৌ ॥৩১॥

### ভারতভাবদীপঃ

১১৬। বিভীষণস্তপোহতিষ্ঠিত্যভ্যয়ঃ ॥১৭—২২॥ মহদীপসয়া শ্রেষ্ঠপদাপেক্ষয়া ॥২৩—২৭॥

তমসেন্তি অনিষ্টামণি নিদ্রাং মোহাদ্ভূতবানিত্যর্থঃ ॥২৮—৩০॥ যোনৌ ক্ষেত্রে, ন তু

তাহার পর ব্রহ্মা সেইভাবেই কুন্তকর্ণকে বলিলেন । তখন মুগ্ধবুদ্ধি কুন্তকর্ণ দীর্ঘকালব্যাপিনী নিদ্রা প্রার্থনা করিলেন ॥২৮॥

“তাহাই হইবে” এই কথা কুন্তকর্ণকে বলিয়া ব্রহ্মা বিভীষণকে এই কথা বার বার বলিলেন যে, “পুত্র ! আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর গ্রহণ কর” ॥২৯॥

বিভীষণ বলিলেন—“ভগবন্ ! অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থাতেও যেন আমার বুদ্ধি পাপের দিকে যায় না ; আর অশিক্ষিত ব্রহ্মাস্ত্রও আমার বিদিত হউক” ॥৩০॥

ব্রহ্মা বলিলেন—“শত্রুকর্ষণ । তুমি রাক্ষসযোনিতে জন্মিয়াছ ; তথাপি তোমার বুদ্ধি যখন অধর্মের দিকে যাইতেছে না, তখন তোমাকে আমি অবাচিত অমরত্ব দান করিলাম” ॥৩১॥

হিহ্বা স ভগবান্নঙ্কামাবিশদংগন্ধমাদনম্ ।  
 গন্ধর্ববক্ষানুগতো বক্ষঃকিম্পুরুষৈঃ সহ ॥৩৩॥  
 বিমানং পুষ্পকং তস্য জহারাক্রম্য রাবণঃ ।  
 শশাপ তং বৈশ্রবণো ন ত্রামেতবহিষ্ণতি ॥৩৪॥  
 মস্ত্ব জ্বাং সমরে হস্তা তমেবৈতবহিষ্ণতি ।  
 অবমন্ত্য গুরুং মাঞ্চ ক্ষিপ্তং ত্বং ন ভবিষ্যসি ॥৩৫॥  
 বিভীষণস্ত ধৰ্ম্মাত্মা সতাং মার্গমনুস্মরন্ ।  
 অন্নগচ্ছমহারাজং ত্রিয়া পরময়া যুতঃ ॥৩৬॥  
 তস্মৈ স ভগবাংস্তুষ্টো ভ্রাতা ভ্রাত্রে ধনেশ্বরঃ ।  
 সৈন্যপত্যং দদৌ শ্রীমান্ যক্ষরাক্ষসসৈন্যয়োঃ ॥৩৭॥

### ভারতকৌমুদী

১.  
 রাক্ষস ইতি । চ্যাবয়ামাস বহিষ্চকার । ধনেশ্বরং কুবেরম্ ॥৩২॥  
 হিহ্বেতি । স কুবেরঃ, ভগবান্ ধনাদিসম্পত্তিমান্ ॥৩৩॥  
 বিমানমিতি । বৈশ্রবণঃ কুবেরঃ । এতদ্বিমানং কৰ্ভু জ্বাং ন বহিষ্ণতি ন বক্ষ্যতি ॥৩৪॥  
 য ইতি । হস্তা হনিষ্ণতি । গুরুং জ্যেষ্ঠভ্রাতরম্ । ন ভবিষ্যসি ন ত্রাস্যসি মরিষ্যসীত্যর্থঃ ॥৩৫॥  
 বিভীষণ ইতি । সতাং মার্গমিত্যনেন রাবণো দুষ্কৰ্ণ ইতি স্মৃতিতম্ । মহারাজং কুবেরম্ ॥৩৬॥  
 তস্মা ইতি । ভগবান্ মহাত্ম্যাবান্ । শ্রীমান্ সম্পত্তিমান্ ॥৩৭॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“রাজা । রাক্ষস রাবণ সেইরূপ বর লাভ করায় যুদ্ধে জয়  
 করিয়া কুবেরকে লঙ্কা হইতে বাহির করিয়া দিলেন ॥৩২॥

তখন অসাধারণ-সম্পত্তিশালী কুবের লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব  
 ও কিন্নরগণের সহিত যাইয়া গন্ধমাদনপৰ্ব্বতে প্রবেশ করিলেন ॥৩৩॥

এবং রাবণ আক্রমণ করিয়া কুবেরের পুষ্পকবিমান হরণ করিলেন । তখন  
 কুবের তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন যে, “এ বিমান তোমাকে বহন করিবে  
 না ॥৩৪॥

কিন্তু যিনি যুদ্ধে তোমাকে বধ করিবেন, এই বিমান তাঁহাকেই বহন করিবে ।  
 আমি তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ; সূত্রাং গুরু ; অতএব আমাকে অবজ্ঞা করায় তুমি  
 শীঘ্রই মরিবে” ॥৩৫॥

বিশেষ সম্পত্তিশালী ও ধৰ্ম্মাত্মা বিভীষণ সজ্জনের পথ স্মরণ করিয়া কুবেরেরই  
 অনুগমন করিলেন ॥৩৬॥

রাক্ষসাঃ পুরুষাদাশ্চ পিশাচাশ্চ মহাবলাঃ ।  
 সৰ্বে সমেত্য রাজানমভ্যধিকন্ দশাননম্ ॥৩৮॥  
 দশগ্রীবস্ত দৈত্যানাং দেবানাঞ্চ বলোৎকটঃ ।  
 আক্রম্য রত্নানুহরৎ কামরূপী বিহঙ্গমঃ ॥৩৯॥  
 রাবয়ামাস লোকান্ যত্নশ্চাদ্রাবণ উচ্যতে ।  
 দশগ্রীবঃ কামবলো দেবানাং ভয়মাদধৎ ॥৪০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বনি  
 দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানেন রাবণাদিবরপ্রাপ্তৌ  
 উনত্রিংশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

### ভারতকৌমুদী

রাক্ষসা ইতি । পুরুষাদা নরভোজিনঃ । সমেত্য লঙ্কামিতি শেষঃ ॥৩৮॥  
 দশেতি । বলোৎকটো বলমন্তঃ । বিহায়স্য গগনেন গচ্ছতীতি বিহঙ্গমঃ ॥৩৯॥  
 রাবেতি । রাবয়ামাস উৎপীড়নেন রোদয়ামাস । ইনস্তশকার্ধকরুধাতোয়ুট্ ॥৪০॥  
 ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
 মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বনি দ্রৌপদীহরণে  
 উনত্রিংশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

### ভারতভাবদীপঃ

রেতোহজ্ঞে রাক্ষসমস্তি তস্মান্নাত্তদোষাদেব জ্যেষ্ঠাং রাবণাদীনামিত্যর্থঃ । “নরাণাং মাতুলক্ৰমঃ”  
 ইতি ঐসিদ্ধম্ ॥৩১—৩৪॥ ন ভবিগ্নসি মরিগ্নসি ॥৩৫॥ অঘগচ্ছৎ কুবেরমিতি শেষঃ ॥৩৬—৩৮॥  
 রত্নানি—“জাতৌ জাতৌ যদ্বৎকুটং তদ্বৎমভিধীয়তে” ইতি । বিহঙ্গমঃ খেচরঃ ॥৩৯॥ রাবয়ামাস  
 হিংসার্থত্ব রূডো রূপমিদম্ ॥৪০॥  
 ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উনত্রিংশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২২২॥

তাহাতে মাহাত্ম্য ও সম্পত্তিশালী ভ্রাতা কুবের, ভ্রাতা বিভীষণের উপরে সম্ভট  
 হইয়া তাঁহাকে যক্ষ ও রাক্ষসসৈন্যের সেনাপতিপদ দান করিলেন ॥৩৭॥

তাহার পর নরভোজী রাক্ষসেরা এবং মহাবল পিশাচেরা সকলে আসিয়া  
 রাবণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিল ॥৩৮॥

তদনন্তর বলমন্ত, কামরূপী ও আকাশগামী রাবণ আক্রমণ করিয়া দেবগণ ও  
 দৈত্যগণের রত্ন সকল হরণ করিলেন ॥৩৯॥

কামবলী দশানন দেবগণের পর্য্যস্ত ভয় জন্মাইতে থাকিয়া উৎপীড়ন করিয়া সকল  
 লোককে কাঁদাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ‘রাবণ’ বলে ॥৪০॥

\* ‘...বিষট্ঠ্যধিকবিশততমঃ...’—পি, ‘...চতুঃসপ্তত্যধিকবিশততমঃ...’—বা ব, ‘...পঞ্চ-  
 সপ্তত্যধিকবিশততমঃ...’—কা, ‘...ষট্ঠসপ্তত্যধিকবিশততমঃ...’—নি ।

## ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ।

—:~:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ততো ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্বৈঃ সিদ্ধা দেবর্ষয়স্তথা ।

হব্যবাহং পুরস্কৃত্য ব্রহ্মাণং শরণং গতাঃ ॥১॥

অগ্নিরুবাচ ।

যোহসৌ বিশ্রবসঃ পুত্রো দশগ্রীবো মহাবলঃ ।

অবশ্যো বরদানেন কৃতো ভগবতা পুত্রা ॥২॥

স বাধতে প্রজাঃ সর্বা বিপ্রকারৈর্মহাবলঃ । .

ততো নস্তাতু ভগবান্ নাশ্তজাতা হি বিগতে ॥৩॥ (যুথকম্)

ব্রহ্মোবাচ ।

ন স দেবান্নরৈঃ শক্যো যুদ্ধে জেতুং বিভাবসো ! ।

বিহিতং তত্র যৎ কার্য্যমভিতস্তস্মৈ নিগ্রহঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । সিদ্ধা যোগসিদ্ধা ব্রহ্মর্ষয়ঃ । অতএব ব্রহ্মসমীপগমনসম্ভব ইতি ভাবঃ ॥১॥

য ইতি । ভগবতা ভবতা । বাধতে পীড়য়তি, বিপ্রকাটৈর্নানাপ্রকাটৈঃ । জাতু জায়তাম্ ॥২—৩॥

নেতি । তত্র শুদ্ধমনবিষয়ে, যৎ কার্য্যং কর্তব্যম্, তন্ময়া পূর্বমেব বিহিতম্ । অতস্তস্মৈ নিগ্রহঃ, অভিত আসন্নঃ, “সমীপোত্তমতঃশীঘ্রসাকল্যাভিমুখেহতিতঃ” ইত্যমরঃ ॥৪॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তাহার পর যোগসিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিরা ও দেবর্ষিরা সকলে অগ্নি-দেবকে অগ্রবর্তী করিয়া যাইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন ॥১॥

অগ্নি বলিলেন—“ভগবন্ । আপনি পূর্বের সেই যে বিশ্রবাস পুত্র মহাবল দশাননকে বর দান করিয়া অবধ্য করিয়াছিলেন, সেই মহাবল দশানন সম্প্রতি নান্যপ্রকারে সমস্ত লোককে উৎপীড়ন করিতেছে ; অতএব আপনি আমাদিগকে তাহার হাত হইতে রক্ষা করুন ; আপনি ভিন্ন আমাদের অন্য কেহ রক্ষক নাই” ॥২—৩॥

ব্রহ্মা বলিলেন—“অগ্নি । দেবগণ ও অশ্বরগণ রাবণকে যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না ; সুতরাং তাহার দমনবিষয়ে যাহা কর্তব্য, তাহা আমি করিয়া রাখিয়াছি ; অতএব তাহার দমন নিকটবর্তী হইয়াছে ॥৪॥

তদর্থমবতীর্ণোহসৌ মমিয়োগাচ্চতুর্ভুজঃ ।

নিষ্কঃ গ্রহবতাং শ্রেষ্ঠঃ স তং কৰ্ম করিষ্যতি ॥৫॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

পিতামহস্ততন্তেষাং সম্মিধৌ শক্রমব্রবীৎ ।

সর্বৈর্দেবগণৈঃ সার্কং সম্ভব ত্বং মহীতলে ॥ ৬ ॥

বিষ্ণোঃ সহায়ানৃক্ষীষু বানরীষু চ সর্বশঃ ।

জনয়ধ্বং সূতান্ বীরান্ কামরূপবলাগ্নিতান্ ॥৭॥

ততো ভাগানুভাগেন দেবগন্ধর্বদানবাঃ ।

অবতর্তুঃ মহীং সর্বৈ মজ্জয়ামাস্বরজ্জসা ॥৮॥

তেষাং সমক্ষং গন্ধর্বীং ছন্দুভীং নাম নামতঃ ।

শশাস বরদো দেবো গচ্ছ কার্যার্থসিদ্ধয়ে ॥৯॥

পিতামহবচঃ শ্রুত্বা গন্ধর্বী ছন্দুভী ততঃ ।

মহুরা মানুষে লোকে কুজা সমভবদ্ভদা ॥১০॥

#### ভারতকৌমুদী

অথ কথং তন্ত নিগ্রহোহভিত ইত্যাহ—তদিতি । তং রাবণনিগ্রহরূপং কৰ্ম ॥১॥

পিতেতি । শক্রমিন্দ্রম্ । সম্ভব জায়ত ॥৬॥

বিষ্ণোরিতি । ঋক্ষীষু ভল্লুকীষু ॥৭॥

তত ইতি । অজ্জসা দ্রুতম্, “শাগ্ৰুটিত্যজ্জসাহার” ইত্যাত্মকঃ ॥৮॥

তেষামিতি । শশাস উপদিশে, বরদো দেবো ব্রহ্মা ॥৯॥

“কারণ, আমার অমুরোধে চতুর্ভুজ ও যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু রাবণকে দমন করিবার জন্ত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; সূতরাং তিনিই সে কার্য্য করিবেন” ॥৫॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তাহার পর ব্রহ্মা তাঁহাদের নিকটেই ইন্দ্রকে কহিলেন—  
“ইন্দ্র । তুমি সকল দেবগণের সহিত যাইয়া ভূতলে জন্ম গ্রহণ কর ॥৬॥

তোমরা যাইয়া ভল্লুকীগণ ও বানরীগণের গর্ভে বিষ্ণুর সহায়স্বরূপ কামরূপী ও কামবলী বীর পুত্র সকল উৎপাদন কর” ॥৭॥

তদনন্তর দেবগণ, দানবগণ ও গন্ধর্বগণ অংশাংশরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইবার জন্ত সত্তর মন্ত্রণা করিলেন ॥৮॥

পরে বরদাতা ব্রহ্মা তাঁহাদের সমক্ষেই ‘ছন্দুভী’-নাম্নী গন্ধর্বীকে বলিলেন যে,  
“তুমি কার্য্য সিদ্ধির জন্ত ভূতলে গমন কর” ॥৯॥

তাহার পর ছন্দুভীগন্ধর্বী ব্রহ্মার কথা শুনিয়া তখনই যাইয়া ‘মহুরা’-নাম্নী এক কুজা হইল ॥১০॥

শক্রপ্রভৃতয়শ্চৈব সৰ্বে তে হ্রসসত্তমাঃ ।  
 বানরক্ষৰব্রজৌষ্ম জনয়ামাহুৰাত্মজান্ ॥১১॥  
 তেহম্ববর্তন পিতৃন সৰ্বে যশসা চ বলেন চ ।  
 ভেত্তারো গিরিশৃঙ্গাণাং শালতালশিলামুধাঃ ॥১২॥  
 বজ্রসংহাননাঃ সৰ্বে সৰ্বে চৌঘবলান্তথা ।  
 কামবীৰ্য্যবলাশ্চৈব সৰ্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥১৩॥  
 নাগায়ুতসমপ্রাণা বায়ুবেগসমা জবে ।  
 যত্রেচ্ছকনিবাসাশ্চ কেচিদত্র বনৌকসঃ ॥১৪॥

### ভারতকৌমুদী

পিতেতি । মম্বরা নাম, কুজ্জ্বেন মম্বরগমনাদিতি ভাবঃ ॥১০॥

শক্রেতি । বানরক্ষৰা বানরভল্লুকশ্রেষ্ঠাস্থেবাং জীষু ॥১১॥

ত ইতি । অম্ববর্তন অম্বকূৰ্চন । ভেত্তারো ভেদনসমর্থ্যঃ ॥১২॥

বজ্রেতি । বজ্রস্তেব সংহননং দৃঢ়ং শরীরং যেষাং তে, ওঘস্তে ক অস্ত্রবানরক্ষসমূহস্তেব  
 প্রত্যেকতো বলং যেষাং তে, কামেন ইচ্ছামুসারেণ বীৰ্য্যং মানসিকী শক্তিঃ বলং দৈহিকী শক্তিঃ  
 যেষাং তে তাদৃশাশ্চ অভাবমিতি শেষঃ ॥১৩॥

নাগেতি । নাগায়ুতসমপ্রাণা দশসহস্রহস্তিতুল্যাবলাঃ, জবে বেগে । যত্র ইচ্ছা তত্র নিবাসো  
 যেষাং তে, অত্র এষ, কেচিৎকনৌকসো বনবাসিন আসন ॥১৪॥

আর ইন্দ্রপ্রভৃতি সেই প্রধান দেবগণ যাইয়া প্রধান প্রধান বানর ও ভল্লুক-  
 জীগণের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥১১॥

সেই সকল পুত্রেরা যশে ও বলে তাহাদের পিতাদের অনুকরণ করিতে লাগিল  
 এবং তাহারা পর্বতশৃঙ্গ ভেদ করিতে পারিত ; আর শাল, তাল ও শিলা তাহাদের  
 অস্ত্র ছিল ॥১২॥

সেই বানরগণ ও ভল্লুকগণের মধ্যে সকলের শরীরই বজ্রের আয় দৃঢ় ছিল,  
 প্রত্যেকের বলই অস্ত্র বানর-ভল্লুকসমূহের তুল্য ছিল, তাহাদের মানসিক  
 বল ও দৈহিক বল ইচ্ছামুসারে হইত এবং তাহারা সকলেই যুদ্ধবিশারদ  
 হইয়াছিল ॥১৩॥

আর তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই দশসহস্র হস্তীর তুল্য বলশালী ও বায়ুর তুল্য  
 বেগবান হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে কতকগুলি—যেখানে ইচ্ছা হইত, সেইখানেই  
 বাস করিত, আর কতকগুলি বনেই থাকিত ॥১৪॥



এবং বিধায় তৎ সৰ্ব্বং ভগবান্নোক্তভাষনঃ ।

মহুবাং বোধয়ামাস যদ্যৎ কার্যং যথা তথা ॥১৫॥

স। তদ্বচনমাজ্জায় তথা চক্রে মনোজবা ।

ইতশ্চেতশ্চ গচ্ছন্তী বৈরসঙ্কুপ্ণে রতা ॥১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানেন বানরাহ্ম্যেপৰ্ত্তে

ত্রিংশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

### ভারতকৌমুদী

এবমিতি । যথা যদ্যৎ কার্যং কর্তব্যং তথা তত্তদ্বচনং বোধয়ামাস ॥১৫॥

সেতি । আজ্জায় শব্দা, মনস ইব জবো বেগো যন্তাঃ সা ॥১৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণে

ত্রিংশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

### ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—৩॥ বিপ্রকারৈবিবিধৈঃ প্রকারৈঃ ॥৪—১২॥ বজ্রংহননা বজ্রবদদৃষ্টাঃ ॥১৩॥ যজ্ঞেচ্ছা তজ্জৈব নিবাসো যেষাং তে যজ্ঞেচ্ছকনিবাসাঃ ॥১৪॥ যদ্যৎ কার্যং কৈকেয়ীপ্রলোভনং রামপ্রব্রাজনাদি চ ॥১৫॥ সঙ্কুপ্ণে দীপনে ॥১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে ত্রিংশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৩০॥

—:~:—

ভগবান্ ব্রহ্মা এইভাবে সেই সমস্ত করিয়া, যে ভাবে যাহা যাহা করিতে হইবে, সেইভাবে তাহা তাহা মহুরাকে বুঝাইয়া দিলেন ॥১৫॥

তৎপরে মনের স্থায় বেগশালিনী মহুরা ব্রহ্মার উপদেশ শুনিয়া সেই ভাবেই সকল করিয়াছিল । সে—প্রথমে দশরথের গৃহে যাঁইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকিয়া পরম্পর শত্রুতানল জ্বালাইতে প্রবৃত্ত হইল” ॥১৬॥

—:~:—

(১৬) সা তদ্বচনমাজ্জায়—বা ব কা নি । \* ‘...ত্রিংশদধিকাবিশততমঃ...’—নি, ‘...পঞ্চ-সপ্তত্যধিকাবিশততমঃ...’—বা ব, ‘...ষট্‌সপ্তত্যধিকাবিশততমঃ...’—কা, ‘...সপ্তসপ্তত্যধিক-বিশততমঃ...’—নি ।

## একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

উক্তং ভগবতা জন্ম রামাদীনাং পৃথক্ পৃথক্ ।  
প্রস্থানকারণং ব্রহ্মন্ ! শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাম্ ॥১॥  
কথং দাশরথী বীরৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ।  
সম্প্রাস্থিতৌ বনে ব্রহ্মন্ ! মৈথিলী চ যশস্বিনী ॥২॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

জাতপুত্রৌ দশরথঃ প্রীতিমানভবন্ প ! ।  
ক্রিয়ারতিধৰ্ম্মরতঃ সততং বৃদ্ধসেবিতা ॥৩॥  
ক্রমেণ চাস্ত তে পুত্রৌ ব্যবৰ্দ্ধন্ত মহোজসঃ ।  
বেদেষু সরহস্তেষু ধনুর্বেদেষু পারগাঃ ॥৪॥  
চরিতব্রহ্মচর্যাশ্চ কৃতদারাস্চ পার্থিব ! ।  
যদা তদা দশরথঃ প্রীতিমানভবৎ স্বধী ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

উক্তমিতি । প্রস্থানকারণং রামাদীনামেব বনপ্রয়াগহেতুम् ॥১॥  
কথমিতি । সংক্ষেপার্থং প্রেতৌ সীতাবিবাহাদিবৃন্তান্তানাং পরিহার্যং বক্তৃণি তে পরিকৃতঃ ॥২॥  
জাতেতি । ক্রিয়াসু প্রজ্ঞাপালনাদিব্যাপারেষু রতিরহুবাগো যন্ত সঃ ॥৩॥  
ক্রমেণেতি । সরহস্তেষু গুপ্তদেহতমাদিসহিতেষু ধনুর্বেদেষু ॥৪॥

বলিলেন—“মহর্ষি ! আপনি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রামপ্রভৃতির জন্মের কথা বলিয়াছেন ; এখন আমি তাঁহাদের বনগমনের কারণ শুনিতে ইচ্ছা করি ; আপনি তাহা বলুন ॥১॥

মহর্ষি ! দশরথনন্দন মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা ও যশস্বিনী সীতা—ইহারা বনে গিয়াছিলেন কেন ?” ॥২॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“রাজা ! সর্বদা প্রজ্ঞাপালনামুরাগী, ধর্মনিরত ও বৃদ্ধ-সেবক দশরথ পুত্র জন্মিবার পরই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন ॥৩॥

ক্রমে তাঁহার সেই পুত্রেরা বৃদ্ধি পাইলেন, মহাতেজা হইয়া উঠিলেন এবং বেদ ও মন্ত্রসংহিতাদির সহিত ধনুর্বেদে পারদর্শী হইলেন ॥৪॥

জ্যেষ্ঠো রামোহভবন্তেষাং রময়ামাস হি প্রজাঃ ।  
 মনোহরতয়া ধীমান্ পিতৃর্হৃদয়নন্দনঃ ॥৬॥  
 ততঃ স রাজা মতিমান্ মহাত্মানং বয়োহধিকম্ ।  
 মন্ত্রয়ামাস সচিবৈর্ধর্ম্মজৈশ্চ পুরোহিতৈঃ ॥৭॥  
 অভিষেকায় রামশ্চ যৌবরাজ্যেন ভারত ! ।  
 প্রাপ্তকালঞ্চ তে সর্বৈ মেনিরে মন্ত্রিসত্তমাঃ ॥৮॥  
 লোহিতাক্ষং মহাবাহুং মন্ত্রমাতঙ্গগামিনম্ ।  
 দীর্ঘবাহুং মহোরক্ষং নীলকুঙ্কিতমূর্দ্ধজম্ ॥৯॥  
 দীপ্যমানং জিয়া বীরং শক্রাদনবরং রণে ।  
 পারগং সর্বধর্ম্মাণাং বৃহস্পতিসমং মতো ॥১০॥  
 সর্বানুরক্তপ্রকৃতিং সর্ববিদ্যাবিশারদম্ ।  
 জিতেন্দ্রিয়মিত্রাণামপি দৃষ্ট্বিমনোহরম্ ॥১১॥

### ভারতকৌমুদী

চরিতেতি । চত্বার এব পুত্রা ইতি পূর্বার্দ্ধে শেষঃ ॥৫॥

জ্যেষ্ঠ ইতি । রামশব্দস্ত ত্রিধা যোগার্থমাহ—রময়ামাসেত্যাদি । তথা চ প্রজারমণাজামঃ, মনোহরতয়া রামঃ, “রামো নীলচাক্ষুসিতে ত্রিষু” ইত্যমরঃ, তথা পিতৃর্দর্শনশ্চ হৃদয়ং নন্দয়তি, রময়তীতি রামশ্চ ॥৬॥

তত ইতি । মন্ত্রয়ামাস তৎকালীন কর্তব্যং বিচারয়ামাস ॥৭॥

অভীতি । প্রাপ্তকালম্ উপস্থিতং সময়ম্ ॥৮॥

লোহিতেতি । মহাত্মো বলবন্তয়া প্রশস্তো বাহু যন্ত তম্, দীর্ঘো আজাহুসম্বিতো বাহু

রাজা ! তাহার পর যখন তাঁহারা ব্রহ্মচর্যা সমাপ্ত করিয়া বিবাহ করিলেন, তখন দশরথ অত্যন্ত আনন্দিত ও সুখী হইলেন ॥৫॥

সেই দশরথপুত্রগণের মধ্যে রাম ছিলেন জ্যেষ্ঠ ; সেই ধীমান্ প্রজারঞ্জক হইয়াছিলেন, মনোহরমূর্ত্তি ছিলেন এবং পিতার হৃদয় আনন্দিত করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল—‘রাম’ ॥৬॥

তাহার পর একদা বুদ্ধিমান দশরথরাজা আপনাকে বৃদ্ধ মনে করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ মন্ত্রিগণ ও পুরোহিতগণের সহিত তৎকালের কর্তব্য বিষয় মন্ত্রণা করিলেন ॥৭॥

ভরতনন্দন ! তখন সেই মন্ত্রিজ্যেষ্ঠেরা সকলেই রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিলেন ॥৮॥

কুরুনন্দন ! আরক্তনয়ন, প্রশস্তবাহু, দীর্ঘবাহু, বিশালবক্ষা, কৃষ্ণকাকত-কেশ, মত্ত হস্তীর দ্বার মধুসূদামী, কান্তিধারা সমুজ্জল, যুদ্ধে ইন্দ্রের তুল্য বীর,

নিয়ন্তারমনাধুনাং গোপ্তারং ধৰ্ম্মচারিণাম্ ।  
 ধৃতিমন্তমনাধুযং জেতারমপরাঞ্জিতম্ ॥১২॥  
 পুত্রং রাজা দশরথঃ কৌশল্যানন্দিবৰ্দ্ধনম্ ।  
 সংদৃশ্য পরমাং প্রীতিমগচ্ছং কুরুনন্দন ! ॥ ৩॥ (কুলকম্)  
 চিস্তয়ংশ্চ মহাতেজা গুণান্ রামস্ত বীৰ্য্যবান্ ।  
 অভ্যভাষত ভদ্রং তে প্রীয়মাণঃ পুরোহিতম্ ॥১৪॥  
 অগ্ন পুষ্যো নিশি ব্রহ্মান্ ! পুণ্যং যোগমুপৈশ্যতি ।  
 সম্ভাৱাঃ সংব্রিয়স্তাং মে রামশ্চোপনিমন্ত্যাতাম্ ॥১৫॥  
 ইতি তদ্রাজবচনং প্রতিশ্রুত্যাথ মন্থরা ।  
 কৈকেয়ীমভিগম্যেদং কালে বচনমব্রবীৎ ॥১৬॥ -

### ভারতকৌমুদী

যন্ত \*তম্, মহোরক্ষং বিশালবক্ষসম্ । অনবরম্ অনানম্ । সর্বেণ প্রকাৱেণ অহুরক্তাঃ প্রকৃতয়ঃ  
 প্রজা যস্মিন্ তম্ । অমিত্রাণাং শত্রুণামপি । নিয়ন্তারং সংপথে চালয়িতারম্, গোপ্তারং রক্ষকম্,  
 ধৃতিমন্তং ধৈৰ্য্যশালিনম্, অনাধুগম্ অদমনীয়ম্ । পুত্রং রামম্, কৌশল্যায়া নন্দিবৰ্দ্ধনম্ আনন্দ-  
 বৰ্দ্ধকম্ ॥১—১৩॥

চিস্তয়স্মিতি । মহাতেজা দশরথঃ । তে তব পুরোহিতশ্চৈব ভদ্রমস্মিতি শেষঃ ॥১৪॥

অভ্যেতি । পুষ্যো নাম নক্ষত্রম্ । পুণ্যং শুভম্ । সম্ভাৱা অভিষেকোপকরণানি ॥১৫॥

### ভারতভাবদীপঃ

\* উক্তমিতি ॥১—৫॥ রামপদং নির্বক্তি - জ্যেষ্ঠ ইতি ॥৬—৮॥ মহাত্মো শত্রুঘ্নরক্ষমো  
 বাহু যন্ত তং দীৰ্ঘবাজ্রপূৰ্ণ্যস্তো বাহু যন্ত তম্ ॥৯—১০॥ সৰ্ব্বশোহম্বরক্তাঃ প্রকৃতঃ প্রজা  
 যস্মিন্তং সৰ্ব্বাভ্যুন্নতপ্রকৃতিম্ ॥১১—১৩॥ ভদ্রং তে ইতি যুধিষ্ঠিরং প্রত্যাশীৰ্কচনম্, পুরোহিতং  
 সমস্ত ধৰ্ম্মের পারগামো, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির তুল্য, সৰ্ব্বপ্রকাৱে প্রজারক্ষক, সমস্ত  
 বিভ্রায় বিশারদ, জিতেন্দ্রিয়, শত্রুদেরও নয়ন-মনোহারী, দুৰ্জ্জনগণের নিয়ন্তা,  
 ধাৰ্ম্মিকদিগের রক্ষক, ধৈৰ্য্যশীল, দুৰ্দ্ধৰ্ষ, শত্রুবিজয়ী, অপরাঞ্জিত এবং কৌশল্যা-  
 দেবীর আনন্দবৰ্দ্ধক পুত্র রামচন্দ্রকে দেখিয়া রাজা দশরথ তখন পরম প্রীতি লাভ  
 করিতেন ॥১—১৩॥

ভাঁহার পর একদা মহাতেজা ও বীৰ্য্যবান্ দশরথরাজা রামের গুণগ্রাম চিন্তা  
 করিয়া আনন্দিত হইয়া পুরোহিতকে বলিলেন—“আপনার মঙ্গল হউক—॥১৪॥

আজ রাত্রিতে পুত্ৰানক্ষত্র শুভযোগের সহিত মিলিত হইবে ; অতএব তখনই  
 রামের অভিষেকের উপকরণ আয়োজন করিতে আরম্ভ করা হউক এবং আমার  
 রামকে ডাকা হউক” ॥১৫॥

অনু কৈকেয়ি ! দৌৰ্ভাগ্যং রাজ্ঞা ত্তে খ্যাপিতং মহৎ ।  
 অশীবিষস্তাং সংক্রুদ্ধশচশো দশতু দুৰ্ভগে ! ॥১৭॥  
 হুভগা ধনু কোশল্যা যস্থাঃ পুত্রোহভিষেক্যতে ।  
 কুতো হি তব সৌভাগ্যং যস্থাঃ পুত্রো ন রাজ্যভাক্ ॥১৮॥  
 সা তবচনমাজ্জায় সৰ্ব্বাভরণভূষিতা ।  
 বেদীবিলাসমধ্যেব বিভ্রতী রূপমুত্তমম্ ॥১৯॥  
 বিবিক্তে পতিমাসাশ্রু হসন্তীব শুচিন্মিতা ।  
 প্রণয়ং ব্যঞ্জয়ন্তীব মধুরং বাক্যমব্রবীৎ ॥২০॥ (মুখ্যকম্)  
 সত্যপ্রতিজ্ঞ ! যশ্মে ত্বং কামমেকং নিশ্চয়বান্ ।  
 উপাকুরুষ তদ্রাজন্ ! তস্মান্মুচ্যস্ব সঙ্কটাত্ ॥২১॥

### ভারতকৌমুদী

ইতীতি । প্রতিশ্রুত্য আকর্ষ্য । কালে উপযুক্তসময়ে, তেদযোগ্যবাদ্বিতি ভাবঃ ॥১৬॥  
 অন্তেতি । অশীবিষস্তীকবিষঃ সর্পঃ । তবেদানীং জীবনাপেক্ষয়া মরণমেব শ্রেয় ইত্যাশয়ঃ ॥১৭॥  
 মরণস্ত শ্রেয়স্বঃ প্রতি হেতুমাং—হুভগেতি । যস্তান্তব ॥১৮॥  
 সেতি । আজ্জায় শ্রবা । বেড়াঃ পিপীলিকার্না ইব বিলাসঃ ক্রুশঃ মধ্যঃ কটাদেশো যস্তাঃ সা ।  
 ইবশব্দো বাক্যালঙ্কারে । বিবিক্তে নির্জনেস্থানে ॥১৯—২০॥  
 সত্যোতি । কামমভীষ্টম্, নিশ্চয়বান্ দন্তবান্ দাতুং প্রতিশ্রুতবানিত্যর্থঃ । উপাকুরুষ দেহি ।  
 সঙ্কটাত্ অনানে বিপজ্ঞপাত্ প্রতিশ্রবাত্, মুচ্যস্ব যুক্তো ভব ॥২১॥

এইরূপ সেই রাজার বাক্য শুনিয়া মন্দেরা কৈকেয়ীর নিকট বাইয়া উপযুক্ত সময়েই এই কথা বলিল—॥১৬॥

“কৈকেয়ি ! আজ রাজা তোমার গুরুতর দুর্ভাগ্যের কথা প্রকাশ করিয়াছেন ; অতএব দুর্ভগে ! ক্রুদ্ধ ও ভীষণ তীক্ষ্ণবিষ সর্প তোমাকে দংশন করুক ॥১৭॥

কোশল্যাই ভাগ্যবতী, যাহার পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা হইবে ; আর তোমার সৌভাগ্য কোথায় ? যাহার পুত্র রাজ্য পাইবে না” ॥১৮॥

নির্মল-মুহূর্ত্তাসিনী ও পিপীলিকার আয় ক্রমমধ্যা কৈকেয়ী মন্দেরার সেই কথা শুনিয়া, সমস্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, পরমশুন্দর রূপ ধারণ করিয়া, হাস্ত করিতে করিতেই যেন নির্জনে পতির নিকট উপস্থিত হইয়া, প্রণয়ই যেন প্রকাশ করিতে থাকিয়া এই মধুর বাক্য বলিলেন—॥১৯—২০॥

“সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা ! আপনি আমাকে যে একটা বর দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞিত হইয়াছিলেন, তাহা এখন দিন এক সেই সঙ্কট হইতে মুক্ত হউন” ॥২১॥

## রাজোবাচ ।

বরং দদানি তে হস্ত তদগৃহাণ যদিচ্ছসি ।

অবধ্যো বধ্যতাং কোহগ্ বন্ধঃ কোহগ্ বিমুচ্যতাম্ ॥২১॥

ধনং দদানি কস্তাগ্ হ্রিয়তাং কস্ত বা পুনঃ ।

ব্রাহ্মণস্বাদিহাত্ত্ব যৎ কিস্কিদ্ধিত্তমস্তি মে ॥২৩॥

পৃথিব্যাং রাজরাজোহস্মি চাতুৰ্বর্ণ্যস্ত রক্ষিতা ।

যন্তেহভিলষিতঃ কামো ক্রহি কল্যাণি ! মা চিরম্ ॥২৪॥

সা তদ্বচনমাজ্জায় পরিগৃহ্য নরাধিপম্ ।

আত্মনো বলমাজ্জায় তত এনমুবাচ হ ॥২৫॥

আভিষেচনিকং যন্তে রামার্থমুপকল্পিতম্ ।

ভরতস্তদবাপ্নোতু বনং গচ্ছতু রাঘবঃ ॥২৬॥

## ভারতকৌমুদী

বরমিতি । হস্তেতি হর্ষে । হর্ষশ্চ তাদৃশমন্দরীদর্শনাৎ ॥২১॥

ধনমিতি । কস্ত কস্মৈ । যৎ কিস্কিদ্ধিত্তং ধনমস্তি, তৎ সর্বমেব মে ইত্যর্থঃ ॥২৩॥

পৃথিব্যামিতি । রাজরাজঃ সম্রাট, চাতুৰ্বর্ণ্যস্ত ব্রাহ্মণাদীনাং চতুর্ণাং বর্ণানাম্ ॥২৪॥

সেতি । আজায় শ্রদ্ধা, পরিগৃহ্য মুদ্রা । বলং শ্রেণয়েনাকর্ষণশক্তিম্ ॥২৫॥

আভীতি । তে ভ্রাতা, উপকল্পিতং সংগৃহীতম্ । অবাপ্নোতু স্বাভিষেকায় ॥২৬॥

\*রাজা বলিলেন—“ভাল, তোমাকে বর দান করিব ; অতএব তুমি যাহা ইচ্ছা কর, তাহাই গ্রহণ কর । (স্মৃতরাং বল—) আজ কোন্ অবধ্য লোককে বধ করিব ? কিংবা আজ কোন্ বন্ধ লোককে মুক্ত করিব ? ॥২২॥

আজ কাহাকে ধন দান করিব ? কিংবা কাহার ধন হরণ করিব ? । কারণ, এই ভূতলে ব্রাহ্মণের ধন ব্যতীত অত্ৰ য়ে কিছু ধন আছে, সে সমস্তই আমার ॥২৩॥

কেন না, আমি পৃথিবীর সম্রাট এবং চারি বর্ণেরই রক্ষক ; অতএব কল্যাণি ! তোমার যাহা অভিষ্ট, তাহাই বল, বিলম্ব করিও না” ॥২৪॥

\* তখন কৈকেয়ী দশরথের সেই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া এবং নিজের শক্তি বুঝিয়া, তাহার পর তাঁহাকে বলিলেন— ॥২৫॥

“রাজা ! আপনি রামের জন্ম যে অভিষেকের অব্যসংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ভরত লাভ করুক এবং রাম বনে গমন করুক” ॥২৬॥

(২৬) লোকঃ পরম্ ‘নব পঞ্চ চ বর্ষাণি দণ্ডকারণ্যমাজিতঃ । চৌরাজিনজটধারী রামো বসতু তাপসঃ’—পি ।

স তদ্রাজা বচঃ শ্রুত্বা বিপ্রিয়ং দারুণোদয়ম্ ।  
 দুঃখার্থো ভরতশ্চেষ্ট ! ন কিঞ্চিদ্ভ্যাজ্জহার হ ॥২৭॥  
 ততস্তথোক্তং পিতরং রামো বিজ্ঞায় বীর্যবান্ ।  
 বনং প্রত্যস্থে ধর্মাত্মা রাজা সত্যো ভবন্তি ॥২৮॥  
 তমঙ্গগচ্ছলক্ষ্মীবান্ ধনুস্থান্ লক্ষ্মণস্তদা ।  
 সীতা চ ভার্য্যা ভদ্রং তে বৈদেহী জনকাত্মজা ॥২৯॥  
 ততো বনং গতে রামে রাজা দশরথস্তদা ।  
 সমযুজ্যত দেহস্য কালপর্য্যয়ধর্ম্মণা ॥৩০॥  
 রামস্ত গতমাজ্জায় রাজানঞ্চ তথা গতম্ ।  
 আনাত্য ভরতং দেবী কৈকেয়ী বাক্যমব্রবীৎ ॥৩১॥

### ভারতকৌমুদী

স ইতি । দারুণোদয়ং ভয়ঙ্করাবির্ভাবম্ । ব্যাজহার উবাচ ॥২৭॥  
 তত ইতি । তথা “তদগৃহাণ যদিচ্ছসি” ইত্যেবম্, উক্তমুক্তবস্তম্ ॥২৮॥  
 তমিতি । লক্ষ্মীবান্ কাস্তিমান্ । ভদ্রং ত ইতি যুধিষ্ঠিরং প্রত্যশীর্কাদঃ ॥২৯॥  
 তত ইতি । কালপর্য্যয় আয়ুর্নাশ এব ধর্ম্মো বৃত্তির্ভস্ম তেন যুত্যান্ ॥৩০॥  
 রামমিতি । তথা যুত্যান্, গতং প্রাপ্তম্ । আনাত্য মাতুলান্যৎ ॥৩১॥

### ভারতভাবদীপঃ

বশিষ্ঠম্ ॥১৩—১৮॥ বেদীব বিলম্বঃ ক্রশো মধ্যো যন্তাঃ ॥১৯—২০॥ কামং বরম্, উপা-  
 কুরুষ দেহি, সঙ্কটাৎ কষ্টাৎ ॥২১—২৮॥ সীতা লাক্ষলণকতিস্ততো জাতহাদিয়মপি সীতা,

“ভরতশ্চেষ্ট ! দশরথরাজা সেই ভয়ঙ্কর অপ্রিয় কথা শুনিয়া, দুঃখে পীড়িত হইয়া  
 কিছুই বলিলেন না ॥২৭॥

তাহার পর অসাধারণ মানসিক-বলশালী ও ধর্ম্মাত্মা রাম—পিতা সেইরূপ  
 বলিয়াছেন জানিয়া এবং তিনি ‘সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন’ ইহা ভাবিয়া বনে প্রস্থান  
 করিলেন ॥২৮॥

তখন সুল্লরমূর্ত্তি ও ধনুর্ধর লক্ষ্মণ এবং ভার্য্যা, বৈদেহী ও জনকনন্দিনী সীতা  
 তাঁহার অনুগমন করিলেন । ‘তোমার মঙ্গল হউক ॥২৯॥

রাম বনে চলিয়া গেলে, তাহার পরই দশরথের মৃত্যু হইল ॥৩০॥

রাম বনে গিয়াছেন, দশরথও মরিয়াছেন—ইহা জানিয়া কৈকেয়ী ভরতকে  
 আনাইয়া এই কথা বলিলেন—৥৩১॥

গতৌ দশরথঃ স্বর্গং বনস্থৌ রামলক্ষ্মণৌ ।  
 গৃহা- রাজ্যং বিপুলং ক্ষেমং নিহতকণ্টকম্ ॥৩২॥  
 তামুবাচ স ধর্ম্মাত্মা নৃশংসুং বত তে কৃতম্ ।  
 পতিং হত্বা কুলক্ষেদমুৎসাদ্য ধনলুপ্তয়া ॥৩৩॥  
 অযশঃ পাতয়িত্বা মে যুর্দ্ধি ত্বং কুলপাংসনে ! ।  
 সকামা ভব মে মাতরিত্যুক্ত্য প্ররুরোধ হ ॥৩৪॥  
 স চারিত্রং বিশোধ্যাথ সর্বপ্রকৃতিসম্মিধৌ ।  
 অন্নয়াদ্ভ্রাতরং রামং বিনিবর্তনলালসঃ ॥৩৫॥  
 কৌশল্যাঞ্চ স্মিত্রাঞ্চ কৈকেয়ীঞ্চ স্নহুঃখিতঃ ।  
 অগ্রে প্রস্থাপ্য যানৈঃ স শত্রুহ্মসহিতৌ যযৌ ॥৩৬॥  
 বশিষ্ঠবামদেবাভ্যাং বিপ্রৈশ্চান্যৈঃ সহস্রশঃ ।  
 পৌরজানপদৈঃ সার্কিং রামানয়নকাঙ্ক্ষয়া ॥৩৭॥ (যুগ্মকম্)

### ভারতকৌমুদী

গত ইতি । ক্ষেমং মঙ্গলময়ম্, নিহতকণ্টকম্ উৎসারিতশত্রুকম্ ॥৩২॥  
 তামিতি । নৃশংসং ঘাতুকং কর্ম্ম, বত খেদে, তে স্বয়া ॥৩৩॥  
 অযশ ইতি । কুলপাংসনে ! বংশদূষিকে ! । যমেব সকামা ভব, নাইম্ ॥৩৪॥  
 স ইতি । বিশোধ্য নিদোষতয়া প্রমাণীকৃত্য । প্রকৃতয়ঃ প্রজাঃ ॥৩৫॥  
 কৌশল্যামিতি । স ভরতঃ, যযৌ বনম্ । বামদেব ঋষিবেশবঃ ॥৩৬- ৩৭॥

“ভরত ! রাজা দশরথ স্বর্গে গিয়াছেন, রাম এবং লক্ষ্মণও বনে রহিয়াছে ;  
 অতএব তুমি এই শত্রুশূন্য মঙ্গলময় বিশাল রাজ্য গ্রহণ কর” ॥৩২॥

তখন ধর্ম্মাত্মা ভারত কৈকেয়ীকে বলিলেন—“হায় ! তুমি ধনলুপ্ত হইয়া পতিকে  
 হত্যা করিয়া এক এই বংশটাকেও উৎসন্ন দিয়া নৃশংসের কার্য্য করিয়াছ ॥৩৩॥

কুলদূষিকে ! তুমি আমার মাথায় নিন্দা চাপাইয়া এখন পূর্ণকামা হও” এই  
 কথা বলিয়া ভারত রোদন করিতে লাগিলেন ॥৩৪॥

তাহার পর ভারত সমস্ত প্রজার নিকটে নিজের চরিত্রের নির্দোষতা প্রমাণ  
 করিয়া রামকে ফিরাইয়া আনিবার ইচ্ছায় তাঁহার অনুগমন করিলেন ॥৩৫॥

কৌশল্যা, স্মিত্রা ও কৈকেয়ীকে যানে আরোহণ করাইয়া আগে পাঠাইয়া  
 দিয়া অতিদুঃখিত ভারত, রামকে আনিবার ইচ্ছায় শত্রুহ্ম, বশিষ্ঠ, বামদেব, অগ্ন  
 সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, পুরবাসিগণ ও দেশবাসিগণের সহিত বনে গমন করি-  
 লেন ॥৩৬-৩৭॥



দদর্শ চিত্রকূটস্থং স রামং সহলক্ষণম্ ।  
 তাপসানামলঙ্কারং ধর্ম্মবৎসলং ॥৩৮॥  
 বিসজ্জিতঃ স রামেণ পিতৃবচনকারিণা ।  
 নন্দিত্র্যামেহকরোদ্রোজ্যং পুরস্কৃত্যাস্ত পাছুকে ॥৩৯॥  
 রামস্ত পুনরাশঙ্ক্য পৌরজানপদাগমম্ ।  
 প্রবিবেশ মহারণ্যং শরভঙ্গাশ্রমং প্রতি ॥৪০॥  
 সংকৃত্য শরভঙ্গং স দণ্ডকারণ্যমাজিতঃ ।  
 নদীং গোদাবরীং রম্যামাজিত্য ন্যবসত্তদা ॥৪১॥  
 বসতস্তস্য রামস্য ততঃ শূর্ণগথাকৃতম্ ।  
 ধারণাসৌম্যহরৈবং জনস্থাননিবাসিনা ॥৪২॥  
 রক্ষার্থং তাপসানাস্ত রাঘবো ধর্ম্মবৎসলঃ ।  
 চতুর্দশ সহস্রাণি জঘান ভূবি রাক্ষসান্ ॥৪৩॥

### ভারতকৌমুদী

দদর্শেতি । চিত্রকূটো নাম পর্বতঃ । তাপসানামলঙ্কারং বস্ত্রাদিকম্ ॥৩৮॥  
 বিসজ্জিত ইতি । পিতৃবচনকারিণা পিতৃসত্যরক্ষাধিনা । অস্ত রামস্ত ॥৩৯॥  
 রাম ইতি । শরভঙ্গস্ত তদাখ্যস্ত ঋষেয়াশ্রমম্ ॥৪০॥  
 সদিতি । ত্যক্তপ্রাণং শরভঙ্গম্, সংকৃত্য দধ্ম ॥৪১॥  
 বসত ইতি । অস্ত বিস্তরস্ত রামায়ণে ব্রষ্টব্যঃ ॥৪২॥

ভরত যাইয়া দেখিলেন—ধর্ম্মবৎসল রাম ও লক্ষ্মণ তপস্বিগণের অলঙ্কার তরুবস্ত্র-  
 প্রভৃতি ধারণ করিয়া চিত্রকূটপর্বতে বাস করিতেছেন ॥৩৮॥

তাহার পর পিতৃসত্যপালনকারী রাম ভরতকে বিদায় দিলেন; তখন ভরত  
 নন্দিত্র্যামে যাইয়া রামের পাছুকা ছুইখানি সম্মুখে রাখিয়া রাজত্ব করিতে  
 লাগিলেন ॥৩৯॥

এদিকে রাম পুনরায় পৌর-জানপদগণের আগমন আশঙ্কা করিয়া শরভঙ্গের  
 আশ্রমে যাইবার জন্ত মহাবনে প্রবেশ করিলেন ॥৪০॥

ক্রমে তিনি দণ্ডকারণ্যে প্রবেশপূর্বক শরভঙ্গের সংকার করিয়া মনোহর  
 গোদাবরীনদীর তীরে বাস করিতে লাগিলেন ॥৪১॥

রামচন্দ্র সেইখানে বাস করিতে থাকিলে, শূর্ণগথা—জনস্থানবাসী ধর্ম্মের সহিত  
 তাঁহার গুরুতর শত্রুতা ঘটিয়া দিল ॥৪২॥

তাহার পর ধর্ম্মবৎসল রাম তপস্বিগণের রক্ষার জন্ত ভূতলে চৌদ্দ হাজার  
 রাক্ষস বধ করিলেন ॥৪৩॥

দূষণঞ্চ খরৈকেব নিহত্য স্তম্হাবলো ।  
 চক্রে ক্ষেপং পুনর্ধীমান্ ধর্ম্মারণ্যং স রাঘবঃ ॥৪৪॥  
 হতেষু তেষু রক্ষঃসু ততঃ শূর্ণপথা পুনঃ ।  
 যযৌ নিকৃন্তনাসৌষ্ঠী লঙ্কাং ভ্রাতুর্নিবেশনম্ ॥৪৫॥  
 ততো রাবণমভ্যেত্য রাক্ষসী ছুঃখমুচ্ছিতা ।  
 পপাত পাদয়োভ্রাতুঃ সংশুঙ্করুধিরাননা ॥৪৬॥  
 তাং তথা বিকৃতাং দৃষ্ট্বা রাবণঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।  
 উৎপপাতাসনাং ক্রুদ্ধো দন্তৈর্দন্তানুপস্পৃশন্ ॥৪৭॥  
 স্বানমাত্যান্ বিশ্বজ্যাথ বিবিক্তে তাম্বাচ সঃ ।  
 কেনাস্তেবং কৃতা ভদ্রে ! মামচিস্ত্যাবিমম্য চ ॥৪৮॥  
 কঃ শূলং তীক্ষ্ণমাসাণ্ড সর্বগাত্রের্নিষেবতে ।  
 কঃ শিরস্ত্রয়িমাধায় বিশ্বস্তঃ স্বপতে স্তম্ ॥৪৯॥

### ভারতকৌমুদী

রক্ষার্থমিতি । রাক্ষসান্ খরানুচরান্ ॥৪৪॥  
 দূষণমিতি । দূষণং খরসহায়ং রাক্ষসবিশেষম্ ॥৪৪॥  
 হতেষিতি । নিকৃন্তৌ ছিন্নৌ নাসৌষ্ঠৌ যস্তাঃ সা, ভ্রাতৃ রাবণস্ত ॥৪৫॥  
 তত ইতি । সংশুঙ্কং কধিরং যস্ত তন্তাদৃশমানং যস্তাঃ সা ॥৪৬॥  
 ভামিতি । উৎপপাত উত্তরো । উপস্পৃশন্ সংঘর্ষন্ ॥৪৭॥  
 স্বানিতি । স্বান্ নিজানপি । বিবিক্তে নিজ্ঞানে, “বিবিক্তৌ পুত্রবিজ্ঞৌ” ইত্যমরঃ ॥৪৮॥  
 ক ইতি । স্বপতে স্বপিতি । স্বদপমানং তীক্ষ্ণশূলনিষেবণাদিকমিবেতি ভাবঃ ॥৪৯॥

বুদ্ধিমান্ রামচন্দ্র পুনরায় অতিমহারল খর ও দূষণকে বধ করিয়া সেই  
 তপোবনকে মঙ্গলময় করিলেন ॥৪৪॥

সেই রাক্ষসেরা নিহত হইলে, তাহার পর ছিন্ননাসিকা ও ছিন্নৌষ্ঠী শূর্ণপথা  
 পুনরায় রাবণের রাজধানী লঙ্কায় গেল ॥৪৫॥

তাহার পর ছুঃখসমাকুলা ও শুকবদুনা শূর্ণপথা রাবণের নিকট যাইয়া তাঁহার  
 চরণযুগলে পতিত হইল ॥৪৬॥

তখন রাবণ শূর্ণপথাকে সেইরূপ বিকৃত দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দন্তদ্বারা দন্ত  
 ঘর্ষণ করতঃ আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ॥৪৭॥

তদনন্তর রাবণ নিজের মন্ত্রীদিগকেও বিদায় দিয়া সেই নিজ্ঞানস্থানে শূর্ণপথাকে  
 বলিলেন—“ভদ্রে ! কোন্ ব্যক্তি আমাকে স্বরণ না করিয়া বা প্রবজ্ঞা করিয়া  
 তোমাকে এইরূপ করিয়া দিয়াছে ? ॥৪৮॥

আশীবিধং ঘোরতরং পাদেন স্পর্শতীহ কঃ ।  
 সিংহং কেশরিণং কশ্চ দংষ্ট্রায়াং স্পৃশ্য তিষ্ঠতি ॥৫০॥  
 ইত্যেবং ব্রুবতস্তস্মৈ নেত্রেভ্যস্তেজসোহচ্চিবঃ ।  
 নিশ্চৈরুদ্রহৃতো রাত্রৌ বৃক্ষশ্চেব সব্রজতঃ ॥৫১॥  
 তস্মৈ তৎ সর্বমাচখ্যো ভগিনী রামবিক্রমম্ ।  
 খরদূষণসংযুক্তং রাক্ষসানাং পরাভবম্ ॥৫২॥  
 স নিশ্চিত্য ততঃ কৃত্যং স্বসারমুপাসাস্ত্য চ ।  
 উদ্ধৃমাচক্রমে রাজা বিধায় নগরে বিধিম্ ॥৫৩॥

### ভারতকৌমুদী

আশীতি । কেশরিণং জটায়ুক্তম্ । স্পৃশ্য স্পৃষ্টা । পূর্ববদেব ভাবঃ ॥৫০॥  
 ইতীতি । নেত্রেভ্যঃ দশাননগতবিংশতিনয়নেভ্যঃ । দহতো দহমানস্ত ॥৫১॥  
 তন্ত্বেতি । ভগিনী শূর্ণখা । খরদূষণসংযুক্তং খরদূষণপরাভবসহিতম্ ॥৫২॥  
 স ইতি । কৃত্যমান্ননঃ কর্তব্যম্ । আচক্রমে উৎপপাত । বিধিং কার্যম্ ॥৫৩॥

### ভারতভাবদীপঃ

বিদেহাপত্যাত্মং বৈদেহী ॥২০॥ কালপর্যায়ধর্মণা মৃত্যুনা ॥৩০—৩৪॥ চারিভ্রং বিশোধোদং  
 কৈকেয়ৌব কৃতং ন তু ময়েতি প্রদর্শ্য ॥৫—৪০॥ সিংহং হিংস্রম্, কেশরিণং সটাবস্তং যুগ-  
 রাজম্ ॥৫০॥ শ্রোতোভ্যশ্চক্ষুর্দাদিরক্তেভ্যঃ, তেজসোহচ্চিবোহগ্নেজ্জ্বালাঃ ॥৫১॥ খরদূষণ-

কোন ব্যক্তি সমস্ত অঙ্গে তীক্ষ্ণশূল সংলগ্ন করিয়া রহিয়াছে, কোন ব্যক্তি মস্তকে  
 অগ্নি স্থাপন করিয়া বিশ্বস্ত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে ॥৪৯॥

কোন ব্যক্তি চরণদ্বারা ভয়ঙ্কর বিষধর সর্পকে স্পর্শ করিয়াছে এবং কোন ব্যক্তি  
 জটায়ুক্ত সিংহের দন্ত ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছে ? ॥৫০॥

রাবণ এইরূপ বলিতে লাগিলে, রাত্রিতে দহমান বৃক্ষের রক্ত হইতে যেমন  
 অগ্নির শিখা নির্গত হয়, সেইরূপ রাবণের নয়ন হইতে তেজের শিখা নির্গত হইতে  
 লাগিল ॥৫১॥

তখন শূর্ণখা রাবণের নিকটে রামের বিক্রম, খর-দূষণের পরাভব এবং অস্ত্রাস্ত্র  
 রাক্ষসের পরাভবপ্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই বলিল ॥৫২॥

তাহার পর রাবণ নিজের কর্তব্য স্থির করিয়া, শূর্ণখাকে আশ্বাস দিয়া এবং  
 লঙ্কানগরীর কর্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন ॥৫৩॥

(৫১)....শ্রোতোভ্যস্তেজসোহচ্চিবঃ—বা ব কা পি । (৫২) শ্লোকাৎ পরম্ 'ভতো জাতিবৎ  
 জাত্বা রাবণঃ কালচোদিতঃ । রামস্ত বধমাকাজ্ঞম্ মারীচং মনসাগম্য'—পি নি ।

ত্রিকূটং সমতিক্রম্য কালপৰ্বতমেব চ ।

দদর্শ মকরাবাসং গম্ভীরোদং মহোদধিম্ ॥৫৪॥

তমতীত্যাথ গোকৰ্ণমভ্যগচ্ছদশাননঃ ।

দয়িতং স্থানমব্যগ্রং শূলপাণেৰ্মহাত্মনঃ ॥৫৫॥

• তত্রাভ্যগচ্ছন্নারীচং পূৰ্ব্বায়াত্যং দশাননঃ ।

পূৰা রামভয়াদেব তাপস্য়ং সমুপাশ্রিতম্ ॥৫৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতদাহস্ত্যং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্বণি

দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানেন রাবণগমনে একত্রিংশ-

দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ #

### ভারতকৌমুদী

\*ত্রিকূটমিতি । মকরো জলজন্তু বিশেষঃ । গম্ভীরোদং গভীরজলম্ ॥৫৪॥

তমিতি । গোকৰ্ণং তীর্থযাত্রাপ্রকরণোক্তং তীর্থবিশেষম্ । অব্যগ্রমভ্যগচ্ছ ॥৫৫॥

তত্রৈতি । পূৰা বিশ্বামিত্রযজ্ঞনাশোপক্রমসময়ে, তাপস্য়ং তপস্বিস্তম্ ॥৫৬॥

ইতি মহামহোপাখ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াম্ ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ বনপৰ্বণি দ্রৌপদীহরণে

একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

### ভারতভাবদীপঃ

সংযুক্তং তৎপরাভবসহিতম্ ॥৫২॥ বিধিং বক্ষ্যাম্ ॥৫৩॥ পূৰা রামভয়াদিশ্বামিত্রযজ্ঞপ্রসঙ্গেন  
জাতাং ॥৫৪—৫৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৩১॥

—:~:—

তৎপরে তিনি ত্রিকূটপৰ্বত ও কালপৰ্বত অতিক্রম করিয়া মকরালয় ও  
গম্ভীরজল মহাসমুদ্র দর্শন করিলেন ॥৫৪॥

তদনন্তর রাবণ সেই সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ক্ষুণ্ণভাবে মহাত্মা মহাদেবের প্রিয়-  
স্থান গোকৰ্ণতীর্থে গমন করিলেন ॥৫৫॥

রাবণেরই পূৰ্ব্বমন্ত্রী মারীচ পূৰ্ব্বে রামের ভয়েই যেখানে তপস্বী হইয়া রহিয়া-  
ছিলেন, সেইখানে যাইয়া রাবণ সেই মারীচের নিকট উপস্থিত হইলেন” ॥৫৬॥

—:~:—

\* ‘চতুষ্টয়াধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...ষট্শত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব. ‘...সপ্ত-  
শত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...অষ্টশত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

## ষাণ্মাসদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—\*—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

মারীচস্তথ সজ্জাস্তো দৃষ্ট্ৱা রাবণমাগতম্ ।

পূজয়ামাস সংকটৈঃ ফলমূলাদিতিস্ততঃ ॥১॥

বিশ্রাস্তকৈনমাসীনমম্বাসীনঃ স রাক্ষসঃ ।

উবাচ প্রশ্নিতং বাক্যং বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদম্ ॥২॥

ন তে প্রকৃতিমান্ বর্ণঃ কচ্চিৎ ক্ষেপং পুরে তব ।

কচ্চিৎ প্রকৃতয়ঃ সৰ্ব্বা ভজন্তে হ্যং যথা পুরা ॥৩॥

কিমিহাগমনে চাপি কার্য্যং তে রাক্ষসেশ্বর ! ।

কূৰ্ত্তমিত্যেব তদ্বিক্রি যত্ৱাপি স্মাৎ স্তূহুরম্ ॥৪॥

শংস রাবণস্তস্মৈ তৎ সৰ্ব্বং স্মাচেষ্টিতম্ ।

সমাসেনৈব কার্য্যাণি ক্রোধামৰ্ষসমম্মিতঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

মারীচ ইতি । সজ্জাস্তো ব্যস্তচিত্তঃ, আকস্মিকরাবণদৰ্শনাদেবেতি ভাবঃ ॥১॥

বিশ্রাস্তমিতি । অম্বাসীনঃ লক্ষ্যীকৃত্য সম্মুখে উপবিষ্টঃ । প্রশ্নিতং প্রশ্নয়াম্মিতম্ ॥২॥

নেতি । প্রকৃতিমান্ স্বাভাবিকীমবস্থাং প্রাপ্তঃ । প্রকৃতয়ঃ প্রজাঃ ॥৩॥

কিমিতি । ইহ অত্র স্থানে । কার্য্যং প্রয়োজনম্ । কৃতং যয়া, বিদ্বি জানীহি ॥৪॥

শংসেতি । সমাসেনৈব সংক্ষেপেণৈব, কার্য্যাণি আত্মনঃ কৰ্ত্তব্যানি ॥৫॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তাহার পর মারীচ রাবণকে আগত দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া  
প্রজাপূর্ব্বক ফলমূলাদি দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিল ॥১॥

তখন বাক্যবিৎ রাবণ উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিলে, বাক্যবিৎ মারীচ তাঁহার  
সম্মুখে বসিয়া প্রশ্ন সহকারে বলিতে লাগিল—॥২॥

“মহারাজ ! আপনার শরীরের বর্ণ স্বাভাবিক নহে ; অতএব (জিজ্ঞাসা  
করি—) আপনার পুরে মজল ত ? এবং প্রজারা পূর্ব্বের স্মার আপনার অমুরক্ত  
আছে ত ? ॥৩॥

রাক্ষসরাজ ! আপনার এখানে আসিবার প্রয়োজন কি ? তাহা যদি অতি  
দুষ্করও হয়, তথাপি আমি তাহা করিয়াছি বলিয়াই মনে করুন” ॥৪॥

(২)...উবাচ প্রশ্নিতং বাক্যম্—বা ব ক, ...উবাচ প্রশ্নিতো বাক্যম্—পি ।

মারীচস্ত্রবৌচঃপ্রজ্ঞা সমাসেনৈব রাবণম্ ।  
 অলং তে রামমাসাণ্ড বীৰ্য্যজ্ঞো হস্মি তস্ম বৈ ॥৬॥  
 বাণবেগং হি কস্তস্ম শক্তঃ সোঢ়ং মহাত্মনঃ ।  
 প্রজ্ঞায়াং হি মে হেতুঃ স এব পুরুষৰ্ষভঃ ।  
 বিনাশমুখমেতন্তে কেনাধ্যাতং দুরাত্মনা ॥৭॥  
 তমুবাচাথ সক্রোধো রাবণঃ পরিভৎসয়ন ।  
 অকুৰ্ব্বতোহস্মদ্বচনং শ্রাম্য ত্যুরপি তে ধ্রুবম্ ॥৮॥  
 মারীচশ্চিস্তম্যামাস বিশিষ্টান্মরণং বরম্ ।  
 অবশ্যং মরণে প্রাপ্তে করিষ্যাম্যস্ত যন্মতম্ ॥৯॥  
 ততস্তং প্রত্যাচাথ মারীচো রাক্ষসেশ্বরম্ ।  
 কিং তে সাহসং ময়া কার্য্যং করিষ্যাম্যবশৌহপি তৎ ॥১০॥

#### ভারতকৌমুদী

মারীচ ইতি । আসাশ্চ বুদ্ধায় প্রাপ্য অলম্ । “অলং যদ্বোঃ—” ইত্যাদিনা ক্ৰা ॥৬॥  
 বাণেতি । হেতুঃ, বিশামিত্রযজ্ঞে বাণবেগেন তেনৈব মে নিরসনাদিত্যাশয়ঃ । বিনাশমুখং  
 মৃত্যুকারণম্ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৭॥  
 তমিতি । অস্মদ্বচনমকুৰ্ব্বতোহপি তে ধ্রুবমেব মৃত্যুঃ শ্রাম্য, ময়া হননাদিত্যাশয়ঃ ॥৮॥  
 মারীচ ইতি । বিশিষ্টাং উত্তমাং, তৎপুণ্যসংক্রমাদিত্যি ভাবঃ ॥৯॥

তখন রাবণ ক্রুদ্ধ ও অসহিষ্ণু হইয়া সংক্ষেপেই রামের সেই সমস্ত ব্যবহার এবং  
 নিজের কর্তব্য বিষয় মারীচকে বলিলেন ॥৫॥

মারীচ তাহা শুনিয়া সংক্ষেপেই রাবণকে বলিল—“মহারাজ ! আপনি রামের  
 নিকট যাইবেন না ; কারণ, আমি তাঁহার বিক্রম জানি ॥৬॥

কোন ব্যক্তি সেই মহাত্মার বাণবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয় ? । সেই পুরুষ-  
 শ্রেষ্ঠই আমার এই প্রজ্ঞার কারণ ! ; অতএব কোন ছরাত্মা আপনার এই মৃত্যুর  
 কারণ বলিয়া দিয়াছে !” ॥৭॥

তদনন্তর রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভৎসনাপূর্ব্বক মারীচকে বলিলেন—“আমার  
 আদেশ পালন না করিলেও তোমার অবশ্যই মৃত্যু হইবে” ॥৮॥

তখন মারীচ চিন্তা করিল—“অবশ্য মৃত্যু উপস্থিত হইলে, উত্তম ব্যক্তির হাতেই  
 মৃত্যু ভাল ; অতএব রাবণের যে মত, তাহাই আমি করিব” ॥৯॥

তাহার পর মারীচ রাবণকে বলিল—“আমি আপনার কি সাহায্য করিব বলুন ;  
 আমি অসুমর্থ হইলেও তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইব” ॥১০॥

(১০)...কিং তে সাহসং ময়া কার্য্যম্—বা ব কা পি ।

তমব্রবীদশত্রীবো গচ্ছ সীতাং প্রাশ্নোভয় ।  
 ব্রহ্মশূঙ্গো যুগো ভূত্বা রত্নচিত্রতনুরূহঃ ।  
 ধ্রুবং সীতা সমালক্ষ্য ভ্রূং রামং চোদদ্বিষ্যতি ॥১১॥  
 অপক্রান্তে চ কাকুৎস্থে সীতা বশ্যা ভবিষ্যতি ।  
 তামাদায়াপনেষ্যামি ততঃ স ন ভবিষ্যতি ।  
 ভার্ধ্যাবিষ্যোগাদ্ভুবুন্ধিরেতং সাহ্যং কুরুষ মে ॥১২॥  
 ইত্যেবমুক্তো মারীচঃ কৃত্ত্বোদকমথাত্মনঃ ।  
 রাবণং পুরতো যাস্তমঙ্গগচ্ছৎ হৃদুঃখিতঃ ॥১৩॥  
 ততস্তস্তাশ্রমং গত্বা রামস্তাক্লিষ্টকৰ্ম্মণঃ ।  
 চক্রতুস্তত্তথা সৰ্ব্বমুভৌ যৎ পূৰ্ব্বমস্ত্রিতম্ ॥১৪॥

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । সাহ্যং সাহায্যম্ । সাহায্যার্থে সাহায্যকঃ পূৰ্ব্বমপি বহুশঃ প্রযুক্তঃ ॥১০॥  
 ভমিতি । রত্নচিত্রাণি তনুরূহাণি লোমানি যস্ত সঃ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥  
 অপেতি । কাকুৎস্থে রামে । ন ভবিষ্যতি ন হ্যস্ততি মরিত্বাতীত্যর্থঃ । অয়মপি বটপাদঃ  
 শ্লোকঃ ॥১২॥  
 ইতীতি । উদকমাত্মন এব তৰ্পণং জীবতো বৃষোৎসর্গবৎ, মরণনিশ্চয়াদিতি ভাবঃ ॥১৩॥  
 তত ইতি । অক্লিষ্টে ক্লেশরহিতং কৰ্ম্ম যস্ত তস্ত সৰ্ব্বকৰ্ম্মনিপুণশ্চেত্যর্থঃ ॥১৪॥

### ভারতভাবদীপঃ

মারীচ ইতি ॥১॥ প্রস্তুতং পুঙ্ক্তার্থবৎ ॥২—৫॥ রামমাসাত্তালং রামং নৈবাসাদয়েরিত্যর্থঃ ।  
 “অলং খৰ্ঘোঃ প্রতিধেয়োঃ প্রাচ্যং ক্লে”তি নিবেদ্যার্থকালংশব্দযোগে ক্লাম্রাত্যয়ঃ ॥৬—১২॥

তখন রাবণ মারীচকে কহিলেন—“তুমি সেইখানে যাও, যাইয়া রত্নশূঙ্গ এবং  
 রত্নবিচিত্রলোমা হরিণ হইয়া সীতাকে প্রলুব্ধ কর ; তাহাতে সীতা তোমাকে দেখিয়া  
 (তোমাকে ধরিবার জন্য) অবশ্যই রামকে প্রেরণ করিবে ॥১১॥

তখন রাম আশ্রম হইতে চলিয়া গেলে, সীতা আমার বশীভূত হইবে । সেই  
 সময়ে আমি সীতাকে ধরিয়া অপহরণ করিব ; সেই ভার্ধ্যাবিরহদুঃখেই রাম মরিয়া  
 যাইবে । তুমি আমার এই সাহায্য কর” ॥১২॥

রাবণ এইরূপ বলিলে, মারীচ অতিদুঃখিত হইয়া নিজের তৰ্পণ করিয়া অগ্রগামী  
 রাবণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল ॥১৩॥

তাহার পর রাবণ ও মারীচ দুই জনেই অক্লিষ্টকৰ্ম্মা রামের আশ্রমে যাইয়া পূৰ্ব্ব  
 যেক্রপ মন্ত্রণা করিয়াছিলেন, সেইরূপ সমস্ত কার্য্য করিলেন ॥১৪॥

রাবণস্ত যতিভূত্বা মুণ্ডঃ কুণ্ডৌ ত্ৰিদণ্ডধৃক্ ।  
 যুগশ্চ ভূত্বা মারীচস্তং দৈবমুপজগাতুঃ ॥১৫॥  
 দৰ্শয়ামাস মারীচো বৈদেহীং যুগরূপধৃক্ ।  
 চোদয়ামাস তস্তার্থে সা রামং বিধিচোদিতা ॥১৬॥  
 রামস্তস্তাঃ প্রিয়ং কুৰ্ব্বন্ ধনুরাদায় সত্বরঃ ।  
 রক্ষার্থে লক্ষ্মণং ত্র্যশু প্রযযৌ যুগলিপ্সয়া ॥১৭॥  
 স ধনৌ বদ্ধতুলীৰঃ খড়্গগোদাঙ্গুলিত্রবান্ ।  
 অশ্বধাবন্যুগং রামো রুদ্ধস্তারামুগং যথা ॥১৮॥  
 সোহন্তর্হিতঃ পুনস্তস্য দর্শনং রাক্ষসো ব্রজন্ ।  
 চকৰ্ষ মহদধ্বানং রামস্তং বুবুধে ততঃ ॥১৯॥

### ভারতকৌমুদী

রাবণ ইতি । যতিজিতেন্দ্রিয়ঃ, মুণ্ডো মুণ্ডিতমস্তকঃ, কুণ্ডৌ কমণ্ডলুমান, ত্ৰিদণ্ডধৃক্ বাঞ্ছনঃ-  
 কায়সংযমরূপদণ্ডত্ৰয়ধারী সন্ন্যাসিরূপধারীত্যাৰ্থঃ ॥১৫॥

দৰ্শয়েতি । দৰ্শয়ামাস আশ্রয়মিতি শেষঃ । চোদয়ামাস প্রেরয়ামাস ॥১৬॥

রাম ইতি । রক্ষার্থে সীতায়্য ইতি শেষঃ, ত্র্যশু আশ্রম এব স্থাপয়িত্বা ॥১৭॥

স ইতি । খড়্গঃ গোদা জ্যাঘাতবারণম্ অঙ্গুলিত্রক্শাস্ত্রীতি সঃ । তারাভিত্তারাচিহ্নৈ-  
 চিহ্নিতো যুগস্তারামুগস্তম্, যুগীকূপধারিণীমাশ্রজাং ধৰ্ম্ময়িতুং যুগরূপধারিণং ব্রক্ষাণমিবেত্যর্থঃ ॥১৮॥

### ভারতভাবদীপঃ

উদকমৌৰ্দ্ধদেহিকম্ ॥১৩-১৭॥ গোদা জ্যাঘাতবারণম্ অঙ্গুলিত্রক্ তদ্বান্ । তারামুগং  
 তারারূপং যুগম্, প্রজাপতিঃ স্বাং ছরিতরং যুগো ভূত্বা জগাম তস্ত রুদ্ধঃ শিরোহিচ্ছিন্তদেত-

রাবণ—জিতেন্দ্রিয়, মুণ্ডিতমস্তক ও কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া  
 এবং মারীচ হরিণ হইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥১৫॥

ক্রমে যুগরূপধারী মারীচ সীতাকে আশ্রয়দর্শন করাইলেন ; দৈবপ্রেরিত সীতাও  
 তাহাকে ধরিবার জন্ত রামকে পাঠাইলেন ॥১৬॥

রাম, সীতার প্রিয়কাৰ্য্য করিবেন বলিয়া তাঁহার রক্ষার জন্ত লক্ষ্মণকে আশ্রমে  
 রাখিয়া, ধনু লইয়া, সেই হরিণকে ধরিবার ইচ্ছায় সত্বর প্রস্থান করিলেন ॥১৭॥

পূর্বকালে মহাদেব যেমন বিচিত্র যুগরূপধারী ব্রক্ষার পশ্চাৎ ধাবন করিয়াছিলেন,  
 সেইরূপ রাম—ধনু, তুল, তরবারি, জ্যাঘাতবারণ ও অঙ্গুলিত্র ধারণ করিয়া যুগ-  
 রূপধারী মারীচের পশ্চাৎ ধাবন করিলেন ॥১৮॥



নিশাচরং বিদিত্বা তং রাঘবঃ প্রতিভানবান্ ।  
 অস্তমাং শরমাদায় জঘান মৃগরূপিণম্ ॥২০॥  
 স রামবাণাভিহতঃ কৃত্বা রামস্বরং তদা ।  
 হা সীতে ! লক্ষ্মণেত্যেবং চুক্ৰোশার্ত্তস্বরেণ হ ।  
 শুশ্রাব তন্ত বৈদেহী ততস্তাং করুণাং গিরম্ ॥২১॥  
 সা প্রাধাবদ্যতঃ শব্দস্তামুবাচাত লক্ষ্মণঃ ।  
 অলং তে শক্যা ভীরু ! কো রামং প্রহরিস্মৃতি ॥২২॥  
 মুহূর্ত্তাদ্ভ্রক্ষ্যসে রামং ভর্ত্তারং হং শুচিস্মিতে ! ।  
 ইত্যুক্তা সা প্ররুদতী পর্য্যশঙ্কত লক্ষ্মণম্ ॥২৩॥  
 হতা বৈ স্ত্রীস্বভাবেন শুল্কচারিত্রভূষণম্ ।  
 সা তং পরম্ভবারদ্ধা বক্তুং সাধ্বী পতিব্রতা ॥২৪॥

#### ভারতকৌমুদী

স ইতি । রাক্ষসো মারীচঃ । মহদধ্বানং দূরপথম্ । আকারাভাব আৰ্ঘ্যঃ ॥১৯॥  
 নিশেতি । প্রতিভানবান্ প্রথরবুদ্ধিঃ । মৃগরূপিণং রাক্ষসম্ ॥২০॥  
 স ইতি । রামস্বরং রামতুল্যকণ্ঠস্বনিম্ । তত আশ্রমাদেব । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥  
 সেতি । যতঃ স্থানাৎ স শব্দ আগচ্ছন্তত্র প্রাধাবদিত্যর্থঃ ॥২২॥  
 মুহূর্ত্তাদিতি । পর্য্যশঙ্কত আত্মকামুকতয়া সংশয়িতবতী ॥২৩॥  
 হতেতি । শুল্কং নির্ধনং চারিত্রমেব ভূষণং যন্ত তম্ । . আরদ্ধা প্রবৃত্তা ॥২৪॥

মারীচ তখন এক একবার অন্তহিত হইতে লাগিল, আবার রামের পতিত হইতে থাকিল ; এইভাবে সে—রামকে বহু দূরে লইয়া গেল ; তখন রাম তাহাকে বুঝিতে পারিলেন ॥১৯॥

তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী রাম সেই হরিণকে রাক্ষস বুঝিয়া অব্যর্থ বাণ লইয়া তাহাকে আঘাত করিলেন ॥২০॥

মারীচ তখন রামের বাণে আহত হইয়া, রামের তুল্য কণ্ঠস্বর করিয়া, “হা সীতে ! হা লক্ষ্মণ !” এইরূপ আৰ্ত্তস্বরে আহ্বান করিল ; সীতা আশ্রম হইতেই তাহার সেই করুণ বাক্য শুনিতে পাইলেন ॥২১॥

তাহার পর যে স্থান হইতে সেই শব্দ আসিয়াছিল, সেই দিকে সীতা ধাবিত হইলেন ; তখন লক্ষ্মণ তাহাকে বলিলেন—“ভয়শীলে ! আপনি উদ্ভিন্ন হইবেন না ; কোন্ ব্যক্তি রামকে প্রহার করিতে পারে ? ॥২২॥

নির্ম্মলহাসিনি । আপনি মুহূর্ত্তমধ্যেই ভর্ত্তা রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইবেন” । লক্ষ্মণ এইরূপ বলিলে, সীতা রোদন করিতে থাকিয়া লক্ষ্মণের উপরে আশঙ্কা করিলেন ॥২৩॥

নৈষ কামো ভবেন্মূঢ় ! যং ত্বং প্রার্থয়সে হৃদা ।  
 অপ্যহং শস্ত্রমাদায় হৃদ্যামাঙ্গানমাত্মনা ॥২৫॥  
 পতেয়ং গিরিশৃঙ্গাদ্বা বিশেষং বা হৃতাশনম্ ।  
 রামং ভর্তারমুৎসৃজ্য ন ত্বহং ত্বাং কথঞ্চন ।  
 নিহীনমুপতিষ্ঠেয়ং শার্দূলৌ ক্রৌঞ্চকুং যথা ॥২৬॥  
 এতাদৃশং বচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ প্রিয়রাঘবঃ ।  
 পিধায় কর্ণৌ সদবৃত্তঃ প্রস্থিতো যেন রাঘবঃ ॥২৭॥  
 স রামস্ত পদং গৃহ্য প্রসসার ধনুর্ধরঃ ।  
 এতস্মিন্মন্তরে রক্ষো রাবণঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥২৮॥  
 অভব্যো ভব্যরূপেণ ভস্মচ্ছিন্ন ইবানলঃ ।  
 যতিবেশপ্রতিচ্ছমো জিহীষুস্তামনিন্দিতাম্ ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)

### ভারতকৌমুদী

নেতি । ভবেৎ সফল ইতি শেষঃ । তৎকারণমাহ—অপীতি ॥২৫॥  
 পতেয়মিতি । নিহীনমপকুটম্ । ক্রৌঞ্চকং শৃগালম্ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৬॥  
 এতাদৃশমিতি । সদবৃত্তঃ সচরিত্রঃ । যেন পথা রাঘবো গতন্তেনৈব প্রস্থিত ইত্যর্থঃ ॥২৭॥  
 স ইতি । পদং পদচিহ্নাবলৌম্, গৃহ্য গৃহীত্বা । রক্ষো রাক্ষসঃ । অভব্যঃ অসাধুঃ, ভব্যরূপেণ  
 সাধুরূপেণ । যতিবেশেন প্রতিচ্ছন্ন আবৃতশরূপঃ ॥২৮—২৯॥

এবং সাধ্বী ও পতিব্রতা সীতা স্ত্রীজাতির স্বভাবশুলভ লঘুতাবশতঃ নির্মলচরিত্র  
 লক্ষ্মণকে নির্ভুর কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন—॥২৪॥

“মূঢ় ! তুমি মনে মনে যাহা প্রার্থনা করিতেছ, সে বিষয়ের অভিলাষ তোমার  
 সফল হইবে না। কেন না, আমি অস্ত্র লইয়া নিজেই আত্মহত্যা করিব ॥২৫॥

নিকৃষ্ট ! আমি পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে পতিত হইব, কিংবা অগ্নিতে প্রবেশ করিব ;  
 কিন্তু ব্যাজী যেমন শৃগালের সেবা করে না, সেইরূপ আমি ভর্তা রামকে পরিত্যাগ  
 করিয়া কোন প্রকারেই তোমার সেবা করিব না” ॥২৬॥

রামপ্রিয় ও সচরিত্র লক্ষ্মণ সীতার এইরূপ উক্তি শুনিয়া কর্ণযুগল আবৃত  
 করিয়া—যে পথে রাম গিয়াছিলেন, সেই পথেই প্রস্থান করিলেন ॥২৭॥

ক্রমে ধনুর্ধর লক্ষ্মণ রামের চরণচিহ্নশ্রেণী ধরিয়া গমন করিতে লাগিলেন ।

(২৬) ...বিহীনমুপতিষ্ঠেয়ম্—বা । (২৮) শ্লোকস্ত পূর্বাঙ্কঃ পরম্ ‘অবীক্যমাণো বিবোধীঃ  
 লক্ষ্মণস্তদা’ ইত্যঙ্কমধিকম্—বা ব ক নি ।

সাতমালক্ষ্য সংপ্রাপ্তং ধর্মজ্ঞা জনকাস্থজা ।  
 নিমন্ত্রয়ামাস তদা ফলমূল্যাসনাদিভিঃ ॥৩০॥  
 অবমণ্য ততঃ সর্বং স্বং রূপং প্রতিপদ্য চ ।  
 সান্ত্বয়ামাস বৈদেহীমিতি রাক্ষসপুঙ্গবঃ ॥৩১॥  
 সীতে ! রাক্ষসরাজোহহং রাবণো নাম বিশ্রুতঃ ।  
 মম লক্ষ্মা পুরী নান্না রম্যা পারে মহোদধেঃ ॥৩২॥  
 তত্র ত্বং বরনারীষু শোভিষ্যসি ময়া সহ ।  
 ভার্য্যা মে ভব স্ত্রশ্রোণি ! তাপসং ত্যজ রাঘবম্ ॥৩৩॥  
 এবমাদৌনি বাক্যানি শ্রুত্বা তস্তাথ জ্ঞানকী ।  
 পিধায় কর্ণো স্ত্রশ্রোণী মৈবমিত্যববৌষঢ়ঃ ॥৩৪॥

### ভারতকৌমুদী

সেতি । আলক্ষ্য দৃষ্ট্বা সস্ত্রাপ্তমাগতম্, ধর্মজ্ঞা আতিথ্যাদিধর্মবিৎ ॥৩০॥  
 অবেতি । সর্বং সীতয়া দ্বিসিতং ফলাদিকম্ । প্রতিপদ্য প্রাপ্য ॥৩১॥  
 সীত ইতি । বিশ্রুতো জগদ্বিখ্যাতঃ । লঙ্কেতি নান্না রম্যা পুরী মম ॥৩২॥  
 তত্রেতি । শোভনে শ্রোণী নিতম্বো যস্তাস্তৎসম্বোধনম্ ॥৩৩॥  
 এবমিতি । পিধায় হস্তাভ্যামাচ্ছাভ, পাপশ্রবণেহপি পাপোদয়াদিতি ভাবঃ ॥৩৪॥

এই সময়ে দেখা গেল—ভস্মাবৃত অগ্নির স্থায় সম্মাসিবেশে আবৃতস্বরূপ এবং অসাধু  
 হইয়াও সাধুরূপী রাক্ষস রাবণ অনিন্দ্যসুন্দরী সীতাকে হরণ করিবার ইচ্ছায়  
 সেইখানে উপস্থিত হইলেন ॥২৮—২৯॥

তখন ধর্মজ্ঞা সীতা তাঁহাকে আগত দেখিয়া ফল, মূল ও আসনপ্রভৃতিদ্বারা  
 তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন ॥৩০॥

তদনন্তর রাবণ সে সকল অগ্রাহ্য করিয়া নিজের রূপ ধরিয়া এইভাবে সীতাকে  
 প্রলুব্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—॥৩১॥

“সীতা । আমি রাক্ষসদের রাজা জগদ্বিখ্যাত রাবণ এবং মহাসমুজের ওপারে  
 আমার লক্ষ্মানারী মনোহর মগরী রহিয়াছে ॥৩২॥

স্ত্রশ্রোণি ! তুমি সেইখানে উত্তম রমণীগণের মধ্যে আমার সহিত শোভা  
 পাইবে ; অতএব তুমি তপস্বী রামকে ত্যাগ কর এবং আমার ভার্য্যা হও” ॥৩৩॥

সুনিতম্বা জ্ঞানকী রাবণের এই জাতীয় অনেক বাক্য শুনিয়া কর্ণধূগল অশ্রুত  
 করিয়া বলিলেন—“এরূপ আর বলিবেন না ॥৩৪॥

প্রপতেদ্যোঃ সনক্ষত্রো পৃথিবী শকলীভবেৎ ।

শৈত্যমগ্নিরিয়ামাহং ত্যজেয়ং রঘুনন্দনম্ ॥৩৫॥

কথং হি ভিন্নকরটং পদ্মিনং বনগোচরম্ ।

উপস্থায় মহানাগং করেণুঃ শূকরং স্পৃশেৎ ॥৩৬॥

কথং হি পীত্বা মাধ্বীকং পীত্বা চ মাধুমাধবীম্ ।

লোভং সৌবীরকে কুর্য্যামারী কাচিদিতি স্মরে ॥৩৭॥

ইতি সা তং সমাভাষ্য প্রবিবেশাশ্রমং ততঃ ।

ক্রোধাৎ প্রক্ষুরমাণোষ্ঠী বিধুমানা করৌ মুহুঃ ॥৩৮॥

তামভিধ্রুত্যা স্রোশোণীং রাবণঃ প্রত্যমেধয়ৎ ।

ভৎসয়িত্বা চ রুক্ষেন স্মরেণ গতচেতনাম্ ।

মূৰ্দ্ধজেষু নিজগ্রাহ উৰ্দ্ধমাচক্রমে ততঃ ॥৩৯॥

### ভারতকৌমুদী

শ্রেতি । দ্ব্যর্গগনম্ । শকলীভবেৎ খণ্ডখণ্ডীভবেৎ । ইয়াৎ প্রাপ্নুয়াৎ ॥৩৫॥

কথমিতি । করেণুহস্তিনী, ভিন্নকরটং মদস্রাবিগণ্ডম্, পদ্মিনং পদ্মমালাযুক্তম্, বনগোচরং বনচারিণম্, মহানাগং মহাহস্তিনম্, উপস্থায় নিষেব্য, কথং শূকরং স্পৃশেৎ, কথমপি জনার্থঃ । মহাহস্তিনদৃশং রামমণহায় শূকরদৃশং য়াং ন ভজ্যামীত্যশয়ঃ ॥৩৬॥

কথমিতি । মাধ্বীকং পুষ্পজং মত্তম্, মধুমাধবীং ক্ষৌদ্রজং মত্তম্, সৌবীরকে কাল্লিকৈ । ইতি স্মরে চিন্তয়ামি । রামাপেক্ষয়া স্বং সৰ্ব্বথা নিকৃষ্ট ইতি ভাবঃ ॥৩৭॥

ইতীতি । প্রক্ষুরমাণোষ্ঠী স্পন্দমানোষ্ঠয়ুগলা, বিধুমানা কম্পয়ন্তী ॥৩৮॥

### ভারতভাবদীপঃ

মৃগশীৰ্ষং নাম নক্ষত্রম্ ॥১৮—২২॥ পর্য্যায়কৃত লক্ষণো যযাভিলাষবানিতি শঙ্কামকরোৎ ॥২৩—৩৫॥

ভিন্নকরটং ভিন্নগণ্ডম্বলং মত্তং করেণুহস্তিনী ॥৩৬॥ মাধ্বীকং মধু পুষ্পজং মত্তম্, মধুমাধবীং ক্ষৌদ্রজাং স্রবাম্, সৌবীরং কাল্লিকম্ ॥৩৭—৪০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষাট্রিংশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৩২॥

যদি নক্ষত্রের সহিত আকাশ পড়িয়া যায়, কিংবা পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় অথবা অগ্নি শীতল হয়, তথাপি আমি রামকে ত্যাগ করিব না ॥৩৫॥

কাম্পণ, হস্তিনী—মদস্রাবী, পদ্মমালাধারী ও বনচারী মহাহস্তীর সেবা করিয়া কি প্রকারে শূকরকে স্পর্শ করিবে ? ॥৩৬॥

কোন রমণী পুষ্পজাত মত্ত ও মধুজাত মত্ত পান করিয়া কি প্রকারে যে কাঁজীতে লোভ করে, ইহাই আমি চিন্তা করি” ॥৩৭॥

ক্রোধে কম্পিতাধরা সীতা বার বার হস্তযুগল সঞ্চালিত করিয়া এইভাবে রাবণকে বলিয়া সে স্থান হইতে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ॥৩৮॥

তাং দদর্শ ততো গৃধ্রো জটায়ুর্গিরিগোচরঃ ।

রুদতীং রামরামেতি হ্রিয়মাণাং তপস্বিনীম্ ॥৪০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানে সীতাহরণে

ত্র্যত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

## ত্রয়ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

সখা দশরথস্তাসৌজ্জটায়ুররুণাঅজঃ ।

গৃধ্ররাজো মহাবীরঃ সম্পাতির্যশ সোদরঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তামিতি । মৃদ্ধজেষু কেশেষু । আচক্রমে উৎপপাত । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩২॥

তামিতি । গিরিগোচরঃ পর্বতম্ । তপস্বিনীং শোচনীয়াম্ ॥৪০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণে

ত্র্যত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

সংখ্যেতি । অরুণস্ত গরুড়াগ্রজস্ত আঅজঃ । গৃধ্রঃ পক্ষিবিশেষঃ ॥১॥

তখন রাবণ দ্রুত যাইয়া সীতাকে নিষেধ করিলেন এবং মূচ্ছিতপ্রায়া সীতাকে  
ক্লক্সস্বরে ভৎসনা করিয়া তাঁহার কেশাকর্ষণ করিলেন, তাহার পর তাঁহাকে লইয়া  
আকাশে উঠিলেন ॥৩২॥

তদনন্তর পর্বতস্থিত জটায়ুপক্ষী দেখিলেন—তপস্বিনী সীতা ‘রাম রাম’ বলিয়া  
রোদন করিতেছেন এবং রাবণ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন” ॥৪০॥

—:~:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“অরুণ যাঁহার পিতা এবং সম্পাতি যাঁহার সহোদর  
ছিলেন, সেই মহাবীর গৃধ্ররাজ জটায়ু দশরথরাজার সখা ছিলেন ॥১॥

\* ‘...পঞ্চদ্ব্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...সপ্তসপ্তাধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...অষ্ট-  
সপ্তাধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...একোনাশীত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

স দদর্শ তদা সীতাং রাবণাক্ৰগতাং স্নুমাম্ ।  
 সক্ৰোধোহভ্যদ্রবৎ পক্ষী রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ ॥২॥  
 অথৈনমব্রবীদগৃধ্ৰো মুঞ্চ মুঞ্চতি মৈথিলীম্ ।  
 ধ্ৰিয়মাণে ময়ি কথং হরিষ্যসি নিশাচর ! ॥৩॥  
 নহি মে মোক্ষ্যসে জীবন্ যদি নোংসৃজসে বধূম্ ।  
 উত্কৈবং রাক্ষসেন্দ্রং তং চকর্ত নখরৈর্ভৃশম্ ॥৪॥  
 পক্ষুণ্ডপ্ৰহারৈশ্চ বহুশো জর্জরীকৃতঃ ।  
 চক্ষার রুধিরং ভূরি গিরিঃ প্রস্রবণৈরিব ॥৫॥  
 স বধ্যমানো গৃধ্ৰেণ রামপ্রিয়হিতৈষণা ।  
 খড়্গামাদায় চিচ্ছেদ পক্ষৌ তস্মৈ পতন্ত্রিণঃ ॥৬॥

## ভারতকৌমুদী

স ইতি । স্নুবাং পুত্রবধূম্, দশরথস্য সখিতয়া জটায়ুষস্তৎস্থানপাতিবাদিতি ভাবঃ ॥২॥  
 অথেতি । এনং রাবণম্, গৃধ্ৰো জটায়ুঃ । ধ্ৰিয়মাণে অবতিষ্ঠামানে ॥৩॥  
 নহীতি । নোংসৃজসে ন ত্যজসি । চকর্ত চিচ্ছেদ, নখরৈর্নৈথঃ ॥৪॥  
 পক্ষতি । চক্ষার অঙ্গাগ্নিঃসারয়ামাস । প্রস্রবণৈঃ প্রণালীভির্জলমিব ॥৫॥  
 স ইতি । স রাবণঃ, বধ্যমানঃ প্রধ্ৰিয়মাণঃ । পতন্ত্রিণো জটায়ুষঃ ॥৬॥

তিনি তখন দেখিলেন—পুত্রবধু সীতা রাবণের 'ক্ৰোড়ে' রহিয়াছেন । তৎক্ষণাৎ তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২॥

তাহার পর জটায়ু রাবণকে বলিলেন—“নিশাচর । তুই সীতাকে পরিত্যাগ কর্ পরিত্যাগ কর্ । কারণ, আমি থাকিতে তুই কি করিয়া উহাকে হরণ করিবি ? ॥৩॥

তুই যদি সীতাকে পরিত্যাগ না করিস্, তবে জীবিত অবস্থায় আমার নিকট হইতে মুক্তি পাইবি না” । এই কথা বলিয়াই জটায়ু নখদ্বারা রাবণকে অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত করিলেন ॥৪॥

এক তিনি পক্ষ ও চক্ষুপ্রহারদ্বারা রাবণের বহু অঙ্গ জর্জরীভূত করিলেন । তখন পৰ্বত হইতে প্রণালীদ্বারা যেমন জল নির্গত হয়, সেইরূপ রাবণের গাত্র হইতে প্রচুর রক্ত নির্গত হইতে লাগিল ॥৫॥

রামের প্রিয় ও হিতৈষী জটায়ু যখন ঐরূপে প্রহার করিতে লাগিলেন, তখন রাবণ খড়্গ ধারণ করিয়া জটায়ুর পক্ষদ্বয় ছেদন করিলেন ॥৬॥

(৩)....মুঞ্চ মুঞ্চ মৈথিলীম্—বা ব কা পি । (৫)....বহুশো জর্জরীকৃতম্—বা ব কা ।

মিহত্য় গৃধ্ররাজং স ভিন্নাভশিখরোশমম্ ।  
 উৰ্দ্ধমাচক্রমে সীতাং গৃহীত্বাকেন রাব্ধসঃ ॥৭॥  
 যত্র যত্র তু বৈদেহী পশ্চত্যাশ্রমমণ্ডলম্ ।  
 সরো বা সরিতো বাপি তত্র মুক্তিং ভূষণম্ ॥৮॥  
 সা দদর্শ গিরিপ্রস্থে পঞ্চ বানরপুঙ্গবান্ ।  
 তত্র বাসো মহদ্ব্যমুৎসসজ্জ মানস্বিনৌ ॥৯॥  
 তন্তেষাং বানরেন্দ্রাণাং পাত পবনোদ্ধতম্ ।  
 মধ্যে স্পীতং পঞ্চানাং বিদ্যাম্বেবাস্তুরে যথা ॥১০॥  
 অচিরেণাতিচক্রাম খেচরঃ খে চর'মব ।  
 দদর্শাথ পুরীং রম্যাং বহুবারাং মনোরমাম্ ॥১১॥

#### ভারতকৌমুদী

নিহতোতি । ভিন্নানি বিদীর্ণানি অত্রাণি মেঘা যেন তাদৃশং যচ্ছিখরং তদুপমম্ ॥৭॥  
 যত্নেতি । মুক্তিং, রাম এতদৃষ্টে । যত্নাভ্যসংবাদং জ্ঞাতুং শরুয়াদিত্যাশয়েতি ভাবঃ ॥৮॥  
 সেতি । গিরেঃ প্রস্থে সামুদ্রশে সমতলভূমাবিতি যাবৎ । পূর্ববস্তাবঃ ॥৯॥  
 তদ্বিতি । পবনোদ্ধতং বায়ুচালিতং সৎ । স্পীতং মনোহরস্পীতবর্ণম্ ॥১০॥  
 অচিরেণেতি । অতিচক্রাম সাগরমিতি শেষঃ, খেচরো রাবণঃ । ইব বাক্যালঙ্কারে ॥১১॥

#### ভারতভাবদীপঃ

সখেতি ॥১—২॥ স্বমৈথিলীং বা চার্মো মৈথিলী চ বা আত্মীয়া নুবা মৈথিলস্বভেত্যর্থঃ,  
 দ্বিয়মাণে জীবতি সতি ॥৩॥ নখরৈর্নখেজ্ঞৌকৈঃ ॥৪॥ চক্ষ্যাব স্ত্রাব ॥৫—৬॥ অন্ধেনোৎসঙ্গেন  
 ॥৭—৮॥ গিরিপ্রস্থে পর্বতশিখরে । “প্রহোহজ্জিয়াং মানভেদে সানাবভ্যাক্ষবন্তনি” ইতি

এইভাবে রাবণ, মেঘভেদী পর্বতশৃঙ্গের স্তায় গৃধ্ররাজ জটায়ুকে বধ করিয়া  
 সীতাকে ক্রোড়ে ধারণপূর্বক উপরের দিকে উঠিলেন ॥৭॥

তখন সীতা যেখানে যেখানে আশ্রম, জলাশয়, কিংবা নদী দেখিতে  
 লাগিলেন, সেইখানে সেইখানেই নিজের এক একখানি অলঙ্কার ফেলিয়া দিতে  
 থাকিলেন ॥৮॥

তাহার পর তিনি এক পর্বতের সমতলভূমিতে প্রধান পাঁচটা বানর দেখিলেন,  
 তৎক্ষণাৎ সেখানে উত্তম ও বিশাল উত্তরীয় বস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ॥৯॥

তখন মেঘের মধ্যে যেমন বিদ্যাং উপস্থিত হয়, সেইরূপ সেই পাঁচটা  
 বানরের মধ্যে 'বায়ুচালিত হইয়া যাইয়া সেই সুন্দর ও স্পীতবর্ণ বস্ত্রমণ্ডানা পতিত  
 হইল ॥১০॥

তাহার পর রাবণ আকাশপথে গমন করিতে থাকিয়া অচিরকালমধ্যেই

প্রাকারবপ্রসংবাধাং নিশ্চিন্তাং বিশ্বকৰ্ম্মণা ।  
 প্রবিবেশ পুরীং লক্ষাং সমীতো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥১২॥  
 এবং হতায়াং বৈদেহ্যাং রামো হত্বা মহামৃগম্ ।  
 নিবৃত্তো দদৃশে ধীমান্ ভ্রাতরং লক্ষ্মণং তদা ॥১৩॥  
 কথমুৎসৃজ্য বৈদেহীং বনে রাক্ষসসেবিতৈ ।  
 ইতি তং ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা প্রাপ্তোহসীতি ব্যগৰ্হয়ৎ ॥১৪॥  
 মৃগরূপধরেণাথ রক্ষসা সোহপকৰ্ষণম্ ।  
 ভ্রাতুরাগমনক্লেব চিন্তয়ন্ পর্য্যতপ্যত ॥১৫॥  
 গৰ্হয়ন্মেব রামস্ত স্বরিতস্তং সমাসদৎ ।  
 অপি জীবতি বৈদেহী নেতি পশ্যামি লক্ষ্মণ ! ॥১৬॥

## ভারতকৌমুদী

প্রাকারেতি । প্রাকারৈরিরিষ্টকাবেষ্টনৈঃ বষ্ট্রশস্ত্রমূলম্বুমুস্তিকান্তুপৈশ্চ সংবাধাং ব্যাপ্তাম্ ॥১২॥  
 এবমিতি । নিবৃত্ত আশ্রমং প্রত্যাগচ্ছন্, দদৃশে দদর্শ ॥১৩॥  
 কথমিতি । বৈদেহীমুৎসৃজ্য কথং প্রাপ্তঃ অত্রাগতোহসীতি ব্যগৰ্হয়জ্ঞামঃ ॥১৪॥  
 মৃগেতি । স রামঃ, অপকৰ্ষণম্ আত্মনো দূর আকৰ্ষণম্ ॥১৫॥  
 গৰ্হয়মিতি । রামস্ত লক্ষ্মণং পূর্বোক্তপ্রকারং গৰ্হয়ন্মেব, হে লক্ষ্মণ ! বৈদেহী জীবতি তাং  
 পশ্যামি, অপি কিম্, ইতি ক্রবন্মেব তং লক্ষ্মণম্, সমাসদৎ প্রাপৎ ॥১৬॥

## ভারতভাবদীপঃ

মেদিনী ৯—১১॥ প্রাকারঃ পরিধিভিত্তিঃ, বষ্ট্রশস্ত্রাঙ্কং বেণুময়ং হৃগং তাভ্যাং সংবাধাং  
 হৃগমাম্ । “বষ্ট্রঃ স্থানে পুমানস্ত্রী বেণুক্ষেত্রে চ পেটকে” ইতি মেদিনী ১২—১৩॥ কথং

সমুদ্রে অতিক্রম করিলেন এবং বলদ্বারসমন্বিত ও চিন্তাকৰ্ষক একটা সুন্দর পুরী দর্শন  
 করিলেন ॥১১॥

তৎপরে রাবণ সীতার সহিত সেই প্রাচীরবেষ্টিত বিশ্বকৰ্ম্মনির্মিত লক্ষাপুরীতে  
 বাইয়া প্রবেশ করিলেন ॥১২॥

এইভাবে সীতাকে হরণ করিয়া নিলে পর, ধীমান্ রাম মহামৃগ বধ করিয়া  
 কিরিয়া আসিবার সময়ে পথে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে দেখিলেন ॥১৩॥

তিনি লক্ষ্মণকে দেখিয়াই এই বলিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিলেন যে—“তুমি  
 রাক্ষসসেবিত বনে একাকিনী সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া কেন আসিলে ?” ॥১৪॥

তাহার পর রাম, মৃগরূপধারি-রাক্ষসকর্তৃক নিজের দূরে আকৰ্ষণ এবং লক্ষ্মণের  
 ওখা হুইতে আগমন—এই সমস্ত চিন্তা করিয়া অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন হইলেন ॥১৫॥

এবং রাম উক্ত প্রকার নিন্দা করিয়াই “লক্ষ্মণ ! সীতা জীবিত আছেন কি ?



তস্মৈ তৎ সৰ্ব্বমাচৰ্ছ্যে সীতায় লক্ষ্মণো বচঃ ।  
 যদুক্তবত্যসদৃশং বৈদেহী পশ্চিমং বচঃ ॥১৭॥  
 দহমানেন তু হৃদা রামোহভ্যপতদাশ্রয়ম্ ।  
 স দদর্শ তদা গৃধ্রং নিহতং পৰ্ব্বতোপমম্ ॥১৮॥  
 রাক্ষসং শঙ্কমানস্তং বিকৃষ্য বলবদ্ধনুঃ ।  
 অভ্যধাবত কাকুৎস্থস্ততস্তং সহলক্ষ্মণঃ ॥১৯॥  
 স তাবুবাচ তেজস্বী সহিতৌ রামলক্ষ্মণৌ ।  
 গৃধ্ররাজোহস্মি ভদ্রং বাং সখা দশরথস্ত বৈ ॥২০॥  
 তস্মৈ তদ্বচনং শ্রুত্বা সংগৃহ্য ধনুৰী শুভে ।  
 কোহয়ং পিতরমস্ম্যাকং নান্মাহেতু্যচতুষ্ট তৌ ॥২১॥  
 ততো দদৃশুস্তৌ তং ছিন্নপক্ষদ্বয়ং ধগম্ ।  
 তয়োঃ শশংস গৃধ্রস্ত সীতার্থে রাবণাদ্বধম্ ॥২২॥

#### ভারতকৌমুদী

তস্মৈতি । তস্মৈ রামস্তাস্মিকে । পশ্চিমং “নৈষ কামঃ” ইত্যাদিকং শেষম্ ॥১৭॥  
 দহেতি । দহমানেন সীতায় বিরুক্তিশ্রুত্যা সন্তাপেন চেতি ভাবঃ ॥১৮॥  
 রাক্ষসমিতি । বলবৎ সাতিশয়ম্, বিকৃষ্য আকৃষ্য, তং হস্তমিত্যাশয়ঃ ॥১৯॥  
 স ইতি । স জটায়ুঃ । বাং যুবয়োঃ, ভদ্রং মঙ্গলমস্মিতি শেষঃ ॥২০॥  
 তস্মৈতি । সংগৃহ্য কেবলং ধৃত্বা । আহ ব্রবীতি । তৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥২১॥  
 তত ইতি । গৃধ্রস্তয়োঃ সমীপে সীতার্থে রাবণাদ্বধনো বধং শশংস ॥২২॥

তাঁহাকে আবার দেখিতে পাইব কি ?” এইরূপ বলিতে বলিতে সত্ত্বর লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥১৬॥

তখন সীতা প্রথমে যাহা বলিয়াছিলেন এবং শেষে যে অসঙ্গত কথা কহিয়াছিলেন, সে সমস্তই লক্ষ্মণ রামের নিকট বলিলেন ॥১৭॥

তখন রাম সমুপস্থিত্তে আশ্রমে আগমন করিলেন এবং ভূপতিত পৰ্ব্বতপ্রমাণ একটা গৃধ্র দর্শন করিলেন ॥১৮॥

তৎপরে রাম ও লক্ষ্মণ দুই জনেই সেই গৃধ্রকে রাক্ষস মনে করিয়া সম্পূর্ণরূপে ধনু আকর্ষণপূর্বক তাহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥১৯॥

তখন সেই গৃধ্র রাম ও লক্ষ্মণকে বলিল—“আমি গৃধ্ররাজ ও দশরথের সখা; তোমাদের মঙ্গল হউক” ॥২০॥

তখন রাম ও লক্ষ্মণ তাহার সেই কথা শুনিয়া মঙ্গলময় ধনু দুইখানি কেবল ধারণ করিয়া বলিলেন—“এ কে আমাদের পিতার নাম বলিতেছে ?” ॥২১॥

অপৃচ্ছদ্রাঘবো গৃধ্ৰং রাবণঃ কাং দিশং গতঃ ।  
 তস্য গৃধ্ৰঃ শিরঃকষ্টৈম্পরাচচক্ষে মমার চ ॥২৩৮॥  
 দক্ষিণামিতি কাকুৎস্থো বিদিত্বাহস্য তদিস্তিতম্ ।  
 সৎকারং লভুয়ামাস সখ্যং পূজয়ন্ পিতৃঃ ॥২৪॥  
 ততো দৃষ্ট্বাশ্রমপদং ব্যপবিদ্ধয়মৌকটম্ ।  
 বিধ্বস্তকলসং শৃণুং গোমায়ুশতসঙ্কুলম্ ॥২৫॥  
 দুঃখশোকসমাবিষ্টৌ বৈদেহৌহরণাদিতৌ ।  
 জগদ্বুদগ্ধকাবণ্যং দক্ষিণেন পরন্তপৌ ॥২৬॥ (যুগ্মকম)  
 বনে মহতি তস্মিন্শু রামঃ সৌমিত্রিণা সহ ।  
 দদর্শ যুগযুথানি দ্রবমাণানি সৰ্ব্বশঃ ॥২৭॥

## ভারতকৌমুদী

অপৃচ্ছদিতি । শিরঃকষ্টৈম্পরাচচক্ষে, বচনোচ্চারণশক্তিলোপাদিত্যাশয়ঃ ॥২৩॥

দক্ষিণামিতি । তদিস্তিতং তচ্ছিরঃকম্পস্থচিভ্যং দক্ষিণাং দিশম্ ॥২৪॥

তত ইতি । ব্যপবিদ্ধাঃ সীতাহরণকালীনসংঘর্ষণে বিশৃঙ্খলীকৃতা বৃদ্ধা ঋষীগামসনানি কটা যজ্ঞ তং, শৃণুং সীতারহিতম্ । পরন্তপৌ বামলক্ষণৌ ॥২৫—২৬॥

বন ইতি । দ্রবমাণানি ভয়েন পলায়মানানি সৰ্ব্বশঃ সৰ্ব্বাণি ॥২৭॥

তাহার পব তাঁহারা ছিন্নপক্ষ জটায়ুকে দেখিলেন এবং “সীতাকে বক্ষা করিতে যাওয়ায় বাবণ তাঁহাকে বধ কবিয়াছে”—এই কথা জটায়ু তাহাদের নিকট বলিলেন ॥২২॥

তখন রাম জটায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, “বাবণ কোন দিকে গিয়াছে ?” । পরে জটায়ু মস্তককম্পনদ্বারা তাহা জানাইলেন এবং প্রাণভাগ করিলেন ॥২৩॥

তখন রাম জটায়ুর ইঙ্গিতে দক্ষিণ দিক্ বুঝিতে পাবিয়া, পিতার সখা বলিয়া জটায়ুর দাহসৎকার করিলেন ॥২৪॥

তৎপরে রাম ও লক্ষ্মণ আশ্রমে যাইয়া দাঁখলেন—ঋষিদের বসিবার আসনগুলি বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে, জলের কলসগুলি ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে, আশ্রমে কেহ নাই এবং অনেক শিয়াল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । ইহা দেখিয়া পবন্তপ রাম ও লক্ষ্মণ সীতাহরণের দুঃখে ও শোকে আকুল ও পীড়িত হইয়া দক্ষিণদিগবর্তী দণ্ডকারণে গমন করিতে লাগিলেন ॥২৫—২৬॥

ক্রমে রাম ও লক্ষ্মণ দেখিলেন—সেই মহারণে সৰ্ব্বপ্রকার পশুশ্রেণী পলায়ন করিতেছে ॥২৭॥

শব্দঞ্চ ঘোরং সন্তানান্ দাবাগ্নিরিব বর্জিতঃ ।

অপশ্যতাং মুহূর্ত্তাচ্চ কবন্ধং ঘোরদর্শনিন্য ॥২৮॥

মেঘপর্বতদক্ষাংশং শালবৃক্ষং মহাভুজম্ ।

উরোগতবিশালাক্ষং মহোদরমহামুখম্ ॥২৯॥ (যুথ্যকম্)

যদৃচ্ছয়াহথ তদ্রক্ষঃ করে জগ্রাহ লক্ষ্মণম্ ।

বিষাদমগমং সত্ত্বঃ সৌমিত্রিরথ ভারত ! ॥৩০॥

স রামমভিসংপ্ৰেক্ষ্য কৃষ্মতে যেন তন্মুখম্ ।

বিষগ্লশ্চাত্রবীজ্রামং পশ্যাবস্থামিমাং মম ॥৩১॥

হরণৈকৈব বৈদেহ্যা মম চায়মুপপ্লবঃ ।

রাজ্যভ্রংশশ্চ ভবতস্তাতস্ত্য মরণং তথা ॥৩২॥

### ভারতকৌমুদী

শব্দমিতি । অশৃণুতামিতি শেবঃ, সন্তানান্ প্রাণিনাম্ । কবন্ধং শিরঃশূণ্যং দেহম্ । উরোগতে বন্ধঃস্থিতে বিশালে অক্ষিপী যন্ত তম্, মহত্বাদরে মহামুখং যন্ত তঞ্চ ॥২৮—২৯॥

যদৃচ্ছয়েতি । যদৃচ্ছয়া সঙ্কল্পশূণ্যভাবেন, ন তু ভক্ষণেচ্ছয়েত্যর্থঃ ॥৩০॥

স ইতি । যেন দিগ্‌বিভাগেন তন্ত কবন্ধস্ত মুখমাসীৎ, তস্মিন্ দিগ্‌বিভাগে, তেন কবন্ধেন রামমভিসংপ্ৰেক্ষ্য স লক্ষণঃ-কৃষ্মতে স্ব । বিষগ্লশ্চ লক্ষণঃ ॥৩১॥

হরণমিতি । উপপ্লবো মহতী বিপৎ । সর্বথা হুঃসময়োহয়মশ্মাকমিতি ভাবঃ ॥৩২॥

এবং বর্জমান দাবাগ্নির স্রায় জন্তুগণের ভয়ঙ্কর শব্দ হইতেছে । মুহূর্ত্ত পরেই তাঁহারা দেখিলেন—মেঘপর্বতের স্রায় ভয়ঙ্করাকৃতি একটা কবন্ধ আসিতেছে ; তাহার স্কন্ধযুগল শালবৃক্ষের স্রায় উচ্চ, বাহুযুগল অতিবৃহৎ, বন্ধঃস্থলে প্রকাণ্ড নয়নযুগল এবং বিশাল উদরের উপরে বিশাল মুখ ছিল ॥২৮—২৯॥

ভরতনন্দন ! তাহার পর সেই রাক্ষস যদৃচ্ছাক্রমে লক্ষ্মণের হস্ত ধারণ করিল ; তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণ বিষগ্ন হইয়া পড়িলেন ॥৩০॥

ক্রমে সেই কবন্ধ রামের দিকে চাহিয়া লক্ষ্মণকে নিজের মুখের দিকে টানিতে লাগিল । তখন লক্ষ্মণ বিষগ্ন হইয়া রামকে বলিলেন—“আমার এই অবস্থা দেখুন ॥৩১॥

সৌভার হরণ, আমার এই বিপদ, আপনার রাজ্যভ্রংশ এবং পিতার মৃত্যু, (কি হুঃসময় দেখুন) ॥৩২॥

নাহং স্বাং সহ বৈদেহ্যা সৈমৈতং কোশলাগতম্ ।  
 ত্রক্ষ্যামি পৃথিবীরাজ্যে পিতৃপৈতামহে স্থিতম্ ॥৩৩॥  
 ত্রক্ষ্যাম্যার্য্যস্য ধন্যা যে কুশ-লাজ-শমৌ-জলৈঃ ।  
 অভিষিক্তস্য বদনং সোমং শান্ত্বনং যথা ॥৩৪॥  
 এবং বহুবিধং ধীমান্ বিললাপ স লক্ষ্মণঃ ।  
 তমুবাচাথ কাকুৎস্থঃ সস্ত্রমেঘপ্যাসস্ত্রমঃ ॥৩৫॥  
 মা বিবৌদ নরব্যাত্ত্র ! নৈষ কশ্চিন্ময়ি স্থিতে ।  
 ছিদ্ৰ্য্যস্য দক্ষিণং বাহুং ছিন্নঃ সবেয়া ময়া ভুজঃ ॥৩৬॥  
 ইত্যেবং বদতা তস্য ভুজো রামেণ পতিতঃ ।  
 ঋড়েগন ভৃশতৌফ্লেন নিকৃন্তস্তিলকাণ্ডবৎ ॥৩৭॥  
 ততোহস্য দক্ষিণং বাহুং ঋড়েগনাজ্জলিবান্ বলা ।  
 সৌমিত্রিরপি সংপ্ৰেক্ষ্য ভ্রাতরং রাঘবং স্থিতম্ ॥৩৮॥

### ভারতকৌমুদী

নেতি । কোশলাগতম্ অযোধ্যাস্থিতম্ । ন ত্রক্ষ্যামি, ইদানীমেব মে মরণাৎ ॥৩৩॥  
 ত্রক্ষ্যন্তীতি । কুশ-লাজ শমীযুক্তানি জলানি তৈঃ । শান্ত্বনম্ অপস্থতমেঘম্ ॥৩৪॥  
 এবমিতি । সস্ত্রমেঘপি ব্যস্ততাকালেষপি । অসস্ত্রমঃ অব্যস্তঃ ধীর ইত্যর্থঃ ॥৩৫॥  
 যেতি । ময়ি স্থিতে এষ ন কশ্চিৎ অকিঞ্চিংকর ইত্যর্থঃ । সবেয়া বামঃ ॥৩৬॥  
 ইত্যুচ্যতে । নিকৃন্তস্থিঃ, তিলকাণ্ডবৎ তিলবৃক্ষশাখাবৎ ॥৩৭॥

হায় ! আমি আর আপনাকে সীতার সহিত অযোধ্যানগরে পৈতৃক রাজত্বপদে  
 অবস্থিত দেখি ত পাইব না ॥৩৩॥

কুশ, লাজ (খই) ও শমীপত্রযুক্ত জলদ্বারা আপনি যখন রাজ্যে অভিষিক্ত  
 হইবেন, তখন যাহারা ধন্য, তাহারা ইহা মেববিহীন চন্দ্রের ন্যায় আপনার মুখমণ্ডল  
 দর্শন করিবেন” ॥৩৪॥

বুদ্ধিমান্ লক্ষ্মণ এইরূপ বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন । তখন অধীরতার  
 সময়েও অত্যন্ত ধীরস্বভাব রাম তাহাকে বলিলেন — ॥৩৫॥

“ধুরুষশ্চেষ্ট । তুমি বিষন্ন হইও না । কাবণ, আমি থাকিতে এ, কেহই নহে ।  
 তুমি ইহার দক্ষিণ বাহু ছেদন কর, আর আমি ইহার বাম বাহু ছেদন  
 করিয়াছি” ॥৩৬॥

এইরূপ বলিতে বলিতেই রাম অতিশীঘ্র তরবারিদ্বারা তিলনালের ন্যায় কবন্ধের  
 বাম বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥৩৭॥

পুনর্জ্ঞান পার্শ্বে বৈ তদ্রক্ষ্যে লক্ষ্মণো ভূশম্ ।  
 গতানুরপতদ্ভূমৌ কবন্ধঃ স্তমহাংস্ততঃ ॥৩৯॥  
 তস্তা দেহাধিনিঃসৃত্য পুরুষো দিব্যদর্শনিঃ ।  
 দদৃশে দিব্যাস্থায় দিব্য সূর্য্য ইব জ্বলন্ ॥৪০॥  
 পপ্রচ্ছ রামস্তং বাগ্মী কস্তং প্রক্ৰাই পৃচ্ছতঃ ।  
 কাময়া কিমিদং চিত্রমাশ্চর্য্যং প্রতিভাতি মে ॥৪১॥  
 তস্তাচচক্ষে গন্ধর্ব্বো বিশ্বাবসুরহং নৃপ ! ।  
 প্রাপ্তো ব্রাহ্মণশাপেন যোনিং রাক্ষসসেবিতাম্ ॥৪২॥

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । আজ্ঞিবান্ আহতবান্ । রামদর্শনাৎ সাহসাতিক্রমক ইত্যশয়ঃ ॥৩৮॥  
 পুনরিতি । তং পৃক্ষঃ তং রাক্ষসম্ । গতানুর্নির্গতপ্রাণঃ ॥৩৯॥  
 তস্মেতি । দদৃশে রামলক্ষ্মণাভ্যামিত্যর্থঃ, দিব্যাস্থায় স্থিত ইতি শেষঃ ॥৪০॥  
 পপ্রচ্ছতি । কাময়া স্বেচ্ছয়ৈব, ইদং চিত্রং বপুষ্তং কিম্, এতচ্চাশ্চর্য্যং মে প্রতিভাতি ॥৪১॥  
 তস্মেতি । আচচক্ষে স পুরুষ ইতি শেষঃ । বিশ্বাবসুর্নাম ॥৪২॥

### ভারতভাবদীপঃ

প্রাপ্তোহসীতি সম্বন্ধঃ ॥১৪—১৯॥ বাং যুবয়োঃ ॥২০॥ আহ ক্রতে ॥২১—২৮॥ উরসি  
 নেত্রে উদরে মুখে চ যস্ত কবন্ধঃ শীর্ষহীনঃ পুমান্ ॥২৯—৩০॥ যেন যতস্তন্মুখং ততঃ কৃণ্ডতেষু  
 ॥৩১—৩৪॥ এবং বহুবিধং রামমববীৎ, অসম্মমো নির্ভয়ঃ ॥৩৫—৩৯॥ বিনিঃসৃত্য দিব্য-

তাহার পর বলবান্ লক্ষ্মণও, ভ্রাতা রাম রহিয়াছেন দেখিয়া তরবারিদ্ধারা কবন্ধের  
 দক্ষিণবাহুর উপরে আঘাত করিলেন ॥৩৮॥

এবং লক্ষ্মণ সেই রাক্ষসের পার্শ্বদেশে পুনরায় গুরুতর আঘাত করিলেন ;  
 তাহাতেই সেই অতিবিশাল কবন্ধ গতানু হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥৩৯॥

তখন দিব্যমূর্ত্তি একটা পুরুষ সেই কবন্ধের দেহ হইতে নির্গত হইয়া আকাশে  
 উঠিয়া সূর্য্যের স্থায় দীপ্তি পাইতে লাগিল ; ইহা রাম ও লক্ষ্মণ দেখিলেন ॥৪০॥

পরে বাগ্মী রাম জিজ্ঞাসা করিলেন—“আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল, তুমি কে ?  
 তুমি কি আপন ইচ্ছাতেই এই বিচিত্র শরীর ধারণ করিলে ? ইহা ত আমার  
 আশ্চর্য্য বলিয়া ধারণা হইতেছে” ॥৪১॥

তখন সেই পুরুষ রামের নিকট বলিল—“রাজা ! আমি গন্ধর্ব্ব, আমর নাম  
 ‘বিশ্বাবসু’ । আমি ব্রাহ্মণের শাপে রাক্ষস হইয়াছিলাম” ॥৪২॥

রাবণেন হত৷ সীতা রাজ্ঞা লঙ্কানিবাসিনী ।  
 স্ত্রীষ্মভিগচ্ছ ত্বং স তে সাহায্যং করিষ্যতি ॥৪৩॥  
 এষা পম্পা শিবজলা হংসকারণবায়ুতা ।  
 ঋগ্মুকস্য শৈলস্য সন্মিকর্ষে তড়াগিনী ॥৪৪॥  
 বসতে তত্র স্ত্রীষ্মচতুর্ভির্মস্তুভিঃ সহ ।  
 ভ্রাতা বানররাজস্য বালিনো হেমমালিনঃ ॥৪৫॥  
 তেন ত্বং সহ সঙ্গম্য দুঃখমূলং নিবেদয় ।  
 সমানশীলো ভবতঃ সাহায্যং স করিষ্যতি ॥৪৬॥  
 এতাবচ্ছক্যমস্মাভির্বক্তুং দ্রষ্টাসি জানকৌম ।  
 ধ্রুবং বানররাজস্য বিদিতো রাবণালয়ঃ ॥৪৭॥

### ভারতকৌমুদী

\*রাবণেনেতি । সাহায্যং সীতোদ্ধারে সাহায্যম্ । সাহায্যঃ সাহায্যার্থে মুনিষু রুঢ়ঃ ॥৪৩॥  
 এবেতি । পম্পা নাম, শিবং দেহোপকারিভ্যাম্বলময়ং জলং যন্তাঃ সা ॥৪৪॥  
 বসত ইতি । চতুর্ভিঃ—মৈন্দ-দ্বিবিদ-হনুমজ্জাশ্ববন্তিঃ, এষামেব বক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥৪৫॥  
 তেনেতি । সমানঃ শীলং বৃদ্ধমবস্থা যন্ত সং, তস্তাপি রাজ্যনাশাৎ ॥৪৬॥  
 এতাবদ্বিতি । দ্রষ্টাসি দ্রক্ষ্যসি । বানররাজস্য স্ত্রীষ্মচ ॥৪৭॥

### ভারতভাবদীপঃ

দর্শনোচ্ছৃৎ, পুরুষঃ কবন্ধদেহধারী, স চ দদৃশে দৃষ্টঃ ॥৪০॥ কাময়া ইচ্ছয়া ॥৪১—৪২॥ পম্পা  
 নামতঃ, তড়াগিনী সরসী ॥৪৪—৪৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপ ত্ৰয়ত্ৰিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৩৩॥

লঙ্কানিবাসী রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছেন ; অতএব আপনি  
 স্ত্রীষ্মের নিকট গমন করুন, তিনি আপনার সাহায্য করিবেন ॥৪৩॥

ঋগ্মুকপৰ্ব্বতের নিকট নির্মল জল ও হংস-কারণব-(খড়্গাস) যুক্ত এই পম্পা-  
 সরোবর দেখা যাইতেছে ॥৪৪॥

স্বর্ণমালাধারী বানররাজ বালীর ভ্রাতা স্ত্রীষ্ম চারি জন মন্ত্রীর সহিত সেইখানে  
 বাস করিতেছেন ॥৪৫॥

আপনি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া আপনার দুঃখের কারণ তাঁহাকে  
 জানান । তাঁহারও আপনার মতই অবস্থা ; সুতরাং তিনি আপনার সাহায্য  
 করিবেন ॥৪৬॥

(৪৩):...রাজা লঙ্কাধিবাসিনী—বা ব ক নি, ...সহ্য করিষ্যতি—বা ব কা পি । (৪৬):...  
 সমানশীলো ভবতা—পি ।

ইতু্যক্তাস্তহিতো দিব্যঃ পুরুষঃ স মহাপ্রভঃ ।

বিস্ময়ং জগদুশ্চাত্তো প্রবীরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥৪৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি  
দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানেন কবন্ধবধে ত্রয়স্ত্রিংশ-  
দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ততোহবিদূরে নলিনৌ প্রভূতকমলোৎপলাম্ ।

সীতাহরণদ্বুঃখার্ভঃ পম্পাং রামঃ সমাসদং ॥১॥

মারুতেন স্মশীতেন স্মথেনামৃতগন্ধিনা ।

সেব্যমানো বনে তাস্মিন্ জগাম মনসা প্রিয়াম্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । বিস্ময়ং জগতুঃ, কবন্ধতৎপুরুষতদ্ব্যাপারদর্শনাদিত্যাশয়ঃ ॥৪৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণে

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

তত ইতি । অবিদূরে অনধিকদূরে, প্রভূতানি কমলানি উৎপলানি কুমুদানি চ যত্র তাং ॥১॥

মারুতেনেতি । স্মথেন স্মথস্পর্শেন, অমৃতগন্ধিনা স্মধাবৎ সৌরভশালিনা ॥২॥

আমি এইটুকু বলিতে পারি যে, আপনি সীতাদেবীকে দেখিতে পাইবেন ।  
কারণ, নিশ্চয়ই স্মগ্ৰীবের রাবণের বাসস্থান জানা আছে” ॥৪৭॥

এই কথাগুলি বলিয়াই সেই মহোজ্জ্বল দিব্য পুরুষ অন্তর্হিত হইল । তখন  
মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ দুই জনই বিস্মিত হইলেন” ॥৪৮॥

—:~:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তাহার পর সীতাহরণদ্বুঃখার্ভ রাম (ও লক্ষ্মণ) অনধিক  
দূরবর্তী প্রচুর পদ্ম ও কুমুদসম্বিত পম্পাসরোবরে গমন করিলেন ॥১॥

তখন স্মশীতল, স্মথস্পর্শ ও অমৃতের স্রাব্য সৌরভশালী বায়ু আসিয়া

\* ‘...ঐষ্টব্যাদিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...অষ্টমপ্ৰত্যাদিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...উর্নাদি-  
জ্যাদিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...অনীত্যাদিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

বিললাপ স রাজেন্দ্রস্তত্র কাস্তামনুস্মরন্ ।  
 কামবাণাভিসন্তপ্তঃ সৌমিত্রিস্তমথাত্রবীৎ ॥৩॥  
 ন স্বামেবংবিধো ভাবঃ স্প্রষ্টুমর্হতি মানদ ! ।  
 আত্মবস্তমিব ব্যাধিঃ পুরুষং বুদ্ধশীলিনম্ ॥৪॥  
 প্রবৃত্তিরূপলক্ষা তে বৈদেহ্যা রাবণস্ত চ ।  
 তাং স্বং পুরুষকারণে বুদ্ধ্যা চৈবোপপাদয় ॥৫॥  
 অভিগচ্ছাব সুগ্রীবং শৈলস্থং হরিপুঙ্গবম্ ।  
 ময়ি শিষ্যে চ ভৃত্যে চ সহায়ে চ সমাশ্বস ॥৬॥  
 এবং বহুবৈষের্বাকৈলক্ষ্মণেন স রাঘবঃ ।  
 উক্তঃ প্রকৃতিমাপেদে কার্য্যে চানন্তরৌহভবৎ ॥৭॥

## ভারতকৌমুদী

\*বীতি । কামবাণাভিসন্তপ্তঃ, তাদৃশবায়োরুদীপকত্বাদিতি ভাবঃ ॥৩॥  
 নেতি । বুদ্ধশীলিনং বুদ্ধোপদেশগ্ৰাহিণং স্বাম্ । আত্মবস্তং স্বাস্থ্যং প্রেতি যত্নবস্তম্ ॥৪॥  
 প্রেতি । প্রবৃত্তির্বার্তা, তে ত্রয়া । উপপাদয় সফলীকুরু ॥৫॥  
 অভীতি । হরিপুঙ্গবং বানরশ্রেষ্ঠম্ । ময়ি স্থিতে সতি । সমাশ্বস সমাশ্বসিহি ॥৬॥  
 এবমিতি । প্রকৃতিং স্বভাবম্ । অনন্তরঃ অবহিঃ প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ ॥৭॥

## ভারতভাবদীপঃ

ভূত ইতি । অবিদুঃ সমীপে, নগিনীং পুরুষিণীম্ উৎপলানি কুম্ভানি ॥১॥ অমৃত-  
 গন্ধিনাঃমৃতসদৃশেন ॥২—৪॥ উপপাদয় সফলীকুরু ॥৫—৬॥ অনন্তরঃ সংলগ্নঃ ॥৭—৮॥

তঁাহাদিগকে স্পর্শ করিতে লাগিল ; তাহাতে রাম সেই বনের ভিতরেই সীতাকে  
 স্মরণ করিতে লাগিলেন ॥২॥

তিনি সেখানে সীতাকে স্মরণ করিয়া কামবাণে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া বিলাপ  
 করিতে লাগিলেন । তখন লক্ষ্মণ তঁাহাকে বলিলেন—॥৩॥

“আর্য্য ! আপনি বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন ; সুতরাং স্বাস্থ্যের দিকে  
 যত্নবান্ লোককে যেমন কোন ব্যাধি আসিয়া স্পর্শ করে না, তেমন আপনাকেও  
 এইরূপ ভাব স্পর্শ করিতে পারে না ॥৪॥

তা’র পর আপনি, জানকীর ও রাবণের সংবাদ পাইয়াছেন ; অতএব এখন  
 বুদ্ধি ও পুরুষকারদ্বারা সেই বিষয়ে সফলতা লাভের চেষ্টা করুন ॥৫॥

চলুন—আমরা, পর্ব্বতবাসী বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের নিকট যাই । আমি  
 অঙ্গনার শিষ্য, ভৃত্য ও সহায় ; সুতরাং আমি আছি বলিয়া আপনি আশ্বস্ত  
 হউন” ॥৬॥



নিষেব্য বারি পম্পায়াস্তপ্পরিহা পিতৃনপি ।  
 প্রতস্থতুরুর্ভো বীরো ভ্রাতরো রামলক্ষ্মণে ॥৮॥  
 তারুণ্যমুকমভেত্য বহুমূলফলক্রমম্ ।  
 গির্ধ্যাগ্রে বানরান্ পঞ্চ বীরো দদৃশুস্তদা ॥৯॥  
 স্ত্রীবিঃ প্রেষয়ামাস সচিবং বানরং তয়োঃ ।  
 বুদ্ধিমন্তং হনুমন্তং হিমবন্তমিব স্থিতম্ ॥১০॥  
 তেন সম্ভাগ্য পূর্বং তৌ স্ত্রীবিমভিজ্ঞাতুঃ ।  
 সখ্যং বানররাজেন চক্রে রামস্তদা নৃপ ! ॥১১॥  
 তন্নাসো দর্শয়ামাস্তস্ত্য কার্যে নিবেদিতে ।  
 বানরাণাস্ত যৎ সীতা হ্রিয়মাণা ব্যপাস্তজৎ ॥১২॥  
 তৎ প্রত্যয়করং লক্ষ্মী স্ত্রীবিং গ্নবগাধিপম্ ।  
 পৃথিব্যাং বনরৈশ্বর্যে স্ময়ং রামোহভ্যষেচয়ৎ ॥১৩॥

#### ভারতকৌমুদী

নিষেব্যোতি । পম্পায়াঃ সরস্তাঃ । প্রতস্থতুঃ ঋণ্যমুকপর্বতে প্রস্থিতবস্তো ॥৮॥  
 ভাবিতি । বহবো মূলফলক্রমা যত্র তম্ । গির্ধ্যাগ্রে ঋণ্যমুকোপরি ॥৯॥  
 স্ত্রীবি ইতি । তয়োঃ পর্বতাধঃস্থিতয়ো রামলক্ষ্মণয়োঃস্থিতিকৈ ॥১০॥  
 তেনেতি । তেন হনুমতা সহ, সম্ভাগ্য সম্ভাষণেন স্ত্রীবিবস্বামবগম্য ॥১১॥  
 তদिति । বাসো বস্ত্রম্, দর্শয়ামাস্তে বানরাঃ, তস্য রামস্ত ॥১২॥

লক্ষ্মণ এইরূপ নানাবিধ বাক্য বলিলে, রাম প্রকৃতিস্থ হইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৭॥

মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাই পম্পাসরোবরের জলে স্নান ও পিতৃতর্পণ করিয়া ঋণ্যমুকপর্বতের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥৮॥

ক্রমে তাঁহারা বহুতর ফল, মূল ও বৃক্ষসমন্বিত ঋণ্যমুকপর্বতে উপস্থিত হইয়া তাহার উপরে পাঁচটা বানরকে দেখিতে পাইলেন ॥৯॥

তখন স্ত্রীবি হিমালয়ের জায় বিশালযুষ্টি ও বুদ্ধিমান বানরমন্ত্রী হনুমানকে রাম ও লক্ষ্মণের নিকট পাঠাইয়া দিলেন ॥১০॥

তখন তাঁহারা প্রথমে হনুমানের সহিত আলাপ করিয়া স্ত্রীবির নিকট গমন করিলেন ; পরে রাম স্ত্রীবির সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন ॥১১॥

রাম নিজের কার্য জানাইলে, হরণকালীন সীতা যে বস্ত্রখানি বানরদের উপরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই বস্ত্রখানি বানরেরা রাম ও লক্ষ্মণকে দেখাইল ॥১২॥

প্রতিজ্ঞে চ কাকুৎস্থঃ সমরে বালিনো বধম্ ।  
 সূগ্রীবশ্চাপি বৈদেহ্যঃ পুনরানয়নং নৃপ ! ॥১৪॥  
 ইত্যুক্ত্বা সময়ং কৃত্বা বিশ্বাস্ত চ পরস্পরম্ ।  
 অভ্যেত্য সর্বৈ কিঙ্কিঙ্ক্যাং তস্মৈ যুধাভিকাজ্জিহ্বণঃ ॥১৫॥  
 সূগ্রীবস্ত ননাদৌ চৈর্মহামেঘৌ ঘনিশ্বনঃ ।  
 নাস্ত তন্ময়ষে বালী তারা তং প্রত্যবেশয়ৎ ॥১৬॥  
 যথা নদতি সূগ্রীবো বলবানেষ বানরঃ ।  
 মন্যে চাশ্রয়বান্ প্রাপ্তো ন ত্বং নিজ্জাস্তমর্হসি ॥১৭॥  
 হেমমালী ততো বালী তারা তারাবিপাননাম্ ।  
 প্রোবাচ বচনং বাগ্মী তাং বানরপতিঃ পতিঃ ॥১৮॥

### ভারতকৌমুদী

• তদ্বিতি । প্রত্যয়করং বিশ্বাসজনকম্, তৎ বস্তম্ । বানরৈশ্চর্য্যে বানররাজত্বে ॥১৩॥

প্রতীতি । কাকুৎস্থো রামঃ । পুনরানয়নং প্রতিজ্ঞা ইতি সম্বন্ধঃ ॥১৪॥

ইতীতি । ইতি উক্তপ্রকারং বচসাপি উক্তা, সময়ং শপথম্, বিশ্বাস্ত সপ্ততালভেদাদিনা বিশ্বাসং জনয়িত্বা ॥১৫॥

সূগ্রীব ইতি । ময়ষে সেহে । তারা নাম বালিভোগ্যা বানরী ॥১৬॥

কিমুক্তা প্রত্যবেশয়িত্যাহ—যথেনি । প্রাপ্ত আগতঃ, নিজ্জাস্তং নিজ্জমিতুম্ ॥১৭॥

রাম সেই বিশ্বাসজনক বস্ত্রখানি পাইয়া বানরশ্রেষ্ঠ সূগ্রীবকে পৃথিবীর বানর-  
 রাজত্বে নিজেই অভিষিক্ত করিলেন ॥১৩॥

আর রাম যুদ্ধে বালীকে বধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং সূগ্রীবও  
 সীতাকে পুনরায় আনিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন ॥১৪॥

এইরূপ বলিয়া শপথ করিয়া এবং পরস্পর বিশ্বাস জন্মাইয়া সকলেই কিঙ্কিঙ্ক্যায়  
 আসিয়া যুদ্ধাভিলাষী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১৫॥

কিয়ৎপরে সূগ্রীব মহামেঘসমূহের স্থায় গম্ভীর স্বরে উচ্চ সিংহনাদ করিয়া  
 উঠিলেন ; বালী তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না ; কিন্তু তারা তাঁহাকে নিষেধ  
 করিলেন (বলিলেন—) ॥১৬॥

“এই বলবান্ বানর সূগ্রীব যেরূপ সিংহনাদ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়—  
 তিনি আশ্রয় লাভ করিয়াই আসিয়াছেন ; অতএব আপনি নির্গত হইতে পারেন  
 না” ॥১৭॥

তাহার পর স্বর্ণমালাধারী, বাগ্মী, তারার পতি ও বানররাজ বালী চন্দ্রবদনা  
 ভারীকে এই কথা বলিলেন— ॥১৮॥

• (১৬) সূগ্রীব প্রাপ্য কিঙ্কিঙ্ক্যাং ননাদৌ ঘনিশ্বনঃ—বা ব ক ণি ।

সূৰ্বভূতরতজ্ঞা স্বং পশু বুদ্ধ্যা সমদ্বিতা ।

কেন চাশ্রয়বান্ প্রাপ্তো মমৈষ ভ্রাতৃগন্ধিকঃ ॥১৯॥

চিন্তয়িত্বা মুহূৰ্ত্তস্ত তরা তরাধিপপ্রভা ।

পতিমিত্যব্রবীৎ প্রাজ্ঞা শৃণু সৰ্বং কপীশ্বর ! ॥২০॥

হতদারো মহাসত্ত্বো রামো দশরথাত্মজঃ ।

তুল্যারিমিত্রতাং প্রাপ্তঃ স্ত্রীবেণ ধনুৰ্দ্ধরঃ ॥২১॥

ভ্রাতা চাস্ত মহাবাহুঃ সৌমিত্রিরপরাজিতঃ ।

লক্ষ্মণো নাম মেধাবী স্থিতঃ কার্যার্থসিদ্ধয়ে ॥২২॥

মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চৈব হনুমাংশ্চান্ধিতাত্মজঃ ।

জাম্ববানৃক্ষরাজশ্চ স্ত্রীবেসচিবাঃ স্থিতাঃ ॥২৩॥

সৰ্ব্ব এতে মহাত্মানো বুদ্ধিমত্তো মহাবলাঃ ।

অৰুং তব বিনাশায় রামবীর্যবলাশ্রয়াৎ ॥২৪॥

### ভারতকৌমুদী

হেমেতি । তারাধিপশ্চ ইব আননং যস্তান্তাম্ । পতিস্তারায়্য এব ॥১৮॥

সর্কেতি । ভ্রাতৃগন্ধিকঃ ভ্রাতৃসম্বন্ধবান্ ॥১৯॥

চিন্তয়িত্বেতি । তারাধিপস্ত চন্দ্রেণ প্রভা যস্তাঃ সা শুভবর্ণার্থঃ ॥২০॥

জ্ঞতেতি । মহাসত্ত্বো মহাবলঃ । তুল্যে অরিমিত্রে যয়োন্তো তস্তাবং সখ্যমিত্যর্থঃ ॥২১॥

ভ্রাতৃেতি । মেধাবী বুদ্ধিমান্, কার্যার্থসিদ্ধয়ে স্ত্রীবেকর্তব্যবিষয়নিপ্তয়ে ॥২২॥

মৈন্দ ইতি । মৈন্দাদীনি বানরনামানি । ঋক্ষরাজো ভল্লু্করাজ ॥২৩॥

“তারা! তুমি সমস্ত শ্রাণীরই রবের অর্থ জান এবং স্বভাবতও বুদ্ধিমতী ; অতএব পর্যালোচনা করিয়া দেখ দেখি—আমার এই ভ্রাতা কাহাকে সহায় করিয়া আসিয়াছে” ॥১৯॥

তখন চন্দ্রের স্থায় শুভকাস্তি ও বুদ্ধিমতী তারা একটুকাল চিন্তা করিয়া বালীকে বলিলেন—“বানররাজ ! সমস্তই শ্রবণ করুন—” ॥২০॥

মহাবল ও মহাধনুৰ্দ্ধর দশরথপুত্র রামের পত্নী সীতাকে রাবণ অপহরণ করিয়াছেন ; সেই জন্যই রাম আসিয়া স্ত্রীবেলের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছেন ॥২১॥

আর রামের ভ্রাতা, সৌমিত্রার পুত্র, মহাবাহু, অপরাজিত এবং বুদ্ধিমান্ লক্ষ্মণও স্ত্রীবেলের কার্য্যসিদ্ধির জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন ॥২২॥

তার পর, মৈন্দ, দ্বিবিদ, পবননন্দন হনুমান্ এবং ভল্লুকরাজ জাম্ববান্—এই চারি জন স্ত্রীবেলের মন্ত্রীও তাঁহার কার্য্য সাধনের জন্য রহিয়াছেন ॥২৩॥

তস্তাস্তদাক্ষিপ্য বচো হিতমুক্তং কপীধরঃ ।

পর্য্যশক্যত তামীষুঃ স্ত্রীণ্যবগতমানসাম্ ॥২৫॥

তারং পরমমুক্তং । তু নিজ্গাম গুহামুখাং ।

স্থিতং মাল্যবতোহভ্যাসে স্ত্রীণ্যং সোহভ্যভাবত ॥২৬॥

অসকৃত্বং ময়া পূর্ব্বং নির্জিতো জীবিতপ্রিয়ঃ ।

মুক্তো জ্ঞাতিরিতি জ্ঞাত্বা কা ত্বরা মরণে পুনঃ ॥২৭॥

ইত্যুক্তঃ প্রাহ স্ত্রীবো ভ্রাতরং হেতুম্বচঃ ।

প্রাপ্তকালমমিত্রয়ো রামং সম্বোধয়ন্নিব ॥২৮॥

হতরাজ্যস্ত মে রাজন্ ! হতভার্য্যস্ত চ ত্বয়া ।

কিং নু জীবিতসামর্থ্যমিতি বিদ্ধি সমাগতম্ ॥২৯॥

### ভারতকৌমুদী

লক্ষ ইতি । অলং সমর্থ্যঃ । বীৰ্য্যং মানসিক শক্তিঃ, বলক দৈহিক শক্তিঃ ॥২৪॥

তস্তা ইতি । আক্ষিপ্য আকৃত্য নিবোধ্যেত্যর্থঃ । ঈষুঃ স্ত্রীণ্যং প্রতি ঈষ্যামিতঃ ॥২৫॥

তারামিতি । পরমং নিষ্ঠুরম্ । মাল্যবতঃ পৰ্ব্বতস্ত, অভ্যাসে সমীপে ॥২৬॥

অসকৃদ্বিতি । জীবিতপ্রিয় ইত্যনেন পলায়নং সূচিতম্ ॥২৭॥

ইতীতি । সম্বোধয়ন্নিব হতদারত্বাদিপ্রামাণ্যং জ্ঞাপয়ন্নিব ॥২৮॥

### ভারতভাবদীপঃ

ঋতুম্বকং পৰ্ব্বতম্ ॥২—১৫॥ ওষো জলবৃন্দস্তম্ভিতঃ বনো যন্ত সঃ, “ওষো বেগে জলস্ত চ । বৃন্দে পরম্পরান্নাং চ” ইতি মেদিনী ॥১৬॥ আশ্রয়বান্ পরবলাশ্রিতঃ ॥১৭—২৪॥ ঈষু বীৰ্য্যালুঃ ॥২৫—২৮॥

ইহারা সকলেই মহাত্মা, বুদ্ধিমান ও মহাবল ; সুতরাং ইহারা রামের বল-বীৰ্য্য অবলম্বন করিয়া আপনাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন” ॥২৪॥

তারার এই হিতবাক্যে বাধা দিয়া ঈর্ষ্যাম্বিত বালী তারাকে স্ত্রীবাছুরজ্ঞা বলিয়া আশঙ্কা করিলেন ॥২৫॥

পরে বালী তারাকে অনেক নিষ্ঠুর কথা বলিয়া গুহাদ্বার হইতে নির্গত হইলেন এবং মাল্যবানপৰ্ব্বতের নিকটে স্থিত স্ত্রীবকে যাইয়া বলিলেন— ॥২৬॥

“স্ত্রীব ! আমি পূর্ব্ব তোকে বহুবার জয় করিয়াছি ; আবার তুই জীবনপ্রিয় ও জ্ঞাতি ইহা জানিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি ; কিন্তু এখন আবার মরণের জন্ত তোর এত ত্বরা কেন ?” ॥২৭॥

বালী এইরূপ বলিলে, শত্রুহস্তা স্ত্রীব রামকে শুনাইতে থাকিয়াই যেন সময়োপযোগী ও যুক্তিযুক্ত এই কথা বালীকে বলিলেন— ॥২৮॥

এবমুক্ত্বা বহুবিধং ততস্তৌ সন্নিপেততুঃ ।  
 সমরে বালিস্ত্রগ্রীবৌ শালতালশিলায়ুধৌ ॥৩০॥  
 উভৌ জয়তুরগোন্মুভৌ ভূমৌ নিপেততুঃ ।  
 উভৌ ববল্লতুশ্চিত্রং মুষ্টিভিশ্চ নিজয়তুঃ ॥৩১॥  
 উভৌ রুধিরসংসিক্তৌ নথদন্তপরিষ্কর্তৌ ।  
 শুশুভাতে তদা বীরৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥৩২॥  
 ন বিশেষস্তয়োৰ্যুদ্বৈ যদা কশ্চন দৃশ্যতে ।  
 স্ত্রগ্রীবস্ত তদা মালাং হনুমান্ কণ্ঠ আসজৎ ॥৩৩॥  
 স মালয়া তদা বীরঃ শুশুভে কণ্ঠসক্তয়া ।  
 ক্রীমানিব মহাশৈলো মলয়ো মেঘমালয়া ॥৩৪॥

### ভারতকৌমুদী

ক্রতেতি । জীবিতসামর্থ্যং জীবনসাক্ষ্যম্, ইতি হেতোৰ্মাং সমাগতং বিদ্ধি ॥২০॥  
 এবমিতি । সন্নিপেততুঃ সন্নিহিতৌ বভূবতুঃ ॥৩০॥  
 উভাবিতি । চিত্রমাশ্চর্য্যম্, ববল্লতুঃ উৎপতনমবপতনঞ্চ চক্রতুঃ ॥৩১॥  
 উভাবিতি । পুষ্পিতৌ সজ্জাতপুষ্পৌ, কিংশুকৌ বৃক্ষাবিব ॥৩২॥  
 নেতি । বিশেষ আকৃতিবৈষম্যম্ । অতএব বালিনিশ্চয়াভাবাৎ প্রহায়াসম্ভবঃ ॥৩৩॥  
 স ইতি । স স্ত্রগ্রীবঃ । মেঘমালয়া সঙ্ঘাকালীনয়া নানাবর্ণয়েতি ভাবঃ ॥৩৪॥

“রাজা ! আপনি আমার রাজ্য নিয়াছেন, ভাৰ্য্যাটিকেও হরণ করিয়াছেন ; সুতরাং আমার জীবনে আর ফল কি ; ইহা ভাবিয়াই আমি আসিয়াছি— জানিবেন” ॥২৯॥

এইরূপ নানাবিধ কথা বলিয়া শাল, তাল ও শিলারূপ অস্ত্রধারী সেই বালী ও স্ত্রগ্রীব যুদ্ধে মিলিত হইলেন ॥৩০॥

দুই জনই পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন, দুই জনই ভূতলে পতিত হইতে থাকিলেন এবং দুই জনই আশ্চর্য্য উল্লঙ্ঘন-প্রলঙ্ঘন করিতে লাগিলেন ও মুষ্টিদ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

এবং দুই জনই নখে ও দস্তে পরিষ্কৃত ও রুধিরসিক্ত হইয়া পুষ্পিত কিংশুক-বৃক্ষদ্বয়ের শ্রায় তখন শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩২॥

যুদ্ধে যখন বালী ও স্ত্রগ্রীবের কোন আকৃতিবৈষম্য দেখা যাইতে লাগিল না, তখন হনুমান্ স্ত্রগ্রীবের কণ্ঠে এক ছড়া ফুলের মালা ঝুলাইয়া দিলেন ॥৩৩॥

তখন মেঘমালাদ্বারা সুশোভিত মহাপর্বত মলয়ের শ্রায় স্ত্রগ্রীব কণ্ঠলগ্ন মালাদ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩৪॥

কৃতচিহ্নস্ত স্ত্রীবাং রামো দৃষ্টুঃ। মহাধনুঃ ।  
 বিচকৰ্ষ ধনুঃশ্রেষ্ঠং বালিমুদ্রিণ্য লক্ষ্যবিৎ ॥৩৫॥  
 বিস্ফারন্তস্ত ধনুয়ো যন্তশ্চেব তদা বভৌ ।  
 বিতত্রাস তদা বালী শরৈর্গাভিহতো হৃদি ॥৩৬॥  
 স ভিন্নহৃদয়ো বালী বস্ত্রাচ্ছেদিতমুদ্রমন্ ।  
 দদর্শাবস্থিতং রামমারাং সৌমিত্রিণা সহ ॥৩৭॥  
 গর্হয়িত্বা স কাকুৎস্থং পপাত ভুবি মূচ্ছিতঃ ।  
 তারা দদর্শ তং ভূমৌ তারাপতিমিব চ্যুতম্ ॥৩৮॥  
 হতে বালিনি স্ত্রীবাং কিঙ্কিঙ্ক্যাং প্রত্যপগত ।  
 তাক্ষ তারাপতিমুখীং তারাং নিপতিতেধ্বরাম্ ॥৩৯॥

### ভারতকৌমুদী

কৃতেন্ । মহাধনুর্ধনু সঃ । বালিমিতি দর্শনাদ্বালিশব্দ ইদম্ভূত মন্তব্যঃ ॥৩৫॥

বীতি । বিস্ফারঃ শরক্ষেপকালীনঃ শব্দঃ । যন্তস্ত বৃহৎগোলকক্ষেপকবৃহৎশালীকশ্চ । বভৌ সর্বত্র  
 প্রচকাশে । বিতত্রাস বিশেষণ ভীতো ভবুঃ ॥৩৬॥

স ইতি । ভিন্নহৃদয়ো বিদৌর্গবক্ষাঃ । আরাদদ্রে, “আরাদদ্রসমীপয়োঃ” ইত্যমরঃ ॥৩৭ঃ

গর্হয়িত্বেন্ । গর্হয়িত্ব গোপনেন বধাধিনিন্দ্য । তারাপতিং চন্দ্রম্, চ্যুতং গগনাং ॥৩৮॥

হত ইতি । প্রত্যপগত প্রাপ্তোং । নিপতিতেধ্বরাং হতভর্তৃকাং তারাক্ষ প্রত্যপগত ॥৩৯॥

তখন মহাধনুর্ধর ও লক্ষ্যবিৎ রামচন্দ্র স্ত্রীবকে কৃতচিহ্ন দেখিয়া বালীকে লক্ষ্য  
 করিয়া নিজের মহাধনু আকর্ষণ করিলেন ॥৩৫॥

তখন কামানের শব্দের শ্রায় সেই ধনুর শব্দ হইল এবং বালী বাণদ্বারা বক্ষে  
 আহত হইয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন ॥৩৬॥

পরে বিদৌর্গহৃদয় বালী মুখ হইতে রক্ত বমন করিতে থাকিয়া লক্ষ্মণের সহিত  
 দূরে অবস্থিত রামকে দেখিতে পাইলেন ॥৩৭॥

তদনন্তর বালী রামকে নিন্দা করিয়া মূচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ।  
 তখন তারা আসিয়া আকাশচ্যুত চন্দ্রের শ্রায় ভূপতিত বালীকে দর্শন করিলেন ॥৩৮॥

বালী নিহত হইলে, স্ত্রীবাং কিঙ্কিঙ্ক্যারাজধানী এবং হতভর্তৃকা ও চন্দ্রমুখী সেই  
 তারাকে লাভ করিলেন ॥৩৯॥

(৩৭)....রামং ততঃ সৌমিত্রিণা সহ—বা ব কা নি । (৩৮)....তারাপতিসমোজসম্—বা ব  
 কা নি । . .

রামস্ত চতুরো মাসান্ পৃষ্ঠে মাল্যবতঃ শুভে ।  
 নিবাসমকরোদ্ধীমান্ স্নগ্ৰীবোণাভ্যুপস্থিতঃ ॥৪০॥  
 রাবণোহপি পুরীং গতা লক্ষাং কাম্বলাহতঃ ।  
 সীতাং নিবেশয়ামাস ভবনে নন্দনোপমে ॥৪১॥  
 অশোকবনিকাভ্যাসে তাপসাত্মমসম্মিতে ।  
 ভৰ্ভৃশ্মরগতশ্বসী তাপসীবেশধারিণী ॥৪২॥  
 উপবাসতপঃশীলা তত্র সা পৃথুলেক্ষণা ।  
 উবাস দুঃখবসতিং ফলমূলকৃতাশনা ॥৪৩॥ (যুগ্মকম্)  
 দিদেশ রাক্ষসীস্তত্র রক্ষণে রাক্ষসাদ্বিপঃ ।  
 প্রাসাসিশূলপরশু-মুদগালাতধারিণীঃ ॥৪৪॥  
 দ্ব্যক্ষীং ত্র্যক্ষীং ললাটাক্ষীং দৌৰ্ঘজিহ্বামজিহ্বিকাম্ ।  
 ত্রিস্তনৌমেকপাদাঞ্চ ত্রিজটামেকলোচনাম্ ॥৪৫॥ (যুগ্মকম্)

### ভারতকৌমুদী

১. রাম ইতি । মাল্যবতঃ পৰ্ব্বতস্ত । অভ্যুপস্থিতঃ সৰ্ব্বথা সেবিতঃ ॥৪০॥  
 ২. রাবণ ইতি । নন্দনং নন্দনবনগতং ভবনং তদুপমে ॥৪১॥  
 ৩. অশোকেতি । অশোকবনিকায়াঃ ক্ষুদ্রাশোকবনস্ত অভ্যাসে সমীপে । ভৰ্ভুঃ শ্মরণেন তদ্বক্ষী  
 ক্ষীণগাত্রী । দুঃখবসতিং কুর্ক্সাণেতি শেষঃ ॥৪২—৪৩॥  
 ৪. দিদেশেতি । অলাতং জলংকাষ্ঠম্ । রাক্ষসীনামাকৃতীরাহ—দ্ব্যক্ষীমিত্যাदि ॥৪৪—৪৫॥

রাম, মঙ্গলময় মাল্যবান্ পৰ্ব্বতের উপরে চারি মাস বাস করিলেন ; তৎকালে  
 বুদ্ধিমান্ স্নগ্ৰীব সৰ্ব্বপ্রকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতেন ॥৪০॥

ওদিকে কামাৰ্ঘ্য রাবণও লক্ষাপুরীতে যাইয়া নন্দনভবনতুল্য কোন ভবনে সীতা-  
 দেবীকে রাখিলেন ॥৪১॥

ভৰ্ত্তার শ্মরণে ক্ষীণদেহা, তাপসীবেশা, উপবাসনিরতা, কদাচিৎ ফলমূলমাত্র-  
 ভোজিনী ও বিশালনয়না সীতা, তপস্বীর আশ্রমের তুল্য সেই ক্ষুদ্র অশোকবনের  
 নিকটে অতিদুঃখে বাস করিতে লাগিলেন ॥৪২—৪৩॥

রাবণ, সীতাকে রক্ষা করিবার জন্ত প্রাস, অসি, শূল, পরশু, মুদগর ও জলংকাষ্ঠ-  
 ধারিণী কতকগুলি রাক্ষসীকে আদেশ করিলেন ; আর একনয়না, ত্রিনয়না, জিনয়না,  
 ললাটনয়না, দৌৰ্ঘজিহ্বা, জিহ্বাশূতা; ত্রিস্তনী, একচরণা ও ত্রিজটা—এইরূপ রাক্ষসী-  
 গণকেও আজ্ঞা করিলেন ॥৪৪—৪৫॥

এতাশ্চাত্মাশ্চ দীপ্তাক্যঃ করভোৎকটমূর্দ্ধজাঃ ।  
 পরিবার্যাসতে সীতাং দিবারীত্রমতল্লিতাঃ ॥৪৬॥  
 তাস্তু তামায়তাপাঙ্গীং পিশাচ্যো দারুণস্বরঃ ।  
 তর্জয়ন্তি সদা রোদ্রাঃ পরুষব্যঞ্জনাক্ষরাঃ ॥৪৭॥  
 খাদাম পাটয়ামৈনাং তিলশঃ প্রবিভজ্যতাম্ ।  
 যেষাং ভর্তারমস্মাকমবমন্তেহ জীবতি ॥৪৮॥  
 ইত্যেবং ভৎসমানা সা ত্রাস্ত্রমানা পুনঃ পুনঃ ।  
 ভর্ভৃশোকসমাবিষ্টা নিশ্বশ্বেদমুবাচ তাঃ ॥৪৯॥  
 আর্য্যাঃ ! খাদত মাং শীঘ্রং ন মে জীবিতমোপ্সিতম্ ।  
 বিনা তং পুণ্ডরীকাক্ষং নীলকান্তমূর্দ্ধজম্ ॥৫০॥

### ভারতকৌমুদী

এত ইতি । করভোৎকটমূর্দ্ধজা উষ্ট্রকেশতুল্যবিকটকেশকলাপাঃ ॥৪৬॥  
 তা ইতি । পিশাচ্যঃ পিশাচীবদঘৃণিতাঃ । পরুষব্যঞ্জনাক্ষরা নিষ্ঠুরভাষিণ্যঃ ॥৪৭॥  
 খাদামেতি । প্রবিভজ্যতাং খণ্ডখণ্ডীকৃত্যতাম্ । ভর্তারং রাবণম্ ॥৪৮॥  
 ইতীতি । সা সীতা, ত্রাস্ত্রমানা ভয়প্রদর্শনেনাকুলীকৃত্যমাণা ॥৪৯॥  
 আর্য্যা ইতি । জীবিতং জীবনম্, ন ঈপ্সিতং ন রক্ষিতমিষ্টম্, তং রামম্ ॥৫০॥

এইরূপ রাক্ষসীরা এবং উজ্জল নয়ন ও উষ্ট্রতুল্যবিকটকেশধারিণী অগ্ৰাণ্ণ রাক্ষসীরাও সতর্ক থাকিয়া দিবারাত্র সীতাদেবীকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥৪৬॥

পিশাচীর গায় ঘৃণিতস্বভাবা, দারুণকণ্ঠস্বর, দারুণাকৃতি ও নিষ্ঠুরভাষিণী । সেই রাক্ষসীরা সর্বদাই দীর্ঘনয়না সীতাকে ভৎসনা করিত ॥৪৭॥

“আমরা এটাকে খাইয়া ফেলিব বা কাঁড়িয়া ফেলিব ; কিংবা তোমরা এটাকে তিল তিল করিয়া খণ্ড খণ্ড কর ; যে এইটা আমাদের রাজাকে অবজ্ঞা করিয়া এখনও জীবিত রহিয়াছে” ॥৪৮॥

এইভাবে সেই রাক্ষসীরা বার বার সীতাকে ভৎসনা করিত এবং ভয় দেখাইত ; তখন পতিশোকাকুলা সীতা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে এইরূপ বলিতেন— ॥৪৯॥

“মাননীয়াগণ ! আপনারা সত্ত্বর আমাকে ভক্ষণ করুন । কারণ, সেই পদ্মনয়ন ও কৃষ্ণকুণ্ডলকেশ রামচন্দ্র ব্যতীত আমি আমার জীবন রাখিতে ইচ্ছা করি না ॥৫০॥”

(৪৯) ইত্যেবং পরিভৎসন্তীত্রাস্ত্রমানা পুনঃ পুনঃ—বা ব কা, ...ত্রাস্ত্রমানা পুনঃ পুনঃ—নি ।



অপ্যেবাহং নিরাহারী জীবিতপ্রিয়বজ্জিতা ।  
 শোষয়িষ্যামি গাত্রাণি ব্যালী তালগতা যথা ॥৫১॥  
 ন ত্বন্যমভিগচ্ছেয়ং পুমাংসং রাঘবাদৃতে ।  
 ইতি জানীত সত্যং মে ক্রিয়তাং যদনন্তরম্ ॥৫২॥  
 তস্তাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসস্তাঃ খরশ্বনাঃ ।  
 আধ্যাতুং রাক্ষসেন্দ্রায় জগ্মুস্তৎ সর্বমাদৃতাঃ ॥৫৩॥  
 গতাস্ত তাস্ত সর্বাস্ত ত্রিজটা নাম রাক্ষসী ।  
 সাস্তুয়ামাস বৈদেহীঃ ধর্মজ্ঞা প্রিয়বাদিনী ॥৫৪॥  
 সীতে ! বক্ষ্যামি তে কিঞ্চিদ্বিশ্বাসং কুরু মে সখি ! ।  
 ভয়ং ত্বং ত্যজ বামোরু ! শৃণু চেদং বচো মম ॥৫৫॥  
 অবিক্ষেপ্য নাম মেধাবী বুদ্ধো রাক্ষসপুঙ্গবঃ ।  
 স রামস্ত হিতাপ্নেযৌ ত্বদর্থে হি স মাহবদৎ ॥৫৬॥

### ভারতকৌমুদী

তাভিরভক্ষণে কর্তব্যমাহ—অপীতি । জীবিতপ্রিয়ং রামেণ বজ্জিতা । ব্যালী সর্পী ॥৫১॥  
 নেতি । অনন্তরং যৎ কর্তব্যং তৎ ক্রিয়তামিত্যর্থঃ ॥৫২॥  
 তস্তা ইতি । খরশ্বনাস্তৌত্রকণ্ঠস্বরাঃ । আদৃতাঃ সমুদ্রাঃ ॥৫৩॥  
 গতাস্বিতি । নামেত্যেনেন পূর্বোক্তেব ন বিকটরূপেতি স্মৃতিতম্ ॥৫৪॥  
 সীত ইতি । বামৌ হৃদরৌ উরু যস্তাস্তৎসম্বোধনম্ ॥৫৫॥

(আপনারা যদি ভক্ষণ না করেন, তবে) পতিবিরহিণী আমি তালবৃক্ষস্থিত  
 সর্পীর গায় অনাহারে থাকিয়া অঙ্গ সকল শুষ্ক করিব ॥৫১॥

কিন্তু রামচন্দ্র ব্যতীত অন্য পুরুষের সংসর্গ করিব না—এই আমার সত্য প্রতিজ্ঞা  
 শ্রবণ করুন এবং ইহার পরে আপনাদের যাহা কর্তব্য হয়, তাহা করুন ॥৫২॥

সীতার সেই কথা শুনিয়া সেই রাক্ষসরা রাক্ষসীরা সেই সমস্ত রাবণের নিকট  
 বলিবার জন্য যত্নসহকারে গমন করিল ॥৫৩॥

তাহারা সকলে চলিয়া গেলে, ধর্মজ্ঞা ও প্রিয়বাদিনী ‘ত্রিজটা’নাম্নী এক  
 রাক্ষসী সীতাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিল—॥৫৪॥

“সখি ! সীতে ! আমি তোমার নিকট কিছু বলিব, তুমি আমাকে বিশ্বাস  
 কর, ভয় ত্যাগ কর এবং আমার এই বাক্য শ্রবণ কর ॥৫৫॥

বুদ্ধিমান্ ও বুদ্ধ ‘অবিদ্য’-নামে এক রাক্ষসশ্রেষ্ঠ আছেন, তিনি রামের  
 হিতৈষী । যে হেতু, তিনি তোমার জন্য আমাকে বলিয়াছেন ॥৫৬॥

সীতা মন্বচনাভাচ্যা সমাসাং প্রসাদ চ ।

ভর্তা তে কুশলী রামো লক্ষ্মণানুগতো বলী ॥৫৭।

সখ্যং বানররাজেন শক্রপ্রতিমতেজসা ।

কৃতবান্ রাঘবঃ শ্রীমাংস্তুদার্থে চ সমুগতঃ ॥৫৮॥

মা চ তেহস্ত ভয়ং ভীরু ! রাবণাল্লোকগর্হিতাৎ ।

নলকুবরশাপেন রক্ষিতা হসি নন্দিনি ! ॥৫৯॥

শপ্তো হেঘ পুরা পাপো বধুং রক্তাং পরামুশন্ ।

ন শক্নোত্যবশাং নারীমুপৈতুমজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৬০॥

ক্ষিপ্ৰমেয্যতি তে ভর্তা স্ত্রীবেণাভিরক্ষিতঃ ।

সৌমিত্রিসহিতো ধীমাংস্ত্বাঞ্চেতো মোক্ষয়িষ্যতি ॥৬১॥

### ভারতকৌমুদী

অবিদ্যা ইতি । মেধাবী বুদ্ধিমান্ । মা মাম, অবদৎ ॥৫৬॥

সীতেতি । সমাসাং স্বয়মেব প্রাপ্য, ন তু ব্যক্ত্যন্তরং প্রেস্ত, প্রকাশসম্ভবাৎ ॥৫৭॥

সখ্যমিতি । বানররাজেন স্ত্রীবেণ । স্বদার্থে অহুকারার্থে ॥৫৮॥

মেতি । নলকুবরঃ তদাখ্যঃ কুবেরপুত্রস্তস্য শাপেন ॥৫৯॥

অথ কথং তস্য শাপ ইত্যাহ—শপ্ত ইতি । বধুং ভোগ্যাং ভার্য্যাম্ । অবশামনধীনাম্ ॥৬০॥

বিশেষেণাশ্বাসয়তি—ক্ষিপ্ৰমিতি । ইতো রাবণভবনাৎ ॥৬১॥

“ত্রিঙ্কটা ! তুমি আমার বাক্য অনুসারে নিজেই যাইয়া এবং প্রসন্ন করিয়া সীতাকে বলিবে যে, তোমার ভর্তা বলবান্ রাম, লক্ষ্মণের সহিত কুশলে আছেন ॥৫৭॥

আর শ্রীমান্ রাম, ইন্দ্রের তুল্য তেজস্বী বানররাজ স্ত্রীবেণের সহিত সখিৎ করিয়াছেন এবং তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন ॥৫৮॥

ভীরু ! ভুবননিন্দিত রাবণ হইতে তোমার যেন ভয় হয় না । কারণ, নন্দিনি ! তুমি নলকুবরের শাপেই রক্ষিত রহিয়াছ ॥৫৯॥

পূর্বে এই পাপাত্মা, নলকুবরের ভোগ্যা রম্ভাকে স্পর্শ করায় নলকুবর উহাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন ; তাহাতেই ঐ অজিতেন্দ্রিয় রাবণ কোন অবশা নারীর সহিত বলপূর্বক সংসর্গ করিতে সমর্থ হয় না ॥৬০॥

তোমার বুদ্ধিমান্ ভর্তা স্ত্রীবকর্ষক রক্ষিত ও লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া সশরই আসিবেন এবং এস্থান হইতে তোমাকে মুক্ত করিবেন ॥৬১॥

স্বপ্না হি স্তমহাবোঁরা দৃষ্টা মেহনিষ্টদর্শনাঃ ।  
 বিনাশায়ান্ত দুৰ্বুদ্ধেঃ পৌলস্ত্যকুলঘাতিনঃ ॥৬২॥  
 দারুণো হেঘ দুষ্টিয়া ক্ষুদ্রকর্মা নিশাচরঃ ।  
 স্বভাবাচ্ছীলদোষেণ সর্কেষাং ভয়বর্দ্ধনঃ ॥৬৩॥  
 স্পর্ধতে সর্বদেবৈর্যঃ কালোপহতচেতনঃ ।  
 ময়া বিনাশলিঙ্গানি স্বপ্নে দৃষ্টানি তন্ত বৈ ॥৬৪॥  
 তৈলাবসিন্তো বিকচো মজ্জন্ পক্ষে দশাননঃ ।  
 অসক্লং খরযুক্তে তু রথে নৃত্যমিব স্থিতঃ ॥৬৫॥  
 কুন্তকর্ণাদয়শ্চেমে নগাঃ পতিতমূর্দ্ধজাঃ ।  
 গচ্ছন্তি দক্ষিণামাশাং রক্তমালায়ানুলেপনাঃ ॥৬৬॥  
 শ্বেতাতপত্রঃ সোমঐষঃ শুক্লমালায়ানুলেপনঃ ।  
 শ্বেতপর্বতমারুত এক এব বিভীষণঃ ॥৬৭॥

### ভারতকৌমুদী

স্বপ্না ইতি । মে ময়া, অনিষ্টদর্শনা বিপৎসূচকাঃ ॥৬২॥  
 দারুণ ইতি । এষ রাবণঃ । স্বভাবাদেব ক্ষুদ্রকর্মেতি সঘঙ্কঃ ॥৬৩॥  
 স্পর্ধত ইতি । কালেন উপহতচেতনো নাশিতবুদ্ধিঃ । বিনাশন্ত লিঙ্গানি চিহ্নানি ॥৬৪॥  
 তৈলেতি । বিকচঃ কেশহীনঃ । খরযুক্তে গর্দভযুক্তে । আসক্লম্, ত্যগ্নিতি সঘঙ্কঃ ॥৬৫॥  
 কুন্তেতি । পতিতমূর্দ্ধজাঃ স্থলিতকেশাঃ । আশাং দিশম্ ॥৬৬॥  
 শ্বেতেতি । শ্বেতাতপত্র উপরিধৃতশ্বেতচ্ছত্রঃ । শুভলক্ষণাশ্বেতানীতি ভাবঃ ॥৬৭॥

কারণ, এই দুৰ্বুদ্ধি পৌলস্ত্যকুলনাশক রাবণের বিনাশের জন্যই আমি অতি-  
 দারুণ ও বিপৎসূচক অনেক স্বপ্ন দেখিয়াছি ॥৬২॥

দুষ্টিয়া ও স্বভাবতঃ নিকৃষ্টকর্মা এই ভয়ঙ্কর রাক্ষসটা (রাবণটা) স্বভাবের  
 দোষেই সকলের ভয়বর্দ্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে ॥৬৩॥

কালে বুদ্ধি নষ্ট হওয়ায় যে রাবণ সকল দেবতার সহিত স্পর্ধা করিতেছে,  
 আমি তাহার বিনাশের চিহ্ন সকল স্বপ্নে দেখিয়াছি ॥৬৪॥

রাবণ তৈলাক্তদেহে ও মুণ্ডিতমস্তকে কর্দ্দমের ভিতরেই যেন মগ্ন হইতেছে এবং  
 বার বার নৃত্য করতঃ গর্দভযুক্ত রথেই যেন রহিয়াছে ॥৬৫॥

আর এই কুন্তকর্ণপ্রভৃতি রাক্ষসেরাও যেন নগ্ন হইয়া, রক্তমালা ও রক্তানুলেপন  
 ধারণ করিয়া মুণ্ডিতমস্তকে দক্ষিণদিকে গমন করিতেছে ॥৬৬॥

সচিবাশ্চাস্ত চত্বারঃ শুক্লমাল্যানুলেপনাঃ ।

শ্বেতপর্বতমারুতা মোক্ষ্যন্তেহস্মান্নহাভয়াৎ ॥৬৮॥

রামশ্চাস্ত্রেণ পৃথিবী পরিক্ষিপ্তা সসাগরাঃ ।

যশসা পৃথিবীং কৃৎস্নাং পূরয়িষ্যতি তে পতিঃ ॥৬৯॥

হস্তিসকৃথিসমারুতো ভুঞ্জানো মধুপায়সম্ ।

লক্ষ্মণশ্চ ময়া দৃষ্টো দিধক্ষুঃ সর্বতো দিশম্ ॥৭০॥

রুদতী রুধিরার্দ্রাসৌ ব্যাশ্রেণ পরিরক্ষিতা ।

অসকৃৎ ময়া দৃষ্টা গচ্ছন্তী দিশমুত্তরাম্ ॥৭১॥

### ভারতকৌমুদী

সচিবা ইতি । অস্ত্র বিভীষণস্ত । স্বপ্নে শ্বেতদর্শনমেব শুভমুচকমিত্যাশয়ঃ ॥৬৮॥

রামশ্চেতি । পরিক্ষিপ্তা পরিবেষ্টিতা স্বপ্নে দৃষ্টা । অতএবাহ—যশসেতি ॥৬৯॥

হস্তীতি । মধুনা যুক্তং পায়সং মধুপায়সং মধ্যপদলোপী সমাসঃ ॥৭০॥

রুদতীতি । দৃষ্টা স্বপ্ন ইত্যেব প্রকরণাৎ ॥৭১॥

### ভারতভাবদীপঃ

জীবিতসামর্থ্যং জীবনস্ত ভ্রাঘাতম্ ॥২৮—৪৫॥ করভোংকটমুঙ্কজা উষ্ট্রদৃশকেশাঃ ॥৪৬॥

পরুষব্যাঞ্জনস্বরাশ্রুকাঃ শব্দা যাসাং তাঃ ॥৪৭—৫২॥ বধুং স্রুযাম্ ॥৬০—৬৮॥ পরিক্ষিপ্তা

ব্যাপ্তা ॥৬৯—৭৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুর্বিংশদধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৩৪॥

কিন্তু একমাত্র বিভীষণই যেন শ্বেতচ্ছত্র, উষীষ, শুক্লমাল্য ও শুক্লানুলেপন ধারণ করিয়া শ্বেতপর্বতে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন ॥৬৭॥

আর বিভীষণের চারি জন মন্ত্রীও যেন শ্বেতমাল্য ও শ্বেতানুলেপন ধারণ করিয়া শ্বেতপর্বতে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহারাও এই মহাভয় হইতে মুক্ত হইবেন ॥৬৮॥

এবং রামের অস্ত্রেই যেন সসাগরা পৃথিবী পরিবেষ্টিত রহিয়াছে ; সুতরাং তোমার পতি যশদ্বারা সমগ্র পৃথিবী পূর্ণ করিবেন ॥৬৯॥

আর আমি স্বপ্নে দেখিলাম—লক্ষ্মণ যেন হস্তীর উরুদেশে আরোহণ করিয়া মধু ও পায়স ভোজন করিতে থাকিয়া সকল দিক্ই দক্ষ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন ॥৭০॥

আর তুমি ব্যাজকর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া রক্তাস্ত্রদেহে রোদন করিতে করিতে যেন উত্তরদিকে যাইতেছ, ইহা আমি অনেকবার স্বপ্নে দেখিয়াছি ॥৭১॥

হর্ষমেষ্যসি বৈদেহি! ক্ষিপ্রং ভদ্রা সমগ্নিতা।

রাঘবেণ সহ ভাত্রো সীতে! ত্বমচিরাদিব ॥৭২॥

ইত্যেবং যুগশাবাক্ষী তচ্শ্রুত্বা ত্রিজটাবচঃ।

বভূবাবাষতী বালা পুনর্ভর্তৃসমাগমে ॥৭৩॥

তাবদভ্যাগতা রৌদ্রাঃ পিশাচ্যস্তাঃ স্তদারুণাঃ।

দদৃশুস্তাং ত্রিজটয়া সহাসীনাং যথা পুরা ॥৭৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানে সীতাসম্বন্ধে চতুস্ত্রিংশ-

দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

### ভারতকৌমুদী

হর্ষমিতি। হর্ষমানন্দম্, এষ্যসি প্রাপ্যসি। ইবশব্দো বাক্যালঙ্কারে ॥৭২॥

ইতীতি। যুগশাবস্ত হরিণশিশোরিব অক্ষিণী যন্তাঃ সা ॥৭৩॥

তাবদিতি। রৌদ্রা রৌদ্রমূর্তয়ঃ, স্তদারুণা অতিভয়ঙ্করস্বভাবাশ্চ ॥৭৪॥

ইতি মহামহোপাখ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিৰচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ বনপৰ্বণি দ্রৌপদীহরণে

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

অতএব বিদেহনন্দিনি। সীতে! তুমি সত্তরই ভর্তা ও দেবরের সহিত মিলিত  
হইয়া আনন্দ লাভ করিবে” ॥৭২॥

এইরূপ সেই ত্রিজটার বাক্য শুনিয়া হরিণশিশুনয়না সীতা পুনরায় ভর্তার সহিত  
মেলনের বিষয়ে আশাবিত্ত হইলেন ॥৭৩॥

ইতোমধ্যেই সেই পিশাচীদের আয় ঘৃণিতা, ভয়ঙ্করমূর্তি ও অতিভয়ঙ্করস্বভাবা  
রাক্ষসীরা আসিয়া সীতাকে পূর্বের মতই ত্রিজটার সহিত উপবিষ্ট দর্শন করিল ॥৭৪॥

—:~:—

(৭৪) যাবদভ্যাগতাঃ—বা ব কা পি। \* ‘...সপ্তষষ্ট্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...একোনাশী-  
ত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...অশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...একোনাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’  
—নি।

## পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়

—:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ততস্তাং ভৰ্তৃশোকাক্তাং দীনাং মলিনবাসসম্ ।  
 মণিশেষাভ্যলঙ্কারাং রুদ্ধতীক্ষ্ণ পতিব্রতাম্ ॥১॥  
 রাক্ষসীভিরুপাস্তান্তীং সমাসীনাং শিলাতলে ।  
 রাবণঃ কামবাণার্ভো দদর্শোপসসর্প চ ॥২॥ (যুগ্মকম্)  
 দেবদানবগন্ধর্ব্ব-যক্ষকিম্পুরুষৈষু দ্বিঃ ।  
 অজিতোহশোকবনিকাং যযৌঃ কন্দর্পপীড়িতঃ ॥৩॥  
 দিব্যান্বরধরঃ শ্রীমান্ স্মৃষ্টমণিকুণ্ডলঃ ।  
 বিচিত্রমাল্যমুকুটো বসন্ত ইব মূর্ত্তিমান্ ॥৪॥  
 স কল্পবৃক্ষসদৃশো যত্নাদপি বিভূষিতঃ ।  
 শ্মশানচৈত্যক্রমবদ্ভূষিতোহপি ভয়ঙ্করঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । মণিরেব শেষঃ অবশিষ্টঃ অভ্যলঙ্কারো যস্তাস্তাম্, অলঙ্ঘ্যমলঙ্কারাণাং হরণকাল  
 ৭এব পরিত্যাগাদিতি ভাবঃ । উপাস্তান্তীম্ উপাস্তমানাম্ ॥১—২॥  
 দেবেতি । দেবাদিভিরাজিতোহপি কন্দর্পেণ পীড়িতো জিত ইতি বিরোধাত্মকঃ ॥৩॥  
 দিব্যেতি । স্মৃষ্টে স্বপরিষ্কৃতে মণিকুণ্ডলে যস্ত সঃ । বসন্ত ইব ররাজেতি শেষঃ ॥৪॥  
 স ইতি । স স্বভাবান্নাভূষণৈঃ কল্পবৃক্ষসদৃশোহপি তদানীং যত্নাধিভূষিতঃ । তথা বিভূষিতো-  
 হপি চ শ্মশানচৈত্যক্রমবৎ স্বভাবাদেব ভয়ঙ্কর আসীৎ ॥৫॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তাহার পর একদা ভৰ্তৃশোকাক্তা, দীনা, মলিনবসনা,  
 অবশিষ্ট মণিমাত্রালঙ্কারা, রোদননিরতা ও পতিব্রতা সীতা একথানা পাথরের উপরে  
 বসিয়াছিলেন এবং রাক্ষসীরা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছিল ; এই সময়ে  
 রাবণ কামার্ভ হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন ॥১—২॥

দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ এবং কিন্নরেরাও তাঁহাকে মুগ্ধে জয় করিতে পারেন  
 নাই, সেই রাবণ তখন কামবিজিত হইয়া অশোকবনে গিয়াছিলেন ॥৩॥

রাবণ তখন দিব্য বস্ত্র, পরিমার্জিত মণিকুণ্ডল এবং বিচিত্র মাল্য ও মুকুট ধারণ  
 করিয়া কান্তিশালী হইয়া মূর্ত্তিমান্ বসন্তের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥৪॥

স তন্ত্ৰাস্ত্রমধ্যায়াঃ সমীপে রজনীচরঃ ।  
 দদৃশে রোহিণীমেত্য শনৈশ্চর ইব গ্রহঃ ॥৬॥  
 স তামামন্ত্র্য হুশ্রোণীং পুষ্পকেতুশরাহতঃ ।  
 ইদমিত্যব্রবীদ্ধাক্যং ত্রস্তাং রোহীমিবাবলাম্ ॥৭॥  
 সীতে ! পর্যাপ্তমেতাবৎ কৃতো ভর্তৃরনুগ্রহঃ ।  
 প্রসাদং কুরু তদ্বজ্রি ! ক্রিয়তাং পরিকৰ্ম্ম তে ॥৮॥  
 ভজস্ব মাং বরারোহে ! মহাহীভরণান্বরা ।  
 ভব মে সৰ্ব্বনারীণামুক্তমা বরবর্ণিনী ॥৯॥  
 সন্তি মে দেবকণ্ঠাশ্চ গন্ধৰ্ব্বাণাঞ্চ যোষিতঃ ।  
 সন্তি দানবকণ্ঠাশ্চ দৈত্যানাঞ্চাপি যোষিতঃ ॥১০॥  
 চতুর্দশ পিশাচানাং কোট্যো মে বচনে স্থিতাঃ ।  
 দ্বিস্তারং পুরুষাদানাং রক্ষসাং ভীমকৰ্ম্মণাম্ ॥১১॥

#### ভারতকৌমুদী

স ইতি । তন্ত্ৰমধ্যায়াঃ ক্লেশকটীদেশায়াঃ সীতয়াঃ । দদৃশে রাক্ষসীভিঃ ॥৬॥  
 স ইতি । পুষ্পকেতুশরাহতঃ কামবাণতাড়িতঃ । রোহীং হরিণীম্ ॥৭॥  
 সীত ইতি । পর্যাপ্তং যথেষ্টম্ । ক্রিয়তাং রাক্ষসীভিঃ, পরিকৰ্ম্ম প্রসাধনম্ ॥৮॥  
 ভজস্বতি । মহাহীণি মহামূল্যানি অভরণানি অধরাণি চ যন্তাঃ সা ॥৯॥  
 অথ তে সৰ্ব্বনার্যাঃ কী ইত্যাহ—সন্তীতি । সৰ্ব্বত্র ভোগ্যা ইতি শেষঃ ॥১০॥

রাবণ স্বভাবতঃ নানা অলঙ্কারশোভায় কল্পবৃক্ষের তুল্য হইলেও তখন যদ্ব-  
 সহকারে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন ; কিন্তু সেরূপ অলঙ্কৃত হইলেও শাসানায়তনস্থিত  
 বৃক্ষের স্রায় ভয়ঙ্করই ছিলেন ॥৫॥

রোহিণীর নিকটে শনিকে যেমন দেখা যায়, তৎকালে কৃষ্ণমধ্যা সীতার নিকটে  
 রাবণকেও তেমনই দেখা যাইতে লাগিল ॥৬॥

তখন কামবাণাহত রাবণ, হরিণীর স্রায় ত্রস্তা, দুর্ব্বলা ও স্নানিতম্বা সীতাকে  
 সম্বোধন করিয়া এই প্রকারে এই কথা বলিলেন—॥৭॥

“সীতে ! কৃশাজি ! তুমি এতকাল পর্যাস্ত ভর্তার প্রীতি যথেষ্ট অনুগ্রহ  
 করিয়াছ ; এখন আমার প্রীতি অনুগ্রহ কর ; রাক্ষসীরা তোমার বেশভূষা করিয়া  
 দিউক ॥৮॥

স্নানিতম্বে ! তুমি মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করিয়া আমাকে ভজন কর  
 এবং আমার সমস্ত রমণীর মধ্যে প্রধানা হও ॥৯॥

দেবকণ্ঠা, গন্ধৰ্ব্বরক্ষী, দানবকণ্ঠা ও দৈত্যরমণীরা আমার ভোগ্যা রহিয়াছে ॥১০॥

ততো মে দ্বিগুণা যক্ষা<sup>১</sup> য়ে মমচনকারিণঃ ।  
 কেচিদেব ধনাধ্যক্ষং ভ্রাতরং মে সমাপ্তিতাঃ ॥১২॥  
 গন্ধৰ্ববাস্পরসো ভদ্রে ! মামাপানগতং সদা ।  
 উপতিষ্ঠন্তি বামোরু<sup>২</sup> ! যথৈব ভ্রাতরং মম ॥১৩॥  
 পুত্রোহহমপি বিপ্রর্ষেঃ সাক্ষাদ্বিশ্রবসো যুনেঃ ।  
 পঞ্চমো লোকপালানামিতি মে প্রথিতং যশঃ ॥১৪॥  
 দিব্যানি ভক্ষ্যভোজ্যানি পানানি বিবিধানি চ ।  
 যথৈব ত্রিদশেশশ্চ তথৈব মম ভাবিনি ! ॥১৫॥  
 ক্ষীয়তাং দুষ্কৃতং কৰ্ম্ম বনবাসকৃতং তব ।  
 ভাৰ্য্যা মে ভব হুশ্রোণি ! যথা মন্দোদরী তথা ॥১৬॥

## ভারতকৌমুদী

চতুর্দশেতি । দ্বিঃ দ্বৈ কোটি, পুরুষাধানাং নরভোজিনাম্ ॥১১॥<sup>\*</sup>  
 তত ইতি । ধনাধ্যক্ষং কুবেরম্ । কুবেরোপেক্ষয়া মে প্রজাসম্পদধিকেতি ভাবঃ ॥১২॥  
 গন্ধৰ্বেতি । আপানগতং সুরাপানস্থানগতম্ । উপতিষ্ঠন্তি সেবন্তে ॥১৩॥  
 মাং নিকৃষ্টমপি বন্তুং ন শক্লোযীত্যাহ—পুত্র ইতি । পঞ্চমঃ—ইন্দ্রযমবরুণকুবেরাণাম্ ॥১৪॥  
 দিব্যানীতি । ভক্ষ্যাণি চৰ্ভ্যাণি ভোজ্যানি তদিতরাণি খাদ্যানীতি যথাকথঞ্চিন্দেদঃ ॥১৫॥  
 ক্ষীয়তামিতি । দুষ্কৃতং কৰ্ম্ম দুষ্কৃতকৰ্ম্মোদ্ভবং দুঃখম্ ॥১৬॥

- চৌদ্দ কোটি পিশাচ এবং নরভোজী ও ভীমকৰ্ম্মা দুই কোটি রাক্ষস আমার আদেশ পালন করে ॥১১॥

তাহা অপেক্ষাও দ্বিগুণ যক্ষ আমার রহিয়াছে, যাহারা আমার আদেশ পালন করে ; কিন্তু কতিপয়মাত্র যক্ষই আমার ভ্রাতা কুবেরকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥১২॥

ভদ্রে ! বামোরু ! গন্ধৰ্বগণ ও অঙ্গরোগণ আমার ভ্রাতা কুবেরের যেমন সেবা করে, তেমন আমি সুরাপানস্থানে থাকিলে, তাহারা সর্বদা আমারও সেবা করিয়া থাকে ॥১৩॥

- আমিও—সাক্ষাৎ ব্রহ্মর্ষি বিশ্ববার পুত্র এবং আমি লোকপালদের মধ্যে পঞ্চম—এইরূপ আমার যশ বিখ্যাত হইয়াছে ॥১৪॥

ভাবিনি ! ইন্দ্রের যেমন, আমারও তেমনই স্বর্গীয় নানাবিধ খাদ্য ও পয় উপস্থিত হইয়া থাকে ॥১৫॥

- • সুনীতস্বে । মন্দোদরীর ন্যায় তুমি আমার ভাৰ্য্যা হও । তোমার পাপজাত বনবাসদুঃখ নষ্ট হউক ॥১৬॥



ইত্যুক্তা তেন বৈদেহী পৱিতৃত্য শুভাননা ।  
 তৃণমন্তরতঃ কৃতা তম্বুবাচ নিশাচরম্ ॥১৭॥  
 অশিবেনাভিরামোরুরজশ্ৰং নেত্রবারিণা ।  
 স্তনাবপতিতো বালা সংহর্তাবভিবর্ষতী ।  
 উবাচ বাক্যং তং ক্ষুদ্রং বৈদেহী পতিদেবতা ॥১৮॥  
 অসকৃদ্বদতো বাক্যমৌদৃশং রাক্ষসেশ্বর ! ।  
 বিষাদযুক্তমেতন্তে ময়া শ্রুতমভাগ্যয়া ॥১৯॥  
 তদ্বদ্রমুখ ! ভদ্রং তে মানসং বিনিবর্ত্যতাম্ ।  
 পরদারাস্ম্যলভ্যা চ সততঞ্চ পতিব্রতা ॥২০॥  
 নঃচৈবোপয়িকৌ ভার্য্যা মানুধী কৃপণা তব ।  
 বিবশাং ধর্ময়িত্বা চ কাং জ্বং শ্রীতিমবাস্প্যসি ॥২১॥

### ভারতকৌমুদী

ইতীতি । তৃণং জনাস্তরস্থানীয়ম্, অন্তরতো মধ্যে কৃতা, অগ্ন্যখাপানিষেধাৎ ॥১৭॥  
 অশিবেনেতি । অশিবেন অমঙ্গলসূচকেন, অভিরামোরুঃ সুন্দরোরুগুণা । অপতিতো উন্নতো,  
 সংহর্তো মিলিতো, অভিবর্ষতী সিঞ্চন্তী । যটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৮॥  
 অসকৃদ্বদতি । বিষাদযুক্তং যথা স্মৃত্বা ময়াপি শ্রুতম্ ॥১৯॥  
 তদ্বদতি । ভদ্রমুখ ! হে ভদ্রজনশ্রেষ্ঠ ! । পরদারেতি স্ত্রীত্বমেকত্বঞ্চার্থম্ ॥২০॥

### ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি । মণিরঙ্গলসূত্রগতঃ স এব শেষো যেবাং তে তৎসদৃশা অভ্যলঙ্কারা যস্মাস্তাম্  
 ॥১॥ উপাস্তাস্তৌম্পাশ্রমানাম্ ॥২-৬॥ রোহীং হরিণীম্ ॥৭॥ পরিকর্ম বস্ত্রাতরণাদিনা প্রসা-  
 ধনম্ ॥৮-১২॥ হে ভদ্রমুখ ! ভদ্রং কল্যাণার্থং মুখঃ যন্ত পারদার্থ্যমুখং স্বকল্যাণাবহমিতি ভাবঃ ।

রাবণ এইরূপ বলিলে, শুভাননা সীতা ফিরিয়া বসিয়া মধ্যে একটা তৃণ রাখিয়া  
 সেই রাক্ষসকে বলিলেন ॥১৭॥

সুন্দরোরুগুণা, বালিকা ও পতিব্রতা সীতা তখন অমঙ্গলসূচক নয়নজলে উন্নত  
 ও মিলিত স্তন দুইটাকে অনবরত সিক্ত করিতে থাকিয়া সেই ক্ষুদ্রাশয় রাবণকে এই  
 বাক্য বলিয়াছিলেন—॥১৮॥

“রাক্ষসরাজ ! আপনি বহুবার এইরূপ বাক্য বলিয়াছেন, ভাগ্যহীনা আমিও  
 বিষাদের সহিত ইহা শুনিয়াছি ॥১৯॥

অতএব ভদ্রশ্রেষ্ঠ ! আপনি আপনার ভাল মনটাকে ফিরান । কারণ, আমি  
 শরঙ্গী ও পতিব্রতা ; সুতরাং সর্বদাই আপনার অলভ্য ॥২০॥

প্রজাপতিসমো বিপ্রো ব্রহ্মযোনিঃ । পতা ত্বব ।  
 ন চ পালয়সে ধর্ম্যং লোকপালসমঃ কথম্ ॥২২॥  
 ভ্রাতরং রাজরাজানং মহেশ্বরসখং প্রভুম্ ।  
 ধনেশ্বরং ব্যপদিশন্ কথং ত্বিহ ন লজ্জসে ॥২৩॥  
 ইত্যুক্তা প্রারুদং সীতা কম্পয়ন্তী পয়োধরৌ ।  
 শিরোধরাঞ্চ তদঙ্গী মুখং প্রচ্ছাণ্ত বাসসা ॥২৪॥  
 তস্তা রুদত্যা ভাবিত্যা দীর্ঘবেণী স্তসংযতা ।  
 দদৃশে স্মিতা স্নিগ্ধা কালী ব্যালৌব মুর্দ্ধনি ॥২৫॥  
 শ্রুত্বা তদ্রাবণো বাক্যং সীতয়োক্তং স্থনিষ্ঠুরম্ ।  
 প্রত্যাখ্যাতোহপি দুর্মেধাঃ পুনরেষাববৌদ্ধচঃ ॥২৬॥

## ভারতকৌমুদী

নেতি । ঔপয়িকী ধনদানাছ্যপায়লভ্যা । বিবশামস্বাধীনাম্ ॥২১॥  
 প্রজ্ঞেতি । প্রজাপতিসমো ব্রহ্মণ এব তুল্যঃ, ব্রহ্মযোনিব্রহ্মণ এব পুত্রশ্চ ॥২২॥  
 ভ্রাতরমিতি । ভ্রাতরং ব্যপদিশন্ ব্রবন্ । রাজরাজানং রাজরাজম্ ॥২৩॥  
 ইতীতি । পয়োধরৌ স্তনৌ, শিরোধরাং গ্রীবাঞ্চ কম্পয়ন্তী, তদঙ্গী কুশাঙ্গী ॥২৪॥  
 তস্তা ইতি । স্মিতা অতীবকৃষ্ণবর্ণা, কালী কালবর্ণা, ব্যালৌব সর্পীব ॥২৫॥  
 শ্রুত্বেতি । দুর্মেধা দুবুদ্ধিঃ ॥২৬॥

## ভারতভাবদীপঃ

ধিনিবর্ত্যতাং মন্ত ইতি শেষঃ ॥২০॥ ঔপয়িকী উপযোগার্থী ॥২১—২৪॥ শিরো মুখঞ্চ প্রচ্ছাণ্ত  
 ধরাং দদৃশেহপশুদ্বিতি সম্বন্ধঃ ॥২৫—৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চত্রিংশদধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৩৫॥

তা'র পর, ক্ষুদ্রা মানুষী কোন উপায়েই আপনার ভার্য্যা হইতে পারে না এবং  
 পরাধীনাকে বলপূর্ব্বক ধর্ষণ করিয়াই বা আপনি কি আনন্দ লাভ করিবেন ॥২১॥

ব্রহ্মার পুত্র ও ব্রহ্মারই তুল্য ব্রাহ্মণ আপনার পিতা এবং আপনি লোকপালদের  
 তুল্য ; তবে ধর্ম্মরক্ষা করিতেছেন না কেন ? ॥২২॥

আর রাজাদের রাজা, শিবের সখা ও প্রভাবশালী কুবেরকে ভ্রাতা বলিতেই বা  
 আপনি লজ্জিত হইতেছেন না কেন ? ॥২৩॥

এই কথা বলিয়া সীতা, স্তনযুগল ও গ্রীবাদেশ কম্পিত করিয়া বস্ত্রদ্বারা মুখ  
 আচ্ছাদনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন ॥২৪॥

• • রোদন করিবার সময়ে পতিব্রতা সীতার মস্তকে সুবন্ধা, অতিকৃষ্ণবর্ণা ও স্নিগ্ধা  
 দীর্ঘবেণীটা, কৃষ্ণবর্ণা সর্পীর স্থায় দেখা যাইতে লাগিল ॥২৫॥

কামমঙ্গলানি মে সীতে !<sup>\*</sup> ছনোতু মংকরধ্বজঃ ।

ন ধ্বামকামাং স্ত্রশ্রোণি !<sup>\*</sup> সমেষ্যে চারুহাসিনি ! ॥২৭॥

কিম্ম শক্যং ময়া কর্তুং যত্নমত্যাপি মানুষম্ ।

আহারভূতমগ্নাকং রামমেবানুরূধ্যসে ॥২৮॥

ইত্যান্ত্ৰ। তামনিন্দ্যাঙ্গীং স রাক্ষসমহেশ্বরঃ ।

তত্রৈবাস্তহিতো ভূত্বা জগামাভিমতাং দিশম্ ॥২৯॥

রাক্ষসীভিঃ পরিবৃত্তা বৈদেহী শোককষিতা ।

সেব্যমানা ত্রিজটয়া তত্রৈব ন্যবসন্তদা ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানেন সীতারাবণসংবাদে পঞ্চত্রিংশ-

দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

### ভারতকৌমুদী

কামমিতি । কাঃ পৰ্যাপ্তম্, ছনোতু সস্তাপয়তু । সমেষ্যে সঙ্গমিষ্টামি ॥২৭॥

কিমিতি । অহরুধ্যসে কাময়সে । “অনৌ রুধ কামে” ইতি দৈবাদিকরুধঃপ্রয়োগঃ ॥২৮॥

ইতীতি । অন্তহিতঃ প্রচ্ছন্নঃ । নলকুবরশাপাদেব বলান্ন ধষিতবানিতি ভাবঃ ॥২৯॥

রাক্ষসীভিরিতি । পরিবৃত্তা পরিবেষ্টিতা । ত্রিজটয়া পূৰ্ব্বোক্তয়া সখীভূতয়া ॥৩০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণে

পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

দ্রুবন্ধি রাবণ সীতার সেই নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াও পুনরায় এই কথা বলিলেন—॥২৬॥

“সীতে । স্নুনিতশ্বে । চারুহাসিনি । কামদেব আমার অঙ্গ সকল অত্যন্ত সম্ভগ্ন করুন ; তথাপি তুমি অকামা বলিয়া আমি তোমার সঙ্গম করিব না ॥২৭॥

আমি তোমার কি করিতে পারি ? যেহেতু তুমি এখনও আমাদের ঋণ, অথচ মানুষ সেই রামকেই কামনা করিতেছ” ॥২৮॥

রাক্ষসরাজ রাবণ, অনিন্দ্যাঙ্গী সীতাকে এইরূপ বলিয়া সেইখানেই লুকায়িত হইয়া অভিমত দিকে চলিয়া গেলেন ॥২৯॥

আর শোকার্ণা সীতা রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিত এবং ত্রিজটাকর্তৃক সেবিত হইয়া সেই অশোকবনেই বাস করিতে লাগিলেন” ॥৩০॥

\* ‘...অষ্টবট্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...অষ্টাধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...ঐকানীতজ-ধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...দ্ব্যষ্টাধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

## ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

—:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

রাঘবঃ সহসৌমিত্রিঃ স্ত্রীবেণাভিশালিতঃ ।

বসন্ মাল্যবতঃ পৃষ্ঠে দদর্শ বিমলং নভঃ ॥১॥

স দৃষ্ট্বা বিমলে ব্যোম্নি নির্মলং শশলক্ষণম্ ।

গ্রহনক্ষত্রতারাভিরনুযাতমমিত্রহা ॥২॥

কুম্বদোৎপলপদ্মানাং গন্ধমাদায় বায়ুনা ।

মহৌধরস্থঃ শীতেন সহসা প্রতিবোধিতঃ ॥৩॥ (যুগ্মকম্)

প্রভাতে লক্ষণং বীরমভ্যভাষত দুর্মনাঃ ।

সীতাং সংস্মৃত্য ধর্ম্মাত্মা রুদ্ধাং রাক্ষসবেশুর্ন ॥৪॥

গচ্ছ লক্ষণ ! জানৌহি কিঙ্কিঙ্ক্যায়াং কপীশ্বরম্ ।

প্রসক্তং গ্রাম্যধর্ম্মেষু কৃতম্নং স্বার্থপণ্ডিতম্ ॥৫॥

### ভারতকৌমুদী

রাঘব ইতি । সৌমিত্রিণা সহসৌমিত্রিঃ । দদর্শ রাজ্যাবিতি ভাবঃ ॥১॥

স ইতি । গ্রহা গ্রহভূতানি নক্ষত্রাণি মঙ্গলাদীনি তারাস্চ তদিতরাণি নক্ষত্রাণি তাভিঃ । কুম্বদানি ঋতোৎপলানি উৎপলানি তদিতরাণি সৌগন্ধিকাদীনি পদ্মানি চ তেষাম্ । প্রতিবোধিতঃ সীতাং স্মারিতঃ, উদ্ধাপকত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥২—৩॥

প্রভাত ইতি । দুর্মনা উৎকণ্ঠিতচিত্তো দুঃখিতচিত্তশ্চ রামঃ ॥৪॥

গচ্ছতি । কপীশ্বরং স্ত্রীবম্ । গ্রাম্যধর্ম্মেষু রতেষু, স্বার্থপণ্ডিতং স্বার্থসাধনপটুম্ ॥৫॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“সুগ্রীবরক্ষিত রামচন্দ্র মাল্যবান্‌পর্ব্বতের উপরে লক্ষ্মণের সহিত বাস করতঃ একদা রাত্রিতে নির্মল আকাশ দর্শন করিলেন ॥১॥

শত্রুহস্তা রাম নির্মল আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র-সমষ্টিত নির্মল চন্দ্র দর্শন করতঃ পর্ব্বতের উপরে বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঋতোৎপল, সাধারণোৎপল ও পদ্মের সৌরভ লইয়া শীতল বায়ু আসিয়া হঠাৎ তাঁহাকে সীতার স্মরণ করাইয়া দিল ॥২—৩॥

প্রভাতকালে দুঃখিতচিত্ত ধর্ম্মাত্মা রাম রাক্ষসগৃহে অবরুদ্ধা সীতাকে স্মরণ করিয়া বীর লক্ষ্মণকে বলিলেন—॥৪॥

যোহুসৌ কুলাধমো মূঢ়ো ময়া রাজ্যেহভিষেচিতঃ ।  
 সৰ্ববানরগোপুচ্ছা যম্ক্ষাচ ভজন্তি বৈ ॥৬॥  
 যদর্থং নিহতো বালী ময়া বধুকুলোদ্বহ ! ।  
 ত্বয়া সহ মহাবাহো ! কিঙ্কিক্ষ্যোপবনে তদা ॥৭॥  
 কৃতঘ্নং তমহং মন্যে বানরাপসদং ভুবি ।  
 যো মামেবংগতো মূঢ়ো ন জানীতেহহ লক্ষ্মণ ! ॥৮॥ (বিশেষকম্)  
 অসৌ মন্যে ন জানীতে সময়প্রতিপালনম্ ।  
 কৃতোপকারং মাং নুনমবমণ্যন্নয়া ধিয়া ॥৯॥  
 যদি তাবদমুদযুক্তঃ শেতে কামন্বথাত্মকঃ ।  
 নেতব্যো বালিমার্গেণ সৰ্বভূতগতিং ত্বয়া ॥১০॥  
 অথাপি ঘটতেহস্মাকমর্থে বানরপুঙ্গবঃ ।  
 তমাদায়ৈব কাকুৎস্থ ! ত্বরান্ ভব মা চিরম্ ॥১১॥

### ভারতকৌমুদী

য ইতি । গোপুচ্ছা গোলাঙ্গলাখ্যা বানরবিশেষাঃ, ঋক্ষা ভল্লুকাঃ । ত্বয়া সহ স্থিষ্যেতি শেষঃ ।  
 এবংগতো ভোগাসক্তঃ, অস্ত অত্থাপি, ন জানীতে ন স্মরতি ॥৬—৮॥  
 অসাবিতি । ন জানীতে ন স্মরতি, সময়প্রতিপালনং প্রতিজ্ঞারক্ষায়াঃ কর্তব্যাতাম্ ॥৯॥  
 যদীতি । কামন্বথম্ আত্মনি যন্ত সঃ । সৰ্বভূতগতিং মুচ্যাম্ ॥১০॥  
 অথেষতি । ঘটতে চেষ্টতে । ত্বরান্ ভব, সীতোদ্ধার ইতি শেষঃ ॥১১॥

“লক্ষ্মণ ! তুমি কিঙ্কিক্ষ্যায় যাও, যাইয়া জান যে, জ্ঞীসম্ভোগাসক্ত, কৃতঘ্ন ও  
 স্বার্থসাধননিপুণ সুগ্রীব কি করিতেছে ॥৫॥

ঐ যে মূৰ্খ বানরকুলাধমকে আমি রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম এবং  
 গোলাঙ্গলগণ, অত্ৰাণ্য বানরগণ ও ভল্লুকগণ যাহার সেবা করিতেছে, আর  
 রঘুকুলশ্রেষ্ঠ মহাবাহু ! তোমার সহিত থাকিয়া আমি যাহার জগ্ন তখন কিঙ্কিক্ষ্যার  
 উত্থানে বালীকে বধ করিয়াছিলাম, সেই বানরাধমকে আমি পৃথিবীতে কৃতঘ্ন বলিয়া  
 মনে করিতেছি । কারুণ, লক্ষ্মণ ! যে মূৰ্খ ও ভোগাসক্ত বানর আমাকে অত্থাপি  
 স্মরণ করিতেছে না ॥৬—৮॥

আমি উপকার করিয়া থাকিলেও, বোধ হয়—সুগ্রীব অল্পবুদ্ধিবশতঃ নিশ্চয়ই  
 আমাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞারক্ষা য়ে কর্তব্য, তাহা আর মনে করিতেছে না ॥৯॥

যদি .সে—বস্তুতই কামন্বথে লিপ্ত থাকায় অমুদযোগী হইয়া নিষ্ক্রিয়ই থাকে,  
 তবে তুমি তাহার্কে বালীর পথে যমালয়েই পাঠাইবে ॥১০॥

ইত্যুক্তো লক্ষ্মণো ভ্রাত্রা গুরুবাক্যহিতে রতঃ ।  
 প্রতপ্তে রুচিরং গৃহ্য সমাগগণগুণং ধনুঃ ॥১২॥  
 কিকিঙ্ক্যান্নারমাসাশ্চ প্রবিবেশানিবারিতঃ ।  
 সক্রোধ ইতি ত্বং মত্বা রাজা প্রত্যাভ্যর্থো হরিঃ ॥১৩॥  
 তং সদারো বিনীতাত্মা সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ ।  
 পূজয়া প্রতিজ্ঞগ্রাহ শ্রীয়মাগস্তদহয়া ॥১৪॥  
 তমত্রবীজামবচঃ সৌমিত্রিরকুতোভয়ঃ ।  
 স তৎ সর্বমশেষেণ শ্রুত্বা প্রহ্বঃ কৃতাজ্জলিঃ ॥১৫॥  
 স ভৃত্যদারো রাজেন্দ্র ! সুগ্রীবো বানরাধিপঃ ।  
 ইদমাহ বচঃ শ্রীতো লক্ষ্মণং নরকুঞ্জরম্ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)

### ভারতকৌমুদী

ইত্যাত । গৃহ্য গৃহীত্বা, সমাগগণগুণং সমগ্ৰং সমাজং ॥১২॥  
 কিকিঙ্ক্যোতি । অনিবারিতো দ্বারপালৈঃ । হরির্বানরঃ সুগ্রীবঃ ॥১৩॥  
 তমিতি । সদারঃ সভাধ্যক্ষঃ । তদহয়া তৎপূজয়ৈব শ্রীয়মাগঃ সন্ ॥১৪॥  
 তমিতি । প্রহ্বঃ অবনতঃ সন্ । নরকুঞ্জরং মাংসখণ্ডম্ ॥১৫—১৬॥

ককুংস্থনন্দন । আর যদি সুগ্রীব আমাদের কার্যোদ্ধারের জন্ত সচেষ্ট থাকেন, তবে তুমি তাঁহাকে লইয়াই সেই জন্ত সত্বর হও, বিলম্ব করিও না” ॥১১॥

রাম এইরূপ বলিলে, তাঁহার আদেশে ও হিতে নিরত লক্ষ্মণ বাণ ও গুণের সহিত মনোহর ধনু লইয়া প্রস্থান করিলেন ॥১২॥

তিনি কিকিঙ্ক্যানগরীর দ্বারে যাইয়া অনিবারিত অবস্থাতেই ভিতরে প্রবেশ করিলেন ; তখন বানররাজ সুগ্রীব তাঁহাকে ক্রুদ্ধ মনে করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন ॥১৩॥

এক বানররাজ সুগ্রীব আপন ভাৰ্য্যার সহিত মিলিত হইয়া বিনীতভাবে এক গৌরব করিতে পারায় সন্তুষ্টচিত্তে আদরের সহিত লক্ষ্মণকে গ্রহণ করিলেন ॥১৪॥

তখন লক্ষ্মণ অকুতোভয়ে রামের উক্তিগুলি সুগ্রীবকে বলিলেন । রাজশ্রেষ্ঠ ! সেই সমস্ত কথা শুনিয়া বানররাজ সুগ্রীব অবনত ও কৃতাজ্জলি হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে ভাৰ্য্যা ও ভৃত্যদের সহিত, নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন—॥১৫—১৬॥

নীশ্বি লক্ষ্মণ ! দুর্মেধা নাকৃতজ্ঞো ন নিষ্বগঃ ।  
 ক্ষয়তাং যঃ প্রযত্নো মে সীতাপর্যোষণে কৃতঃ ॥১৭॥  
 দিশঃ প্রস্থাপিতাঃ সর্বে বিনীতা হরয়ো ময়া ।  
 সর্বেষাঞ্চ কৃতঃ কালো মাসেহভ্যাগমনে পুনঃ ॥১৮॥  
 যৈরিয়ং সবনা সাদ্রিঃ সপুত্রা সাগরান্বরা ।  
 বিচেতব্যা মহাবীর ! সগ্রামনগরাকরা ॥১৯॥  
 সমাসঃ পঞ্চরাত্রেন পূর্ণো ভবিতুমর্হতি ।  
 ততঃ শ্রোয়সি রামেন সহিতঃ স্মহৎ প্রিয়ম্ ॥২০॥  
 ইত্যুক্তো লক্ষ্মণস্তেন বানরেস্ত্রেণ ধীমতা ॥১৭॥  
 ত্যক্ত্বা রোষমদীনাত্মা স্ত্রীবাং প্রত্যপূজয়ৎ ॥২১॥  
 স রামং সহস্রগ্রীবো মাল্যবৎ পৃষ্ঠমাস্থিতম্ ।  
 অভিগম্যোদয়ং তস্য কার্য্যস্য প্রত্যবেদয়ৎ ॥২২॥

### ভারতকৌমুদী

নোঁত । দুর্মেধা দুষ্টবুদ্ধিঃ । নিষ্বগো নির্দয়ঃ । সীতায়োঃ পর্যোষণে অধেষণে ॥১৭॥  
 দিশ ইতি । দিশঃ প্রাপ্য দিক্শিত্যর্থঃ । বিনীতাঃ শিক্ষিতাঃ সর্বস্থানজ্ঞা ইত্যর্থঃ, হরয়ো  
 বানরাঃ । কালো নিয়মঃ, “...মুহূর্ত্তে নিয়মে তথা । কালশব্দঃ...” ইত্যনেকার্থধ্বনিমঞ্জরী ॥১৮॥  
 যৈরিতি । বনেন সহতি সবনা । সাগরান্বরা পৃথিবী । বিচেতব্যা অধেষ্টব্য্যা ॥১৯॥  
 স ইতি । পঞ্চরাত্রেন অহোরাত্রপঞ্চকেন । রামেন সহিতম্ ॥২০॥  
 ইতীতি । অদীনাত্মা অকাতরচিত্তঃ । প্রত্যপূজয়ৎ, কার্য্যে সচেষ্টত্বাৎ ॥২১॥

“লক্ষ্মণ । আমি ছবুদ্ধি নহি, অকৃতজ্ঞ নহি এবং নির্দয়ও নহি । কেন না,  
 আমি সীতার অধেষণসম্বন্ধে যে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর ॥১৭॥

আমি, স্থানজ্ঞ সকল বানরকে সকল দিকে প্রেরণ করিয়াছি এবং সকলের  
 সম্বন্ধেই একমাস পূর্ণ হইবার পূর্বে পুনরায় আসিবার জন্ত নিয়ম করিয়া দিয়াছি ॥১৮॥

মহাবীর ! যাহারা বন, পর্বত, পুর, গ্রাম, নগর ও আকরের সহিত এই সমগ্র  
 পৃথিবীটাতেই অধেষণ করিবে ॥১৯॥

আর পাঁচ দিনে সেই মাস পূর্ণ হইবে । তাহার পর তুমি রামের সহিত অতি-  
 মহাপ্রিয় সংবাদ শুনিতে পাইবে” ॥২০॥

বুদ্ধিমান্ স্ত্রীবাং এইরূপ বলিলে, লক্ষ্মণ ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া প্রকুপিত  
 হইয়া স্ত্রীবোঁর সম্মান করিলেন ॥২১॥

ইত্যেবং বানরেস্ত্রান্তে সমাজগ্নুঃ সহস্রশঃ ।  
 দিশস্তিস্রো বিচিত্রাথ ন তু যে দক্ষিণাং গতাঃ ॥২৩॥  
 আচখ্যাস্তত্র রামায় মহীং সাগরমেখলাম্ ।  
 বিচিতাং ন তু বৈদেহা দর্শনং রাবণস্ত বা ॥২৪॥  
 গতাস্ত দক্ষিণামাশাং যে বৈ বানরপুঙ্গবাঃ ।  
 আশাবাংস্তেষু কাকুৎস্থঃ প্রাণানার্তোহপ্যধারয়ৎ ॥২৫॥  
 দ্বিমাসোপরমে কালে ব্যতীতে প্লবগাস্ততঃ ।  
 স্ত্রগ্ৰীবমভিগম্যেদং স্থরিতা বাক্যমব্রুবন্ ॥২৬॥  
 রক্ষিতং বালিনা যতৎ ক্ষৌতং মধুবনং মহৎ ।  
 ত্বয়া চ প্লবগশ্চেষ্ট ! তদ্বুঙ্ক্তে পবনাভ্রজঃ ॥২৭॥

### ভারতকৌমুদী

- স ইতি । স লক্ষণঃ স্ত্রগ্ৰীবেন সহেতি সহস্রগ্ৰীবঃ । উদয়মারম্ভম্ ॥২২॥  
 ইতীতি । তিস্রঃ পূর্বোত্তরপশ্চিমাঃ, বিচিত্রা অস্থিত ॥২৩॥  
 আচখ্যারিত । বিচিত্রামাষ্টম্ । কিন্তু বৈদেহা রাবণস্ত বা দর্শনং প্রাপ্তং নাচখ্যঃ ॥২৪॥  
 গত ইতি । কাকুৎস্থো রামস্তেষু আশাবান, অতএবার্ত্তোহপি প্রাণানধারয়ৎ ॥২৫॥  
 ব্যতীতি । দ্বয়োর্মাসয়োৰুপরমঃ সমাপ্তির্ধ্বজ তস্মিন্ । প্লবগা মধুবনরক্ষকাঃ ॥২৬॥  
 • রক্ষিতমিতি । বালিনা ত্বয়া চ রক্ষিতমিতি সন্দ্বন্ধঃ । ক্ষৌতং পুটম্ ॥২৭॥

তাহার পর লক্ষণ স্ত্রগ্ৰীবের সহিত মিলিত হইয়া মাল্যবানপর্বতের উপরিস্থিত রামচন্দ্রের নিকট যাইয়া সেই কার্য্যারম্ভের বিষয় জানাইলেন ॥২২॥

এইভাবে সেই সহস্র সহস্র বানরশ্রেষ্ঠেরা পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম দিক্ অন্বেষণ করিয়া আগমন করিল ; কিন্তু যাহারা দক্ষিণদিকে গিয়াছিল, তাহারা আসিল না ॥২৩॥

তখন সেই আগত বানরেরা রামের নিকট বলিল যে, তাহারা সমুদ্রবেষ্টিত সমগ্র পৃথিবী অন্বেষণ করিয়াছে ; কিন্তু সীতা বা রাবণের দেখা পায় নাই ॥২৪॥

কিন্তু যে সকল বানরশ্রেষ্ঠ দক্ষিণদিকে গিয়াছিল, তাহাদের উপরে রামের আশা ছিল ; তাই তিনি শোকার্ত্ত হইয়াও প্রাণধারণ করিয়াছিলেন ॥২৫॥

তাহার পর দুইমাস অতীত হইলে, একদা মধুবনরক্ষক বানরেরা দ্রুত আসিয়া স্ত্রগ্ৰীবের নিকট এই কথা বলিল—৥২৬॥



বালিপুত্রোহঙ্গদশৈব যে চাত্তে প্লবগর্ষভাঃ ।  
 বিচেষ্টুং দক্ষিণামাশাং রাজন্ ! প্রস্থাপিতাস্থয়া ॥২৮॥  
 তেষাং তং প্রণয়ং শ্রুত্বা মেনে স কৃতকৃত্যতাম্ ।  
 কৃতার্থানাং হি ভৃত্যানামেতদ্ভবতি চেষ্টিতম্ ॥২৯॥  
 স তদ্রামায় মেধাবী শশংস প্লবগর্ষভাঃ ।  
 রামশ্চাপ্যনুমানেন মেনে দৃষ্টাস্ত মৈথিলীম্ ॥৩০॥  
 হনুমৎপ্রমুখাশ্চাপি বিজ্ঞাস্তাস্তে প্লবঙ্গমাঃ ।  
 অভিজগ্মু হরীন্দ্রং তং রামলক্ষ্মণসম্মিধৌ ॥৩১॥  
 গতিঞ্চ মুখবর্ণঞ্চ দৃষ্ট্বা রামো হনুমতঃ ।  
 অগমৎ প্রত্যয়ং ভূয়ো দৃষ্টা সীতেতি ভারত ! ॥৩২॥  
 হনুমৎপ্রমুখাস্তে তু বানরাঃ পূর্ণমানসাঃ ।  
 প্রণেমুর্বিধিবদ্ভ্রামং স্ত্রগ্ৰীবং লক্ষ্মণং তথা ॥৩৩॥

#### ভারতকৌমুদী

বালীতি । আশাং দিশম্ । তেহপি তন্নধুবনং ভুক্ত ইত্যর্থঃ ॥২৮॥  
 তেষামিতি । প্রণয়ং প্রসন্নমাপ্পদ্ব্যমিত্যর্থঃ । তদিতি ক্লীবদ্ব্যম্বম্ ॥২৯॥  
 স ইতি । স স্ত্রগ্ৰীবঃ, মেধাবী বুদ্ধিমান্ । মেনে বুধে ॥৩০॥  
 হনুমদिति । হরীন্দ্রং বানররাজম্, তং স্ত্রগ্ৰীবম্ ॥৩১॥  
 গতিমিতি । গতিং গমনভঙ্গীম্ । ভূয়ো বহুলং যথা ভ্রাতৃধা, প্রত্যয়ং বিশ্বাসম্ ॥৩২॥

“বানরশ্রেষ্ঠ ! আপনি ও বালী যে ক্রমিকপুষ্ট ও বিশাল মধুবন রক্ষা করিয়া-  
 ছিলেন, তাহা হনুমান্ ভক্ষণ করিতেছেন ॥২৭॥

‘আর রাজা ! আপনি সীতার অন্বেষণের জন্য অশ্রু যে সকল বানরশ্রেষ্ঠকে  
 দক্ষিণদিকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহারাও এবং বালিপুত্র অঙ্গদও সেই মধুবন ভক্ষণ  
 করিতেছেন” ॥২৮॥

তাহাদের সেই আশ্পদ্ব্যর কথা শুনিয়া স্ত্রগ্ৰীব তাহাদের কৃতকার্যতার বিষয়  
 অনুমান করিলেন । কারণ, কৃতকার্য ভৃত্যগণেরই এইরূপ ব্যবহার হইয়া  
 থাকে ॥২৯॥

তখন বুদ্ধিমান্ বানরশ্রেষ্ঠ স্ত্রগ্ৰীব সেই ঘটনা রামের নিকট বলিলেন ; তাহাতে  
 রামও অনুমানদ্বারা বুঝিলেন যে, তাহার সীতার দর্শন পাইয়াছে ॥৩০॥

হনুমান্প্রভৃতি সেই বানরেরাও বিজ্ঞাম করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সন্নিহিত  
 স্ত্রগ্ৰীবের নিকটে আগমন করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

ভরতনন্দন । তখন রামচন্দ্র হনুমানের গমনের ভঙ্গী ও মুখের বর্ণ দেখিয়া তিনি  
 যে সীতাকে দেখিয়াছেন—ইহা অধিক পরিমাণে বিশ্বাস করিলেন ॥৩২॥

তানুবাচাগতান্ রামঃ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ ।  
 অপি মাং জীবয়িষ্যধ্বমপি বঃ কৃতকৃত্যতা ॥৩৪॥  
 অপি বাসমযোধ্যায়্যং কারয়িষ্যাম্যহং পুনঃ ।  
 নিহত্য সমরে শক্রনাশ্ত্য জনকাত্মজাম্ ॥৩৫॥  
 অমোক্ষয়িষ্য বৈদেহীমহস্তা চ রণে ত্রিপুন্ ।  
 হৃতদারোহবধূতশ্চ নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥৩৬॥  
 ইত্যুক্তবচনং রামং প্রভ্যুবাচানিলাত্মজঃ ।  
 প্রিয়মাখ্যামি তে রাম ! দৃষ্টা সা জানকী ময়া ॥৩৭॥  
 বিচিত্র্য দক্ষিণামাশাং সপর্ষিতবনাকরাম্ ।  
 শ্রাস্তাঃ কালে ব্যতীতে স্ম দৃষ্টবন্তৌ মহাগুহ্যম্ ॥৩৮॥

## ভারতকৌমুদী

‘হনুমদ্বিতি । পূর্ণমানসাঃ সীতাদর্শনাৎ সফলমনোরথাঃ ॥৩৩॥  
 তানিতি । সশরং ধনুঃ ইংসং সীতাদর্শনাশ্রান্তিপ্রবণে আত্মহত্যার্থম্ ॥৩৪॥  
 অপীতি । কারয়িষ্যামি আত্মানমিতি শেষঃ ॥৩৫॥  
 অমোক্ষয়িষ্যেতি । অবধূতঃ সর্ষেরেবাবজ্ঞাতঃ । উৎসহে শক্রোমি ॥৩৬॥  
 ইতীতি । ইতি ইখম্ উক্তং বচনং যেন তম্ । আখ্যামি ব্রবীমি ॥৩৭॥  
 বিচিত্র্যেতি । বিচিত্র্য অস্বিগ্ধ, আশাং দিশম্ । কালে কিয়তি ॥৩৮॥

## ভারতভাবদীপঃ

গাধব ইতি ॥১—৪॥ গ্রামাধর্ষেষু মৈথুনাদিষু নিমিত্তভূতেষু, প্রমত্তমসাবধানম্ ॥৫—১১॥  
 গুরোর্বাক্যে হিতে চ রতস্তৎপরঃ ॥১২—২৫॥ স্বয়ম্যাসয়োকপরমঃ সমাপ্তির্ষম্মিত্তম্ কালে

পূর্ণমনোরথ হনুমান্ প্রভৃতি সেই বানরেরা আসিয়া যথাবিধানে রাম, সুগ্রীব ও  
 লক্ষ্মণকে প্রণাম করিলেন ॥৩৩॥

তখন রাম ধনু ও বাণ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—“তোমরা কৃতকার্য  
 হইতে পারিয়াছ কি ? আমাকে বাঁচাইতে পারিবে কি ? ॥৩৪॥

‘আমি যুদ্ধে শক্রগণকে সংহার করিয়া এবং জনকনন্দিনীকে আনয়ন করিয়া  
 আবার অযোধ্যানগরে বাস করিতে পারিব কি ? ॥৩৫॥

যুদ্ধে শক্রগণকে সংহার না করিয়া এবং জানকীকে মুক্ত না করিয়া হৃতদার ও  
 অবজ্ঞাত অবস্থায় আমি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না” ॥৩৬॥

রাম এইরূপ বলিলে, হনুমান্ প্রভৃতির করিলেন—“রঘুনাথ ! আমি আপনার  
 প্রিয়স্বপ্নবাদ বলিতেছি, আমি সীতাকে দেখিয়াছি ॥৩৭॥

‘(৩৪) অপি বাসমযোধ্যায়্যম্—বা ব ক নি ।

প্রবিশামো বয়ং তাং তু বহুবোজনস্বয়তাম্ ।  
 অন্ধকারাং সুবিপুলাং গহনাং কীটসেবিতাম্ ॥৩৯॥  
 গহ্না স্তমহদধ্বানমাদিত্যস্ত প্রভাং ততঃ ।  
 দৃষ্টবন্তঃ স্ম তত্রৈব ভবনং দিব্যমস্তুরা ॥৪০॥  
 ময়স্য কিল দৈত্যস্য তদাসীদ্বেশ্য রাঘব ! ।  
 তত্র প্রভাবতী নাম তপোহতপ্যত তাপসী ॥৪১॥  
 তয়াঃদন্তানি ভোজ্যানি পানানি বিবিধানি চ ।  
 ভুক্ত্বা লব্ধবলাঃ সন্তুস্তয়োক্তেন পথা ততঃ ॥৪২॥  
 নির্ধায় তস্মাদ্ভ্রুদেদ্যাং পশ্চামো লবণাস্তসং ।  
 সমীপে সছমলয়ো দর্দরুঞ্চ মহার্গং রম্ ॥৪৩॥ (যুগ্মকম্)  
 ততো মলয়মারুহ পশ্চান্তো বরুণালয়ম্ ।  
 বিষণ্ণা-ব্যথিতাঃ শিমা নিরাশা জীবিতে ভৃশম্ ॥৪৪॥

### ভারতকৌমুদী

প্রতি । অন্ধকারাম্ অন্ধকারাচ্ছয়াম্, গহনাং দুর্গমাম্ ॥৩৯॥  
 গম্বেতি । স্তমহদিত্যাকার্যভাব আর্থঃ । তত্রৈব গুহ্যায়াম্, অন্তরা মধ্যে ॥৪০॥  
 ময়ন্তেতি । ময়স্য ময়নামকস্ত । বেশ্য ভবনম্ ॥৪১॥  
 তয়েতি । পীয়ন্ত ইতি পানানি জলাদীনি । লবণাস্তসো লবণসমুদ্রস্ত ॥৪২—৪৩॥

আমরা—পর্বত, বন ও আকরের সহিত সমস্ত দক্ষিণদিক্ অন্বেষণ করিয়া  
 পরিভ্রান্ত হইয়া কিছুকাল অতীত হইলে একটা বিশাল গুহা দেখিলাম ॥৩৯॥

ক্রমে আমরা তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলাম ; সে গুহাটা অতিবিস্তৃত,  
 বহু যোজনদীর্ঘ, অন্ধকারাবৃত, দুর্গম ও কীটসেবিত ছিল ॥৩৯॥

তৎপরে আমরা অনেক দূর যাইয়া তাহার ভিতরেই সূর্য্যের কিরণ ও সুন্দর  
 একটা বাড়ী দেখিতে পাইলাম ॥৪০॥

রঘুনন্দন ! সে বাড়ীটা ময়দানবের ছিল ; কিন্তু তাহাতে তখন ‘প্রভাবতী’-নাম্নী  
 এক তাপসী তপস্তা করিতেন ॥৪১॥

তিনি আমাদিগকে নানাবিধ খাদ্য ও পেয় বস্তু দান করিলেন ; আমরা তাহা  
 ভোজন ও পান করিয়া লব্ধবল হইয়া তাহারই নির্দিষ্ট পথে সে স্থান হইতে নির্গত  
 হইয়া লবণসমুদ্রের নিকটে ‘সহ’, ‘মলয়’ ও ‘দর্দরু’-নামক তিনটা মহাপর্বত দর্শন  
 করিলাম ॥৪২—৪৩॥

তাহার পর আমরা মলয়পর্বতে আরোহণ করিয়া অনেক শতযোজনবিস্তৃত,

অনেকশতবিস্তীর্ণং যোজনানাং মহোদধিম্ ।  
 তিমি-নক্র-বধাবাসং চিস্তয়ন্তঃ স্তূৰ্ণধিতাঃ ॥৪৫॥ (যুগ্মকম্) ;  
 তত্রানশনসঙ্কল্পং কৃত্বাসীদা বয়ং তদা ।  
 ততঃ কথাস্তে গৃধ্রশ্চ জটায়োরভবৎ কথা ॥৪৬॥  
 ততঃ পর্বতশৃঙ্গাভং ঘোররূপং ভয়াবহম্ ।  
 পক্ষিণং দৃষ্টবন্তঃ স্ম বৈনতেয়মিবাপরম্ ।  
 সোহস্মানতকর্যন্তোক্তু মথাভ্যেত্য বচোহব্রবৌৎ ॥৪৭॥  
 ভোঃ ! ক এষ মম ভ্রাতুর্জটায়োঃ কুরুতে কথাম্ ।  
 সম্পাতির্নাম তস্মাহং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা ঋগাধিপঃ ॥৪৮॥  
 অন্যোন্তস্পর্দ্ধয়াকুড়াবাবামাদিত্যসংপদম্ ।  
 ততো দন্ধাবিমৌ পক্ষৌ ন দক্ষৌ তু জটায়ুষঃ ॥৪৯॥

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । থিন্নাঃ শ্রান্তাঃ । নক্রঃ কুস্তীরঃ, বধো মৎস্তঃ ॥৪৫— ৫॥  
 তদ্ব্রতি । অনশনসংকল্পম্ অনশনেন মৃত্যুসঙ্কল্পম্, তৎপরং গন্তমশক্যত্বাৎ ॥৪৬॥  
 তত ইতি । বৈনতেয়ং গরুড়ম্ । অতর্কয়ৎ ঐচ্ছৎ । ষট্টিপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৪৭॥  
 ভো ইতি । “জটায়ুশ্চ জটায়ুষা” ইতি ঋকপকোষাদৈকরূপ্যমন্ত ॥৪৮॥

বরুণালয় এবং তিমি, কুস্তীর ও মৎস্তের আবাসস্থান মহাসমুদ্র দর্শন করিয়া এবং তাহার ভীষণত্ব ভাবিয়া অতি দুঃখিত, বিষণ্ণ, ব্যথিত, ক্রান্ত ও জীবনের প্রতি অত্যন্ত নিরাশ হইয়া পড়িলাম ॥৪৪—৪৫॥

আমরা তখন সেইখানেই অনাহারে মরিবার সঙ্কল্প করিয়া উপবেশন করিলাম ; তখন নানা আলোচনার মধ্যে জটায়ুর আলোচনাও হইল ॥৪৬॥

তাহার পর আমরা—পর্বতশৃঙ্গের স্থায় বিশাল, ভয়ঙ্কর মূর্তি ও ভয়ঙ্কর স্বভাব দ্বিতীয় গরুড়ের মত একটা পক্ষীকে দেখিতে পাইলাম ; সে—আমাদিগকে ভক্ষণ করিবে বলিয়া ভাবিয়াছিল ; কিন্তু নিকটে আসিয়া এই কথা বলিল—॥৪৭॥

“ওহে ! কে এই আমার ভ্রাতা জটায়ুর আলোচনা করিল ? আমার নাম ‘সম্পাতি’, আমি সেই জটায়ুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ॥৪৮॥

আমরা একদা পরস্পর স্পর্ধা করিয়া সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলাম ; তাহাতে আমার এই পক্ষযুগল দধ্ব হইয়াছিল ; কিন্তু জটায়ুর পক্ষযুগল দধ্ব হয় নাই ॥৪৯॥

তদা মে চিরদৃষ্টঃ স ভ্রাতা গৃধ্রপতিঃ প্রিয়ঃ ।  
 নির্দ্বন্দ্বপক্ষঃ পতিতো হৃহমস্মিন্ মহাগিরৌ ॥৫০॥  
 তত্শ্রবণং বদতোহস্মাভির্হিতো ভ্রাতা নিবেদিতঃ ।  
 ব্যসনং ভবতশ্চেদং সংক্ষেপাটৈ নিবেদিতম্ ॥৫১॥  
 স সম্পাতিস্তদা রাজন্ ! শ্রদ্ধা স্তমহদপ্রিয়ম্ ।  
 বিষমচেতাঃ পপ্রচ্ছ পুনরস্মানরিন্দম ! ॥৫২॥  
 কঃ স রামঃ কথং সীতা জটায়ুশ্চ কথং হতঃ ।  
 ইচ্ছামিঃসর্বমেবৈতচ্ছেদ্যতুং প্রবগসন্তমাঃ ! ॥৫৩॥  
 তস্মাহং সর্বমেবৈতদ্বদন্তো ব্যসনাগমম্ ।  
 প্রায়োপবেশনে চৈব হেতুং বিস্তরতোহব্রবম্ ॥৫৪॥  
 সোহস্মাকুত্থাপয়ামাস বাকে্যনানেন পক্ষিরাট্ ।  
 রাবংগো বিদিতো মহং লক্ষা চাস্ত মহাপুরী ॥৫৫॥

### ভারতকৌমুদী

অস্তোত্তেতি । আবামাদিত্যস্ত সংপদমুত্তমস্থানমাক্রুচৌ । ইমৌ মদীয়ো ॥৪৭॥  
 তদেতি । মে ময়া, স জটায়ুঃ, তদা চিরদৃষ্টঃ ॥৫০॥  
 তত্তেতি । তস্ত সম্পাতেরন্তিকে । ব্যসনং স্ত্রীহরণরূপা বিপৎ ॥৫১॥  
 স ইতি । অপ্রিয়ং ভ্রাতৃমরণনিবেদনবাক্যম্ ॥৫২॥  
 ক ইতি । কথং কেতব্যঃ । হে প্রবগসন্তমাঃ ! বানরশ্রেষ্ঠাঃ ! ॥৫৩॥  
 তত্তেতি । ব্যসনাগমং বিপদুপস্থিতিম্ । এতৎ সর্বমব্রবম্ ॥৫৪॥

আমি সেই বহু পূর্বের প্রিয়ভ্রাতা পক্ষিরাজ জটায়ুকে দেখিয়াছিলাম । কারণ, পক্ষযুগল দক্ষ হওয়ায় আমি এই মহাপর্বতে পতিত হইয়াছিলাম” ॥৫০॥

তিনি এইরূপ বলিতেছিলেন, সেই সময়ে আমরা তাঁহার ভ্রাতা জটায়ুর বধসংবাদ জানাইলাম এবং সংক্ষেপে আপনার এই বিপদের সংবাদও বলিলাম ॥৫১॥

অরিন্দম রাজা ! তখন সেই সম্পাতি সেই গুরুতর অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া বিষম-চিন্ত হইয়া পুনরায় আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন— ॥৫২॥

“বানরশ্রেষ্ঠগণ ! সেই রাম কে ? সীতাই বা কে ? জটায়ুই বা কি জন্তু নিহত হইল ? এই সমস্ত বিষয়ই আমি শুনিতে ইচ্ছা করি” ॥৫৩॥

তখন আপনার বিপদের উপস্থিতি এবং আমাদের প্রায়োপবেশনের কারণ ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই আমি বিস্তরক্রমে তাঁহার নিকট বলিলাম ॥৫৪॥

পরে পক্ষিরাজ সম্পাতি এই কথা বলিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত—

দৃষ্টা প্যারে সমুদ্রস্ত ত্রিকূটগিরিকন্দরে ।  
 ভবিত্রী তত্র বৈদেহী ন মেহন্ত্যত্র বিচারণা ॥৫৬॥ (যুগ্মকম্)  
 ইতি তন্ত বচঃ শ্রুত্বা বহুমুখায় সত্ত্বরাঃ ।  
 সাগরক্রমণে মন্ত্ৰং মন্ত্ৰয়ামঃ পরম্পরম্ ॥৫৭॥  
 নাধ্যবাস্ত্রদ্যদা কশ্চিৎ সাগরস্ত বিলজ্জনে ।  
 ততঃ পিতরমাবিশ্য পুণ্ড্রবেহং মহার্ণবম্ ।  
 শতযোজনবিস্তীর্ণং নিহত্য জলরাক্ষসীম্ ॥৫৮॥  
 তত্র সীতা ময়া দৃষ্টা রাবণাস্তঃপুরে সতী ।  
 উপবাসতপঃশীলা ভৰ্তৃদর্শনলালসা ।  
 জটীলা মলদিদ্ধাক্ষী কুশা দীনা তপস্বিনী ॥৫৯॥  
 নিমিত্তৈস্তামহং সীতামুপলভ্য পৃথগ্বিধৈঃ ।  
 উপস্থত্যা ব্রুবঞ্চার্থ্যামভিবাণ্য রহোগতাম্ ॥৬০॥

## ভারতকৌমুদী

স ইতি । মন্ত্ৰং মম । ভবিত্রী স্বাত্ৰী তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ ॥৫৫—৫৬॥

ইতীতি । সাগরস্ত ক্রমণে লজ্জনে, মন্ত্ৰয়ামঃ কুৰ্য্যঃ ॥৫৭॥

নেতি । নাধ্যবাস্ত্রং অধ্যবসায়ং ন কৃতবান্ । পিতরং বায়ুম্ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৫৮॥

তজ্জেতি । মলদিদ্ধাক্ষী, স্নানাস্তব্ধসংস্কারাভাবাৎ, তপস্বিনী শোচ্যা । ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫৯॥

নিমিত্তৈরिति । নিমিত্তৈঃ অনন্তসম্ভবৈত্তেয়েব লিঙ্গৈঃ । রহোগতাং নিষ্কর্নহ্যম্ ॥৬০॥

“আমি রাবণকে জানি এবং সমুদ্রের পারে ত্রিকূটপর্ব্বতের গুহায় তাহার যে মহা-  
 নগরী লঙ্কা আছে, তাহাও দেখিয়াছি ; সীতাদেবী সেইখানেই আছেন, এ বিষয়ে  
 কোন সন্দেহ নাই” ॥৫৫—৫৬॥

সম্প্রতি সেই কথা শুনিয়া সত্ত্বর উঠিয়া আমরা সমুদ্রলজ্জনের বিষয়ে পরস্পর  
 মন্ত্ৰণা করিলাম ॥৫৭॥

যখন কেহই সমুদ্রলজ্জনে সাহস করিল না, তখন আমি পিতা পবনদেবকে  
 আশ্রয় করিয়া এবং জলরাক্ষসীকে বধ করিয়া শতযোজনবিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র লজ্জনে  
 করিলাম ॥৫৮॥

তাহার পর আমি লঙ্কানগরীতে যাইয়া রাবণের অন্তঃপুরে সতী, উপবাসনিরতা,  
 ভৰ্তৃদর্শনলোলুপা, জটধারিণী, মললিপ্তাক্ষী, কুশা, কাতরা ও শোচনীয় সীতাদেবীকে  
 দর্শন করিলাম ॥৫৯॥

(৫৭) মন্ত্ৰয়ামঃ পরম্পর । - বা ব ক া নি ।

বঙ্গ-২০২ (১১)

সীতে ! রামস্ত দূতোহং বানরো মারুতাভুজঃ ।  
 স্বদর্শনমভিপ্রেপ্সুরিহ প্রাপ্তো বিহারসা ॥৬১॥  
 রাজপুত্রো কুশলিনো জাতরো রামলক্ষ্মণো ।  
 সর্বশাখায়ুগেন্দ্রেণ সুগ্রীবোণাভিপালিতো ॥৬২॥  
 কুশলং ত্রাহত্রবীজামঃ সীতে ! সৌমিত্রিণা সহ ।  
 সখিভাবাচ্চ সুগ্রীবঃ কুশলং ত্রানুপৃচ্ছতি ॥৬৩॥  
 ক্ষিপ্রেমেষ্টিতি তে ভর্তা সর্বশাখায়ুগৈঃ সহ ।  
 প্রত্যয়ং কুরু মে দেবি ! বানরোহস্মি ন রাক্ষসঃ ॥৬৪॥  
 মুহূর্তমিব চ ধ্যায়া সীতা মাং প্রভু্যবাচ হ ।  
 জ্ঞানামি ত্বাং হনুমন্তুমবিস্কাবচনাদহম্ ॥৬৫॥  
 অবিস্কোয়া হি মহাবাহো ! রাক্ষসো বৃদ্ধসন্মতঃ ।  
 কথিতস্তেন সুগ্রীবস্ত্বদ্বিধৈঃ সচিবৈর্বৃতঃ ॥৬৬॥

### ভারতকৌমুদী

সীতা ইতি । বিহারসেত্যনেনাত্মন আগমনাসম্ভবং নিরাকৃতম্ ॥৬১॥  
 রাজ্ঞেতি । সর্বেষাং শাখায়ুগাণাং বানরাণামিশ্রেণ শ্রেষ্ঠেন ॥৬২॥  
 কুশলমিতি । স্বা স্বাম্, অত্রবীদপৃচ্ছৎ । সখিভাবাৎ রামস্ত । স্বা স্বাম্ ॥৬৩॥  
 ক্ষিপ্রেমিতি । সর্বশাখায়ুগৈঃ সর্ববানরৈঃ । প্রত্যয়ং বিশ্বাসম্ ॥৬৪॥  
 মুহূর্তমিতি । ধ্যায়া ত্রিঙ্গটাবাক্যং শৃণ্বা । অবিস্ক্যস্ত ত্রিঙ্গটোক্তরাক্ষসস্ত বচনাৎ ॥৬৫॥

তদনন্তর আমি, উক্ত নানাবিধ কারণে সেই নির্জনস্থ দেবীকেই সীতা নিরূপণ  
 করিয়া, নিকটে যাইয়া, নমস্কার করিয়া বলিলাম—৥৬০॥

“জনকনন্দিনি ! আমি রামচন্দ্রের দূত, জ্ঞাতিতে বানর এবং বায়ুর পুত্র । আমি  
 আপনাকে দেখিবার ইচ্ছায় আকাশপথে এইখানে আসিয়াছি ॥৬১॥

রাজপুত্র রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাই কুশলে আছেন এবং সর্ববানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব  
 তাঁহাদিগকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিতেছেন ॥৬২॥

জনকনন্দিনি ! লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্র আপনার মঙ্গল জিজ্ঞাসা  
 করিয়াছেন এবং রামের সহিত সখিঈনিবন্ধন সুগ্রীবও আপনার মঙ্গলপ্রশ্ন  
 করিয়াছেন ॥৬৩॥

দেবি ! আপনার স্বামী সমস্ত বানরের সহিত সম্বরই এখানে আসিবেন ।  
 আপনি আমার উপরে বিশ্বাস করুন ; আমি বানর, রাক্ষস নহি” ॥৬৪॥

তখন সীতাদেবী কিছুকাল চিন্তা করিয়া আমাকে বলিলেন—“আমি অবিস্ক্যের  
 বচন অনুসারে তোমাকে হনুমান্ বলিয়াই বুঝিতেছি ॥৬৫॥

গম্যতামিতি চোক্তম্ । মাং সীতা প্রাদাদিমং মণিम् ।

ধারিতা যেন বৈদেহী কালম্যেতমনিন্দিতা ॥৬৭॥

প্রত্যয়ার্থং কথাক্ষেমাং কথয়ামাস জানকী ।

ক্ষিপ্তামিবীকাং কাকায় চিত্রকূটে মহাগিরৌ ।

ভবতা পুরুষব্যাভ্র ! প্রত্যভিজ্ঞানকারণাৎ ॥৬৮॥

গ্রাহয়িত্বাহমাত্মানং ততো দন্ধু । চ তাং পুরীম্ ।

সংপ্রাপ্ত ইতি তং রামঃ প্রিয়বাদিনমার্চয়ৎ ॥৬৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বনি  
দ্রোপদৌহরণে রামোপাখ্যানেন হনুমৎ প্রত্যাগমনে ষট্টিংশদধিক-  
বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ \*

### ভারতকৌমুদী

অবিদ্ধা ইতি । বুদ্ধচাসৌ সম্মতো লোকপ্রিয়শ্চেতি সং ॥৬৬॥

গম্যতামিতি । প্রাদাৎ ভবতো বিশ্বাসার্থং মমার্ণিতবতী । যেন মণিনা, অনিন্দিতা বৈদেহী,  
এতমেতাবস্তং কালম্, ধারিতা স্বপুণেনৈব জীবনং প্রাপিতা ॥৬৭॥

প্রত্যয়েতি । হে পুরুষব্যাভ্র ! জানকী, প্রত্যয়ার্থং ময়ি ভবতো বিশ্বাসার্থম্, প্রত্যভিজ্ঞান-  
কারণাৎ এতৎকৃত্য সীতৈবেতি জ্ঞানহেতুশ্চ, চিত্রকূটে মহাগিরৌ, ভবতা কাকায় ক্ষিপ্তাম্, ইবীকাং  
তৃণবিশেষবিষয়িকাম্, ইমামনন্তবিদিতাং কথাক্ষ কথয়ামাস । ইত্যাঙ্ক হনুমানপি তাং রামায়ণোক্তাং  
কথামকথয়দ্বিতি ভাবঃ । ষট্টিংশদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৬৮॥

### ভারতভাবদীপঃ

১২৬-৩৪১ কারয়িত্বামি স্বার্থে বিচ্ ১৩১-৪৮১ সংপদং গতবস্তাবিতি শেষঃ ১৪২-১৬১  
ধারিতা জীবনং প্রাপ্তা, ইদানীমেতদ্বিয়োগাদত্যন্তং ব্যাকুলায়ান্তস্তা লাভার্থং শীঘ্রং যত্নিতব্যমিতি  
ভাবঃ ১৬৭-১৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্টিংশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ১২৩৩

মহাবাহু ! এখানে বুদ্ধ ও লোকপ্রিয় ‘অবিদ্ধা’-নামে এক রাক্ষস  
আছেন ; তিনি বলিয়াছেন যে, সুগ্রীব তোমারই তুল্য মস্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত  
থাকেন ॥৬৬॥

তুমি এখন যাও” এই কথা বলিয়া সীতাদেবী আমার নিকট এই মণিটী দিলেন ;  
যে মণিটী এককাল যাবৎ অনিন্দিতা সীতাদেবীকে জীবিত রাখিয়াছিল ॥৬৭॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমার উপরে আপনার বিশ্বাসের জন্ত এবং সীতাই ইহা

\* ...অষ্টব্যতিক্রমবিশততমঃ...—পি, ‘...একশতিক্রমবিশততমঃ...’—বা ব, ‘...দ্ব্যশতিক্রম-  
বিশততমঃ...’—কা, ‘...ত্র্যশতিক্রমবিশততমঃ...’—নি ।



## সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ততস্তত্ৰৈব রামশ্চ সমাসীনশ্চ তৈঃ সহ ।

সমাজগ্নুঃ কপিশ্ৰেষ্ঠাঃ স্ত্রীববচনাতদা ॥১॥

বৃতঃ কোটিসহস্ৰেণ বানরাগাং তরশ্বিনাম্ ।

ঋশুরো বালিনঃ শ্রীমান্ সুষেণো রামমভ্যয়াৎ ॥২॥

কোটীশতবৃতৌ চাপি গয়ৌ গবয় এব চ ।

বানরেন্দ্রৌ মহাবীৰ্য্যৌ পৃথক্ পৃথগদৃশ্যতাম্ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

গ্রাহেতি । ততঃ আহমাস্মানং গ্রাহয়িত্বা রাক্ষসৈর্ধারয়িত্বা, তাং লভ্যং পুরীক দৃষ্ট্বা, সংপ্রাপ্ত  
আগত ইতি । রামশ্চ প্রিয়বাদিনং তমার্চয়ৎ আদ্রিয়ত ॥৬১॥

ইতি মহামহোঃ ॥ অধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাসীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণে  
ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

তত ইতি । তত্ৰৈব মাল্যবতঃ পৃষ্ঠ এব, সমাসীনশ্চ অবতিষ্ঠমানশ্চ সমীপে ॥১॥

বৃত ইতি । এষ কোট্যাদয়ঃ সংখ্যাশব্দা বহুত্বমাত্রাবোধনার্থাঃ । তরশ্বিনাং বলবতাম্ ॥২॥

বলিয়াছেন—এইরূপ আপনার ধারণার জন্ত, সীতাদেবী এই উপাখ্যানটীও আমার  
নিকট বলিয়া দিয়াছেন যে, আপনি চিত্রকূটপর্বতে একটা কাকের উপরে একটা  
ইষীকা (তৃণবিশেষ) নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ॥৬৮॥

তাহার পর আমি রাক্ষসগণের নিকট আপনাকে ধরা দিয়া এবং সেই  
লঙ্কাপুরীটাকে দষ্ট করিয়া আসিয়াছি” । ইহার পর রাম সেই প্রিয়বাদী হনুমানের  
ষষ্ঠেষ্ঠ আদর করিলেন” ॥৬৯॥

—:~:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তাহার পর লক্ষ্মণপ্রভৃতির সহিত রাম যখন সেই  
মাল্যবানপর্বতেই অবস্থান করিতেছিলেন, তখন স্ত্রীবেদের আদেশ অনুসারে, প্রধান  
প্রধান বহুতর বানর আগমন করিল ॥১॥

বালীর ঋশুর উজ্জলবেশধারী সুষেণ বলবান্ বহুতর বানরে পরিবেষ্টিত হইয়া  
রামের নিকট আগমন করিল ॥২॥

ষষ্টিকোটীসহস্রাণি প্রকর্ষন্ প্রত্যদৃশ্যত ।  
 গোলাঙ্গুলো মহারাজ ! গবাক্ষো ভীমদর্শনঃ ॥৪॥  
 গন্ধমাদনবাসী তু প্রথিতো গন্ধমাদনঃ ।  
 কোটীশতসহস্রাণি হরীণাং সমকর্ষত ॥৫॥  
 পনসো নাম মেধাবী বানরঃ স্তম্ভাবলঃ ।  
 কোটীদশ দ্বাদশ চ ত্রিংশৎ পঞ্চ প্রকর্ষতি ॥৬॥  
 শ্রীমান্ দধিমুখো নাম হরিবুদ্ধোহতিবীৰ্য্যবান্ ।  
 প্রচকর্ষ মহাসৈন্যং হরীণাং ভীমতেজসাম্ ॥৭॥  
 কৃষ্ণাণাং মুখপুণ্ড্রাণামৃক্ষাণাং ভীমকর্ষণাম্ ।  
 কোটীশতসহস্রেন জাম্ববান্ প্রত্যদৃশ্যত ॥৮॥

### ভারতকৌমুদী

কোটীতি । অদৃশ্যতাম্ অদৃশ্যতাম্, তত্রৈত্যরৈক্যিরিতি শেষঃ ॥৩॥  
 ষষ্টিতি । ষষ্টিকোটীসহস্রাণি বানরাণামেব । গোলাঙ্গুলন্তজ্জাতীয়ঃ ॥৪॥  
 গন্ধেতি । গন্ধমাদনঃ পর্বতস্তম্বাসী । হরীণাং বানরাণাম্ ॥৫॥  
 পনস ইতি । প্রকর্ষতি প্রকৃত্তানয়তি স্ম ॥৬॥  
 শ্রীমানিতি । হরিবুদ্ধো বুদ্ধো বানরঃ । মহাসৈন্যং বিশালাং চমু ॥৭॥  
 কৃষ্ণানামিতি । মুখে মুখৈকদেশে ললাটে পুণ্ড্রাণি পুণ্ড্রাকারশ্বেতলোমানি যেষাং তেষাম্ ॥৮॥

বানরশ্রেষ্ঠ ও মহাবল গয় এবং গবয়কে পৃথক্ পৃথক্ বহুসংখ্যক বানরে পরিবৃত্ত  
 অবস্থায় উপস্থিত হইতে দেখা গেল ॥৫॥

মহারাজ ! তৎপরে গোলাঙ্গুল ও ভয়ঙ্করমূর্তি গবাক্ষকে অসংখ্য বানর লইয়া  
 আসিতে দেখা গেল ॥৬॥

গন্ধমাদনপর্বতবাসী বিখ্যাত গন্ধমাদন বহুতর বানরসৈন্য লইয়া উপস্থিত  
 হইল ॥৭॥

‘বুদ্ধিমান্ ও অত্যন্ত বলবান্ ‘পনস’-নামক বানর প্রচুর বানরসৈনিক লইয়া  
 আগমন করিল ॥৮॥

উজ্জলবেশধারী, অত্যন্ত বলবান্ ও বুদ্ধ দধিমুখ মহাবল বিশাল বানরসৈন্যের  
 সহিত উপস্থিত হইল ॥৯॥

কৃষ্ণবর্ণ, ললাটে খেতচিহ্নশালী ও ভীমকর্ষা অসংখ্য ভল্লকের সহিত জাম্ববান্-  
 কে দেখা গেল ॥১০॥

এতে চাণ্ডে চ বহবো হরিশূখপশুখপাঃ ।

অসংখ্যো মহারাজ ! সমীযু রামকারণাৎ ॥৯॥

গিরিকূটনিভাঙ্গানাং সিংহানামিব গজ্জতাম্ ।

শ্রয়তে তুমুলঃ শব্দস্তত্র তত্র প্রধাবতাম্ ॥১০॥

গিরিকূটনিভাঃ কেচিৎ কেচিন্মহিষসন্নিভাঃ ।

শরদ্রপ্রতীকাশাঃ কেচিদ্ধিঙ্গুলকাননাঃ ॥১১॥

উৎপতন্তুঃ পতন্তুশ্চ প্লবনানাশ্চ বানরাঃ ।

উদ্ধ্বস্তোহপরে রেণূন্ সমাজগ্মুঃ সমন্ততঃ ॥১২॥

স বানরমহাসৈন্যঃ পূর্ণসাগরসন্নিভঃ ।

নিবেশমকরোন্তত্র স্ত্রীবানুমতে তদা ॥১৩॥

### ভারতকৌমুদী

এত ইতি । হরীণাং বানরাণাং যুথং সমূহং পাশ্চি রক্ষতীতি তেষামপি যুথপাঃ ॥৯॥

গিরীতি । গিরিকূটনিভাঙ্গানাং পর্বতশৃঙ্গসদৃশদৃঢ়গাত্রাণাম্ । শব্দঃ কোলাহলঃ ॥১০॥

গিরীতি । গিরিকূটনিভাঃ পর্বতশৃঙ্গতুল্যা বৃহৎ । শরদ্রপ্রতীকাশাঃ শরয়েষতুল্যান্ড্রবর্ণাঃ, হিঙ্গুলকবৎ আননং রক্তবর্ণং মুখং যেষাং তে ॥১১॥

উদিতি । উদ্ধ্বস্ত উৎক্ষিপন্তঃ, রেণূন্ ধূলীঃ ॥১২॥

স ইতি । পূর্ণসাগরসন্নিভো বিশালতায়ামিতি ভাবঃ ॥১৩॥

মহারাজ ! ইহারা এবং অগ্ৰাগ্র বহুতর বানরশ্রেষ্ঠ রামের জ্ঞাত্য সেখানে উপস্থিত হইল ॥৯॥

ক্রমে পর্বতশৃঙ্গের আয় দৃঢ়শরীর ও সিংহের আয় গজ্জর্নকারী বানরগণ দৌড়াইতে লাগিল ; তখন সেই সেই স্থানে তাহাদের তুমুল কোলাহল শুনা যাইতে থাকিল ॥১০॥

সেই বানরদের মধ্যে কতকগুলি পর্বতশৃঙ্গের আয় বিশাল, কতকগুলি মহিষের আয় ধূসরবর্ণ, কতকগুলি শরৎকালের মেঘের আয় শুভ্রবর্ণ এবং কতকগুলি হিঙ্গুলের আয় রক্তমুখ ছিল ॥১১॥

কতকগুলি বানর উল্লম্বন-প্রালম্বন করিতে করিতে এবং অপর কতকগুলি বানর ধূলি উড়াইতে উড়াইতে সকল দিক্ হইতে আগমন করিল ॥১২॥

পূর্ণ সাগরের তুল্য সেই বিশাল বানরসৈন্য আসিয়া তখন স্ত্রীবেদের অমুমতি অনুসারে সেই স্থানেই শিবির সন্নিবেশ করিল ॥১৩॥

ততন্তেষু হরীশ্চেষু সমাবৃত্তেষু সৰ্কশঃ ।  
 তিথৌ প্রশস্তে নক্ষত্রে মুহূৰ্ত্তে চাভিপূজিতে ॥১৪॥  
 তেন ব্যাঢ়েন সৈন্তেন লোকাসু বর্তমানিব ।  
 প্রযযৌ রাঘবঃ শ্রীমান্ স্ত্রীমহাবীরসহিতস্তস্মা ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)  
 মুখ্যমাসীত্তু সৈন্তস্য হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ।  
 জঘনং পালয়ামাস সৌমিত্রিরকুতোভয়ঃ ॥ ৬॥  
 বন্ধগোধানুলিভ্রাণৌ রাঘবৌ তত্র জগ্মতুঃ ।  
 বর্তৌ হরিমহামাত্রৈশ্চন্দ্রসূর্য্যৌ গ্রহৈরিব ॥১৭॥  
 প্রবর্তৌ হরিসৈন্তং তং সালতালশিলায়ুধম্ ।  
 স্তমহচ্ছালিভবনং যথা সূর্য্যোদয়ং প্রতি ॥১৮॥  
 নলনীলাঙ্গদক্রোধ-মৈন্দ্রিবিদপালিতা ।  
 যযৌ স্তমহতৌ সেনা রাঘবস্তার্থসিদ্ধয়ে ॥১৯॥

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । হরীশ্চেষু বানরশ্রেষ্ঠেষু, সৰ্কশঃ সৰ্কাভ্যো দিগ্ভ্যঃ, সমাবৃত্তেষু আগতেহুঃ সংস্থ ।  
 ব্যাঢ়েন রচিতব্যাহেন, উষ্ণয়ন্ অধিকৌৰ্কন্ ॥১৪—১৫॥  
 মুখমিতি । মুখং সৰ্কাগ্রবর্তী । জঘনং পশ্চাঙ্গাগম্ ॥১৬॥  
 ইন্দ্রেতি । বন্ধে যুতে গোধা জ্যাঘাতাবরণমল্লিজাণঞ্চ তে যাভ্যাং তৌ । হরিমহামাত্রৈর্বানর-  
 প্রধানৈঃ । “গোধা প্রাণিবিশেষে স্তাং জ্যাঘাতস্ত চ বারণে” ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥১৭॥  
 প্রেতি । শালিভবনং শীতকালে শোষণায় নিরাবরণীকৃতং পক্ষধাতুগৃহম্ ॥১৮॥  
 নলেতি । নলাদয়ঃ প্রধানবানরাঃ । অর্থসিদ্ধয়ে প্রয়োজননিপত্তয়ে ॥১৯॥

সকল দিক্ হইতে সেই সমস্ত প্রধান বানর উপস্থিত হইলে, তাহার পর শ্রীমান্  
 রামচন্দ্র স্ত্রীমহাবীর সহিত মিলিত হইয়া সেই ব্যূহবন্ধ সৈন্তদ্বারা আরও কতকগুলি  
 ভূবন উদ্ধৃত (অতিরিক্ত) করিতে থাকিয়াই যেন প্রশস্ত তিথিতে, শুভ নক্ষত্রে ও  
 উত্তম লগ্নে যুদ্ধযাত্রা করিলেন ॥১৪—১৫॥

পবননন্দন হনুমান্ সেই সৈন্তের সম্মুখভাগে রহিলেন এবং নির্ভয়চিত্ত লক্ষণ  
 তাহার পশ্চাঙ্গাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥১৬॥

রাম ও লক্ষণ জ্যাঘাতাবরণ ও অঙ্গুলি ধারণ করিয়া এবং প্রধান প্রধান বানরে  
 পরিবেষ্টিত হইয়া, গ্রহগণপরিবেষ্টিত চন্দ্র ও সূর্য্যের স্তায় গমন করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

শাল, তাল ও শিলারূপ অস্ত্রধারী সেই বানরসৈন্ত, সূর্য্যোদয়ের সময়ে আচ্ছাদন-  
 শূন্ত অতিবৃহৎ পক্ষধাতুর গৃহের স্তায় শোভা পাইতে থাকিল ॥১৮॥

বিবিধেষু প্রশস্তেষু চমূলফলেষু চ ।  
 প্রভূতমধুমাংসেষু বারিমংস্থ শিবেষু চ ॥২০॥  
 নিবসন্তী নিরাবাধা তথৈব গিরিসানুযু ।  
 উপায়াকুরিসেনা সা কারোদমথ সাগরম্ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)  
 দ্বিতীয়সাগরনিভং তদ্বলং বহুলধ্বজম্ ।  
 বেলাবনং সমাসাগ্র নিবাসমকরোত্তদা ॥২২॥  
 ততো দাশরথিঃ শ্রীমান্ সূত্রীং প্রত্যভাষত ।  
 মধ্যে বানরমুখ্যানাং প্রাপ্তকালমিদং বচঃ ॥২৩॥  
 উপায়ঃ কো নু ভবত্যং মতঃ সাগরলজ্জনে ।  
 ইয়ং হি মহতী সেনা সাগরশ্চাতিদুস্তরঃ ॥২৪॥  
 তত্রাত্তো ব্যাহরন্তি স্ম বানরাঃ পটুমানিনঃ ।  
 সমৰ্থা লজ্জনে সিদ্ধোৰ্ন তু তৎ কৃৎস্নকারকম্ ॥২৫॥

### ভারতকৌমুদী

বিবিধেষ্টিতি । বহুনি মূলফলানি যেষু তেষু প্রভূতানি প্রচুরাণি মধুনি পুষ্পরসা মাংসানি চ  
 যেষু তেষু, শিবেষু মঙ্গলময়েষু স্থানেষু । কারোদং লবণজলম্ ॥২০-২১॥  
 দ্বিতীয়েষ্টিতি । বেলাবনং লবণসমুদ্রতীরস্থমরণ্যম্ ॥২২॥  
 তত ইতি । দাশরথিঃ রামঃ । প্রাপ্ত উপস্থিতঃ কালো যন্ত তৎ ॥২৩॥  
 উপায় ইতি । মহতী অতিবহুলজনঘটিতা ॥২৪॥

নল, নীল, অঙ্গদ, ক্রোধ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ-রক্ষিত সেই বিশাল বানরবাহিনী  
 রামচন্দ্রের কার্য্যসিদ্ধির জন্ত গমন করিতে লাগিল ॥২০॥

যে যে স্থানে প্রচুর ফল, মূল, মধু, মাংস ও জল ছিল, সেই সকল প্রশস্ত ও  
 মঙ্গলময় নানাবিধ স্থানে এবং পর্ব্বতের সমতল ভূমিতে বাস করিতে থাকিয়া ক্রমে  
 সেই বানরসেনা নির্বিন্বে লবণসমুদ্রের তীরে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥২০-২১॥

পরে দ্বিতীয়সমুদ্রতুল্য ও বহুতর ধ্বজসমধ্বিত সেই সৈন্ত সমুদ্রের তীরবর্তী বনে  
 যাইয়া তখন অবস্থান করিল ॥২২॥

তাহার পর শ্রীমান্ রামচন্দ্র প্রধান প্রধান বানরগণের মধ্যে সূত্রীবের নিকট  
 তৎকালোচিত এই কথা বলিলেন— ॥২৩॥

“বীরগণ । সমুদ্রলজ্জনের বিষয়ে কোন্ উপায় তোমাদের অভিমত ? এই  
 বাহিনীও বিশাল, সমুদ্রও অতিদুস্তর ॥২৪॥

কেচিমৌভিব্যবশ্যন্তি কেচিচ্চ বিবিধৈঃ প্লবৈঃ ।

নেতি রামস্ত তান্ সৰ্বান্ সাস্তুয়ন্ প্রত্যভাষত ॥২৬॥

শতযোজনবিস্তারং ন শৃঙ্গাঃ সৰ্ধবানরাঃ ।

ক্রাস্তং তোয়নিধিং বীরাঃ ! নৈষা বো নৈষ্ঠিকী মতিঃ ॥২৭॥

নাবো ন সন্তি সেনায়া বহ্যস্তারয়িতুং তথা ।

বণিজ্যমুপবাতঞ্চ কথমশ্মদ্বিশচরেৎ ॥২৮॥

বিস্তীর্ণক্ষেবনঃ সৈন্তং হস্তাচ্ছিত্রেণ বৈ পরঃ ।

প্লবোড়ুপপ্রতারশ্চ নৈবাত্র মম রোচতে ॥২৯॥

অহং দ্বিমং জলনিধিং সমারপ্যাম্যুপায়তঃ ।

প্রতিশেষ্যাম্যুপবসন্ দর্শয়িষ্যতি মাং ততঃ ॥৩০॥

### ভারতকৌমুদী

এতদ্ব্যেতি । পটুন্ শ্রবননিপুণান্ আত্মনো মগ্নস্ত ইতি পটুমানিনঃ, অস্ত্রে বানরাঃ, ব্যাহরন্তি  
অবশ্যি স্ম; বয়ং লিক্কোৰ্গজ্জনে সমৰ্থাঃ; কিন্তু তদস্মাকং লজ্জনম্, ন ক্লংগস্ত সৰ্বসৈন্তলজ্জনস্ত  
কারকম্ । তদস্মাকং লজ্জনং নিরর্থকমিতি ভাবঃ ॥২৫॥

কেচিদিতি । ব্যবশ্যন্তি তরীতুং যতন্তে স্ম । প্লবৈঃ উদ্ভুটৈঃ ॥২৬॥

শতেতি । ক্রাস্তং নৌভিঃ প্লবৈর্বা লজ্জয়িতুম্ । নৈষ্ঠিকী সম্পূর্ণকার্যনির্বাহিকা ॥২৭॥

নাব ইতি । নাবঃ প্লবশ্চ । অথ বণিজ্যং নাব আচ্ছিত্ত লজ্জ্যতামিত্যাহ—বণিজ্যমিতি ॥২৮॥

বিস্তীর্ণমিতি । ছিত্রেণ প্লবোড়ুপাভ্যাং তরণরূপরঞ্জনং । কদলীস্তম্ভাদিরচিতং তরণসাধনং  
পবঃ, ক্ষুদ্রনৌকা চোড়ুপং তাভ্যাং প্রতারঃ সমুদ্রতরণম্ ॥২৯॥

তখন আত্মনৈপুণ্য্যভিমানী কতকগুলি বানর বলিল—“আমরা সমুদ্রলজ্জনে  
সমর্থ বাটি ; কিন্তু তাহা ত সকলের লজ্জননির্বাহক হইবে না” ॥২৫॥

কেহ কেহ নৌকাদ্বারা লজ্জনের কথা বলিল ; অপর কেহ কেহ নানাবিধ  
ভেলাদ্বারা পার হইবার কথা জানাইল ; কিন্তু রাম কোমল বাক্যদ্বারা তাহাদের  
সকলকেই বলিলেন যে, “উহার কোনটাই হইতে পারে না ॥২৬॥

কারণ, সকল বানর নৌকা বা ভেলাদ্বারা শতযোজনবিস্তীর্ণ সমুদ্র পার হইতে  
পারে না ; সুতরাং তোমাদের এ বুদ্ধি সম্পূর্ণ কার্য্যনির্বাহক নহে ॥২৭॥

তার পর, আমাদের সৈন্তদের পার হইবার উপযোগী বহুতর নৌকা বা ভেলাও  
নাই ; আবার আমাদের মত লোক কিপ্রকারেই বা বণিক্দিগের কার্য্যের ব্যাঘাত  
করিতে পারে ? ॥২৮॥

বিশেষতঃ, শত্রুপক্ষ কোন কীক পাইলেই তখন আমাদের বিস্তৃত সৈন্ত নষ্ট  
করিয়া ফেলিবে । এই জন্যই ভেলা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাদ্বারা সমুদ্রতরণের চেষ্টা  
করা আমার অভিপ্রেত নহে ॥২৯॥

ন চেন্দর্শয়িতা মার্গং ধক্ষ্যামেনমহং ততঃ ।  
 মহাত্তৈরপ্রতিহতৈরত্যাগ্নিপবনোজ্জ্বলৈঃ ॥৩১॥  
 ইত্যুক্ত্বা সহসৌমিত্তিরূপস্পৃশ্যথ রাঘবঃ ।  
 প্রতিশিশ্চে জলনিধিং বিবিধং কুশসংস্তরে ॥৩২॥  
 সাগরস্ত ততঃ স্বপ্নে দর্শয়ামাস রাঘবম্ ।  
 দেবো নদনদীভর্তা শ্রীমান্ যাদোগণৈর্বৃতঃ ॥৩৩॥  
 কৌশল্যামাতরিত্যেবমাভাষ্য মধুরং বচঃ ।  
 ইদমিত্যাহ রত্নানামাকরৈঃ শতশো বৃতঃ ॥৩৪॥

### ভারতকৌমুদী

অহমিতি । উপায়তঃ অন্ত্রেনোপায়েন, সমারপ্যামি আরাধ্যামারপ্যো । প্রতি সমুদ্রং লক্ষ্য-  
 কৃত্য শেখ্যামি শয়িত্তে, দর্শয়িত্ততি মার্গমিতি শেষঃ ॥৩০॥

নেতি । অগ্নিপবনাবতিকান্তনীতি অত্যগ্নিবনানি তানি চ তানি উজ্জ্বলানি চেতি তৈঃ ॥৩১॥

ইতীতি । উপস্পৃশ্য আচম্য । জলনিধিং প্রতি লক্ষ্যাকৃত্য শিত্তে ॥৩২॥

সাগর ইতি । দর্শয়ামাস আত্মানমিতি শেষঃ । যাদোগণৈর্জলজন্তুগণৈঃ ॥৩৩॥

কৌশল্যোতি । কৌশল্যা মাতা যন্ত তৎসম্বোধনম্ । আকরৈঃ খনিভিঃ ॥৩৪॥

### ভারতভাবদীপঃ

ততস্তত্বেবেতি ॥১—৭॥ মুখে পুণ্ড্রস্তিলকং যেষাং তে ললাটে উৰ্দ্ধপুণ্ড্রাকারেণ চিহ্নেন  
 চিহ্নিতানাং ॥৮—১৭॥ শালিভির্ভাতীতি শালিভং তচ্চ তদ্বনং পক্ষশালিভবনং তৎসংগীতবর্ণ-  
 মিত্যর্থঃ ॥১৮—২৮॥ প্রবঃ অলাবুঘটাদিময়ং তরণসাধনম্, উদ্ভূপং ক্ষুদ্রনৌকা, তাভ্যাং  
 প্রতারন্তরণম্ ॥২৯॥ সমারপ্যামি আরাধয়িত্তামি ॥৩০—৩৩॥ মধুরং বচ ইদং শৃণ্বিত্যাহেতি

তবে, আমি অত্র কোন উপায়ে সমুদ্রের আরাধনা আরম্ভ করিব । আমি  
 উপবাসী থাকিয়া সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া শয়ন করিব (ধন্য দিব) ; তাহা হইলেই  
 সমুদ্র আমাকে পথ দেখাইয়া দিবেন ॥৩০॥

যদি পথ দেখাইয়া না দেন, তবে অগ্নি ও বায়ু অপেক্ষাও প্রবল এবং উজ্জ্বল ও  
 অপ্রতিহত মহাজ্বলারা সমুদ্রকে আমি দগ্ধ করিয়া ফেলিব” ॥৩১॥

এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া  
 আচমনপূর্বক যথাবিধানে কুশশয্যায় শয়ন করিলেন ॥৩২॥

তাহার পর নদ ও নদীগণের ভর্তা এবং উজ্জ্বলমূর্তি সমুদ্রদেব জলজন্তুগণে পরি-  
 বেষ্টিত হইয়া আসিয়া স্বপ্নে রামচন্দ্রকে দর্শন দান করিলেন ॥৩৩॥

এবং “কৌশল্যানন্দন !” এইরূপ মধুর বাক্য বলিয়া শত শত রত্নখনিরূপ  
 পরিবেষ্টিত থাকিয়া এইভাবে এই কথা বলিলেন— ॥৩৪॥

ক্রহি কিং তে করোম্যত্র সাহায্যং পুরুষৰ্ষভ ! ।  
 ঐক্ষ্বাকো হস্মি তে জ্ঞাতিরিতি রামস্তমব্রবীৎ ॥৩৫॥  
 মার্গমিচ্ছামি সৈন্যস্ত দত্তং নদনদীপতে ! ।  
 যেন গতা দশগ্রীবং হন্যাং পৌলস্ত্যপাংসনম্ ॥৩৬॥  
 যথেষং যাচতো মার্গং ন প্রদাস্ততি মে ভবান্ ।  
 শরৈস্ত্বাং শোষয়িষ্যামি দিব্যাস্ত্রপ্রতিমদ্বিতৈঃ ॥৩৭॥  
 ইত্যেবং ক্রবতঃ শ্রুত্বা রামস্ত বরুণালয়ঃ ।  
 উবাচ ব্যথিতো বাক্যমিতি বদ্ধাঞ্জলিঃ স্থিতঃ ॥৩৮॥  
 নেচ্ছামি প্রতিঘাতং তে নাস্মি বিদ্বকরস্তব ।  
 শৃণু চেদং বচো রাম ! শ্রুত্বা কর্তব্যমাচর ॥৩৯॥

## ভারতকৌমুদী

...ক্রহীতি । জ্ঞাতিরস্মি সগরপুত্রৈর্নিষ্মিতত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥৩৫॥  
 মার্গমিতি । দত্তং ভবতেতি শেষঃ । পৌলস্ত্যপাংসনং পুলস্ত্যকুলদুষকম্ ॥৩৬॥  
 যদীতি । দিব্যাস্ত্রপ্রতিমদ্বিতৈঃ স্বর্গীয়াস্ত্রমন্ত্রেণাভিমদ্বিতৈঃ ॥৩৭॥  
 ইতীতি । বরুণালয়ঃ সমুদ্রঃ । ব্যথিতঃ, পক্ষান্তরে শাসনশ্রবণাৎ ॥৩৮॥  
 নেতি । প্রতিঘাতমনিষ্টং কর্তৃত্বম্ । কর্তব্যম্ আচর কুরু ॥৩৯॥

“পুরুষশ্রেষ্ঠ । আমি ঐক্ষ্বাকুবংশীয় ; সুতরাং আপনার জ্ঞাতি ; অতএব বলুন—আমি এখন আপনার কি সাহায্য করিব” । রাম তখন তাঁহাকে বলিলেন—॥৩৫॥

“সমুদ্র ! আপনি আমার সৈন্যের পথ দান করেন, ইহা আমি ইচ্ছা করি, যাহার উপর দিয়া যাইয়া আমি পুলস্ত্যকুলদুষক রাবণকে বধ করিতে পারি ॥৩৬॥

আমি এইরূপ প্রার্থনা করায়ও আপনি যদি পথ প্রদান না করেন, তবে আমি দিব্যাস্ত্রমন্ত্রে অভিমদ্বিত বাণদ্বারা আপনাকে শুদ্ধ করিব” ॥৩৭॥

রাম এইরূপ বলিলে, সমুদ্র তাহা শুনিয়া কৃতাজলি হইয়া দাঁড়াইয়া দুঃখিতচিত্তে এই কথা বলিলেন—॥৩৮॥

“রাম ! আমি আপনার অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না এবং আপনার বিদ্বকারীও নহি ; সুতরাং এই বাক্য শ্রবণ করুন এবং শ্রবণ করিয়া কর্তব্য কার্য করুন ॥৩৯॥



যদি দাস্যামি তে মাগং সৈন্যশ্চ ব্রজতো জয়া ।  
 অগ্নেহপ্যাজ্ঞাপয়িষ্যন্তি মামেবং ধনুয়ো বলাৎ ॥৪০॥  
 অস্তি ত্বত্র নলো নাম বানরঃ শিল্লিসম্মিতঃ ।  
 ত্বষ্টুর্দেবশ্চ তনয়ো বলবান্ বিশ্বকর্ষণঃ ॥৪১॥  
 স যৎ কাষ্ঠং তৃণং বাপি শিলাং বা ক্ষেপ্যতে ময়ি ।  
 সর্বং তদ্ধারয়িষ্যামি স তে সেতুর্ভবিষ্যতি ॥৪২॥  
 ইত্যুক্ত্বাস্তর্হিতে তস্মিন্ রামো নলমুবাচ হ ।  
 কুরু সেতুং সমুদ্রে ত্বং শক্তো হসি মতো মম ॥৪৩॥  
 তেনোপায়েন কাকুৎস্থঃ সেতুবন্ধমকারয়ৎ ।  
 দশযোজনবিস্তারমায়তং শতযোজনম্ ॥৪৪॥  
 নলসেতুরিতি খ্যাতো যোহত্য়াপি প্রথিতো ভুবি ।  
 রামশ্চাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য নিম্নিতো গিরিসম্মিতঃ ॥৪৫॥

### ভারতকৌমুদী

যদীতি । জয়া আজয়া । অগ্নেহপি ধনুঃ ॥৪০॥  
 অস্তীতি । অত্র তব সেনায়াং । ত্বষ্টুর্বন্ধকিত্ত্বশ্চ ॥৪১॥  
 স ইতি । ধারয়িষ্যামি, ন তু শ্রোতসা হরিষ্যামি নবা তলং নেত্ৰ্যমীতি ভাবঃ ॥৪২॥  
 ইতীতি । তস্মিন্ সমুদ্রপৃষ্ঠে । শক্তঃ, বিশ্বকর্ষণঃ পুত্রস্বাদিত্যাশয়ঃ ॥৪৩॥  
 তেনেতি । তেন শিলাকাষ্ঠাদিনিক্ষেপরূপেণ । আয়তং দীর্ঘম্ ॥৪৪॥  
 নলেতি । স চ নলসেতুরিতি খ্যাতোহভূৎ, নলেন নির্মাণাৎ ॥৪৫॥

আমি যদি আপনার আদেশেই আপনার সৈন্যের পথ প্রদান করি, তবে অগ্নি  
 ধনুর্জ্বরেরাও ধনুর বলে আমাকে এইরূপ আদেশ করিবেন ॥৪০॥

তবে, আপনার এই সৈন্যের মধ্যে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ষদেবের পুত্র বলবান্ ও  
 বিশেষশিল্পী ‘নল’-নামে এক বানর আছেন ॥৪১॥

তিনি যে কাষ্ঠ, তৃণ বা শিলা আমার উপরে নিক্ষেপ করিবেন, সে সমস্তই আমি  
 ধারণ করিব ; সুতরাং তাহাই আপনার সেতু হইবে” ॥৪২॥

এই কথা বলিয়া সমুদ্র অস্তর্হিত হইলে, রাম নলকে বলিলেন—“নল !  
 তুমি সমুদ্রবন্ধনে সমর্থ—ইহাই আমার ধারণা ; অতএব তুমি সমুদ্রে সেতুবন্ধন  
 কর” ॥৪৩॥

তাহার পর রাম নলদ্বারা সমুদ্রনির্দিষ্ট উপায়ে দশযোজনবিস্তৃত এবং শতযোজন-  
 দীর্ঘ সেতু বন্ধন করাইলেন ॥৪৪॥

(৪৫) ...নিখাতো গিরিসম্মিতঃ—বা ব কা, ...ধার্যতে গিরিসম্মিতঃ—নি।

তত্রহং স তু ধৰ্ম্মায়া সমাগচ্ছদ্বিভীষণঃ ।  
 ভ্রাতা বৈ রাক্ষসেন্দ্রস্ত চতুৰ্ভিঃ সচিবৈঃ সহ ॥৪৬॥  
 প্রতিজ্ঞগ্রাহ রামস্তং স্বাগতেন মহামনাঃ ।  
 সূত্রীবস্ত তু শকাভূৎ প্রণিধিঃ স্তাদিতি স্ম হ ॥৪৭॥  
 রাঘবঃ সত্যচেষ্টাভিঃ সম্যক্‌সুচরিতেজ্জিতৈঃ ।  
 যদা তন্বেন তুফৌহভূতত এনমপূজয়ৎ ॥৪৮॥  
 সৰ্ব্বরাক্ষসরাজ্যে চাপ্যভ্যবিক্ৰম্বিভীষণম্ ।  
 চক্রে চ মন্ত্রসচিবং সূহৃদং লক্ষ্মণস্ত চ ॥৪৯॥  
 বিভীষণমতেনৈব সৌহত্যক্রামম্বাহার্বম্ ।  
 সৈন্যঃ সেতুনা তেন মাসেনৈব নরাধিপ ! ॥৫০॥

## ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । তত্রহং সমুদ্রোত্তরতীরস্থমেব রামম্ । রাক্ষসেন্দ্রস্ত রাবণস্ত ॥৪৬॥  
 প্রতীতি । শকা সন্দেহঃ । প্রণিধিঃ, রাবণশ্চৈব চরঃ ॥৪৭॥  
 রাঘব ইতি । তন্বেন যথার্থেণ । এনং বিভীষণম্, অপূজয়ৎ সূত্রীবঃ ॥৪৮॥  
 সৰ্ব্বৈতি । অভ্যবিক্ৰম্, রাম ইতি শেষঃ ॥৪৯॥

## ভারতভাবদীপঃ

শেষেণ যোজ্যম্ ॥৩৪—৩৯॥ আজ্ঞয়েতি ছেদঃ, পূর্বরূপমার্বম্ ॥৪০—৪৬॥ প্রণিধিঃ সুল-

নল রামের আদেশ অনুসারে পর্বতপ্রমাণ সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন ; তাই তাহা ‘নলসেতু’—নামে বিখ্যাত হইয়াছিল ; যাহা অতাপি পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে ॥৪৫॥

তদনন্তর রাবণের ভ্রাতা ও ধৰ্ম্মায়া বিভীষণ চারি জন মন্ত্রী সহিত সেইখানেই রামের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৪৬॥

মহামনা রাম তখন স্বাগতসম্ভাষণপূর্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন ; কিন্তু রাবণের ১২ বলিয়া বিভীষণের উপরে সূত্রীবের আশঙ্কা জন্মিল ॥৪৭॥

তাঁর পর, বিভীষণের সত্য ব্যবহার এবং স্ত্রায়সঙ্গত কার্য ও ইজিত দেখিয়া রাম তখন তাঁহার উপরে যথার্থই সন্তুষ্ট হইলেন, তদবধি সূত্রীবও তাঁহার সম্মান করিতে থাকিলেন ॥৪৮॥

ক্রমে রাম বিভীষণকে সমগ্র রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে সৈন্যের মন্ত্রপাসচিব ও সখা করিয়া দিলেন ॥৪৯॥

রাজ্য ! রামচন্দ্র বিভীষণের মত অনুসারেই সৈন্যগণের সহিত সেই সেতুপথে একমালে মহাসমুদ্র অতিক্রম করিলেন ॥৫০॥

ততো গত্ত্ব সমাসাত্য লঙ্কোত্তানানি ভাগশঃ ।  
 ভেদয়ামাস কপিভির্মহাস্তি চ বহুনি চ ॥৫১॥  
 তত্রস্থৌ রাবণামাত্যৌ রাক্ষসৌ শুকসারণৌ ।  
 চরৌ বানররূপেণ তৌ জগ্ৰাহ বিভীষণঃ ॥৫২॥  
 প্রতিপন্নৌ যদা রূপং রাক্ষসং তৌ নিশাচরৌ ।  
 দর্শয়িত্বা ততঃ সৈন্যং রামঃ পশ্চাদবাস্থজং ॥৫৩॥  
 নিবেশ্যোপবনে সৈন্যং তং পুরঃ প্রাজ্ঞবানরম্ ।  
 প্রেষয়ামাস দৌত্যেন রাবণস্ত ততোহঙ্গদম্ ॥৫৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শূতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি  
 দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানে সেতুবন্ধনে সপ্তত্রিংশদধিক-  
 দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

#### ভারতকৌমুদী

বিভীষণেতি । স রামঃ, মাসেনৈব অত্যক্রামদ্বিতি সম্বন্ধঃ ॥৫০॥  
 তত ইতি । ভাগশো ভাগে ভাগে স্থিতানি । ভেদয়ামাস ভঙ্গয়ামাস ॥৫১॥  
 তত্রেতি । তত্র রামসেনায়াং তিষ্ঠত ইতি তত্রস্থৌ আন্তামিতি শেষঃ ॥৫২॥  
 প্রতীতি । প্রতিপন্নৌ প্রাপ্তৌ । ততস্তদা । অবাস্থজং চরস্বেনামৃকং ॥৫৩॥  
 নিবেশ্যেতি । পুরো লঙ্কায়াঃ । দৌত্যেন হেতুনা, রাবণস্ত সমীপে ॥৫৪॥

ইতি মহামহোপাখ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
 মহাভারতচীকায়াং ভারতকৌমুদীসম্বাখ্যায় বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণে  
 সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

#### ভারতভাবদীপঃ

কৃৎশৃংচারো বা, “প্রাণিধিনা খলে চরে” ইতি মেদিনী ॥৪৭—৫০॥ দৌত্যেন হেতুনা ॥৫৪॥  
 ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তত্রিংশদধিক-  
 দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৩৭॥

তাহার পর রাম লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া তাহার ভাগে ভাগে অবস্থিত বৃহৎ ও  
 বহুতর উত্তানসমূহকে বানরগণদ্বারা ভগ্ন করাইলেন ॥৫১॥

তখন রাবণের মন্ত্রী রাক্ষস শুক ও সারণ বানররূপ ধারণ করিয়া চররূপে  
 রামের সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতেছিল ; কিন্তু বিভীষণ তাহাদিগকে ধরিয়া  
 ফেলিলেন ॥৫২॥

সেই রাক্ষস শুক ও সারণ যখন রাক্ষসরূপই ধারণ করিল, তখন রাম  
 তাহাদিগকে নিজের সৈন্য দেখাইয়া পরে ছাড়িয়া দিলেন ॥৫৩॥

(৫১)...লঙ্কোত্তানান্তনেকশঃ—বা ব কা নি । (৫২)...মন্ত্রিণৌ শুকসারণৌ—বা ব কা ষি ।

\* ‘...উনসপ্তত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...দ্ব্যশীত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...দ্ব্যশীত্যা-  
 ধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...চতুরশীত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

## অষ্টত্রিংশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ .

—ঃঃ—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

প্রভূতান্নোদকে তস্মিন্ বহুমূলফলে বনে ।

সেনাং নিবেশ্য কাবুৎস্থো বিধিবৎ পর্য্যরক্ষত ॥১॥

রাবণশ্চ বিধিং চক্রে লঙ্কায়াং শস্ত্রনির্মিতম্ ।

প্রকৃত্যেব দুরাধর্ষা দৃঢ়প্রাকারতোরণা ॥২॥

অগাধতোয়াঃ পরিখা মীননক্রসমাকুলাঃ ।

বভূবুঃ সপ্ত দুর্ধর্ষাঃ খাদিরৈঃ শঙ্খুভিশ্চিতাঃ ॥৩॥

কপাটযন্ত্রদুর্ধর্ষা বভূবুঃ সপ্তভোপলাঃ ।

সানীবিষঘটায়োধাঃ সসজ্জ রসপাংশবঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

প্রভূতেতি । প্রভূতানি অন্নানি খাত্তানি উদকানি চ যত্র তস্মিন্ ॥১॥

রাবণ ইতি । বিধিং রক্ষাবিধানম্ । লঙ্কা কীদৃশীত্যাহ—প্রকৃত্যেতি । প্রকৃত্যা স্বভাবেনৈব,  
দুরাধর্ষা শত্রুণাং দুরাক্রমা । তত্র হেতুমাহ—দৃঢ়েতি ॥২॥

অগাধেতি । অগাধতোয়তয়া পদ্মাং তরণাশক্যত্বম্, মীননক্রসমাকুলতয়া প্লবনাসম্ভবত্বম্,  
খাদিরৈঃ শঙ্খুভির্যাপ্ততয়া চ দেহবিদারণাবশ্যকত্বং দর্শিতম্ ॥৩॥

তাহার পর রাম লঙ্কার উত্থানসমূহে নিজের সেই সৈন্য স্থাপন করিয়া রাবণের  
নিকটে দূতরূপে বুদ্ধিমান বানর অঙ্গদকে পাঠাইয়া দিলেন” ॥৫৪॥

—ঃঃ—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“এদিকে প্রচুর খাত্ত, পেয়, ফল ও মূলসমন্বিত সেই বনে  
সেনা সন্নিবেশিত করিয়া রামচন্দ্রই যথাবিধানে তাহা রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥১॥

ওদিকে রাবণও অস্ত্রদ্বারা লঙ্কানগরীর রক্ষাবিধান করিলেন । লঙ্কানগরী  
স্বভাবতই দুর্ধর্ষ ছিল । কারণ তাহার সকল দিকেই দৃঢ় প্রাচীর ও তোরণ  
ছিল ॥২॥

এবং সেই লঙ্কানগরীর সকলদিকেই দুর্ধর্ষ সাতটা করিয়া পরিখা ছিল ; সেই  
পরিখাগুলির জল অতলম্পর্শ, ভীষণ মংস্ত্র ও কুস্তীরে পরিপূর্ণ এবং খদিরকাষ্ঠনির্মিত  
শঙ্খু-(পেরেক) দ্বারা ব্যাপ্ত ছিল ॥৩॥

(২) রাবণঃ সংবিধিং চক্রে—বা ব কা, রাবণঃ সংবিধিং চক্রে—নি । (৪)....সপ্তভোপলাঃ—  
বা ব কা নি ।

মুঘলালাতনারাচ-তোমরাসিপরশ্বৰ্ধে ।

অগ্নিতাশ্চ শতদ্বীভিঃ সমধুচ্ছিক্তমুদগরাঃ ॥৫॥ (যুগ্মকম্)

পুরদ্বারেষু সর্বেষু গুপ্তাঃ স্বাবরজঙ্গমাঃ ।

বভূবুঃ পত্তিবহুলাঃ প্রভূতগজবাজিনঃ ॥৬॥

অঙ্গদস্তুথ লঙ্কায় দ্বারদেশমুপাগতঃ ।

বিদিতো রাক্ষসেন্দ্রস্ত প্রবিবেশ গতব্যথঃ ॥৭॥

মধ্যে রাক্ষসকোটীনাং বহ্বীনাং স্তমহাবলঃ ।

শুশুভে মেঘমালাভিরাদিত্য ইব সংবৃতঃ ॥৮॥

### ভারতকৌমুদী

প্রত্যেকপরিখাতীরস্থৈবাবস্থামাহ পরিখাবর্ণনাপদেশেন দ্বাভ্যাং কপাটেতি । কপাটে প্রত্যেকপরিখাতীরস্থপ্রাচীরদ্বারস্থিতৈর্লৌহময়ৈঃ কপাটৈঃ যন্তৈর্বৃহদ্গোলকনিষ্কপসাধনৈশ্চ দুর্দ্বা দুর্দ্বাঃ । শুভোপলৈঃ তন্তুদ্ব্যন্তনিষ্কপৈঃ পাষাণগোলকৈঃ সহতি সশুভোপলাঃ । আশী-  
বিষট্টিভিঃ তীক্ষ্ণবিষসর্পসমূহৈঃ যোঽধৈর্ভট্টৈশ্চ সহতি তাঃ । সজ্জ'রসপাণ্ডুভিধু'পচূর্ণরাশিভিঃ  
সহতি তাঃ । যেনাগ্নিপ্রদানমাত্রেণৈব সমাগতশঙ্কনাশঃ স্তাদিতি ভাবঃ । শতদ্বীভিঃ বৃহৎ-  
গোলকক্ষেপকয়ঃ । সমধুচ্ছিক্তা ধারণসৌকর্যার্থং সিক্ধকলিগুণ্ডিদেশা মুদগরা যান্ তাশ্চ ॥৫—৬॥

পুরেতি । স্বাবরা গুপ্তাঃ প্রাশুভবৃহদ্গোলকক্ষেপকয়ঃস্থাপনায় উচ্যন্তুপাঃ, জঙ্গমা গুপ্তাশ্চ  
সৈন্তাঃ, “গুপ্তাঃ সেনা ঘট্টিভিদোঃ সৈন্তরক্ষকগু'ভিদোঃ” ইত্যাদি মেদিনী । জঙ্গমগুপ্তান্ বিশিনষ্টি  
—পত্নীত্যাदि ॥৬॥

অঙ্গদ ইতি । বিদিতো দৌবারিকৈর্জ'পনাং । গতব্যথো ভয়াভাবান্ননোবেদনাশুভঃ ॥৭॥

আর তীরস্থিত প্রাচীরের দ্বারসংলগ্ন লৌহময় কপাট এবং যন্তু-(কামান) দ্বারা  
সেই পরিখাগুলি দুর্দ্বার ছিল, প্রত্যেক যন্তুর নিকটে রাশীকৃত পাথরের গোলা ছিল  
এবং যথাস্থানে তীক্ষ্ণবিষ সর্প, যোদ্ধা ও রাশীকৃত ধূপচূর্ণ ছিল । আর মুঘল,  
অলাত, নারাচ, তোমর, তরবারি, পরশু, বৃহৎ কামান ও মুষ্টিদেশে মোম মাখান  
মুদগর ছিল ॥৫—৬॥

আর নগরের সকল দ্বারেই কামান রাশিবার উপযোগী যুত্তিকার ভূপ ছিল এবং  
প্রচুর পদাতি, হস্তী ও অশ্বসৈন্তের নিবাস ছিল ॥৬॥

তৎপরে অঙ্গদ যাইয়া লঙ্কার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে, দৌবারিকেরা সে বিষয়  
রাবণকে জানাইল; তখন রাবণের অমুমতিক্রমে অঙ্গদ নির্ভয়চিত্তে প্রবেশ  
করিলেন ॥৭॥

তৎকালে অতিমহাবল রাবণ—মেঘমালাপরিবেষ্টিত সূর্য্যের স্তায় বহু কোটি  
রাক্ষসের মধ্যে বিরাজ করিতেছিলেন ॥৮॥

স সমাসাগ্র পৌলস্ত্যমমাতৈরভিসংবৃতম্ ।  
 রামসন্দেশমামস্ত্য বাগ্মী বক্তুং প্রচক্রমে ॥৯॥  
 আহ ত্বাং রাঘবো রাজন্ ! কোশলেন্দ্রো মহাযশাঃ ।  
 প্রাপ্তকালমিদং বাক্যং তদাদৎস্ব কুরুষ চ ॥১০॥  
 অকৃতান্নানমাসাগ্র রাজানমনয়ে ব্রতম্ ।  
 বিনশ্যন্ত্যনয়াবিষ্টা দেশাশ্চ নগরানি চ ॥১১॥  
 ত্বয়ৈকেনাপরাদ্ধং মে সীতামাহরতা বলাৎ ।  
 বধায়ানপরাদ্ধানামন্তেষাং তন্তুবিম্ব্যতি ॥১২॥  
 যে ত্বয়া বলদর্পাভ্যামাবিষ্টেন বনেচরাঃ  
 ঋময়ো হিংসিতাঃ পূর্বং দেবশ্চাপ্যবমানিতাঃ ॥১৩॥

## ভারতকৌমুদী

মধ্য ইতি । হুমহাবলো রাবণঃ । সংবৃতঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥৮॥  
 স ইতি । সঃ অঙ্গদঃ, পৌলস্ত্যং রাবণম্ । রামস্ত সন্দেশং বাচিকম্ ॥৯॥  
 আহেতি । প্রাপ্তকালং কালোচিতম্, আদৎস্ব গৃহাণ শৃণুত্বার্থঃ ॥১০॥  
 অকৃতেনিতি । অকৃতান্নানমশিক্ষিতচিত্তম্, অনয়ে অন্নায্যকার্যে ॥১১॥  
 ত্বয়েতি । আহরতা অপহরতা । তৎ আহরণম্ ॥১২॥

## ভারতভাবদীপঃ

প্রভূতেতি ॥১॥ সংবিধং সমাগ্‌বিশ্যন্ত্যনয়া তং যাত্রাদিসম্পত্তিম্ ॥২—৩॥ কপাটৈর্দ্বৈশ্চ  
 গোলাদ্বাংক্ষেপণসাধনৈর্দ্বিধাঃ, পরিখাঃ সহড়াঃ সোপলাশ্চ, হুড়ং মৃত্তাদ্বাংসজ্জনার্থং  
 শূলম্, উপলাঃ প্রক্ষেপ্য গোলাকাঃ ॥৪॥ সমধুচ্ছিষ্টমুদগরাঃ মধুচ্ছিষ্টং ক্ষৌদ্রং মধু, মৃত্তাদি-  
 ব্যাবৃত্তার্থমুচ্ছিষ্টপদম্ ॥৫॥ গুন্ডা গুণ্ডোপবেশনস্থানানি বুরুজাখ্যা মহান্তভাঃ, হাবরগুন্ডাঃ  
 জলমাঃ, গুন্ডাঃ সেনাভাঃ অলঙ্গ ইত্যভিহিতাঃ ॥৬॥ গতব্যর্থো নির্ভয়ঃ ॥৭—৮॥ আমন্ত্য

এই সময়ে বাগ্মী অঙ্গদ যাইয়া, মস্ত্রিপরিবেষ্টিত রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া,  
 তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া রামের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন—॥৯॥

“রাক্ষসরাজ ! অযোধ্যাধিপতি মহাযশা রাম আপনাকে বলিতেছেন ;  
 আপনি তাঁহার এই কালোচিত বাক্য শ্রবণ করুন এবং তদনুসারে কার্য  
 করুন ॥১০॥

দেশবাসী ও পুরবাসী লোকেরা, অশিক্ষিত এবং অন্তায়নিরত রাজাকে পাইয়া  
 নির্জেরাও অন্তায়পরায়ণ হইয়া বিনষ্ট হয় ॥১১॥

বলপূর্বক সীতাকে হরণ করিয়া এক তুমিই আমার নিকট অপরাধী  
 হইয়াছ ; কিন্তু সেই সীতাহরণই অল্প নিরপরাধ লোকদিগেরও বধের কারণ  
 হইবে ॥১২॥

রাজর্ষয়শ্চ নিহতা রুদত্যাশ্চ হতাঃ স্ত্রিয়ঃ ।  
 তদিদং সমনুপ্রাপ্তং ফলং তত্যানয়ন্ত তে ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)  
 হস্তান্মি ত্বাং সহামাতিষুধ্যাম্ পুরুষো ভব ।  
 পশ্য মে ধনুশ্চ বীৰ্য্যং মানুষ্যস্ত নিশাচর ! ॥১৫॥  
 মুচ্যতাং জনকৌ সীতা ন মে মোক্ষ্যসি কহিচিৎ ।  
 অরাক্ষসমিমং লোকং কৰ্ত্তাম্মি নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥১৬॥  
 ইতি তস্ত ব্রহ্মণস্ত দূতস্ত পরমং বচঃ ।  
 ব্রহ্মা ন মমৃষে রাজা রাবণঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ ॥১৭॥  
 ইঙ্গিতজ্ঞাস্ততো ভর্তৃশ্চত্বারো রজনৌচরাঃ ।  
 চতুৰ্দ্দশৈশ্চ জগৃহুঃ শার্দূলমিব পক্ষিণঃ ॥১৮॥

### ভারতকৌমুদী

য ইতি । বনেচরা ইত্যনেন ঋষীণাং নিরপরাধত্বং সূচিতম্ । তৎ প্রসিদ্ধম্ ॥১৩—১৪॥  
 কিং তৎ ফলমিত্যাহ—হস্তেতি । হস্তান্মি হনিষ্যামি । এতদ্বননমেব তৎ ফলমিতি ভাবঃ ॥১৫॥  
 অতএব ব্রবীমীত্যাহ—মুচ্যতামিতি । মোচনাভাবে ফলমাহ—নেত্যাঙ্গি ॥১৬॥  
 ইতীতি । দূতস্ত দূতীভূতস্ত অঙ্গদস্ত । ন মমৃষে ন চক্ষমে ॥১৭॥  
 ইঙ্গিতেতি । ভর্তৃঃ রাবণস্ত । চতুৰ্দ্দশৈশ্চ হস্তদ্বয়ে পাদদ্বয়ে চ ॥১৮॥

তুমি বলদর্পিত হইয়া পূর্ব্বে যে সকল বনবাসী ঋষির হিংসা করিয়াছ, দেবগণের  
 অপমান করিয়াছ, রাজর্ষিগণকে বধ করিয়াছ এবং রোহিণ্যমানা নারীদিগকে হরণ  
 করিয়াছ, তোমার সেই সকল অত্যাচার কার্য্যের এই ফল হইবার সময় উপস্থিত  
 হইয়াছে ॥১৩—১৪॥

রাক্ষস । আমি তোমাকে তোমার মন্ত্রিবর্গের সহিত বধ করিব, যুদ্ধ কর, পুরুষ  
 হও । আমি মানুষ, আমার ধনুর শক্তি দেখ ॥১৫॥

অথবা জনকনন্দিনী সীতাকে ছাড়িয়া দাও ; না হইলে, আমার হাত হইতে  
 কখনও মুক্তি পাইবে না । আমি নিশিত বাণদ্বারা এই জগৎটাকেই রাক্ষসশূন্য  
 করিব ॥১৬॥

অঙ্গদ এইরূপ নিষ্ঠুর কথা বলিতেছিলেন, তাহা শুনিয়া রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া  
 আর সহ্য করিলেন না ॥১৭॥

তাহার পর পক্ষীরা যেমন ব্যাজকে ধারণ করে, সেইরূপ রাবণের ইঙ্গিত  
 অনুসারে চারিটা রাক্ষস আসিয়া অঙ্গদের হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় ধারণ করিল ॥১৮॥

তাংস্তথাস্থেষু সংসক্তানঙ্গদো রজনীচরান্ ।  
 আদায়ৈব ধমুৎপত্য প্রাসাদতলমাবিশৎ ॥১৯॥  
 বেগেনোৎপততস্তস্য পেতুস্তে রজনীচরাঃ ।  
 ভুবি সংভিন্নহৃদয়াঃ প্রহারবরপীড়িতাঃ ॥২০॥  
 স মুক্তো হর্ষ্যশিখরাত্মাৎ পুনরবাপতৎ ।  
 লজ্জয়িত্বা পুরীং লঙ্কাং স্ববলস্য সমীপতঃ ॥২১॥  
 কোশলেস্ত্রমথাগম্য সর্বমাবেগে বানরঃ ।  
 বিশ্রাম স তেজস্বী রাঘবেণাভিনন্দিতঃ ॥২২॥  
 ততঃ সর্বাভিসারেণ হরীণাং বাতরংহসাম্ ।  
 ভেদয়ামাস লঙ্কায়াঃ প্রাকারং রঘুনন্দনঃ ॥২৩॥  
 বিভীষণকর্ণাধিপতী পুরস্কৃত্যথ লক্ষ্মণঃ ।  
 দক্ষিণং নগরদ্বারমবামুদুদ্ভুরাসদম্ ॥২৪॥

### ভারতকৌমুদী

তানিতি । প্রাসাদস্য তলমুপরিদেশম্, আবিশৎ অধ্যতিষ্ঠৎ ॥১৯॥  
 বেগেনেতি । প্রহারবররঙ্গদস্য মুষ্টিভিঃ পীড়িতাঃ অতএব সংভিন্নহৃদয়াঃ ॥২০॥  
 স ইতি । সঃ অঙ্গদঃ । স্ববলস্য সমীপতঃ পুনরবাপতদিত্তি সম্বন্ধঃ ॥২১॥  
 কোশলেতি । কোশলেস্ত্রং রামম্ । বানরঃ অঙ্গদঃ । অভিনন্দিতঃ স্বতঃ ॥২২॥  
 তত ইতি । সর্বাসু দিক্ অভিসারেণ প্রেরণেন, হরীণাং বানরাণাম্ ॥২৩॥  
 বাতি । বিভীষণশ্চ স্বকর্ণাধিপতির্জাষবাংশ্চ তৌ । অবামুদুদ্ভুবান্ ॥২৪॥

তখন অঙ্গদ গাত্রসংলগ্ন সেই চারিটা রাক্ষসকে লইয়াই লাফ দিয়া আকাশে উঠিয়া অট্টালিকার ছাদের উপরে পড়িলেন ॥১৯॥

অঙ্গদ যখন বেগে উঠিতেছিলেন, সেই সময়েই তিনি সেই রাক্ষসদের প্রত্যেকের বুকের উপরে দারুণ মুষ্টিপ্রহার করিলেন ; তাহাতে সেই রাক্ষসেরা বিদীর্ণহৃদয় হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥২০॥

তখন অঙ্গদ মুক্ত হইয়া সেই অট্টালিকার ছাদ হইতে লঙ্কাপুরী লঙ্ঘন করিয়া আসিয়া আবার আপন সৈন্তগণের নিকটে পতিত হইলেন ॥২১॥

তাহার পর তেজস্বী অঙ্গদ রামচন্দ্রের নিকট যাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া এবং তৎকর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ॥২২॥

তদনন্তর রাম, বাহুর শ্রায় বেগবান্ বানরগণকে সকল দিকে প্রেরণ করিয়া লঙ্কার প্রাচীর ভগ্ন করাইলেন ॥২৩॥



ঘোরদংষ্ট্রাক্ষাং হরীণাং যুদ্ধশালিনাম্ ।

কোটিশতসহস্রৈঃ লঙ্কামভ্যপতন্তদা ॥২৫॥

প্রলম্ববাহুরূকর জজ্ঞাস্তবিলম্বিনাম্ ।

ঋক্ষাণাং ধুত্রবর্ণানাং তিস্রঃ কোটো ব্যবস্থিতাঃ ॥২৬॥

উৎপতন্তিঃ পতন্তিঃচ নিপতন্তিঃচ বানরৈঃ ।

নাদৃশ্যত তদা সূর্যো রজসা নাশিতপ্রভঃ ॥২৭॥

শালিপ্রসূনসদৃশৈঃ শিরীষকুসুমপ্রভৈঃ ।

তরুণাদিত্যসদৃশৈঃ শশিগৌরৈশ্চ বানরৈঃ ॥২৮॥

প্রাকারং দদৃশুস্তে তু সমস্তাঃ কপিলীকৃতম্ ।

লঙ্কসা বিস্মিতা রাজন্ ! সত্রৌরুদ্ধাঃ সমস্ততঃ ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)

### ভারতকৌমুদী

ঘোরেতি । যুদ্ধশালিনাং যুদ্ধোৎসাহক্যযুক্তানাং । অভ্যপতৎ রাম ইতি শেষঃ ॥২৫॥

প্রোতি । প্রলম্বা দীর্ঘা বাহুরূকরা যेषাং তে চ তে জজ্ঞাস্তবাণি বিলম্বিনি দীর্ঘাণি যেষাং তে চেতি তেষাম্ । ঋক্ষাণাং ভল্লুকানাং । ব্যবস্থিতা যুদ্ধায় ॥২৬॥

উদিতি । পতন্তিঃ অবপতন্তিঃ, নিপতন্তিঃপতিগচ্ছন্তিঃ । রজসা ধূলিজ্বালেন ॥২৭॥

শালীতি । তরুণাদিত্যসদৃশৈঃ উদয়মানসূর্য্যবদরূপৈঃ । সমস্তাঃ সর্বতঃ ॥২৮—২৯॥

### ভারতভাবদীপঃ

হে রাবণ ! ইতি সঘোষা ॥২—২২॥ সর্বাভিসারো যুগপৎসর্কেষামভিসারো যত্নস্তেন । স্থলতানটবা ইতি স্নেহপ্রসিদ্ধেন ॥২৩॥ ঋক্ষাধিপতির্জীষবান্ ॥২৪॥ করতো মণিবদ্ধাদিক-নিষ্ঠান্তং হস্তপ্রদেশস্তবদরূপপাণ্ডুরঃ খেতারুণাঃ ॥২৫—২৭॥ শণো গোণীস্বজ্রোপাদান-

তৎপরে লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও জাম্ববান্কে অগ্রবর্তী করিয়া যাইয়া লঙ্কানগরীর চূর্ধ্ব দক্ষিণদ্বার ভগ্ন করিলেন ॥২৪॥

সেই সময়ে রামও ভীষণদন্ত, রক্তনয়ন ও সমরোৎসুক অসংখ্য বানরের সহিত লঙ্কার দিকে ধাবিত হইলেন ॥২৫॥

আর যাহাদের বাহু, উরু, হস্ত ও জজ্ঞা দীর্ঘ, সেই ধুত্রবর্ণ তিন কোটি ভল্লুক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল ॥২৬॥

তখন বানরগণের উত্তরণ, অবতরণ ও তিথ্যাক্ গমনে ধূলি উত্থত হইতে থাকায় সূর্য্যের কিরণ তিরোহিত হইয়া গেল এবং সূর্য্যকে দেখা যাইতে লাগিল না ॥২৭॥

রাজা ! বাস্তপুষ্পের স্তায় পীতবর্ণ, শিরীষপুষ্পের স্তায় পাণ্ডুবর্ণ, উদয়মান

(২৫) কর্তারূপপাণ্ডুরা হরীণাম্—বা ব কা। (২৮)...শশিগৌরৈশ্চ বানরৈঃ—রা ব কানি।

বিভিছুস্তে মণিস্তম্ভান্ কর্ণাটশিখরাণি চ ।  
 ভগ্নোন্নথিতশৃঙ্গাণি যন্ত্রাণি চ বিচিকিণ্ণুঃ ॥৩০॥  
 পরিগৃহ্য শতদ্বীশ্চ সচক্রাঃ সগুড়োপলাঃ ।  
 চিকিণ্ণুভূজবেগেন লঙ্কামধ্যে মহাস্থনাঃ ॥৩১॥  
 প্রাকারস্থাশ্চ যে কেচিমিশাচরগণাস্থথা ।  
 প্রহুদ্রবুস্তে শতশঃ কপিভিঃ সমভিদ্ৰুতাঃ ॥৩২॥  
 ততস্ত রাজবচনাদ্রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ ।  
 নির্যযুর্বিবৃতাকারাঃ সহস্রশতসংঘশঃ ॥৩৩॥

### ভারতকৌমুদী

বিভিছুস্তিতি । তে বানরাঃ, মণিস্তম্ভান্ দেশজয়াদিস্চকান্ মণিনির্মিতস্তম্ভান্, কর্ণাট  
 দূরদর্শনার্থং নির্মিতা অত্যুচ্চগৃহাস্তেবাং শিখরাণি চূড়াশ্চ বিভিছুর্বভঙ্কুঃ । তথা আদৌ ভগ্নানি  
 পশ্চাদুন্নথিতানি চূর্ণীকৃতানি শৃঙ্গাণি গোলকক্ষেপকনালানি যেবাং তানি যন্ত্রাণি প্রাণ্ডস্তপরিখা-  
 তীরাদিস্থাপিতগোলকক্ষেপসাধনাস্থাণি চ বিচিকিণ্ণুঃ ॥৩০॥

পরীতি । চক্রৈঃ বৃহন্তয়া বহনাশক্যত্বাৎ স্থানান্তরপ্রাপ্যার্থৈর্নিয়মলয়ৈ রথাত্মকৈঃ সহেতি সচক্রাঃ,  
 গুড়োপলৈর্নানীলাভাস্তরপ্রবেশিতপাখাগোলকৈঃ পার্শ্বভূপীকৃতপাখাগোলকৈর্ব্বা সহেতি সগুড়োপলাঃ,  
 মহাস্থনা গোলকক্ষেপস্থলে মহাশব্দকারিণীশ্চ, শতদ্বীঃ বৃহদ্বয়স্ত্রাণি চ, পরিগৃহ্য ধ্বজা ধ্বজা, ভূজবেগেন,  
 লঙ্কামধ্যে, চিকিণ্ণুঃ প্রাচীরাদিভ্যো নিপাতয়ামাষুঃ, তে বানরা ইত্যম্বৃত্তিঃ । অহো ! ইদানীন্তন-  
 বৈজ্ঞানিকাস্থাণি তদানীং নামস্মৃতি যেষ্বজাতিদেশেষুবিধো বদন্তি, তেবাং মুখপিধানমেতদ্বর্ণনম্ ॥৩১॥

প্রাকারেতি । প্রহুদ্রবুঃ পলায়াঙ্কজিরে, সমভিদ্ৰুতাঃ সর্কষাক্রান্তাঃ ॥৩২॥

তত ইতি । রাজো বাবগন্ত বচনাদদেশাৎ । নির্যযুর্বানরতাড়নার্থম্ ॥৩৩॥

সূর্য্যের আয় অরুণবর্ণ এবং চন্দ্রের আয় শুভ্রবর্ণ বানরগণ যাইয়া প্রাচীরের  
 উপরে উখিত হওয়ায় সকল দিকের প্রাচীরই কপিলবর্ণ হইয়া গেল ; তখন  
 জ্ঞী ও বৃদ্ধদের সহিত রাক্ষসেরা বিস্মিত হইয়া সকল দিক্ হইতে তাহা দেখিতে  
 লাগিল ॥২৮—২৯॥

ক্রমে সেই বানরেরা মণিস্তম্ভগুলিকে ও অত্যুচ্চ গৃহ-মন্ডুমেট) সমূহের চূড়া-  
 গুলিতে ভগ্ন করিল এবং কামানসমূহের নালগুলিকে ভাজিয়া ও চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া সে  
 কামানগুলিকে দূরে নিক্ষেপ করিল ॥৩০॥

এবং চক্রসংযুক্ত, গোলকপূর্ণ ও মহাশব্দকারী বৃহৎ কামানগুলিকে ধরিয়া  
 ধরিয়া বানরেরা বাহুবলে লঙ্কার মধ্যে নিক্ষেপ করিল ॥৩১॥

যে সকল রাক্ষস প্রাচীরের উপরে ছিল, তাহারা বানরগণকর্তৃক স্রাক্রান্ত হইয়া  
 পলায়ন করিল ॥৩২॥

শত্ৰুবর্ষাণি বর্ষন্তো দ্রাবয়ন্তো বনৌকসঃ ।  
 প্রাকারং শোভয়ন্তস্তে পরং বিক্রমমাস্থিতাঃ ॥৩৪॥  
 স মাষরাশিসদৃশৈর্বভূব ক্ৰণদাচরৈঃ ।  
 কৃতো নির্বানরো ভূয়ঃ প্রাকারো ভীমদর্শনৈঃ ॥৩৫॥  
 পেতুঃ শূলবিভিন্নাক্সা বহবো বানরর্ষভাঃ ।  
 স্তম্ভতোরণভগ্নাশ্চ পেতুস্তত্র নিশাচরাঃ ॥৩৬॥  
 কেশাকেশ্যভবদ্যুদ্ধং রক্ষসাং বানরৈঃ সহ ।  
 নৈধৈদৈস্তৈশ্চ বীরাণাং খাদতাং বৈ পরম্পরম্ ॥৩৭॥

### ভারতকৌমুদী

শত্ৰেতি । দ্রাবয়ন্তঃ অপসারয়ন্তঃ, বনৌকসো বানরান্ । আস্থিতা আশ্রিতাঃ ॥৩৪॥  
 স ইতি । মাষরাশিসদৃশৈর্দৃশবর্ণৈরিত্যর্থঃ, ক্ৰণদাচরৈ রাক্ষসৈঃ ॥৩৫॥  
 পেতুরিতি । স্তম্ভতস্তম্ভোপরিদেশেভ্যঃ, রণভগ্না যুদ্ধে পরাজিতাঃ ॥৩৬॥  
 কেশেতি । কেশেষু কেশেষু চ গৃহীত্বা বৃত্তমিতি কেশাকেশি ॥৩৭॥

### ভারতভাবদীপঃ

বীষ্ণুঃ ৪২৮—২২৯। যা তৈদুর্গরক্ষণার্থং সামগ্ৰী কৃত্য সৈব তেষাং নগরনাশায়াভূদিত্যাহ—  
 বিভিহন্তে ইত্যাদিনা । কর্ণস্তির্ধ্যগযানং তেন প্রকারেণ যৎপাষণাদিবিস্তরেণ ক্রিয়তে  
 তত্তদগৃহবিশেষং কর্ণাটমিতি বদন্তি, তদ্বি দিকোণস্ত চতুরশ্চোপরি বিদিকোণং  
 চতুরশ্চ তদুপরি দিকোণং তদুপরি পুনবিদিকোণমিত্যেবং ক্রমেণোত্তরমঙ্গ-  
 প্রমানেণ চতুরশ্চৈঃ সমাপ্যত ইতি প্রসিদ্ধম্ ॥৩০—৩৫॥ স্তম্ভতঃ স্তম্ভবানরোপাস্তৈঃ,

তাহার পর রাবণের আদেশে কামরূপী ও বিকৃতাকার রাক্ষসেরা শতসহস্র দলে  
 নির্গত হইল ॥৩৩॥

সেই রাক্ষসেরা অত্যন্ত বিক্রম অবলম্বনপূর্বক অস্ত্র বর্ষণ করিতে থাকিয়া বানর-  
 গণকে তাড়াইয়া দিয়া পূর্বের আয় প্রাচীরের শোভা জন্মাইল ॥৩৪॥

এবং মাষরাশির আয় ধূসরবর্ণ ও ভীষণমূর্তি সেই রাক্ষসেরা এইভাবে পুনরায়  
 সেই প্রাচীরটাকে বানরশূন্য করিল ॥৩৫॥

তখন বহুতর শ্রেষ্ঠ বানর শূলবিদৌর্ণ হইয়া পতিত হইল এবং অনেক রাক্ষসও  
 যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্তম্ভ হইতে পড়িয়া গেল ॥৩৬॥

কোন স্থানে বানরগণের সহিত রাক্ষসগণের কেশাকেশি, নখানখি ও  
 দস্তাদস্তি যুদ্ধ হইতে লাগিল এবং সেই বীরেরা পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিতে  
 থাকিল ॥৩৭॥

নিষ্টনস্তো হ্যভয়তস্তত্র বানররাক্ষসাঃ ।

হতা নিপতিতা ভূমৌ ন মুঞ্চন্তি পরস্পরম্ ॥৩৮॥

রামস্ত শরজালানি ববুর্ষ জলদো যথা ।

তানি লক্ষাং সমাসাশ্চ জঘ্নুস্তান্ রজনৌচরান্ ॥৩৯॥

সৌমিত্রিরপি নারচৈর্দৃঢ়ধন্বা জিতক্লমঃ ।

আদিশ্যাদিশ্য দুর্গস্থান্ পাতয়ামাস রাক্ষসান্ ॥৪০॥

ততঃ প্রত্যবহারোহভূৎ সৈন্যানাং রাঘবাজ্ঞয়া ।

কৃতে বিমর্দে লক্ষায়াং লক্ললক্ষ্যো জয়োত্তরঃ ॥৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি

দ্রৌপদৌহরণে রামোপাখ্যানে রামলক্ষাপ্রবেশে অষ্টত্রিংশ-

দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

-ঃ\*ঃ-

### ভারতকৌমুদী

নীতি । নিষ্টনস্তঃ শঙ্কায়মানাঃ । ভূমৌ নিপতিতা হতাশ্চাপি পরস্পরং ন মুঞ্চন্তি স্ম ॥৩৮॥

রাম ইতি । তানি শরজালানি, সমাসাশ্চ গদ্বা ॥৩৯॥

সৌমিত্রিরিতি । আদিশ্যাদিশ্য স্বনাম উল্লিখ্য উল্লিখ্য ॥৪০॥

### ভারতভাবদীপঃ

রণে ভগ্না রণভগ্নাঃ ॥৩৬॥ কেশাকেশি অস্ত্রোস্ত্রং কেশেষু গৃহীত্বা ॥৩৭॥ নিষ্টনস্তঃ শব্দং  
কুৰ্ব্বন্তঃ ॥৩৮—৩৯॥ আদিশ্য সমুখীকৃত্যোত্যর্থঃ ॥৪০॥ প্রত্যবহারঃ শিবিরং প্রতি গমনং

লক্ষা আয়ুধৈঃ প্রাপ্তা লক্ষ্যা বেধ্যা যশ্মিন্নবদ্যাপ্রহার ইতি যাবৎ, জয়োত্তরো জয়োৎকর্ষবান্ ॥৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৩৮॥

তখন বানরগণ ও রাক্ষসগণ—তুই পক্ষই শব্দ করিতে থাকিয়া ভূতলে পতিত  
এবং নিহত হইয়াও পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িল না ॥৩৮॥

এই সময়ে মেঘ যেমন বারি বর্ষণ করে, রামও সেইরূপ বাণ বর্ষণ করিতে  
লাগিলেন ; সুতরাং সেই বাণগুলি লক্ষায় যাইয়া সেই রাক্ষসগণকে বধ করিতে  
থাকিল ॥৩৯॥

দৃঢ়ধন্বা এবং অশমশৃণু লক্ষ্মণও নিজের নাম শুনাইয়া শুনাইয়া নারাচদ্বারা দুর্গস্থিত  
রাক্ষসগণকে নিপাত করিলেন ॥৪০॥

এইভাবে লক্ষার বিশেষ মর্দন হইলে, তাহার পর রামচন্দ্রের আদেশে

(৪১)...কৃতে বিমর্দে লক্ষায়াং—বা ব কা নি । \* ‘...সপ্তত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—পি,  
‘...ত্র্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...চতুরশীত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...পঞ্চাশীত্যাধিক-  
দ্বিশততমঃ...’—নি ।

উনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—●●—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ততো-নিবিশমানাংস্তান্ সৈনিকান্ বাবগানুগাঃ ।

অভিজগ্মুর্গা নৈকে পিশাচক্ষুদ্রবক্ষসাম্ ॥১॥

পৰ্বণঃ পতনো জন্তুঃ খরঃ ক্রোধবশো হরিঃ ।

प्ररुजश्चारुजश्चैव प्रघसश्चैवमादयः ॥२॥ (युग्यकम्)

ततोऽभिपततां तेषामदृश्यानां दुरात्मनाम् ।

অন্তর্দ্বানবধঃ তজ্জ্ঞানচকার স বিভীষণঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। বিষদে বিশেষমথনে। লক্ষানি লক্ষ্যাণি যত্র নঃ, জয় উত্তরঃ পরিণামফলং যন্ত  
ন তাদৃশং প্রত্যাহারঃ তদ্বিবসীয়যুদ্ধসমাশ্রিতভূৎ ॥৪১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাসীশত্ৰুচাৰ্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি দ্রোণদীহরণে  
অষ্টত্ৰিংশদধিকষিংশততমোহধ্যায়ঃ ১০৷

—•••—

তত ইতি । নিবিশমানান্ লঙ্কাভ্যন্তরে প্রবিশতঃ, সৈনিকান্ বানরসৈন্যান্ । নৈকে অনেকে ।  
অথ কানি তেবাং গণানান্ নামানীত্যাহ—পূৰ্ণ ইত্যাদি ১১—২২।

तत इति । असुखानवधम् अदुःखताशङ्केर्नाशम्, तद्वृत्तः असुखानवधस्तः ॥७॥

সেদিনের যুদ্ধ সমাপ্ত হইল। সেদিনের যুদ্ধে রামের পক্ষ লক্ষ্য পাইয়াছিল এবং  
পরিণামে জয়লাভ করিয়াছিল” ॥৪১॥

—●●●—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তাহার পর সেই বানরসৈন্তেরা লঙ্কার ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিলে, রাবণের অমুচর পর্বণ, পতন, জম্বু, খর, ক্রোধবশ, হরি, প্রহ্লজ, অরুজ এবং প্রবসপ্রভৃতি পিশাচ ও কুদ্ভ রাক্ষসদের অনেক দল আসিয়া সেই বানর-গণের অভিযুখে ধাবিত হইল ॥১—২॥

তৎপরে সেই ছরাস্বারা অদৃশ্য থাকিয়া আক্রমণ করিতে আসিতে লাগিল ; কিন্তু বিভীষণ তাহাদের সেই অদৃশ্য থাকার বিষয় জানিতেন ; তাই তিনি তাহাদের সে শক্তি নষ্ট করিয়া দিলেন ॥৩৭॥

তে দৃশ্যমানা হরিভির্বলিভিদূরপাতিভিঃ ।

নিহতাঃ সৰ্ব্বশো রাজন্ ! মহৌং জগ্মুর্গুতাসবঃ ॥৪॥

অমৃশ্যমাণঃ সবলো রাবণো নির্গম্যাবথ ।

রাক্ষসানাং বলৈর্ঘোরৈঃ পিশাচানাঞ্চ সংবৃতঃ ॥৫॥

• যুদ্ধশাস্ত্রবিধানজ্ঞ উশনা ইব চাপরঃ ।

বৃহৎ চৌশনসং বৃহৎ হরীন্ সৰ্বানহারয়ৎ ॥৬॥

রাঘবস্ত্ব বিনির্ঘাস্তং ব্যুড়ানৌকং দশাননম্ ।

বার্হস্পত্যং বিধিং কৃত্বা প্রত্যবৃহম্মিশাচরম্ ॥৭॥

সমেত্য যুযুধে তত্র ততো রামেণ রাবণঃ ।

যুযুধে লক্ষ্মণশচাপি তথৈবেন্দ্রজিতা সহ ॥৮॥

বিরূপাক্ষেণ স্ত্রীশ্চৈবশ্চারেণ চ নিধবটঃ ।

কুণ্ডেন চ নলস্তত্র পটুশঃ পনসেন চ ॥৯॥

### ভারতকৌমুদী

ত ইতি । দৃশ্যমানা অনন্তহিতাশ্চ তে গণাঃ, হরিভির্বানরৈঃ । গতাসবো মৃত্যুঃ ॥৪॥

অমৃশ্যেতি । অমৃশ্যমাণো রাক্ষসবধমসহমানঃ, সবলঃ শক্তিমান্ ॥৫॥

যুদ্ধেতি । উশনা গুরুঃ । বৃহৎ বিধায় । অহারয়ৎ বেষ্টিতুমৈচ্ছৎ ॥৬॥

রাঘব ইতি । ব্যুড়ঃ ব্যুহভাবেন রচিতম্ অনীকং সৈন্তং যেন তম্ ॥৭॥

সুমেত্যেতি । রামেণ সহৈতি পরেণাধ্বয়ঃ ॥৮॥

রাজা ! তখন তাহারা দৃষ্টিগোচর হইয়া পড়িল । অমান দূরগামী বলবান বানরেরা যাইয়া তাহাদের সকলকেই সংহার করিল ; তাই তাহারা ধরাশায়ী হইল ॥৪॥

অনন্তর শক্তিশালী রাবণ অমুচরগণের বধ সহ্য করিতে না পারিয়া ভয়ঙ্কর রাক্ষস ও পিশাচগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নির্গত হইলেন ॥৫॥

রাবণ, অপর শুক্রাচার্যের তুল্যই যুদ্ধশাস্ত্র জানিতেন । তাই তিনি শুক্রাচার্যের প্রণালী অনুসারে বৃহৎ রচনা করিয়া সমস্ত বানরকে বেষ্টিত করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥৬॥

রাবণকে ব্যুহরচনাপূর্বক নির্গত হইতে দেখিয়া রামও বৃহস্পতির প্রণালী অনুসারে প্রতিব্যুহ রচনা করিলেন ॥৭॥

তাহার পর রাবণ আসিয়া রামের সহিত এবং ইন্দ্রজিৎ আসিয়া লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৮॥

(৯)...কুণ্ডেন চ নলস্তত্র—বা ব ক।

বন২৩৫ (১১)

বিশং যং হি যো মেনে স তেনৈব সমেঘিবান্ ।

যুযুধে যুদ্ধবেলায়াং স্ববাহুবলমাজিতং ॥১০॥

স সম্প্রহারো বরুধে ভীক্লুগাং ভয়বর্দ্ধনঃ ।

লোমসংহর্ষণো ঘোরঃ পুরা দেবাসুরে যথা ॥১১॥

রাবণো রামমানচ্ছ শক্তিশূল্যাসিষ্টিভিঃ ।

নিশিতৈরায়সৈন্ত্যৈশ্চ রাবণঞ্চাপি রাঘবঃ ॥১২॥

তথৈবেন্দ্রজিতং যন্তং লক্ষ্মণো মর্শ্মভেদিতভিঃ ।

ইন্দ্রজিচ্চাপি সৌমিত্রিং বিভেদ বহুভিঃ শরৈঃ ॥১৩॥

### ভারতকৌমুদী

বিরূপেতি । সহ যুযুধে ইতি পূর্বস্মাদম্মবুদ্ধিঃ ॥১॥

বীতি । বিশং যোদ্ধুং শক্যম্ । সমেঘিবান্ সম্মিলিতঃ সন্ ॥১০॥

স ইতি । সম্প্রহারঃ সমাক্ পীড়নম্ । দেবাসুরে দেবাসুরসম্বন্ধিনি যুদ্ধে ॥১১॥

—রাবণ হাত । আনচ্ছ আচ্ছাদয়ামাস । আয়সৈলৌহময়ৈঃ শরাভিভিঃ ॥১২॥

তথেন্দি । যন্তং জয়ায় যত্নবন্তম্ । শরৈরিত্যস্ত উভয়ত্রাপি সম্বন্ধঃ ॥১৩॥

### ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি । গণা অনেকে ইতি ছেদঃ ॥১—২॥ অন্তর্দানবধমন্তর্দানশক্তের্ণাশম্ ॥৩—৫॥

হরীন্ বানরান্ । অভ্যবহারয়দাবেষ্টিতবান্ ॥৬—১১॥ আনচ্ছ দপীড়য়ৎ ॥১২—১৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলবগীয়ে ভারতভাবদীপে উনচত্বারিংশদধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৩২॥

সুগ্রীব বিরূপাক্ষের সহিত, নিখর্বট (বানর) চারের সহিত, নল কুণ্ডের সহিত এবং পনস পটুশের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥২॥

যে যাহাকে আপনার সমকক্ষ মনে করিল, সে তাহার সহিত মিলিত হইয়া আপন বাহুবল অবলম্বন করিয়া যুদ্ধের সময় যুদ্ধ করিতে থাকিল ॥১০॥

পূর্বে দেবাসুরযুদ্ধে সম্প্রহার যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সেইরূপ সেই ভীক্লগণের ভয়বর্দ্ধক ও লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর সম্প্রহার ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥১১॥

রাবণ শক্তি, শূল ও অসিষ্টিদ্বারা রামকে আচ্ছাদন করিলেন ; আবার রামও নিশিত ও তীক্ষ্ণ লৌহময় বাণপ্রভৃতিদ্বারা রাবণকে আবৃত করিলেন ॥১২॥

আর, লক্ষ্মণ মর্শ্মভেদী বাণদ্বারা যত্নবান্ ইন্দ্রজিৎকে এবং ইন্দ্রজিৎও বহুতর বাণদ্বারা লক্ষ্মণকে বিদীর্ণ করিতে থাকিলেন ॥১৩॥

(১২) রাবণো রামমানচ্ছ—বা ব ক নি

বিভীষণঃ প্রহস্তঞ্চ প্রহস্তঞ্চ বিভীষণম্ ।-

খগপত্রেঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈরভ্যবর্ষদৃগতব্যথঃ ॥১৪॥

তেষাং বলবতামাসৌমহাদ্রাণাং সমাগমঃ ।

বিব্যথুঃ সকলা যেন ত্রয়ো লোকাশ্চরাচরাঃ ॥১৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্বণি

দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানেন রামরাবণদ্বন্দ্বযুদ্ধে উনচত্বারিংশ-

দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

## চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ততঃ প্রহস্তঃ সহসা সমভ্যেত্য বিভীষণম্ ।

গদয়া তাড়য়ামাস বিনগ্ন রণকর্কশঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

বিভীষণ ইতি । খগানাং পক্ষিণাং পত্নাণি যেষু তৈঃ । গতব্যথা নির্ভয়ঃ ॥১৪॥

তেষামিতি । মহাস্তি অস্ত্রাণি যেষাং তেষাম্, সমাগমো যুদ্ধে মেলনম্ ॥১৫॥

ইতি মহামহোপাখ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায় বনপৰ্বণি দ্রৌপদীহরণে

উনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

তত ইতি । বিনগ্ন সিংহনাদং কৃৎস্না, রণকর্কশো যুদ্ধে নিষ্ঠুরঃ ॥১॥

নির্ভয়চিত্তে বিভীষণ প্রহস্তের উপরে এবং নির্ভয়চিত্তে প্রহস্তও বিভীষণের উপরে  
কঙ্কপত্রযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণ সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

ক্রমে বলবান্ ও মহাস্ত্রধারী দুইপক্ষেরই এমন যুদ্ধসম্মেলন হইল, যাহাতে  
স্বাবরজঙ্গম সমস্ত ত্রিভুবনই ব্যথিত হইয়া পড়িল ॥১৫॥

—:~:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তাহার পর রণকর্কশ প্রহস্ত নিকটবর্তী হইয়া সিংহনাদ  
করিয়া গদাঘাৱা বিভীষণকে আঘাত করিল ॥১॥

\* ‘...একসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...চতুরশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব,  
‘...পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...ষড়শীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি।



স তথাভিহতো ধীমান্ গদয়া ভীমবেগয়া ।  
 নাকম্পত মহাবাহুর্হিমবানিব স্তম্ভিরঃ ॥২॥  
 ততঃ প্রগৃহ্য বিপুলাং শতঘণ্টাং বিভীষণঃ ।  
 তনুমন্ত্য মহাশক্তিং চিক্ষেপাস্ত্র শিরঃ প্রতি ॥৩॥  
 পতন্ত্যা স তয়া বেগোদ্ভ্রাক্সসোহশনিবেগয়া ।  
 হতোভ্রাক্সো দদৃশে বাতরুগ্ণ ইব ক্রমঃ ॥৪॥  
 তং দৃষ্ট্বা নিহতং সংখ্যে প্রহস্তং ক্ষণদাচরম্ ।  
 অভিহুদ্ভ্রাব ধূম্রাক্সো বেগেন মহতা কপীন ॥৫॥  
 তস্মৈ যোপমং সৈন্যমাপত্যদ্যৌমদর্শনম্ ।  
 দৃষ্টৌব সহসা দীর্ণা রণে বানরপুঙ্গবাঃ ॥৬॥  
 ততস্তান্ সহসা দীর্ণান্ দৃষ্ট্বা বানরপুঙ্গবান্ ।  
 নিবার্য্য কপিশাদ্দূলো হনুমান্ পর্য্যবস্থিতঃ ॥৭॥

### ভারতকৌমুদী

স ইতি । স বিভীষণঃ । অপি তু হিমবান্ পর্বত ইব স্তম্ভির এবাসীৎ ॥২॥  
 তত ইতি । অহুমন্ত্য মহাস্তম্ভোপাভিমন্ত্য । অস্ত্র প্রহস্তস্ত্র ॥৩॥  
 পতন্ত্যেতি । হতম্ উভ্রাক্সং মস্তকং যস্ত সঃ, বাতরুগ্ণো বায়ুভগ্নঃ ॥৪॥  
 তমিতি । সংখ্যে যুদ্ধে, ক্ষণদাচরং রাক্ষসম্ । ধূম্রাক্সো নাম রাক্ষসঃ ॥৫॥  
 তস্তেতি । আপত্যং আগচ্ছৎ । দীর্ণা ভয়াঃ পলায়িতা ইত্যর্থঃ ॥৬॥

বুদ্ধিমান্ ও মহাবাহু বিভীষণ ভয়ঙ্করবেগশালী গদাধারা সেইরূপ আহত হইয়াও  
 কম্পিত হইলেন না ; কিন্তু হিমালয়পর্বতের তুল্যই স্তম্ভির থাকিলেন ॥২॥

তদনন্তর বিভীষণ শতঘণ্টাযুক্ত বিশাল মহাশক্তি গ্রহণপূর্বক অভিমুখিত করিয়া  
 তাহা প্রহস্তের মস্তকের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥৩॥

তখন দেখা গেল—বজ্রের তুল্য বেগশালী সেই মহাশক্তি যাইয়া প্রহস্তের  
 মস্তক ছেদন করিল এবং বায়ুভগ্ন বৃক্ষের শ্রায় প্রহস্ত ভূতলে পতিত হইল ॥৪॥

যুদ্ধে প্রহস্তরাক্ষসকে নিহত দেখিয়া ধূম্রাক্স মহাবেগে বানরগণের দিকে ধাবিত  
 হইল ॥৫॥

তখন বানরশ্রেষ্ঠেরা মেঘের তুল্য ভয়ঙ্করমূর্তি ধূম্রাক্সের সৈন্যগণকে আসিতে  
 দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল ॥৬॥

তখন বানরপুঙ্গবদিগকে হঠাৎ পলায়ন করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে বারণ  
 করিয়া বানরশ্রেষ্ঠ হীমান যুদ্ধের অস্ত্র অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৭॥

তং দৃষ্টবান্ধিতং সংখ্যে হ্রয়ঃ পবনাজ্জম্ ।  
 মহত্যা হ্রয়া রাজন্ ! সম্যবর্তন্ত সৰ্বশঃ ॥৮॥  
 ততঃ শব্দো মহানাসীতুমুলো লোমহর্ষণঃ ।  
 রামরাবণসৈন্তানামন্তোন্মত্তমভিধাবতাম্ ॥৯॥  
 তস্মিন্ প্রবৃতে সংগ্রামে ঘোরে রুধিরকর্দমে ।  
 ধূম্রাক্ষঃ কপিসৈন্ত্যং তদ্রাবয়ামাস পত্নিভিঃ ॥১০॥  
 তং রাক্ষসমহামাত্রমাপতন্তং সপত্নজিৎ ।  
 প্রতিজ্ঞগ্রাহ হনুমাংস্তরসা পবনাজ্জম্ ॥১১॥  
 তয়োযুঁদ্ধমভূদঘোরং হরিরাক্ষসবীরয়োঃ ।  
 জিগীষতোযুঁদ্ধান্তোন্মত্তপ্রহ্লাদয়োবিব ॥১২॥  
 গদাভিঃ পরিঘৈশ্চৈব রাক্ষসো জঘ্ৰিবান্ কপিম্ ।  
 কপিষ্ঠ জঘ্ৰিবান্ রক্ষঃ সঙ্কল্পবিটপৈদ্ৰুমৈঃ ॥১৩॥

## ভারতকৌমুদী

তত ইতি । নিবান্ধ্য পলায়নে নিষিধ্য । পর্যাবসিতো যোদ্ধুমিতি শেষঃ ॥৭॥  
 তমিতি । হ্রয়ঃ পলায়মানা বানরাঃ । সম্যবর্তন্ত যোদ্ধুম্বেব প্রত্যাবর্তন্ত ॥৮॥  
 তত ইতি । অন্তোন্মত্তং পরস্পরম্, অতি লক্ষ্যকৃত্য ধাবতাম্ ॥৯॥  
 তস্মিন্মিতি । রুধিরৈঃ কর্দমো যত্র তস্মিন্ । রাবয়ামাস গীড়য়ামাস ॥১০॥  
 তমিতি । রাক্ষসমহামাত্রং রাক্ষসশ্রেষ্ঠম্ । সপত্নজিৎ শত্রুবিজয়ী । তরসা বেগেন ॥১১॥  
 তয়োরিতি । যুধা যুদ্ধেন, অন্তোন্মত্তম্, জিগীষতোর্জেক্তুমিচ্ছতোঃ ॥১২॥  
 গদাভিরিতি । রাক্ষসো ধূম্রাক্ষঃ, কপিং হনুমন্তম্ । রক্ষো ধূম্রাক্ষং রাক্ষসম্ ॥১৩॥

রাজা ! পবননন্দন হনুমান্কে যুদ্ধে অবস্থিত দেখিয়া বানরেরা সকল দিক্ হইতে  
 অতি সত্বর প্রত্যাবর্তন করিল ॥৮॥

তাহার পর রাম ও রাবণের সৈন্তেরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইল ;  
 তখন তুমুল ও লোমহর্ষণ মহাকোলাহল উথিত হইল ॥৯॥

সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, রক্তের স্রোতে মৃত্তিকা কর্দমে পরিণত হইল  
 এবং ধূম্রাক্ষ বাণদ্বারা বানরগৈষ্ঠাদিগকে মর্দন করিতে লাগিল ॥১০॥

তখন শত্রুবিজয়ী পবননন্দন হনুমান্ বেগে যাইয়া আগমনশীল মহারাক্ষস  
 ধূম্রাক্ষকে গ্রহণ করিলেন ॥১১॥

তদনন্তর ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের স্ত্রায় পরস্পর যুদ্ধজয়াভিলাষী বানরবীর হনুমান্ ও  
 রাক্ষসবীর ধূম্রাক্ষের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥১২॥

ততন্তুমতিকোপেন সাং সৱথসারথিম্ ।  
 ধূত্ৰাক্ষমবধৌ ক্রুদ্ধো হনূমান্ মারুভাঙ্গজঃ ॥১৪॥  
 ততন্তং নিহতং দৃষ্ট্বা ধূত্ৰাক্ষং রাক্ষসোত্তমম্ ।  
 হরয়ো জাতবিশ্রস্তা জম্বুবন্যে চ সৈনিকান্ ॥১৫॥  
 তে বধ্যমানা হরি'ভবলিভিজিতকা'শভিঃ ।  
 রাক্ষসা ভগ্নসঙ্কল্পা লঙ্কামভ্যপতন্ ভয়াৎ ॥১৬॥  
 তেহভিপত্য পুরং ভগ্না হতশেষা নিশাচরাঃ ।  
 সৰ্ব্বং রাজ্ঞে যথাবৃত্তং রাবণায় ন্যবেদয়ন্ ॥১৭॥  
 শ্রুত্বা তু রাবণস্তেভ্যঃ প্রহস্তং নিহতং যুধি ।  
 ধূত্ৰাক্ষঞ্চ মহেষাসং সৈন্যং বানরবর্ষভৈঃ ॥১৮॥  
 স্তদৌর্যমিব নিশ্চয় সমুৎপত্য বরাসনাৎ ।  
 উবাচ কুন্তকর্ণশ্চ কৰ্ম্মকালোহয়মাগতঃ ॥১৯॥ (যুদ্ধকম্)

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । পূৰ্ব্বত এব ক্রুদ্ধঃ, তদানীন্ততিকোপেনেত্যপোনকৃত্যম্ ॥১৪॥  
 তত ইতি । জাতবিশ্রস্তা হনুমতো বলে জাতবিশ্বাসাঃ । সৈনিকান্ রাক্ষসসৈন্যান্ ॥১৫॥  
 ত ইতি । জিতেন ধূত্ৰাক্ষজয়েন কাশস্তে দীপ্যন্ত ইতি জিতকাশিনস্তৈঃ ॥১৬॥  
 ত ইতি । অভিপত্য গয়া, ভগ্নাঃ পরাজিতাঃ ॥১৭॥  
 শ্রুত্ব ইতি । বানরবর্ষভৈঃ নিহতং ধূত্ৰাক্ষম্ । সমুৎপত্য উপায় ॥১৮—১৯॥

তখন ধূত্ৰাক্ষ গদা ও পরিঘদ্বারা হনুমান্কে আঘাত করিতে থাকিল ; আবার হনুমান্ও স্কন্ধ ও শাখাযুক্ত বৃক্ষদ্বারা ধূত্ৰাক্ষকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

তৎপরে ক্রুদ্ধ পবননন্দন হনুমান্ অতিক্রুদ্ধ হইয়া অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত ধূত্ৰাক্ষকে বধ করিলেন ॥১৫॥

তাহার পর অত্যাশ্রয় বানরেরা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ধূত্ৰাক্ষকে নিহত দেখিয়া হনুমানের বলে বিশ্বাস করিয়া রাক্ষসসৈন্য সংহার করিতে লাগিল ॥১৬॥

বলবান্ ও বিজয়শোভী বানরেরা বধ করিতে লাগিলে, সেই রাক্ষসেরা ভগ্নসঙ্কল্প হইয়া ভয়ে লঙ্কার ভিতরে প্রবেশ করিল ॥১৭॥

পরাজিত ও হতাবশিষ্ট সেই রাক্ষসেরা লঙ্কার ভিতরে যাইয়া রাজা রাবণের নিকট যথাবদবৃত্তান্ত সমস্ত জানাইল ॥১৮॥

যুদ্ধে প্রহৃত্ত নিহত হইয়াছে এবং প্রধান বানরেরা সৈন্যগণের সহিত মহাশুর্কর ধূত্ৰাক্ষকে বধ করিয়াছে—ইহা তাহাদের নিকট শুনিয়া রাবণ

ইত্যেবমুক্ত্বা বিধিধৈর্বাদিত্রৈঃ স্তমহাশ্বনৈঃ ।  
 শয়ানমার্তনিদ্রাক্ষু কুস্তকর্ণমবোধয়ৎ ॥২০॥  
 প্রবোধ্য মহতা চৈনং গত্নেনাগতসাধ্বসঃ ।  
 স্বস্থমাসীনমব্যগ্রং বিনিদ্রং রাক্ষসাধিপঃ ।  
 ততোহব্রবৌদশগ্রীবঃ কুস্তকর্ণং মহাবলম্ ॥২১॥  
 ধন্যোহসি যশ্চ তে নিদ্রা কুস্তকর্ণেয়মৌদৃশী ।  
 য ইদং দারুণাকারং ন জানীষে মহাভয়ম্ ॥২২॥  
 এষ তীর্ত্বাহর্বং রামঃ সেতুনা হরিভিঃ সহ ।  
 অবমন্তোহ নঃ সর্বাণ্ করোতি কদনং মহৎ ॥২৩॥  
 ময়া ত্বপহতা ভার্গ্যা সীতা নামাশ্চ জানকী ।  
 তাং নেতুং স ইহায়াতো বদ্ধা সেতুং মহার্হবে ॥২৪॥

## ভারতকৌমুদী

ইতি । অবোধয়ৎ জাগরিতবান্ রাবণ ইত্যন্তবৃত্তঃ ॥২০॥  
 প্রবোধ্যেতি । আগতসাধ্বস উপস্থিতলজ্জাঃ, কুস্তকর্ণং বিনা জ্বালাভাৎ । ঘটপাদোহয়ং  
 শ্লোকঃ ॥২১॥  
 যন্ত ইতি । ধন্যোহসীতি সৌমিষ্ঠনোক্তিঃ । 'তৎকারণমাহ—যন্তেত্যাদি ॥২২॥  
 এষ ইতি । ইবিভিবানবৈঃ । নঃ অস্মান্ । কদনং মর্দনম্ ॥২৩॥  
 যুগ্মঃ কথং কদনং করোতীত্যাহ—ময়েতি । জানকী জনকরাজতনয়া ॥২৪॥

## ভারতভাবদীপঃ

ততঃ প্রহস্ত ইতি ॥১—১০॥ বক্ষোমহামাত্রং বক্ষঃশ্রেষ্ঠম্ ॥১১—২০॥ আগতসাধ্বসো  
 জাতভয়ঃ ॥২১—২২॥

ইতি ত্রীমহাভাবতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে চত্বারিংশদধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৪০॥

সুদীর্ঘ নিশ্বাসই যেন ত্যাগ করিয়া উত্তম আসন হইতে উত্থিত হইয়া বলিলেন—  
 'কুস্তকর্ণের কার্যকাল এই উপস্থিত হইয়াছে' ॥১৮—১৯॥

এইরূপ বলিয়া যাওয়া রাবণ, মহাশব্দকারী নানাবিধ বাত্মদ্বারা শয়িত এবং  
 অতিনিদ্রাক্ষ কুস্তকর্ণকে জাগরিত করিলেন ॥২০॥

গুরুতর চেষ্টা করিয়া কুস্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করার পরে রাবণের লজ্জা উপস্থিত  
 হইল ; এদিকে মহাবল কুস্তকর্ণও সচেতন ও স্তম্ভ হইয়া উপবেশন করিলেন ; তাহার  
 পর রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—॥২১॥

“কুস্তকর্ণ ! তুমি ধন্য বট ! যে তোমার নিদ্রা এইরূপ এবং হে তুমি এখনও  
 এই দারুণাকার মহাভয়ের বিবরণ জান না ॥২২॥

এই রাম বানরগণের সহিত সেতুপথে সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া আমাদের  
 সকলকে অবজ্ঞা করিয়া লঙ্কানগরীর গুরুতর ক্ষতি করিতেছে ॥২৩॥

তেন চৈব গ্রহস্তাদির্মহান্ নঃ স্বজনো হতঃ ।  
 তস্ম নাত্মো নিহস্তাস্তি তদৃতে শত্রুকর্ষণ ! ॥২৫॥  
 স দংশিতোহভিনির্হায় ত্বমগ্ন বলিনাং বর ! ।  
 রামাদৌ সমরে সর্বান জহি শক্রনরিন্দম ! ॥২৬॥  
 দূষণাবরজো চৈব বজ্রবেগপ্রমাথিনো ।  
 তৌ ত্বাং বলেন মহতা সহিতাবলুয়াস্ততঃ ॥২৭॥  
 ইত্যুক্ত্বা রাক্ষসপতিঃ কুন্তকর্ণং তরশ্বিনম্ ।  
 সন্দিদেশেতিকর্তব্যং বজ্রবেগপ্রমাথিনো ॥২৮॥  
 তথৈত্যুক্ত্বা তু তৌ ধীরৌ রাবণং দূষণানুজো ।  
 কুন্তকর্ণং পুরস্কৃত্য তূর্ণং নির্যযুঃ পুরাং ॥২৯॥

ইতি ক্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি  
 দ্রৌপদৌহরণে রামোপাখ্যানেন কুন্তকর্ণরণগমনে চত্বারিংশদধিক-  
 দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥-॥ \*

### ভারতকৌমুদী

তেনেতি । মহান্ প্রধানঃ । তদৃতে ত্বাং বিনা ॥২৫॥

স ইতি । দংশিতো যুদ্ধায় সন্নতঃ ॥২৬॥

দূষণেতি । দূষণস্ত্র প্রাপ্তকৃত্ত রাক্ষসস্ত্র অবরজো কনিষ্ঠভ্রাতরো ॥২৭॥

ইতীতি । তরশ্বিনং বলবন্তম্ । সন্দিদেশ উপদিশে, ইতিকর্তব্যং যুদ্ধপরিপাটীম্ ॥২৮॥

আমি, উহার ভাৰ্য্যা জনকনন্দিনী সীতাকে অপহরণ করিয়াছি । তাই  
 সে, সীতাকে লইয়া যাইবার জন্য মহাসমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়া এখানে  
 আসিয়াছে ॥২৪॥

এক সেই রাম, আমাদের স্বজন গ্রহস্তপ্রভৃতি প্রধান ব্যক্তিদিগকে বধ করিয়াছে ;  
 অতএব শত্রুকর্ষণ ! তুমি ভিন্ন তাহার নিহস্তা অগ্ন কেহ নাই ॥২৫॥

অতএব বলিশ্রেষ্ঠ অরিন্দম । তুমি আজ সুসজ্জিত ও নির্গত হইয়া যুদ্ধে রাম-  
 প্রভৃতি সকল শত্রুকে সংহার কর ॥২৬॥

দূষণের কনিষ্ঠভ্রাতা সেই বজ্রবেগ ও প্রমাথী বিশাল বাহিনীর সহিত তোমার  
 অনুগমন করিবে ॥২৭॥

রাবণ, বলবান্ কুন্তকর্ণকে এইরূপ বলিয়া বজ্রবেগ ও প্রমাথীকে যুদ্ধের ইতি-  
 কর্তব্য বলিয়া দিলেন ॥২৮॥

\* ‘...দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...ষড়্বীত্য-  
 ধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

## একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ততো নির্যায় স্বপুৱাং কুন্তকর্ণঃ সহানুগঃ ।  
অপশ্যৎ কপিসৈন্যং তজ্জিতকাশ্যগ্রতঃ স্থিতম্ ॥১॥  
স বৌদ্ধমাগন্তুং সৈন্যং রামদর্শনকাজ্জয়া ।  
অপশ্যচ্চাপি সৌমিত্রিং ধনুস্পাণিং ব্যবস্থিতম্ ॥২॥  
তমভ্যেত্যাশু হরয়ঃ পরিবক্রঃ সমন্ততঃ ।  
অভ্যগ্নঃচ মহাকায়ের্বহুভির্জগতীকৃতৈঃ ।  
করজৈরতুদংশচান্যে বিহায় ভয়মুত্তমম্ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তথেষ্ট । তৌ বজ্রবেগপ্রমাণিনৌ । পূরস্কৃত্য অগ্রবর্তীকৃত্য ॥২০॥  
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যাবিরচিতায়াঃ  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্বণি দ্রৌপদীহরণে  
চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

তত ইতি । জিতেন গ্রহস্তাদীনাং জয়েন কাশতে দীপ্যত ইতি জিতকাশি ॥১॥  
স ইতি । রামদর্শনকাজ্জয়া তদাক্রমণেচ্ছয়েবেতি ভাবঃ ॥২॥  
ভমিতি । জগতীকৃতৈবৃ কৈঃ । করজৈর্নৈথৈঃ, অতুদন্ অব্যথয়ন্ । যটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩॥

দূষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীর বজ্রবেগ ও প্রমাথী ‘তাহাই হইবে’ এই কথা রাবণকে  
বলিয়া কুন্তকর্ণকে অগ্রবর্তী করিয়া সত্তর লক্ষা হইতে নির্গত হইল” ॥২৯॥

—:~:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তাহার পর কুন্তকর্ণ অমুচরবর্গের সহিত লক্ষা হইতে  
নির্গত হইয়া সম্মুখস্থিত বিজয়শোভা সেই বানরসৈন্য দর্শন করিলেন ॥১॥

তিনি রামকে দেখিবার ইচ্ছায় সেই সৈন্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকিয়া ধনুহস্তে  
অবস্থিত লক্ষ্মণকে দর্শন করিলেন ॥২॥

তখন বানরগণ সত্তর যাইয়া সকল দিক্ হইতে কুন্তকর্ণকে পরিবেষ্টন করিল এবং  
বিশালকৃতি বহুতর বৃক্ষদ্বারা আঘাত করিতে থাকিল ; আর অগ্নি বানরেরা ভয়  
পরিভ্যাগ করিয়া নক্ষত্রা গুরুতর প্রহার করিতে লাগিল ॥৩॥

বহুধা যুধ্যমানাস্তে যুদ্ধমার্গৈঃ প্লবঙ্গমাঃ ।  
 নানা প্রহবণৈর্ভীমৈ রাক্ষসেন্দ্রমতাড়য়ন্ ॥৪॥  
 স তাড়্যমানঃ প্রহসন্ ভঙ্কয়ামাস বানরান্ ।  
 বলং চণ্ডবলান্ব্যক্ণ বজ্রবাহুঞ্চ বানরম্ ॥৫॥  
 তদদৃষ্ট্বা ব্যথনং কশ্ম্য কুন্তকর্ণস্ত রক্ষসঃ ।  
 উদক্রোশন্ পরিত্রস্তাস্তারপ্রভৃতয়স্তদা ॥ ৬ ॥  
 তানুচ্চৈঃ ক্রোশতঃ সৈন্যান্ শ্রোত্বা স হরিযুথপান্  
 অভিহুদ্ৰাব স্ত্রগ্ৰীবঃ কুন্তকর্ণমপেতভীঃ ॥ ৭ ॥  
 ততোহাভিপত্য বেগেন কুন্তকর্ণং মহামনাঃ ।  
 শালেনাজঘ্নিবান্ মূর্দ্ধি বলেন কপিকুঞ্জরঃ ॥৮॥  
 স মহাত্মা মহাবেগঃ কুন্তকর্ণস্ত মূর্দ্ধনি ।  
 বিভেদ শালং স্ত্রগ্ৰীবো নচৈবাব্যথয়ৎ কপিঃ ॥৯॥

#### ভারতকৌমুদী

বহুধেতি । বহুধা যুদ্ধমার্গৈর্যুদ্ধপদ্ধতিভিঃ । রাক্ষসেন্দ্রং কুন্তকর্ণম্ ॥৪॥  
 স ইতি । বনাদিনামকং প্রধানং বানবক্ণ ভঙ্কয়ামাসেতি সম্বন্ধঃ ॥৫॥  
 তদিত্যিতি । ব্যথনং স্বপক্ষপীডাজনকম্ । তারপ্রভৃত্যো বানরাঃ ॥৬॥  
 তানিত্যিতি । হরিযুথপান্ বানবসমূহশ্রেষ্ঠান্ । অপেতভীনির্ভয়ঃ ॥৭॥  
 ৩৩ ইতি । শালেন বৃক্ষেণ । কপিকুঞ্জরঃ স্ত্রগ্ৰীবঃ ॥৮॥

ক্রমে সেই বানরেরা নানাবিধ প্রণালীতে যুদ্ধ করিতে থাকিয়া নানাবিধ ভয়ঙ্কর  
 অস্ত্রদ্বারা কুন্তকর্ণকে তাড়ন করিতে থাকিল ॥৪॥

তখন কুন্তকর্ণ প্রহৃত হইতে থাকিয়াও হাস্য করতঃ বহুতর ক্ষুদ্র বানরকে এবং  
 বল, চণ্ডবল ও বজ্রবাহু নামক প্রধান তিনটা বানরকে ভঙ্কণ করিয়া ফেলিলেন ॥৫॥

তখন কুন্তকর্ণের সেই দাক্ষণ কার্য্য দেখিয়া তারপ্রভৃতি বানরেরা অত্যন্ত ভীত  
 হইয়া উচ্চস্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিল ॥৬॥

প্রধান বানবসৈন্তগণের সেই উচ্চ আর্তনাদ শুনিয়া স্ত্রগ্ৰীব নির্ভয়চিত্তে কুন্তকর্ণের  
 দিকে ধাবিত হইলেন ॥৭॥

তাহাব পর মহামানা বানরশ্রেষ্ঠ স্ত্রগ্ৰীব বেগে যাইয়া শালবৃক্ষদ্বারা বলপূর্বক  
 কুন্তকর্ণের মস্তকে আঘাত করিলেন ॥৮॥

মহাত্মা ও মহাবেগশালী স্ত্রগ্ৰীব কুন্তকর্ণের মস্তকে সেই শালবৃক্ষটাকে ভাঙ্গিয়া  
 ফেলিলেন, তথাপি তাঁহাকে ব্যথিত করিতে পারিলেন না ॥৯॥

ততো বিনশ্য সহস্রা শালস্পর্শবিবোধিতঃ  
 দোভ্যামাদায় স্ত্রগ্রীবং কুম্ভকর্ণোহহবন্ধলাৎ ॥১০॥  
 হ্রিয়মাণস্ত স্ত্রগ্রীবং কুম্ভকর্ণেন বক্ষসা ।  
 অবৎক্ষ্যাত্যদ্রবদ্রাবঃ সৌমিত্রিমিত্রেনন্দনঃ ॥১১॥  
 সোহভিপত্য মহাবেগং রুক্ষপুঙ্খং মহাশরম্ ।  
 প্রাহিণোৎ কুম্ভকর্ণায় লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ॥১২॥  
 স তস্মৈ দেহাবরণং ভিত্ত্বা দেহঞ্চ সাযকঃ ।  
 জগাম দারযন্ ভূমিং রুধিরেণ সমৃক্ষিতঃ ॥১৩॥  
 তথা স ভিন্নহৃদয়ঃ সমুৎসজ্য কপীন্দবম্ ।  
 কুম্ভকর্ণো মহেষাসঃ প্রগৃহীতশিলায়ুধঃ ।  
 অভিতুদ্রাব সৌমিত্রিমুগ্ধম্য মহতৌ শিলাম্ ॥১৪॥  
 তস্মাভিপততস্তূর্ণং ক্ষুরাভ্যাগৃচ্ছিতৌ কর্বৌ ।  
 চিচ্ছেদ নিশিতাগ্রাভ্যাং স বভূব চতুর্ভুজঃ ॥১৫॥

## ভারতকৌমুদী

স হতি । বিভেদ বভূব । কিন্তু তথাপি নচ অব্যর্থয়ং কুম্ভকর্ণ ব্যর্থযিতুমশক্যোঃ ॥২॥

তত ইতি । শালস্পর্শেন বিবোধিতঃ প্রহবতীতি জ্ঞাপিতঃ । দৃঢ়াঙ্গস্তং সূচিতম্ ॥১০॥

হ্রিয়মাণমিতি । অভ্যদ্রবং কুম্ভকর্ণং প্রত্যধাবৎ । মিত্রাণাং নন্দন আনন্দকবঃ ॥১১॥

স ইতি । রুক্ষপুঙ্খং স্বর্ণখচিতমুগম্ । পরবীরহা শত্রুবীৰহস্তা ॥১২॥

স ইতি । দেহাবরণং বর্ম । সমৃক্ষিতঃ সংস্কৃতঃ ॥১৩॥

তথেন্তি । কপীন্দবং স্ত্রগ্রীবম্ । মহেষাসো মহাধনুর্দ্ধরঃ । ষট্‌পাদোহস্যং শ্লোকঃ ॥১৪॥

তদনন্তব কুম্ভকর্ণ সেই শালবৃক্ষস্পর্শে সচেতন হইয়া, সিংহনাদ করিয়া, বাহুগুলদ্বারা বলপূর্বক তৎক্ষণাৎ স্ত্রগ্রীবকে উঠাইয়া লইয়া হরণ করিতে লাগিলেন ॥১০॥

কুম্ভকর্ণ স্ত্রগ্রীবকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া মহাবীর ও বন্ধুজনের আনন্দজনক লক্ষণ তাঁহাব দিকে ধাবিত হইলেন ॥১১॥

এবং শত্রুবীরহস্তা লক্ষণ উপস্থিত হইয়া মহাবেগশালী ও স্বর্ণখচিত একটা ভয়ঙ্কর বাণ কুম্ভকর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥১২॥

সেই বাণ কুম্ভকর্ণের বর্ম ও দেহ ভেদ করিয়া রুধিরসিক্ত হইয়া ভূমি বিদারণ-পূর্বক চলিয়া গেল ॥১৩॥

তখন মহাধনুর্দ্ধর ও শিলায়ুধধারী কুম্ভকর্ণ সেইভাবে বিদৌর্জয় হইয়া, স্ত্রগ্রীবকে ছাড়িয়া দিয়া, একটা বিশাল শিলা উত্তোলন করিয়া তৎক্ষণের দিকে ধাবিত



তানপ্যস্ত ভুজান্ সর্বান্ প্রগৃহীতশিলাযুধান্ ।  
 ক্ষুরৈশ্চিচ্ছেদ লঘুস্তং সৌমিত্রিঃ প্রতীদর্শয়ন্ ॥১৬॥  
 স বভূবাতিকায়শ্চ বহুপাদশিরোভুজঃ ।  
 তং ব্রহ্মাক্ষেণ সৌমিত্রিদদারাদ্রিচয়োপমম্ ॥১৭॥  
 স পপাত মহাবীর্যো দিব্যাস্ত্রাভিহতো রণে ।  
 মহাশনিবিনদন্ধঃ পাদপোহক্ষুরবানিব ॥ ৮॥  
 তং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মসঙ্কশং কুস্তকর্ণং তরশ্বিনম্ ।  
 গতাস্থং পতিতং ভূমৌ রাক্ষসাঃ প্রাদ্ৰবন ভয়াৎ ॥১৯॥  
 তথা তান্ দ্রবতো যোধান্ দৃষ্ট্বা তৌ দূষণানুজৌ ।  
 অবস্থাপ্যাথ সৌমিত্রিং সংক্ৰুদ্ধাবত্যধাবতাম্ ॥২০॥

### ভারতকৌমুদী

জ্ঞেতি । উজ্জিতো উন্নতো । তদা স কুস্তকর্ণশ্চতুর্ভূজো বভূব, কামরূপধাৎ ॥১৫॥  
 তানিতি । অস্ত কুস্তকর্ণস্ত । লঘুস্থম্ অস্বনিক্ষেপে লঘুহস্ততাম্ ॥১৬॥  
 ইতি । অতিকায়ো বিশালদেহঃ । অত্রিচয়োপমং মিলিতপৰ্ব্বতসমূহতুল্যম্ ॥১৭॥  
 ইতি । অক্ষুরবান্ অঙ্গগতশাখানামিত্যর্থঃ । বহুভুজাদিসাদৃশ্যার্থমিদম্ ॥১৮॥  
 তমিতি । তরশ্বিনং বলবন্তম্ । রামায়ণে রামেণ নিহতঃ কুস্তকর্ণঃ, অত্র তু লক্ষ্মণেনেতি  
 বিরোধস্ত কল্পভেদে কৰ্ত্তৃভেদাঙ্গীকারেণ পরিহার্যঃ । অগ্ন্যত্রাপোবম্ ॥১৯॥  
 তথেনিতি । অবস্থাপ্যা তিষ্ঠ তিষ্ঠত্বাক্য্য পলায়নং নিষিধ্যোত্যর্থঃ ॥২০॥

কুস্তকর্ণ হস্তযুগল উত্তোলন করিয়া আসিতেছিলেন ; এই সময়ে লক্ষ্মণ নিশিত  
 দুইটা ক্ষুরাশ্বদ্বারা তাহার বাহুযুগল ছেদন করিলেন ; কুস্তকর্ণ তৎক্ষণাৎ চতুর্ভূজ  
 হইলেন ॥১৫॥

তখন লক্ষ্মণ লঘুহস্ততা দেখাইতে থাকিয়া ক্ষুরাশ্বদ্বারা তাঁহার সেই সকল  
 শিলাধারী বাহুগুলিকেও ছেদন করিলেন ॥১৬॥

কুস্তকর্ণও তৎক্ষণাৎ বিশাল দেহ, বহু চরণ, বহু মস্তক ও বহু বাহু হইলেন ;  
 লক্ষ্মণও অমনি ব্রহ্মাশ্বদ্বারা পৰ্ব্বতসমূহতুল্য সেই কুস্তকর্ণকে বিদীর্ণ করিলেন ॥১৭॥

তখন মহাগজদন্ধ শাখাসম্বাষিত বৃক্ষের আয় মহাবীর কুস্তকর্ণ ব্রহ্মাক্ষে আহত  
 হইয়া যুদ্ধে নিপতিত হইলেন ॥১৮॥

ব্রহ্মাসুরের আয় মহাবীর কুস্তকর্ণকে গতাস্থ ও ভূপতিত দেখিয়া রাক্ষসেরা ভয়ে  
 পলায়ন করিতে লাগিল ॥১৯॥

তাবান্দ্রবন্তো সংক্রুদ্ধো বজ্রবেগপ্রমাথিনো ।  
 প্রতিজ্ঞগ্রাহ সৌমিত্রির্বিনগোভো পতত্রিভিঃ ॥২১॥  
 ততঃ স্ততুমূলং যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্ ।  
 দৃষণানুজয়োঃ পার্থ । লক্ষ্মণস্ত চ ধীমতঃ ॥২২॥  
 মহতা শববর্ষণে রাক্ষসৌ সোহভ্যবসত ।  
 তৌ চাপি বীরৌ সংক্রুদ্ধাবুভৌ তং সমবর্ষতাং ॥২৩॥  
 মুহূর্তমেবমভববজ্রবেগপ্রমাথিনোঃ ।  
 সৌমিত্রেণ চ মহাবাহোঃ সম্প্রহারঃ স্তদাক্ষণঃ ॥২৪॥  
 অথাদ্রিশৃঙ্গমাদায় হনুমান্ মারুতাত্তাজঃ ।  
 অভিদ্রত্যাদদে প্রাণান্ বজ্রবেগস্ত রক্ষসঃ ॥২৫॥

### ভাবতকৌমুদী

তাবিত্ । আব্রবন্তো অভিধাবন্তো । বিনস্ত সিংহনাদং ক্রুদ্ধা, পশ্যিতির্বাণৈঃ ॥২১॥  
 তত ইতি । দৃষণানুজয়োর্বজ্রবেগপ্রমাথিনোঃ । পার্থেতি যুধিষ্ঠিরঃ সম্বোধনম্ ॥২২॥  
 মহতেতি । স লক্ষ্মণঃ । তৌ বজ্রবেগপ্রমাথিনৌ । তং লক্ষ্মণম্ ॥২৩॥  
 মুহূর্তমিতি । মুহূর্তং কিয়ন্তং কালমিত্যর্থঃ । সম্প্রহারঃ সমবঃ ॥২৪॥  
 অথেনিতি । প্রাণান্ আদদে, তদদ্রিশৃঙ্গাঘাতেনেতি শেষঃ ॥২৫॥

সেই যোদ্ধাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া দুষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বজ্রবেগ ও প্রমাথী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ‘থাক থাক’ বলিয়া লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইল ॥২০॥

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অবস্থায় বজ্রবেগ ও প্রমাথীকে আসিতে দেখিয়া লক্ষ্মণ সিংহনাদ করিয়া বাণদ্বারা তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন ॥২১॥

• যুধিষ্ঠির । তাহার পর বজ্রবেগ ও প্রমাথীর এবং বুদ্ধিমান লক্ষ্মণের অতিতুমুল ও লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥২২॥

তখন লক্ষ্মণ, বজ্রবেগ ও প্রমাথীর উপবে বিশাল শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন, সেই বীরেরা ছই জনও ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণের উপবে শরবর্ষণ করিতে থাকিল ॥২৩॥

এইভাবে কিছু কাল বজ্রবেগ ও প্রমাথীর এবং মহাবাহু লক্ষ্মণের অতিদারুণ যুদ্ধ হইল ॥২৪॥

তাহার পর পবননন্দন হনুমান্ একটা পর্বতশৃঙ্গ লইয়া দ্রুত যাইয়া তাহার আর্দ্রাতে রাক্ষস বজ্রবেগের প্রাণ গ্রহণ করিলেন ॥২৫॥

নীলশ্চ মরুতা গ্রাবু। দমণাবরজং হরিঃ ।

প্রমাথিনমভিভ্রত্য প্রমমাত মহাবলঃ ॥২৬॥

ততঃ প্রাবর্তত পুনঃ সংগ্রামঃ কটুকৌদয়ঃ ।

রামরাবণসৈন্যানামন্যোন্যমভিধাবতাম্ ॥২৭॥

শতশো নৈঋতান্ বন্যা জল্পবন্যাংশ্চ নৈঋতাঃ ।

নৈঋতাস্তত্র বধ্যস্তে প্রায়েণ ন তু বানরাঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণ

দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানেন কুন্তকর্ণাদিবধে একচত্বারিংশ-

দধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

ভারতকৌমুদী

নীল ইতি । নীলো নাম হরিবানবঃ, গ্রাবু প্রস্তরেন ॥২৬॥

তত ইতি । কটুকো দুঃখকব উদয় আবির্ভাবো যন্ত সং, বহুপ্রাণিনাশাৎ ॥২৭॥

শতশ ইতি । নৈঋতান্ রাক্ষসান্, বন্যা বানবাঃ । প্রায়েণ বাহুল্যেন ॥২৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভাবতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিবচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভাবতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণে

একচত্বারিংশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥'

—:~:—

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি । জিতকাশি দৃঢ়মুষ্টি । “কাশিমুষ্টিঃ প্রকাশনাং” ইতি যাস্কঃ ॥১—২৭॥ বজ্রা  
বনেচরা বানরাঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একচত্বারিংশদধিক-

বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৪১॥

—:~:—

এক মহাবল নীলও দ্রুত যাইয়া বিশাল প্রস্তরের আঘাতে দুঃখের কনিষ্ঠ ভ্রাতা  
প্রমাতীকে মর্ষিত করিলেন ॥২৬॥

তদনন্তর রামের সৈন্য ও রাবণের সৈন্যেরা পবম্পর পরম্পরের প্রতি ধাবিত  
হইল ; তখন পুনরায় দারুণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥২৭॥

সেই যুদ্ধে বানরেরা শত শত রাক্ষসকে এবং রাক্ষসেরাও শত শত বানরকে বধ  
করিল । তবে তাহাতে রাক্ষসেরাই অধিক নিহত হইল ; কিন্তু বানরেরা নহে” ॥২৮॥

—:~:—

\* ‘...ত্রিসপ্তত্যধিকবিশততমঃ...’—পি, ‘...ষড়্শত্যধিকবিশততমঃ...’—বা ব, ‘...সপ্তাশ্চ-  
ত্যধিকবিশততমঃ...’—বা, ‘...অষ্টাশ্চত্যধিকবিশততমঃ...’—নি ।

## দ্বিচত্রারিংশদধিকাদ্বশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

মাকণ্ডেয় উবাচ ।

ততঃ শ্রদ্ধা হতং সংখ্যে কুম্ভকর্ণং মহানুগম্ ।  
 প্রহস্তঞ্চ মহেষাসং ধূম্রাক্ষণাততেজসম্ ।  
 পুত্রমিন্দ্রজিতং বীৰং রাবণঃ প্রত্যভাষত ॥১॥  
 জহি বামমমিত্রয় । সুগ্রীবঞ্চ সলক্ষ্মণম্ ।  
 ত্বয়া হি মম সৎপুত্র । যশো দীপ্তমুপাজ্জিতম্ ।  
 জিত্বা বজ্রধবং সংখ্যে সহস্রাক্ষং শচীপতিম্ ॥২॥  
 অন্তরীতঃ প্রকাশো বা দিব্যৈর্দন্তবৈঃ শবৈঃ ।  
 জহি শক্রনাশকমিত্রয় । মম শত্রুভ্যং বব ॥৩॥  
 বামলক্ষ্মণসুগ্রীবাঃ শব্দপার্শ্বং ন তেহনঘ । ।  
 সমর্থ্যঃ প্রতিসোচ্চঞ্চ কুতস্তদনুযাযিনঃ ॥৪॥

ভাবতকৌমুদী

ততি ইতি । সংখ্যে যুদ্ধে । মহানুগং সাত্তচরম । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১॥  
 জহীতি । হে অমিত্রয় । শক্রহন্তঃ । দীপ্তমুজ্জলম্ । অযমপি বটপাদঃ শ্লোকঃ ॥২॥  
 অন্তরীতি । দিব্যৈঃ স্বর্গীয়ৈর্দন্তো বরো যেযু তৈঃ । মম শত্রুর্নিত্তি মথক্কঃ ॥৩॥  
 রামেতি । তদনুযাযিনো হনুমদাদয়ঃ, কুতঃ কুতোহপি ন সমর্থ্য ইত্যর্থঃ ॥৪॥

মাকণ্ডেয় কহিলেন—“তাহাব পর অমৃতচবর্ণেব সহিত কুম্ভকর্ণ, মহাধনুর্জব  
 প্রহস্ত ও অতিতেজা ধূম্রাক্ষকে যুদ্ধে নিহত শুনিয়া রাবণ, দীপপুত্র ইন্দ্রজিতকে  
 বলিলেন ॥১॥

“শক্রনাশক সংপুত্র ! তুমি, লক্ষ্মণেব সহিত বামকে এবং সুগ্রীবকে বধ কর ।  
 কারণ, তুমি যুদ্ধে বজ্রধারী ও সহস্রনয়ন ইন্দ্রকে জয় কবিয়া আমাব উজ্জল যশ  
 উৎপাদন করিয়াছ ॥২॥

শক্রনাশক শত্রুধারিণ্যেষ্ঠ ! তুমি গুপ্ত বা প্রকাশিত থাকিয়া দেবতাদের বরলব  
 বাণদ্বারা শত্রুগণকে সংহার কর ॥৩॥

হে নিশ্চীপ ! রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব—ইহারা হি তোমার পরাধাত সহ্য করিতে  
 সমর্থ হইবে না ; তাহাদের অমৃতচবেরা আর সমর্থ হইবে কিরূপে ? ॥৪॥

২ ন গতা যা প্রহস্তেন কুন্তকর্নে চানঘ ! ।  
 বৈরশ্যাপচিতিঃ সংখ্যে তাং গচ্ছ স্বং মহাভুজ ! ॥৫॥  
 ত্বমগ্ন নিশিতৈর্বাণৈর্হস্তা শক্রং সসৈনিকান্ ।  
 প্রতিনন্দয় মাং পুত্র ! পুরা জিত্বেব বাসবম্ ॥৬॥  
 ইত্যুক্তঃ স তথৈত্যুক্ত্য রথমাশ্রায় দংশিতঃ ।  
 প্রযযাবিত্তজিহ্বাজন্ ! তূর্ণমায়োধনং প্রতি ॥৭॥  
 ততো বিজ্রাব্য বিস্পর্শ্য নাম রাক্ষসপুঙ্গবঃ ।  
 আহ্বয়ামাস সমরে লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্ ॥৮॥  
 তং লক্ষ্মণোহপ্যধাবচ্চ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ ।  
 ত্রাসয়ন্তুলবোধেণ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগং যথা ॥৯॥  
 তয়োঃ সমভবদ্যুদ্ধং স্তমহজ্জয়গৃহ্মিনোঃ ।  
 দিব্যান্ধ্রবিহ্বলৌক্যমাত্মোত্তমস্পর্শিনোস্তদা ॥১০॥

### ভারতকৌমুদী

নেতি । অপচিতির্নিষ্কৃতিঃ, “ভবেদপচিতিঃ পূজাক্ষয়হানিষু নিষ্কৃতে” ইতি বিশ্বঃ ॥৫॥  
 অস্মিতি । প্রতিনন্দয় আনন্দয় । বাসবমিচ্ছম্ ॥৬॥  
 ইতীতি । আশ্রায় আক্ৰম্য, দংশিতঃ সন্মতঃ । আয়োধনং যুদ্ধস্থানম্ ॥৭॥  
 তত ইতি । নাম আশ্রয়নো নামধেয়ম্ । আহ্বয়ামাস আজুহাব ॥৮॥  
 তমিতি । তলবোধেণ জ্যাঘাতবারণশব্দেন ॥৯॥  
 তয়োঃ ইতি । জয়গৃহ্মিনোর্জয়াভিলাষিণোঃ ॥১০॥

নিষ্পাপ মহাবাহু । প্রহস্ত ও কুন্তকর্ণ যে শক্রতার প্রতিশোধ লইতে পারেন  
 নাই, তুমি যুদ্ধে যাইয়া সেই শক্রতার প্রতিশোধ লও ॥৫॥

পুত্র । তুমি পূর্বে যেমন ইন্দ্রকে জয় করিয়া আমাকে আনন্দিত করিয়াছিলে,  
 তেমন আজ নিশিত বাণদ্বারা সৈন্যগণের সহিত শক্রগণকে সংহার করিয়া আমাকে  
 আনন্দিত কর” ॥৬॥

রাজা । রাবণ এইরূপ বলিলে, ‘তাহাই হইবে’ এই কথা বলিয়া যুদ্ধসজ্জা  
 করিয়া ইন্দ্রজিৎ রথে আরোহণপূর্বক সত্বর যুদ্ধস্থানে গমন করিলেন ॥৭॥

তাহার পর রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ সুস্পষ্টরূপে নিজের নাম শুনাইয়া শুভলক্ষণযুক্ত  
 লক্ষ্মণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন ॥৮॥

তখন লক্ষ্মণও ধনু এবং বাণ ধারণ করিয়া তলশব্দে ভয় জন্মাইতে থাকিয়া—  
 সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগের প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রজিতের প্রতি ধাবিত  
 হইলেন ॥৯॥

রাবণিস্ত যদা নৈনং বিশেষয়তি সায়কৈঃ ।  
 ততো গুরুতরং যত্নমাতিষ্ঠত্বলিনাং বরঃ ॥১১॥  
 তত এনং মহাবেগৈর্দয়ামাস তোমরৈঃ ।  
 তানাগতান্ স চিচ্ছেদ সৌমিত্রিনিশিতৈঃ শরৈঃ ।  
 তে নিকৃতাঃ শরৈস্তৌক্কৈর্গতান্ বহুধাতলে ॥১২॥  
 তমঙ্গদো বালিস্ততঃ শ্রীমানুগম্য পাদপম্ ।  
 অভিদ্রুত্য মহাবেগস্তাড়য়ামাস মূৰ্দ্ধনি ॥১৩॥  
 তশ্চেন্দ্রজিদসংভ্রান্তঃ প্রাসেনোরসি বৌধ্যবান্ ।  
 প্রহৃতু মৈচ্ছত্কাশ্চ প্রাসং চিচ্ছেদ লক্ষ্মণঃ ॥১৪॥  
 তমভ্যাগগতং বীরমঙ্গদং রাবণাভ্রজঃ\*।  
 গদয়াহতাড়য়ৎ সব্যে পার্শ্বে বানরপুঙ্গবম্ ॥১৫॥

## ভারতকৌমুদী

রাবণিরিতি । রাবণিরিদ্ভজিং, বিশেষয়তি অতিক্রামতি ॥১১॥  
 তত ইতি । অর্দয়ামাস রাবণিরিত্যভ্যবর্ততে । তান্ তোমরান্ ॥১২॥  
 তমিতি । তং রাবণিম্ । তাড়য়ামাস তেন পাদপেনেতি শেষঃ ॥১৩॥  
 তশ্চেতি । অসংভ্রান্তঃ পাদপতাড়নেনাপি অনাকুলঃ, উরসি বক্ষসি ॥১৪॥

তখন জয়াভিলাষী, দিব্যান্ধবেত্তা ও পরস্পর স্পর্ধাকারী লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের অতিগুরুতর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥১০॥

যখন বলিশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিং বাণদ্বারা লক্ষ্মণকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না, তখন তিনি জয়ের জন্ত গুরুতর যত্ন অবলম্বন করিলেন ॥১১॥

তাহার পর ইন্দ্রজিং মহাবেগশালী তোমরদ্বারা লক্ষ্মণকে গীড়ন করিবার উপক্রম করিলেন; লক্ষ্মণও নিশিত বাণদ্বারা আগমনমাত্রই সে তোমরগুলিকে ছেদন করিলেন । তখন তীক্ষ্ণবাণে ছিন্ন হইয়া সে তোমরগুলি ভূতলে পতিত হইল ॥১২॥

তদনন্তর বালীর পুত্র শ্রীমান্ অঙ্গদ একটা বৃক্ষ উত্তোলন করিয়া মহাবেগে যাইয়া ইন্দ্রজিতের মস্তকে আঘাত করিলেন ॥১৩॥

বলবান্ ইন্দ্রজিং সে আঘাতে বিহ্বল না হইয়া প্রাসদ্বারা অঙ্গদের বক্ষে প্রহার করিবার ইচ্ছা করিলেন; অমনি লক্ষ্মণ তাহার সেই প্রাস ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥১৪॥

তখন ইন্দ্রজিং নিকটবর্তী বানরশ্রেষ্ঠ বীর অঙ্গদের বামপার্শ্বে গদা দ্বারা আঘাত করিলেন ॥১৫॥

তমচিন্ত্য প্রহারং স বৃষবান্ বালিনঃ স্মৃতঃ ।  
 সসঙ্জ্জ্বলিতঃ ক্রোধাৎ শালবৃক্ষং তথাক্রদঃ ॥১৬॥  
 সোহঙ্গদেন রুষোৎসৃষ্টো বধায়েল্লজিতস্তরুঃ ।  
 জ্বানেন্লজিতঃ পার্থ ! রথং সাংখং সসারথিম্ ॥১৭॥  
 ততো হতাস্থাৎ প্রস্কন্দ্য রথাৎ স হতসারথিঃ ।  
 তত্রৈবাস্তদধৌ রাজন্ ! মায়ায়া রাবণাভ্রজঃ ॥১৮॥  
 অন্তর্হিতং বিদিত্বা তং বহুমায়াঞ্চ রাক্ষসম্ ।  
 রামস্তং দেশমাগত্য তৎ সৈন্যং পর্য্যরক্ষত ॥১৯॥  
 স রামমুদ্दिश्य শরৈস্ততো দত্তবরৈস্তদা ।  
 বিব্যাধ সর্বগাত্রেষু লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্ ॥২০॥  
 তমদৃশ্যং শরৈঃ শূরো মায়ায়াস্তর্হিতং তদা ।  
 যোধয়ামাসতুরূভৌ রাবণিং রামলক্ষ্মণৌ ॥২১॥

### ভারতকৌমুদী

তমিতি । অভ্যাসগতং নিকটস্থিতম্ । সর্বো বামে ॥১৫॥  
 তমিতি । অচিন্ত্য অবজ্ঞায় । সসঙ্জ্জ্বলিতঃ, ইন্দ্রজিত উপরি ॥১৬॥  
 স ইতি । রুষা ক্রোধেন, উৎসৃষ্টো নিক্ষিপ্তঃ স তরুঃ ॥১৭॥  
 তত ইতি । প্রস্কন্দ্য অবতীর্ণা ॥১৮॥  
 অন্তরিতি । বহুী মায়া কূটকৌশলং যন্ত তম্, রাক্ষসমিন্দ্রজিতম্ ॥১৯॥  
 স ইতি । স ইন্দ্রজিৎ । দত্তো বরো যেষু তৈর্দেববরলব্ধৈরিত্যর্থঃ ॥২০॥  
 তমিতি । অন্তর্হিতম্, অতএবাদৃশম্ । যোধয়ামাসতুঃ প্রজহতুঃ ॥২১॥

বলবান্ বালীনন্দন অঙ্গদ সে গদাঘাত অগ্রাহ করিয়া ক্রোধবশতঃ ইন্দ্রজিতের উপরে একটা শালবৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন ॥১৬॥

পৃথানন্দন ! ইন্দ্রজিতের বধের জন্য অঙ্গদ-নিক্ষিপ্ত সেই বৃক্ষটা যাইয়া অশ্ব ও সারথির সহিত ইন্দ্রজিতের রথখানাকে বিধ্বস্ত করিল ॥১৭॥

রাজা ! অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে, ইন্দ্রজিৎ সেই ভগ্ন রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥১৮॥

বহুমায়াশালী সেই রাক্ষসকে অন্তর্হিত জানিয়া রামচন্দ্র সেই স্থানে আসিয়া আপন সৈন্য রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

তখন ইন্দ্রজিৎ, মহাবল রাম ও লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া দেববরলব্ধ বাণদ্বারা তাঁহাদের সমস্ত অঙ্গে তাড়ন করিতে লাগিলেন ॥২০॥

স রুধা সৰ্বগাত্রেষু তমোঃ পুরুষসিংহয়োঃ ।  
 ব্যসৃজৎ সাংযকান্ ভূয়ঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥২২॥  
 তমদৃশ্যং বিচিহ্নন্তঃ সৃজন্তুমনিশং শবান্ ।  
 হরয়ো বিবিশুৰ্য্যোম প্রগৃহ্য মহতীঃ শিলাঃ ।  
 তাংশ্চ তৌ চাপ্যদৃশ্যঃ স শবৈर्वিব্যাধ রাক্ষসঃ ॥২৩॥  
 স ভূশং তাড়য়ামাস রাবণিৰ্মায়য়া রুতঃ ।  
 তৌ শরৈরাচিতৌ বীৰৌ ভ্রাতরৌ বামলক্ষ্মণৌ ।  
 পেততুর্গগনাত্তমিং সূর্য্যচন্দ্রমসাবিব ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্বাণ  
 দ্রোপদৌহরণে বামোপাধ্যানে ইন্দ্রজিৎসংগ্রামে দ্বিচত্বারিংশদধিক-  
 দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥ ❀

### ভারতকৌমুদী

স ইতি । স বাবণিঃ । ব্যসৃজৎ গৃক্ষিপৎ । ভূয়ঃ পুনরপি ॥২২॥  
 তমিতি । বিচিহ্নন্তঃ অধিগন্তঃ । ব্যোম আকাশম্ । তৌ বামলক্ষ্মণৌ । ঘটপাদৌহয়ং  
 শ্লোকঃ ॥২৩॥

### ভাবতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—১৭॥ সসজ্জ উৎসৃষ্টবান্ । মহাশালক্কঙ্কং তকম্ ॥১৬—২২॥ তান্ হবীন, তৌ চ  
 রামলক্ষ্মণৌ ॥২৩—২৪॥

ইতি শ্রীমহাভাবতে বনপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভাবতভাবদীপে দ্বিচত্বারিংশদধিক-  
 দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৪২॥

তখন মহাবীৰ রাম ও লক্ষ্মণ দুই জনই মায়াদ্বারা অন্তহিত ও অদৃশ্য ইন্দ্রজিৎকে  
 বাণদ্বারা প্রহার করিতে থাকিলেন ॥২১॥

পরে ইন্দ্রজিৎ ক্রোধবশতঃ পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণেব সমস্ত অঙ্গে পুনর্বার শত  
 শত ও সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥২২॥

ইন্দ্রজিৎ এইভাবে অদৃশ্য থাকিয়া অনবরত বাণক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; তখন  
 বহুতরু-বানর বিশাল বিশাল প্রস্তর লইয়া ইন্দ্রজিতেব অশেষণে আকাশে উঠিল :  
 তখন ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য থাকিয়াই বাণদ্বারা সেই বানবগণকে এবং রাম-লক্ষ্মণকে বিদ্ধ  
 করিতে থাকিলেন ॥২৩॥

মায়াবৃত ইন্দ্রজিৎ এইভাবে রাম ও লক্ষ্মণকে অত্যন্ত বিদ্ধ করিলেন ;

\* '...চতুঃসংস্রত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ'—পি, '...সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—বা, ব,  
 '...অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—কা, '...একোনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...'—নি ।



## ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

তাবুভৌ পতিতো দৃষ্ট্বা ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ।

ববন্ধ রাবণিভূয়ঃ শরৈর্দত্তবরৈস্তদা ॥১॥

তৌ বীরৌ শরবন্ধেন বন্ধাবিস্ত্রজিতা রণে ।

রেজতুঃ পুরুষব্যাত্রৌ শকুন্তাবিব পঙ্করে ॥২॥

‘তৌ দৃষ্ট্বা পতিতো ভূমৌ শতশঃ সায়কৈশ্চিতৌ ।

সুগ্রীবঃ কপিভিঃ সার্কং পরিবার্য ততঃ স্থিতঃ ॥৩॥

সুষণ-মৈন্দ-দ্বিবিদৈঃ কুশুদেনাগদেন চ ।

হনুমন্নীলতারৈশ্চ নলেন চ কপীশ্বরঃ ॥৪॥ (সুখকম্)

ভারতকৌমুদী

স ইতি । আচিতে ব্যাপ্তদেহৌ । গগনাং সূর্য্যচন্দ্রমসাবিব । অয়মপি বটপাদঃ  
শ্লোকঃ ॥২৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি দ্রোণদীহরণে

ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

তাবিতি । দত্তবরৈর্দেববরলক্কিরিতার্থঃ, শরৈর্নাগপাশরূপৈঃ ॥১॥

তাবিতি । শরবন্ধেন নাগপাশেন । শকুন্তৌ যৌ পক্ষিণৌ ॥২॥

তাবিতি । চিতৌ ব্যাপ্তদেহৌ । ততস্তত্র । কপিভিঃ কৈরিত্যাহ—সুষণেত্যাদি ॥৩—৪॥

তাহাতে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাই বাণব্যাপ্তদেহ হইয়া, আকাশ হইতে চন্দ্র  
ও সূর্য্যের স্থায় ভূতলে পতিত হইলেন” ॥২৪॥

—:~:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তখন ইন্দ্রজিৎ, রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাকেই পতিত  
দেখিয়া দেববরলক্ক নাগপাশদ্বারা পুনরায় তাঁহাদিগকে বন্ধন করিলেন ॥১॥

যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎকর্তৃক নাগপাশবদ্ধ সেই পুরুষত্রৈষ্ঠ বীরেরা তখন পঙ্করবদ্ধ দুইটা  
পক্ষীর স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২॥

বানররাজ সুগ্রীব, রাম ও লক্ষ্মণকে বাণব্যাপ্ত ও ভূতলপতিত দেখিয়া

ততস্তং দেশমাগম্য কৃত্তকর্ণা বিভীষণঃ ।  
 বোধয়ামাস তৌ বীরৌ প্রজ্ঞাস্ত্রেণ প্রমোহিতৌ ॥৫॥  
 বিশল্যৌ চাপি স্ত্রীবিঃ ক্রণেনৈতৌ চকার হ ।  
 বিশল্যয়া মহৌষধ্যা দিব্যমস্ত্রপ্রযুক্তয়া ॥৬॥  
 তৌ লব্ধসংজ্ঞৌ নুবরৌ বিশল্যাবুদতিষ্ঠতাম্ ।  
 গততস্ত্রীকূর্মৌ চাপি ক্রণেনৈতৌ মহারথৌ ॥৭॥  
 ততো বিভীষণঃ পার্থ ! রামমিক্ণাকুনন্দনম্ ।  
 উবাচ বিজ্বরং দৃষ্ট্বা কৃতাজ্জলিরিদং বচঃ ॥৮॥  
 ইদমন্তো গৃহীত্বাশু রাজরাজশ্চ শাসনাৎ ।  
 গুহ্যকোহভ্যাগতঃ শ্বেতাঙ্গঃসকাশমরিন্দম ! ॥৯॥

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । কৃত্ত কৰ্ণ কুবেরায় তদবৃত্তান্তবিজ্ঞাপনকাৰ্য্যং যেন সং ॥৫॥  
 বিশল্যাভিতি । বিশল্যৌ উক্ততবাণাশ্রৌ । বিশল্যয়া তদাখ্যা ॥৬॥  
 তাবিতি । গতো তিরোহিতৌ তস্ত্রীকূর্মৌ মোহশ্রমৌ যয়োন্তৌ ॥৭॥  
 তত ইতি । বিজ্বরং মহৌষধ্যাদিপ্রয়োগাৎ সস্তাপবিহীনম্ ॥৮॥  
 ইদমিতি । রাজরাজশ্চ কুবেরশ্চ । গুহ্যকঃ কচ্চিদ্যক্ষঃ, শ্বেতাং কৈলাসপৰ্বতাৎ ॥৯॥

শুশ্র্বেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কুমুদ, অঙ্গদ, হনুমান্, নীল, 'তার ও নলের সহিত মিলিত হইয়া  
 রাম ও লক্ষ্মণকে পরিবেষ্টন করিয়া সেইখানেই রহিলেন ॥৩—৪॥

তাহার পর বিভীষণ কর্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া সেই স্থানে আসিয়া প্রজ্ঞাস্ত্র-  
 দ্বারা মুচ্ছিত রাম ও লক্ষ্মণের চৈতন্ত্য সম্পাদন করিলেন ॥৫॥

এক স্ত্রীবি দিব্যমস্ত্রে অভিমন্ত্রিত 'বিশল্যা'-নাম্নী মহৌষধিদ্বারা ক্রণকালমধ্যেই  
 রাম ও লক্ষ্মণকে শল্যাবিহীন করিলেন ॥৬॥

তখন নরশ্রেষ্ঠ ও মহারথ রাম এবং লক্ষ্মণ ক্রণকালমধ্যেই শল্যাবিহীন হইয়া এবং  
 সংজ্ঞালাভ করিয়া গাত্ৰোত্থান করিলেন ; তখন তাঁহাদের আর তস্ত্রা বা ক্লাস্তিও  
 থাকিল-না ॥৭॥

পুৰ্ণানন্দন । তাহার পর বিভীষণ ইক্ষ্বাকুনন্দন রামচন্দ্রকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিয়া  
 কৃতাজ্জলি হইয়া এই কথা বলিলেন— ॥৮॥

“অরিন্দম ! কুবেরের আদেশে একজন যক্ষ এই জল লইয়া কৈলাসপৰ্বত  
 হইতে গঙ্গার আপনার নিকট আসিয়াছে ॥৯॥

ইদমন্তঃ কুবেরস্তে মহারাজঃ প্রযচ্ছতি ।  
 অস্তহিতানাং ভূতানাং দর্শনার্থং পরস্তপ ! ॥১০॥  
 অনেন মৃষ্টনয়নো ভূতান্বস্তহিতানি তু ।  
 ভবান্ দ্রক্ষ্যতি যশ্শৈ চ ভবানেতৎ প্রদাস্ততি ॥১১॥  
 তথেন্তি রামস্তদ্বারি প্রতিগৃহ্যভিসংস্কৃতম্ ।  
 চকার নেত্রয়োঃ শৌচং লক্ষ্মণশ্চ মহামনাঃ ॥১২॥  
 সূগ্রীবজাম্ববন্তৌ চ হনুমানঙ্গদস্তথা ।  
 মৈন্দ্রিবিদনীলাশ্চ প্রায়ঃ প্লবঙ্গসত্তমাঃ ॥১৩॥  
 তথা সমভবচ্চাপি যদুবাচ বিভীষণঃ ।  
 ক্ষণেনাতীন্দ্রিয়াণ্যেবাং চক্ষুংস্থ্যাসন্ যুধিষ্ঠির ! ॥১৪॥  
 ইন্দ্রজিৎ কৃতকর্মা তু পিত্রে কৰ্ম তদাত্মনঃ ।  
 নিবেগ পুনরাগচ্ছত্বরয়াজিগিরঃ প্রতি ॥১৫॥

### ভারতকৌমুদী

ইদমিতি । অস্তহিতানামদৃশানাম্, ভূতানাং প্রাণিনাম ॥১০॥  
 অনেনেতি । অনেন অন্তসা, মুষ্টে প্রক্ষালিতে নয়নে যেন সঃ ॥১১॥  
 তথেন্তি । অভিসংস্কৃতং মন্ত্রপূতম্ । শৌচং প্রক্ষালনম্ ॥১২॥  
 সূগ্রীববেতি । প্রায়ো বাহুল্যেন । নেত্রয়োঃ শৌচং চকুরিত্যভ্যবৃতিঃ ॥১৩॥  
 তথেন্তি । অতীন্দ্রিয়াণি অদৃশদর্শনশক্তানি, দেবপ্রভাবাদিতি ভাবঃ ॥১৪॥  
 ইন্দ্রেতি । কৃতকর্মা, রামলক্ষ্মণযৌবদ্ধাদিতি ভাবঃ । আজিগিরঃ যুদ্ধসমুখম্ ॥১৫॥

পরস্তপ । অদৃশ্য প্রাণিগণকে দেখিবার জন্য মহারাজ কুবের আপনাকে এই জল পাঠাইয়া দিয়াছেন ॥১০॥

আপনি এই জলদ্বারা নয়ন প্রক্ষালন করিয়া অদৃশ্য প্রাণিগণকেও দেখিতে পাইবেন এবং আপনি ইহা ঋগ্বাহকে দিবেন, তিনিও দেখিতে পাইবেন” ॥১১॥

‘তাহাই হউক’ এই কথা বলিয়া মহামনা রাম ও লক্ষ্মণ সেই মন্ত্রপূত জল গ্রহণ করিয়া নয়নযুগল প্রক্ষালন করিলেন ॥১২॥

আর সূগ্রীব, জাম্ববান্, হনুমান্, অঙ্গদ, মৈন্দ্র, দ্বিবিদ, নীল এবং অস্তান্ত প্রায় প্রধান বানরেরাও সেই জলদ্বারা নয়ন প্রক্ষালন করিলেন ॥১৩॥

যুধিষ্ঠির ! তখন—বিভীষণ যাঁহা বলিয়াছিলেন তাহাই হইল ; অর্থাৎ তাঁহাদের নয়নগুলি ক্ষণকালমধ্যেই অদৃশ্য বস্তু দেখিতে সমর্থ হইল ॥১৪॥

তমাপতন্তুং সংক্রুদ্ধং পুনরায় যুযুংসয়া ।  
 অভিহুদ্রাব সৌমিত্রিবিভীষণমতে স্থিতঃ ॥১৬॥  
 অকৃতাহ্নিকমেবৈনং জিঘাংসুজিতকাশিনম্ ।  
 শরৈর্জঘান সংক্রুদ্ধঃ কৃতসংজ্ঞোহথ লক্ষ্মণঃ ॥১৭॥  
 তয়োঃ সমভবদ্যুদ্ধং তদাচ্যোচ্যং জিগীষতোঃ ।  
 অতীব চিত্রমাশ্চর্য্যং শত্রুগ্রহ্লাদয়োরিব ॥১৮॥  
 অবিধ্যাদিস্ত্রজিত্তীক্ষ্ণৈঃ সৌমিত্রিং মৰ্ম্মভেদিত্তিঃ ।  
 সৌমিত্রিশ্চানলস্পর্শৈরবিধ্যদ্রাবণিং শরৈঃ ॥১৯॥  
 সৌমিত্রিশরসংস্পর্শাদ্রাবণিঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।  
 অশ্রুজলক্ষ্মণায়াকৌ শরানানীবিষোপমান্ ॥২০॥

## ভারতকৌমুদী

তমিতি । আপতন্তুমাগচ্ছন্তম্ । যুযুংসয়া যুদ্ধমিচ্ছয়া ॥১৬॥

অকৃতোতি । অথ সংক্রুদ্ধো লক্ষ্মণঃ, কৃতসংজ্ঞো হননায় বিভীষণেন দত্তসঙ্কেতঃ, অতএব অকৃতাহ্নিকমেব অসম্পাদিতাহ্নিকজপমেব, এনমিস্ত্রজিতম্, জিঘাংসুঃ সন্, আহ্নিকজপসম্পাদনে তু হননাসম্ভবাদিতি ভাবঃ, শরৈঃ জিতকাশিনং বিজয়শোভিনমেনং জঘান ॥১৭॥

তয়োরিতি । জিগীষতোর্জ্যেতুমিচ্ছতোঃ । চিত্রং নানাবিধম্ ॥১৮॥

অবিধ্যাদিতি । তীক্ষ্ণৈঃ শরৈরিতি সম্বন্ধঃ । অনলশ্চৈব স্পর্শো যেবাং তৈতঃ ॥১৯॥

সৌমিত্রীতি । অশ্রুজং শ্রুতিপং । আনীবিষোপমান্ সর্পসদৃশান্ ॥২০॥

ওদিকে ইন্দ্রজিৎ কৃতকার্য্য হইয়া যাইয়া পিতার নিকট নিজের সেই কার্য্যের বিষয় জানাইয়া পুনরায় সত্তর যুদ্ধসম্মুখে আগমন করিলেন ॥১৫॥

তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় আসিতে থাকিলে, লক্ষ্মণ বিভীষণের মতে থাকিয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন ॥১৬॥

তাহার পর বিভীষণ ইঞ্জিত করিলে, লক্ষ্মণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অকৃতাহ্নিক অবস্থাতেই ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া বাণদ্বারা সেই বিজয়শোভী ইন্দ্রজিৎকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১৭॥

তখন পরস্পর জয়াভিলাষী লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের শ্রায় অতি বিচিত্র ও আশ্চর্য্য যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥১৮॥

ইন্দ্রজিৎ মৰ্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং লক্ষ্মণও অগ্নিসমস্পর্শ বাণদ্বারা ইন্দ্রজিৎকে বিদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥১৯॥

ক্রমে, ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের বাণপ্রহারে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণের উপরে সর্পতুল্য আটটা বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥২০॥

তস্মাস্থ পাবকম্পর্শঃ সৌমিত্রিঃ পত্রিভিজ্রিভিঃ ।  
 যথা নিরহরদ্বীরন্তশ্চে নিগদতঃ শৃণু ॥২১॥  
 একেনাস্থ ধনুঃস্তুং বাহুং দেহাদপাতয়ৎ ।  
 দ্বিতীয়েন সনারাচং ভুজং ভূমৌ নৃপাতয়ৎ ॥২২॥  
 তৃতীয়েন তু বাণেন পৃথুধারেণ ভাস্বতা ।  
 জহার স্ননসং চারু শিরো জ্বলিতকুণ্ডলম্ ॥২৩॥  
 বিনিকৃন্তভুজস্কন্ধং কবন্ধং ভীমদর্শনম্ ।  
 তং হস্তা সূতমপ্যস্ত্রের্জবান বলিনাং বরঃ ॥২৪॥  
 লঙ্কাং প্রবেশয়ামাস্তস্তং রথং বাজিনস্তদা ।  
 দদর্শ রাবণস্তথং রথং পুত্রবিনাকৃতম্ ॥২৫॥  
 স পুত্রং নিহতং দৃষ্ট্বা ত্রাসাৎ সম্ভ্রাস্তমানসঃ ।  
 রাবণঃ শোকমোহার্তো বৈদেহীং হস্তমুগতঃ ॥২৬॥

### ভারতকৌমুদী

তত্তেতি । তস্ম ইন্দ্রজিতঃ, অস্থন্ প্রাণান্ । পত্রিভির্বাণৈঃ ॥২১॥  
 একেনেতি । বাহুং বায়ম্, ধনুঃস্তুং । ভুজং দক্ষিণম্, সনারাচস্তুং ॥২২॥  
 তৃতীয়েনেতি । পৃথী মহতী ধারা যন্ত তেন । স্ননসং শোভননাসাযুক্তম্ ॥২৩॥  
 বাতি । বিনিকৃন্তা বিচ্ছিন্না ভূজো স্কন্ধশ্চ যন্ত তম্ । হস্তা কৃষ্মত্যাঃ কবন্ধস্তাহননাং ॥২৪॥  
 লঙ্কামিতি । প্রবেশয়ামাস্তঃ, চিরাভ্যাসাদিতি ভাবঃ । পুত্রেণ বিনাকৃতং রহিতম্ ॥২৫॥  
 স ইতি । সম্ভ্রাস্তমানস আকুলচিত্তঃ । উগতঃ, অভবদिति শেষঃ ॥২৬॥

তখন মহাবীর লক্ষ্মণ অগ্নিসম্পর্শ তিনটা বাণদ্বারা যেভাবে ইন্দ্র-  
 জিতের প্রাণ হরণ করিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥২১॥

লক্ষ্মণ একবাণে ইন্দ্রজিতের কান্দ্যুকযুক্ত বাম বাহু এবং দ্বিতীয় বাণে  
 তাঁহার নারাচধারী দক্ষিণ বাহু ছেদন করিয়া দেহ হইতে ভূতলে নিপাতিত  
 করিলেন ॥২২॥

আর লক্ষ্মণ সুধার ও উজ্জল তৃতীয় বাণে ইন্দ্রজিতের সুন্দর নাসিকা ও উজ্জল  
 কুণ্ডলযুক্ত মনোহর মস্তকটা ছেদন করিলেন ॥২৩॥

বলিষ্ঠ লক্ষ্মণ এইভাবে ইন্দ্রজিতের বাহুযুগল ও স্কন্ধ ছেদনপূর্বক দেহটাকে  
 ভীষণাকৃতি কবন্ধ করিয়া অস্ত্রদ্বারা সারথিকেও বধ করিলেন ॥২৪॥

তখন ঘোড়াগুলি সেই রথখানাকে নিয়া লঙ্কার ভিতরে প্রবেশ করাইল ; রাবণও  
 পুত্রবিহীন সেই রথখানাকে দর্শন করিলেন ॥২৫॥

অশোকবনিকাস্থাং তাং রামদর্শনলালসাম্ ।  
 খড়্গমাদায় দুষ্কৃত্যা জবেনাভিপপাত হ ॥২৭॥  
 তং বুজ্জা তস্মা দুবুদ্ধৈরবিদ্য্যঃ পাপনিশ্চয়ম্ ।  
 শময়ামাস সংক্রুদ্ধং শ্রয়তাং যেন হেতুনা ॥২৮॥  
 মহারাজ্যে স্থিতো দীপ্তে ন দ্বিয়ং হস্তমহঁসি ।  
 হতৈবৈষা যদা স্ত্রী চ বন্ধনস্থা চ তে বশে ॥২৯॥  
 ন চৈবা দেহভেদেন হতা স্মাদিতি মে মতিঃ ।  
 জহি ভর্তারমেবাস্থা হতে তস্মিন্ হতা ভবেৎ ॥৩০॥  
 নহি তে বিক্রমে তুল্যঃ সাক্ষাদপি শতক্রতুঃ ।  
 অসকৃদ্ধি ত্বয়া সেদ্রাস্ত্রাসিতাস্ত্রিদশা যুধি ॥৩১॥

### ভারতকৌমুদী

• অশোকেতি । দুষ্কৃত্যা রাবণঃ, জবেন বেগেন, অভিপপাত অভিজগাম ॥২৭॥

তমিতি । অবিদ্যো নাম প্রাণুক্তো বৃদ্ধরাক্ষসঃ । হেতুনা প্রকারেণ ॥২৮॥

মহেতি । মহারাজ্যে মহারাজপদে । মহারাজস্ব অসাধারণবীরস্ব ক্ষুদ্রস্ত্রীহত্যা অতীব-  
 ঘৃণিতেতি ভাবঃ । কিঞ্চ, এষা হতৈবাস্তে, অকিঞ্চিংকরত্বাদিত্যাশয়ঃ । যদা যতঃ ॥২৯॥

নেতি । দেহভেদেন শরীরনাশমাত্রেন হতা ন স্মাদি, চিরযাতনায়। অভোগাৎ ; কিন্তু অস্ত্রা  
 ভর্তারমেব জহি, ভর্তৃহননেন বৈধব্যোপগমাৎ চিরযাতনাভোগসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥৩০॥

ক্রমে রাবণ পুত্রকে নিহত দেখিয়া ভয়ে আকুল এবং শোকে ও মোহে পীড়িত  
 হইয়া সীতাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন ॥২৬॥

দুষ্টচিত্ত রাবণ খড়্গ লইয়া বেগে অশোকবনস্থিতা ও রামদর্শনাভিলাষিণী সীতার  
 নিকট গমন করিলেন ॥২৭॥

যুধিষ্ঠির ! তখন অবিদ্য্য সেই দুবুদ্ধি রাবণের সেই পাপমতি বুদ্ধিতে পারিয়া  
 যে প্রকারে তাঁহাকে শাস্ত করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর ॥২৮॥

“আপনি উজ্জ্বল মহারাজপদে রহিয়াছেন ; শূতরাং স্ত্রীহত্যা করা আপনার  
 উচিত নহে । বিশেষতঃ, এ—যখন স্ত্রী এবং বন্ধ অবস্থায় আপনার বশে রহিয়াছে,  
 তখন ত হতই আছে ॥২৯॥

তা’র পর শরীর নষ্ট করিলে, এ—সেরূপ হত হইবে বলিয়া আমার ধারণা হয়  
 না ; অতএব আপনি ইহার ভর্তাকেই বধ করুন, তিনি হত হইলেই এ বাস্তবিক  
 হত হইবে ॥৩০॥

সাক্ষাৎ ইন্দ্রও ত বিক্রমে আপনার সমান নহেন । কারণ, আপনি যুদ্ধে বহুবার  
 ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবতাকে জাসিত করিয়াছেন” ॥৩১॥

এবং বহুবৈধৈবাকৈর্যবিক্ষেপ্য রাবণং তদা ।

ক্রুদ্ধং সংশময়ামাস জগৃহে চ স তদ্বচঃ ॥৩২॥

নির্ধাণে স যতিং কৃত্বা নিধায়াসিং ক্ৰপাচরঃ ।

অজ্ঞাপয়ামাস তদা রথো মে কল্ল্যতামিতি ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

দ্রোপদীহরণে রামোপাখ্যানেন ইন্দ্রজিহবে ত্রিচছারিংশ-

দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ০॥ \*

### ভারতকৌমুদী

অথ কথমশ্রা বীরং ভর্তারং হস্তমর্হামীত্যাহ—নহীতি । অসক্লং বহুবীরম্ ॥৩১॥

এবমিতি । জগৃহে যুক্তিযুক্ততয়া জগ্রাহ, স রাবণঃ ॥৩২॥

নিরিত্তি । নির্ধাণে যুক্তপ্রয়াণে । অসিং সীতাহত্যার্থং গৃহীতং থড়াম্ ॥৩৩॥

ইতি মহামহোপাখ্যান-ভারতাকার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি দ্রোপদীহরণে

ত্রিচছারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

### ভারতভাবদীপঃ

তাবিতি ॥১—১৩॥ অতীন্দ্রিয়াণ্যতীন্দ্রিয়ার্থগ্রাহকানি ॥১৪—১৬॥ কৃতসংজ্ঞা বিভীষণেন  
সকেতিতঃ ॥১৭—৩২॥ নিধায় বন্ধা, অসিং থড়াম্ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে ত্রিচছারিংশদধিক

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৪৩॥

—:~:—

এইরূপ নানাবিধ বাক্যদ্বারা অবিকৃত তখন ক্রুদ্ধ রাবণকে শাস্ত করিলেন ;  
রাবণও তাঁহার বাক্য গ্রহণ করিলেন ॥৩২॥

তখন রাবণ থড়া পরিত্যাগপূর্বক যুদ্ধযাত্রারই ইচ্ছা করিয়া ভৃত্যগণকে আদেশ  
করিলেন যে, “আমার রথ সজ্জিত কর” ॥৩৩॥

—:~:—

\* ‘...পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...ঊন-  
নবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...নবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

## চতুশ্চত্বারিংশদধিকা দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:❖:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ততঃ ত্রুক্কো দশগ্রীবঃ প্রিয়ে পুত্রে নিপাতিতে ।

নির্যযৌ রথমাংসায় হেমরত্নবিভূষিতম্ ॥১॥

সংবৃত্তো রাক্ষসৈর্যৌবৈবিবিধায়ুধপাণিভিঃ ।

অভিহুত্ৰাব রামং স যোধয়ন্ হরিশূথপান্ ॥২॥

তমাদ্রবস্তুং সংক্রুদ্ধং মৈন্দ-নীল-নলাঙ্গদাঃ ।

হনুমান্ জাম্ববাংশৈশ্চব সসৈন্যাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥৩॥

তে দশগ্রীবসৈন্যং তৎ সর্বৈ বানরযুথপাঃ ।

ক্রমৈবিধ্বংসয়াঞ্চক্রুদ্ধগ্রীবস্ত পশ্যতঃ ॥৪॥

ততঃ স্বসৈন্যমালোক্য বধ্যমানমরাতিভিঃ ।

মায়াবৌ চান্ধজন্মায়াং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তত হাত । প্রিয়ে পুত্রে ইন্দ্রজিতি । আংসায় আকুহ ॥১॥

সংবৃত্ত ইতি । যোধয়ন্ গ্রহয়ন্, হরিশূথপান্ বানরসমূহশ্রেষ্ঠান্ ॥২॥

তমিতি । আদ্রবস্তুং রামমভিধাবন্তম্ । পর্য্যবারয়ন্ পর্য্যবেষ্টন্ত ॥৩॥

ত ইতি । পশ্যতো দশগ্রীবস্ত পশ্যন্তং রাবণমনাদৃত্যেত্যর্থঃ ॥৪॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তদনন্তর প্রিয়পুত্র ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলে, রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া অর্ধ-রত্নভূষিত রথে আরোহণ করিয়া নির্গত হইলেন ॥১॥

তিনি নানাবিধ অস্ত্রধারী ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বানরশ্রেষ্ঠগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে রামের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২॥

তখন মৈন্দ, নীল, নল, অঙ্গদ, হনুমান্ ও জাম্ববান্ অস্ত্রাস্ত্র বানরসৈন্তের সহিত আসিয়া ধাবনশীল রাবণকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥৩॥

এবং সেই বানরযুধপতির সাক্ষে বৃক্ষদ্বারা রাবণের সাক্ষাতেই তাঁহার সৈন্ত-গণকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥৪॥

শক্রেরা নিজের সৈন্ত সংহার করিতেছে দেখিয়া মায়াবী রাক্ষসরাজ রাবণ মায়াক্রটি করিলেন ॥৫॥



তস্য দেহবিনিক্রান্তাঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ।  
 রাক্ষসাঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত শরশক্তৃষ্টিপাণয়ঃ ॥৬॥  
 তান্ রামো জগ্নিবান্ সৰ্বান্ দিব্যেনাস্ত্রেণ রাক্ষসান্ ।  
 অথ ভূয়োহপি মায়াং স ব্যদধাদ্রাক্ষসাধিপঃ ॥৭॥  
 কৃৎস্না রামস্য রূপাণি লক্ষ্মণস্য চ ভারত ! ।  
 অভিহুদ্রাব রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চ দশাননঃ ॥৮॥  
 ততস্তে রামমাচ্ছস্তো লক্ষ্মণঞ্চ ক্ষপাচরাঃ ।  
 অভিপেতুস্তদা রাজন্ ! প্রগৃহীতশরাসনাঃ ॥৯॥  
 তাং দৃষ্ট্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য মায়াক্ষিক্বাকুনন্দনঃ ।  
 উবাচ রামং সৌমিত্রিরসম্ভ্রান্তো বৃহৎ ॥১০॥  
 জহীমান্ রাক্ষসান্ পাপানাত্মনঃ প্রতিরূপকান্ ।  
 জঘান রামস্তাংশ্চাত্মানাত্মনঃ প্রতিরূপকান্ ॥১১॥

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । অরতিভির্ধানরৈঃ । অসংখ্যং আবিকৃতবান্ ॥৬॥  
 তস্তেতি । প্রত্যদৃশ্যন্ত, স্বপক্ষবিপক্ষকিরিতি শেষঃ ॥৭॥  
 তানিতি । জগ্নিবান্ নিহতবান্ । ভূয়োহপি পুনরপি ॥৮॥  
 কৃৎস্নেতি । রূপাণি অহরূপাকারান্ । অভিহুদ্রাব অভিধাবতি অ ॥৮॥  
 তত ইতি । আচ্ছ'স্তঃ পীড়য়ন্তঃ । আচ্ছ'পীড়ায়ামিত্যার্থো ধাতুর্মন্তব্যঃ ॥৯॥  
 তামিতি । অসংভ্রান্তঃ অব্যস্তচিত্তঃ, বৃহৎসংসারমিত্যর্থঃ ॥১০॥  
 জহীতি । ইমান্ মায়াসমূহতান্ । অজ্ঞান লক্ষ্মণস্য প্রতিরূপকান্ ॥১১॥

তখন দেখা গেল—শত শত ও সহস্র সহস্র রাক্ষস শর, শক্তি ও ঋষ্টি ধারণ  
 করিয়া রাবণের শরীর হইতে নির্গত হইল ॥৬॥

এই সময়ে রাম দিব্য অস্ত্রদ্বারা সেই সকল রাক্ষসকে বধ করিলেন । তাহার  
 পর রাবণ আবার মায়াসৃষ্টি করিলেন ॥৭॥

স্তরতনন্দন ! রাবণ তখন রামের ও লক্ষ্মণের রূপ ধারণ করিয়া রামের ও  
 ও লক্ষ্মণের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৮॥

রাজা ! তাহার পর সেই রাক্ষসেরা ধনু ধারণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে পীড়ন  
 করিতে করিতে ধাবিত হইল ॥৯॥

রাবণের সেই মায়া দেখিয়া ইক্ষাকুনন্দন লক্ষ্মণ ধীরচিন্তে রামকে এই সার কথা  
 বলিলেন— ॥১০॥

ততো হর্য্যাম্বুস্তেন রথেনাদিত্যবর্চসা ।

উপতস্থে রণে রামং মাতলিঃ শক্রসারথিঃ ॥১২॥

মাতলিরূবাচ ।

অয়ং হর্য্যাম্বুগ্জৈত্রো মঘোনঃ শ্রুন্দনোত্তমঃ ।

অনেন শক্রঃ কাকুৎস্থ ! সমরে দৈত্যদানবান্ ।

শতশঃ পুরুষব্যাভ্র । রথোদারেণ জগ্নিবান্ ॥১৩॥

তদনেন নরব্যাভ্র ! ময়া যন্তেন সংযুগে ।

শ্রুন্দনেন জহি ক্রিপ্রং রাবণং মা চিরং কুথাঃ ॥১৪॥

ইতু্যুক্তোঃ রাঘবস্তথ্যং বচোহশকৃত মাতলেঃ ।

মায়ৈষা রাক্ষসশ্চেতি তমুবাচ বিভীষণঃ ॥১৫॥

নেয়ং ময়া নরব্যাভ্র ! রাবণস্ত ছুরাঅনঃ ।

তদাতিষ্ঠ রথং শীঘ্রমিমমৈন্দ্রং মহাদ্রুতে ! ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । হর্য্যাম্বুঃ কপিলবর্ণাশ্বৈবুস্তেন, “হরির্না কপিলে জিহ্ব” ইত্যমরঃ ॥১২॥

অরমিতি । জৈত্রো জয়শীলঃ, মঘোন ইন্দ্রস্ত, শ্রুন্দনোত্তমো রথশ্রেষ্ঠঃ । ঘটপাদোহয়ং  
শ্লোকঃ ॥১৩॥

তদ্বিতি । যন্তেন যত্পূর্ব্বকযন্তেন, সংযুগে অগ্নিন্ যুদ্ধে । শ্রুন্দনেন রথেন ॥১৪॥

ইতীতি । তথ্যং সত্যমপি মাতলেবচঃ, এষা রাক্ষসস্ত মায়েত্যশকতেতি সৰ্ব্বকঃ ॥১৫॥

“আর্য্য । আপনাব প্রতিকূপ এই পাণ্ডিত্য রাক্ষসগণকে আপনি সংহার  
করুন ।” রাম তখন নিজের ও লক্ষ্মণের প্রতিকূপ সেই রাক্ষসদ্বিগকে বধ  
করিলেন ॥১১॥

তাহাব পর ইন্দ্রের সারথি মাতলি, কপিলবর্ণ-ঘোটক-যুক্ত এবং সূর্য্যের  
তুল্য তেজস্বী একখানা বথ লইয়া যুদ্ধমধ্যে রামের নিকট উপস্থিত  
হইলেন ॥১২॥

মাতলি বলিলেন—“পুরুষশ্রেষ্ঠ ককুৎস্থনন্দন ! কপিলবর্ণ-ঘোটক-যুক্ত এই  
বিজয়ী উত্তম রথখানা ইন্দ্রের ; ইন্দ্র এই উত্তম বথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে শত শত  
দৈত্য ও দানবকে বধ করিয়াছিলেন ॥১৩॥

অতএব নরশ্রেষ্ঠ ! মৎপরিচালিত এই রথে আরোহণ করিয়া আপনি যুদ্ধে  
সম্বর রাবণকে বধ করুন ; বিলম্ব করিবেন না” ॥১৪॥

মাতলি এইরূপ বলিলে, রাম মাতলির সেই সত্যবাক্যকেও ‘এটা রাক্ষসের মায়্যা’  
বলিয়া আশঙ্কা করিলেন । তখন বিভীষণ তাঁহাকে বলিলেন—“ ॥১৫॥

ততঃ প্রহৃষ্টঃ কাকুৎস্থস্তথৈতু্যক্তাঃ। বিভীষণম্ ।  
 রথেনাভিপপাতাৎ দশগ্রীবঃ কুম্ভাঙ্গিতঃ ॥১৭॥  
 হাহাকৃতানি ভূতানি রাবণে সমভিঙ্গতে ।  
 সিংহনাদাঃ সপটহা দিবি দিব্যাস্তথাহননন্ ॥১৮॥  
 স রামায় মহাঘোরং বিসসজ্জ নিশাচরঃ ।  
 শূলমিন্দ্রাশনিপ্রখ্যং ব্রহ্মদণ্ডমিবোদ্রুতম্ ॥১৯॥  
 তচ্ছূলং সত্বরং রামশ্চিচ্ছেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।  
 তদুদৃষ্ট্বা দুষ্করং কৰ্ম্ম রাবণং ভয়মাবিশৎ ॥২০॥  
 ততঃ ক্রুদ্ধঃ সসজ্জাশু দশগ্রীবঃ শিতান্ শরান্ ।  
 সহস্রায়ুতশো রামে শস্ত্রানি বিবিধানি চ ॥২১॥

### ভারতকৌমুদী

নেতি । আতিষ্ঠ আরোহ, সৰ্ব্বথা মে তৎস্বাবগতিস্বাদিত্যাশয়ঃ ॥১৬॥

তত ইতি । কাকুৎস্থো রামঃ । অভিপপাত অভিদধাব ॥১৭॥

হাহেতি । ভূতানি রাবণপক্ষগতাঃ প্রাণিনঃ, সমভিঙ্গতে রামেণাক্রান্তে ॥১৮॥

স ইতি । উদ্ভুতং মহাপাশিশাসনায় উত্তোলিতম্, ব্রহ্মণঃ শৃঙ্গদণ্ডমিব ॥১৯॥

তদ্বিতি । ছেদনমত্র বিমুখীকরণেন বার্থীকরণং বোধাম্ । এবমন্তত্রাপি ॥২০॥

“নরশ্রেষ্ঠ ! এটা ছুরায়া রাবণের মায়া নহে ; অতএব মহাতেজা ! আপনি  
 সত্বর এই ঐন্দ্ররথে আরোহণ করুন” ॥১৬॥

তাহার পর রাম ‘তাহাই হউক’ এই কথা বিভীষণকে বলিয়া আনন্দিত হইয়া  
 সেই রথে আরোহণ করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে রাবণের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥১৭॥

তিনি রাবণের প্রতি ধাবিত হইলে, রাবণের সৈন্যেরা হাহাকার করিয়া উঠিল  
 এবং আকাশে স্বর্গীয় সিংহনাদ ও পটহধ্বনি হইতে লাগিল ॥১৮॥

তখন রাবণ, ইন্দ্রের বজ্রের তুল্য এবং উত্তোলিত ব্রহ্মদণ্ডের সদৃশ একটা মহা-  
 ভীষণ শূল রামের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥১৯॥

রাম সত্বরই নিশিত শরসমূহদ্বারা সেই শূলটাকে ছেদন করিলেন । তখন রামের  
 সেই দুষ্কর কার্য্য দেখিয়া রাবণের ভয় জন্মিল ॥২০॥

তাহার পর রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর রামের প্রতি বহুতর নিশিত শর ও নানাবিধ  
 অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ॥২১॥

(১৮) শ্লোকঃ পরম্ “দশকঙ্করবাজস্বহোস্তদা বুদ্ধমভ্যুদয়ং । অলকোপমমস্তজ্ঞে স্তয়োরেব  
 তথাহন্তবৎ ।” অয়মধিবঃ শ্লোকঃ—বা ব ক।

ততো ভূষুণীঃ শূলানি মুমলানি পরশ্বদান্ ।  
 শক্তীশ্চ বিবিধাকারাঃ শতদ্বীশ্চ শিতান্ ক্ষুরান্ ॥২২॥  
 তাং মায়াং বিকৃতাং দৃষ্ট্বা দশগ্রীবস্ত রক্ষসঃ ।  
 ভয়াৎ প্রতুঃস্রবুঃ সৰ্বৈ বানরাঃ সৰ্ব্বতো দিশম্ ॥২৩॥  
 ততঃ স্থপত্রং হুমুখং হৈমপুঙ্খং শরোস্তমম্ ।  
 তুণাদাদায় কাকুৎস্থো ব্রহ্মাস্ত্রেণ যুযোজ হ ॥২৪॥  
 তং বাণবৰ্য্যং রামেণ ব্রহ্মাস্ত্রেণানুমম্বিতম্ ।  
 জহবুদেবগন্ধৰ্ব্বা দৃষ্ট্বা শক্রপুরোগমাঃ ॥২৫॥  
 অল্লাবশেষমায়ুশ্চ ততোহমণ্ডন্ত রক্ষসঃ ।  
 ব্রহ্মাস্ত্রোদীরণাচ্ছত্রোদেবদানবকিন্নরাঃ ॥২৬॥  
 ততঃ সসৰ্জ্জ তং রামঃ শরমপ্রতিমোজসম্ ।  
 রাবণাস্তকরং ঘোরং ব্রহ্মদণ্ডমিবোত্তম ॥২৭॥

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । সসৰ্জ্জ চিহ্নেপ । শিতান্ পাষাণে ঘর্ষণেন স্থারীকৃতান্ ॥২:২:  
 তত ইতি । দশগ্রীবঃ সসৰ্জ্জ ইতি পূৰ্ব্বস্মাদম্ববৃত্তিঃ ॥২২॥  
 তামিতি । বিকৃতাং পূৰ্ব্বতোহগ্ৰথাভূতাং যুগপদনেকাজ্ঞানিক্ষেপরূপাম্ ॥২৩॥  
 তত ইতি । স্থপত্রং শোভনকঙ্কপক্ষবৃত্তম্ । ব্রহ্মাস্ত্রেণ ব্রহ্মাস্ত্রমস্ত্রেণ ॥২৪॥  
 তুমিতি । অত্রাপি ব্রহ্মাস্ত্রেণ তদ্ব্যস্ত্রেণ । জহবুঃ আননদঃ ॥২৫॥  
 অস্বত্বি । বক্ষসো বাবণস্তা । ব্রহ্মাস্ত্রস্য তদ্ব্যস্ত্রস্য উদীরণাত্যাবণাৎ ॥২৬॥

তৎপরে আবার রাবণ বহুতর ভূষুণী, শূল, মুমল, পরশু, শক্তি, নানাপ্রকার  
 শতদ্বী ও বহুতর নিশিত ক্ষুর নিক্ষেপ করিলেন ॥২২॥

রাবণের সেই অগ্ন্যস্ত্রকার মায়া দেখিয়া সকল বানরই ভয়ে সকল দিকে পলায়ন  
 করিতে লাগিল ॥২৩॥

তদনন্তর রাম তুণ হইতে সুন্দর কঙ্কপত্র-যুক্ত, সুন্দরমুখ ও স্বর্ণপুঙ্খ একটা উত্তম  
 বাণ উত্তোলন করিয়া সেটাকে ব্রহ্মাস্ত্রমস্ত্রে অভিমম্বিত করিলেন ॥২৪॥

রাম সেই উত্তম বাণটাকে ব্রহ্মাস্ত্রমস্ত্রে অভিমম্বিত করিলেন দেখিয়া ইন্দ্রপ্রভৃতি  
 দেবতারা ও গন্ধৰ্ব্বেরা আনন্দিত হইলেন ॥২৫॥

রাম ব্রহ্মাস্ত্রমস্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন জানিয়া দেবগণ, দানবগণ ও কিন্নরগণ মনে  
 করিলেন যে, অগ্ন্যস্ত্রের রাবণের আয়ু অল্পই অবশিষ্ট আছে ॥২৬॥

তাহার পর রাম, উত্তোলিত ব্রহ্মদণ্ডের শ্রায় ভীষণ এবং অসাধারণ তেজস্বী সেই  
 রাবণাস্তকর বাণটাকে নিক্ষেপ করিলেন ॥২৭॥

মুক্তমাত্রেন রামেন দূরাকৃষ্টেন ভারত ।।

স তেন রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ সরথঃ সাংসারার্থিঃ ।

প্রজ্জ্বাল মহাজ্বালেনাগ্নিনাভিপরিশ্রুতঃ ॥২৮॥

ততঃ প্রজ্জ্বালিতদশাঃ সহগন্ধর্ব্বচারণাঃ ।

নিহতং রাবণং দৃষ্ট্বা বামেণাক্ষিককর্ণমা ॥২৯॥

ততঃপুস্তং মহাভাগং পঞ্চভূতানি রাবণম্ ।

ভংশিতঃ সর্বলোকেভ্যঃ স হি ব্রহ্মাস্ত্রতেজসা ॥৩০॥

শরীরধাতবো হস্ত মাংসং রুধিরমেব চ ।

নেশু ব্রহ্মাস্ত্রনিদং ন চ ভস্মাপ্যদৃশ্যত ॥৩১॥

হতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি  
দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানেন রাবণবধে চতুশ্চারিংশদধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । সমজ্জ' চিন্বেপ । অশ্রুতির্মোক্ষসম্ অসাধারণতেজসম্ ॥২৭॥

মুক্তেতি । মহতী জ্বালা শিখা যন্ত তেন, অতিপরিশ্রুতঃ সর্বতো ব্যাপ্তঃ । বটপাদোহং  
লোকঃ ॥২৮॥

তত ইতি । ন বিদ্যতে ক্লিষ্টং ক্লেশো যত্র তত্তাদৃশং কর্ম যন্ত তেন ॥২৯॥

ততঃপুস্তং । পঞ্চ ভূতানি কিত্যাদীনি, রাবণং তদাশ্রয়নম্ ॥৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

ততঃ ক্লুপ্ত ইতি ॥১—৭॥ বামস্ত রূপং কৃৎস্না লক্ষণমভিহুত্বাব লক্ষণস্ত রূপং কৃৎস্না রামমিতি  
যোজন্য ॥৮—২২॥ বিকৃতং ভীষণম্ ॥২৩—২৯॥ পঞ্চভূতানি ততঃপুস্তং ইত্যর্থঃ ॥৩০—৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভাবতভাবদীপে চতুশ্চারিংশদধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৪৪॥

ভরতনন্দন ! রাম কর্ণপর্য্যন্ত ধনু আকর্ষণ করিয়া সেই বাণটাকে নিক্ষেপ  
করিবামাত্র, মহাশিখাসমষ্টিত-বহ্নিময় সেই বাণটা যাঁইয়া রাবণকে ব্যাপ্ত করিল;  
তখন রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত তাহার দেহটা জ্বলিয়া উঠিল ॥২৮॥

তখন অনায়াসে কার্য্যকারী রাম রাবণকে বধ করিয়াছেন- ইহা দেখিয়া গন্ধর্ব্ব  
ও চারণগণের সহিত দেবভারা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥২৯॥

ক্রমে পঞ্চভূত ভাগ্যবান্ রাবণের আত্মাকে ত্যাগ করিল এবং ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ  
রাবণকে সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্যুত করিল ॥৩০॥

(৩০)...ভংশিতঃ সর্বলোকেভ্য—বা ব কা নি । \* '...বটপাদোহংবিশততমঃ...'—পি,  
'...একোনবত্যধিকবিশততমঃ...'—বা ব, '...নবত্যধিকবিশততমঃ...'—কা, '...একনবত্যধিক-  
বিশততমঃ...'—নি ।

## পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:~+

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

স হস্তা রাবণং ক্ষুদ্রং রাক্ষসেন্দ্রং স্তরদ্বিষম্ ।  
বভূব হৃষ্টঃ সস্তুহ্রদ্রোমঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥১॥  
ততো হতে দশগ্রীবে দেবাঃ সর্ষিপুরোগমাঃ ।  
আশীর্ভির্জয়যুক্তাভিরানর্চুস্তং মহাভুজম্ ॥২॥  
রামং কমলপত্রাকং তুফুবুঃ সর্বদেবতাঃ ।  
গন্ধর্বাঃ পুষ্পবর্ষেচ বাগ্ভিশ্চ ত্রিংশালয়াঃ ॥৩॥  
পূজয়িত্বা তথা রামং প্রতিজ্ঞায়ুর্থাগতম্ ।  
তস্মাহোংসবসন্ধাশমাসীদাকাশমচ্যুত ! ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

শরীরেতি । শরীরধাতবঃ শুক্রাদয়ঃ । তস্মাপি চ নাদৃশ্যত, ব্রহ্মাস্ত্রপ্রভাবাৎ ॥৩১॥  
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণে  
চতুঃষাট্ঠাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:~—

স ইতি । ক্ষুদ্রং নিকৃষ্টপ্রকৃতিম্ । স্তুহ্রিঃ স্ত্রীবাদিভিঃ সহেতি সস্তুহ্রং ॥১॥  
ভত ইতি । সর্ষয় ঋষিভিঃ সহিতাশ্চ তে পুরোগমাশ্চেতি তে । আনর্চুঃ পূজয়ামাস্ ॥২॥  
রামমিতি । ত্রিংশালয়াঃ স্বর্গবাসিনো দেবর্ষ্যাদয়ঃ ॥৩॥

আর সেই ব্রহ্মাস্ত্র রাবণের রক্ত, মাংস ও শরীরের সমস্ত ধাতুকে দগ্ধ করিয়া  
ফেলিল ; এমন কি, তাহার ভস্ম পর্য্যন্ত দেখা গেল না” ॥৩১॥

—:~:~—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“নিকৃষ্টস্বভাব ও দেবদ্রোহী রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করিয়া  
রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও অত্যাশ্রয় স্ত্রহর্ষগের সহিত আনন্দিত হইলেন ॥১॥  
এবং রাবণ নিহত হইলে, দেবতারা ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া জয়ধ্বনিযুক্ত  
আশীর্বাদদ্বারা মহাবাহু রামচন্দ্রের পূজা করিলেন ॥২॥  
অপর দেবতারা ও স্বর্গবাসী ঋষিরা বাক্যদ্বারা কমলনয়ন রামের স্তব করিলেন  
এবং গন্ধর্বেরা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন ॥৩॥

(৪) . পূজয়িত্বা তথা রামম্—বা ব কা, পূজয়িত্বা রণে রামম্—নি ।

বনঃ২২২ (১১)

ততো হুত্বা দশগ্রীবং লঙ্কাং রামো মহাযশাঃ ।  
 বিভীষণায় প্রদদৌ প্রভুঃ পরপুরুষ্যঃ ॥৫॥  
 ততঃ সীতাং পুরস্কৃত্য বিভীষণপুরস্কৃত্যাম্ ।  
 অবিক্রোয়া নাম স্প্রজ্ঞো বৃদ্ধামাত্যো বিনির্ঘযৌ ॥৬॥  
 উবাচ চ মহাত্মানং কাকুৎস্থং দৈত্ত্যমাস্থিতঃ ।  
 প্রতীচ্ছ দেবীং সদব্রতাং মহাত্মন ! জানকীমিতি ॥৭॥  
 স তচ্ শ্রুত্বা বচস্তস্মাদবতীৰ্য্য রথোত্তমাং ।  
 বাপ্পেণাপিহিতাং সীতাং দদর্শেক্ষুকুনন্দনঃ ॥৮॥  
 তাং দৃষ্ট্বা চারুসর্ব্বাঙ্গীং যানস্থ্যং শোককর্ষিতাম্ ।  
 মলোপচিতসর্ব্বাঙ্গীং জটীলাং কৃষ্ণবাসসম্ ।  
 উবাচ রামো বৈদেহীং পরামর্শবিশঙ্কিতঃ ॥৯॥

### ভারতকৌমুদী

পূজয়িত্বৈতি । মহোৎসবসঙ্কশং যজ্ঞাদিমহোৎসবস্থানতুল্যম্ ॥৪॥  
 তত ইতি । প্রভুঃ প্রভাবান্, পরপুরুষ্যঃ শত্রুনগরবিজয়ী ॥৫॥  
 তত ইতি । বিভীষণঃ পুরস্কৃতো যন্তান্তাম্ । অবিক্রোয়াঃ প্রোক্তো রাক্ষসঃ ॥৬॥  
 উবাচেতি । দৈত্ত্যং কাতর্য্যম্ । প্রতীচ্ছ গৃহাণ, সদব্রতাং সাধুচরিত্রাম্ ॥৭॥  
 স ইতি । বাপ্পেণ অশ্রুজলেন, অপিহিতাম্ আবৃতনেত্রাম্ ॥৮॥  
 তামিতি । যানস্থ্যং শিবিকাস্থিতাম্ । পরামর্শবিশঙ্কিতঃ ধর্ষণসন্দিগ্ধঃ । ঘটপাদঃ শ্লোকঃ ॥৯॥

হে ধার্মিক যুধিষ্ঠির ! এইভাবে রামের পূজা করিয়া তাঁহারা যেমন আসিয়া-  
 ছিলেন, তেমনই চলিয়া গেলেন । তৎকালে সেই আকাশটা মহোৎসবস্থানের তুল্য  
 হইয়াছিল ॥৪॥

তাহার পর প্রভাবশালী, শত্রুনগরবিজয়ী ও মহাযশা রামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়া  
 লঙ্কা রাজধানী বিভীষণকে দান করিলেন ॥৫॥

তদনন্তর বুদ্ধিমান ও বৃদ্ধমন্ত্রী অবিক্রা বিভীষণের সহিত সীতাকে অগ্রবর্ত্তিনী  
 করিয়া লঙ্কা হইতে নির্গত হইলেন ॥৬॥

এবং তিনি কাতর হইয়া মহাত্মা রামকে বলিলেন—“মহাত্মন ! সচ্চরিত্রা মহিষী  
 জনকনন্দিনীকে গ্রহণ করুন” ॥৭॥

রামচন্দ্র অবিক্রার সেই কথা শুনিয়া রথ হইতে নামিয়া অশ্রুপূর্ণনয়না সীতাকে  
 দর্শন করিলেন ॥৮॥

সর্ব্বাঙ্গমুন্দরী ও শোকাতুরা সীতা তখন শিবিকার ভিতরে ছিলেন ;  
 তাঁহার সমস্ত অঙ্গ মলে ব্যাপ্ত, মস্তকে জটা এবং পরিধানে মলিন বস্ত্র ছিল ;

গচ্ছ বৈদেহি ! মুক্তাসি যৎ কার্যং তন্ময়া কৃতম্ ।  
 মামাসাণ্ড পতিং ভদ্রে ! ন ত্বং রাক্ষসবেশ্মনি ।  
 জরাং ব্রজেথা ইতি মে নিহতোহসৌ নিশাচরঃ ॥১০॥  
 কথং হ্যস্মদ্বিধো জাতু জানন্ ধর্ম্যবিনিশ্চয়ম্ ।  
 পরহস্তগতাং নারীং মুহূর্তমপি ধারয়েৎ ॥১১॥  
 অস্বতামঅস্বতাম বাপ্যহং ত্বামগ্ মৈথিলি ! ।  
 নোৎসহে পরিভোগায় শ্বাবলীঢ়ং হবির্গথা ॥১২॥  
 ততঃ সা সহসা বালা তচ্শ্রুত্বা দারুণং বচঃ ।  
 পপাত দেবী ব্যথিতা নিকৃতা কদলী যথা ॥১৩॥  
 যোহপ্যস্তা হর্বসম্ভূতো মুখরাগস্তদাভবৎ ।  
 ক্ষণেন স পুনর্নক্ষৌ নিশ্বাস ইব দুর্পণে ॥১৪॥

### ভারতকৌমুদী

গচ্ছতি । কার্যং কর্তব্যম্ । জরাং বার্দ্ধক্যম্ । মে ময়া । অয়মপি ঘটপাদঃ শ্লোকঃ ॥১০॥  
 কথমিতি । জাতু কদাচিত্ । ধারয়েৎ পত্নীপদে অবস্থাপয়েৎ ॥১১॥  
 অস্বতামিতি । অস্বতাম্ সচ্চরিত্রাম্, অস্বতামসচ্চরিত্রাম্ । শ্বাবলীঢ়ং কুর্জ্বরাশ্রয়িতম্ ॥১২॥  
 তত ইতি । পপাত ভূমাবিতি শেষঃ । নিকৃতা ছিন্নমূল্য ॥১৩॥  
 ব ইতি । নিশ্বাসে সতি, দুর্পণে পতিতো মুখরাগ ইব নষ্টঃ ॥১৪॥

এহেন সীতাকে দর্শন করিয়া পরপুরুষসংসর্গবিষয়ে আশঙ্কিত হইয়া রাম বলিলেন—॥৯॥

“বৈদেহি ! আমি তোমাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছি, এখন তুমি যাইতে পার । আমার যাহা কর্তব্য, তাহা আমি করিয়াছি । ভদ্রে ! তুমি আমাকে পতি লাভ করিয়া রাক্ষসের ঘরে বদ্ধ না হও, এই জ্ঞাই আমি ঐ রাক্ষসকে বধ করিয়াছি ॥১০॥

আমার মত ধর্ম্যজ লোক পরহস্তগতা নারীকে কিপ্রকারে আবার কখনও মুহূর্তকালের জ্ঞও গ্রহণ করিতে পারে ? ॥১১॥

অতএব মৈথিলি ! তুমি সচ্চরিত্রাই হও বা অসচ্চরিত্রাই হও, আমি আর তোমাকে কুর্জ্বরভুক্ত হবির জ্ঞায় ভোগের জ্ঞও গ্রহণ করতে পারি না” ॥১২॥

তদনন্তর বালিকা সীতাদেবী সেই দারুণ কথা শুনিয়া ব্যথিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ছিন্ন কদলীর জ্ঞায় ভূতলে পতিত হইলেন ॥১৩॥



ততস্তে হরয়ঃ সৰ্ব্বৈ তচ্চাশ্রিত্বা রামভাবিতম্ ।  
 গতাস্থকল্পা নিশ্চেষ্টা বহুবুঃ সহলক্ষণাঃ ॥১৫॥  
 ততো দেবো বিমুক্তাত্মা বিমানেন চতুর্শ্লুৰ্ধঃ ।  
 পদ্মযোনির্জগৎস্রষ্টা দর্শয়ামাস রায়বম্ ॥১৬॥  
 শক্রশ্চাঘ্নিশ্চ বায়ুশ্চ যমো বরুণ এব চ ।  
 যক্ষাধিপশ্চ ভগবাংস্তথা সপ্তর্ষয়োহমলাঃ ॥১৭॥  
 রাজা দশরথশ্চৈব দিব্যভাস্বরমূর্তিমান্ ।  
 বিমানেন মহার্হেণ হংসযুক্তেন ভাস্বতা ॥১৮॥ (বিশেষকম্)  
 ততোহস্তরীক্ষং তৎ সৰ্ব্বং দেবগন্ধর্বসকুলম্ ।  
 শুশুভে তান্নকাচিত্রং শরদীব নভস্তলম্ ॥১৯॥  
 তত উখায় বৈদেহী তেষাং মধ্যে যশস্বিনী ।  
 উবাচ বাক্যং কল্যাণী রামং পৃথুলবক্ষসম্ ॥২০॥

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । হরয়ো বানরাঃ । গতাস্থকল্পা মৃততুল্যাঃ ॥১৫॥  
 তত ইতি । বিমুক্তাত্মা রাগদ্বৈষাণ্ডভাবান্নির্মলচিত্তঃ । দর্শয়ামাস আত্মানমিতি শেবঃ । অমলা  
 নিষ্পাপাঃ । মহার্হেণ মহামূল্যেন । দর্শয়ামাসেতি সম্বন্ধঃ ॥১৬—১৮॥  
 তত ইতি । দেবগন্ধর্বৈঃ সকুলং ব্যাপ্তম্ । তান্নকাচিত্রজং বিচিত্রীকৃতম্ ॥১৯॥  
 তত ইতি । উখায় ভূতলাদিতি শেবঃ । পৃথুলবক্ষসং বিশালোরক্ষম্ ॥২০॥

এক আনন্দে তাঁহার যে মুখের প্রফুল্লতা হইয়াছিল, তাহা—নিশ্বাস হওয়ার  
 পরে দর্পণপতিত মুখরাগের জ্বায় পুনরায় ক্ষণকালমধ্যেই নষ্ট হইয়া গেল ॥১৪॥

তখন লক্ষ্মণের সহিত সেই বানরেরা সকলেই রামের সেই উক্তি শুনিয়া মৃতের  
 জ্বায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল ॥১৫॥

তাঁহার পর নির্মলচিত্ত, পদ্মযোনি ও জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, যম, বরুণ,  
 ভগবান্ কুবের এবং নিষ্পাপ সপ্তর্ষিগণ যথাসম্ভব বিমানে আসিয়া রামচন্দ্রকে দেখা  
 দিলেন ; আর দিব্য ও উজ্জ্বল মূর্তি রাজা দশরথ উজ্জ্বল, মহামূল্য ও হংসযুক্ত বিমানে  
 আসিয়া দর্শন দান করিলেন ॥১৬—১৮॥

তখন দেবগণ ও গন্ধর্বগণে পরিপূর্ণ সেই সমগ্র আকাশটাই শরৎকালে নক্ষত্র-  
 কুণ্ডিত আকাশের জ্বায় শোভা পাইতে লাগিল ॥১৯॥

রাজপুত্র ! ন তে কে পং করোমি বিদিতা হি মে ।  
 গতিঃ স্ত্রীণাং নরাণাঞ্চ গুণু চেদং বচো মম ॥২১॥  
 অন্তশ্চরতি ভূতানাং মাতরিখা সদাগতিঃ ।  
 স মে বিমুক্তু প্রাণান্ যদি পাপং চরাম্যহম্ ॥২২॥  
 অগ্নিরাপস্তথাকাশং পৃথিবী বায়ুরেব চ ।  
 বিমুক্তস্ত মম প্রাণান্ যদি পাপং চরাম্যহম্ ॥২৩॥  
 যথাহং তদৃতে বীর ! নান্যং স্বপ্নেহপ্যচিস্তয়ম্ ।  
 তথা মে দেবনির্দিষ্টস্বমেব হি পতির্ভব ॥২৪॥  
 ততোহস্তরৌক্ষে বাগাসীং হুভগা লোকসাক্ষিণী ।  
 পুণ্য্য সংহর্ষণী তেষাং বানরাণাং মহাত্মনাম্ ॥২৫॥

### ভারতকৌমুদী

রাজেন্তি । গতিরবস্থা । পরহস্তগতেষু স্ত্রিয়ো দুষ্কৃতি পুরুষা নেতি জানামীত্যর্থঃ ॥২১॥  
 অন্তরিত্তি । মাতরিখা বায়ুঃ । প্রাণান্ প্রাণরূপতাম্ । চরামীত্যভীভূতসামীপ্যে বর্তমানান্ ॥২২॥  
 দেহারন্তকাণি পঞ্চ ভূতান্তেবান্তিত্য শপতে—অগ্নিরিত্তি । আপো জলম্ ॥২৩॥  
 যথেন্তি । যথা যদি, তদৃতে ত্বং বিনা । দেবনির্দিষ্টো বিধাতৃনিরূপিতঃ ॥২৪॥

তদনন্তর কল্যাণী ও যশস্বিনী সীতাদেবী ভূতল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া  
 তাঁহাদের মধ্যে বিশালবক্ষা রামচন্দ্রকে এই কথা বাললেন—॥২০॥

“রাজপুত্র ! আমি আপনার উপরে ক্রোধ করি না । কারণ, স্ত্রীলোক ও  
 পুরুষলোকের অবস্থা আমার জানা আছে । তবে আপনি আমার এই কথা  
 শুনুন—॥২১॥

“আমি যদি পাপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে প্রাণিগণের অন্তরচারী সর্বদা  
 গমনশীল বায়ু আমার প্রাণরূপ পরিত্যাগ করুন ॥২২॥

এবং আমি যদি পাপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে অগ্নি, জল, আকাশ, পৃথিবী  
 ও বায়ু আমার প্রাণসম্পর্ক পরিত্যাগ করুন ॥২৩॥

আর বীর ! আমি যদি আপনি ভিন্ন অস্ত্র পুরুষকে স্বপ্নেও চিন্তা না  
 করিয়া থাকি, তবে বিধাতার নির্দেশ অনুসারে আপনিই আমার পতি  
 থাকুন” ॥২৪॥

তাহার পর সীতার সৌভাগ্যশ্রুতক, জগতে সাক্ষিস্বরূপ, পবিত্র এবং সেই  
 উদারচেতা বানরগণের আনন্দজনক বাক্য সকল আকাশে প্রকাশ পাইল ॥২৫॥

বায়ুরূবাচ ।

ভো ভো বাঘব ! সত্যং বৈ বায়ুরস্মি সদাগতিঃ ।

অপাপা মৈথিলৌ রাজন্ ! সঙ্গচ্ছ সহ ভার্যয়া ॥২৬॥

অগ্নিরূবাচ ।

অহমন্তঃশরীরস্থো ভূতানাং রঘুনন্দন ! ।

সুস্মমপি কাকুৎস্থ ! মৈথিলৌ নাপরাধ্যতি ॥২৭॥

বরুণ উবাচ ।

রসা বৈ মৎপ্রসূতা হি ভূতদেহেষু বাঘব ! ।

অহং বৈ ত্বাং প্রব্রবীমি মৈথিলৌ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥২৮॥

ব্রহ্মোবাচ ।

পুত্র ! নৈতদিহাশ্চর্য্যং ত্বয়ি রাজর্ষিধর্ম্মিণি ।

সার্থো সদব্রতমার্গস্থে শৃণু চেদং বচো মম ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । হুভগা সীতায়াঃ সোভাগ্যচিকা, লোকেষু সাক্ষিণী প্রমাণভূতা ॥২৬॥

ভো ইতি । সতৈব সর্বত্র গতির্নষ্ট সঃ । সঙ্গচ্ছ সম্মিলিতো ভব ॥২৬॥

অহমিতি । অন্তঃশরীরস্থঃ পাচকাগ্নিরূপেণ । সুস্মমপি অত্যল্পমপি ॥২৭॥

রসা ইতি । রসান্তরলপদার্থাঃ, মৎপ্রসূতা মজ্জনিতাঃ । প্রতিগৃহ্যতাং নির্দোষত্বাৎ ॥২৮॥

পুত্রেতি । হে পুত্র ! রাজর্ষিধর্ম্মিণি, সার্থো সংস্বভাবে, সদব্রতমার্গস্থে সচ্চরিত্রে সংপথবর্ত্তিনি চ ত্বয়ি, এতৎ পত্ন্যাঃ প্রেত্যাখ্যানম্, ইহ নাশ্চর্য্যম্ । অপি তু পরপুরুষসংসর্গাশঙ্কাবশাৎ সন্তবপন-মেবেতি ভাবঃ । তথাপি ইদং মম বচঃ শৃণু ॥২৯॥

বায়ু বলিলেন—“রঘুনন্দন ! আমি যথার্থই সর্বদা গমনশীল বায়ু । (আমি বলিতেছি—) সীতার কোন পাপ নাই ; সুতরাং আপনি ঐ ভার্য্যার সহিত মিলিত হউন” ॥২৬॥

অগ্নি বলিলেন—“রঘুনন্দন ! আমি প্রাণিগণের শরীরের ভিতরে থাকি । (অতএব আমি বলিতেছি—) সীতা অত্যল্প অপরাধও করেন নাই” ॥২৭॥

বরুণ বলিলেন “রঘুনন্দন ! প্রাণিগণের দেহের রসগুলি আমারই উৎপাদিত ; সুতরাং আমি আপনাকে বলিতেছি—আপনি সীতাকে গ্রহণ করুন” ॥২৮॥

ব্রহ্মা বলিলেন - “পুত্র ! তুমি রাজর্ষি, সংস্বভাবসম্পন্ন, সচ্চরিত্র এবং সংপথবর্ত্তী ; সুতরাং তোমার পক্ষে এখন এই পত্নীপরিভ্যাগ আশ্চর্য্য নহে । তবে আমার এই কথা শোন—॥২৯॥

(২৯)....সার্থো সদব্রত ! কাকুৎস্থ !—বা ব কা নি ।

শত্রুরেষ ত্বয়া বীর ! দেবগন্ধর্বভোগিনাম্ ।  
 যক্ষাণাং দানবানাঞ্চ দেবর্ষীণাঞ্চ পাতিতঃ ॥৩০॥  
 অবধ্যঃ সর্বভূতানাং মৎপ্রসাদাৎ পুরাভবৎ ।  
 কস্মাচ্চিৎ কারণাৎ পাপঃ কঞ্চিৎ কালমুপেক্ষিতঃ ॥৩১॥  
 বধার্থমাত্মনস্তেন হতাসীতা তুরাঙ্গনা ।  
 নলকুবরশাপেন রক্ষা চাস্মাঃ কৃতাস্ময়া ॥৩২॥  
 যদি হ্যকামামাসেবেৎ স্ত্রিয়মন্যামপি ধ্রুবম্ ।  
 শতধাহস্ত স্ফুটেন্মূৰ্দ্ধা ইতু্যুক্তঃ সোহভবৎ পুরা ॥৩৩॥  
 নাত্র শঙ্কা ত্বয়া কার্য্যা প্রতীচ্ছমাং মহাত্ম্যতে ! ।  
 কৃতং ত্বয়া মহৎ কার্য্যং দেবানামমরপ্রভ ! ॥৩৪॥

দশরথ উবাচ ।

প্রীতোহস্মি বৎস ! ভদ্রং তে শিতা দশরথোহস্মি তে ।  
 অনুজানামি রাজ্যঞ্চ প্রশাধি পুরুষোত্তম ! ॥৩৫॥

### ভারতকৌমুদী

জগদুপকারকরণাৎশ্রোতি—শত্রুরিতি । ভোগিনো নাগাঃ । পাতিতো নিহতঃ ॥৩০॥  
 অবধ্য ইতি । কস্মাচ্চিৎ কারণাৎ তদাবির্ভাবপুষ্টিদেয়পেক্ষীয়ত্বাৎ । পাপো রাবণঃ ॥৩১॥  
 বধেতি । তেন রাবণেন । নলকুবরঃ কুবেরপুত্রঃ । তচ্ছাপকারণন্ত প্রাগেবোক্তম্ ॥৩২॥  
 কোহসৌ শাপ ইত্যাহ—যদীতি । ধ্রুবমকামামিতি সত্বকঃ । স্ফুটেদ্বিদীর্ণো ভবেৎ ॥৩৩॥  
 নেতি । অত্র সীতায়াম্ । মহাকাৰ্য্যকরণানন্তরমকাৰ্য্যকরণমত্যন্তমহচ্চিতমিতি ভাবঃ ॥৩৪॥

বীর ! তুমি—দেবতা, গন্ধর্ব্ব, নাগ, যক্ষ, দানব ও দেবর্ষিগণের শত্রু এই রাবণকে  
 বধ করিয়াছ ॥৩০॥

এই রাবণ আমারই অনুগ্রহে পূর্ব্বে সমস্ত প্রাণীর অধ্যা হইয়াছিল এবং আমিও  
 কোন কারণে কিছুকাল এই পাপাত্মাকে উপেক্ষা করিয়াছিলাম ॥৩১॥

তার পর, সেই তুরাঙ্গা নিজেরই বধের জন্য সীতাকে হরণ করিয়াছিল ; কিন্তু  
 আমি ওখন নলকুবরের অভিশাপদ্বারা ইহাকে রক্ষা করিয়াছিলাম ॥৩২॥

পূর্ব্বে নলকুবর রাবণসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, ‘রাবণ যদি বাস্তবিক অকামা  
 পরজ্ঞীকে ধৰ্ষণ করে, তবে উহার মস্তক শতভাগে বিভীর্ণ হইবে’ ॥৩৩॥

অতএব হে দেবতুল্য মহাতেজা ! তুমি দেবগণের মহৎ কার্য্য সম্পাদন  
 করিয়াছ ; সুতরাং এখন ইহার প্রতি আশঙ্কা করিও না, ইহাকে গ্রহণ কর’ ॥৩৪॥

(৩৩)...শতধাহস্ত ফলেম্মূৰ্দ্ধা—বা ব ক নি

রাম উবাচ ।

অভিবাদয়ে স্বাং রাজ্যেহ । যদি ত্বং জনকো মম ।  
গমিষ্যামি পুত্রীং রম্যামযোধ্যাং শাসনাতব ॥৩৬॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

তমুবাচ পিতা ভূয়ঃ প্রহৃষ্টো ভরতর্ষভ ! !  
গচ্ছাযোধ্যাং প্রশাসীতি রামঃ রক্তান্তলোচনম্ ।  
সম্পূর্ণানীহ বর্ষাণি চতুর্দশ মহাত্ম্যতে ! ॥৩৭॥  
ততো দেবান্ নমস্কৃত্য স্নহৃদ্বিরভিনন্দিতঃ ।  
মহেন্দ্র ইব পৌলোম্যা ভার্যয়া স সমেযিবান্ ॥৩৮॥  
ততো বরং দদৌ তস্মৈ হবিষ্কায় পরম্পদঃ ।  
ত্রিঋতাকার্যমানাত্যাং যোজয়ামাস দ্বাক্ষসীম্ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

শ্রীত ইতি । রাজ্যঞ্চ প্রশাসীতি চকারেণ সীতাং গৃহাণেতি সমুচীয়তে । এতেন পিতৃহুমতি  
বিনা তদীয়রাজ্যশাসনমসঙ্গতমিতি দোষঃ পরিত্ততঃ ॥৩৫॥

অভীতি । প্রথমপাদে অক্ষরাধিক্যমার্যম্ । শাসনাদদেশাৎ ॥৩৬॥

তমিতি । চতুর্দশ বর্ষাণি সম্পূর্ণানীতি মৎপূর্বাদেশোহপি রক্ষিত ইতি ভাবঃ । ষটপাদোহয়ং  
শ্লোকঃ ॥৩৭॥

তত ইতি । পৌলোম্যা শচীদেব্যো । সমেযিবান্ সম্মিলিতো বভূব ॥৩৮॥

তত ইতি । বরং তদিচ্ছানুরূপম্ । পরম্পদো রামঃ ॥৩৯॥

দশরথ বলিলেন—“বৎস ! আমি তোমার পিতা দশরথ ; আমি তোমার  
উপরে সন্তুষ্ট হইয়াছি ; সুতরাং তোমার মঙ্গল হউক । আর আমিও তোমাকে  
অনুমতি করিতেছি যে, তুমি—মা জনকীকে গ্রহণ কর এবং দেশে যাইয়া রাজ্য  
শাসন কর” ॥৩৫॥

রাম বলিলেন—“রাজ্যশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনাকে অভিবাদন করি । আপনি  
যদি আমার পিতাই হন, তবে আপনার আদেশে আমি মনোহর অযোধ্যানগরীতেই  
যাইব” ॥৩৬॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“ভরতশ্রেষ্ঠ ! পিতা দশরথ সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় রক্তপ্রান্ত-  
নয়ন রামচন্দ্রকে বলিলেন—“মহাতেজা ! এখন সেই চতুর্দশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে ;  
সুতরাং যাও, যাইয়া অযোধ্যা শাসন কর” ॥৩৭॥

তাহার পর রামচন্দ্র দেবগণকে নমস্কার করিয়া এবং সুহৃদগণকর্তৃক অভিনন্দিত  
হইয়া, শচীর সহিত ইন্দ্রেন্দ্র স্তায় সীতার সহিত মিলিত হইলেন ॥৩৮॥

তযুবাচ ততো ব্রহ্মা দৌবঃ শক্রপুরোগমৈঃ ।  
 কৌশল্যামাতরিক্টাংস্তে বরানন্য দদানি কান্ ॥৪০॥  
 বরে রামঃ স্থিতিং ধর্ম্মে শত্রুভিষ্চাপরাজয়ম্ ।  
 রাক্ষসৈর্নিহতানাঞ্চ বানরাণাং সমুদ্ভবম্ ॥৪১॥  
 ততস্তে ব্রহ্মণা প্রোক্তে তথোতি বচনে তদা ।  
 সমুদ্ভূতমহারাজ ! বানরা লব্ধচেতসঃ ॥৪২॥  
 সীতা চাপি মহাভাগা বরং হনুমতে দদৌ ।  
 রামকীর্ত্ত্য সমং পুত্র ! জীবিতং তে ভবিষ্যতি ॥৪৩॥  
 দিব্যাস্ত্রামুপভোগাশ্চ মৎপ্রসাদকৃতাঃ সদা ।  
 উপস্থাস্তস্তি হনুমন্নিতি স্ম হরিলোচন ! ॥৪৪॥ (যুগ্মকম্)  
 ততস্তে প্রেক্ষমাণানাং তেষামক্লিষ্টকন্মণাম্ ।  
 অন্তর্দ্বানং যযুর্দেবাঃ সর্বৈশ্চ শক্রপুরোগমাঃ ॥৪৫॥

#### ভারতকৌমুদী

তমিতি । কৌশল্যামাতা যন্ত তৎসম্বোধনম্ । ইষ্টান্ অভিলষিতান্ ॥৪০॥

বর ইতি । প্রথমার্ধে আশ্রয় ইতি শেষঃ । সমুদ্ভবং পুনর্জীবনম্ ॥৪১॥

তত ইতি । লব্ধচেতসঃ প্রাপ্তচেতনাঃ ॥৪২॥

সীতেতি । অতএব দ্বিবিধপ্রয়োগাৎ হনুমচ্ছস্ত্র হ্রস্বোকারবৎ দীর্ঘোকারবৎক জ্ঞেয়ম্ ।  
 তেন চ “হনুমান্ হনুমানপি” ইতি শব্দভেদপ্রকাশেহপ্যুক্তম্ । সমং সমানম্ । দিব্য উত্তমাঃ ।  
 উপস্থাস্তস্তি ষ্চেষ্টাং বিনাপি । হে হরিলোচন ! পিঙ্গলনয়ন ! ॥৪৩—৪৪॥

তদনন্তর রাম সেই অবিক্কারাক্ষসকে তাহার অভীষ্ট বর দান করিলেন এবং  
 ত্রিজনটাক্ষসীকে ধন-মানদ্বারা সম্মানিত করিলেন ॥৩৯॥

তৎপরে ব্রহ্মা ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণের সহিত বলিলেন—“রাম ! আজ আমি  
 তোমাকে কোন্ কোন্ অভীষ্ট বর দান করিব ?” ॥৪০॥

তখন রাম—নিজের ধর্ম্মে স্থিতি এবং শত্রুকর্তৃক অপরাজয়, আর রাক্ষসনিহত  
 বানরগণের পুনর্জীবন বর গ্রহণ করিলেন ॥৪১॥

মহারাজ ! তাহার পর ব্রহ্মা ‘তাহাই হউক’ এই কথা বলিলেন, তখনই সেই  
 যুত বানরেরা চৈতন্য লাভ করিয়া গাত্ৰোত্থান করিল ॥৪২॥

‘মহাভাগা সীতাও হনুমান্কে এই বর দিলেন যে, “পিঙ্গলনয়ন পুত্র হনুমন্ !  
 রামের কীর্ত্তি যতকাল থাকিবে, তোমার জীবনও ততকাল থাকিবে এবং আমার  
 অমুগ্রহে সর্বদাই উত্তম ভোগ্য বস্তু সকল আপনা হইতেই তোমার নিকটে উপস্থিত  
 হইবে” ॥৪৩—৪৪॥

দৃষ্ট্ৱ। রামস্ত জ্ঞানক্যা সঙ্গতং শক্রসারথিঃ ।  
 উবাচ পরমপ্রীতঃ সুহৃদ্ব্য ইদং বচঃ ॥৪৬॥  
 দেবগন্ধর্বযক্ষাণাং মানুষাসুরভোগিনাম্ ।  
 অপনীতং ত্বয়া দুঃখমিদং সত্যপরাক্রম ! ॥৪৭॥  
 সদেবাসুরগন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ ।  
 কথয়িষ্যন্তি লোকাস্থাং যাবদুন্মিধ রিষ্যতি ॥৪৮॥  
 ইত্যেবমুক্ত্বানুজ্ঞাপ্য রামং শত্রুভৃতাং বরম্ ।  
 সম্পূজ্যাপাক্রমন্তেন রথেনাদিত্যবর্চসা ॥৪৯॥  
 ততঃ সীতাং পুরস্কৃত্য রামঃ সৌমিত্রিণা সহ ।  
 স্ত্রীপ্রব্রুথৈশ্চৈব সহিতঃ সর্ষবানরৈঃ ॥৫০॥  
 বিধায় রক্ষাং লক্ষ্যাং বিভীষণপুরস্কৃতঃ ।  
 সন্ততার পুনস্তেন সেতুনা মকরালয়ম্ ॥৫১॥  
 পুষ্পকেণ বিমানেন খেচরেণ বিরাজতা ।  
 কামগেন যথামুখ্যৈরমাতৈঃ সংব্রতো বশী ॥৫২॥ (বিশেষকম)

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি। তেষাং রামাদীনাম্। যযুঃ প্রাপুঃ ॥৪৫॥

দৃষ্টেতি। সঙ্গতং সম্মিলিতম্, শক্রসারথির্মাতলিঃ ॥৪৬॥

দেবেতি। ভোগিনো নাগাঃ। অপনীতং দূরীকৃতম্, রাবণবধাদিতি ভাবঃ ॥৪৭॥

সেতি। ধরিষ্যতি হ্যন্ততি ॥৪৮॥

ইতীতি। অনুজ্ঞাপ্য অগমনানুজ্ঞাং কারয়িষ্য। অপাক্রমং প্রাতিষ্ঠত মাতলিঃ ॥৪৯॥

তাহার পর অক্লিষ্টকর্মা রামপ্রভৃতি দর্শন করিতেছিলেন, এই অবস্থাতেই সেই ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতারা সকলে অন্তর্হিত হইলেন ॥৪৬॥

পরে, রাম সীতার সহিত মিলিত হইয়াছেন দেখিয়া মাতলি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সুহৃদগণের মধ্যে এই কথা বলিলেন—৥৪৬॥

“হে সত্যপরাক্রম ! আপনি রাবণকে বধ করিয়া দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মানুষ, অসুর ও নাগদিগের দুঃখ দূর করিয়াছেন ॥৪৭॥

এবং যতকাল পৃথিবী থাকিবে, তত কাল দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও নাগদিগের সহিত সমস্ত লোক আপনার কীৰ্ত্তন করিবে” ॥৪৮॥

মাতলি এইরূপ বলিয়া রামের অনুমতি লইয়া এবং অস্ত্রধারিণী রামকে পূজা করিয়া সেই সূর্য্যতুল্য উজ্জল রথেই চলিয়া গেলেন ॥৪৯॥

তাহার পর ভিত্তিপ্রিয় রাম—লঙ্কানগরীকে স্মরন করিয়া। লঙ্কণ

ততস্তীরে সমুদ্রস্ত্র্যঃ যত্র শিশ্ণো স পার্শ্বিণঃ ।  
 তত্রৈবোবাস ধৰ্ম্মাত্মা সহিতঃ সৰ্ববানরৈঃ ॥৫৩॥  
 তথৈনান্ রাঘবঃ কালো সমানীয়াভিপূজ্য চ ।  
 বিসর্জয়ামাস তদা রত্নৈঃ সন্তোষ্য সৰ্বশঃ ॥৫৪॥  
 গতেষু বানরেষু গোপুচ্ছকেষু তেষু চ ।  
 স্ত্রীসহিতো রামঃ কিঙ্কিয়াং পুনরাবিশৎ ॥৫৫॥  
 বিভীষণেনানুগতঃ স্ত্রীসহিতস্তদা ।  
 পুষ্পকেণ বিমানেন বৈদেহ্যা দর্শয়ন্ বনম্ ॥৫৬॥  
 কিঙ্কিয়াস্ত সমাসাশ্রয় রামঃ প্রহরতাং বরঃ ।  
 ভগ্নদং কৃতকৰ্ম্মাণং যৌবরাজ্যোহভ্যৰ্চয়ৎ ॥৫৭॥ (যুগ্মকম্)

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । পুরস্কৃত্য সহচরীকৃত্য । তেন সেতুনা তদুপর্যাকাশপথেন । বশী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
 মকরালয়ং সমুদ্রম্, সমুদ্রতর অতিচক্রাম ॥৫০—৫২॥

তত ইতি । শিশ্ণো সেতুবন্ধনাং পূৰ্বে সমুদ্রাধনাং শয়িতবান্ ॥৫৩॥

অথেতি । এনান্ বানরাদীন্, সমানীয়া সমীপমিতি শেষঃ ॥৫৪॥

গতেষিতি । গোপুচ্ছা বানরবিশেষাশ্চ স্বাক্ষা ভল্লকাস্চ তেষু ॥৫৫॥

বিভীষণেতি । বনং কিঙ্কিয়াসমিহিতম্ । কৃতকৰ্ম্মাণং যুদ্ধে কৃতোপকারম্ ॥৫৬—৫৭॥

স্ত্রীসহিতো সমস্ত বানর, বিভীষণ এবং প্রধান প্রধান রাক্ষস অমাত্যগণে  
 পরিবেষ্টিত হইয়া, আকাশচারী, কামগামী ও উজ্জ্বল পুষ্পবিমানে আরোহণ-  
 পূৰ্বক সেই সেতুপথের উপর দিয়া পুনরায় সমুদ্র পার হইয়া আসিলেন ॥৫০—৫২॥

তৎপরে ধৰ্ম্মাত্মা রাজা রাম পূৰ্বে সমুদ্রতীরের যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন,  
 সেই স্থানেই সকল বানরের সহিত কিছুকাল বাস করিলেন ॥৫৩॥

তদনন্তর একদা রাম সকল বানরকে আনয়নপূৰ্বক তাহাদিগকে সৰ্বপ্রকার রত্ন  
 দানে সন্তুষ্ট ও সম্মানিত করিয়া বিদায় দিলেন ॥৫৪॥

সেই বানরগণ, গোপুচ্ছগণ ও ভল্লকগণ চলিয়া গেলে, রাম স্ত্রীসহিত  
 পুনরায় কিঙ্কিয়ায় প্রবেশ করিলেন ॥৫৫॥

যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ রাম বিভীষণ ও স্ত্রীসহিত মিলিত হইয়া, পুষ্পবিমানে  
 আরোহণ করিয়া সীতাদেবীকে বন দর্শন করাইয়া, পুনরায় কিঙ্কিয়ায় আসিয়া,  
 কৃতকৰ্ম্মা অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥৫৬—৫৭॥



ত তস্তৈরেব সহিতো বামঃ সৌমিত্রিণা সহ ।  
 যথাগতেন মার্গেন প্রয্যৌ স্বপুরুং প্রাতি ॥৫৮॥  
 অযোধ্যাং স সমাসাত্তপুরীং রাষ্ট্রপতিস্তুতঃ ।  
 ভরতায় হনুমন্তং দূতং প্রাস্থাপয়ন্তদা ॥৫৯॥  
 লক্ষয়িত্বৈকিতং সর্বং প্রিয়ং তস্মৈ নিবেত বৈ ।  
 বায়ুপুত্রে পুনঃ প্রাপ্তে নন্দিগ্রামমুপাগমৎ ॥৬০॥  
 স তত্র মলদিষ্টাঙ্গঃ ভরতং চীরবাসসম্ ।  
 অত্রতঃ পাতুকে কৃৎস্না দদর্শাসীনমাসনে ॥৬১॥  
 সঙ্গত্য ভরতেনাথ শত্রুঘ্নেন চ বীর্যবান্ ।  
 রাববঃ সহসৌমিত্রির্মুদে ভরতবর্ভ ! ॥৬২॥  
 ততো ভরতশত্রুঘ্নৌ সমেতো গুরুণা তদা ।  
 বৈদেহ্য দর্শনেনোভৌ প্রহর্ষং সমবাপতুঃ ॥৬৩॥

### ভারতকৌমুদী

তুত ইতি । তৈঃ স্ত্রীবাতিভিঃ । স্বপুরুমযোধ্যাম্ ॥৫৮॥  
 অযোধ্যামিতি । রাষ্ট্রপতিঃ রাজ্যাধিপতিঃ । ভরতায় নন্দিগ্রামস্থায় ॥৫৯॥  
 লক্ষয়িত্বৈতি । ইকিতং ভরতস্ত চেষ্টিতম্, প্রিয়ং রামাগমনাদিকম্ ॥৬০॥  
 স ইতি । মলদিষ্টাঙ্গং অনাত্তভাবাক্ল্যাদিলিপ্তাঙ্গম্, চীরবাসসং কৌপীনবস্তম্ ॥৬১॥  
 সঙ্গতোতি । সঙ্গত্য মিলিত্বা । সহসৌমিত্রিঃ সঙ্গস্থগঃ ॥৬২॥  
 তত ইতি । গুরুণা জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামেণ, সমেতো মিলিতৌ সন্তৌ ॥৬৩॥

তাহার পর রামচন্দ্র যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই লক্ষ্মণ ও স্ত্রী-ব-  
 প্রভৃতির সহিত অযোধ্যায় গমন করিলেন ॥৫৮॥

তিনি অযোধ্যায় যাইয়া নন্দিগ্রামে ভরতের নিকটে হনুমানকে দূত করিয়া  
 পাঠাইলেন ॥৫৯॥

হনুমান্ যাইয়া ভরতের সমস্ত ব্যবহার দেখিয়া এবং তাঁহাকে প্রিয়সংবাদ  
 জানাইয়া পুনরায় আগমন করিলে, রাম নন্দিগ্রামে গমন করিলেন ॥৬০॥

রাম সেখানে যাইয়া দেখিলেন—মলিনদেহ ও কৌপীনধারী ভরত তাঁহারই  
 পাতুকা ছইখানি সম্মুখে রাখিয়া আসনে বসিয়া আছেন ॥৬১॥

ভরতশত্রুঘ্ন । বলবান্ রাম ও লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত মিলিত হইয়া পরম  
 আনন্দ লাভ করিলেন ॥৬২॥

(৬২) সঙ্গতো ভরতেনাথ—বা ব ক, সমেতো ভরতেনাথ—পি ।

তস্মৈ তদ্বরতো রাজ্যমার্গায়াভিসংকৃতম্ ।  
 ত্রাসং নির্ধাতয়ামাস যুক্তঃ পরময়া মুদা ॥৬৪॥  
 ততস্তং বৈষ্ণবে শূরং নক্ষত্রহভিজিতেহহনি ।  
 বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ সহিতাবভ্যধিকৃতাম্ ॥৬৫॥  
 .সোহভিষিক্তঃ কপিশ্রেষ্ঠঃ সূত্রীবং সমুহজ্জনম্ ।  
 বিভীষণঞ্চ পৌলস্ত্যমঙ্গজানাদৃগৃহান্ প্রতি ॥৬৬॥  
 অভ্যর্চ্য্য বিবিধৈ রত্নৈঃ প্রীতিযুক্তৌ মুদা যুতো ।  
 সমাধায়েতিকর্তব্যং দুঃখেন বিসসর্জ্জ হ ॥৬৭॥  
 পুষ্পকঞ্চ বিমানং তং পূজয়িত্বা স রাঘবঃ ।  
 প্রাদাদৈশ্রবণায়ৈব প্রীত্যা স রঘুনন্দনঃ ॥৬৮॥

## ভারতকৌমুদী °

তদ্ব্যহিতি । তস্মৈ রামায় । ত্রাসং নিক্ষেপকৃতম্, নির্ধাতয়ামাস দর্শনো ॥৬৪॥  
 তত ইতি । ততো বশিষ্ঠো বামদেবশ্চৈতৌ ঋষী, সহিতৌ মিলিতৌ সন্তৌ, বৈষ্ণবে বিষ্ণু-  
 দেবতাকে শ্রবণার্থে নক্ষত্রে, শুভে অহনি, অভিজিতে অষ্টমে মুহূর্ত্তে, শূরং তমভ্যধিকৃতাম্ ॥৬৫॥  
 স ইতি । গৃহান্ প্রতি গন্তুমিতি শেষঃ ॥৬৬॥  
 অভ্যর্চ্য্যতি । সমাধায় উপদিষ্ট, ইতিকর্তব্যং রাজ্যাদীনাম্ ॥৬৭॥

## ভারতভাবদীপঃ

স হযেতি ১—২। ত্রিংশদালয়ঃ স্বর্গস্তংস্থাঃ ৩—৫২। যত্র শিক্বে পূর্ব্বং সমুদ্রপ্রার্থনার্থং  
 শয়নং কৃতবান্ ৫৩—৬২। গুরুণা রামেন ৬৩—৬৪। বৈষ্ণবে নক্ষত্রে শ্রবণে ৬৫—৬৮।

ভরত এবং শক্রব্রহ্মণ্ড, জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামের সহিত মিলিত হইয়া এবং সীতাকে  
 দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥৬৩॥

তাহার পর ভরত অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বিশেষ আদর সহকারে সেই গচ্ছিত  
 রাজ্যটাকে রামচন্দ্রের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন ॥৬৪॥

তাহার পর বশিষ্ঠ ও বামদেব ঋষি মিলিত হইয়া শুভদিনে শ্রবণানক্ষত্রে অষ্টম-  
 মুহূর্ত্তের সময়ে মহাবীর রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥৬৫॥

রামচন্দ্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া বানরশ্রেষ্ঠ সূত্রীবকে এবং পুলস্ত্যবংশজাত  
 বিভীষণকে বন্ধুবর্গের সহিত বাড়ী যাইবার অনুমতি দিলেন ॥৬৬॥

তাহার পর তিনি নানাবিধ রত্ন দানদ্বারা সম্মানিত করিয়া এবং কর্তব্য বিষয়ের  
 উপদেশ দিয়া দুঃখসহকারে প্রণয়ী ও আনন্দিত সূত্রীব ও বিভীষণকে বিদায়  
 দিলেন ॥৬৭॥

ততো দেবর্ষিসহিতঃ সন্নিতং গোমতীমনু ।

দশাশ্বমেধানাজহ্রে জারুথ্যান্ স নিরর্গলান্ ॥৬৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি  
দ্রৌপদীহরণে রামোপাখ্যানেন রামরাজ্যাভিষেকে পঞ্চচত্বারিংশ-  
দধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ \*

—:~:—

### ভারতকৌমুদী

পুষ্পকমিতি । পূজয়িত্বা বৈশ্রবণমেব । বৈশ্রবণায়ৈব কুবেরায়ৈব ॥৬৮॥

তত ইতি । ততঃ স রামঃ, দেবাশ্চ ঋষয়শ্চ তৈঃ সহিতঃ সন্, গোমতীং নাম সরিত্তম্ অহু  
লক্ষ্যাকৃত্য তত্ৰাস্তীর ইত্যর্থঃ, অরুথমাড়ম্বরন্তংপূর্ণানিতি জারুথ্যান্ প্রশস্তান্ বা, নিরর্গলান্  
নির্বাধাংশ, দশ অশ্বমেধান্, আজহ্রে অহুষ্ঠিতবান্ ॥৬৯॥

ইতি মহামহোপাখ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্ববাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং  
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ং বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণে  
পঞ্চচত্বারিংশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

### ভারতভাবদীপঃ

জারুথ্যান্ ত্রিগুণদক্ষিণানিত্যর্জুনমিশ্রঃ । জবৃত্যামুখমিত্যুণাদিশ্বজ্ঞে অরুথং, মাংসমিতি শাব্বিকাঃ ।  
তদা মাংসময়ান্ মাংসাদিধানপ্রধানান্ পুষ্টানিত্যর্থঃ । নিরর্গলান্ অম্মাশ্বখিনিয়মানবৃত্তভারান্ ।  
“অরুথোহম্বরবিশেষঃ” ইতি বেদভাষ্যম্ । “অরুথং হন্ যক্ষি রায়ে পূবজ্জি”মিতি মজ্জবর্ণাৎ ।  
“অরুথং গরুথং গুণাতে”মিতি যাক্ষবচনাচ্চ অরুথং স্তোত্রম্, তথা চায়ং মজ্জো নিরুজ্জভাষ্যে ব্যাখ্যাতঃ  
—“হেহয়ে ত্বাং পূবজ্জি মহাতং সমিধানঃ সমাগ্দীপয়ন্ বসিষ্ঠো মুনৌ রায়ে ধনপ্রাপ্তয়ে অরুথং  
স্তোত্রং হন্ গময়ন্ যক্ষি যজতি ।” অত্র জয়তে: স্তুত্বার্থস্ত শব্দসাক্ষ্যাদর্থাবিরোধাত্চ অরুথঃ  
স্তোত্রমিত্যুচ্যত ইতি জারুথ্যান্ স্তোত্রার্থানিত্যর্থঃ ॥৬৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চচত্বারিংশদধিক-

বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৪৫॥

—:~:—

তদনন্তর রাম কুবেরের সম্মান করিয়া শ্রীতিসহকারে সেই পুষ্পকবিমান  
কুবেরকেই সমর্পণ করিলেন ॥৬৮॥

তৎপরে রামচন্দ্র দেবগণ ও ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া গোমতীনদীর তীরে  
মহাডম্বরে ও নির্বিঘ্নে দশটা অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন” ॥৬৯॥

—:~:—

\* ‘...সপ্তসপ্তত্যাধিকবিশততমঃ...’—পি, ‘...নবত্যাধিকবিশততমঃ...’—বা ব, ...একনব-  
ত্যাধিকবিশততমঃ...’—কা, ‘...দ্বিনবত্যাধিকবিশততমঃ...’—নি ।

## ষট্চত্বারিংশদধিকদ্বিতীয়া ততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—  
মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

এবমেতম্মহাবাহো ! রামেণামিততেজসা ।  
প্রাপ্তং ব্যসনমত্যাগং বনবাসকৃতং পুরা ॥১॥  
মা শুচঃ পুরুষব্যাস্ত্র ! ক্ষত্রিয়োহসি পরম্ভপ ! ।  
বাহুবীৰ্য্যাক্রিতে মার্গে বর্তসে দীপ্তনির্ণয়ে ॥২॥  
নহি তে বৃজিনং কিঞ্চিৎবর্ততে পরমগ্ৰপি ।  
অগ্নিন্ মার্গে নিষীদেয়ুঃ সেন্দ্রা অপি স্ত্রাস্তরাঃ ॥৩॥  
সংহত্য নিহতো বৃত্রো মরুদ্ভির্বজ্রপাণিনা ।  
নমুচিশৈব দুৰ্দ্ধৰো দীৰ্ঘজিহ্বা চ রাক্ষসৌ ॥৪॥  
সহায়বতি সৰ্বার্থাঃ সন্তিষ্ঠন্তৌহ সৰ্বশঃ ।  
কিম্ম তস্ত্যাজিতং সংখ্যে যস্য ভ্রাতা ধনঞ্জয়ঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । ব্যসনং বিপৎ । বনবাসকৃতং বনবাসকালীনমীতাহরণাদিঘটিতম্ ॥১॥  
মেতি । দীপ্তঃ সংশয়লেশস্তাপ্যভাবদুষ্কলঃ নির্ণয়ো জয়নিশ্চয়ো যত্র তস্মিন্ ॥২॥  
নহীতি । বৃজিনং পাপম্ । অথপি অল্পমপি । নিষীদেয়ুস্তিষ্ঠেয়ুঃ ॥৩॥  
সংহত্যেতি । সংহত্য মিলিত্বা । মরুদ্ভির্দেবৈঃ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমেতদিতি ॥১॥ দীপ্তনির্ণয়ে অসন্দিগ্ধে প্রত্যক্ষফলে ॥২—১৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্কণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্চত্বারিংশদধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৪৬॥

---

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“মহাবাহু যুধিষ্ঠির ! পূর্বকালে অমিততেজা রামচন্দ্র  
বনবাসকালে এইরূপ অতিদারুণ বিপৎ সকল ভোগ করিয়াছিলেন ॥১॥

অতএব নরশ্রেষ্ঠ পরম্ভপ ! তুমি শোক করিও না । কারণ, তুমি ক্ষত্রিয় এবং  
যাহাতে জয়নিশ্চয় এবং, সেই বাহুবলীক্রিত পক্ষে তুমি রহিয়াছ ॥২॥

তা’র পর, তোমার কোন ক্ষুদ্র পাপও নাই । বিশেষতঃ, এই পথে ইন্দ্রপ্রভৃতি  
দেবগণ এবং অশুরগণও অবস্থান করিয়া থাকেন ॥৩॥

ইন্দ্র, দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া দুৰ্দ্ধৰ বৃত্রাসুর, নমুচিদানব এবং দীৰ্ঘজিহ্বা  
রাক্ষসীকে বধ করিয়াছিলেন ॥৪॥

অশ্বঞ্চ বলিনাং শ্রেষ্ঠো ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ।  
 যুবানো চ মহেশ্বানো বীরো মাদ্রবতীকৃতো ॥৬॥  
 এভিঃ সহায়ৈঃ কশ্ম্যাক্ষং বিষৌদসি পরস্তপ ! ।  
 য ইমে বজ্রিণঃ সেনাং জয়েয়ুঃ সমরদৃগ্গণাম্ ॥৭॥  
 ভ্রমপ্যেভির্মহেশ্বানৈঃ সহায়ৈর্দেবরূপিভিঃ ।  
 বিজেষ্যসি রণে সর্দানমিত্রান্ ভরতর্ষভ ! ॥৮॥  
 ইতশ্চ ভ্রমিমাং পশ্য সৈন্ধবেন দুরাশ্রনা ।  
 বলিনা বীর্যমন্তেন হ্যগমেভির্মহাত্মাভিঃ ॥৯॥  
 আনীতাং দ্রৌপদীং কৃষ্ণাং কৃত্বা কশ্ম্ম হতুক্ষরম্ ।  
 জয়দ্রথঞ্চ রাজানং বিজিতং বশমাগতম্ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)  
 অসহায়েন রামেন বৈদেহী পুনরাহুতা ।  
 হত্বা সংখ্যে দশগ্রীবং রাক্ষসং ভীমবিক্রমম্ ॥১১॥

### ভারতকৌমুদী

সহায়েতি । সহায়বতি জনে, সন্ধিষ্ঠস্তি সম্প্রত্যন্তে । সংখ্যে যুদ্ধে ॥৫॥  
 অশ্বমিতি । মহেশ্বানো মহাহুর্ধ্বরো । এতে বিজিত ইতি শেষঃ ॥৬॥  
 এভিরিতি । এভিঃ সহায়ৈঃ সম্প্রমোহপীতি শেষঃ । বজ্রিণ ইন্দ্রস্তাপি ॥৭॥  
 ভ্রমিতি । মহেশ্বানৈর্মহাহুর্ধ্বরৈর্ভীমভিঃ । অমিত্রান্ শত্রু ॥৮॥  
 উক্তার্থে নিদর্শনমাহ—ইত ইতি । সৈন্ধবেন জয়দ্রথেন । কশ্ম্ম যুদ্ধম্ ॥৯--১০॥  
 অসহায়েনেতি । অসহায়েন স্বতুল্যসহায়শূন্যেন । সংখ্যে যুদ্ধে ॥১১॥

সুতরাং সহায়শালী লোকের সমস্ত বিষয়ই সর্বপ্রকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে ।  
 বাহার ভ্রাতা অর্জুন, যুদ্ধে তাঁহার কোন বস্তু অজিত থাকিতে পারে ? ॥৫॥

তাঁর পর, এই বলিশ্রেষ্ঠ ও ভীমপরাক্রম ভীমসেন এবং যুবক, মহাহুর্ধ্বর ও  
 বীর মাদ্রীপুত্রেরা রহিয়াছেন ॥৬॥

অতএব পরস্তপ যুধিষ্ঠির । এতগুলি সহায় থাকিতে তুমি কেন বিষম হইতেছ ?  
 বাহার দেবগণের সহিত ইন্দ্রের সেনাকেও জয় করিতে পারেন ॥৭॥

ভারতশ্রেষ্ঠ । তুমিও এই সকল দেবতুল্য মহাহুর্ধ্বর সহায়দ্বারা যুদ্ধে সকল  
 শত্রুকে জয় করিতে পারিবে ॥৮॥

তুমি এই দিকে দেখ—বলবান্ ও বলমত্ত দুরাশ্রা জয়দ্রথই এই দ্রৌপদীকে হরণ  
 করিয়াছিল ; আবার এই মহাত্মারাই অতিদ্রুত কার্য্য করিয়া তাঁহাকে আনয়ন  
 করিয়াছেন এবং জয়দ্রথরাজাকে বশীভূত করিয়াছিলেন ॥৯—১০॥

যন্ত শাখায়ুগা মিত্রাণ্যক্ষাঃ কালমুখাস্তথা ।

জাত্যন্তরগতা রাজন্ ! এতবুধ্যানুচিন্তয় ॥১২॥

তস্মাত্ত্বং কুরুশাৰ্দূল ! মা শুচো ভরতবৰ্ভ ! ।

হৃদ্বিধা হি মহাত্মানো ন শোচন্তি পরস্তপ ! ॥১৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমাখাসিতো রাজা মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা ।

ত্যক্ত্বা দুঃখমদীনাত্মা পুনরপ্যেনমব্রবীৎ ॥১৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্বণি

দ্রৌপদীহরণে যুধিষ্ঠিরাস্থাসনে ষট্‌চত্বারিংশ-

দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

### ভারতকৌমুদী

যন্তেতি । শাখায়ুগা বানরাঃ, ঋক্ষ ভল্লকাঃ । জাত্যন্তরগতা ভিন্নপ্রাণিনঃ ॥১২॥

তস্মাদিতি । মা শুচঃ শোকং ন কুরু ॥১৩॥

এবমিতি । অদীনাত্মা অকাতরচিত্তঃ সন্, এনং মার্কণ্ডেয়ম্ ॥১৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাসীশতট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায় বনপৰ্বণি

দ্রৌপদীহরণে ষট্‌চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

নিঃসহায় রাম যুদ্ধে ভীমবিক্রম রাক্ষস রাবণকে বধ করিয়া আবার  
সীতাকে আনয়ন করিয়াছিলেন ॥১১॥

ভিন্নপ্রাণী বানরগণ এবং কালমুখ ভল্লুকগণ মাত্র যাহার সহায় হইয়া-  
ছিল । রাজা ! তুমি বুজিছারা এই বিষয়টা চিন্তা কর ॥১২॥

অতএব কৌরবশ্রেষ্ঠ ভরতবংশপ্রধান পরস্তপ যুধিষ্ঠির ! তুমি শোক  
করিলে না । কারণ, তোমার মত মহাত্মারা শোক করেন না” ॥১৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জ্ঞানী মার্কণ্ডেয় এইরূপ আশ্বস্ত করিলে, যুধিষ্ঠির  
দুঃখ ত্যাগ করিয়া অকাতরচিত্ত হইয়া পুনরায় মার্কণ্ডেয়কে বলিলেন ॥১৪॥

—:~:—

(১৩) তস্মাৎ সৰ্বং কুরুশ্রেষ্ঠ !—বা ব কা নি । \* ‘...অষ্টপত্যধিকদ্বিশততমঃ...’  
—পি, ‘...একনব্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...দ্বিনব্যধিকদ্বিশততমঃ...’—কা,  
‘...ত্ৰিনব্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

## সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ । \*

—:—

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

নাহ্মানমনুশোচামি নেমান্ ভ্রাতৃন মহায়ুনে ।।

হরণকাপি রাজ্যন্ত যথেষ্টং দ্রুপদাত্মজাম্ ॥১॥

দ্যুতে ছুরাশ্চভিঃ ক্লিষ্টাঃ কৃষ্ণয়া তারিতা বয়ম্ ।

জয়দ্রথেন চ পুনর্বনাক্ষাপহতা বলাৎ ॥২॥

অস্তি সৌমস্তিনী কাচিদৃষ্টপূর্বাথবা শ্রুতা ।

পতিব্রতা মহাভাগা যথেষ্টং দ্রুপদাত্মজা ॥৩॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! কুলদ্রোণাং মহাভাগ্যং যুধিষ্ঠির !।

সৰ্বমেতদৃথং প্রাপ্তং সাবিত্র্যা রাজকন্যয়া ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । ইমাং দ্রুপদাত্মজাং যথাশোচামি, তথাহ্মাদীন্ নাহ্মশোচামীত্যর্থঃ ॥১॥

দ্যুত ইতি । ছুরাশ্চভির্হুৰ্যোধনাদিভিঃ । অপহতা কৃষ্ণা । তদেব 'হি শোককারণম্ ॥২॥

অস্তীতি । সৌমস্তিনী স্ত্রী । মহাভাগা অতীবোদারহৃদয়া ॥৩॥

শ্রুতি । মহাভাগ্যং পরমোদার্যম্ । সাবিত্র্যা তদাখ্যয়া ॥৪॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মহর্ষি ! এই দ্রৌপদীর বিষয়ে আমার যেরূপ শোক হয়, সেরূপ শোক নিজের বিষয়ে, এই ভ্রাতাদের বিষয়ে কিংবা রাজ্যনাশের বিষয়ে হয় না ॥১॥

ছুরাশ্চারা দ্যুতক্রৌড়ার সময়ে আমাদিগকে কষ্ট দিয়াছিল ; কিন্তু দ্রৌপদীই তাহা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন ; তা'র পরে, সেই দ্রৌপদীকেই আবার জয়দ্রথ বলপূর্বক বন হইতে অপহরণ করিয়াছিল ॥২॥

(অতএব জিজ্ঞাসা করি—) এই দ্রৌপদীর তুল্য পতিব্রতা ও মহাভাগা কোন নারীকে কি আপনি পূর্বে দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন ?” ॥৩॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“রাজা যুধিষ্ঠির ! রাজকন্যা সাবিত্রী কুলধ্বংসের এই সমস্ত সৌভাগ্যই যে লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥৪॥

\* ইতঃ পূর্বম্ ‘অথ পতিব্রতামাহাত্ম্যপৰ্ক’ ইতি কা নি লিখিতম্ । তচ্ছাস্ত্রাখ্যম্, কৃষ্ণকারণত পূর্বমেবোক্তম্ ।

আসীমদ্রেষু ধর্ম্মায়া রাজ্যে শ্রমধর্ম্মিকঃ ।  
 ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ সত্যসঙ্কো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৫॥  
 যজ্ঞা দানপতির্দক্ষঃ পৌরজ্ঞানপদপ্রিয়ঃ ।  
 পার্থিবোহশ্বপতির্নাম সর্ব্বভূতহিতে বতঃ ॥৬॥ (যুগ্মকম্)  
 ক্রমাবাননপত্যশ্চ সত্যবার্হিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
 অতিক্রান্তেন বয়সা সন্তাপযুগজ্জিহ্বান্ ॥৭॥  
 অপত্যোৎপাদনার্থঞ্চ তীব্রং নিয়মমান্বিতঃ ।  
 কালে নিয়মিতাহারো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৮॥  
 হুত্বা শতসহস্রং স সাবিজ্র্য রাজসত্তমঃ ।  
 ষষ্ঠে ষষ্ঠে তদা কালে বভূব মিতভোজনঃ ।  
 এতেন নিয়মেনাসীদ্বর্ষাণ্যক্টাদশৈব তু ॥৯॥  
 পূর্ণে অক্টাদশে বর্ষে সাবিজ্রী তুষ্টিমভ্যগাৎ ।  
 রূপিণী তু তদা রাজন্ । দর্শয়ামাস তং নৃপম্ ॥১০॥

#### ভারতকৌমুদী

আসীদিতি । ব্রহ্মণ্যো বেদহিতঃ । যজ্ঞা যাজ্ঞিকঃ, দানপতির্দানশৌণ্ডঃ ॥৫—৬॥  
 অশ্রুতি । অতিক্রান্তেন, বয়সা যৌবনে হেতুনা, সন্তাপমণত্যাভাবপ্রাপ্তম্ ॥৭॥  
 অপত্যোতি । তীব্রং কঠিনম্ । নিয়মিতাহারো হবিষ্যন্নভোজী, ব্রহ্মচারী স্বরণাশ্রয়-  
 বিধমৈত্বনত্যাগী, জিতেন্দ্রিয়ঃ শব্দাদিগ্রহণস্পৃহাহীনঃ ॥৮॥  
 হুত্বেন্তি । শতসহস্রং লক্ষম্ । তৎ পুনরষ্টাদশবর্ষব্যাপীতি জ্ঞেয়ম্ । সাবিজ্র্যঃ  
 সবিস্তৃতনয়ারা ব্রহ্মপত্ন্যাঃ সম্বন্ধে । কালে যামার্দ্ধে । আসীদতিৎ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৯॥

মন্ত্রদেশে ধর্ম্মায়া, স্মারপরাধণ, বেদহিতৈশ্বী, শরণাগতরক্ষক, সত্যপ্রতিজ্ঞ,  
 জিতেন্দ্রিয়, যাজ্ঞিক, দাতা, কার্যদক্ষ, পৌর-জ্ঞানপদপ্রিয় এবং সর্ব্বভূতের  
 হিতে নিরত ‘অশ্বপতি’-নামে এক রাজা ছিলেন ॥৫—৬॥

যৌবন অতীত হইল, অথচ সন্তান হইল না বলিয়া সেই ক্রমাবান, সত্য-  
 বাদী ও জিতেন্দ্রিয় রাজা সন্তাপ ভোগ করিতে লাগিলেন ॥৭॥

তাহার পর তিনি সন্তান উৎপাদনের জন্ত যথাকালে হবিষ্যন্নভোজী,  
 ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিলেন ॥৮॥

রাজ্যশ্রেষ্ঠ অশ্বপতি তখন সাবিজ্রীদেবীর উদ্দেশে লক্ষহোমের সঙ্কল্প করিয়া  
 প্রতিদিন যথাসম্ভব হোম করিতেন এবং প্রত্যহ বর্ষ যামার্দ্ধে পরিমিত ভোজন  
 করিতেন । এই নিয়মে তিনি আঠার বৎসর থাকিলেন ॥৯॥



অগ্নিহোত্রাৎ সমুথায় হর্ষেণ মহতাস্বিতা ।

উবাচ চৈনং বরদা বচনং পার্থিবং তদা ॥১১॥

সাবিত্রীবাচ ।

ব্রহ্মচর্যেণ শুদ্ধেন দমেন নিয়মেন চ ।

সর্বাস্থনা চ ভক্ত্যা চ তুষ্টাস্মি তব পার্থিব ! ॥১২॥

বরং বৃগীশ্বাশ্বপতে ! মদ্ররাজ ! যদীপ্সিতম্ ।

ন প্রমাদশ্চ ধর্ম্মেণ কৰ্ত্তব্যাস্তে কথঞ্চন ॥১৩॥

অশ্বপতিরুবাচ ।

অপত্যার্থঃ সমারম্ভঃ কৃতো ধর্ম্মেপ্সয়া ময়া ।

পুত্রো মে বহুবো দেবি ! ভবেয়ুঃ কুলভাবনাঃ ॥১৪॥

তুষ্টাসি যদি মে দেবি ! বরমেতং বৃণোম্যহম্ ।

সন্তানঃ পরমো ধর্ম্ম ইত্যাহুর্মাং দ্বিজাতয়ঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

পূর্ণ ইতি । রূপিণী মূর্ত্তিমতী সতী, দর্শয়ামাস আত্মানমিতি শেষঃ ॥১০॥

অস্মীতি । অগ্নিহোত্রাদগ্নিহোত্রহোমকুণ্ডাৎ । এনং পার্থিবমশ্বপতিম্ ॥১১॥

ব্রহ্মেতি । দমেন ইন্দ্রিয়দমনেন । সর্বাশ্বনা সর্বপ্রযত্নেন ॥১২॥

বরমিতি । প্রমাদঃ অনবধানতা । তে ত্বয়া ॥১৩॥

অপত্যেতি । ধর্ম্মমেব মধ্যমুদ্দেশ্যম্ অপত্যস্ত তদুৎপাদকতয়া গোণমিতি ভাবঃ ॥১৪॥

তুষ্টেতি । এতং পূর্ববচনোক্তম্ । ধর্ম্মসুখকারণম্ । দ্বিজাতয়ো ব্রাহ্মণাঃ ॥১৫॥

যুধিষ্ঠির । আঠার বৎসর পূর্ণ হইলে, সাবিত্রীদেবী সন্তুষ্ট হইলেন এবং তিনি মূর্ত্তিমতী হইয়া রাজাকে দেখা দিলেন ॥১০॥

এক বরদা সাবিত্রীদেবী তখনই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া হোমকুণ্ড হইতে উঠিয়া রাজাকে এই কথা বলিলেন ॥১১॥

সাবিত্রী বলিলেন—“রাজা । আপনার নির্দোষ ব্রহ্মচর্য্য, ইন্দ্রিয়দমন, নিয়ম এবং সর্বপ্রকার ভক্তির জগু আমি আপনার উপরে সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥১২॥

মদ্ররাজ অশ্বপতি । আপনার যাহা অভীষ্ট, সেইরূপ বর গ্রহণ করুন । আপনি কোন প্রকারেই ধর্ম্মের প্রতি অনবধানতা করিবেন না” ॥১৩॥

অশ্বপতি বলিলেন—“দেবি । আমি ধর্ম্মের জগুই সন্তানোদ্দেশ্যে এই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম ; অতএব আমার বংশরক্ষক বহুতর পুত্র হউক ॥১৪॥

দেবি । আপনি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমি এই

সাবিত্র্যবাচ ।

পূৰ্বমেব ময়া রাজমভিপ্রায়মিমং তব ।

জ্ঞাত্বা পুত্রার্থমুক্তো বৈ ভগ্নবাংস্তে পিতামহঃ ॥১৬॥

প্রসাদাচ্চৈব তস্মাতে স্বয়ম্ভূবিহিতাভুবি ।

কন্যা তেজস্বিনৌ সৌম্য ! ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি ॥১৭॥

উত্তরঞ্চ ন তে কিঞ্চিদ্যাহর্তব্যং কথঞ্চন ।

পিতামহনিয়োগেন তুষ্টা হ্যেতদব্রবীমি তে ॥১৮॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

স তথৈতি প্রতিজ্ঞায় সাবিত্র্যা বচনং নৃপঃ ।

প্রসাদয়ামাস পুনঃ ক্ষিপ্রমেতদ্ভবিষ্যতি ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

পূৰ্ণমিতি । তে তব পুত্রার্থম্ । পিতামহো ব্রহ্মা ॥১৬॥

প্রসাদাদিতি । স্বয়ম্ভূবিহিতাং ব্রহ্মণা কৃতাং । তেজস্বিনী সতীতপ্রভাববতী ॥১৭॥

উত্তরমিতি । উত্তরমিতঃ পরম্ । ব্যাহর্তব্যং বক্তব্যম্ ॥১৮॥

স ইতি । প্রতিজ্ঞায় অঙ্গীকৃত্য । প্রসাদয়ামাস সাবিত্রীম্, এতৎ কন্যাজন্ম ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

নাশ্বানমিতি ॥১-৮॥ সাবিত্র্যা সাবিত্রী সবিভূকন্যা তদ্বৈবতয়া ঋচা, সা চ ।  
সোমো বধুশ্রুতবদধিনাস্তামুভা বরা স্বর্ধ্যং যৎপত্যে শংসন্তীং মনসা সবিভাদদাদিতি যদা  
সবিত্রী তুষ্টা সাবিত্রী স্বকন্যা স্বর্ধ্যা স্বর্ধ্যস্ত স্ত্রী স্বর্ধ্যায় দত্তা তদা সোমোহস্তা বধুস্বর্ধ্বা  
অমুচরোহভুৎ সবিভা চ স্বর্ধ্যাং পত্যে পত্ন্যাঃ কল্যাণার্থং শংসন্তীং কথয়ন্তীং মনসা উভৌ  
বরৌ পুত্ররূপাবধিনৌ অদদাদিতি মন্ত্রার্থঃ ; ইত এব বাক্যাদেতস্ত মন্ত্রস্ত লক্ষহোমাদপত্য-  
প্রাপ্তির্ভবতীতি গম্যতে । যষ্টে কালেহষ্টবা বিতক্তাক্ষহঃ যষ্টেংশে ১২—১৭। উত্তরং  
বরই প্রার্থনা করি । কারণ, ব্রাহ্মণেরা আমাকে বলিয়া থাকেন যে, সম্ভানই  
ধর্মের প্রধান হেতু” ॥১৫॥

সাবিত্রী বলিলেন—“রাজা । আমি পূর্বেই আপনার এই অভিপ্রায় জানিয়া  
আপনার পুত্রের জন্ত ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট বলিয়াছিলাম ॥১৬॥

তখন ব্রহ্মা আপনার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন ; সেই অনুগ্রহে সম্ভরই  
আপনার একটা তেজস্বিনী কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে ॥১৭॥

আমি সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে আপনাকে বলিতেছি যে,  
আপনি ইহার পরে কোনপ্রকারেই আর কিছু বলিবেন না” ॥১৮॥

(১৬)...জ্ঞাত্বা পুত্রার্থমুক্তোহসৌ তব হেতোঃ পিতামহঃ—পি । (১৭)...স্বয়ম্ভূবিহিতানব ।

—পি । (১৮)...পিতামহনিসর্গেণ—বা ব কা পি ।

অস্তহিতায়াং সাবিদ্র্যাং জগাম স্বপুরুষ নৃপঃ ।  
 স্বরাজ্যে চাৎসম্বীরঃ প্রজা ধর্মোণ প্লাম্যন ॥২০॥  
 কস্মিংশ্চিচ্চতু গতে কালৈ স রাজা নিয়তব্রতঃ ।  
 জ্যেষ্ঠায়াং ধর্মচারিণ্যাং মহিষ্যাং গর্ভমাদদধে ॥২১॥  
 রাজপুত্র্যাস্ত গর্ভঃ স মালব্যাং ভবতর্ষত ! ।  
 ব্যবর্জিত তদা শুক্রে তারাপতিরিবাস্বরে ॥২২॥  
 প্রাপ্তে কালে তু স্মৃষুবে কন্যাং রাজীবলোচনাম্ ।  
 ক্রিয়াশ্চ তস্তা মুদিতশ্চক্রে স নৃপসত্তমঃ ॥২৩॥  
 সাবিদ্র্যা প্রীতয়া দত্তা সাবিদ্র্যা হৃতয়া হপি ।  
 সাবিদ্রীত্যেব নামাস্মাশ্চক্রুর্বিপ্রাস্তথা পিতা ॥২৪॥

### ভারতকৌমুদী

অস্তরিতি । এতেন স্থানান্তর এব পূর্ব্বোক্তং তপশ্চরিতমিতি স্থচিতম্ ॥২০॥  
 কস্মিন্নিতি । নিয়তব্রতঃ সাবিদ্র্যপাসনারূপনিয়মবান্ । আদধে জনয়ামাস ॥২১॥  
 রাজ্যেতি । মালব্যাং মালবদেশজাতায়াম্ । শুক্রে পক্ষে, তারাপতিশব্দঃ ॥২২॥  
 প্রাপ্ত ইতি । রাজীবলোচনাং পদ্মনয়নাম্ । ক্রিয়া জাতকর্ম্মাদিকাঃ ॥২৩॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তখন ‘তাহাই হউক’ এইভাবে সাবিদ্রীর বাক্য স্বীকার করিয়া রাজা, সম্বর কন্যা হওয়ার জন্য পুনরায় সাবিদ্রীকে প্রসন্ন করিলেন ॥১৯॥

তাহার পর সাবিদ্রী অস্তহিত হইলে, রাজা আপন রাজধানীতে গমন করিলেন এবং শ্রায় অনুসারে প্রজা পালন করিতে থাকিয়া আপন রাজ্যেই বাস করিতে থাকিলেন ॥২০॥

কিছু কাল অতীত হইলে, নিয়তব্রতধারী সেই রাজা জ্যেষ্ঠা ধর্মমহিষীর গর্ভ উৎপাদন করিলেন ॥২১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ । শুক্লপক্ষে আকাশে চন্দ্র যেমন বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ মালব-রাজনন্দিনীর সেই গর্ভ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥২২॥

তাহার পর যথাসময়ে রাজমহিষী, পদ্মনয়না একটা কন্যা প্রসব করিলেন । তখন রাজশ্রেষ্ঠ অশ্বপতি আনন্দিত হইয়া সেই কন্যাটির জাতকর্ম্মাদি কার্য সম্পাদন করিলেন ॥২৩॥

সাবিদ্রীমজ্জে হোম করায় সাবিদ্রীদেবী প্রসন্ন হইয়া সেই কন্যাটি দান করিয়াছিলেন বলিয়া পিতা ও ব্রাহ্মণেরা তাহার নাম করিলেন—‘সাবিদ্রী’ ॥২৪॥

(২২) রাজপুত্র্যাস্ত গর্ভঃ স মালব্যা ভবতর্ষত ।—বা ব কা নি ।

সা বিগ্রহবতীব ত্রিৰ্য্যবৰ্দ্ধিত নৃপাঙ্গজা ।  
 কালেন চাপি সা কণ্ঠা যৌবনস্থা বভূব হ ॥২৫॥  
 তাং স্মৰ্য্যাত্ পৃথুশ্ৰোগীঃ প্রতিমাং কাঞ্চনোমিব ।  
 প্রাপ্তেয়ং দেবকন্তেতি দৃষ্টু। সংমেনিরে জনাঃ ॥২৬॥  
 তাং তু পদ্মপলাশাকৌঃ জ্বলন্তৌমিব তেজসা ।  
 ন কশ্চিদ্বরয়ামাস তেজসা প্রতিবাসিতঃ ॥২৭॥  
 অথোপোষ্য শিরঃস্নাতা দেবতামভিগম্য সা ।  
 হৃদয়মিঃ বিধিবদ্বিপ্রান্ বাচয়ামাস পৰ্বনি ॥২৮॥  
 ততঃ স্মনসঃ শেযাঃ প্রতিগৃহ্য মহাঅননঃ ।  
 পিতুঃ সমীপমগমদেবৌ ত্রিবিব রুপ্নিগৌ ॥২৯॥  
 সাভিবাণ্ড পিতুঃ পাদৌ শেযাঃ পূৰ্ব্বং নিবেশ্য চ ।  
 কৃতাজ্জলিৰ্বারোহা নৃপতেঃ পার্শ্বমাস্থিতা ॥৩০॥

## ভারতকৌমুদী

সাবিত্র্যোতি । সাবিত্র্যা দেব্যা, সাবিত্র্যা সাবিত্রীমন্ত্রে ॥২৪॥  
 সেতি । বিগ্রহবতী মূর্ত্তিমতী, ত্রিলম্বীঃ ॥২৫॥  
 তামিতি । পৃথুশ্ৰোগীঃ বিণালনিতম্বা, কাঞ্চনীঃ স্বর্ণময়ী ॥২৬॥  
 তামিতি । বরয়ামাস স্বয়ং প্রার্থয়ামাস, প্রতিবাসিতঃ অতিভূতঃ ॥২৭॥  
 অথেনি । শিরঃস্নাতা শশিরোময়া । বাচয়ামাস স্বস্তিবাচনমিতি শেযঃ ॥২৮॥  
 তত ইতি । স্মনস ইষ্টদেবতায়াঃ, “স্মনসঃ পূপমাস্ত্যোঃ স্মিমাং না ধীরদেবয়োঃ”  
 ইতি মেদিনী । শেযা দত্তনির্মাণ্যানি, “শেযা নির্মাণাদানে স্মাৎ” ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥২৯॥

মূর্ত্তিমতী লম্বীর আয় সেই রাজকন্যাটী ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, পরে  
 যথাকালে সে যৌবনে পদার্পণ করিল ॥২৫॥

তখন স্বর্ণময়ী প্রতিমার আয় সেই স্মনসামা ও বিণালনিতম্বা রাজকন্যাকে  
 দেখিয়া ‘ইনি দেবকন্যাই আসিয়াছেন’ এইরূপ লোকেরা মনে করিতে  
 লাগিল ॥২৬॥

কিন্তু তাহার তেজে অতিভূত হইয়া কোন যুবাই সেই পদ্মপলাশাকী ও  
 তেজস্বিনী কন্যাটীকে প্রার্থনা করিল না ॥২৭॥

তাহার পর সাবিত্রী কোন পৰ্ব্বতিস্থিতে মজ্জমদান করিয়া ইষ্টদেবতার  
 গৃহে যাইয়া যথাবিধানে হোম করিয়া ব্রাহ্মণগণদ্বারা স্বস্তিপাঠ করাইলেন ॥২৮॥

তাহার পর মূর্ত্তিমতী লম্বীর আয় পরমশুদ্ধরী সাবিত্রী ইষ্টদেবতার  
 নির্মাণ্য লইয়া মহাত্মা পিতার নিকট গমন করিলেন ॥২৯॥

যৌবনস্থাং তু তাং দৃষ্ট্বা স্বাং স্নুতাং দেবরূপিণীম্ ।  
অযাচ্যমানাঞ্চ বরৈর্নৃপতির্দুঃখিতোহভবৎ ॥৩১॥

রাজোবাচ ।

পুত্রি ! প্রদানকালন্তে ন চ কচ্চিৎপ্ৰণোতি মাম্ ।  
স্বয়মসিচ্ছ ভর্তারং গুণৈঃ সদৃশমাত্মনঃ ॥৩২॥  
প্রার্থিতঃ পুরুষো যশ্চ স নিবেগ্যস্তয়া যম ।  
বিমৃশ্যাহং প্রদাস্তামি বরয় স্বং যথেষ্টিতম্ ॥৩৩॥  
অতঃ হি ধর্মশাস্ত্রেষু পঠ্যমানং দ্বিজাতিভিঃ ।  
তথা ত্বমপি কল্যাণি ! গদতো মে বচঃ শৃণু ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । শ্বেবা নির্মাণ্যানি । বরারোহা স্বন্দরনিতম্বা সাবিত্রী ॥৩০॥  
যৌবনেতি । দেবরূপিণীং দেবীবৎ স্বন্দরীম্ ॥৩১॥  
পুত্রীতি । প্ৰণোতি স্বাং প্রার্থয়তে । অসিচ্ছ মার্গয়, গুণৈর্বিজ্ঞানীলাদিত্তিঃ ॥৩২॥  
প্রোতি । প্রার্থিতঃ অভিষতঃ । বিমৃশ্য বিবিচ্য । বরয় বরযেন নিরূপয় ॥৩৩॥  
অতমিতি । দ্বিজাতিভির্ব্রাহ্মণৈঃ । গদতত্ত্বদতঃ ॥৩৪॥

ভারতভাবদীপ:

পুত্রার্থং প্রার্থনাবচনং নিসর্গোপাখ্যা ॥১৮॥ প্রতিজ্ঞায়াঙ্গীকৃত্য ॥১৯—২১॥ মানব্যা মম্ব-  
পুত্র্যা: ॥২২—২৬॥ প্রতিবারিতোহভিভূতঃ ॥২৭—২৮॥ স্বমনস ইষ্টদেবতায়্যা: । “স্বপর্কান:  
স্বমনসজিদিবেশাঃ” ইত্যমরঃ । শ্বেবা: প্রসাদপূর্ব্বকং দত্তানি মাণ্যানি প্রসাদভূতা মালা  
ইত্যর্থঃ । “প্রসাদাস্তি নির্মাণাদানে শ্বেবাস্তুকীর্তিতা” ইতি বিশ্ব: ॥২৯—৩২॥ প্রার্থিত

স্বন্দরনিতম্বা সাবিত্রী প্রথমে নির্মাণ্য দান করিয়া পরে পিতার চরণযুগলে  
নমস্কার করিয়া তৎপরে কৃতাজলি হইয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন ॥৩০॥

তখন রাজা দেবরূপিণী নিজ কণ্ঠ্যকে যুবতি দেখিয়া এবং বরগণ তাঁহাকে  
প্রার্থনা করিতেছে না জানিয়া দুঃখিত হইলেন ॥৩১॥

পরে রাজা বলিলেন—“পুত্রি ! তোমার সম্প্রদানকাল উপস্থিত হইয়াছে ;  
অথচ কোন ব্যক্তিই আমার নিকট তোমাকে প্রার্থনা করিতেছে না ; অতএব  
তু মে নিজেই নিজের উপযুক্ত গুণবান্ পতির অন্বেষণ কর ॥৩২॥

তুমি যে পুরুষকে মনোনীত করিবে, তাহার বিষয় আমাকে জানাইবে ।  
তাঁর পর আমি বিবেচনা করিয়া তোমাকে দান করিব ; অতএব তুমি অতীষ্ট  
বর নিরূপণ কর ॥৩৩॥

কল্যাণি ! ব্রাহ্মণেরা ধর্মশাস্ত্রের বচন পড়িবার সময়ে আমি যেমন  
শুনিয়াছি, তেমনই তাহা বলিতেছি, তুমিও শ্রবণ কর ॥৩৪॥

অপ্রদাতা পিতা বাচ্যো বাচ্যশ্চানুপযন্ পতিঃ ।  
 মৃত্যে ভর্তৃরি পুত্রশ্চ বাচ্যো মাতৃবরক্ষিতা ॥৩৫॥  
 ইদং মে বচনং শ্রদ্ধা ত্বতু রস্বেষণে ত্বয় ।  
 দেবতানাং যথা বাচ্যো ন ভবেয়ং তথা কুরু ॥৩৬॥  
 মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা দুহিতরং তথা বৃদ্ধাংশ্চ মস্ত্রিণঃ ।  
 ব্যাদিদেদশানুযাত্রঞ্চ গম্যতাক্ষেত্যচোদয়ৎ ॥৩৭॥  
 সাভিবাণ্ড পিতুঃ পানৌ ত্রৌড়িতেব মনস্বিনৌ ।  
 পিতুর্বচনমাজ্জায় নির্জগামাবিচারিতম্ ॥৩৮॥  
 সা হৈমং রথমাস্থায় শ্ববিরৈঃ সচিরৈর্বৃত্তা ।  
 তপোবনানি রম্যাণি রাজর্ষীগাং জগাম হ ॥৩৯॥

#### ভারতকৌমুদী

অপ্রতি । অপ্রদাতা কন্যায়াঃ, বাচ্যো নিন্দনীয়ঃ, অনুপযন্ স্বতৌ ভাৰ্য্যামগচ্ছন্ ॥৩৫॥  
 ইদমিতি । ত্বয় ত্বরথ । বাচ্যো নিন্দনীয়ঃ, যথাকালং কন্যায়া অদানাদিত্যাশয়ঃ ॥৩৬॥  
 এবমিতি । অনুযাত্রা যানবাহনাদিকম্ । অচোদয়ৎ প্রেরিতবান্ ॥৩৭॥  
 সেতি । আজ্জায় শ্রদ্ধা । অবিচারিতং যথা স্মৃত্যু, পিতুরাদেশগৌরবাৎ ॥৩৮॥ •

#### ভারতভাবদীপঃ

ইচ্ছিতঃ ॥৩৩—৩৪॥ বাচ্যো নিন্দ্যঃ, অনুপযন্ স্বতাবগচ্ছন্ ॥৩৫—৩৬॥ অনুযাত্রা যাত্রোপ-  
 করণং বাহনাদি ॥৩৭—৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপঞ্চনি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে সপ্তচত্বারিংশদধিক-  
 ষ্টিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৪৭॥

যে পিতা কন্যাদান না করেন, তিনি নিন্দনায় পিতা ; যে ভর্তা স্বতুকালে  
 ভাৰ্য্যাগমন না করেন, তিনি নিন্দনীয় ভর্তা এবং পিতার মৃত্যু হইলে যে পুত্র  
 মাতাকে রক্ষা না করে, সেও নিন্দনীয় পুত্র ॥৩৫॥

আমার এই কথা শুনিয়া সত্বর ভর্তার অন্বেষণ কর ; যাহাতে দেবতারা  
 ‘আমার নিন্দা না করেন, তাহা কর’ ॥৩৬॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“রাজা এইরূপ বলিয়া সাবিত্রীকে ও বৃদ্ধমস্ত্রিগণকে  
 যাইবার আদেশ করিলেন, যানবাহনাদির ব্যবস্থা করিলেন এবং ‘যাও’  
 বলিয়া অনুমতি করিলেন ॥৩৭॥

তখন মনস্বিনী সাবিত্রী পিতার বাক্য শুনিয়া যেন লজ্জিত হইয়া তাঁহার  
 চরণদ্বুগলে নমস্কার করিয়া অবিচারিতভাবে নির্গত হইলেন ॥৩৮॥

\* (৩৮)...ত্রৌড়িতেব তপস্বিনী—বা ব কা ।

মাগ্ধানাং তত্র বুদ্ধানাং কৃষ্ণা পাদাভিবন্দনম্  
বনানি ক্রমশস্তাত ! সৰ্ব্বাণ্যেবাভ্যগচ্ছত ॥৪০॥

এবং তৌৰ্ধেষু সৰ্ব্বেষু ধনেৎসর্গং নৃপাংস্তজ্জা ।

কুৰ্ব্বতী দ্বিজমুখ্যানাং তং তং দেশং জগাম হ ॥৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্কণি

দ্রৌপদৌহরণে সাবিত্র্যপাখ্যানেন সপ্তচত্বারিংশ-

দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

### ভারতকৌমুদী

সেতি । হৈমং স্বর্ণময়ম্ । রাজর্ষীণাং সৰ্ব্গহাস্তত্র গমনত্রৈবৌচিত্যাৎ ॥৩৯॥

মাগ্ধানামিতি । তাতেতি যুধিষ্ঠিরসম্বোধনম্ । অভ্যগচ্ছত অভ্যগচ্ছৎ ॥৪০॥

এবমিতি । ধনোৎসর্গং ধনদানম্ । দ্বিজমুখ্যানাং ব্রাহ্মণেভ্যঃ ॥৪১॥

ইতি মহামহোপাখ্যায়-ভারতাপাখ্যায়-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবির-

চিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ং বনপর্কণি

দ্রৌপদৌহরণে সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

তিনি স্বর্ণময় রথে আরোহণ করিয়া বুদ্ধমন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রথমে  
রাজর্ষিগণের মনোহর তপোবনগুলিতে গমন করিলেন ॥৩৯॥

বৎস যুধিষ্ঠির ! সাবিত্রী সেখানে মাননীয় বুদ্ধগণের চরণে নমস্কার করিয়া  
ক্রমশঃ সকল বনে গমন করিলেন ॥৪০॥

এইভাবে রাজনন্দিনী সাবিত্রী সমস্ত তৌৰ্ধে যাইয়া ব্রাহ্মণগণকে ধনদান  
করিতে থাকিয়া সেই সেই দেশে গমন করিলেন” ॥৪১॥

—:~:—

\* ‘...উনাবীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’ —পি, ‘...দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...ত্বিনবত্য-  
ধিকদ্বিশততমঃ...’—ক। ‘...চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

## অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:#:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

অথ মদ্রাধিপো রাজা নারদেন সমাগতঃ ।

উপবিষ্টঃ সভামধ্যে কথাযোগেন ভারত ! ॥১॥

ততোহভিগম্য তীর্থানি সৰ্বানি চাশ্রমাংশ্চ সা ।

আজগাম পিতুর্বেশ্য সাবিত্রী সহ মস্ত্রিভিঃ ॥২॥

নারদেন সহাসীনং সা দৃষ্ট্ৱা পিতরং শুভা ।

উভয়োরেব শিরসা চক্রে পাদাভিবন্দনম্ ॥৩॥

নারদ উবাচ ।\*

ক গতাভূং স্ততেয়ং তে কুত্শৈচবাগতা নৃপ ! ।

কিমর্থং যুবতীং ভর্ত্তে ন চৈনাং সম্প্রযচ্ছসি ॥৪॥

অশ্বপতিরুবাচ ।

কার্যেণ ধন্বনেনৈব প্রেযিতাশ্চৈব চাগতা ।

তমস্তাঃ শৃণু দেবর্ষে ! ভর্ত্তা বৈ যোহনয়া বৃত্তঃ ॥৫॥

ভারতকৌয়দী

অথেতি । সমাগতঃ সম্মিলিতঃ সন্ । কথাযোগেন নানাকথাশ্রবণেন ॥১॥

তত ইতি । ততস্তদা । আশ্রমাংশ্চ সৰ্বানিতি নিক্রবিপরিণামোদয়ঃ ॥২॥

নারদেনেতি । আসীনং উপবিষ্টম্ । উভয়োর্নারদপিত্রোঃ ॥৩॥

কেতি । যুবতাবস্থায়ামপি কস্তায়া অদানং বিশেষকারণং বিনা ন সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥৪॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“ভরতনন্দন ! তাহার পর একদা মদ্ররাজ অশ্বপাত নারদের সহিত মিলিত হইয়া নানাকথার প্রসঙ্গে সভামধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন ॥১॥

সেই সময়ে সাবিত্রী সমস্ত তীর্থ ও আশ্রম বিচরণ করিয়া মস্ত্রিগণের সহিত পিতৃভবনে আগমন করিলেন ॥২॥

তখন কল্যাণী সাবিত্রী, নারদের সহিত পিতাকে উপবিষ্ট দেখিয়া মন্তক-দ্বারা উভয়ের চরণেই নমস্কার করিলেন” ॥৩॥

নারদ বলিলেন—“রাজা ! আপনার এই কস্তাটী কোথায় গিয়াছিল ? কোথা হইতেই বা আসিয়াছে ? এবং কি জন্তই বা আপনি এই যুবতি কস্তাকে পহিহস্তে দান করিতেছেন না” ? ॥৪॥

(৫)....এতস্তাঃ শৃণু দেবর্ষে ! ভর্ত্তারং যোহনয়া বৃত্তঃ—বাংব কা নি ।



মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

স। ক্রহি বিস্তরেণেতি পিত্রা সঞ্চোদিতা শুভা ।

দৈবতশ্চেব বচনং প্রতিগৃহ্ণেদমব্রবীৎ ॥৬॥

সাবিত্র্যুবাচ ।

আসৌচ্ছান্নেষু ধৰ্ম্মাত্মা কত্রিয়ঃ পৃথিবীপতিঃ ।

দ্যামৎসেন ইতি খ্যাতঃ পশ্চাচ্ছাক্তো বভূব সঃ ॥৭॥

বিনষ্টচক্ষুঃশস্ত্র্য বালপুত্রস্য ধীমতঃ ।

সামৌপ্যেন হতং রাজ্যং ছিদ্রেহগ্নিন্ পূৰ্ব্ববৈরিণা ॥৮॥

স বালবৎসয়া সার্কং ভার্য্যয়া প্রস্থিতো বনম্ ।

মহারণ্যগতশ্চাপি তপস্তপে মহাব্রতঃ ॥৯॥

তস্য পুত্রঃ পুরে জাতঃ সংবুদ্ধশ্চ তপোবনে ।

সত্যবাননুরূপো মে ভর্ত্তেতি মনসা বৃতঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

কার্ধ্যোণেতি । কার্ধ্যোণ প্রয়োজনেন । অস্তাঃ সাবিত্র্যাঃ সকাশাৎ ॥৬॥

সেতি । সঞ্চোদিতা বক্তুং প্রণোদিতা । দৈবতশ্চেবেত্যাদরাতিশয়ার্থমুক্তম্ ॥৭॥

আসৌদিতি । শাষেষু শাষদেশে । পৃথিবীপতিঃ রাজা ॥৮॥

বিনষ্টেতি । বালঃ পুত্রো যস্য তস্য । ছিদ্রে অন্ধত্বরূপেহবকাশে ॥৮॥

স ইতি । বালো বৎসঃ পুত্রো যস্তাশ্রয়া । মহাব্রতো বিশেষনিয়মবান্ ॥৯॥

অস্থপতি বলিলেন—“দেবর্ষি ! এই প্রয়োজনেই উহাকে পাঠাইয়াছিলাম এবং অত্ৰই আনিয়াছে ; আর এ, যাহাকে পতিষে বরণ করিয়াছে, তাহার বিষয় উহার নিকটই শুনুন” ॥৫॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“‘বিস্তরক্রমে বল’ এইরূপ পিতা আদেশ করিলে, কল্যাণী সাবিত্রী দেবতার বাক্যের শ্রায় পিতার বাক্য গ্রহণ করিয়া বলিতে লাগিলেন” ॥৬॥

সাবিত্রী বলিলেন—“শাষদেশে ‘দ্যামৎসেন’-নামে এক ধৰ্ম্মাত্মা কত্রিয় রাজা ছিলেন ; তিনি পরে অন্ধ হইয়া গিয়াছেন ॥৭॥

সে রাজা বুদ্ধিমান্ বটেন, তবে তাঁহার চক্ষু নষ্ট হইয়াছিল এবং পুত্রও বালক ছিল বলিয়া সেই কীকে নিকটবর্ত্তী পূৰ্ব্বশত্রু তাঁহার রাজ্য হরণ করিয়া নিয়াছে ॥৮॥

তাই তিনি বালপুত্র ভাৰ্য্যার সহিতই বনে গিয়াছেন এবং সে মহাবনে যাইয়াও বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করিয়া তপস্তা করিয়াছেন ॥৯॥

নারদ উবাচ ।

অহোবত মহৎপাপং সাবিত্র্যা নৃপতে ! কৃতম্ ।  
 অজ্ঞানন্ত্যা যদনয়া গুণদান্ সত্যবান্ বৃতঃ ॥১১॥  
 সত্যং বদত্যশ্ব পিতা সত্যং মাতা প্রভাষতে ।  
 ততোহস্য ব্রাহ্মণাশ্চক্রুর্নামৈতৎ সত্যবানিতি ॥১২  
 বালস্তাশ্বাঃ প্রিয়াশ্চাস্য করোত্যশ্বাশ্চ যুগ্ময়ান্ ।  
 চিত্রেহপি বিলিখত্যশ্বাশ্চিৎপ্রাশ্ব ইতি চোচ্যতে ॥১৩॥

রাজোবাচ ।

অপীদানৌ স তেজস্বী বুদ্ধিমান্ বা নৃপাত্মজঃ ।  
 ক্ষমাবানপি বা শূরঃ সত্যবান্ পিতৃবৎসলঃ ॥১৪॥

নারদ উবাচ ।

বিবস্বানিব তেজস্বী ব্রহ্মস্পতিসমো মতো ।  
 মহেন্দ্র ইব শূরশ্চ বহুধেব ক্ষমান্বিতঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তন্তেতি । সংবদ্ধঃ সমাগ্ বুদ্ধিং প্রাপ্তঃ । সত্যবান্ নাম ॥১০॥

অহো ইতি । ‘পাপং পাপঘটিতমাত্মনোহনিষ্টম্ । অজ্ঞানন্ত্যেতি নলোপাত্তাব আৰ্হঃ ॥১১॥

নামকারণং নির্বক্তি—সত্যমিতি । স্বাশ্রয়জন্তুত্বসম্বন্ধেন সত্যবদ্যাদিতি ভাবঃ ॥১২॥

- নামাস্তরকারণমাহ—বালশ্চেতি । বিলিখতি বাহুল্যেন চিত্রয়তি স্ব ॥১৩॥

অপীতি । অপিশব্দঃ প্রস্নে । পিতৃবৎসলঃ পিতৃভক্তঃ ॥১৪॥

ঔহার পুত্র রাজধানীতেই জন্মিয়াছিলেন ; কিন্তু তপোবনে আসিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছেন ; ঔহার নাম—‘সত্যবান্’ । তিনি আমার সম্পূর্ণ অর্হুরূপ ; তাই আমি মনে মনে ঔহাকেই পতিষে বরণ করিয়াছি” ॥১০॥

নারদ বলিলেন—“হায় রাজা ! সাবিত্রী নিজের গুরুতর অনিষ্ট করিয়াছে । যেহেতু এ, না জানিয়া গুণবান্ হইলেও সত্যবান্কে বরণ করিয়াছে ॥১১॥

ঔহার পিতা সত্য বলেন, মাতাও সত্য বলেন ; সেই জন্তই ব্রাহ্মণেরা ঔহার নাম করিয়াছেন—‘সত্যবান্’ ॥১২॥

আর শৈশব অবস্থায় অশ্ব ঔহার প্রিয় ছিল, যুগ্ময় অশ্ব নির্মাণ করিত এবং চিত্রেও বিশেষরূপে অশ্ব চিত্রিত করিত ; এই কারণে ঔহাকে ‘চিত্রাশ্ব’ও বলে” ॥১৩॥

রাজা অশ্বপতি বলিলেন—“রাজপুত্র সত্যবান্ এখন তেজস্বী, বুদ্ধিমান্, ক্ষমাবান্, বীর ও পিতৃভক্ত হইয়াছেন ত ?” ॥১৪॥

অশ্বপতিরূবাচ ।

অপি রাজাত্মজো দাতা ব্রহ্মণ্যচাপি সত্যবান্ ।

রূপবানপ্যুদারো বাহপ্যথবা প্রিয়দর্শনঃ ॥১৬॥

নারদ উবাচ ।

সাক্ষতে রহিদেবস্ত স্বশক্ত্যা দানতঃ সমঃ ।

ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাদী চ শিবিরৌশীনরো যথা ॥১৭॥

যযাতিরিব চোদারঃ সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ ।

রূপেণাত্মতমোহশ্বিত্যাং দ্যুমৎসেনহতো বলী ॥১৮॥

স দাস্তঃ স যুদ্ধঃ শূরঃ স সত্যঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।

স মৈত্রঃ সোহনসূয়শ্চ স দ্রীমান্ ছাতিমাংশ্চ সঃ ॥১৯॥

নিত্যশ্চাৰ্জ্জবং তস্মিন্ স্থিতিস্তশ্চৈব চ ধ্রুবা ।

সংক্ষেপতন্তপৌরূক্ষেঃ শীলরূক্ষেচ কথ্যতে ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

বিবক্ষানিতি । তেজস্বী অনভিভবনীয়স্বভাবঃ । যতো বুদ্ধো ॥১৫॥

অপীতি । ব্রহ্মণ্যো ব্রাহ্মণহিতঃ, সত্যবান্ সত্যপরায়ণঃ, “সত্যবাদী” ইতি পরোক্তেঃ ॥১৬॥

সাক্ষতেরিতি । সাক্ষতেরপত্যং সাক্ষতিস্তত্ । স্বশক্ত্যা হেচ্ছয়ৈব, ন তু পরপ্রয়োগেণ ॥১৭॥

যযাতিরিতি । রূপেণাশ্বিত্যামাত্মতমঃ অশ্বিনীকুমারতুল্যরূপবানিত্যর্থঃ ॥১৮॥

স ইতি । দাস্তো বাহিরিপ্রিয়দমনশীলঃ । সত্যঃ সত্যব্যবহারী, সংযতেন্দ্রিয়ো জিতচিত্তঃ ।

মৈত্রো মিত্রহিতৈষী, দ্রীমান্ লজ্জাশীলঃ, ছাতিমান্ বাহুমান্ ॥১৯॥

নিত্যশ ইতি । আৰ্জ্জবং সরলতা, স্থিতিঃ মাগ্ধজনমাননাদিরূপা শ্রব্যাধা ॥২০॥

নারদ বলিলেন—“সত্যবান্ এখন সূর্যের জায় তেজস্বী, বৃহস্পতির জায় বুদ্ধিমান্, ইন্দ্রের জায় বীর এবং পৃথিবীর জায় ক্ষমাবান্ হইয়াছেন” ॥১৫॥

অশ্বপতি বলিলেন—“সে রাজপুত্র—দাতা, ব্রাহ্মণহিতৈষী, সত্যপরায়ণ, রূপবান্, উদারস্বভাব এবং প্রিয়দর্শন হইয়াছেন কি না ?” ॥১৬॥

নারদ বলিলেন—“সত্যবান্ আপন ইচ্ছাকৃত দানে সঙ্কতিপুত্র রহিদেবের তুল্য এবং উশীনরপুত্র শিবির জায় ব্রাহ্মণহিতৈষী ও সত্যবাদী হইয়াছেন ॥১৭॥

আর তিনি—যযাতির জায় উদারস্বভাব, চন্দ্রের জায় প্রিয়দর্শন এবং অশ্বিনীকুমারদের জায় রূপবান্ হইয়াছেন ॥১৮॥

এবং তিনি—দাস্ত, কোমল, বীর, সত্যব্যবহারী, সংযতচিত্ত, বদ্ধহিতৈষী, অনুরাশ্রুত, লজ্জাশীল ও লাভণ্যশালী হইয়াছেন ॥১৯॥

(১৬)....ব্রহ্মণ্যচাপি সত্যবান্—পি ।

অশ্বপতিরূবাচ ।

গুণৈরুপেতং সৰ্বৈবস্তুং ভগবান্ প্রভবীতি মে ।  
দোষানপ্যস্তু মে ক্রুহি যদি সন্তুহি কেচন ॥২১॥

নারদ উবাচ ।

এক এবাস্ত দোষো হি গুণানাক্রম্য তিষ্ঠতি ।  
স চ দোষঃ প্রযত্নেন ন শক্যঃ পরিবর্তিতুয় ॥২২॥  
একো দোষোহস্তি নাশ্চোহস্তু সোহগ্ৰপ্রভৃতি সত্যবান্ ।  
সংবৎসরেণ ক্রীণায়ুর্দেহন্ত্যাসং করিষ্যতি ॥২৩॥

রাজোবাচ ।

এহি সাবিত্রি ! গচ্ছস্ব অতঃ বরয়ংশোভনে ! ।  
তস্তু দোষো মহানেকো গুণানাক্রম্য তিষ্ঠতি ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

গুণৈরিতি । দোষানপি ক্রুহি, অত্থা “অহোবত মহৎপাপম্” ইতি বোক্তির্ন মুক্ত্যতে ॥২১॥  
এক ইতি । আক্রম্য অভিভূয় । পরিবর্তিতুং পরিবর্তয়িতুম্ ॥২২॥  
এক ইতি । দেহন্ত্যাসং দেহত্যাগম্ । দেহন্ত্যাসকরণমেব স দোষ ইত্যর্থঃ ॥২৩॥  
এহীতি । দোষঃ অনায়াসম্ । মরণেনৈব সৰ্বগুণাবসানাদিতি ভাবঃ ॥২৪॥

আর তপোবৃদ্ধ ও স্বভাববৃদ্ধেরা সংক্ষেপে বলিয়া থাকেন যে, সত্যবানে সৰ্ব্বদাই সরলতা ও মর্যাদাসজ্ঞান রহিয়াছে” ॥২০॥

অশ্বপতি বলিলেন—“আপনি আমার নিকট সত্যবান্কে সৰ্ব্বগুণসম্পন্ন বলিতেছেন; কিন্তু উহার যদি কোন দোষ থাকে, তাহাও আমার নিকট বলুন” ॥২১॥

নারদ বলিলেন—“সত্যবানের একটা দোষই সমস্ত গুণকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে। সে দোষকে কেহ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইবে না ॥২২॥

সত্যবানের একটা দোষই আছে, অশ্ব দোষ নাই। সে দোষ এই যে—  
আজ, হইতে একবৎসরের সময়ে সত্যবানের আয়ুশেষ হইবে এবং সে তখন দেহত্যাগ করিবে” ॥২৩॥

‘অশ্বপতি বলিলেন—“আয় সাবিত্রি ! তুই যা, যেয়ে অশ্ব বর পছন্দ কর্।  
কারণ, সত্যবানের সেই একটা গুরুতর দোষই সমস্ত গুণকে অভিভূত করিয়া  
রহিয়াছে ॥২৪॥

(২১)....ভগবন্ । প্রভবীতি মে—বা ব কা । (২২)....ন শক্যঃ পরিবর্তিতুয়—বা ব কা নি ।

যথা মে ভগবানাহ নারদো দেবসংকৃতঃ ।

সংবৎসরেণ সোহন্নায়ুর্দেহন্ত্যাসং করিষ্যতি ॥২৫॥

সাবিত্র্যচ ।

সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্ধ্যা প্রদীয়তে ।

সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ ॥২৬॥

দীর্ঘায়ুরথবান্নায়ুঃ সগুণো নিগুণোহপি বা ।

সকৃদ্বৃত্তো ময়া ভর্তা ন দ্বিতীয়ঃ বৃণোম্যহম্ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

যথেন্ধি । দেবৈরপি সংকৃতঃ সর্বজ্ঞবাদাদৃতঃ । নারদবচনং মিথ্যা ভবিতুং নাইতীত্যা-  
শয়ঃ ॥২৫॥

সকৃদ্বিত্তি । অংশিভিঃ সোদরাভিঃ সম্যক্ ক্রিয়মাণঃ অংশঃ পৈতৃকাদিধনভাগঃ, সকৃৎ  
একবারমেব, নিপততি অংশিবিশেষে বর্ততে, ন দ্বিতীয়বারম্, স্বব্যবস্থয়া অংশিবিশেষে  
সকৃদ্বিত্তিভেদেব অংশস্তরস্ত স্বনানাংশং বিভাগস্ত চ স্বমূলকত্বাদিতি ভাবঃ । কন্ধ্যা সকৃদেব  
প্রদীয়তে, পিতৃাদিনা কন্ধ্যা আত্মনা বা, ন দ্বিতীয়বারম্ । অব্যাস্তরদানেহপি দাতা সৰ্বদেব  
দদানীত্যাহ, ন দ্বিতীয়বারম্, সকৃদানেন দানবচনেন চ দাতুঃ স্বনানাংশং দানস্তাপি স্বমূলক-  
ত্বাদিত্যাশয়ঃ । ত্রীণ্যেতানি জ্ঞাপ্যামেতেবাং প্রত্যেকমেব সকৃৎ সকৃদেব ভবতি, ন পুন-  
র্দ্বিরাতি । তথা চ ময়া মনসা সত্যবত এব সকৃদাত্মদানেন বরাস্তরায় তদানং ন সম্ভবতি  
তেনৈব ময়ি মৎস্বনানাশাদিতি সমুদায়শয়ঃ । নবমাধ্যায়ে মন্ববচনমপ্যবিকলমীদৃশমেব ।  
উদাহতবাদো ন্যার্তাদিনাপীদং বৃতম্ ॥২৬॥

ফলিতার্থমাহ—দীর্ঘেন্ধি । বৃত্তো মনসা, ভর্তা সত্যবান্ ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

স্মৃথেন্ধি । কথাযোগেন কথাপ্রসঙ্গেন ১১—১৭। সামীপ্যেন সমীপবাসিনা, ছিত্রে অঙ্কজে  
সতি ৮—১০। সত্যবান্নামতঃ ১১—১৩। তেজস্বী প্রতাপবান্ বুদ্ধিমান্ বা, বা শব্দচাৰ্থে  
১৪—১৬। সাক্ষতে: সঙ্কতিপুত্রস্ত ১৭—২১। আক্রম্যাভিভূয় ২২—২৬। অংশঃ কাষ্ঠ-

দেবগণেরও সম্মানিত ভগবান্ নারদ আমাকে যাহা বলিলেন, তাহাতে  
অন্নায়ু সেই সত্যবান্ একবৎসর পূর্ণ হইলেই দেহত্যাগ করিবে” ॥২৫॥

সাবিত্রী বলিলেন—“অংশীর অংশে একবারমাত্রই ধনের ভাগ পড়ে, এক-  
বারমাত্রই কন্ধ্যাদান করা হয় এবং অস্ত্র বস্ত্রদানের সময়েও একবারমাত্রই  
‘দদানি’ শব্দ বলা হয়; সুতরাং এই তিনটা কার্যের প্রত্যেকটাই এক  
একবারমাত্রই হইয়া থাকে ॥২৬॥

অতএব সত্যবান্ দীর্ঘায়ুই হউন বা অন্নায়ুই হউন, কিংবা সগুণই হউন  
বা নিগুণই হউন; আমি একবার তাহাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছি বলিয়া  
অস্ত্র পুরুষকে আর বরণ করিতে পারি না ॥২৭॥

মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে ।

ক্রিয়তে কৰ্ম্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ ॥২৮॥

নারদ উবাচ ।

স্থিরা বুদ্ধির্নরশ্রেষ্ঠ ! সাবিদ্র্যো হুহিতুস্তব ।

নৈষা বারয়িতুং শক্যা ধৰ্ম্মাদম্মাৎ কথঞ্চন ॥২৯॥

নান্যস্মিন্ পুরুষে সন্তি যে সত্যবতি বৈ গুণাঃ ।

প্রদানমেব তস্ম্যাম্মে রোচতে হুহিতুস্তব ॥৩০॥

রাজোবাচ ।

অবিচার্য্যমেতদ্রুতং তথ্যঞ্চ ভবতা বচঃ ।

করিষ্যাম্যেতদেবঞ্চ গুরুর্হি ভগবান্ মম ॥৩১॥

নারদ উবাচ ।

অবিঘ্নমস্ত সাবিদ্র্যোঃ প্রদানে হুহিতুস্তব ।

সাধয়িষ্যাম্যহং তাবৎ সৰ্ব্বেষাং ভদ্রমস্ত বঃ ॥৩২॥

### ভারতকৌমুদী

অথ মনসা বরণমকিঞ্চিৎকরমিত্যাহ—মনসেতি । মনসা বরণশ্চ বস্তুমিত্যিতি ভাবঃ ॥২৮॥

স্থিরেতি । স্থিরা সত্যবতো বরণ এব নিশ্চল । তৎফলমাহ—নেতি ॥২৯॥

নেতি । প্রদানমেব সত্যবতে ইতি শেষঃ ॥৩০॥

অবীতি । অবিচার্য্যং জ্ঞাত্যাত্মাত্মাত্মা ন বিচারণীয়ম্, তথ্যং সত্যঞ্চ ॥৩১॥

অবিঘ্নমিতি । বিঘ্নস্তাভাবঃ অবিঘ্নম্ । সাধয়িষ্যামি গমিষ্যামি, “প্রায়শ্চ ৰ্ণ্যন্তকঃ সাধিগমে স্থানে প্রযুক্তাতে” ইতি সাহিত্যদর্পণাৎ । ভদ্রং মঙ্গলম্ ॥৩২॥

মানুষ প্রথমে মনে মনে কার্য্য স্থির করিয়া পরে মুখে বসে এক তাহার পর সে কার্য্য করে ; সুতরাং আমার মনই এবিষয়ে প্রমাণ” ॥২৮॥

নারদ বলিলেন—“নরশ্রেষ্ঠ । আপনার কৃত্তা সাবিত্রীর বুদ্ধি স্থির হইয়াছে ; সুতরাং ইহাকে কোন প্রকারেই এ ধর্ম্ম হইতে নিবারণ করিতে পারা যাইবে না ॥২৯॥

বস্তুতঃ সত্যবানের যে সকল গুণ আছে, তাহা অস্ত্র পুরুষের নাই ; অতএব আপনার কৃত্তাকে সত্যবানের হস্তে দান করাই আমার অভিপ্রেত” ॥৩০॥

রাজা বলিলেন—“আপনি এটা অবিচার্য্য সত্য কথাই বলিয়াছেন ; অতএব আমি এইরূপই ইহা করিব । কারণ, আপনি আমার গুরু” ॥৩১॥

নারদ বলিলেন—“কৃত্তা সাবিত্রীর প্রদানে যেন আপনার কোন বিঘ্ন হয় না ; আমি যাইব, আপনাদের সকলের মঙ্গল হউক” ॥৩২॥

(৩১) অবিচাল্যমেতদ্রুতম্—বা ব কা নি ।

ক-৩০৩ (১১)

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

এবমুক্তা ঋষুপত্য নারদদ্বিদিবং গতঃ ।

রাজ্যাপি হুহিতুঃ সজ্জং বৈবাহিকমকারয়ং ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি দ্রৌপদী-  
হরণে সাবিত্র্যপাধ্যানে অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

উনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

—:~:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

অথ কন্যাপ্রদানে স তমেবার্থং বিচিস্তয়ন্ ।

সমানিন্ত্রে চ তৎ পর্বং ভাণ্ডং বৈবাহিকং নৃপঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । সজ্জং সংগৃহীতম্, বৈবাহিকং বিবাহোপকরণম্ ॥৩৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি

দ্রৌপদীহরণে অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

অথেতি । তমেবার্থং নারদোক্তমেব বিষয়ং সত্যবতোহল্লায়ুইম্ । ভাণ্ডমুকরণম্ ॥১॥

ভারতভাবদাপঃ

পাষণাদে: শকল:, শকুনিপততি ক্লতস্ত কপণং নাস্তীত্যর্থঃ ॥২৬—৩০॥ যন্তং সাবিত্র্যা  
বনমবিচাল্য ভবতা চ তথ্যমুক্তম্ ॥৩১॥ সাধয়িত্বামি গমিত্বামি, ধাতুনামনেকার্থত্বাদ-  
গত্যর্থোহয়ম্ ॥৩২—৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশত-  
তমোহধ্যায়ঃ ॥২৪৮॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“এইরূপ বলিয়া নারদ আকাশে উঠিয়া স্বর্গে চলিয়া  
গেলেন ; রাজ্যও কন্যাবিবাহের সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করাইলেন” ॥৩৩॥

—:~:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তাহার পর রাজা অশ্বপতি কন্যাদানের বিষয়ে  
সত্যবানের অল্প আয়ুর বিষয়ই চিন্তা করিতে থাকিয়া বিবাহের সমস্ত দ্রব্য  
সংগ্রহ করিলেন ॥১॥

\* ‘...অনীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...জিনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...চতুর্নবত্যা-  
ধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

ততো বৃদ্ধান্ ব্রজান্ সৰ্বানুদ্বিজঃ সপুৰোহিতান্ ।

সমাহুয় দিনে পুণ্যে প্রযযৌ সহ কন্ডয়া ॥২॥

মেধ্যারণ্যং স গহ্বা চ দ্ব্যমৎসেনোজ্রমং নৃপঃ ।

পশ্চ্যামেব দ্বিজৈঃ সার্কং রাজর্ষিঃ তমুপাগমৎ ॥৩॥

তত্রাপশ্মশ্বহাভাগং শালবৃক্ষমুপাশ্রিতম্ ।

কৌশ্যাং বৃষ্ঠাং সমাসীনং চক্ষুর্হীনং নৃপং তদা ॥৪॥

স রাজা তস্মৈ রাজর্ষেঃ কৃত্বা পূজাং যথার্থতঃ ।

বাচা হ্রনিয়তো ভূত্বা চকারাত্মনিবেদনম্ ॥৫॥

তস্ত্যর্হমাশনকৈব গাঞ্চাবেগ্য স ধর্মবিৎ ।

কিমাগমনমিত্যেবং রাজা রাজানমব্রবীৎ ॥৬॥

অশ্বপতিরুবাচ ।

সাবিত্রৌ নাম রাজর্ষে ! কন্যেয়ং মম শোভনা ।

তাং স্বধর্ম্মেণ ধর্ম্মভক্ত ! স্নুষার্থে হুং গৃহাণ মে ॥৭॥

#### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । ঋত্বিজঃ শ্রৌতকর্ম্মকরাঃ, পুরোহিতাশ্চ স্মার্তাদিকর্ম্মকরাঃ ॥২॥

মেধ্যোতি । মেধ্যং পবিজ্রমরণং যত্র তম্ । নৃপঃ অশ্বপতিঃ ॥৩॥

তত্রোতি । শালবৃক্ষং তন্তলম্ । কৌশ্যাং কুশময্যাম্, বৃষ্ঠাম্ ঋগ্মাসনে ॥৪॥

স ইতি । রাজা অশ্বপতিঃ, রাজর্ষেহু্যমৎসেনশ্চ । হ্রনিয়তোহতীববিনয়ী ॥৫॥

তন্ত্রোতি । তস্মৈ অশ্বপতেঃ । রাজা দ্ব্যমৎসেনঃ, রাজানমশ্বপতিম্ ॥৬॥

তদনন্তর তিনি সকল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ঋত্বিক্ ও পুরোহিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া কন্ডা সাবিত্রীর সহিত শুভ দিনে দ্ব্যমৎসেনের আশ্রমে প্রস্থান করিলেন ॥২॥

ক্রমে রাজা অশ্বপতি পবিত্র তপোবনে দ্ব্যমৎসেনের আশ্রমে যাইয়া ব্রাহ্মণদের সহিত পাদচারেই রাজর্ষি দ্ব্যমৎসেনের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৩॥

সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন—অন্ধ মহাত্মা দ্ব্যমৎসেনরাজা তখন একটা শালবৃক্ষের তলে ঋষিযোগ্য কুশময় আসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন ॥৪॥

তখন অশ্বপতিরাজা, রাজর্ষি দ্ব্যমৎসেনের যথাযোগ্য পূজা করিয়া বাকসংযত হইয়া আশ্বপরিচয় দিলেন ॥৫॥

তখন ধর্ম্মবিৎ দ্ব্যমৎসেনরাজা অশ্বপতিরাজাকে আসন, অর্ঘ ও একটা গো নিবেদন করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৬॥

(৬) ন্নোকাং পরং কতিপয়পুত্রকে অন্নমধিকঃ ন্নোকে দৃশ্যতে । যথা—“তস্মৈ সর্বমভি-  
প্রায়শ্চিত্তিকর্ষব্যতীতং তাম্ । সত্যবন্তং সমুদ্ভিক্ত সর্বমেব ব্রহ্মবেদময়ং ।”



দ্ব্যমৎসেন উবাচ ।

দ্যুতাতঃ স্ম রাজ্য্যাবনবাসমাজ্জিতাশ্চরাম ধর্ম্মং নিয়তান্তপশ্বিনঃ ।

কথং স্বনর্হা বনবাসমাজ্জমে সহিয্যতি ক্লেশমিমং স্মৃতা তব ॥৮॥

অশ্বপতিরুবাচ ।

সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ ভবাতবাত্মকং যদা বিজানাতি স্মৃতাহমেব চ ।

ন মদ্বিধে যুজ্যতি বাক্যমীদৃশং বিনিশ্চয়েনাভিগতোহস্মি তে নৃপ ! ॥৯॥

আশাং নাইসি মে হস্তং সৌহৃদাৎ প্রণতস্ত চ ।

অভিতশ্চাগতং প্রেমুণা প্রত্যাখ্যাতুং ন মাইসি ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

সাবিত্রীতি । স্বার্থে পুত্রবৎসনিমিত্তে । মে মম সকাশাৎ ॥৭॥

দ্যুতা ইতি । অনর্হা ক্লেশসহন্যোগ্যা, বনবাসং বনবাসজনিতম্ ॥৮॥

সুখমিতি । ভবাতবাত্মকম্ উৎপত্তমানাসুৎপত্তমানস্বরূপম্, কদাচিৎপুণ্ড্রতে কদাচিচ্চ  
নোৎপত্ত ইত্যর্থঃ । বিনিশ্চয়েন স্বমবশ্যমৈবনাং গ্রহীত্বসীতি বিশেষনির্ণয়েন ॥৯॥

আশামিতি । অভিতো ভবৎসমীপে, আগতং মা মাম্ ॥১০॥

অশ্বপতি বলিলেন—“ধর্ম্মজ্ঞ রাজর্ষি ! সাবিত্রীনাগ্নী এই সুন্দরী কন্যাটী  
আমার ; আপনি ইহাকে আপন ধর্ম্ম অমুসারে পুত্রবৎসরূপে গ্রহণ করুন” ॥৭॥

দ্ব্যমৎসেন বলিলেন—“রাজা ! আমরা রাজ্যচ্যুত হইয়া, বনবাস অবলম্বন  
করিয়া, তপস্বীর নিয়মে ধর্ম্মাচরণ করিতেছি । ওদিকে আপনার কন্যা কষ্ট-  
ভোগের অযোগ্যা ; সুতরাং সে, আজ্ঞমে থাকিয়া এই বনবাসের কষ্ট কি করিয়া  
সহ্য করিবে” ? ॥৮॥

“অশ্বপতি বলিলেন—“রাজর্ষি ! সুখ ও দুঃখ কখনও উৎপন্ন হয় এবং  
কখনও উৎপন্ন হয় না ; ইহা যখন আমার কন্যা জানে এবং আমিও জানি,  
তখন আমার মত লোকের নিকট এইরূপ বাক্য বলা আপনার সঙ্গত নহে ।  
বিশেষতঃ, আপনি অবশ্যই আমার কন্যা গ্রহণ করিবেন—এইরূপ নিশ্চয়  
করিয়াই আমি আপনার নিকট আসিয়াছি ॥৯॥

তার পর, আমি সৌহার্দবশতই আপনার নিকট প্রণত হইয়াছি ; এ  
অবস্থায় আপনি আমার আশাভঙ্গ করিতে পারেন না এবং প্রণয়বশতই  
আমি আপনার নিকট আসিয়াছি ; সুতরাং আমাকে আপনি প্রত্যাখ্যান  
করিতেও পারেন না ॥১০॥

অনুরূপো হি যুক্তশ্চ ত্বং যমাহং তবাপি চ ।

স্মৃণাং প্রতীচ্ছ মে কন্যাং ভার্য্যাং সত্যবতঃ সতঃ ॥১১॥

দ্রুমংসেন উবাচ ।

পূৰ্বমেবাভিলষিতঃ সম্বন্ধো মে ত্বয়া সহ ।

• ভ্রষ্টরাজ্যস্থহমিতি তত এতদ্বিচারিতম্ ॥১২॥

অভিপ্রায়স্বয়ং যো মে পূৰ্বমেবাভিকঙ্কিতঃ ।

স নিবর্ততু মেহংগেব কাক্ষিক্তো হসি মেহতিথিঃ ॥১৩॥

ততঃ সৰ্বান্ সমানায়্য দ্বিজানাশ্রমবাসিনঃ ।

যথাবিধি সমুদ্রাহং কারয়ামাসতুনৃপৌ ॥১৪॥

দত্বা সোহংগপতিঃ কন্যাং যথার্থঞ্চ পরিচ্ছদম্ ।

যযৌ স্বমেব ভবনং যুক্তঃ পরময়া মুদা ॥১৫॥

### ভারতকৌমুদী

অস্থিতি । অনুরূপঃ কুলাদিনা সমানঃ, অতএব যুক্তঃ অগ্নিন্ সম্বন্ধে যোগ্যঃ ॥১১॥

পূৰ্বমিতি । ইতি ইদানীং ভ্রষ্টরাজ্যঃ । বিচারিতং বিচার্যোক্তম্ ॥১২॥

অভীতি । অভিপ্রৈয়ত ইত্যভিপ্রায়ঃ সম্বন্ধঃ । নিবর্ততু নিষ্পত্ততাম্ ॥১৩॥

তত ইতি । সমুদ্রাহং সাবিত্রীসত্যবতোৰ্বিবাহম্ ॥১৪॥

দদ্বেতি । যথার্থং যথাযোগ্যম্ ॥১৫॥

### ভারতভাবদীপঃ

অথেতি । তাং বৈবাহিকম্পৃকরণং বিবাহোচিতম্ ॥১—৩॥ কোষ্ঠাং কুশময়্যাম্, বৃদ্ধামাসনে ॥৪॥ আত্মনিবেদনমংগপতিরহমিতি জ্ঞাপনম্ ॥৫—৮॥ তবাতবাত্মকমুৎপত্তি-  
বিনাশাত্মকম্, তে ত্বাং প্রতি ॥৯॥ মা মাম্ ॥১০—১২॥ নিবর্ততু নিষ্পত্ততাম্ ॥১৩—১৪॥

আপনি আমার অনুরূপ ও যোগ্য এবং আমিও আপনার অনুরূপ ও যোগ্য ; অতএব আপনি আমার এই কন্যাটাকে নিজের পুত্রবধূ এবং সাধু সত্যবানের ভার্য্যারূপে গ্রহণ করুন ॥১১॥

দ্রুমংসেন বলিলেন—“রাজা ! আমি পূৰ্বে আপনার সহিত সম্বন্ধের ইচ্ছা করিয়াছিলাম বটে ; কিন্তু এখন আমি রাজ্যভ্রষ্ট ; সেই জন্যই এইরূপ বলিয়াছি ॥১২॥

আমি পূৰ্বেই যাহা কামনা করিয়াছিলাম ; সে সম্বন্ধ অতাই নিষ্পন্ন হউক । আপনি ত আমার বাঞ্ছিত অতিথি” ॥১৩॥

তাহার পর রাজারা দুই জনে মিলিত হইয়া, আশ্রমবাসী সকল ব্রাহ্মণকে আনাহঁয়া যথাবিধানে সাবিত্রী ও সত্যবানের বিবাহ সম্পন্ন করাইলেন ॥১৪॥

সত্যবানপি তাং ভাৰ্য্যাং লব্ধ্বা সৰ্ব্বগুণান্বিতাম্ ।  
 মুমূদে সা চ তং লব্ধ্বা ভৰ্ত্তারং মনসেঙ্গিতম্ ॥১৬॥  
 গতে পিতরি সৰ্ব্বাণি সংন্যস্তাভরণানি সা ।  
 জগৃহে বন্ধলান্যেব বস্ত্রং কাষায়মেব চ ॥১৭॥  
 পরিচাৱৈগু গৈশ্চৈব প্রজ্ঞয়েণ দমেন চ ।  
 সৰ্ব্বকামক্ৰিয়াভিঃ সৰ্বেষাং তুষ্টিমাদদে ॥১৮॥  
 শ্ৰদ্ধাং শরীরসংস্কারৈঃ সৰ্ব্বৈরাচ্ছাদনাদিভিঃ ।  
 শ্বশুরং দেবসংকাৱৈৰ্বাচাং সংযমেন চ ॥১৯॥  
 তথৈব প্রিয়বাদের নৈপুণ্যেন শমেন চ ।  
 রহশ্চৈবোপচাৱেণ ভৰ্ত্তারং পর্য্যতোষয়ৎ ॥২০॥ (যুগ্মকম্)

#### ভারতকৌমুদী

সত্যবানিতি । মুমূদে আনন্দ, সা সাবিত্রী চ ॥১৬॥  
 গত ইতি । সংন্যস্ত পরিত্যজ্য । জগৃহে, বনবাসোপযোগিস্বাং ॥১৭॥  
 পরীতি । পরিচাৱৈঃ শুজ্ঞাভিঃ, প্রজ্ঞয়েণ প্রণয়েন ॥১৮॥  
 শ্ৰদ্ধামিতি । আচ্ছাদনাদিভিঃ সৰ্ব্বনাৰ্পণাদিভিঃ । দেবসংকাৱৈর্দেবপূজাদ্রব্যয়োজনাদিভিঃ ।  
 শমেন চিত্তসংযমেন । রহো নির্জনে উপচাৱেণ পরিচৰ্য্যা ॥১৯—২০॥ •

#### ভারতভাবদীপঃ

সপরিচ্ছদং পারিবর্হসহিতম্ ॥১৫—১৭॥ পরিচাৱৈঃ সেবনৈঃ, গুণৈঃ শীলসত্যাদিভিঃ, প্রজ্ঞয়েণ  
 স্নেহেন, দমেন জিতেন্দ্রিয়তয়া, সৰ্ব্বকামক্ৰিয়াভিঃ সৰ্ব্বেষামিষ্টসম্পাদনে ॥১৮—২২॥  
 ইতি ক্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উপপঞ্চাশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৪২॥  
 রাজা অশ্বপতি কণ্ঠা ও যথাযোগ্য পরিচ্ছদ দান করিয়া পরম আনন্দিত  
 হইয়া আপন ভবনেই চলিয়া গেলেন ॥১৫॥

সত্যবান্ও সৰ্ব্বগুণান্বিত সাবিত্রীকে ভাৰ্য্যা লাভ করিয়া আনন্দিত হইলেন ;  
 সাবিত্রীও মনোহৰীষ্ট সত্যবান্কে পতি লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ॥১৬॥

পিতা অশ্বপতি চলিয়া গেলে সাবিত্রী সমস্ত অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া  
 বন্ধল ও গৈরিক বস্ত্রই ধারণ করিলেন ॥১৭॥

ক্রমে সাবিত্রী—পরিচৰ্য্যা, গুণ, বিনয়, ইন্দ্রিয়দমন এবং সকলের মনোমত  
 কাৰ্য্যদ্বারা সকলেরই সন্তোষ আকর্ষণ করিলেন ॥১৮॥

শরীরসম্ভার্জন ও বস্ত্র সমৰ্পণপ্রভৃতি সৰ্ব্বপ্রকার শুজ্ঞাবাছারা স্বজ্ঞাদেবীকে,  
 দেবপূজার দ্রব্য আয়োজন ও মধুর বাক্যপ্রভৃতিদ্বারা শ্বশুরকে এবং নির্জনে  
 প্রিয়বাক্য, কাৰ্য্যনৈপুণ্য, চিত্তসংযম ও শুজ্ঞাবাছারা ভৰ্ত্তাকে সাবিত্রী সন্তুষ্ট  
 করিতে লাগিলেন ॥১৯—২০॥

এবং তত্রাশ্রমে তেষাং তদা নিবসতাং সন্তাম্ ।

কালস্তপস্ততাং কচ্চিদপাক্রামত ভারত ! ॥২১॥

সাবিত্র্যাস্ত শয়ানায়ান্তিষ্ঠন্ত্যাস্চ দিবানিশম্ ।

নারদেন যদুক্তং তদ্বাক্যং মনসি বৰ্ত্ততে ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং বনপৰ্ব্বণি দ্রৌপদৌ-  
হরণে সাবিত্র্যপাধ্যানে ঊনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

## পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ততঃ কালে বহুতিথে ব্যতিক্রান্তে কদাচন ।

প্রাপ্তঃ স কালে মৰ্ত্তব্যং যত্র সত্যবতা নৃপ ! ॥১॥

গণয়ন্ত্যাস্চ সাবিত্র্যা দিবসে দিবসে গতে ।

যদ্বাক্যং নারদেনোক্তং বৰ্ত্ততে হৃদি নিত্যশঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । অপাক্রামত অতীতবান্ ॥২১॥

সাবিত্র্যা ইতি । তদ্বাক্যং “সংবৎসরেণ ক্ষণায়ুর্দেহজ্ঞানং করিষ্যতি” ইতি বাক্যম্ ॥২২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিকান্তবাসীশতট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি

দ্রৌপদৌহরণে ঊনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

তত ইতি । কালে দিনমাসাঙ্গকে, অথবা সংবৎসরাধিক্যে নারদোক্তির্মিথ্যা শ্রাব্য ॥১॥

ভরতনন্দন । এইভাবে সেই আশ্রমে বাস ও তপস্তা করিবার সময়ে সেই  
সাধুগণের কিছুকাল অতীত হইল ॥২১॥

কিন্তু সাবিত্রী শয়নই করুন বা বসিয়াই থাকুন, নারদ যাহা বলিয়াছিলেন,  
সেই কথা দিবারাত্রিই তাহার মনে পড়িত ॥২২॥

—:~:—

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“রাজা । তাহার পর বহুদিন অতীত হইলে, সত্যবান্  
যে দিন মরিবেন, সেই দিন প্রায় উপস্থিত হইয়া আসিল ॥১॥

১ ‘...একাদ্বিশততমঃ ..’—পি, ‘...চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততমঃ ..’—বা ব, ‘...পঞ্চ-  
নবত্যধিকদ্বিশততমঃ ..’—কা, ‘...ষট্ঠনবত্যধিকদ্বিশততমঃ ..’—নি ।

চতুৰ্ধেহহনি মৰ্তব্যমিতি সঞ্চিন্ত্য ভাবিনী ।

ব্রতং ত্রিবারাত্রয়ুদ্দিশ্য দিবারাত্রং স্থিতাহভবৎ ॥৩॥

তং শ্রদ্ধা নিয়মং তস্তা ভূষণং চুঃখান্নিতো নৃপঃ ।

উপায় বাক্যং সাবিত্রীমব্রবীৎ পরিসাস্বয়ন্ ॥৪॥

অতীতীত্রোহয়মারম্ভস্তস্যারকো নৃপাত্মজে ! ।

তিস্থগাং বসতীনাং হি স্থানং পরমদুঃশ্চরম্ ॥৫॥

সাবিত্র্যবাচ ।

ন কার্যস্তুত ! সস্তাপঃ পারয়িষ্যাম্যহং ব্রতম্ ।

ব্যবসায়কৃতং হীদং ব্যবসায়শ্চ কারণম্ ॥৬॥

### ভারতকৌমুদী

গণয়ন্ত্যা ইতি । বাক্যং “সংবৎসরেণ ক্ষীণায়ুর্দেহগ্রাসং করিষ্যতি” ইতি প্রাপ্তভূম্ ॥২॥

চতুৰ্থ ইতি । ভাবিনী সত্যবতো মরণনিবারণচেষ্টাশালিনী, “ভাবঃ সত্ত্বাস্তবাবাভি-  
প্রায়চেষ্টাঅজ্ঞানহ” ইত্যমরঃ । ব্রতমুপবাসরূপম্ । একং দিবারাত্রং স্থিতা প্রায়োগাতিক্রান্তা ॥৩॥

তমিতি । নিয়মং ব্রতম্ । নৃপো হ্যমৎসেনঃ । পরিসাস্বয়ন্ কোমলবাক্যং প্রযুক্তানঃ ॥৪॥

অতীতি । আরভ্যত ইত্যারম্ভো ব্রতম্ । বসতীনাং রাজ্ঞীগাম্, “বসতী রাজ্জিবেশ্বনোঃ”  
ইত্যমরঃ, স্থানম্ উপবাসেনাবস্থিতিঃ, পরমদুঃশ্চরং স্বপক্ষে অতীবদুঃশ্চরম্ ॥৫॥

নেতি । পারয়িষ্যামি সমাপয়িতুং শক্ষ্যামি । ব্যবসায় উত্তমঃ, কারণং কার্যমাত্রম্ ॥৬॥

ওদিকে এক একটা দিন অতীত হইত, আর সাবিত্রী তাহা গণনা করিতেন ।  
কারণ, নারদ যাহা বলিয়াছিলেন, সেই বাক্য সর্বদাই সাবিত্রীর মনে  
পড়িত ॥২॥

তা’র পর, চতুৰ্থদিনে সত্যবান্ মরিবেন—ইহা ভাবিয়া ভাবিনী সাবিত্রী  
ত্রিবার উপবাস ব্রতের সঙ্কল্প করিয়া এক দিবারাত্র উপবাসিনী থাকিলেন ॥৩॥

তাহার পর সাবিত্রীর সেই ব্রতারণের কথা শুনিয়া হ্যমৎসেনরাজা অত্যন্ত  
দুঃখিত হইয়া উঠিয়া যাইয়া কোমলবাক্যে সাবিত্রীকে বলিলেন—৥৪॥

“রাজকন্যা ! তুমি অতিদারুণ এই ব্রত আরম্ভ করিয়াছ । কারণ, তিন  
রাত্রি উপবাস করিয়া থাকা তোমার পক্ষে অতিদুঃশ্চর হইবে” ॥৫॥

সাবিত্রী বলিলেন—“পিতা ! আপনি দুঃখ করিবেন না, আমি এ ব্রত  
সমাপ্ত করিতে পারিব । কেন না, উত্তমই কার্যমাত্রের কারণ ; সুতরাং  
আমি উত্তম করিয়াই এই ব্রত আরম্ভ করিয়াছি” ॥৬॥

দ্যুমৎসেন উবাচ ।

ব্রতং ভিক্ষুতি বক্তুং স্বাং নাশ্মি শক্তঃ কথঞ্চন ।

পারয়স্বেতি বচনং যুক্তমশ্বদ্বিধো বদেৎ ॥৭॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা দ্যুমৎসেনো বিররাম মহামনাঃ ।

তিষ্ঠন্তী চৈব সাবিত্রী কাষ্ঠভূতেব লক্ষ্যতে ॥৮॥

গ্নৌ ভূতে ভৰ্গমরণে সাবিত্র্যা ভরতর্ষভ ।।

দুঃখান্ধিতায়াস্তিষ্ঠন্ত্যাঃ সা রাত্রির্ব্যত্যবৰ্তত ॥৯॥

অগ্ন তদ্বিবসঞ্চেতি হুত্বা দীপ্তং হুতাননম্ ।

যুগমাত্রোদিতে সূর্যে কৃত্বা পৌৰ্ব্বাভিকৌঃ ক্রিয়াঃ ॥১০॥

ততঃ সৰ্বান্ দ্বিজান্ বৃদ্ধান্ শ্বশ্রুঃ শ্বশুরমেব চ ।

অভিবাধ্যানুপূৰ্বেণ প্রাঞ্জলিনিয়তা স্থিতা ॥১১॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ব্রতমিতি । ভিক্ষি পরিত্যজ । ন শক্তঃ, ধর্মব্যাঘাতাৎ । পারয়স্ব পারণাং কুরু ॥৭॥

এবমিতি । তিষ্ঠন্তী দণ্ডায়মানা, কাষ্ঠভূতেব নিশ্চলা, লক্ষ্যতে অ জ্ঞানৈঃ ॥৮॥

শ্ব ইতি । শ্বঃ পরদিনে ভূতে সতি । ব্যত্যবৰ্ত্তত অতীতাভবৎ ॥৯॥

অগ্নেতি । যুগমাত্রোদিতে আকাশস্থ হস্তচতুষ্টয়মাত্রোপিতে । “যুগং চতুচতুর্দশপি”

ইত্যাদি বিশ্বঃ । আত্মপূৰ্বেণ বয়োবৃদ্ধাদিক্রমেণ, নিয়তা স্থিতা ॥১০—১১॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—৪॥ বসতীনাং স্থানং ভোজনজননিরোধঃ, উপবসতীত্যাদৌ বসতে-  
স্তাদর্শ্যদর্শনাৎ ॥৫॥ পারয়িষ্টামি সমাপয়িষ্টামি, ব্যবসায়কৃতমুৎযোগকৃতম্ ॥৬—৯॥ যুগং  
হস্তচতুষ্কম্, তাবদুদিতে উপরি যাতে ॥১০—১৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে পঞ্চাশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৫০॥

দ্যুমৎসেনরাজা বলিলেন—“‘তুমি ব্রত পরিত্যাগ কর’ একথা আমি কোন  
প্রকারেই তোমাকে বলিতে পারি না। তবে, আমার মত লোক এই সঙ্গত  
কথা বলিতে পারেন যে, ‘তুমি পারণা কর’” ॥৭॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“এইরূপ বলিয়া মহামনা দ্যুমৎসেন বিরত হইলেন।  
আর তদ্রূপ লোকেরা দেখিতে লাগিল—সাবিত্রী একখানা কাষ্ঠের গ্নায়  
দাঁড়াইয়া আছেন ॥৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! পরদিনে ভর্গার মৃত্যু হইবে—ইহা ভাবিয়া দুঃখিতা ও দণ্ডায়-  
মানা সাবিত্রীর সে রাত্রি অতীত হইল ॥৯॥

‘অজ সেই দিন’ ইহা ভাবিয়া সাবিত্রী প্রজ্জলিত অগ্নিতে আহুতি দিয়া  
কন-৩৩ (১১)

অবৈধব্যশিষস্তে তু সাবিদ্যার্থে হিতাঃ শুভাঃ ।  
 উচুস্তপস্বিনঃ সর্বৈ তপোবননিবাসিনঃ ॥১২॥  
 এবমস্ত্বিতি সাবিদ্রৌ ধ্যানযোগপরায়ণা ।  
 মনসা তা গিরঃ সর্বাঃ প্রত্যগৃহ্মান্তপস্বিনাম্ ॥১৩॥  
 তং কালং তং মুহূর্তঞ্চ প্রতীক্ষন্তী নৃপাত্মজা ।  
 যথোক্তং নারদবচশ্চিন্তয়ন্তী স্তম্ভুঃখিতা ॥১৪॥  
 ততস্ত্ব শ্বশ্রুশ্চরানুবচতুস্তাং নৃপাত্মজাম্ ।  
 একান্তমাস্থিতাং বাক্যং শ্রীত্যা ভরতসত্তম ! ॥১৫॥  
 ব্রতং যথোপদিষ্টং তে তথা তং পারিতং ত্বয়া ।  
 আহারকালঃ সংপ্রাপ্তঃ ক্রিয়তাং যদনন্তরম্ ॥১৬॥

### ভারতকৌমুদী

অবৈধব্যোতি । অবৈধব্যস্ত আশিষ আশীর্বাদান্ ॥১২॥  
 এবমিতি । ধ্যানযোগ ইষ্টদেবতায়ান্তিস্তাধারাসম্বন্ধস্তৎপরায়ণা ॥১৩॥  
 তমিতি । কালং বেলাম্, মুহূর্তং ক্ষণম্, প্রতীক্ষন্তী প্রতীক্ষমাণা আসীৎ ॥১৪॥  
 তত ইতি । তাং সাবিদ্রীম্ । একান্তমেকদেশম্, আস্থিতামাশ্রিতাম্ ॥১৫॥  
 ব্রতমিতি । পারিতং সমাপয়িতুং শক্তম্ । সংপ্রাপ্ত উপস্থিতঃ ॥১৬॥

এক পূর্ব্বাহ্নবিহিত কার্য্য করিয়া, সুধ্য আকাশের চারি হাতমাত্র উঠিলে,  
 তখন সমস্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, শাশুরা ও শ্বশুরকে যথাক্রমে নমস্কার করিয়া কৃতাজ্জলি  
 ও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥১০-—১১॥

তখন তপোবনবাসী সেই সকল তপস্বী সাবিদ্রীর বিষয়ে হিত ও মঙ্গলকারী  
 অবৈধব্যের আশীর্বাদ করিলেন ॥১২॥

ইষ্টদেবতার ধ্যানপরায়ণা সাবিদ্রীও 'ইহাই হউক' এইরূপ মনে মনে  
 বলিয়া তপস্বিগণের সেই সকল আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন ॥১৩॥

তাহার পর রাজনন্দিনী সাবিদ্রী পূর্ব্বোক্ত নারদবাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত  
 দুঃখিত হইয়া সেই বেলা ও সেই মুহূর্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর শ্বশুর ও শাশুরী স্নেহবশতঃ একান্তবর্ন্তিনী  
 রাজনন্দিনী সাবিদ্রীকে এই কথা বলিলেন—॥১৫॥

“কল্যাণি ! তোমার নিকট যেভাবে ব্রতের উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল,  
 তুমি সেইভাবেই সে ব্রত সমাপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছ; এখন আহারের  
 সময় উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং পরে যাহা কর্তব্য, তাহা কর” ॥১৬॥

সাবিত্র্যবাচ ।

অস্তং গতে ময়াদিত্যে ভোক্তব্যং কৃতকার্যয়া ।

এষ মে হৃদি সঙ্কল্পঃ সময়শ্চ কৃতো ময়া ॥১৭॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

এবং সম্ভাষমাণায়াং সাবিত্র্যাং ভোজনং প্রতি ।

স্বন্ধে পরশুমাদায় সত্যবান্ প্রস্থিতো বনম্ ॥১৮॥

সাবিত্রী স্বাহ ভর্তারং নৈকস্তুং গন্তুমর্হসি ।

সহ ত্বয়া গমিষ্যামি নহি স্বাং হাতুমুৎসহে ॥১৯॥

সত্যবানুবাচ ।

বনং ন গতপূর্ব্বং তে দুঃখং পন্থাশ্চ ভাবিনি ! ।\*

ব্রতোপবাসক্ষামা চ কথং পন্থাং গমিষ্যসি ॥২০॥

সাবিত্র্যবাচ ।

উপবাসান্ন মে গ্লানির্নাস্তি চাপি পরিশ্রমঃ ।

গমনে চ কৃতোৎসাহাং প্রতিষেদ্ধুং ন মর্হসি ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

অন্তমিতি । কৃতং কার্য্যমবশিষ্টং কর্তব্যং যয়া তয়া সত্য । সময়ো নিয়মঃ ॥১৭॥

এবমিতি । সম্ভাষমাণায়াং বদন্ত্যাম্ । প্রস্থিতঃ কাঠমানেতুমিতি শেষঃ ॥১৮॥

সাবিত্রীতি । আহ ব্রবীতি স্ব । হাতুং ত্যক্তুম্ ॥১৯॥

বনগিতি । তে ত্বয়া, দুঃখো দুঃখকরঃ । ব্রতোপবাসেন ক্ষামা ক্ষীণবলা ॥২০॥

সাবিত্রী বলিলেন—“সূর্য্য অস্ত গেলে, আমি অবশিষ্ট কার্য্য করিয়া পরে ভোজন করিব; ইহাই আমার মনের সঙ্কল্প এবং এইরূপ নিয়মই আমি করিয়াছিলাম” ॥১৭॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“সাবিত্রী ভোজনের বিষয়ে এইরূপ বলিতেছিলেন, এমন সময়ে সত্যবান্ স্বন্ধে কুঠার লইয়া বনে যাইতে লাগিলেন ॥১৮॥

তখন সাবিত্রী তাঁহাকে বলিলেন—“আপনি একাকী যাইতে পারিবেন না, আমি আপনার সহিত যাইব; আমি আপনাকে ছাড়িতে ইচ্ছা করি না” ॥১৯॥

\* সত্যবান্ বলিলেন—“ভাবিনি । তুমি পূর্ব্ব বনে যাও নাই, পথও কষ্টজনক এবং উপবাসে তোমার শক্তিও ক্ষীণ হইয়াছে; সুতরাং তুমি কি করিয়া পদব্রজে গমন করিবে?” ॥২০॥

• (১৭)...ভোক্তব্যং কৃতকার্য্যয়া—বা ব ক নি । (১৮) এবং সম্ভাষমাণায়াঃ সাবিত্র্যাঃ—বা ব ক নি । (২০)...দুঃখপন্থাশ্চ ভাবিনি।—বা ব ক পি ।



সত্যবানুবাচ ।

যদি তে গমনোৎসাহঃ করিষ্যামি তব প্রিয়ম্ ।

মম হ্রামস্ত্রয় গুরু ন মাং দোষঃ স্পৃশেদয়ম্ ॥২২॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

সাভিবাগ্ভাববীচ্ছ শ্রুং শ্বশুরঞ্চ মহাব্রতা ।

অয়ং গচ্ছতি মে ভর্ত্তা ফলাহারো মহাবনম্ ॥২৩॥

ইচ্ছেয়মভ্যনুজ্ঞাতা আৰ্য্যয়া শ্বশুরেণ চ ।

অনেন সহ নির্গন্তুং ন মেহুত্ব বিরহঃ ক্ষমঃ ॥২৪॥

গুরুমিহোত্তরার্থকৃতে প্রস্থিতশ্চ সূতস্তব ।

ন নিবার্য্যো নিবার্য্যঃ স্মাদনুগ্ধা প্রস্থিতো বনম্ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

উপেতি । শ্রানিঃ কষ্টম্ । ক্রতোৎসাহঃ মাং মাম্ ॥২১॥

যদীতি । হ্রামস্ত্রয় হ্রামস্ত্রানুমতিং গৃহাণ, গুরু মাতাপিতরৌ । দোষঃ স্বেচ্ছাচারঃ ॥২২॥

সেতি । ফলাগ্ভাহরতীতি ফলাহারঃ কৰ্ম্মণ্যং । ফলানি কাষ্ঠানি চাহৰ্ত্তুমিতার্থঃ ॥২৩॥

ইচ্ছেয়মিতি । আৰ্য্যয়া মানুয়া শ্বশুরা । ক্ষমঃ সহঃ, উচিত ইতি তু ধন্যতে ॥২৪॥

তর্হি কথং সত্যবানেব ন নিবার্য্যত ইত্যাহ—গুরুমিতি । গুরু মাতাপিতরৌ অগ্নিহোত্রঞ্চ তেষামর্থঃ প্রয়োজনানি ফলানি কাষ্ঠানি চ তৎকৃতে তদাহরণনিমিত্তে । অনুগ্ধা প্রয়োজনান্তরে ॥২৫॥

সাবিত্রী বলিলেন—“উপবাসে আমার কষ্ট বা পরিশ্রম হয় নাই এবং আমি যাইবার জন্তও উৎসাহী হইয়াছি । এ অবস্থায় আপনি আমাকে নিষেধ করিতে পারেন না” ॥২১॥

সত্যবান্ বলিলেন—“যদি তোমার যাইবার উৎসাহই হইয়া থাকে, তবে আমি তোমার সে প্রিয়কার্য্য কবিব; কিন্তু আমার পিতা-মাতাকে ডাকিয়া তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ কর । তাহা হইলে আর এ বিষয়ে আমার কোন দোষ হইবে না” ॥২২॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তখন মহাব্রতা সাবিত্রী যাইয়া শ্বশুর ও শাশুরীকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—“আমার স্বামী ফল ও কাষ্ঠ আহরণ করিতে এই মহাবনে যাইতেছেন ॥২৩॥

আপনারদের অনুমতিক্রমে আমি ইহার সহিত যাইতে ইচ্ছা করি । কারণ, আজ আমি ইহার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিব না ॥২৪॥

সংবৎসরঃ কিঞ্চিদূনো ন নিজ্জাল্লাহমাত্ৰমাৎ ।

বনং কুস্থমিতং দ্রষ্টুং পরং কৌতূহলং হি মে ॥২৬॥

হ্যামৎসেন উবাচ ।

যতঃ প্রভৃতি সাবিত্রৌ পিত্রো দত্তা স্মৃষা মম ।

নানয়াভ্যর্থনায়ুক্তমুক্তপূর্বং স্মরাম্যহম্ ॥২৭॥

তদেষা লভতাং কামং যথাভিলষিতং বধুঃ ।

অপ্রমাদশ্চ কর্তব্যঃ পুত্রি ! সত্যবতঃ পথি ॥২৮॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

উভাভ্যামভ্যশুভ্জাতা সা জগাম যশস্বিনী ।

সহ ভর্ত্রা হসন্তৌব হৃদয়েন বিদূয়তা ॥২৯॥

সা বনানি বিচিত্রাণি রমণীয়ানি সর্বশঃ ।

ময়ূরগণজুষ্টানি দদর্শ বিপুলেক্ষণা ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

স্বমেব বা কিমর্থং গন্তুমিচ্ছনোত্যাহ—সংবৎসর ইতি । কুস্থমিতং সঞ্জাতকুস্থমম্ ॥২৬॥

যত ইতি । স্মৃষা পুত্রবধূরূপা । অভ্যর্থনায়ুক্তং প্রার্থনাস্থিতম্ ॥২৭॥

তদिति । কাম্যত ইতি কামো বিষয়স্তম্ । অপ্রমাদঃ সর্ববিষয়ে সাবধানতা ॥২৮॥

উভাভ্যামিতি । উভাভ্যাং স্বশ্বশুভ্জাতাম্ । বিদূয়তা সমুপামানেন ॥২৯॥

সেতি । ময়ূরগণৈজুষ্টানি সেবিতানি । বিপুলেক্ষণা বিশালনয়না ॥৩০॥

তা'র পর আপনাদের পুত্র, গুরুজনের জন্ত ফল ও অগ্নিহোত্রের জন্ত কাষ্ঠ আনয়ন করিতে যাইতেছেন ; এ অবস্থায় উহাকে বারণ করাও যায় না ; অজ্ঞ প্রয়োজনে হইলে বারণ করা যাইত ॥২৫॥

কিঞ্চিৎ ন্যূন একবৎসর হইল, আমি আশ্রম হইতে বাহির হই নাই ; কিন্তু আজ পুষ্পিত বন দেখিবার জন্ত আমার অত্যন্ত কৌতুক জন্মিয়াছে” ॥২৬॥

হ্যামৎসেন বলিলেন—“যদবধি সাবিত্রীকে উহার পিতা আমার পুত্রবধুরূপে দান করিয়াছেন, তদবধি সাবিত্রী কোন প্রার্থনার কথা বলিয়াছে বলিয়া আমার স্মরণ হয় না ॥২৭॥

অতএব এই বধু অভীষ্ট বিষয় লাভ করুক । পুত্রি ! তুমি পথে সর্বদা সত্যবান্কে সাবধান করিও” ॥২৮॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“যশস্বিনী সাবিত্রী স্বশুর ও শাশুরীর অনুমতি পাইয়া, সমুদ্রস্রোত্রে অথচ যেন হাসিতে হাসিতে ভর্তার সহিত গমন করিতে লাগিলেন ॥২৯॥

নদীঃ পুণ্যবহাশ্চৈব পুষ্পিতাংচ নগোত্তমান্ ।

সত্যবানাহ পশ্যেতি সাবিত্রীং মধুরং বচঃ ॥৩১॥

নিরীক্ষমাণা ভর্তারং সৰ্ববান্ধবানিন্দিতা ।

মৃতমেব হি তং মেনে কালে মুনিবচঃ স্মরন্ ॥৩২॥

অনুব্রজন্তী ভর্তারং জগাম যুজ্জগামিনী ।

দ্বিধেব হৃদয়ং কৃত্বা তঞ্চ কালমবেক্ষতী ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি দ্রৌপদী-  
হরণে সাবিত্র্যপাখ্যানেন পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

### ভারতকৌমুদী

নদীরিতি । পুণ্যবহাঃ স্নানার্হো ধর্মজনিকাঃ, নগোত্তমান্ পর্বতশ্রেষ্ঠান্ ॥৩১॥

নিরিত্তি । অনিন্দিতা সাবিত্রী । স্মরন্বিত্তি পুংস্তমার্ষম্ ॥৩২॥

অস্থিত্তি । দ্বিধেব উদ্বিগ্নেন বিদৌর্গমিব । 'অবেক্ষতী অবক্ষমাণা ॥৩৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায় বনপর্বণি

দ্রৌপদীহরণে পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

বিশালনয়না সাবিত্রী ময়ূরসেবিত, বিচিত্র ও রমণীয় বহুতর বন দর্শন  
করিলেন ॥৩০॥

তখন সত্যবান্ সাবিত্রীকে এই মধুর বাক্য বলিলেন যে, “প্রিয়তমে !  
পুণ্যজনিকা নদী ও কুসুমিত উত্তম পর্বত সকল দর্শন কর” ॥৩১॥

কিন্তু অনিন্দিতা সাবিত্রী সমস্ত অবস্থাতেই ভর্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে  
থাকিয়া এবং নারদমুনির সেই বাক্য স্মরণ করিয়া সেই সময়ে তাঁহাকে মৃত  
বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

মন্দগামিনী সাবিত্রী সেই সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া এবং উদ্বিগ্নে বিদৌর্গ  
হৃদয়ই যেন ব্রহ্মন করিতে থাকিয়া ভর্তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে  
লাগিলেন ॥৩৩॥

—:~:—

(৩১) নদীং পুণ্যবহাশ্চৈব—পি । \* ‘...দ্ব্যধিকদ্বিশততমঃ ...’—পি, ‘...পঞ্চবত্যধিক-  
দ্বিশততমঃ ...’—বা ব, ‘...পঞ্চবত্যধিকদ্বিশততমঃ ...’—কা, ‘...সপ্তবত্যধিকদ্বিশততমঃ ...’—নি ।

## একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

অথ ভার্ঘ্যাসহায়ঃ স ফলান্ভাদায় বীর্যবান্ ।

কঠিনং পূরয়ামাস ততঃ কাষ্ঠান্ধপাটয়ৎ ।

তস্ত্য পাটয়তঃ কাষ্ঠং শ্বেদো বৈ সমজ্জায়ত ॥১॥

ব্যায়ামেন চ তেনাস্ত জজ্ঞে শিরসি বেদনা ।

সোহভিগম্য প্রিয়াং ভার্ঘ্যায়ুবাচ শ্রমপীড়িতঃ ॥২॥

সত্যবানুবাচ ।

ব্যায়ামেন মমানেন জাতা শিরসি বেদনা ।

অঙ্গানি চৈব সাবিত্রি ! হৃদয়ং দূয়তীব চ ।

অন্তঃস্থমিব চাত্মানং লক্ষয়ে মিতভাষিণি ! ॥৩॥

শূলৈরিব শিরো বিদ্ধমিদং সংলক্ষয়াম্যহম্ ।

স্বপ্তুমিচ্ছামি কল্যাণি । ন স্মাতুং শক্তিরস্তি মে ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

• অথেতি । কঠিনং স্থালীং বস্ত্রপুটকমিতি যাবৎ, “কঠিনং নিষ্ঠুরে স্থাল্যাং শর্করায়াম্ গুড়স্ত্য চ” ইতি বিশ্বঃ । অপাটয়ৎ কুঠাপোভিনৎ । শ্বেদো ঘর্ষঃ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১॥

ব্যায়ামেনেতি । ব্যায়ামেন পরিশ্রমেণ । জজ্ঞে উৎপন্ন ॥২॥

ব্যায়ামেনেতি । অঙ্গানি দূয়ন্তে । দূয়তি দূয়তে পরিতপ্যতে । অয়মপি ঘটপাদঃ শ্লোকঃ ॥৩॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তাহার পর শক্তিশালী সত্যবান্ সাবিত্রীর সহিত মিলিত হইয়া, ফল তুলিয়া তুলিয়া, থলিয়া পূর্ণ করিলেন; পরে কাঠ চিড়িতে লাগিলেন; সেই কাঠ চিড়িবার সময়ে তাঁহার ঘাম হইল ॥১॥

ক্রমে সেই পরিশ্রমে তাঁহার মস্তকে বেদনা জন্মিল । তখন তিনি শ্রম-পীড়িত হইয়া প্রিয়তমা ভার্ঘ্যার নিকট যাইয়া বলিলেন” ॥২॥

সত্যবান্ বলিলেন—“মিতভাষিণি সাবিত্রি ! এই পরিশ্রমে আমার মস্তকে বেদনা জন্মিয়াছে, সমস্ত অঙ্গ ও হৃদয় যেন জলিতেছে এবং আপনাকে যেন অনুস্থ বলিয়া মনে করিতেছি ॥৩॥

(১)...ততঃ কাষ্ঠান্ধপাটয়ৎ—বা ব কা পি ।

স। সমাসাণ্ড সাবিত্রী ভর্তারমুপগম্য চ ।  
 উৎসঙ্গেহস্ত শিরঃ কৃষ্ণা নিষসাদ মহৌতলে ॥৫॥  
 ততঃ সা নারদবচো বিমুশস্তৌ তপস্বিনী ।  
 তং মুহূর্তং ক্ষণং বেলাং দিবসঞ্চ যুযোজ হ ॥৬॥  
 মুহূর্তাদেব চাপশ্যৎ পুরুষং রক্তবাসসম্ ।  
 বন্ধমৌলিং বপুশ্চক্ষুর্মা দিত্যসমতেজসম্ ॥৭॥  
 শ্রামাবদাতং রক্তাক্ষং পাশহস্তং ভয়াবহম্ ।  
 স্থিতং সত্যবতঃ পার্শ্বে নিরীক্ষন্তং তমেব চ ॥৮॥ (যুগ্মকম্)  
 তং দৃষ্ট্বা সহসোথায় ভর্তুন্যস্ত শনৈঃ শিরঃ ।  
 কৃতাজ্জলিরুবান্তা হৃদয়েন প্রবেপতী ॥৯॥

### ভারতকৌমুদী

শূলৈরिति । বিদ্ধং কেনাপি তাড়িতম্ । স্থাতুং দণ্ডায়মানতাবেন ॥৪॥  
 সেতি । সমাসাণ্ড ধৃষ্ণা । উৎসঙ্গে ক্রোড়ে, নিষসাদ উপবিবেশ ॥৫॥  
 তত ইতি । বিমুশস্তী স্মরস্তী । তং নারদোক্তম্ । যুযোজ গণনায়াম্ ॥৬॥  
 মুহূর্তাদিতি । বপুশ্চক্ষুঃ প্রশস্তবপুশ্চ । শ্রামাবদাতং নির্মলশ্রামবর্ণম্ ॥৭—৮॥  
 তমিতি । স্তম্ভ ভূতলে স্থাপয়িত্বা । প্রবেপতী প্রবেপমানা কম্পমানা ॥৯॥

কল্যাণি ! আমি ধারণা করিতেছি—কেহ যেন শূলদ্বারা আমার এই মস্তকটাকে বিদ্ধ করিয়াছে ; অতএব আমি শয়ন করিতে ইচ্ছা করি ; আমার আর দাঁড়াইয়া থাকিবার শক্তি নাই” ॥৪॥

তাহার পর সাবিত্রী যাইয়া সত্যবান্কে ধারণ করিয়া তাঁহার মস্তকটাকে ক্রোড়ের উপর রাখিয়া ভূতলে উপবেশন করিলেন ॥৫॥

তদনন্তর শোচনোয়া সাবিত্রী নারদের কথা শ্রবণ করিয়া সেই দিন, সেই বেলা, সেই মুহূর্ত ও সেই ক্ষণ গণনায় যোগ করিয়া দেখিলেন ॥৬॥

মুহূর্তকাল পরেই সাবিত্রী দেখিলেন—ভয়ঙ্কর একটা পুরুষ সত্যবানের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহাকে দেখিতে লাগিল ; তাহার পরিধানে রক্তবর্ণ বস্ত্র, কেশকলাপ বদ্ধ, বিশাল শরীর, সূর্য্যের তুল্য তেজ, নির্মল শ্রামবর্ণ, নয়নমুগ্ধ রক্তবর্ণ এবং হস্ত রজ্জু রহিয়াছে ॥৭—৮॥

সাবিত্রী তাহাকে দেখিয়া, ধীরে ধীরে সত্যবানের মস্তকটা ভূতলে রাখিয়া, তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া, কৃতাজ্জলি ও কাতর হইয়া, কম্পিত হৃদয়ে বলিলেন ॥৯॥

সাবিত্র্যবাচ ।

দৈবতং স্বাভিজানামি বপুৰেতক্ষ্যমানুষম্ ।

কাময়া ক্রহি মে দেব ! কন্তুং কিঞ্চ চিকীৰ্ষসি ॥১০॥

যম উবাচ ।

পতিব্রতাসি সাবিত্রি ! তথৈব চ তপোহস্তিতা ।

অতস্ত্বামভিভাষামি বিদ্ধি মাং হুং শুভে ! যমম্ ॥১১॥

অয়ং তে সত্যবান্ ভৰ্ত্তা ক্ষৌণয়ুঃ পার্থিবাশ্রজঃ ।

নেম্যাম্যেনমহং বদ্ধা বিদ্যেত্যমে চিকীৰ্ষিতম্ ॥১২॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ইতু্যক্ত পিতৃরাজস্তাং ভগবান্ স্বচিকীৰ্ষিতম্ ।

যথাবৎ সৰ্বমাধ্যাতুং তৎপ্রিয়ার্থং প্রচক্রমে ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

দৈবতমিতি । স্বা স্বাম্ । হি যস্মাৎ । কাময়া ইচ্ছয়া ॥১০॥

পতীতি । অভিভাষামি আলপামি । অন্তথা মাহুৰ্বেণ সহালাপো ন শ্রাৎ ॥১১॥

অয়মিতি । বিদ্ধি জানৌহি, চিকীৰ্ষিতং কৰ্ত্তুমিষ্টম্ ॥১২॥

ইতীতি । পিতৃরাজো যমঃ । তৎপ্রিয়ার্থং সাবিত্র্যাঃ শ্রীতিকরব্যাপারার্থম্ ॥১৩॥

সাবিত্রী বলিলেন—“আমি আপনাকে দেবতা বলিয়া বুঝিতেছি। কেন না, এরূপ দেহ মানুষের হয় না; সুতরাং দেব। আপনি আমার ইচ্ছানুসারে বলুন যে, আপনি কে? এবং কিই বা করিবার ইচ্ছা করিতেছেন?” ॥১০॥

যম বলিলেন—“সাবিত্রি! তুমি পতিব্রতা, বিশেষতঃ তপস্বিনী। এই জন্তই আমি তোমার সহিত আলাপ করিতেছি। কল্যাণি! তুমি আমাকে যম বলিয়া অবগত হও ॥১১॥

তোমার পতি এই রাজপুত্র সত্যবানের আয়ুঃশেষ হইয়াছে; সুতরাং আমি ইহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইব; ইহাই আমি করিতে ইচ্ছা করিয়াছি—জানিবে” ॥১২॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“ভগবান্ যম এইভাবে আপন কৰ্ত্তব্য বিষয় সাবিত্রীকে বলিয়া তাঁহার শ্রীতির জন্ত যথাযথভাবে সমস্ত বলিবার উপক্রম করিলেন— ॥১৩॥

(১০) কাময়া ক্রহি দেবেশ!—বা ব কানি। (১২) স্রোকাৎ পরম্ সাবিত্র্যবাচ। অরতে ভগবন্। দূতাত্তবাগচ্ছন্তি মানবান্। নেতুং কিল ভবান্ কস্মাদাগতোহসি স্বয়ং প্রত্যো।’ অয়মধিকঃ স্রোকঃ—বা ব কানি। (১৩) ইতু্যক্তঃ পিতৃরাজস্তাং—বা ব কানি।

অয়ঞ্চ ধর্মসংযুক্তো রূপবান্ গুণসাগরঃ ।

নাহৌ মৎপুরুষৈর্নৈভুমতোহস্মি স্বয়মাগতঃ ॥১৪॥

ততঃ সত্যবতঃ কায়াং পাশবন্ধং বশং গতম্ ।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাং ॥১৫॥

ততঃ সমুদ্ধৃতপ্রাণং গতস্থাসং হতপ্রভম্ ।

নির্বিচেষ্টং শরীরং তদ্বভূবাপ্রিয়দর্শনম্ ॥১৬॥

যমস্ত তং ততো বন্ধা প্রয়াতো দক্ষিণামুখঃ ।

সাবিত্রী চৈব দুঃখার্থা যমমেবান্বগচ্ছত ।

নিয়মব্রতসংসিদ্ধা মহাভাগা পতিব্রতা ॥১৭॥

যম উবাচ ।

নিবর্ত গচ্ছ সাবিত্রি ! কুরুষ্যাস্তৌর্দ্ধদেহিকম্ ।

কৃতং ভর্তৃস্থয়ানুগ্যং যাবদুগম্যং গতং স্বয়া ॥১৮॥

#### ভারতকৌমুদী

অয়মিতি । অমং সত্যবান্, ধর্মসংযুক্তো ধার্মিকঃ । নাহৌ ন যোগ্যঃ ॥১৪॥

তত হতি । পাশবন্ধং মায়াক্রান্তম্, বশং গতং কন্ধ্যাধীনম্, অঙ্গুষ্ঠমাত্রং ক্ষুদ্রমিত্যর্থঃ, পুরুষং জীবাখ্যপুরুষাধিষ্ঠিতং লিঙ্গশরীরম্ । তচ্চ পঞ্চপ্রাণ-পঞ্চত্মাদ-পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-মনো-বুদ্ধিব্যুৎকরণম্, “সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্” ইতি সাংখ্যসূত্রোং ॥১৫॥

তত ইতি । সমুদ্ধৃতাঃ প্রাণা যমাত্তং । নির্বিচেষ্টং স্পন্দনহীনম্ ॥১৬॥

যম ইতি । নিয়মব্রতসংসিদ্ধতাদেবাত্মা যমাত্মগমনশক্তিরিত্যাশয়ঃ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৭॥

নিবর্তেতি । অন্ত সত্যবতঃ, ঔর্দ্ধদেহিকং দাহাদিকম্ । কৃতং পাতিব্রাত্যেন ॥১৮॥

“সত্যবান্ ধার্মিক, রূপবান্ ও গুণের সাগর; সুতরাং ইহাকে লইয়া যাওয়া আমার পুরুষদের উচিত নহে । তাই আমি নিজেই আসিয়াছি” ॥১৪॥

তাহার পর যম সত্যবানের দেহ হইতে পাশবন্ধ, পরাধীন ও অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ একটা পুরুষকে নিষ্কর্ষণ (টানিয়া বাহির) করিলেন ॥১৫॥

তৎপরে প্রাণশূন্য, শ্বাসবিহীন, কাল্পিত ও নিষ্পন্দ সেই শরীরটী তৎক্ষণাৎ অপ্রিয়দর্শন হইয়া পড়িল ॥১৬॥

তদনন্তর যম সত্যবানকে বন্ধন করিয়া লইয়া দক্ষিণমুখে চলিলেন; তখন ব্রত-নিয়ম-সিদ্ধা, মহাভাগা ও পতিব্রতা সাবিত্রী দুঃখার্থ হইয়া যমেরই অঙ্গুগমন করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

তখন যম বলিলেন—“সাবিত্রি ! তুমি ফের, যাও, যাইয়া ইহার ঔর্দ্ধ-

## সাবিত্র্যেবাচ ।

যত্র মে নীয়তে ভর্তা স্বয়ং বা যত্র গচ্ছতি ।

ময়া চ তত্র গন্তব্যমেব ধর্ম্যঃ সনাতনঃ ॥১৯॥

তপসা গুরুভক্ত্যা চ ভর্তুঃ স্নেহাদব্রতেন চ ।

ত্ব চৈব প্রসাদেন ন মে প্রতিহতা গতিঃ ॥২০॥

প্রাহঃ সাগুপদং মৈত্রং বুধাস্তদ্বার্থদর্শিনঃ ।

মিত্রেতাস্তু পুরস্কৃত্য কিঞ্চিৎক্যামি তচ্ছৃণু ॥২১॥

নানাথবস্তস্ত বনে চরন্তি ধর্ম্মঞ্চ বাসঞ্চ প্রতিশ্রয়ঞ্চ ।

বিজ্ঞানতো ধর্ম্মমুদাহরন্তি তস্মাৎ সন্তো ধর্ম্মমাহুঃ প্রধানম্ ॥২২॥

## ভারতকৌমুদী

যথেষতি । গচ্ছতি ভর্তৃব । ধর্ম্মঃ পত্ন্যাঃ পত্যমুগমনরূপঃ ॥১৯॥

আত্মক্কা গতো যোগ্যতামাহ—তপসেতি । তপসা পাতিত্রাত্যাদিনা ॥২০॥

প্রতি । তদ্বার্থদর্শিনো বুধাঃ, সপ্তান্যং পদানামিদং সাগুপদং সাহিত্যেন সপ্তপদগমনমেব, মৈত্রং মিত্রতাম্, প্রাহঃ । অতস্তাং মিত্রতাং পুরস্কৃত্য তু কিঞ্চিৎক্যামি, তচ্ছৃণু । স্বয়া সহ ময়া সপ্তপদগমনাদাবয়োমিত্রতা জাতেতি মযাপি নত্ব ব্যং অযাপি শ্রোতব্যমিতি ভাবঃ ॥২১॥

পতিহীনাঃ পত্ন্যাঃ প্রধানং গার্হস্থ্যধর্ম্মমেবাচরিতুং নারহন্তীতি তদ্ব্যর্থমেব ত্বে পত্ন্যজীবনঃ

## ভারতভাবদীপঃ

অথেতি । কঠিনং স্থানীম্ । “কঠিনং নিষ্টবে স্থাল্যাম্” ইতি বিখঃ ॥১—৫॥ যুযোজান্ত-  
চিন্তিতবতী ॥৬—৯॥ কাময়া ইচ্ছয়া ॥১০—১৪॥ ব্রহ্মুর্ভূতমাত্রং হৃদয়াকাশপ্রতিষ্ঠিতদ্বাস্তং-  
প্রমাণং পূর্ঘ্যষ্টকবেষ্টিতং সূক্ষ্মশরীরবস্তুম্ ॥১৫—২১॥ অনাত্মবশোহভিতেন্দ্রিয়াঃ, বনে ধর্ম্মং  
দেহিক কার্য্য কর । তুমি ভর্তার ঋণ পরিশোধ করিয়াছ এবং ভর্তার সঙ্গে  
যত দূর যাইতে হয়, তাহা আসিয়াছ” ॥১৮॥

সাবিত্রী বলিলেন—“আমার ভর্তাকে অথো যেখানে নিয়া যায় বা তিনি  
নিজে যেখানে যান, সেখানে আমারও যাওয়া উচিত ; ইহাই সনাতন  
ধর্ম্ম ॥১৯॥

তার পর তপস্কা, গুরুভক্তি, ভর্তার স্নেহ, ব্রত এবং আপনার অমুগ্রহে  
আমার গতি প্রতিহত হইবে না ॥২০॥

তদ্বার্থদর্শী পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন—একসঙ্গে সাত ‘পা’ গেলেই মিত্রতা  
হয় ; সুতরাং আমি সেই মিত্রতা অবলম্বন করিয়া কিছু বলিব, আপনি তাহা  
শ্রবণ করুন ॥২১॥

(২২) নানাথবস্তস্ত...বাসঞ্চ পরিশ্রমঞ্চ—বা ব ক নি ।



একস্ত ধৰ্মেণ সতাং মতেন সৰ্ব্বৈ স্ত তং মার্গমমুপ্রপন্নাঃ ।

মা বৈ দ্বিতীয়ং মা তৃতীয়ঞ্চ বাঞ্ছন্তস্মাৎ সন্তো ধৰ্ম্মমাহুঃ প্রদানম্ ॥২৩॥

### ভারতকৌমুদী

মাবশ্যকমিত্যাশয়েনোহ—নেতি । অনাথবস্তঃ পতিহীনা দারাঃ, বনে ধৰ্ম্মং যজ্ঞাদিরূপঞ্চ, বাসং তীৰ্থস্থিত্যদিরূপঞ্চ, প্রতিশ্রয়ং নিয়মাপ্রয়ং ব্রতরূপঞ্চ ধৰ্ম্মম্, ন চরন্তি চরিত্ত্বং ন শরুবন্তি, সহায়কাতাবাং “সপত্নীকো ধৰ্ম্মমাচরেৎ” ইতি বিধানাচ্চেতি ভাবঃ । গৃহে তু সহায়কসম্ভবাং যথাকথঞ্চিকচরিত্ত্বং শরুবন্ত্যেবেতি সূচয়িত্ত্বং বনপদমুক্তম্ । অথ ধৰ্ম্ম এব কিমর্থ ইত্যাহ—বিজ্ঞানত ইতি । বিজ্ঞানতো বিজ্ঞানায় তদ্বিজ্ঞানায়ৈতি যাবৎ ধৰ্ম্মমুদাহরন্তি ঐতর্য্যো মুনয়শ্চ ব্রুবন্তি ; “তমেতমাত্মানং বেদাহুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিশন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা” ইতি ঐতরেঃ । তস্মাৎ মৃত্যুপযোগিতদ্বিজ্ঞানসাধকত্বাৎ, সন্তঃ ধৰ্ম্মমেব কর্তব্যমধ্যে প্রধানমাহুঃ ॥২২॥

কিঞ্চায়ং পতিপত্ন্যভয়সাধ্যো ধৰ্ম্মস্তাদৃশধৰ্ম্মান্তরপ্রবর্তকতয়াপি প্রধান ইত্যাহ—একশ্চেতি । সতাং মতেন, একস্ত, ধৰ্ম্মেণ পতিপত্ন্যভয়সাধ্যমানধৰ্ম্মদর্শনেন, সৰ্ব্ব এব, তং মার্গং পতিপত্ন্যভয়কর্তৃকতয়া সাধনপদ্ধতিম্, অন্তপ্রপন্না ভবন্তি অমুসরন্তি । কিন্তু কোহপি দ্বিতীয়ং মার্গং মা, তৃতীয়ঞ্চ মার্গং মা বাঞ্ছন্ত গন্তং নেক্ষেৎ । তস্মাৎ সন্তঃ, পতিপত্ন্যভয়সাধ্যমেব ধৰ্ম্মং প্রধানমাহুঃ ॥২৩॥

### ভারতভাবদীপঃ

যজ্ঞাদিরূপং ন চরন্তি জিতেশ্রিয়া এব বনে গ্রামে বা যজ্ঞাদীন জীসম্বন্ধান ধৰ্ম্মান কুর্বন্তি তেন গৃহস্থবানপ্রস্থয়োঃ সংগ্রহঃ । বাসং গুরুকুলবাসং ব্রহ্মচর্য্যম্, পরিশ্রমং পরিত্যাগরূপমাপ্রমং সন্ন্যাসম্ । পাঠান্তরে প্রতিশ্রয়ং প্রতিনিবৃত্তঃ শ্রয়ঃ কর্মফলাশ্রয়ণমত্রেতি প্রতিশ্রয়ং সন্ন্যাসম্, বিজ্ঞানতঃ চতুর্থার্থে সার্কবিভক্তিকস্তসিঃ । ধৰ্ম্মস্ত ফলমাত্মবিজ্ঞানমিত্যর্থঃ । “তমেতং বেদাহুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিশন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন” ইতি । এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তীতি চ বেদাহুবচনস্ত যজ্ঞাদীনাং প্রব্রজনস্ত চাত্মলাভার্থব্রবণাৎ ॥২২॥ এতেষামাপ্রমধৰ্ম্মাণাং সমুচ্চয়ং বারয়তি—একশ্চেতি । চতুৰ্ণামন্ততমশ্চৈকস্তাপ্রমস্ত ধৰ্ম্মেণ সতাং মতেন দম্ভাদিরহিতশ্রদ্ধয়া সমাগমুষ্ঠিতেনেত্যর্থঃ । সৰ্ব্বৈ বয়মাপ্রমাংস্ত মার্গং জ্ঞানমার্গং প্রপন্নাঃ প্রাপ্তাঃ স্ত, অতো হেতোরস্বত্বসদৃশোহয়িসাধ্যানাং কর্মণাং কৰ্ত্তা ধৰ্ম্মঞ্চ বাসঞ্চ প্রতিশ্রয়শ্চেতি পাঠক্রমাপেক্ষয়া দ্বিতীয়ং নৈষ্টিকং গুরুকুলবাসং দারাকরণরূপং তৃতীয়ং পারি-ব্রাজ্যং দারাদিত্যাগরূপং বা ন বাঞ্ছ জ্ঞানহেতোঃ প্রধানভূতস্ত ধৰ্ম্মস্তাত্তেহপি সিদ্ধেরিত্যর্থঃ ।

ভর্তুহীন ভাৰ্য্যারা বনে থাকিয়া যজ্ঞ, তীৰ্থবাস কিংবা ব্রতের ধৰ্ম্ম করিতে পারেন না । মুনীরা কিন্তু সে ধৰ্ম্মকে তদ্বিজ্ঞানের অন্ততম কারণ বলিয়া থাকেন ; অতএব সাধুরা কর্তব্যের মধ্যে ধৰ্ম্মকেই প্রধান বলেন ॥২২॥

একের সজ্জনসম্মত ধৰ্ম্মপথ দেখিয়া সকলেই সেই পথের অনুসরণ করে ; কিন্তু কেহুই তন্তির দ্বিতীয় বা তৃতীয় পথে যাইতে ইচ্ছা করে না ; অতএব সাধুরা পতিপত্নীসাধ্য (গার্হস্থ্য) ধৰ্ম্মকেই প্রধান বলিয়া থাকেন ॥২৩॥

যম উবাচ ।

নিবৰ্ত্ত তু কোহস্মি ভবানয়া গিরা স্বরাক্ষরব্যঞ্জনহেতুযুক্তয়া ।

বরং বৃগীষেহ বিনাস্ত জীবিতং দদানি তে সৰ্ব্বমনিন্দিতে ! বরম্ ॥২৪॥

সাবিত্র্যবাচ ।

চ্যুতঃ স্বরাজ্যাদ্বনবাসমাপ্তিতো বিনষ্টচক্ষুঃ শ্বশুরো মমাত্মমে ।

স লব্ধচক্ষুর্বলবান্ ভবেম্ পস্তব প্রসাদাজ্জলনাকসম্নিতঃ ॥২৫॥

যম উবাচ ।

দদানি তেহং তমনিন্দিতে ! বরং যথা ত্বয়োক্তং ভবিতা চ তত্থা ।

তবাধ্বনা গ্লানিমিবোপলক্ষ্যে নিবৰ্ত্ত গচ্ছস্ব ন তে শ্রমো ভবেৎ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

নীতি । হে অনিন্দিতে সাবিত্রি ! নিবৰ্ত্ত স্বমিত এব নিবৰ্ত্তস্ব । কিঞ্চ, স্বয়া উদাত্তাদয়ঃ, ন স্বরস্তি ন চলন্তীত্যক্ষরাণি অকারাদীনি, ব্যঞ্জনানি ককারাদীনি, যথাযথং তেষামুচ্চারণানীত্যর্থঃ, হেতবো যুক্তয়শ্চ তৈযুক্তয়া অনয়া তব গিরা তুটোহস্মি । অতএবেহ অস্ত সত্যবতো জীবিতং বিনা সৰ্বং বরং তে দদানি, তঞ্চ বরং বৃগীষ ॥২৪॥

চ্যুত ইতি । আশ্রমে তিষ্ঠতীতি শেষঃ । জলনাকসম্নিতঃ অগ্নিস্বর্ষাতুল্যঃ ॥২৫॥

দদানীতি । অধ্বনা দূরাক্ষগমনেন । শ্রমো ন ভবেৎ, ইতো নিবৃত্তোতি ভাবঃ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

মন্তুর্ভূরূপেনাবয়োৰ্ধ্বং মা নাশয়েতি ভাবঃ ॥২৩॥ নিবৰ্ত্ত নিবৰ্ত্তস্ব, স্বয় উদাত্তাদিঃ, অক্ষরমকারাদি, ব্যঞ্জন ককারাদি, এতদযুক্ত্যেন বাক্যস্ত শব্দতো নির্দোষত্বমুক্তং হেতুযুক্ত্যেন যুক্তিযুক্তত্বমপ্যুক্তম্ ॥২৪॥ ভর্তারং মোচয়িত্বাম্যেবেতি স্বয়ং নিশ্চিন্তানা বরাস্তরাণ্যেব তাবৎ প্রার্থয়ন্তী সাবিত্র্যবাচ চ্যুত ইতি ॥২৫॥ অধ্বনা মার্গেণ, ন তু ভর্তৃনাশেন অনষ্ট এব ভর্তেজ্যা-

যম বলিলেন—“অনিন্দিতে ! সাবিত্রি । তুমি নিবৃত্ত হও । তোমার এই বাক্যে উদাত্তপ্রভৃতি ধ্বনি, অকারাদি স্বরবর্ণ ও ককারাদি ব্যঞ্জনবর্ণের বিশুদ্ধ উচ্চারণ এবং শ্রুতর যুক্তি রহিয়াছে বলিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি ; অতএব সত্যবানের জীবন ব্যতীত সমস্ত বরই তোমাকে দান করিব, তুমি তাহা গ্রহণ কর” ॥২৪॥

সাবিত্রী বলিলেন—“আমার শ্বশুর অন্ধ হওয়ার পর আপন রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া বনে আসিয়া আশ্রমে বাস করিতেছেন ; সেই রাজা আপনার অল্পগ্রহে পুনরায় চক্ষু লাভ করিয়া অগ্নি ও সূর্য্যের সমান তেজস্বী হউন” ॥২৫॥

যম বলিলেন—“অনিন্দিতে ! সাবিত্রি । আমি তোমাকে সেই বরই দিব, তুমি যেমন বলিলে, তাহা তেমনই হইবে ; কিন্তু পথগমনে তোমার

সাবিত্র্যবাচ ।

শ্রমঃ কুতো ভর্তৃসমীপতো হি মে যতো হি ভর্তা মম সা গতিধ্রুবা ।  
যতঃ পতিং নেষ্যসি তত্র মে গতিঃ স্বরেশ ! ভূয়শ্চ বচো নিবোধ মে ॥২৭॥  
সতাং সক্রুৎ সঙ্গতমৌপ্সিতং পরং ততঃ পরং মিত্রমিতি প্রচক্ষতে ।  
ন চাকলং সৎপুরুষেণ সঙ্গতং ততঃ সতাং সমিবসেৎ সমাগমে ॥২৮॥

যম উবাচ ।

মনোহনুকূলং বৃধবুদ্ধিবর্দ্ধনং ত্বয়া যদুক্তং বচনং হিতাশ্রয়ম্ ।  
বিনা পুনঃ সত্যবতোহস্ত জীবিতং বরং দ্বিতীয়ং বরয়স্ব ভাবিনি ! ॥২৯॥

সাবিত্র্যবাচ ।

হতং পুরা মে শশুরস্ত ধীমতঃ স্বমেব রাজ্যং লভতাং স পার্ধিবঃ ।  
জহ্মাৎ স্বধর্ম্যং ন চ মে গুরুর্যথা দ্বিতীয়মেতদ্বরয়ামি তে বরম্ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

শ্রম ইতি । ভর্তৃশ্রমায় নীয়মানস্ত ভর্তৃজীবস্ত সমীপতঃ । সা তদাশ্রয়িনী ॥২৭॥  
সতামিতি । সক্রুৎ একবারমপি, সঙ্গতং সম্মেলনম্ । সন্ পরং মিত্রং ভবতীতি ॥২৮॥  
মন ইতি । মনোহনুকূলম্, সন্তোষজনকত্বাৎ, তদ্বচনমিতি শেষঃ ॥২৯॥

ভারতভাবদ্বীপঃ

শ্লোকঃ ॥২৬॥ যতো যত্র ভর্তা সা গতিস্তত্রৈব গমনং ধ্রুবা নিশ্চিতা ॥২৭॥ সতামিতি ।  
সাধোন্তব সমাগমমাত্রেণ জাতা মৈত্রীয়াং নিষ্ফলা নৈব ভবেদিতি ভাবঃ ॥২৮॥ হিতাশ্রয়ং  
যেন ক্লাস্তি লক্ষ্য করিতেছি ; অতএব তুমি ফের, যাও ; তবে আর তোমার  
পরিশ্রম হইবে না” ॥২৬॥

সাবিত্রী বলিলেন—“পতির নিকটে আমার পরিশ্রম হইবে কেন ; পতি  
যেখানে যাইবেন, আমারও অবশ্যই সেইখানে যাইতে হইবে ; অতএব দেব-  
শ্রেষ্ঠ ! আগনি আমার পতিকে যেখানে লইয়া যাইবেন, আমিও সেইখানেই  
যাইব । এখন পুনরায় আমার বাক্য শ্রবণ করুন ॥২৭॥

জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন—সজ্জনের সহিত একবার সম্মেলনও অত্যন্ত  
অভীষ্ট । কারণ, তাহাতেই সজ্জন পরম মিত্র হন এবং সংপুরুষের সহিত  
সম্মেলন নিষ্ফল হয় না ; অতএব সংসর্গে ই বাস করিবে” ॥২৮॥

যম বলিলেন—“তুমি যে হিতের কথা বলিলে, তাহা সন্তোষজনক এবং  
পণ্ডিতগণেরও বুদ্ধিবর্দ্ধক ; অতএব ভাবিনি । তুমি এই সত্যবানের জীবন  
ব্যতীত সত্যবান দ্বিতীয় বর গ্রহণ কর” ॥২৯॥

(৩০)....জহ্মাৎ স্বধর্ম্যং চ—বা ব কা নি ।

যম উবাচ ।

স্বমেব রাজ্যং প্রতিপৎস্রতেহচিরাৎ ন চ স্বধৰ্ম্মাৎ পরিহাস্রতে নৃপঃ ।

কুতেন কামেন ময়া নৃপাত্মজে ! নিবৰ্ত্ত গচ্ছস্ব ন তে শ্রমো ভবেৎ ॥৩১॥

সাবিত্র্যুবাচ ।

প্রজাস্বল্পৈতা নিয়মেন সংযতা নিয়ম্য চৈতা নয়সে ন কাময়া ।

ততো যমত্বং তব দেব ! বিশ্রুতং নিবোধ চেমাং গিরমৌরিতাং ময়া ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

কৃতমিতি । কৃতং পূৰ্ববৈরিভিঃ । জহাৎ, ত্যজেৎ, গুরুঃ শব্দরঃ ॥৩০॥

স্মৃতি । হে নৃপাত্মজে ! নৃপঃ তব স্বশুরো দ্যামৎসেনঃ, অচিরাদেব স্বং রাজ্যম্, প্রতিপৎস্রতে লপ্যতে, স্বধৰ্ম্মাচ্চ ন পরিহাস্রতে পরিত্যজ্যে ন ভবিষ্যতি । ময়া কুতেন সম্পাদিতেন কামেন তবাভিলাষণে হেতুনা, স্বং নিবৰ্ত্ত গচ্ছস্ব, তথা চ সতি তে শ্রমো ন ভবেৎ ॥৩১॥

প্রজা ইতি । হে দেব ! স্বয়া, এতাঃ প্রজা জনাঃ, ধৰ্ম্মবৃত্ত্যান্দীনাম্ নিয়মেন, সংযতা

ভারতভাবদীপঃ

যুক্ত্যনুকূলং পূৰ্ব্বমাশ্রমধৰ্ম্মাণাং জ্ঞানহেতুশ্চমুক্তমিহ তু সংসঙ্গশ্চেতি ভেদঃ । তথাচ শ্রুতিঃ—“তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুম্বেবাভিগচ্ছৎ” ইতি ॥২৯॥ গুরুঃ শব্দরঃ ॥৩০—৩১॥ জ্ঞানানবাস্থ্যে দোষমাহ—প্রজা ইতি । নিয়মেন নিয়মনেন, সংযতা নিগৃহীতাঃ সত্যঃ, ভবন্তি তাস্ পুনঃ কৰ্ম্মভূতাঃ নিকাময়া কামিতেনার্থেন নয়সে সংযোজয়সি যাতনাস্তে সংকৰ্ম্মফলমপি তাভ্যো দদাসি । ন কাময়েতি পাঠে তাৎপৰ্য্যমিচ্ছয়া ন নয়সে কৰ্ম্মফলায়েতি শেষঃ । কিন্তু তত্ত্বংকৰ্ম্মবশাদ্ভবেত্যর্থঃ । যেখাস্ত জ্ঞানিনাং কামনৈব নাস্তি ন তে স্বল্পশে ভবন্তি নাপি দেহৈঃ ফলায় সংযুক্ত্যন্ত ইত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ—“ইতি হু কাময়মানশ্চেতি সংসারিণামৃচ্ছাবচাং গতিমূপসংকৃত্যার্থাকাময়মানো যোহকামো নিকামঃ আশ্বকামঃ শ্রায় তত্ত্ব প্রাণা উৎক্রামন্ত্যজ্জৈব সমবনীয়ন্তে ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যে”তি । তদ্বিদ্যাকামানাং গত্যাশ্বভাবে দর্শয়তি তথা স কামানাং পুনঃ পুনঃ সংসারক দর্শয়তি । “ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালাং প্রমাণন্তং বিতলোভেন মৃচ্ছম্ । অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্বলমাপত্ততে মে ॥” ইতি । যমযাতনা-

সাবিত্রী বলিলেন—“পূৰ্ব্বে আমার বুদ্ধিমান স্বশুরের রাজ্য শত্রুরা হরণ করিয়া নিয়াছে, তিনি তাহা পুনরায় লাভ করুন এবং তিনি যেন স্বধৰ্ম্ম ত্যাগ না করেন । আমি এই দ্বিতীয় বর আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি” ॥৩০॥

যম বলিলেন—“রাজনন্দিনি । দ্যামৎসেনরাজা অচিরকালমধ্যেই আপন রাজ্য পাইবেন এবং স্বধৰ্ম্ম হইতেও দ্রষ্ট হইবেন না । এই আমি তোমার অষ্টম পূরণ করিলাম ; এখন তুমি নিবৃত্ত হও, যাও ; তোমার পরিশ্রম হইবে না” ॥৩১॥

অদ্রোহঃ সর্বভূতেষু কৰ্মণা মনসা গিরা ।

অমুগ্রহশ্চ দানঞ্চ সতাং ধৰ্ম্যঃ সনাতনঃ ॥৩৩॥

এবম্প্রায়শ্চ লোকোহয়ং মনুষ্যাঃ শক্তিপেশলাঃ ।

সন্তস্তেনাপ্যমিত্রেষু দয়াং প্রাপ্তেষু কুৰ্বতে ॥৩৪॥

যম উবাচ ।

শিপাসিতস্তেব ভবেদযথা পয়স্তথা স্থয়া বাক্যমিদং সমীৰিতম্ ।

বিনা পুনঃ সত্যবতোহস্ম জীবিতং বরং বৃগীষেহ শুভে ! যথেষ্টসি ॥৩৫॥

### ভারতকৌমুদী

নিয়মিতাঃ ; নিয়মা চ এতাঃ প্রজাঃ, ন কাময়া ন স্বেচ্ছয়া, অপি স্বেতাসাং কৰ্ম্মানু-  
সারেণেত্যর্থঃ, নয়সে আয়ুঃশেষে স্বপুরুষ নয়সি তত এব চ তব যমস্বং বিশ্রুতং বিখ্যাতং  
জাতম্, যচ্ছতীতি যম ইতি ব্যুৎপত্তেয়মিতি ভাবঃ । ইদানীং ময়া ঈরিতামুক্তাং গিরম্,  
নিবোধ শৃণু ॥৩২॥

অদ্রোহ ইতি । ক্রোধেনাপকৃতিদ্রোহঃ তদকরণমদ্রোহঃ । সনাতনো নিত্যঃ ॥৩৩॥

এবমিতি । অয়ং লোকো জগৎ, এবম্প্রায়ঃ প্রায়োগেন্দৃশঃ, যৎ, মনুষ্যাঃ, শক্তিপেশলাঃ  
শক্তিপ্রয়োগবিষয়ে কোমলা অতীবদুৰ্ব্বলা ইত্যর্থঃ । তেন হেতুনা, সন্তঃ সাধবঃ, প্রাপ্তেষু  
শরণাগতেষু অমিত্রেষু শত্রুেষুপি, দয়াং কুৰ্বতে । অতঃস্বমপি ময়ি দয়াং কুৰ্ব্বিতি ভাবঃ ॥৩৪॥

### ভারতভাবদীপঃ

নিবৃত্ত্যর্থং সারমুপাদিশন্ শ্রোতারমভিমুখীকরোতি—নিবোধেতি ॥৩২॥ অদ্রোহঃ দ্রোহাভাবঃ,  
অমুগ্রহো দয়া, দানং সংবিভাগঃ, ত্রয়মপি ময়ি দয়াং কুৰ্ব্বিতি ভাবঃ ॥৩৩॥ এবং প্রায়  
ইত্যায়ুঃকৃত্ত্বং তদ্ব্যবহিত্যয়তি, অশক্তিপেশলাঃ শক্তিকৌশলহীনাঃ । পাঠান্তরে ভক্তিঃ শ্রদ্ধা  
কৌশলঞ্চ তাভ্যাং হীনাঃ, সন্ধিরাধঃ । আয়ুঃশক্তিকৌশলহীনা মনুষ্যা মাদৃশাঃ সন্তস্বমিত্রেষুপি  
প্রাপ্তেষু শরণাগতেষু দয়াং কুৰ্ব্বন্তি কিমূত মাদৃশেষু দীনেষুিতি ভাবঃ ॥৩৪॥ যথা তৃপ্তিকরমিতি

সাবিত্রী বলিলেন—“দেব । আপনি এই সকল লোককে নিয়ম অনুসারে  
সংযত রাখেন এবং সংযত রাখিয়া অস্তিমকালে নিজের ইচ্ছায় নহে, ইহাদেরই  
কৰ্ম্ম অনুসারে ইহাদিগকে লইয়া যান । সেই জন্তই আপনার ‘যম’-নাম  
বিখ্যাত হইয়াছে । এখন আমার এই বাক্য শ্রবণ করুন ॥৩২॥

কৰ্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা সকল প্রাণীর প্রতিই দ্রোহ না করা, অমুগ্রহ করা  
এবং দান করা, এইগুলি সজ্জনের সনাতন ধৰ্ম্ম ॥৩৩॥

তাঁর পর, এই জগৎটাকে এইরূপই দেখা যায় যে, মানুষ অতিদুৰ্ব্বল ;  
অতএব মানুষলোকেরা শরণাগত শত্রুর প্রতিও দয়া করিয়া থাকেন” ॥৩৪॥

(৩৪)....সন্তস্তেনাপ্যমিত্রেষু—বা ব কা নি ।

সাবিত্র্যবাচ ।

মহানপত্যঃ পৃথিবীপতিঃ পিতা ভবেৎ পিতৃঃ পুত্রশতং তথৌরসম্ ।

কুলস্ত সন্তানকরঞ্চ যন্তুবেতৃতীয়মেতদ্বরয়ামি তে বরম্ ॥৩৬॥

যম উবাচ ।

কুলস্ত সন্তানকরং স্ববর্চসাং শতং স্তনানাং পিতুরস্ত তে শুভে ! ।

কৃতেন কামেন নরাধিপাত্মজে ! নিবর্ত দূরং হি পথস্ত্রয়াগতা ॥৩৭॥

সাবিত্র্যবাচ ।

ন দূরমেতন্মম ভর্তৃসম্মিধৌ মনো হি মে দূরতরং প্রধাবতি ।

অথ ব্রহ্মস্বেব গিরং সমুচ্চতাং ময়োচ্যমানাং শৃণু ভূয় এব চ ॥৩৮॥

বিবস্বতস্ত্বং তনয়ঃ প্রতাপবাংস্ততো হি বৈবস্বত উচ্যসে বুধৈঃ ।

সমেন ধর্ষণে চ রঞ্জিতাঃ প্রজাস্ততস্তবেতুশ্বর । ধর্ম্মরাজতা ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

পিপাসিতস্তেতি । পিপাসা অস্ত সঞ্জাতেতি পিপাসিতস্তস্ত । ইবশব্দো বাক্যালঙ্কারে ।  
পয়ো জলম্ । মমেদৃশবাক্যপ্রবণশ্চৈবোৎসুক্যমাসীদিতি ভাবঃ ॥৩৫॥

মমেতি । অনপত্যঃ অপুত্রঃ । ঔরসমেব ন পুনঃ ক্ষেত্রজাদিকমিত্যাশয়ঃ । ন পুন-  
স্তেষেব কুলস্ত বিরতিরপীত্যাহ—কুলস্তেতি । সন্তানকরং বিস্তারজনকম্ ॥৩৬॥

কুলস্তেতি । স্ববর্চসামতিতেজসাম্ । কৃতেন কামেনেতি পূর্ববদর্থঃ । দূরং দেশম্ ॥৩৭॥

নেতি । মনো মে দূরতরং প্রধাবতি, স্বয়পি দূরতরগমনাৎ । সমুচ্চতামারুহ্যম্ ॥৩৮॥

\* যম বলিলেন—“কল্যাণি ! পিপাসার্তের নিকট জল যেমন হয়, তেমন আমার  
নিকট তোমার এই বাক্যটি হইয়াছে ; অতএব তুমি এই সত্যবানের জীবন ব্যতীত  
অন্য যাহা ইচ্ছা কর, আবার সেই বর গ্রহণ কর” ॥৩৫॥

সাবিত্রী বলিলেন—“আমার পিতা রাজা ; কিন্তু পুত্রবিহীন ; স্ততরাং তাঁহার  
একশত ঔরস পুত্র হইবে ; যাহারা বংশবিস্তার করিতে পারিবে । আমি আপনার  
নিকট এই তৃতীয় বর প্রার্থনা করি” ॥৩৬॥

যম বলিলেন—“সাবিত্রি ! তোমার পিতার বংশবিস্তারকারী ও মহাতেজা  
একশত পুত্র হইবে । রাজনন্দিনি ! এই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিলাম ; এখন  
তুমি নিবৃত্ত হও । কেন না, তুমি দূরে আসিয়া পড়িয়াছ” ॥৩৭॥

সাবিত্রী বলিলেন—“ভর্তার নিকটে এটা আমার দূর নহে । কারণ, আমার  
মন ইহা অপেক্ষাও দূরে যাইতেছে । সে যাহা হউক, আপনি যাইতে যাইতেই  
পুনরায় আমার এই কথা শ্রবণ করুন ॥৩৮॥

(৩৯)...স্ববর্চসম্—বা ব কা নি । (৩৯)...সমেন ধর্ষণে—পি,...সমেন ধর্ষণে চরন্তি

জাঃ প্রধাবাঃ—বা নি ।

কন-৩৩৬ (১১)

আত্মাশ্রুপি ন বিশ্বাসস্তথা ভবতি সংস্থ যঃ ।

তস্মাৎ সংস্থ বিশেষেণ বিশ্বাসং কুরুতে জনঃ ॥৪০॥

যম উবাচ ।

উদাহৃতং যদ্বচনং হুয়ান্ননে ! শুভে ! ন তাদৃক্ চ কুতো ময়া শ্রুতম্ ।

অনেন তুষ্ণোহস্মি বিনাহস্ত জীবিতং বরং চতুর্থং বরয়স্ব গচ্ছ চ ॥৪১॥

### ভারতকৌমুদী

বিবস্বত ইতি । সমেন সমানেন । তথা চ ধৰ্ম্মেণ রঞ্জয়তীতি ধৰ্ম্মরাজ ইতি ব্যুৎপত্তি-  
রिति ভাবঃ । অতএবোক্তং কালিদাসেনাপি রঘুবংশে—“রাজা প্রকৃতিরঞ্জনায়” ইতি ॥৩৯॥

আত্মনীতি । সংস্থ সজ্জনেষু, যো যথা বিশ্বাসো ভবতি, তথা বিশ্বাস আত্মনি স্বশ্লিষ্মপি  
ন ভবতি । সন্ ভবান্ মমোপকারমেব করিষ্যতীতি মদ্বিশ্বাস ইত্যশয়ঃ ॥৪০॥

উদিত । হে অন্ধনে ! উত্তমস্ত্রি ! কুতঃ কুত্রাপি । অস্ত্র সত্যবতঃ ॥৪১॥

### ভারতভাবদীপঃ

শেষঃ ॥৩৫॥ ঔরসমিতি দত্তকীতাদিব্যাবৃতিঃ ॥৩৬—৩৭॥ সমুত্তামুপস্থিতাম্ ॥৩৮॥  
বিবস্বতঃ, বস্তুতে আচ্ছাদ্যতে ইতি বঃ আচ্ছাদনং তদ্বান্ বস্মাংস্তদন্তো বিবস্মান্নিরাবরণো  
জগদাত্মা সূর্য্যঃ । “সূর্য্য আত্মা জগতন্তুস্বশ্চ” ইতি শ্রুতেঃ । তস্ত তনয়ঃ পুত্রঃ অত্যন্তহিত  
ইত্যর্থঃ । সমেন শক্রমিত্রাদিত্যরতম্যাহীনেন, তব ধৰ্ম্মেণ প্রশাসনেন তাঃ প্রজাশ্চরন্তি  
স্বদাজ্জাবশগা ইত্যর্থঃ । অতএব তব নাম ধৰ্ম্মরাজ ইতি, ধৰ্ম্মেণৈব রাজতে, ধৰ্ম্মোহস্ত  
রাজত ইতি বা ॥৩৯॥ লৌকিকেষপি বিশ্বাসং কুর্ক্লমিষ্টসিদ্ধিং প্রাপ্নোতি কিমূত স্বয়ি

হে ঈশ্বর ! আপনি বিবস্বানের (সূর্য্যের) পুত্র এবং প্রতাপশালী ; সেই  
জগুই পণ্ডিতেরা আপনাকে ‘বৈবস্বত’ বলিয়া থাকেন ; আর আপনি সমান ধৰ্ম্ম  
প্রবর্তিত করিয়া সমস্ত লোককে রঞ্জিত করিয়াছেন বলিয়া—‘ধৰ্ম্মরাজ’ ॥৩৯॥

এবং সজ্জনের উপরে যেমন বিশ্বাস হয়, তেমন বিশ্বাস নিজের উপরেও  
হয় না । সেই জগুই মানুষ সজ্জনের উপরে বিশেষভাবে বিশ্বাস করিয়া  
থাকে” ॥৪০॥

যম বলিলেন—“কল্যাণি । সাবিত্রি । তুমি যেরূপ বাক্য বলিলে, এরূপ  
বাক্য আমি আর কোথাও শুনি নাই ; অতএব আমি ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছি ;  
সুতরাং তুমি সত্যবানের জীবন ব্যতীত চতুর্থ বর প্রার্থনা কর এবং গমন  
কর” ॥৪১॥

(৪০) অস্ত্র মধ্যে “তস্মাৎ সংস্থ বিশেষেণ সৰ্ব্বাঃ প্রণয়মিচ্ছতি । সৌদ্ধত্যং সৰ্ব্বভূতানাং  
বিশ্বালো নাম জায়তে ।” ইতি পাদচতুর্থেয়মধিকম্—বা ব কা নি । (৪১) উদাহৃতং তে  
বচনং যদ্বচনে । শুভে । ন তাদৃক্ বদুতে শ্রুত ময়া ।—বা ব কা নি ।

সাবিত্র্যবাচ ।

মমাস্বজং সত্যবতস্তথোরসং ভবেদুভাভ্যামিহ যৎ কুলোদ্বহম্ ।

শতং স্তনানাং বলবীৰ্য্যশালিনামিদং চতুর্থং বরয়ামি তে বরম্ ॥৪২॥

যম উবাচ ।

শতং স্তনানাং বলবীৰ্য্যশালিনাং ভবিষ্যতি প্রীতিকরং তবানঘে ! ।

পরিশ্রমস্তে ন ভবেম্ পাত্নজে ! নিবর্ত দূরং হি পথস্ত্বমাগতা ॥৪৩॥

সাবিত্র্যবাচ ।

সতাং সদা শাশ্বতধৰ্ম্মবৃত্তিঃ সন্তো ন সৌদন্তি ন চ ব্যথস্তে ।

সতাং সন্তিনীফলঃ সঙ্গমোহস্তুি সন্ত্যো ভয়ং নানুবর্তন্তি সন্তঃ ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

মমেতি । আত্মনি উদরে জায়ত ইত্যাত্মজম্ । ঔরসং বীৰ্য্যজাতম্ । এতেনাস্তপুরুষ-  
জাতত্বব্যবৃতিঃ স্ফুটিত । উভাভ্যামাবাভ্যামেব যন্তবেদিত্তি সধ্বকঃ । অহো ! সাবিত্র্যা  
মহীয়সীং চাতুরী কৃতা ; যৎ যমবচনমহুসরস্ত্যা সত্যবতো জীবনং শাক্ষাৎ যাচিতম্, অথ চ  
ভঙ্গ্যা তদেব সংগৃহীতমিতি ॥৪২॥

অথ যমোহপি সত্যবজ্ঞীবিতেতরবরযাচনাদগত্যা তদেব দন্তে—শতমিতি । অনঘ ইতি  
সম্বোধনেন তস্তা নিষ্পাপত্বমেবেদশবরসমূহলাভস্ত হেতুরিতি স্ফুটিতম্ ॥৪৩॥

দন্তবরপরিবর্তমাশঙ্কয়া যমং দৃষ্টীকরোতি—সতামিতি । সতাং সৰ্বদৈব শাশ্বতে সনাতনে  
ধৰ্ম্মে সত্যে বৃত্তিঃ স্থিতিৰ্ভবতি ; সন্তঃ অদেয়ং দত্তাপি ন সৌদন্তি বিবন্ধা ন ভবন্তি, ন চ  
ব্যথস্তে । অতঃ সত্যব্যাঘাতসম্ভবাৎ দন্তং সত্যবতো জীবনং ন ভবতা পরিবর্তনীয়ং ন  
বিষদিতব্যং ন বা ব্যথিতব্যঞ্চেতি ভাবঃ । কিঞ্চ সতাং সন্তিঃ সহ সঙ্গমো মেলনং ন অফলঃ

ভারতভাবদীপঃ

ধৰ্ম্মরাজে ইত্যশয়েনাহ—আত্মজগীতি । প্রণয়ং প্রার্থনাম্ ॥৪০—৪১॥ তে... ত্বয়া  
মমাস্বজং সত্যবতস্ত ঔরসং ন তু ধৃতরাষ্ট্রাদিবদগতো ময়ি জাতমিত্যর্থঃ ॥৪২—৪৩॥  
শাশ্বতে ধৰ্ম্মঃ, পত্ন্যঃ সকাশাদেবাপত্যোৎপাদনং সতাং মাদৃশানাং দারাগাং তদ্রৈব বৃত্তিঃ ।  
নহু গতায়ুষি পত্যো কথং তৎ স্তাদিত্যত আহ—সন্ত ইতি । বরং দত্তা সন্তো ন ব্যথন্তি  
নাপি সৌদন্তি কিন্তু উক্তং নির্বহন্ত্যেবেত্যর্থঃ । অতাস্তাশক্যেহর্থ্যে কথং স্তাদিত্যত আহ—  
সতামিতি । সতামশক্যমপি নাস্তি ভয়ং চাত্মস্ত তেভ্যো নাতীতি তত্ত্বতোহহং নির্ভয়া-

সাবিত্রী বলিলেন—“সত্যবানের ঔরসে এবং আমার গর্ভে বলবীৰ্য্যশালী  
ও বংশরক্ষক একশত পুত্র হউক ; ইহাই আমি আপনার নিকট চতুর্থ বর প্রার্থনা  
করিতেছি” ॥৪২॥

যম বলিলেন—“নিষ্পাপে । বলবীৰ্য্যশালী ও প্রীতিজনক একশত পুত্র  
তোমার হইবে । রাজনন্দিনি ! তুমি দূরপথে আসিয়া পড়িয়াছ ; অতএব এখন  
নিবৃত্ত হও, তাহা হইলে আর তোমার পরিশ্রম হইবে না” ॥৪৩॥

( ৪৩ )...প্রীতিকর ভাবলেন ।—বা ব ক নি ।



সন্তো হি সত্যেন নয়ন্তি সূর্য্যং সন্তো ভূমিং তপসা ধারয়ন্তি ।

সন্তো গতিভূতভব্যস্ত রাজন্ ! সত্যং মধ্যে নাবদীদন্তি সন্তঃ ॥৪৫॥

আর্য্যজুষ্টিমিদং বৃত্তমিতি বিজ্ঞায় শাস্তং ।

সন্তঃ পরার্থং কুর্বাণা নাবেক্ষন্তে প্রতিক্রিয়াম্ ॥৪৬॥

ন চ প্রসাদঃ সৎপুরুষেষু মোঘো ন চাপ্যর্থো নশ্চতি নাপি মানঃ ।

যস্মাদেতন্নিয়তং সৎস্ব নিত্যং তস্মাৎ সন্তো রক্ষিতারো ভবন্তি ॥৪৭॥

### ভারতকৌমুদী

অন্তি ভবতি, তথা সন্তঃ সন্তো ভয়ং ন অমুবর্তন্তি অমুভবন্তি । অতঃ সত্যবতো জীবন-  
লাভেন ভবৎসঙ্গমো মে সফলো ভবেৎ ভয়ঞ্চ ন ভবেদিত্যাশয়ঃ ॥৪৪॥

পুনরপি রক্ষণীয়েষেন সত্যমেব ত্রুততি—সন্ত ইতি । নয়ন্তি চালয়ন্তি । ভূমিং পৃথিবীম্ ।  
গতিরূপায়ঃ, ভূতভব্যস্ত অতীতানাগতবিষয়সাধনস্ত ॥৪৫॥

নমস্তোপকারস্ত কক্ষয়া প্রত্যাপকারঃ কৰ্ত্তব্য ইত্যাহ—আর্য্যোতি । ইদং পরং প্রতি দয়া-  
করণরূপম্, বৃত্তং ব্যবহারঃ, আর্য্যজুঃ সজ্জনসেবিতং শাস্তং চিরকালীনঞ্চ, ইতি বিজ্ঞায়,  
সন্তঃ সজ্জনানঃ, পরার্থং পরোপকারং কুর্বাণা অপি, প্রতিক্রিয়াং প্রত্যাপকারং নাবেক্ষন্তে ॥৪৬॥

নেতি । সৎপুরুষেধিতি যথাসম্ভবং বিভক্তিবিপরিণামেনাশয়ঃ । তথা চ সৎপুরুষাণাং  
প্রসাদোহমুগ্রহঃ, কুত্ৰাপি মোঘো ব্যর্থো ন ভবতি ; সৎপুরুষেষু, অর্থঃ কত্ৰাপি কোহপি  
বিষয়ঃ, ন নশ্চতি ; মানোহপি চ ন নশ্চতি । যস্মাৎ, সৎস্ব পুরুষেষু, এতজ্জয়ম্, নিত্যং  
সৰ্ব্বদৈব, নিয়তং ধ্রুবম্ ; তস্মাৎ সন্ত এব সৰ্ব্বেষাং রক্ষিতারো ভবন্তি ॥৪৭॥

### ভারতভাবদীপঃ

স্মৃতি ভাবঃ ॥৪৪॥ স্বয়মপি সত্যং স্বীয়ং রক্ষণীয়মিত্যাহ—সন্তো হীতি । ভূতভব্যস্ত  
ভূতস্ত ভবিষ্যস্ত চ ॥৪৫॥ পরস্পরম্ উপকারপ্রত্যাপকারম্ ॥৪৬॥ এতৎ জয়ং প্রসাদোহর্থো  
মানসঃ দরিত্রস্ত প্রসাদো নার্থায়, শ্রীমতাং প্রসাদোহর্থকদপি ন মানদঃ, সত্যং তু মানদ

সাবিত্রী বলিলেন—“সজ্জনেরা সৰ্ব্বদাই সনাতন ধৰ্ম্মে থাকেন এবং অদেয় বস্তু  
দান করিয়াও বিষয় বা ব্যথিত হন না । আর সজ্জনের সহিত সজ্জনের সম্মেলন  
নিষ্ফল হয় না এবং সজ্জনেরা সজ্জন হইতে ভয় পান না ॥৪৪॥

সজ্জনেরাই সত্যধৰ্ম্মদ্বারা সূর্য্যকে পরিচালিত করেন, সজ্জনেরাই তপস্যা-  
দ্বারা পৃথিবীকে রক্ষা করেন, সজ্জনেরা ভূত ও ভবিষ্যতের গতি এবং সজ্জনেরা  
সজ্জনদের মধ্যে অবসন্ন হন না ॥৪৫॥

এইরূপ ব্যবহার সজ্জনসেবিত এবং চিরন্তন ; ইহা বুঝিয়া সজ্জনেরা পারস-  
উপকার করিবার সময়ে প্রত্যাপকার আভের অপেক্ষা করেন না ॥৪৬॥

আর, সজ্জনের অমুগ্রহ ব্যর্থ হয় না এবং সজ্জনের নিকটে কাহারও কোন বিষয়  
বা সম্মান নষ্ট হয় না । যেহেতু সজ্জনের উপরে সৰ্ব্বদাই এই তিনটা বিষয় অবশ্যই  
থাকে, সেই জন্তই সজ্জনেরা সকলের রক্ষক হন” ॥৪৭॥

যম উবাচ ।

যথা যথা ভায়সি ধর্ম্মসংহিতং মনোহনুকূলং স্পর্শদং মহার্ঘবৎ ।

তথা তথা মে হস্মি ভক্তিরুক্তমা বরং বৃণীষ্যপ্রতিমং পতিব্রতে ! ॥৪৮॥

সাবিত্র্যুবাচ ।

ন তেহপবর্গঃ স্কৃতত্বিনা কৃতস্তথা যথাশ্রেষু বরেষু মানদ ! ।

বরং বৃণে জীবতু সত্যবানয়ং যথা মৃত্যুং ছেবমহং বিনা পতিম্ ॥৪৯॥

ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা স্ত্বং ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা দিবম্ ।

ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা প্রিয়ং ন ভর্তৃহীনা ব্যবসামি জীবিতুম্ ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

যথেন্তি । ধর্ম্মসংহিতং ধর্ম্মযুক্তম্ । শোভনানি পদানি স্থপ্তিউত্তানি যজ্ঞ তৎ, তথা মহার্ঘবৎ প্রশস্তার্থবোধকঞ্চ । অপ্রতিমং নিরূপমম্ ॥৪৮॥

•নেতি । হে মানদ ! মৎসম্মানরক্ষক ! যথা অশ্রেষু প্রাণ্ডমর্গা লক্কেষু বরেষু স্কৃতত্বিনা মৎপুণ্যং বিনা, তে হস্মি, অপবর্গো দানম্, ন কৃতঃ, তথা তৎপুণ্যবলাদেবেমং বরং বৃণে, যথা অয়ং সত্যবান্ জীবতু ; হি যস্মাৎ, অহং পতিমিমাং বিনা, মৃত্যু মৃত্যেব ভূতা । অয়েদানী-মপ্রতিমমিত্যভিধানাৎ “বিনাহস্ত জীবিতম্” ইত্যনভিধানাচ্চ স্পষ্টমিদমুক্তমিতি ভাবঃ ॥৪৯॥

নেতি । ভর্তৃ বিনাকৃতা বিরহিতা । ব্যবসামি শক্লামি ॥৫০॥

ভারতভাবদীপঃ

ইতি । খলে তু প্রসাদ এব নাস্তি অত্যন্তং স্বযেব স্থিতিমিতি স্বং রক্ষিতাস্বাকং ভবেতি ভাষঃ ॥৪৭—৪৮॥ তে স্বস্তঃ, অপবর্গঃ পুত্রফলপ্রাপ্তিঃ, স্কৃতত্বিনা সমীচীনাঙ্গাস্পত্যযোগা-

যম বলিলেন—“সাবিত্রি । তুমি—ধর্ম্মসম্বন্ধ, মনের অনুকূল, সুন্দর পদযুক্ত এবং প্রশস্ত অর্থবোধক বাক্য যেমন যেমন বলিতেছ, তেমন তেমনই তোমার উপরে আমার উত্তম ভক্তি জন্মিতেছে ; অতএব পতিব্রতে । তুমি অতুলনীয় একটা বর প্রার্থনা কর” ॥৪৮॥

সাবিত্রী বলিলেন—“হে মানরক্ষক ! আমার পুণ্য ব্যতীত আপনি যেমন আমাকে অস্ত্র বর দান করেন নাই, তেমন সেই পুণ্যের বলেই এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, এই সত্যবান্ জীবিত হউন । যেহেতু পতি ব্যতীত আমি মৃতের দায়ই হইয়াছি ॥৪৯॥

পতি ব্যতীত আমি সুখ চাহি না, পতি ব্যতীত আমি স্বর্গ চাহি না, পতি ব্যতীত আমি প্রিয়বস্ত্র চাহি না এবং পতি ব্যতীত আমি বাঁচিতেই পারিব না ॥৫০॥

(৫০)...ভর্তৃবিনাকৃতা দিবম্...ভর্তৃবিনাকৃতা প্রিয়ম্—পি ।

বরাতিসর্গঃ শতপুত্রতা যম স্বয়ৈব দত্তো হ্রিয়তে চ মে পতিঃ ।

বয়ং যুগে জীবতু সত্যবানয়ং তবৈব সত্যং বচনং ভবিষ্যতি ॥৫১॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

তথৈতু্যক্তা তু তং পাশং মুক্তা বৈবস্বতো যমঃ ।

ধর্মরাজঃ প্রহৃষ্টাত্মা সাবিত্রীমিদমব্রবীৎ ॥৫২॥

এষ ভদ্রে ! ময়া যুক্তো ভর্তা তে কুলনন্দিনি ।

অরোগশ্চ বলীয়াশ্চ সিদ্ধার্থশ্চ ভবিষ্যতি ॥৫৩॥

চতুর্বর্ষশতায়ুশ্চ ত্বয়া সার্কমবাপ্যতি ।

ইষ্টা যষ্টেঃশ্চ ধর্ম্মেণ ধ্যাতিং লোকে গমিষ্যতি ॥৫৪॥

ত্বয়ি পুত্রশতঞ্চাপি সত্যবান্ জনয়িষ্যতি ।

তে চাপি সর্ব্বে রাজানঃ ক্ষত্রিয়াঃ পুত্রপৌত্রিণঃ ।

ধ্যাতাস্তম্মানষেয়াশ্চ ভবিষ্যন্তীহ শাশ্বতাঃ ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

স্বপ্রার্থনাপূরণে যমমুহুর্তয়তি—বরেতি । যম সত্যবত এব শতপুত্রতা ভবিষ্যতীতি বরাতিসর্গো বরদানং স্বয়ৈব দত্তঃ কৃতঃ ; অথ চ মে পতিহ্রিয়তে । বাগ্‌বিরোধী তবায়ং ব্যবহার ইতি ভাবঃ । তব বচনমেব সত্যং ভবিষ্যতি, সত্যবতো জীবনাদিত্যাশয়ঃ ॥৫১॥

তথেনি । মুক্তা সত্যবতঃ প্রচ্যাব্য । প্রহৃষ্টাত্মা, সাবিত্র্যা: পাতিব্রাত্যদর্শনাৎ ॥৫২॥

এষ ইতি । হে কুলনন্দিনি ! বংশানন্দকারিণি ।। সিদ্ধার্থো নিম্পন্নপ্রয়োজনঃ ॥৫৩॥

চতুরিতি । ইষ্টা যজনং কৃষা । অবাপ্যতি গমিষ্যতীত্যাভ্যুভয়ত্রাপি তে ভর্ষেত্যভ্যুভয়ঃ ॥৫৪॥

সত্যবানের ঔরসে আমার একশত পুত্র হইবে, এইরূপ বর আমাকে আপনিই দিয়াছেন, আবার আপনিই আমার সেই পতিকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন ; অতএব এখন আমি এই বর চাহিতেছি যে, এই সত্যবান্ জীবিত হউন ; তাহা হইলে আপনার বাক্যই সত্য হইবে” ॥৫১॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—‘তাহাই হউক’ এই কথা বলিয়া সূর্য্যপুত্র ধর্ম্মরাজ যম সত্যবান্কে পাশমুক্ত করিয়া সমুদ্রতীরে সাবিত্রীকে এই কথা বলিলেন— ॥৫২॥

“ভদ্রে । কুলনন্দিনি । এই তোমার ভর্তাকে আমি মুক্ত করিয়া দিলাম । এখন হইতে ইনি নীরোগ, বলবান্ ও সফলকাম হইবেন ॥৫৩॥

ইনি তোমার সহিত এখন হইতে চারিশত বৎসর আয়ু লাভ করিবেন এবং নানা যজ্ঞ করিয়া ধর্ম্মদ্বারাই জগতে ধ্যাতি লাভ করিবেন ॥৫৪॥

(৫৩)...অরোগস্তব নেয়শ্চ—বা ব কা নি ।

পিতৃশ্চ তে পুত্রশতং ভবিতা তব মাতরি ।  
 মালব্যাং মালবা নাম শাখতাঃ পুত্রপৌত্রিণঃ ।  
 ভ্রাতরন্তে ভবিষ্যন্তি কৃত্রিয়ান্ত্রিদশোপমাঃ ॥৫৬॥  
 এবং তস্মৈ বরান্ দত্ত্বা ধর্মরাজঃ প্রতাপবান্ ।  
 নিবর্তয়িত্বা সাবিত্রীং স্বমেব ভবনং যযৌ ॥৫৭॥  
 সাবিত্র্যপি যমে যাতে ভর্তারং প্রতিলভ্য চ ।  
 জগাম তত্র যত্রোশ্চ ভর্তুঃ শাবং কলেবরম্ ॥৫৮॥  
 সা ভূমৌ প্রেক্ষ্য ভর্তারমূপস্থতোপগৃহ্য চ ।  
 উৎসঙ্গে শির আরোপ্য ভূমাবুপবিবেশ হ ॥৫৯॥

## ভারতকৌমুদী

অস্মীতি । তন্মামধেয়া সাবিত্র্যখ্যাঃ । শাখতাশ্চিরন্তনাঃ খ্যাতাঃ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৫৫॥  
 পিতুরিতি । মালব্যাং মালবরাজতনয়ায়াম্ । শাখতা মালবা নম । অয়মপি ঘটপাদঃ  
 শ্লোকঃ ॥৫৬॥

এবমিতি । তস্মৈ সাবিত্র্যৈ । ধর্মরাজো যমঃ ॥৫৭॥

সাবিত্রীতি । ভর্তারং তজ্জীবনবরম্ । শাবং শবীভূতম্ ॥৫৮॥

## ভারতভাবদীপঃ

দৃতে ক্ষেত্রজাদিপুত্রার্পণেন ন কৃতো নিষ্পাদিতো ভবতি, যথাশ্রেষু বরেষু ভর্তৃষু মদয়ন্ত্যাং  
 বসিষ্ঠস্তেব ন তদ্বৎ, যস্মাদেবং তস্মাদ্বরং বৃণে ॥৫৯॥ ব্যবসামি শক্লোমি ॥৫০—৫৪॥

আর, সত্যবান্ তোমার গর্ভে একশত পুত্র উৎপাদন করিবেন এবং তাহার  
 সকলেও রাজা, পুত্র পৌত্রশালী এবং জগতে চিরকালের জন্তু তোমার নামে  
 (‘সাবিত্র’-নামে) বিখ্যাত হইবে ॥৫৫॥

আর, তোমার মাতা মালবরাজতনয়ার গর্ভে তোমার পিতারও একশত পুত্র  
 হইবে ; এবং তোমার সেই ভ্রাতারাও চিরকালের জন্তু পুত্র-পৌত্রশালী ও দেবতুল্য  
 হইয়া ‘মালব’-নামে বিখ্যাত হইবে” ॥৫৬॥

প্রতাপশালী ধর্মরাজ যম সাবিত্রীকে এই প্রকার বর দান করিয়া এবং তাঁহাকে  
 ফিরাইয়া দিয়া আপন ভবনেই চলিয়া গেলেন ॥৫৭॥

যম চলিয়া গেলে সাবিত্রীও ভর্তার জীবনের বর লাভ করিয়া—সেখানে তাঁহার  
 শবদেহু ছিল, সেইখানে গেলেন ॥৫৮॥

(৫৯) \*শ্লোকাৎ পরম্ “সংজ্ঞাক স পুনর্লব্ধা সাবিত্রীমভ্যভাবত । প্রোচ্ছাগত ইব প্রেম্ণা  
 পুনঃ পুনরুদীক্ষ্য বৈ । সত্যবাহুবাচ । স্মৃতিরং বত স্মৃতোহস্মি কিমর্থং নাববোদিতঃ । ক  
 চাসৌ পুত্রঃ জামো যোহসৌ মাং সঙ্কর্য হ ।” ইতি শ্লোকত্বেয়মধিকম্—বা ব কা নি ।

সাবিত্র্যুবাচ । \*

বিশ্রাস্তোহসি মহাভাগ ! বিনিদ্রশ্চ নৃপাত্মজ ।।

যদি শক্যং সমুত্তিষ্ঠ বিগাঢ়াং পশ্য শৰ্ব্ববীৰ্য্যম্ ॥৬০॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

উপলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং স্তম্ভস্থপ্ত ইবোখিতঃ ।

দিশঃ সৰ্ব্বা বনাস্তাংশ্চ নিরীক্ষ্যোবাচ সত্যবান্ ॥৬১॥

ফলাহারোহস্মি নিজ্রাস্তস্তয়া সহ স্তম্ভ্যমে ! ।

ততঃ পাটয়তঃ কাষ্ঠং শিরসো মে রুজ্জাভবৎ ॥৬২॥

শিরোহভিতাপসম্ভূতঃ স্নাতুং চিরমশকুণ্ণবান্ ।

তবোৎসঙ্গে প্রসুপ্তোহস্মি ইতি সৰ্ব্বং স্মরে শুভে ! ॥৬৩॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । ভূমৌ শয়িতমিতি শেষঃ । উৎসঙ্গে ক্রোড়ে ॥৫৯॥

বিশ্রাস্ত ইতি । বিনিদ্রঃ অপগতনিদ্রঃ । বিগাঢ়াং বিশেষপ্রবৃত্ত্যাম্ ॥৬০॥

উপেতি । সংজ্ঞাং চৈতন্ত্যম্, স্তম্ভস্থপ্তঃ স্তম্ভকালে স্তথেন নিদ্রিতঃ ॥৬১॥

ফলেতি । ফলাহার ইতি পূৰ্ব্ববদ্ব্যাখ্যানম্ । রুজ্জা পীড়া ॥৬২॥

শির ইতি । শিরসঃ অভিতাপেন বেদনয়া সম্ভূতঃ । স্মরে স্মরামি ॥৬৩॥

তিনি সেখানে যাইয়া, ভৰ্ত্তাকে ভূতলে শয়িত দেখিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া এবং তাঁহার মাথাটা কোলে তুলিয়া লইয়া, ভূতলে উপবেশন করিলেন ॥৫৯॥

পরে সাবিত্রী বলিলেন—“মহাভাগ রাজপুত্র । আপনার বিশ্রাম করা হইয়াছে এবং নিদ্রাও ভাঙ্গিয়াছে ; এখন যদি পারেন, তবে গাহোত্থান করুন, দেখুন—রাত্রি অধিক হইয়াছে” ॥৬০॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তাহার পর সত্যবান্ চৈতন্ত্য লাভ করিয়া, স্তম্ভনিদ্রিতের স্থায় উঠিয়া বসিয়া সমস্ত দিক্ ও বনপ্রান্ত দেখিয়া বলিলেন—॥৬১॥

“স্তম্ভ্যমে । আমি ফলাহার করিবার জন্ত তোমার সহিত নির্গত হইয়াছিলাম ; তাহার পর কাষ্ঠ কাঁড়িবার সময়ে আমার শিরঃপীড়া হইয়াছিল ॥৬২॥

কল্যাণি ! তৎপরে সেই শিরঃপীড়ায় আকুল হইয়া, বহুকাল দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া, তোমার কোলে বুমাইয়াছিলাম ; এ সমস্ত বৃত্তান্তই আমার স্মরণ পড়িতেছে ॥৬৩॥

\* অর্থঃ পাঠঃ পিতামহপুত্রকে নাস্তি । ইত্য পরক—“সুচিরং ফ প্রসুপ্তোহসি মহাভাগে গুরুবৰ্ভ ।। নতঃ স ভগবান্ দেবঃ প্রজাসংযমনো যমঃ ॥” অর্থঃ শ্লোকচাধিকঃ—বা ব ভা নি ।

স্বয়োগুচ্ছত চ মে নিদ্রাপহতং মনঃ ।

ততোহপশ্যং তমো ঘোরং পুরুষঞ্চ মহোজসম্ ॥৬৪॥

তদ্যদি স্বং বিজ্ঞানাসি কিং তদ্ব্রূহি হুমধ্যমে ! ।

স্বপ্নেন যদি বা দৃষ্টো যদি বা সত্যমেব তৎ ॥৬৫॥

তন্মুবাচাথ সাবিত্রী রজনী ব্যবগাহতে ।

খন্তে সর্বং যথান্বতমাখ্যাত্তামি নৃপাত্মজ ! ॥৬৬॥

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে পিতরৌ পশ্য স্তত্রত ! ।

বিগাঢ়া রজনী চেয়ং নিবৃত্তশ্চ দিবাকরঃ ॥৬৭॥

নক্তঞ্চরাশ্চরন্ত্যেতে হৃষ্টাঃ ক্রুরাভিভাষিণঃ ।

শ্রয়ন্তে পর্ণশব্দাশ্চ যুগাণাং চরতাং বনে ॥৬৮॥

### ভারতকৌমুদী

স্বপ্নেতি । উপগুচ্ছত আলিঙ্গিতত । তমঃ অন্ধকারম্ ॥৬৪॥

তদ্বিত্তি । যমেন সত্যবতো লিঙ্গশরীরহরণকালে তচ্ছরীরে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়সম্বন্ধেপি তেষামতিশুক্লত্বাদধিষ্ঠানভূতগোলকাঙ্কভাবাচ্চ তশ্চ যমদর্শনতদালাপশ্রবণাসম্ভব আনন্দিত্তি ভাবঃ । অতএবেদৃশং পৃষ্টমিতি বোধ্যম্ ॥৬৫॥

তমিতি । ব্যবগাহতে আধিক্যেন বর্জতে । স্বঃ পরদিনে ॥৬৬॥

উত্তিষ্ঠেতি । তে তব ভদ্রং মঙ্গলমব্ধিতি শেখঃ । নিবৃত্তঃ চিরমেবাস্তং গতঃ ॥৬৭॥

নক্তমিতি । নক্তঞ্চরা রাত্রিচরাঃ প্রাণিণঃ, ক্রুরাভিভাষিণঃ নিদ্রয়বকারিণঃ ॥৬৮॥

তুমি যখন আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলে, তখন আমার মন নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল ; তৎপরে আমি ভয়ঙ্কর অন্ধকার ও মহাতেজা একটা পুরুষকে দেখিয়াছিলাম ॥৬৪॥

সুমধ্যমে ! তুমি যদি সে বৃন্তাস্ত্র জ্ঞান, তবে তাহা বল ; আমি কি স্বপ্নে সেই পুরুষটাকে দেখিয়াছিলাম ? না, তাহা সত্যই ছিল ?” ॥৬৫॥

তাহার পর সাবিত্রী সত্যবান্কে বলিলেন—“রাজপুত্র ! রাত্রি অধিক হইতেছে ; অতএব কল্য আপনার নিকট যথাবৎ বৃন্তাস্ত্র সমস্ত বলিব ॥৬৬॥

সুদ্রত ! উঠুন উঠুন, আপনার মঙ্গল হউক । সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন, রাত্রিও অধিক হইতেছে ; অতএব যাইয়া পিতা-মাতার সহিত সাক্ষাৎ করুন ॥৬৭॥

কর্কশভাবী এই সকল রাত্রিচর প্রাণীরা আনন্দিত হইয়া বিচরণ করিতেছে । এবং পশুপাও বনে বিচরণ করিতেছে, তাহাতে পাতার শব্দ শুনা যাইতেছে ॥৬৮॥

এতা ঘোরান্ শিবা নাদান্ দিশং দক্ষিণপশ্চিমাম্ ।  
আস্থায় বিরুবন্ত্যগ্ৰাঃ কম্পয়ন্ত্যে মনো মম ॥৬৯॥

সত্যবানুবাচ ।

বনং প্রতিভয়াকারং ঘনেন তমসা বৃতম্ ।  
ন বিজ্ঞাস্তসি পস্থানং গন্তুকৈব ন শক্যসি ॥৭০॥

সাবিত্র্যুবাচ ।

অগ্নিমগ্ন বনে দগ্ধে শুকবৃক্ষঃ স্থিতো জ্বলন্ ।  
বায়ুনা ধম্যমানোহত্র দৃশ্যতেহগ্নিঃ কচিৎ কচিৎ ॥৭১॥  
ততোহগ্নিমানয়িত্বেহ জ্বলয়িষ্যামি সর্বতঃ ।  
কাষ্ঠানীমানি সন্তৌহ জহি সস্তাপমাত্মনঃ ॥৭২॥  
যদি নোৎসহসে গন্তুং সরঞ্জং ত্বাং হি লক্ষয়ে ।  
ন চ জ্ঞাস্তসি পস্থানং তমসা সংব্রুতে বনে ॥৭৩॥  
ঋঃ প্রভাতে বনে দৃশ্যে যাস্ত্যাবোহনুমতে তব ।  
বসাবেহ ক্ষপামেকাং রুচিচতং যদি তেহনঘ ! ॥৭৪॥ (যুগ্মকম্)

ভাবতকৌমুদী

এতা ইতি । শিবাঃ শৃগালাঃ । আস্থায় আশ্রিত্য, নাদান্ কবন্তি কুর্কন্তি ॥৬৯॥  
বনমিতি । প্রতিভয়াকারং ভয়ঙ্কররূপম্ । বিজ্ঞাস্তসি ত্র্যক্ষসি ॥৭০॥  
অগ্নিমিতি । ধম্যমানঃ জ্বল্যমানঃ । কক্ষণি ধমাদেশ আৰ্ধঃ ॥৭১॥  
তত ইতি । আনয়িত্ব আনীয় । জহি ত্যজ, সস্তাপমুবেগম্ ॥৭২॥  
যদীতি । নোৎসহসে ন শক্যসি । তদেতি শেষঃ, ঋঃ পরদিনে ॥৭৩—৭৪॥

এই ভয়ঙ্কর শৃগালগুলি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যাইয়া, আমাব মন কাঁপাইতে থাকিয়া ভয়ঙ্কর বব কবিত্তেছে” ॥৬৯॥

সত্যবান্ বলিলেন—“একে ভয়ঙ্কর মূর্তি বন, তাহাতে আবার নিবিড় অন্ধকারে আবৃত ; এ অবস্থায় তুমি পথ দেখিতে পাইবে না, গমন করিতেও পারিবে না” ॥৭০॥

সাবিত্রী বলিলেন—“আজ এই বন দগ্ধ হইয়াছে, তাহাতে এখনও একটা শুকবৃক্ষ জলিতেছে এবং কোথাও কোথাও বায়ু অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিয়াছে, দেখা যাইতেছে ॥৭১॥

অতএব সেই সকল স্থান হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়া এখানে সকল দিকে অগ্নি জ্বালাইব ; এই কাষ্ঠগুলি এখানে রহিয়াছে, অতএব আপনি আপনার উদ্বেগ ত্যাগ করুন ॥৭২॥

সত্যবানুবাচ ।

শিরোরুজা নিবৃত্তা মে স্তম্ভানুজানি লক্ষয়ে ।  
 মাতাপিতৃভ্যামিচ্ছামি সঙ্গমং জ্বলপ্রসাদজম্ ॥৭৫॥  
 ন কদাচিদ্ধিকালে হি গতপূর্ব্বোহহমাত্রমান্ ।  
 অনাগতয়াং সন্ধ্যায়াং মাতা মে প্ররুণদ্ধি মাম্ ॥৭৬॥  
 দিবাপি ময়ি নিজ্জাক্ষে সন্তপ্যোতে গুরু মম ।  
 বিচিনোতি হি মাং তাতঃ সর্হৈবাত্রমবাসিভিঃ ॥৭৭॥  
 মাত্রা পিত্রা চ স্তম্ভশং দুঃখিতাভ্যামহং পুরা ।  
 উপালক্শচ বহুশচ্চিরেণাগচ্ছসীতি হি ॥৭৮॥

ভারতকৌমুদী

শির ইতি । লক্ষয়ে অহুভবামি । সঙ্গমং সম্মেলনম্ ॥৭৫॥  
 নেতি । বিকালে অসময়ে । অনাগতয়াং অচিবান্তবিস্তৃত্যাম ॥৭৬॥  
 দিবেতি । গুরু মাতাপিতরৌ । বিচিনোতি অন্নিয়তি ॥৭৭॥  
 মাত্রেতি । উপালকস্তিরস্কৃতঃ, চিরেণাতিবিলম্বেন, আগচ্ছসীতি কৃত্বা ॥৭৮॥

আপনাকে এখনও কগ্ণেব মতই দেখিতেছি এবং বনটাও অন্ধকারাবৃত হইয়াছে ; অতএব আপনি যদি পথ দেখিতে না পান, কিংবা গমন করিতে সমর্থ না হন, তবে আপনার অমুমতি হইলে, কল্য প্রভাতে বন দেখা যাইতে থাকিলে আমরা যাইব । হে নিম্পাপ । আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমরা এক রাত্রি এইখানেই বাস করিব” ॥৭৩—৭৪॥

সত্যবান্ বলিলেন--“আমার শিরঃপীড়া গিয়াছে এবং শরীরটাকেও স্তম্ভ বলিয়াই বোধ কবিতেছি ; অতএব তোমার ইচ্ছা হইলে, আমি আমার মাতা ও পিতার সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করি ॥৭৫॥

কারণ, আমি পূর্ব্ব কখনও অসময়ে আশ্রমে যাই নাই এবং সন্ধ্যা সন্নিহিত হইলে, আমার মাতা আমাকে রুদ্ধ করেন ॥৭৬॥

এমন কি আমি দিনেও নির্গত হইলে, আমার মাতা ও পিতা দুই জনই উদ্ভিন্ন হন । তাঁর পর, আমার পিতা আশ্রমবাসীদের সহিত মিলিত হইয়া আমাকে অন্বেষণ করিতে থাকেন ॥৭৭॥

মাতা ও পিতা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পূর্ব্ব বহুবীর আমাকে এইরূপ তিরস্কার করিয়াছেন যে, ‘তুই বড় বিলম্ব করিয়া আসিস্’ ॥৭৮॥

• (৭৫) স্তম্ভানুজানি লক্ষয়ে—বা ব কা নি । (৭৬, ন কদাচিদ্ধি কালে হি গতপূর্ব্বো মতঃ—বা ব কা, ন কদাচিদ্ধি কালে হি—নি । (৭৮) উপলকঃ স্তম্ভশঃ—কা ।



কা অবস্থা তয়োরগু মদর্শমিতি চিস্তয়ে ।  
 তয়োরদৃশ্যে ময়ি চ মহদুঃখং ভবিষ্যতি ॥৭৯॥  
 পুরা মামুচতুশ্চৈব রাজাবত্সায়মাগকৌ ।  
 ভৃশং হৃদুঃখিতৌ বৃদ্ধৌ বহুশঃ শ্রীতিসংযুতৌ ॥৮০॥  
 স্বয়া হীনৌ ন জীবাব মুহূর্ত্তমপি পুত্রক ! ।  
 যাবদ্ধরিষ্যসে পুত্র ! তাবমৌ জীবিতং ধ্রুবম্ ॥৮১॥  
 বৃদ্ধয়োবৃদ্ধয়োর্থ্যষ্টিস্বয়ি বংশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ।  
 স্বয়ি পিণ্ডশ্চ কীর্ত্তিশ্চ সন্তানশ্চাবয়োরিতি ॥৮২॥  
 মাতা বৃদ্ধা পিতা বৃদ্ধস্তয়োর্থ্যষ্টিরহং কিম ।  
 তৌ রাত্রৌ মামপশ্যন্তৌ কামবহ্নাং গমিষ্যতঃ ॥৮৩॥  
 নিদ্রায়াশ্চাভ্যসূয়ামি যন্তা হেতোঃ পিতা মম ।  
 মাতা চ সংশয়ং প্রাপৎ মৎকৃতেহনপকারিণৌ ॥৮৪॥

### ভারতকৌমুদী

কেতি । অবস্থা জাতেতি শেষঃ ॥৭৯॥

পূরেতি । অশ্বং নয়নজলমুদ্রমস্তাবিতি অশ্রায়মাগকৌ ক্রন্দস্তাবিত্যর্থঃ ॥৮০॥

ধয়েতি । ধরিষ্যসে অবস্থান্তসে । নৌ আবয়োঃ ॥৮১॥

বৃদ্ধয়োরিতি । যষ্টির্থষ্টিবদবলঘনম্ । সন্তানো বংশবিস্তারঃ ॥৮২॥

মাতেতি । কামবহ্নাং গমিষ্যতঃ, উদ্বিগেনাতীবহ্নবহ্নাং গমিষ্যত ইত্যর্থঃ ॥৮৩॥

আজ্ঞ আমার জ্ঞাতা হাঁহাদের যে কিরূপ অবস্থা হইয়াছে, ইহাই আমি চিন্তা করিতেছি। (বোধ হয়—) আমাকে না দেখায় হাঁহাদের গুরুতর দুঃখ হইয়া থাকিবে ॥৭৯॥

পূর্ব্বে একদিন রাত্রিতে বৃদ্ধ, অতিদুঃখিত ও স্নেহপরায়ণ পিতা ও মাতা রোদন করিতে করিতে আমাকে বলিয়াছিলেন—॥৮০॥

“পুত্র ! তোমাকে ছাড়িয়া আমরা মুহূর্ত্ত কালও বাঁচিব না ; সুতরাং তুমি যতকাল থাকিবে, আমাদের জীবনও ততকালই থাকিবে ॥৮১॥

আমরা বৃদ্ধ ও অন্ধ হইয়াছি ; সুতরাং তুমি আমাদের যষ্টি, তোমার উপরে আমাদের বংশপ্রতিষ্ঠা ও বংশবিস্তার এবং তোমার উপরেই আমাদের পিণ্ড ও কীর্ত্তির প্রত্যাশা রহিয়াছে” ॥৮২॥

মাতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, পিতাও বৃদ্ধ হইয়াছেন ; সুতরাং আমি হাঁহাদের যষ্টি ; অতএব আমাকে না দেখিয়া এই রাত্রিতে হাঁহারা কি অবস্থা ভোগ করিবেন ॥৮৩॥

(৮৪)---মাতা চ সংশয়ং প্রাপ্তা—বা ব কা ।

অহং সংশয়ং প্রাপ্তঃ কুচ্ছামাপদমান্বিতঃ ।  
 মাতাপিতৃভ্যাং হি বিনা নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥৮৫॥  
 ব্যক্তমাকুলয়া বুদ্ধ্যা প্রজ্ঞাচক্ষুঃ পিতা মম ।  
 ঐকৈকমস্তাং বেলায়াং পৃচ্ছত্যাশ্রমবাসিনম্ ॥৮৬॥  
 নাত্মানমনুশোচামি যথাহং পিতরং শুভে ! ।  
 ভর্তারূপ্যনুগতাং মাতরং পরিদূৰ্ব্বলাম্ ॥৮৭॥  
 মৎকৃতেন হি তাবদ্য সন্তাপং পরমেষ্ঠ্যতঃ ।  
 জীবন্তাবনুজীবামি ভর্তব্যৌ তৌ ময়েতি হ ।  
 তয়োঃ প্রিয়ং মে কৰ্ত্তব্যমিতি জ্ঞানামি চাপ্যহম্ ॥৮৮॥

## ভারতকৌমুদী

নিজায়া ইতি । অভ্যুত্থামি সৰ্ব্বথা দোষমাবিকরোমি । মৎকৃতে মন্নিমিত্তে ॥৮৪॥  
 অহমিতি । সংশয়ং জীবনসন্দেহম্, কুচ্ছাং কুচ্ছজনিকাম্ । উৎসহে শক্লোমি ॥৮৫॥  
 ব্যক্তমিতি । ব্যক্তং ধ্রুবম্ । প্রজ্ঞা বুদ্ধিরেব চক্ষুর্ধ্বস্ত সঃ অন্ধ ইত্যর্থঃ ॥৮৬॥  
 নেতি । ভর্তাবনুগতামিত্যেনেন ইষমপি গাঙ্কারীবদেব চক্ষুর্বেষ্টেনোদ্ধীভূতেতি  
 স্মৃতিত্ম ॥৮৭॥

মদिति । মৎকৃতেন মন্নিমিত্তেন । পবনতাস্তম্ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৮৮॥

অতএব আমি নিজার উপরেই দোষারোপ করিতেছি; যাহার জন্ত  
 আমার পিতা ও মাতা আমার কারণে জীবনসন্দেহে উপস্থিত হইয়াছেন;  
 অথচ তাঁহারা আমার অপকারী নহেন ॥৮৪॥

এবং আমিও এই কষ্টকর বিপদে পতিত হইয়া জীবনসন্দেহে উপস্থিত  
 হইয়াছি। কারণ, আমিও, মাতা এবং পিতাকে ছাড়িয়া জীবিত থাকিবে  
 পারিব না ॥৮৫॥

নিশ্চয়ই আমার অন্ধ পিতা বিহ্বল চিত্তে এই সময়ে আশ্রমবাসী এক এক  
 জনকে আমার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥৮৬॥

কল্যাণি! আমি যেমন আমার পিতার বিষয়ে এবং ভর্তার অনুগামিনী  
 ও অতিদূৰ্ব্বলা মাতার বিষয়ে শোক করি, নিজের বিষয়ে তেমন শোক করি  
 না ॥৮৭॥

হায়! আজ আমার জন্ত তাঁহারা গুরুতর কষ্ট ভোগ করিতেছেন।  
 তাঁহারা বাঁচিয়া আছেন, তাই তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমিও বাঁচিয়া  
 আছি; তাঁহাদিগকে আমার ভরণ-পোষণ করিতে হইবে এবং তাঁহাদের প্রিয়-  
 কার্য্য আমার করিতে হইবে; ইহাই আমি জানি” ॥৮৮॥ .

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা স ধৰ্ম্মাত্মা গুরুভক্তো গুরুপ্রিয়ঃ ।  
উচ্ছ্রিত্য বাহু দুঃখার্ভঃ সম্বরং প্ররুদোদ হ ॥৮৯॥  
ততোহব্রবীত্তথা দৃষ্ট্বা ভর্তারং শোককর্মিতম্ ।  
বিমূঢ়্যাক্ষাণি নেত্রোভ্যাং সাবিত্রী ধৰ্ম্মচারিণী ॥৯০॥  
যদি মেহস্তি তপস্তপ্তং যদি দত্তং হৃতং যদি ।  
শ্রদ্ধাশ্চরিত্ত্বং গাং যম পুণ্যাহস্ত শৰ্ম্মরৌ ॥৯১॥  
ন স্মরাম্যুক্তপূৰ্ব্বাং বৈ শৈশ্বেরষপ্যনৃতং গিরম্ ।  
তেন সত্যেন তাবগ্ন দ্বিয়েতাং শ্বশুরৌ যম ॥৯২॥

সত্যবানুবাচ ।

কাময়ে দর্শনং পিত্রোৰ্বাহি সাবিত্রি ! মা চিরম্ ।  
পুরা মাতুঃ পিতুৰ্বাপি যদি পশ্যামি বিপ্রিয়ম্ ।  
ন জীবিস্যে বরারোহে ! সত্যেনাত্মানমালভে ॥৯৩॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । উচ্ছ্রিত্য উত্তোলা । সম্বরং মুক্তকণ্ঠম্ ॥৮৯॥

তত ইতি । নেত্রোভ্যাং সত্যবতো নয়নযুগলাৎ অক্ষাণি বিমূঢ়্যেতি সম্বন্ধঃ ॥৯০॥

যদীতি । পুণ্য পুণ্যবশাৎ মঙ্গলময়ী ॥৯১॥

নেতি । শৈশ্বেরষপি স্বচ্ছন্দালাপেখপি । দ্বিয়েতাং স্বহাববতিষ্ঠেয়াতাম্ ॥৯২॥

কাময় ইতি । পুরা আগামিনি কালে, বিপ্রিয়ং ভাবম্ । আলভে স্পৃশামি । ষটপাদো-  
হয়ং শ্লোকঃ ॥৯৩॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“গুরুভক্ত, গুরুপ্রিয় ও ধৰ্ম্মাত্মা সত্যবান্ এইরূপ  
বলিয়া, দুঃখার্ভ হইয়া, বাহুযুগল উত্তোলন করিয়া, মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে  
লাগিলেন ॥৮৯॥

তাহার পর ধৰ্ম্মচারিণী সাবিত্রী স্বামীকে সেইরূপ শোকার্ভ দেখিয়া,  
তাহার নয়নযুগল হইতে অক্ষজল মার্জন করিয়া বলিলেন—॥৯০॥

“আমি যদি তপস্তা করিয়া থাকি, যদি দান করিয়া থাকি এবং যদি হোম  
করিয়া থাকি, তবে আমার শ্বশুর, শাশুরী ও স্বামীর পক্ষে এই রাত্রি মঙ্গলময়  
হউক ॥৯১॥

আমি পূৰ্বে স্বচ্ছন্দালাপের সময়েও যে মিথ্যা কথা বলিয়াছি, এমন মনে  
পড়ে না । সেই সত্যধৰ্ম্মবশতঃ আজ আমার শ্বশুর ও শাশুরী মুখ  
ধাকুন” ॥৯২॥

যদি ধৰ্ম্মে চ তে বুদ্ধিৰ্মাধেজ্জীবন্তমিচ্ছসি ।

মম প্রিয়ং বা কৰ্ত্তব্যং গচ্ছাবাশ্রমমস্তিকাতং ॥৯৪॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

সাবিত্রী তত উত্থায় কেশান্ সংযম্য ভাবিনী ।

পতিমুত্থাপয়ামাস বাহুভ্যাং পরিগৃহ্য বৈ ॥৯৫॥

উত্থায় সত্যবাংশচাপি প্রমুজ্জ্যান্তানি পাণিনা ।

সৰ্বা দিশঃ সমালোক্য কঠিনে দৃষ্টিমাদধে ॥৯৬॥

তমুবাচাথ সাবিত্রী শ্বঃ ফলানি হরিষ্যসি ।

যোগক্ষেমার্থমেতং তে নেম্যামি পরশুং ব্রহ্ম ॥৯৭॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি । কৰ্ত্তব্যং স্বয়া । অস্তিকাদম্বাদেশাৎ ॥৯৪॥

সাবিত্রীতি । সংযম্য বন্ধন, ভাবিনী আশ্রমগমনায় চেষ্টাশালিনী ॥৯৫॥

উত্থায়েতি । কঠিনে প্রাক্ষলপূরিতবজ্রস্থাল্যাম্, আদখে, অর্পয়ামাস ॥৯৬॥

ভারতভাবদীপঃ

স্বপ্নামধেয়াঃ সাবিত্র্যা ইতি ॥৫৫—৫৭॥ শাবং শ্রামম্ ॥৫৮—৭২॥ অস্রায়মাণকৌ কদন্তৌ ॥৮০॥ নৌ আবয়োঃ ॥৮১—৮৫॥ প্রজ্ঞাচক্ষুরন্ধঃ ॥৮৬—৯১॥ ত্রিয়েতাং জীবতোম্, শ্বন্তরৌ শ্বশ্রুশ্বন্তরৌ ॥৯২—৯৫॥ কঠিনে ফলপূর্ণে পাত্রে ॥৯৬—১০৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বনি নৈলকণ্ঠিয়ে ভারতভাবদীপে একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৫১॥

সত্যবান্ বলিলেন—“সাবিত্রি! আমি আমার পিতা ও মাতার দর্শন কামনা করি; অতএব চল, বিলম্ব করিও না। বরারোহে। আমি যদি পরে পিতার বা মাতার কোন অপ্রিয় অবস্থা দেখি, তবে জীবন ধারণ করিতে পারিব না। শপথ করিয়া হৃদয় স্পর্শ করিতেছি ॥৯৩॥

তোমার যদি ধৰ্ম্মে মতি থাকে, আমাকে যদি জীবিত রাখিতে ইচ্ছা কর এবং আমার প্রিয়কার্য্য যদি তোমার কৰ্ত্তব্য হয়, তবে চল, আমরা এস্থান হইতে আশ্রমে যাই” ॥৯৪॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তাহার পর সাবিত্রী আশ্রমগমনের জন্ত উদ্যোগিনী হইয়া গাত্ৰোত্থানপূর্ব্বক কেশবন্ধন করিয়া বাহুযুগলদ্বারা ধরিয়া সত্যবান্কে উত্তোলন করিলেন ॥৯৫॥

সত্যবান্ও উঠিয়া হস্তদ্বারা অঙ্গ মার্জ্জন করিয়া, সকল দিক্ দেখিয়া, ফলপূর্ণ সেই থলিয়ার উপরে দৃষ্টিপাত করিলেন ॥৯৬॥

(৯৭)...শ্বঃ ফলানীহ নেম্যসি—পি ।

কুছা কঠিনভারং সা বুদ্ধশাখাবলম্বিনম্ ।

গৃহীয়া পরশুং ভর্তুঃ সকাশে পুনরাগমং ॥১৮॥

বামে স্বক্কে তু বামোরুভর্তু বাহুং নিবেশ্য চ ।

দক্ষিণেন পরিষ্রজ্য জগাম গজগামিনী ॥১৯॥

সত্যবানুবাচ ।

অভ্যাসগমনাস্তীরু ! পস্থানো বিদিতা মম ।

বুদ্ধান্তরালোকিতয়া জ্যোৎস্নয়া চাপি লক্ষ্যে ॥১০০॥

আগতো স্বঃ পথা যেন ফলানুবচিত্তানি চ ।

যথাগতং শুভে ! গচ্ছ পস্থানং মা বিচারয় ॥১০১॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । স্বঃ পরদিনে । যোগক্ষেমার্থং সাংসারিককার্যসম্পাদনার্থম্ ॥১৭॥

কুছেতি । কঠিনভারং ফলভারবৎ কঠিনং ফলপূর্ণাং বস্ত্রস্থালীমিতি যাবৎ ॥১৮॥

বাম ইতি । বামো হৃন্দরো উরু যন্তাঃ 'সা বামোরুঃ গজগামিনী চ সাবিদ্রী, ভর্তুঃ সত্যবতো বামং বাহুং প্রসার্য আত্মনো বামে স্বক্কে নিবেশ্য চ, আত্মনো দক্ষিণেন বাহুনা ভর্তারং পরিষ্রজ্য আলিঙ্গনপ্রকারেণ ধৃষ্টা, জগাম গন্তমারেতে ॥১৯॥

অভ্যাসেতি । হে ভীরু ! অভ্যাসেন পৌনঃপুন্যেন গমনাৎ, অদর্শনেহপি পস্থানো মম বিদিতাঃ । কিঞ্চ বুদ্ধান্তরাণি আলোকিতানি যয়া তয়া জ্যোৎস্নয়াপি, লক্ষ্যে পথঃ পশ্যামি । ততশ্চানারাসেনৈব গন্তং শক্লোমিতি ভাবঃ ॥১০০॥

আগতাবিতি । স্ব আবামিতি শেষঃ । অবচিত্তানি আবাত্যাং গৃহীতানি ॥১০১॥

তাহার পর সাবিদ্রী তাঁহাকে বলিলেন—“কাল কলগুলি লইয়া যাইবেন ; আমি এখন সাংসারিক কার্য্য নির্বাহের জন্ত আপনার এই কুরুলখানা লইয়া

এই কথা বলিয়া সাবিদ্রী সেই ফলের থলিয়াটাকে গাছের ডালে ঝুলাইয়া রাখিয়া, কুরুলখানা লইয়া পুনরায় স্বামীর নিকটে আসিলেন ॥১৮॥

তাহার পর হৃন্দরোরুয়ুগলশালিনী ও গজগামিনী সাবিদ্রী সত্যবানের বাম বাহু নিজের বামস্বক্কে স্থাপনপূর্ব্বক নিজের দক্ষিণ বাহুদ্বারা সত্যবানকে জড়াইয়া ধরিয়া যাইতে লাগিলেন” ॥১৯॥

সত্যবান্ বলিলেন—“ভীরু ! বার বার যাতায়াত করায় এই পথগুলি আমার জানা আছে ; বিশেষতঃ জ্যোৎস্না আসিয়া বুদ্ধের অন্তরালদেশ আলোকিত করিতে থাকায় পথগুলি দেখাও যাইতেছে ॥১০০॥

অন্তঃপ্রব কল্যাণি । আমরা যে পথে আসিয়াছিলাম এবং আসিয়া কল

(১১) বামে স্বক্কে তু সাবিদ্রী ভর্তু বাহুং নিগৃহ সা—পি ।

পলাশষষ্ঠৈরেতন্মিন্ পশ্ব। ব্যাবৰ্ত্ততে দ্বিধা ।

তন্তোত্তরেণ যঃ পশ্বান্তেন গচ্ছ ত্ববশ্চ চ ॥১০২॥

স্বস্বোহস্মি বলবানস্মি দিদৃক্ষুঃ পিতরাবুভৌ ।

ক্রবন্মেবং হুৱায়ুক্তঃ স প্রায়াদাশ্রমং প্রতি ॥১০৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বাণি দ্রৌপদী-

হরণে সাবিত্র্যপাখ্যানেন সত্যবদাশ্রমাগমনে একপঞ্চাশদধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

এতন্মিম্বেব কালে তু দ্ব্যমংসেনো মহাবলঃ ।

লব্ধচক্ষুঃ প্রসম্মায়াং দৃষ্ট্যাং সৰ্ব্বং দদর্শ হ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

পলাশেতি । পলাশষষ্ঠৈঃ পলাশবৃক্ষসমূহৈঃ, এতন্মিন্ স্থানে ॥১০২॥

স্বস্ব ইতি । স্বস্বোহস্মি বলবানস্মি, পিত্রোর্দিদৃক্ষাবশাদেবেতি ভাবঃ ॥১০৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বাণি

দ্রৌপদীহরণে একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

চয়ন করিয়াছিলাম, সেই যথাগত পথেই গমন করিতে থাক, কোন ইতস্ততঃ করিও না ॥১০১॥

এইখানে পলাশবন থাকায় পথটা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং এই পলাশবনের উত্তরদিক্ দিয়া যে পথটা গিয়াছে, সেই পথে চল এবং দ্রুত চল ॥১০২॥

আমি স্বস্ব হইয়াছি, সবলও হইয়াছি এবং পিতা ও মাতা উভয়কেই দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি” । এইরূপ বলিতে বলিতে সত্যবান্ সত্তর আশ্রমের দিকে গমন করিতে লাগিলেন” ॥১০৩॥

(১৬) পলাশথণ্ডে চৈতন্মিন্...বা ব কা নি । (১০৩) স্বস্বোহস্মি বলবানস্মি...বা ব কা নি । \* ‘...চক্ষুরশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...বলবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...লব্ধবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি । \*

(১)...দ্ব্যমংসেনো মহাবনে—পি ।

ধন-৩০৮ (১১)

স সর্বানাশ্রম্যান্ গচ্ছা শৈব্যয়া সহ ভাৰ্য্যয়া ।  
 পুত্রহেতোঃ পরামৰ্ত্তিঃ জগাম ভৱতৰ্ভ ! ॥২॥  
 তাবান্শ্রম্যান্ নদীশৈচব বনানি চ সরাংসি চ ।  
 তস্মাৎ দিশি বিচিহ্নস্তৌ দম্পতৌ পরিজগ্মতুঃ ॥৩॥  
 শ্ৰেষ্ঠা শব্দন্ত যং কক্ষিহুম্মুখৌ স্ততশক্ষয়া ।  
 সাবিত্রীসহিতোহভ্যেতি সত্যবানিত্যভাষতাম্ ॥৪॥  
 ভিন্নৈশ্চ পরৈষৈঃ পাদৈঃ সত্রণৈঃ শোণিতোক্ষিতৈঃ ।  
 কুশকণ্টকবিদ্ধান্ধাবুগ্নতাবিব ধাবতঃ ॥৫॥  
 ততোহভিসৃত্য তৈৰ্বিত্রৈঃ সৰ্বৈরাশ্রমবাসিভিঃ ।  
 পরিবার্য্য সমাশ্বাস্ত তাবানীতৌ স্বমাশ্রমম্ ॥৬॥

### ভারতকৌমুদী

এতদ্বিত্তি । দৃষ্ট্যাং চক্ষুষি, প্রসন্নায়ান্ নিশ্চলতয়া কার্য্যক্ষমায়াং সত্যাম্ ॥১॥  
 স ইতি । সর্বানাশ্রম্যান্ গচ্ছাপি পুত্রমপ্রাপ্যেত্যর্থঃ, শৈব্যয়া তদাখ্যয়া ॥২॥  
 তাবতি । বিচিহ্নস্তৌ অস্থিত্তৌ, দম্পতৌ শৈব্যাদ্ব্যমংসেনৌ ॥৩॥  
 শ্ৰেষ্ঠেতি । স্ততশক্ষয়া স্ততস্ত পদশব্দোহয়মিতি সম্ভাবনয়া ॥৪॥  
 ভিন্নৈরिति । ভিন্নৈঃ কণ্টকাদিবিদৌর্গৈঃ, পরৈষধূলিরক্ষৈঃ । ধাবতস্তৌ ॥৫॥  
 তত ইতি । অভিসৃত্য উপগম্য । পরিবার্য্য পরিবেষ্ট্য ॥৬॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন — “এই সময়েই মহাবল ছ্যামংসেন চক্ষু লাভ করিলেন এবং সে চক্ষু প্রসন্ন হওয়ায় সমস্তই দেখিতে লাগিলেন ॥১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর তিনি ভাৰ্য্যা শৈব্যার সহিত সকল আশ্রমে যাইয়াও পুত্রকে না পাইয়া পুত্রের জন্ম অত্যন্ত উদ্বেগ ভোগ করিতে লাগিলেন ॥২॥

ক্রমে তাঁহারা সাবিত্রী ও সত্যবান্কে অন্বেষণ করিতে থাকিয়া সেই দিকের আশ্রম, নদী, বন ও সরোবরগুলিতে বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥৩॥

তাঁহারা যে কোন শব্দ শুনিয়া উদ্‌গ্ৰীব হইয়া পুত্রের পদশব্দ মনে করিয়া ‘সাবিত্রীর সহিত সত্যবান্ আসিতেছে’ এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥৪॥

ক্রমে তাঁহারা—বিদৌর্গ, ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত ও ধূলিগূর্ণ চরণে কুশ ও কণ্টক-বিদ্ধ দেহে উন্মত্তের স্থায় দৌড়াইতে থাকিলেন ॥৫॥

তাঁহার পর আশ্রমবাসী সেই সকল ব্রাহ্মণেরা যাইয়া পরিবেষ্টনপূর্ব্বক আশ্বস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে আপন আশ্রমে আনয়ন করিলেন ॥৬॥

তত্র ভাৰ্য্যাসহায়ঃ স যতো বৃদ্ধৈস্তপোবনৈঃ ।  
 আশ্বাসিতো বিচিত্রার্থৈঃ পূৰ্ব্বরাজ্ঞাং কথাশ্রয়ে ॥৭॥  
 ততস্তৌ পুনরাশ্বস্তৌ বৃদ্ধৌ পুত্রদিদৃক্ষয়া ।  
 বাল্যবৃত্তানি পুত্রস্ত স্মরন্তৌ ভৃশভুঃখিতৌ ॥৮॥  
 পুনরুত্ত্ব। চ করুণাং বাচং তৌ শোককৰ্ষিতৌ ।  
 হা পুত্র ! হা সান্থি ! বধু ! কাসি কাসীত্যরোদতাম্ ॥৯॥

সুবৰ্চা উবাচ ।

যথাস্ত ভাৰ্য্যা সাবিত্রী তপসা চ দমেন চ ।  
 আচায়েণ চ সংযুক্তা তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১০॥

গৌতম উবাচ ।

বেদাঃ সাক্ষা ময়াবীতাস্তপো য়ে সক্ষিতং মহৎ ।  
 কোমারং ব্রহ্মচৰ্য্যঞ্চ গুরবোহগ্নিশ্চ তোষিতাঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

তজ্জৈতি । ভাৰ্য্যাসহায়ঃ শৈব্যয়া সহিতঃ, স ছ্যমৎসেনঃ ॥৭॥  
 তত ইতি । পুত্রস্ত দিদৃক্ষয়া দ্রষ্টুমিচ্ছয়া পুনর্ভৃশভুঃখিতৌ অভবতামিতি শেষঃ ॥৮॥  
 পুনরিতি । হা পুত্র ! কাসি, হা সান্থি ! বধু ! কাসীত্যয়ঃ ॥৯॥  
 যথৈতি । যথা যতঃ, তথা ততঃ । দৈদৃশী ধৰ্ম্মচারিণী বিধবা ন ভবতীতি ভাবঃ ॥১০॥  
 বেদা ইতি । অষ্টৈৰ্য্যাকরণাদিভিঃ সহৈতি সাক্ষাঃ । ব্রহ্মচৰ্য্যঞ্চ কৃতমিতি শেষঃ ॥১১॥

তখন বৃদ্ধ তপস্বীরা ভাৰ্য্যার সহিত ছ্যমৎসেন রাজাকে পরিবেষ্টন করিয়া প্রাচীন রাজাদের বিচিত্র উপাখ্যান বলিয়া আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন ॥৭॥

তাহার পর সেই বৃদ্ধ রাজদম্পতি আশ্বস্ত হইয়াও পুত্রকে দেখিবার ইচ্ছায় এবং তাহার শৈশবের বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া আবার অত্যন্ত ভুঃখিত হইয়া পড়িলেন ॥৮॥

তাঁহারা করুণ বাক্য বলিয়া পুনরায় শোকে অধীর হইলেন এবং ‘হা পুত্র ! তুমি কোথায় ? হা সান্থি ! বধু ! তুমি কোথায় ?’ এইভাবে রোদন করিতে লাগিলেন ॥৯॥

তখন ‘সুবৰ্চা’-নামে এক ব্রাহ্মণ বলিলেন—“ইহার ভাৰ্য্যা সাবিত্রী যখন ঔপস্তা, ইন্দ্ৰিয়দমন ও আচারশালিনী, তখন সত্যবান্ জীবিত আছে” ॥১০॥

গৌতম বলিলেন—“আমি সাক্ষ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, গুরুতর তপস্তা করিয়াছি, কোমারবয়সে ব্রহ্মচৰ্য্য করিয়াছি এবং গুরুগণ ও অগ্নির সন্তোষবিধান করিয়াছি ॥১১॥

(৯) লোকায় পরম্ ব্রাহ্মণঃ সত্যবাক্ তেবামুবাচেন তয়োৰ্বচঃ...—বা ব ক। নি ।



সমাহিতেন চৌর্ণানি সৰ্বাণ্যেব ব্রতানি মে ।  
 বায়ুভক্ষোপবাসশ্চ কৃতো মে বিধিবৎ সদা ॥১২॥  
 অনেন তপসা বেদ্বি সৰ্বং পরচিকীৰ্ষিতম্ ।  
 সত্যমেতন্নিবোধ স্বং প্রিয়তে সত্যবানিতি ॥১৩॥  
 শিষ্য উবাচ ।

উপাধ্যায়স্ত মে বক্তাদৃযথা বাক্যং বিনিঃসৃতম্ ।  
 নৈব জাতু ভবেম্মিথ্যা তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৪॥  
 ঋষয় উচুঃ ।

যথাস্ত ভাৰ্য্যা সাবিত্রী সৰ্বৈরেব মূলক্ষণৈঃ ।  
 অবৈধব্যকরৈর্ষুস্তা তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৫॥  
 দাল্ভ্য উবাচ । \*

যথা দৃষ্টিঃ প্রবৃত্তা তে সাবিত্র্যাশ্চ যথা ব্রতম্ ।  
 গতাহারমকৃৎস্না তু তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৬॥

### ভারতকৌমুদী

সমিতি । মে ময়া । বায়োরেব ভক্ষো ভক্ষণং যন্নি স তাদৃশ উপবাসঃ ॥১২॥  
 অনেনেতি । পরেণ চিকীৰ্ষিতং কৰ্ত্তুমিষ্টম্ । প্রিয়তে অবতিষ্ঠতে জীবতীত্যর্থঃ ॥১৩॥  
 উপেতি । উপাধ্যায়স্ত গৌতমস্ত । জাতু কদাচিত্ ॥১৪॥  
 যথেনিতি । যথা যতঃ । অবৈধব্যকরৈঃ অবৈধব্যাসূচকৈঃ । তথা ততঃ ॥১৫॥

আর আমি সমাহিত চিন্তে সকল ব্রত এবং সৰ্ব্বদা যথাবিধানে বায়ুমাত্র ভোজনে  
 উপবাস করিয়াছি ॥১২॥

এই তপস্তার বলে আমি পরের সমস্ত অভিপ্রেত বিষয় জানিতে পারি ;  
 অতএব রাজা । আপনি এই ঘটনা সত্য জাম্বুন যে, সত্যবান্ জীবিত  
 আছে” ॥১৩॥

গৌতমের শিষ্য বলিল—“আমার অধ্যাপকের মুখ হইতে যখন এইরূপ বাক্য  
 নির্গত হইয়াছে, তখন কখনও উহা মিথ্যা হইবে না ; সুতরাং সত্যবান্ নিশ্চয়ই  
 জীবিত আছেন” ॥১৪॥

অস্তান্ত ঋষিরা বলিলেন—“সত্যবানের ভাৰ্য্যা সাবিত্রী যখন অবৈধব্যাসূচক সমস্ত  
 মূলক্ষণসম্পন্ন, তখন সত্যবান্ জীবিত আছে” ॥১৫॥

(১৬) শ্লোকাৎ পরম্ ‘ভারতাজ উবাচ । যথাস্ত ভাৰ্য্যা সাবিত্রী তপসা চ দমেন চ ।  
 আচারেণ চ সংযুক্তা তথা জীবতি সত্যবান্ ।’ ইতি স্ববৰ্ত্ত উক্তশ্লোকস্ত অর্থরূপঃ শ্লোকঃ  
 পুনঃ বা ব ক নি । \* দাল্ভ্য উবাচ—পি ।

আপস্তম্ব উবাচ ।

যথা নদন্তি শাস্ত্রায়াং দিশি বৈ যুগপক্ষিণঃ ।  
পাৰ্শ্ববৈষা প্রযুক্তিস্তে তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৭॥

ধোম্য উবাচ ।

সৰ্বৈকগুণৈরুপেতস্তে যথা পুত্রো জনপ্রিয়ঃ ।  
দীর্ঘায়ুৰ্লক্ষণোপেতস্তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৮॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

এবমাখ্যাসিতৈস্তে সত্যবাগ্ভিস্তপস্বিভিঃ ।  
তাংস্তান্ বিগণয়ন্ সৰ্ব্বাংস্ততঃ স্থির ইবাভবৎ ॥১৯॥  
ততো মুহূর্তাৎ সাবিত্রী ভত্রী সত্যবতা সহ ।  
আজগামাত্মমং রাত্রৌ প্রহৃত্যু প্রবিবেশ হ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

যথেন্তি । প্রযুক্তা সজ্জাতা । আহারমকৃত্বা গত্যা সা সাবিত্রীতি শেষঃ ॥১৭॥

যথেন্তি । শাস্ত্রায়াং দাহশূচ্যায়াম্ । প্রযুক্তিঃ নয়নলাভেনোরতিঃ ॥১৭॥

সৰ্বৈকরীতি । দীর্ঘায়ুৰো লক্ষণৈঃ সামুদ্রিকোক্তচিহ্নবিশেষৈরুপেতঃ ॥১৮॥

এবমিতি । বিগণয়ন্ মনসা চিন্তয়ন্, অভবৎ ছায়মৎসেন ইতি শেষঃ ॥১৯॥

তত ইতি । মুহূর্তাৎ অত্যল্পকালং পরমেব ॥২০॥

দাল্ভ্যমুনি কহিলেন—“রাজা ! আপনার যখন দৃষ্টিশক্তি জন্মিয়াছে, সাবিত্রী যখন ব্রত করিয়াছেন এবং আহার না করিয়া গিয়াছেন, তখন সত্যবান্ জীবিত আছে” ॥১৬॥

আপস্তম্ব বলিলেন—“রাজা ! দাহশূচ্য দিকে যখন পশু-পক্ষীরা দ্রব-করিতেছে এবং আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন সত্যবান্ জীবিত আছে” ॥১৭॥

ধোম্য কহিলেন—“আপনার পুত্র সত্যবান্ যখন সৰ্ব্বগুণসম্পন্ন, লোকপ্রিয় এবং দীর্ঘায়ুর লক্ষণযুক্ত, তখন সে নিশ্চয়ই জীবিত আছে” ॥১৮॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“সেই সত্যবাদী ভপস্বীরা এইরূপে আশ্বস্ত করিলে, ছায়মৎসেন সেই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া স্থিরের জায় হইলেন ॥১৯॥

ভাহার পর মুহূর্ত পরেই সাবিত্রী—স্বামী সত্যবানের সহিত রাত্রিতে আত্মমে আসিলেন এবং দ্রষ্টচিন্তে তথায় প্রবেশ করিলেন” ॥২০॥

\* মাণ্ডব্য উবাচ—কা। (১৭) যথা বদন্তি শাস্ত্রায়াং...পাৰ্শ্ববী ০৮ প্রযুক্তিস্তে—  
বা ব কা ।

ব্রাহ্মণা উচুঃ ।

পুত্রেন সঙ্গতং স্বাগ চক্ষুঃস্বস্তং নিরীক্ষ্য চ ।

সর্বৈ বয়ং বৈ পৃচ্ছামো বৃদ্ধিং তে পৃথিবীপতে ! ॥২১॥

সমাগমেন পুত্রস্য সাবিত্র্যা দর্শনেন চ ।

সর্বৈরস্মাভিরুক্তং যন্তথা তস্মাত্র সংশয়ঃ ।

ভূয়ো ভূয়ঃ সমৃদ্ধিস্তে ক্ষিপ্ৰমেব ভবিষ্যতি ॥২২॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

অধাশ্মি তত্র সংজাল্য দ্বিজাস্তে সর্ব্ব এব হি ।

উপাসাঞ্চক্ৰি্রে পার্থ ! দ্যুমৎসেনং মহীপতিম্ ॥২৩॥

শৈব্যা চ সত্যবান্শ্চৈব সাবিত্রী চৈকতঃ স্থিতাঃ ।

সর্ব্বৈস্তৈরভ্যানুজ্ঞাতা বিশোকাঃ সমুপাविशन् ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

পুত্রেণেতি । সঙ্গতং সম্মিলিতম্, বা স্বাম্ । বৃদ্ধিমুরতিম্ ॥২১॥

সমিতি । সমাগমেন সম্মেলনেন । তন্তুথা সত্যমেব জাতমিত্যর্থঃ । যট্টপাদোহয়ং  
শ্লোকঃ ॥২২॥

অধেতি । অগ্নিসংজালনমন্ত্রকারে সর্ব্বেষাং দর্শনার্থম্ । উপাসাঞ্চক্ৰি্রে উপবিবিশুঃ ॥২৩॥

শৈব্যেতি । শৈব্যা দ্যুমৎসেনভাৰ্য্যা । বিশোকাঃ সর্ব্বসম্মেলনান্নিরূষণাঃ ॥২৪॥

তখন ব্রাহ্মণেরা বলিলেন—“রাজা ! আমরা সকলে আজ আপনাকে পুত্রের  
সহিত মিলিত এবং চক্ষুস্বাস্থ্য দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—আপনি উন্নতি লাভ  
করিয়াছেন ত ?” ॥২১॥

—“পুত্রের সম্মেলনে এবং সাবিত্রীর দর্শনে আমরা সকলে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা  
হইয়াছে ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । তা’র পর, শীঘ্রই আপনার অতিপ্রচুর  
সমৃদ্ধি হইবে” ॥২২॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“যুধিষ্ঠির ! তাহার পর সেই ব্রাহ্মণেরা সকলেই সেই  
স্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দ্যুমৎসেনরাজার নিকটে উপবেশন  
করিলেন ॥২৩॥

আর শৈব্যা, সত্যবান্ ও সাবিত্রী একদিকে দাঁড়াইয়াছিলেন ; তাঁহারাও সেই  
সকলের অনুমতিক্রমে নিরূষণ হইয়া উপবেশন করিলেন ॥২৪॥

(২১) পুত্রেন সঙ্গতং স্বাগ্...বা ব কা, বৃদ্ধি বৈ পৃথিবীপতে—পি । (২২) অধম-  
চরণধর্যাং পরম্ ‘চক্ষুঃস্বাস্থ্যেনো লাভাভিভির্দিত্যা বিবর্দ্ধনে’ ইতি চরণধরমধিকং বা ব কা  
নি । (২৩) ততোহগ্নিম্...বা ব কা নি ।

ততো রাজ্ঞা সহাসীনাঃ সৰ্কে তে বনবাসিনঃ ।

জাতকৌতুহলাঃ পার্থ ! পপ্রচ্ছনূর্ণতে: স্ততম্ ॥২৫॥

ঋষয় উচু: ।

প্রাগেব নাগতং কশ্মাৎ সভার্ষ্যেণ ত্বয়া বিভো । ।

বিরাত্রে চাগতং কশ্মাৎ কোহনুবন্ধস্তবাতবৎ ॥২৬॥

সস্তাপিতঃ পিতা মাতা বয়শ্কেব নৃপাত্মজ ! ।

কশ্মাদিতি ন জানীমন্তৎ সৰ্বং বন্তু মুহসি ॥২৭॥

সত্যবানুবাচ ।

পিত্রাহমভ্যনুজ্ঞাতঃ সাবিত্রীসহিতো গতঃ ।

অথ মেহৃচ্ছিরোদুঃখং বনে কাষ্ঠানি ভিন্দতঃ ॥২৮॥

সুপ্তশাহং বেদনয়া চিরমিত্যুপলক্ষ্যে ।

তাবৎ কালং ন চ ময়া সুপ্তপূৰ্ব্বং কদাচন ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । আসীনা উপবিষ্টাঃ । নৃপতে: স্ততং সত্যবন্তম্ ॥২৫॥

প্রাগিতি । বিরাত্রে বিশেষণাধিক্যেন রাজ্ঞো ভূতায়াম্, অম্ববন্ধো বিন্ধ: ॥২৬॥

সমিতি । কশ্মাৎ কারণাৎ সস্তাপিতত্বয়া উদ্বেজিতঃ ॥২৭॥

পিত্রেতি । গতৌ বনমিতি শেষঃ । শিরসো দুঃখং পীড়া, ভিন্দতঃ পাটয়তঃ ॥২৮॥

ভারতভাবদীপ:

\* এতন্মিগ্নেবেতি ॥১—৪॥ ভিন্নৈর্বিদীর্ণৈঃ, পৰ্জ্বৈ: কৰ্কশৈ: ॥৫—১৬॥ শাস্তায়াং প্রসন্নায়াম্, পার্শ্বী পার্শ্ববন্ধযোগ্যা, প্রবৃতিধ্বংস: ॥১৭—২৫॥ বিরাত্রে বহুগত্রে কালে, আগত-মাগমনম্ ॥২৬—৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৬২॥

যুষ্টিরি । তদনন্তর রাজার সহিত উপবিষ্ট সেই বনবাসীরা সকলে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া সত্যবানের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ॥২৫॥

ঋষিরা বলিলেন—“সত্যবান্ । তুমি তোমার ভাৰ্য্যার সহিত পূৰ্বেই কেন আগমন কর নাই ? অধিক রাত্রিতেই বা কেন আগমন করিলে ? এবং তোমার কি প্রতিবন্ধকই বা হইয়াছিল ? ॥২৬॥

রাজপুত্র ! তুমি কি জ্ঞাত পিতাকে, যাতাকে এবং আমাদিগকে উদ্ভিন্ন করিলে, তাহা আমরা জানি না ; অতএব তুমি সেই সকল বল” ॥২৭॥

সত্যবান্ বলিলেন—“আমি পিতার অনুমতিক্রমে সাবিত্রীর সহিত বনে গিয়াছিলাম ; পরে কাঠ কাঁড়িবার সময়ে আমার শিরঃপীড়া হইয়াছিল ॥২৮॥

(২৬)....চিরাস্তবাপত্যং কশ্মাৎ—পি । (২৭)....নাকশ্মাদিবি জানীমঃ—পি ।

সৰ্ব্বেষামেব ভবতাং সন্তাপো য়া ভবেদিতি ।

অতো বিরাট্রাগমনং নান্যদন্তীহ কারণম্ ॥৩০॥

গৌতম উবাচ ।

অকস্মাচ্চক্ষুঃ প্রাপ্তির্দ্যুৎসেনস্ব তে পিতৃঃ ।

নাস্ত্ব স্বং কারণং বেৎসি সাবিত্রী বর্তুর্মহতি ॥৩১॥

শ্রোতুমিচ্ছামি সাবিত্রি ! স্বং হি বেথ পরাবরম্ ।

স্বাং হি জানামি সাবিত্রি ! সাবিত্রৌমিব তেজসা ॥৩২॥

স্বমত্র হেতুং জানীষে তস্মাৎ সত্যং নিরুচ্যতাম্ ।

রহস্যং যদি তে নাস্তি কিঞ্চিদেব বদস্ব নঃ ॥৩৩॥

সাবিত্র্যুবাচ ।

এবমেতদ্যথৈবাথ সূক্ষ্ণো নান্যথা হি বঃ ।

নহি কিঞ্চিদ্রহস্যং মে শ্রয়তাং তথ্যমত্র যৎ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

স্বপ্ত ইতি । স্বপ্তো নিদ্রিতঃ, বেদনয়া শিরঃপীড়য়া, উপলক্ষয়ে যন্তে ॥২৯॥

তর্হি কথমাগত ইত্যাহ—সর্বেষামিতি । বিরাত্রে অধিকরাত্রে আগমনম্ ॥৩০॥

অকস্মাদিতি । নাস্ত্ব স্বং কারণং বেৎসীত্যম্ববাদঃ সাবিত্রী বর্তুর্মহতীতি চ সম্ভাবনা ॥৩১॥

শ্রোতুমিতি । পরাবরম্ উত্তমাদমং সর্বং বিষয়ম্ । সাবিত্রীং ব্রহ্মণঃ পত্নীম্ ॥৩২॥

স্বমিতি । রহস্যং গোপনীয়ম্ । কিঞ্চিদেবেতি সাকল্যাসম্ভবপক্ষে ॥৩৩॥

এবমিতি । যথৈব সত্যমেব আথ বত্নীবি, সূক্ষ্ণঃ সম্ভাবনা ॥৩৪॥

সেই শিরঃপীড়াবশতঃ আমি দীর্ঘকাল নিদ্রিত ছিলাম ; ইহাই আমি ধারণা করি ; কিন্তু পূর্বের কখনও আমি ততকাল নিদ্রা যাই নাই ॥২৯॥

তার পর, আপনাদের সকলের উদ্বেগ না হয়, এই জন্তই অধিক রাত্রিতে আসিয়াছি ; কিন্তু এতদ্বিধ এ বিষয়ে অস্ত্র কোন কারণ নাই” ॥৩০॥

গৌতম বলিলেন—“তোমার পিতা দ্যুৎসেনের অকস্মাৎ চক্ষুলাভ হইয়াছে ; ইহার কারণ তুমি জান না, সম্ভবতঃ সাবিত্রী বলিতে পারেন ॥৩১॥

সাবিত্রি ! আমি তোমার নিকট ইহার কারণ শুনিতে ইচ্ছা করি । কেন না, তুমি উত্তমাদম সমস্ত বিষয়ই জান । যে হেতু, সাবিত্রি ! তোমাকে আমি ভেজে সাবিত্রীদেবীর তুল্যই মনে করি ॥৩২॥

সুতরাং, তুমি এ বিষয়ের হেতু জান ; অতএব সত্য বল । তোমার যদি গোপনীয় না হয়, তবে আমাদের নিকট কিছু বল” ॥৩৩॥

মৃত্যুৰ্মে পত্ন্যরাখ্যাতো নারদেন মহাত্মনা ।  
 স চাশ্চ দিবসঃ প্রাপ্তস্ততো নৈনং জহাম্যহম্ ॥৩৫॥  
 স্থপ্তকৈনং যমঃ সাক্ষাৎপাগচ্ছৎ সাক্ষরঃ ।  
 স এনমনয়দ্বজ্জা দিশং পিতৃনিবেষিতাম্ ॥৩৬॥  
 অশৌষং তমহং দেবং সত্যেন বচসা বিভূম্ ।  
 পঞ্চ বৈ তেন মে দত্তা বরাঃ শৃণুত তান্ মম ॥৩৭॥  
 চক্ষুষী চ স্বরাজ্যঞ্চ দ্বৌ বরৌ শ্বশুরশ্চ মে ।  
 লব্ধং পিতুঃ পুত্রশতং পুত্রাণাঞ্চাত্মনঃ শতম্ ॥৩৮॥  
 চতুৰ্বর্ষশতায়ুৰ্মে ভৰ্ত্তা লব্ধশ্চ সত্যবান্ ।  
 ভৰ্ত্তৃহি জীবিতার্থস্তু ময়া চৌর্ণশ্চিদং ব্রতম্ ॥৩৯॥ .

### ভারতকৌমুদী

মৃত্যুরিতি । আখ্যাতঃ পরিণয়াৎ প্রাগেবোক্তঃ । প্রাপ্ত উপস্থিতঃ, এনং পতিম্ ॥৩৫॥  
 স্থপ্তমিতি । এনম্ এতস্ত সত্যবতো লিঙ্গদেহম্ । পিতৃনিবেষিতাং দক্ষিণাম্ ॥৩৬॥  
 অশৌষমিতি । অশৌষং জ্ঞতবতী । তেন যমেন ॥৩৭॥  
 চক্ষুষী ইতি । পিতুরশ্বপতেঃ । আত্মনো মম ॥৩৮॥  
 চতুরিতি । ইদং ত্রিরাশ্রোপবাসাত্মকং ব্রতং ময়া চৌর্ণমাচরিতম্ ॥৩৯॥

সাবিত্রী বলিলেন—“আপনি যাহা বলিলেন, তাহা এইরূপই বটে । কেন না, আপনাদের ধারণা অশ্বরূপ হয় না । সে যাহা হউক, এ বিষয়ে আমার গোপনীয় কিছু নাই ; স্মৃতরাং যাহা সত্য, তাহা শ্রবণ করুন ॥৩৪॥

মহাত্মা নারদ আমার পতির মৃত্যুর কথা বলিয়াছিলেন, সে দিন আজ ছিল । সেই জন্তই আমি ইহাকে পরিত্যাগ করি নাই ॥৩৫॥

ইনি নিদ্রিত হইলে, সাক্ষাৎ যম তাঁহার ছুতাগণের সহিত উপস্থিত হইলেন এবং তিনি ইহাকে বন্ধন করিয়া দক্ষিণদিকে লইয়া চলিলেন ॥৩৬॥

• তখন আমি সত্যবাক্যে সেই প্রভাবশালী দেবতার স্তব করিতে লাগিলাম ; পরে তিনি আমাকে পাঁচটি বর দিলেন ; তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন ॥৩৭॥

প্রথম দুই বরে আমার শ্বশুরের চক্ষু দুইটি ও আপন রাজ্যলাভ, তৃতীয় বরে আমার পিতার একশত পুত্র লাভ এবং চতুর্থ বরে আমার নিজের একশত পুত্র লাভ ॥৩৮॥

• আর পঞ্চম বরে আমার স্বামী চারিশত বৎসর আয়ু লাভ করিয়াছেন এবং আমি স্বামীর জীবনের জন্তই এই ব্রত করিয়াছিলাম ॥৩৯॥

এতৎ সর্বং ময়াধ্যাতং কারণং বিস্তরেণ বঃ ।

যথা বৃত্তং স্থখোদর্কমিদং দুঃখং মহেশ্বর ॥৪০॥

ঋষয় উচুঃ ।

নিমজ্জমানং ব্যসনৈরভিভ্রুতং কুলং নরেন্দ্রস্য তমোময়ে হৃদে ।

হুয়া স্তশীলব্রতপুণ্যযুক্তয়া সমুদ্ধৃতং সাধি ! পুনঃ কুলীনয়া ॥৪১॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

তথা প্রশস্ত্য হৃভিপূজ্য চৈব বরদ্রিয়ং তামুষয়ঃ সমাগতাঃ ।

নরেন্দ্রমামন্ত্র্য সপুত্রমঞ্জসা শিবেন জগ্মুর্দিতাঃ স্বমালয়ম্ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

দ্রৌপদীহরণে সাবিত্র্যপাধ্যানে সাবিত্রীকথায়াং

দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

### ভারতকৌমুদী

এতদ্বিতি । কারণং বস্তুরস্ত চক্ষুর্ভাভস্ত । স্থখোদর্কং স্থখোত্তরফলকম্ ॥৪০॥

নিমজ্জেতি । হে সাধি ! সাবিত্রি ! স্তশীলব্রতপুণ্যযুক্তয়া কুলীনয়া চ হুয়া, ব্যসনৈঃ পুত্রোভাবরূপাদিভিবিপত্তিঃ, অভিভ্রুতম্ আক্রান্তম্, অতএব তমোময়ে হৃদে নিমজ্জমানম্, পিণ্ডকোপাদিত্যাশয়ঃ, নরেন্দ্রস্য ছামৎসেনস্য অশ্বপতেশ্চ রাজঃ কুলম্, সমুদ্ধৃতম্ ঈদৃশবয়ঃ গ্রহণেন উন্মোচিতম্ ॥৪১॥

তথেষতি । তাং সাবিত্রীম্ । অঞ্জসা জ্ঞাতম্, শিবেন মঙ্গলেন ॥৪২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসদ্বিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি

দ্রৌপদীহরণে দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

‘আমি বিস্তরক্রমে আপনাদের নিকট এই সকল কারণ বলিলাম; বাহাতে আমার এই গুরুতর কষ্টের সুখজনক ফল হইতে আরম্ভ করিয়াছে’ ॥৪০॥

ঋষিরা বলিলেন—“সাধি ! তুমি—সচ্চরিত্র ও ব্রতপুণ্যশালিনী এবং সৎসংজ্ঞাতা; তাই তুমি—বিপদাক্রান্ত ও অঙ্গকারময় হৃদে নিমগ্নপ্রায় রাজকুল উদ্ধার করিয়াছ” ॥৪১॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“সমাগত ঋষিরা উত্তমদ্বী সাবিত্রীর সেইভাবে প্রশংসা ও গৌরব করিয়া, সত্যবানের সহিত ছামৎসেনরাজার অনুমতি লইয়া, আনন্দিত হইয়া কুশলে আপন আপন ভবনে সৎসর গমন করিলেন” ॥৪২॥

(৪০)...ইদং দুঃখতমং মম—পি । \* ‘...পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...সপ্তনবত্য-ধিকদ্বিশততমঃ...’—বা, ব, ‘...অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ...একোননবত্যধিক-দ্বিশততমঃ...’—নি ।

## ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:~:—

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

তস্মাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামুদিতৈ সূর্য্যমণ্ডলে ।  
কৃতপূর্ব্বাহ্নিকাঃ সর্ব্বৈ সমীযুস্তে তপোধনাঃ ॥১॥  
তদেব সর্ব্বং সাবিত্র্যা মহাভাগ্যং মহর্ষয়ঃ ।  
দ্যামৎসেনায় নাতৃপ্যন্ কথয়ন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥২॥  
ততঃ প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বাঃ শাষেভ্যোহভ্যাগুতা নৃপ ! ।  
আচক্ষুর্নিহতকৈব সেনামাত্যেন তং দ্বিম ॥৩॥  
তং মন্ত্রিণা হতং শ্রুত্বা সসহায়ং সঁবান্ধবম্ ।  
শ্রবেদয়ন্ যথা বৃত্তং বিদ্রুতঞ্চ দ্বিম্বলম্ ॥৪॥  
ঐকমত্যঞ্চ সর্ব্বস্য জনস্মাত নৃপং প্রতি ।  
সচক্ষুর্বাণ্যচক্ষুর্বা স নো রাজা ভবত্বিতি ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তস্মামিতি । কৃতানি পূর্ব্বাহ্নিকানি পূর্ব্বাহ্নিবিহিতানি দেবপূজাদীনি যৈস্তে ॥১॥  
তদ্বিতি । মহাভাগ্যং পূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যানাং মাহাত্ম্যম্ ॥২॥  
তত ইতি । প্রকৃতয়ঃ প্রজাঃ, শাষেভ্যঃ দ্যামৎসেনপূর্ব্বাধিকৃতশাষদেশাং ॥৩॥  
তমিতি । শ্রবেদয়ন্ প্রকৃতয় ইত্যহুযুক্তিঃ । বিদ্রুতং পলায়িতম্ ॥৪॥  
ঐকৈতি । নৃপং দ্যামৎসেনম্ । স দ্যামৎসেনঃ, নঃ অস্মাকম্ ॥৫॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“সেই রাত্রি অতীত হইলে এবং সূর্য্য উঠিলে, সেই তপস্বীরা সকলে পূর্ব্বাহ্নিবিহিত কার্য্য করিয়া উপস্থিত হইলেন ॥১॥

এবং সেই মহর্ষিরা দ্যামৎসেনের নিকট সাবিত্রীর সেই সকল মাহাত্ম্যের কথা বার বার বলিয়াও তৃপ্তিলাভ করিলেন না ॥২॥

রাজা যুধিষ্ঠির ! তাঁর পর প্রজারা সকলে শাষদেশ হইতে আসিয়া দ্যামৎসেনের নিকট বলিল যে, তাঁহার মন্ত্রী সেই শত্রুকে বধ করিয়াছেন ॥৩॥

তাহারও আরও এই যথাবৎ বৃত্তান্ত জানাইল যে, ‘মন্ত্রী—সহায় ও বন্ধু-গণের সহিত শত্রুকে বধ করিয়াছেন শুনিয়া সেই শত্রুসৈন্তেরা পলায়ন করিয়াছে ॥৪॥

(১)...সমীযুস্তে তপোধনাঃ—বা ব, কা নি ।



অনেন নিশ্চয়েনেহ বয়ং প্রস্থাপিতা নৃপ ! ।

প্রাপ্তানীমানি যানানি চতুরঙ্গং তে বলম্ ॥৬॥

প্রয়াহি রাজন্ ! তদ্রং তে ঘৃষ্টস্তে নগরে জয়ঃ ।

অধ্যাস্থ চিররাত্রায় পিতৃপৈতামহং পদম্ ॥৭॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ । †

চক্ষুশ্চক্ষুঃ তং দৃষ্ট্বা রাজানং বপুষান্নিতম্ ।

মূৰ্দ্ধ্ণা নিপতিতাঃ সৰ্ব্বে বিশ্বয়োৎফুল্ললোচনাঃ ॥৮॥

ততোহভিবাণ্য তান্ বৃদ্ধান্ দ্বিজানাশ্রমবাসিনঃ ।

তৈশ্চাভিপূজিতঃ সৰ্ব্বেঃ প্রযায়ৌ নগরং প্রতি ॥৯॥

### ভারতকৌমুদী

অনেনেতি । প্রস্থাপিতাঃ প্রকৃতিভির্দেব প্রেরিতাঃ । প্রাপ্তানি উপস্থিতানি ॥৬॥

প্রয়াহীতি । তদ্রং তে ভবিষ্যতীতি শেষঃ, ঘৃষ্টঃ প্রচারিতঃ । অধ্যাস্থ অধিষ্ঠিত, চির-  
রাত্রায় চিরায়, “চিরায় চিররাত্রায় চিরশ্রান্তাশ্চিরার্থকাঃ” ইত্যমরঃ ॥৭॥

চক্ষুশ্চক্ষুর্মিতি । বপুষা প্রশস্তয়া আকৃত্যা, “বপুঃ শস্তাকৃতৌ দেহে” ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥৮॥

### ভারতভাবদীপঃ

তত্ত্বামিতি ॥১—৬॥ চিররাত্রায় বহুকালম্ ॥৭—১৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৫৩॥

এবং দ্রামৎসেনরাজার প্রতি সকল লোকেরই এইরূপ একমত হইয়াছে যে, দ্রামৎসেনরাজা চক্ষুশ্চক্ষুই হউন বা অন্ধই হউন, তিনিই আমাদের রাজা হউন ॥৫॥

“রাজা ! এইরূপ নিশ্চয় করিয়াই সেই প্রজারা আমাদের পাঠাইয়া দিয়াছে এবং আপনার এই সকল যান ও চতুরঙ্গ বল আসিয়াছে ॥৬॥

রাজা ! আপনার রাজধানীতে আপনার জয়ধোষণা করা হইয়াছে ; অতএব চলুন এবং চিরকালের জন্ত পিতৃপৈতামহপদে অধিষ্ঠান করুন ; আপনার মঙ্গল হইবে” ॥৭॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—“তাহার পর প্রজারা সকলে রাজাকে চক্ষুশ্চক্ষু ও স্নন্দরাকৃতি দেখিয়া তাঁহার চরণে পতিত ও বিশ্বয়ে উৎফুল্লনয়ন হইল ॥৮॥

তদনন্তর দ্রামৎসেন রাজা, আশ্রমবাসী সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা সম্মানিত হইয়া রাজধানীর দিকে প্রস্থান করিলেন ॥৯॥

শৈব্যা চ সহ সাবিত্র্যা স্বাস্তীর্গেন স্ববর্চনা ।  
 নরযুক্তেন যানেন প্রযযৌ সেনয়া বৃত্তা ॥১০॥  
 ততোহভিষিচুঃ প্রীত্যা দ্যুমৎসেনং পুরোহিতাঃ ।  
 পুত্রঞ্চাস্ত মহাত্মানং যৌবরাজ্যেহভ্যষেচয়ন্ ॥১১॥  
 ততঃ কালেন মহতা সাবিত্র্যাঃ কৌৰ্ত্তিবর্দ্ধনম্ ।  
 তথৈ পুত্রশতং জজ্ঞে শূরাণামনিবৰ্ত্তিনাম্ ॥১২॥  
 ভ্রাতৃণাং সোদরাণাঞ্চ তথৈবাস্ত্রাভবচ্ছতম্ ।  
 মদ্রাধিপশ্চাশ্বপতের্মালব্যং স্তমহাবলম্ ॥১৩॥ (যুগ্মকম)  
 এবমাস্ত্রা পিতা মাতা স্বশ্রঃ স্বশুর এব চ ।  
 ভর্তৃঃ কুলঞ্চ সাবিত্র্যা সর্বং কৃচ্ছাৎ সমুদ্ভূতম্ ॥১৪॥  
 তথৈবৈষাপি কল্যাণী দ্রৌপদী শীলসম্পদা ।  
 তারয়িস্ম্যতি বঃ সৰ্বান্ সাবিত্রী ব কুলাঙ্গনা ॥১৫॥

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । অভিপূজিতঃ সম্মানিতঃ, দ্যুমৎসেন ইতি শেষঃ ॥১০॥  
 শৈব্যোতি । শোভনম্ আশীর্গমাস্তরণবস্ত্রং যত্র তেন । যানেন শিবিকয়া ॥১০॥  
 তত ইতি । অভিষিচুঃ, রাজ্যে ইত্যর্থঃ । পুত্রং সত্যবস্তম্ ॥১১॥  
 তত ইতি । তদ্যমবরণাপ্যাম্ । মালব্যং তদাখ্যায়ং ওদ্রাধ্যায়াম্ ॥১২—১৩॥  
 এবমিতি । কৃচ্ছাৎ বৈধব্যাক্রপাৎ অপুত্রকতাদিক্রপাচ্চ কষ্টাৎ ॥১৪॥

শৈব্যাও সাবিত্রীর সহিত সুন্দর আস্তরণযুক্ত, উজ্জলকাস্তি ও নরযুক্ত যানে আরোহণ করিয়া এবং সৈন্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিলেন ॥১০॥

তাহার পর পুরোহিতেরা আনন্দের সহিত দ্যুমৎসেনরাজাকে রাজ্য অভিষিক্ত করিলেন এবং উহার পুত্র মহাত্মা সত্যবান্কে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করাইলেন ॥১১॥

তদনন্তর বহুকাল পরে সাবিত্রীর কৌৰ্ত্তিবর্দ্ধক সেই একশত পুত্র জন্মিল এবং মদ্ররাজ অশ্বপতির ঔরসে ও মালবীর গর্ভে সাবিত্রীর একশত সহোদর ভ্রাতা জন্মিল ; তাহারা কালক্রমে অতিমহাবল, বীর ও যুদ্ধ হইতে অনিবর্ত্তী হইয়াছিল ॥১২—১৩॥

সাবিত্রী এইভাবে আপনি, পিতা, মাতা, স্বশুর, শাশুরী এবং স্বামিকুল— এই সমস্তকেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন ॥১৪॥

এই কুলবধু কল্যাণী দ্রৌপদীও সাবিত্রীর স্থায় সেইভাবেই ছরিত্রের গুণে তোমাদের সকলকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন” ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং স পাণ্ডবস্তেন অনুনীতো মহাত্মনা ।

বিশোকো বিজুরো রাজন্ ! কাম্যকৈ নৃবসন্তদা ॥১৬॥

যশেচদং শৃণুয়াস্তক্ত্যা সাবিত্র্যাপাখ্যানমুত্তমম্ ।

স স্ত্রী সর্বসিদ্ধার্থো ন দুঃখং প্রাপ্নুয়াম্বরঃ ॥১৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

দ্রৌপদীহরণে সাবিত্র্যাপাখ্যানে দ্ব্যম্বসেনরাজ্যালাভে

ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ \*

( ১৮ । কুণ্ডলাহরণপর্ব । )

চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

জনমেজয় উবাচ ।

যন্তত্তদা মহাব্রহ্মন্ ! লোমশো বাক্যমব্রবীৎ ।

ইন্দ্রস্ত বচনাদেব পাণ্ডুপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তথেষতি । শীলসম্পদা চরিত্রগুণেন । বো যুমান্ ॥১৫॥

এবমিতি । তেন মার্কণ্ডেয়েন, অনুনীতঃ প্রবোধিতঃ । বিজুরো নিঃসন্তাপঃ ॥১৬॥

য ইতি । সর্বৈ সিদ্ধা নিম্পন্না অর্থাঃ প্রয়োজনানি যন্ত সং ॥১৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি

দ্রৌপদীহরণে ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা । সেই মহাত্মা মার্কণ্ডেয় এইভাবে প্রবোধ দিলে, তখন পাণ্ডবগণ শোক ও সন্তাপশূন্য হইয়া কাম্যকবনে বাস করিতে লাগিলেন ॥১৬॥

যে লোক ভক্তিপূর্বক এই উত্তম সাবিত্র্যাপাখ্যান শ্রবণ করে, সে লোক স্ত্রী হয়, তাহার সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় এবং সে, কোন দুঃখ পায় না ॥১৭॥

\* ‘...বড়লীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...নবনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...ত্রিশততমঃ...’—নি ।

(১) যন্তত্তদা মহাব্রহ্মন্—বা ব কা নি ।

যচ্চাপি তে ভয়ং তীব্রং ন চ কৌৰ্ণয়সে কচিৎ ।

তচ্চাপ্যপহরিষ্যামি ধনঞ্জয় ইতো গতে ॥২॥

কিমু তজ্জপতাং শ্রেষ্ঠ ! কর্ণং প্রতি মহন্তয়ম্ ।

আসাম চ স ধৰ্ম্মাত্মা কথয়ামাস কশ্চচিৎ ॥৩॥ (বিশেষকম্)

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অথ তে রাজশাদূল ! কথয়ামি কথামিমাম্ ।

পৃচ্ছতো ভরতশ্রেষ্ঠ ! শুশ্রবস্ব গিরং মম ॥৪॥

দ্বাদশে সমতিক্রান্তে বর্ষে প্রাপ্তে ত্রয়োদশে ।

পাণ্ডুনাং হিতকৃচ্ছকঃ কর্ণং ভিক্ষিতুমুত্ততঃ ॥৫॥

### ভারতকৌমুদী

যদ্বিতি । হে মহাব্রহ্মণ ! ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! । ন চ “শব্দে ভৈলে তথা মাংসে বৈত্তে জ্যোতিষিকে দ্বিজে । যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহচ্ছন্দো ন দীয়তে ।” ইতি বচনান্নহ-  
চ্ছন্দপ্রয়োগেণ নিকৃষ্টব্রাহ্মণপ্রতীতিরিত্তি বাচ্যম্, উদাহৃতশব্দভাঃ পূর্বমেব মহচ্ছন্দপ্রয়োগে  
তত্তদর্থপ্রতীতেঃ স্বাভাবিকত্বাৎ অত্র তু ব্রহ্মণস্বাৎ পূর্বং মহচ্ছন্দপ্রয়োগে ন নিকৃষ্টব্রাহ্মণ-  
প্রতীতিঃ । অতএব ভট্টাবপি “পুণ্যো মহাব্রহ্মসমূহচ্ছতঃ” ইত্যুক্তম্ । তদা যুধিষ্ঠিরা-  
দীনং তীর্থযাত্রাপ্রারম্ভে, লোমশো মুনিঃ, ইন্দ্রশ্চ বচনাদেব পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরম্, তৎ  
যৎ বাক্যমব্রবীৎ । “কিং তবাক্যমিত্যাকাজ্জয়াৎ তদর্থমহুবদতি—যচ্চেতি । হে যুধিষ্ঠির !  
যচ্চাপি তে মানসিকং তীব্রং ভয়ং কচিদপি ন কৌৰ্ণয়সে, ধনঞ্জয়ে ইতঃ স্বর্গাদগতে সতি,  
তচ্চাপ্যহমপহরিষ্যামি । তত্রত্যবচনম্—“যচ্চাপি তে ভয়ং কর্ণান্ননসিস্থমবিনন্দম্ ।। তচ্চাপ্যপ-  
হরিষ্যামি সবাসাচিন্ততো গতে ॥” ইতি । হে জপতাং শ্রেষ্ঠ ! বৈশম্পায়ন ! কর্ণ-  
প্রতি যুধিষ্ঠিরশ্চ কিং হু তন্নহন্তয়মাসাৎ । স ধৰ্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরঃ, কশ্চচিৎপি জনশ্চ সকাশে ন চ  
তৎ কথয়ামাস । অতএবাবগাদহং ত্বাং পৃচ্ছামীতি ভাবঃ ॥১—৩॥

অথেতি । পৃচ্ছতস্তে ইতি সম্বন্ধঃ । শুশ্রবস্ব ঐকাগ্রোণ শ্রোতুমিচ্ছ ॥৪॥

জনমেজয় বলিলেন—“ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! সেই সময়ে লোমশমুনি ইন্দ্রের বাক  
অনুসারে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে সেই যে কথা বলিয়াছিলেন—“যুধিষ্ঠির !  
কর্ণের প্রতি তোমার মনে যে তীব্র ভয় রহিয়াছে, যাহা তুমি কোথাও  
বলিতেছ না ; অর্জুন এ স্থান হইতে চলিয়া গেলে, তাহা আমি দূর করিব” ।  
জপিশ্রেষ্ঠ বৈশম্পায়ন ! কর্ণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের সে মহাভয়টা কি ছিল ?  
সে ধৰ্ম্মাত্মা ত তাহা কাহারও নিকট বলেন নাই” ॥১—৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজশ্রেষ্ঠ ভরতপ্রধান ! আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন  
বলিয়া আপনার নিকট আমি একথা বলিতেছি ; আপনি শ্রবণ করুন ॥৪॥

অভিপ্রায়মথো জ্ঞাহ্বা মহেন্দ্রস্য বিভাবহুঃ ।  
 কুণ্ডলার্থে মহারাজ ! সূর্য্যঃ কর্ণমুপাগতঃ ॥৬॥  
 মহার্হে শয়নে বীরং স্পর্দ্ধ্যাস্তরগংসংব্রতে ।  
 শয়ানমতিবিশ্বস্তং ব্রহ্মণ্যং সত্যবাদিনম্ ।  
 স্বপ্নাস্তে নিশি রাজেন্দ্র ! দর্শয়ামাস রশ্মিবান্ ॥৭॥  
 রূপয়া পরয়াবিষ্টঃ পুত্রেন্নেহাচ্চ ভারত ! ।  
 ব্রাহ্মণো বেদবিদ্বজ্জ্ঞা সূর্য্যো যোগাঙ্কি রূপবান্ ।  
 হিতার্থমত্রবীৎ কর্ণং সাস্তুপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥৮॥  
 কর্ণ ! মন্বচনং তাত ! শৃণু সত্যভূতাং বর ! ।  
 ব্রবতোহু মহাবাহো ! সৌহৃদাৎ পরমং হিতম্ ॥৯॥

#### ভারতকৌমুদী

দ্বাদশ ইতি । প্রাপ্তে উপস্থিতপ্রায়ে । ভিক্ষিতুং কুণ্ডলং যাচিতুম্ ॥৫॥  
 অতীতি । বিভাবহুঃ কিরণধনঃ । কুণ্ডলার্থে কুণ্ডলরক্ষার্থে ॥৬॥  
 মহেতি । মহার্হে মহামূল্যে, শয়নে শয়্যায়াম্, স্পর্দ্ধিনা উত্তমেন আস্তরগণেন বস্ত্রেণ সংব্রতে ।  
 ব্রহ্মণ্যং ব্রাহ্মণহিতম্ । দর্শয়ামাস আত্মানমিতি শেখঃ, রশ্মিবান্ সূর্য্যঃ, মোপধ্বাদ্বস্তঃ ।  
 ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৭॥  
 রূপয়েতি । যোগাদ্ যোগবলাৎ, রূপবান্ সুন্দরঃ । অয়মপি ঘটপাদঃ শ্লোকঃ ॥৮॥

#### ভারতভাবদীপঃ

যত্নদ্বিতী ॥১—৫॥ বিভাবহুঃ বিশিষ্টা ভাঃ দীপ্তিঃ সৈব বহু ধনং যন্ত তাদৃশঃ সূর্য্যঃ ॥৬॥  
 স্বপ্নাস্তে স্বপ্নমধ্যে ॥৭—৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৫৪॥

বনবাসের দ্বাদশ বৎসর প্রায় অতীত এবং ত্রয়োদশ বৎসর প্রায় আগত হইলে, পাণ্ডবগণের হিতকারী ইন্দ্র কর্ণের নিকট তাঁহার কুণ্ডল ভিক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন ॥৫॥

মহারাজ ! তাহার পর বিভাবনু সূর্য্য ইন্দ্রের অভিপ্রায় বুঝিয়া কুণ্ডল-  
 রক্ষার জন্ত কর্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! বীর, ব্রাহ্মণহিতৈষী ও সত্যবাদী কর্ণ—উত্তম আস্তরগণবস্ত্রে  
 আবৃত ও মহামূল্য শয়্যার উপরে অতিবিশ্বস্তভাবে রাত্রিতে শয়ন করিয়া-  
 ছিলেন, এমন সময়ে সূর্য্য বাইয়া স্বপ্নে তাঁহাকে দেখা দিলেন ॥৭॥

ভরতনন্দন ! সূর্য্য পুত্রেন্নেহবশতঃ অত্যন্ত রূপাবিষ্ট হইয়া, যোগবলে  
 বেদবিৎ ও রূপবান্ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া, হিতের জন্ত কর্ণকে এই  
 কোমল বাক্য বলিলেন—॥৮॥

উপায়ান্ততি শক্রস্তাং পাণ্ডবানাং হিতেন্সয়া ।  
 ব্রাহ্মণচ্ছন্ননা কর্ণ ! কুণ্ডলাপজিহীৰ্ঘয়া ॥১০॥  
 বিদিতং তেন তে শীলং সৰ্ব্বস্য জগতন্তথা ।  
 যথা স্বং ভিক্ষিতঃ সন্তির্দদাস্তেব ন যাচসে ॥১১॥  
 ত্বাস্তু চৈবংবিধং জ্ঞাস্তা স্বয়ং বৈ পাকশাসনঃ ।  
 আগস্তা কুণ্ডলার্থায় কবচক্লেব ভিক্ষিতুম্ ॥১২॥  
 তস্মৈ প্রযাচমানায় ন দেয়ে কুণ্ডলে ত্বয়া ।  
 অনুনেয়ঃ পরং শক্ত্যা শ্রেয় এতন্ধি তে পরম্ ॥১৩॥  
 কুণ্ডলার্থে ক্রবৎস্তাত ! কার্ণৈর্বহুভিস্ত্বয়া ।  
 অনৈর্বহুবিধৈর্বিভৈঃ স নিবার্য্যঃ পুনঃ পুনঃ ॥১৪॥

## ভারতকৌমুদী

কর্ণেতি । সত্যভূতাং সত্যবাদসত্যব্যবহারশালিনীম্ । সৌহৃদ্যাৎ স্নেহাৎ ॥২॥  
 উপেতি । তব কুণ্ডলস্ত কবচস্ত চ পরোক্তেঃ অপজিহীৰ্ঘয়া অপহরণেচ্ছয়া ॥১০॥  
 বিদিতমিত । তেন শক্রেণ । দদাস্তেবেত্যেবশব্দেন প্রত্যাখ্যানব্যাবৃতিঃ ॥১১॥  
 ত্বামিতি । আগস্তা আগমিষ্যতি, কুণ্ডলার্থায় কুণ্ডলযোগার্থং হণায় ॥১২॥  
 তস্মা ইতি । কুণ্ডলে কুণ্ডলধরম্ । শ্রেয়ো মঙ্গলম্ ॥১৩॥

“মহাবাহু সত্যবাদিশ্রেষ্ঠ বৎস কর্ণ । আমি আজ স্নেহবশতঃ তোমায় পরম  
 হিতকর বাক্য বলিতেছি ; তুমি তাহা শ্রবণ কর ॥২॥

• কর্ণ । দেবরাজ ইন্দ্র পাণ্ডবগণের হিতের জন্য তোমার কুণ্ডল ও কবচ  
 হরণ করিবার ইচ্ছায় ব্রাহ্মণবেশে তোমার নিকট আসিবেন ॥১০॥

তিনি তোমার এবং জগতের সমস্ত লোকের স্বভাব জানেন যে, সজ্জনেরা  
 তোমার নিকট প্রার্থনা করিলে, তুমি দান করিয়াই থাক ; কিন্তু প্রত্যাখ্যান  
 কর না, বা কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা কর না ॥১১॥

তোমাকে এইরূপ জানিয়া স্বয়ং ইন্দ্রই তোমার কবচ ও কুণ্ডল ভিক্ষা  
 করিবার জন্য আগমন করিবেন ॥১২॥

তিনি আসিয়া প্রার্থনা করিলে, তুমি কবচ ও কুণ্ডল দিও না, তুমি শক্তি  
 অনুসারে তাঁহার বিশেষ অনুন্নয় করিও, ইহাই তোমার পক্ষে পরম মঙ্গল ॥১৩॥

(১১) শ্লোকঃ পরম ‘স্বং হি তাত ! দদাস্তেব ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযাচিতম্ । বিত্তং  
 যচ্চাত্তদ্ব্যাহরন প্রত্যাখ্যাসি কস্তচিৎ ।’ অয়মুক্তার্থকোহধিকঃ শ্লোকঃ—বা ব কা নি ।

(১৪) শ্লোকঃ পরম ‘রথৈঃ জীভিস্তথা গোভির্ধনৈর্বহুবিধৈরপি । নিদর্শনৈশ্চ বহুভিঃ

• কুণ্ডলেষ্ণুঃ পুনঃপুনঃ ॥’ ইতি প্রায়েণ পূর্ব্বশ্লোকৈর্কার্থকং শ্লোকান্তরম্—বা ব কা সি ।

যদি দাস্যসি কর্ণ। ত্বং সহজে কুণ্ডলে শুভে ।

আয়ুষঃ প্রক্ষয়ং গতা মৃত্যোর্বশমুপৈষ্যসি ॥১৫॥

কবচেন সমায়ুক্তঃ কুণ্ডলাভ্যাক্ষ মানদ ! ।

অবধ্যস্ত্বং রণেহরৌণামিতি বিদ্ধি বচো মম ॥১৬॥

অমৃতাদুখিতং ছেতদুভয়ং রত্নসম্ভবম্ ।

তস্মাদ্রক্ষ্যং ত্বয়া কর্ণ ! জীবিতক্ষেণং প্রিয়ং তব ॥১৭॥

কর্ণ উবাচ ।

কো মামেবং ভগবান্ প্রাহ দর্শয়ন্ সৌহৃদং পরম্ ।

কাময়া ভগবন্ ! ক্রহি কো ভবান্ দ্বিজবেশধৃক্ ॥১৮॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

অহং তাত ! সহস্রাংশুঃ সৌহৃদাঙ্ক্যং নিদর্শয়ে ।

কুরুধৈতদ্বচো মে ত্বমেতচ্ছেয়ঃ পরং হি তে ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

কুণ্ডলেতি । বিতৈর্ধনৈর্ধনদানাস্তীকারৈঃ, স শক্ৰঃ ॥১৪॥

যদীতি । সহজে আজয়লকে । গতা প্রাপ্য ॥১৫॥

কল্পকুণ্ডলরক্ষণে কিং ফলমিত্যাহ—কবচেনেতি । বিদ্ধি সত্যং জানীহি ॥১৬॥

অমৃতাদিতি । রক্ষ্য ইন্দ্রোদ্রক্ষণীয়ম্ ॥১৭॥

ক ইতি । কাময়া ইচ্ছয়া, অনিচ্ছা চেন ক্রহীতি ভাবঃ ॥১৮॥

বৎস ! তিনি কুণ্ডলের জন্ত বলিতে লাগিলে, তুমি নানাবিধ কারণ দেখাইয়া এবং অস্ত্র বহুবিধ ধনদানের অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকে বার বার নিবারণ করিবে ॥১৪॥

কর্ণ ! যদি তুমি সহজাত কবচ ও কুণ্ডল দান কর, তবে আয়ুঃক্ষয় হওয়ায় তুমি মৃত্যুর অধীন হইবে ॥১৫॥

পক্ষান্তরে তুমি কবচ-কুণ্ডল-যুক্ত থাকিলে, যুদ্ধে শত্রুগণের অবধ্য হই থাকিবে ; আমার এই বাক্য সত্য বলিয়াই জানিয়া রাখ ॥১৬॥

কারণ, রত্নসম্ভূত এই কবচ ও কুণ্ডল অমৃত হইতে উঠিয়াছিল ; অতএব কর্ণ ! তোমার জীবন যদি তোমার শ্রিয় হয়, তবে উহা রক্ষণীয় ॥১৭॥

কর্ণ বলিলেন—“কে আপনি পরম সৌহার্দ্য দেখাইতে থাকিয়া আমাকে এইরূপ বলিতেছেন । ভগবন্ ! আপনি আপনার ইচ্ছানুসারেই ব্রহ্মণ্যে, ব্রাহ্মণবেশধারী আপনি কে ?” ॥১৮॥

(১৯)....সৌহৃদাঙ্ক্যং নিমজ্জয়ে—পি ।

কর্ণ উবাচ ।

শ্রেয় এব মমাত্যন্তং যন্ত মে গোপতিঃ প্রভুঃ ।

প্রবক্তাণ্ড হিতান্বেষী শৃণু চেদং বচো মম ॥২০॥

প্রসাদয়ে ত্বাং বরদং প্রণয়াচ্চ ত্রবীম্যহম্ ।

ন নিবার্যো ত্রতাদম্মাদহং যদ্যস্মি তে প্রিয়ঃ ॥২১॥

ত্রতং বৈ মম লোকোহয়ং বেতি কৃৎস্নং বিভাবসো ! ।

যথাহং দ্বিজমুখ্যেভ্যো দত্তাং প্রাণানপি ধ্রুবম্ ॥২২॥

যদ্যগচ্ছতি মাং শত্রো ব্রাহ্মণচ্ছদ্যনাবৃতঃ ।

হিতার্থং পাণ্ডুপুত্রোণাং খেচরোত্তম ! ভিক্ষিতুম্ ।

দাস্তামি বিবৃষশ্চেষ্ট ! কুণ্ডলে বস্ম চোত্তমম্ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

• অহমিতি । সহস্রাংশুঃ সূর্য্যঃ । সৌহৃদ্যাৎ স্নেহাৎ, নিদর্শয়ে আত্মানং দর্শয়ামি ॥২০॥

শ্রেয় ইতি । গোপতিঃ কিরণাধিপতিঃ সূর্য্যঃ “যশঃ সূর্য্যশ্চ গোপতিঃ” ইতি ত্রিকাণ্ড-শেষঃ ॥২০॥

প্রোতি । প্রসাদয়ে অমুনয়েন প্রসন্নীকরোমি । অম্মাং দানরূপাৎ ॥২১॥

ব্রতমিতি । লোকঃ সর্ব্বো জনঃ । দ্বিজমুখ্যেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যঃ ॥২২॥

যদীতি । হে’খেচরোত্তম ! গ্রহশ্চেষ্ট ! । দাস্তামি তস্মৈ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৩॥

ব্রাহ্মণরূপী সূর্য্য বলিলেন—“বৎস ! আমি সূর্য্য ; স্নেহবশতই আমি তোমাকে দেখা দিয়াছি । তুমি আমার এই বাক্য রক্ষা কর, ইহাতে তোমার পরম মঙ্গল হইবে” ॥২০॥

কর্ণ কহিলেন—“আমার পরম মঙ্গলই হইবে, (এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই) । কারণ, প্রভাবশালী সূর্য্যদেবই যখন আমার হিতৈষী হইয়া আজ এইরূপ বলিতেছেন । তবে আমার এই বাক্য শ্রবণ করুন ॥২০॥

আপনি বরদাতা ; সুতরাং আপনাকে আমি প্রসন্ন করিতেছি এবং প্রণয়-বশতঃ বলিতেছি—আমি যদি আপনার প্রিয় হই, তবে আপনি আমাকে এই ব্রত হইতে নিবারণ করিবেন না ॥২১॥

সূর্য্যদেব । জগতের লোক আমার এই ব্রতের বিষয় জানে যে, আমি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণদিগকে প্রাণও দিয়া থাকি ॥২২॥

গ্রহশ্চেষ্ট দেবতাপ্রধান । তাহাতে ইন্দ্র যদি পাণ্ডবগণের হিতের জন্য ব্রাহ্মণবেশে ভিক্ষা করিতে আমার নিকট আগমন করেন, তবে তাঁহাকে আমি কুণ্ডল দুইটী ও উত্তম বস্মটী দান করিব ॥২৩॥



ন মে কীৰ্ত্তিঃ প্রণশ্যেত ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ।  
 মদ্বিষস্তাযশস্ত্বং হি ন যুক্তং প্রাণরক্ষণম্ ॥২৪॥  
 যুক্তং হি যশসা যুক্তং মরণং লোকসম্মতম্ ।  
 সোহহমিস্ত্রায় দাস্ত্যামি কুণ্ডলে সহ বর্ণনাম্ ॥২৫॥  
 যদি মাং বলবৃদ্ধয়ো ভিক্ষার্থমুণযাস্ততি ।  
 হিতার্থং পাণ্ডুপুত্রাণাং কুণ্ডলে মে প্রযাচিতুম্ ।  
 তন্মে কীৰ্ত্তিকরং লোকে তস্তাকীৰ্ত্তিৰ্ভবিষ্যতি ॥২৬॥  
 বৃণোমি কীৰ্ত্তিং লোকেহস্মিন্ জীবিতেনাপি ভানুমন্ ! ।  
 কীৰ্ত্তিমানশ্চুতে স্বৰ্গং হীনকীৰ্ত্তিস্ত নশ্যতি ॥২৭॥  
 কীৰ্ত্তির্হি পুরুষং লোকে সঞ্জীবয়তি মাতৃবৎ ।  
 অকীৰ্ত্তিজীবিতং হস্তি জীবতোহপি শরীরিণঃ ॥২৮॥  
 অয়ং পুরাণঃ শ্লোকো হি স্বয়ং গীতো বিভাবসো ! ।  
 ধাত্ৰা লোকেশ্বর ! যথা কীৰ্ত্তিরায়ূর্নরস্য হ ॥২৯॥

#### ভারতকৌমুদী

নেতি । বিশ্রুতা বিখ্যাতা । অযশস্ত্বং নিন্দাজনকম্ ॥২৪॥

যুক্তমিতি । যুক্তং সঙ্গতম্, যুক্তমধিতম্ । কুণ্ডলে কুণ্ডলদ্বয়ম্ ॥২৫॥

যদীতি । বলং বৃদ্ধঞ্চ নামাশ্রয়ং হতবানিতি বলবৃদ্ধয় ইন্দ্রঃ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৬॥

বৃণোমীতি । জীবিতেন জীবনেনাপি, হে ভানুমন্ ! রাখিবন্ । সূৰ্য্য ! ॥২৭॥

কীৰ্ত্তেঃ প্রাধিক্ত্যমাহ—কীৰ্ত্তিরিতি । অকীৰ্ত্তিঃ কীৰ্ত্তিবিরোধিনী নিন্দা ॥২৮॥

অত্রার্থে মহাপুরুষবচনং প্রমাণয়তি—অয়মিতি । কীৰ্ত্তিরিত্যাদিধর্মীত্ববচনার্থোক্তিঃ ॥২৯॥

তাহা হইলে আমার ত্রিভুবনবিখ্যাত কীৰ্ত্তি নষ্ট হইবে না । কারণ, আমার মত লোকের পক্ষে নিন্দাজনক প্রাণরক্ষা করা সঙ্গত নহে ॥২৪॥

কিন্তু লোকসম্মত যশোযুক্ত মরণই সঙ্গত ; অতএব আমি কবচের সহিত কুণ্ডল দুইটা ইন্দ্রকে দান করিব ॥২৫॥

ইন্দ্র যদি ভিক্ষার জন্ত অর্থাৎ পাণ্ডবগণের হিতার্থে আমার কুণ্ডল দুইটা গ্রহণ করিতে আমার নিকট আগমন করেন, তবে তাহা জগতে আমার কীৰ্ত্তিজনক এবং তাহার অকীৰ্ত্তিজনক হইবে ॥২৬॥

সূর্য্যদেব । আমি প্রাণ দিয়াও এই জগতে কীৰ্ত্তি বরণ করি । কারণ, কীৰ্ত্তিশালী লোক স্বর্গ লাভ করে, আর কীৰ্ত্তিহীন লোক নষ্ট হয় ॥২৭॥

কীৰ্ত্তি মাত্রাই তুল্য জগতে মৃতপ্রায় ব্যক্তিকেও সঞ্জীবিত করে ; আর অকীৰ্ত্তি জীবিত ব্যক্তিরও জীবন নষ্ট করে ॥২৮॥

পুরুষস্ত পরে লোকে কীৰ্ত্তিরেব পরায়ণম্ ।

ইহলোকে বিশুদ্ধা চ কীৰ্ত্তিরাযুর্বিবৰ্দ্ধনৌ ॥৩০॥

সোহং শরীরজে দত্তা কীৰ্ত্তিং প্রাপ্স্যামি শাশ্বতীম্ ।

দত্তা চ বিধিবদানং ব্রাহ্মণেভ্যো যথাবিধি ॥৩১॥

ছত্ৰা শরীরং সংগ্রামে কৃত্বা কৰ্ম্ম স্তুত্বকরম্ ।

বিজিত্য চ পরানাজৌ যশঃ প্রাপ্স্যামি কেবলম্ ॥৩২॥ (যুগ্মকম্)

ভীতানামভয়ং দত্তা সংগ্রামে জীবিতার্থিনাম্ ।

বুদ্ধান্ বালান্ দ্বিজাতীংশ্চ মোক্ষয়িত্বা মহাভয়াৎ ॥৩৩॥

প্রাপ্স্যামি পরমং লোকে যশঃ স্বর্গম্নুভবম্ ।

জীবিতেনাপি মে বক্ষ্যা কীৰ্ত্তিস্তদ্বিদ্ধি মে ব্রতম্ ॥৩৪॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্বণি কুণ্ডলা-  
হরণে সূর্য্যকৰ্ণসংবাদে চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

#### ভারতকৌমুদী

ধাতুগীতশ্লোকমুদাহরতি—পুরুষস্তেতি । পরায়ণং পরমাত্ময়ঃ, তস্তা এব তৎস্বাপকত্বাৎ ॥৩০॥

স ইতি । শরীরজে সহজে কবচকুণ্ডলে । শাস্বতীং চিরস্থায়িনীম্ । বিধিবৎ শাস্ত্রোক্তম্ ।

যথাবিধি শাস্ত্রোক্তপরিপাট্যা । পরান্ শত্রুণ, আজৌ যুদ্ধে ॥৩১—৩২॥

ভীতানামিতি । ইহলোকে পরমং যশঃ, পরলোকে চাস্তুতমং স্বৰ্গম্ ॥৩৩—৩৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসমিত্রাকান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্বণি

কুণ্ডলাহরণে চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

জগদীশ্বর সূর্য্যদেব ! স্বয়ং বিধাতাই এই প্রাচীন শ্লোক গাহিয়াছেন যে,  
কীৰ্ত্তিই মানুষের আয়ু : ( যথা - ) ॥২৯॥

‘কীৰ্ত্তিই পরলোকে মানুষের পরম গতি এবং নিৰ্ম্মল কীৰ্ত্তি ইহলোকে  
মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করে’ ॥৩০॥

অতএব আমি সহজাত কবচ ও কুণ্ডল ইন্দ্রকে দান করিয়া চিরস্থায়ী  
কীৰ্ত্তি লাভ করিব । তাহার পর ব্রাহ্মণদিগকে যথানিয়মে শাস্ত্রোক্ত দান  
করিয়া, যুদ্ধে অতিশুষ্কর কার্য্য এবং শত্রুগণকে পরাভূত করিয়া, তৎপরে যুদ্ধেই  
দেহভরণ করিয়া, অদ্বিতীয় যশ লাভ করিব ॥৩১—৩২॥

(৩৪) \* শ্লোকাৎ পরম্ ‘সোহং দত্তা কীৰ্ত্তিঃ’ ভিক্ষামেতান্নুভবম্ । ব্রাহ্মণচ্ছদ্দিনে  
দেবলোকে গচ্ছা পরাং গতিম্ ।’ ইতি পুনরুক্তার্থকঃ শ্লোকঃ—বা ব পি নি । \* ‘...সপ্তা-  
শীতাদিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...একোনশতাদিকদ্বিশততমঃ...’ বা ব, ‘...ত্রিশততমঃ...’—ক,  
‘...একাদিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

## পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

সূর্য উবাচ ।

মাহতং কর্ণ ! কার্ষীস্বমাঙ্গনঃ স্তূহদাং তথা ।  
পুত্রাণামথ ভার্য্যাণামথো মাতুরথো পিতুঃ ॥১॥  
শরীরস্তাবিরোধেন প্রাণিভিঃ প্রাণভৃষয় ! ।  
ইযতে যশসঃ প্রাপ্তিঃ কীর্ত্তিঞ্চ ত্রিদিবে স্থিরা ॥২॥  
যন্তুঃ প্রাণবিরোধেন কীর্ত্তিমিচ্ছসি শাশ্বতীম্ ।  
সা তে প্রাণান্ সমাদায় গমিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৩॥  
জীবতঃ কুরুতে কার্য্যং পিতা মাতা স্ততস্তথা ।  
যে চাত্রে বান্ধবাঃ কেচিল্লোকেহস্মিন্ পুরুষর্ষভ ! ।  
রাজানঞ্চ নরব্যাস্ত্র ! পৌরুষেণ নিবোধ তৎ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

মেতি<sup>১</sup> হে কর্ণ ! ত্বমাঙ্গাদীনামহিতং কার্য্যং মা কার্ষীরিতি সঙ্কল্পঃ ॥১॥  
কথমিত্যাহ—শরীরস্তেতি । অবিরোধেন হানিমক্ৰবা । ত্রিদিবে স্বর্গে ॥২॥  
য ইতি । প্রাণবিরোধেন প্রাণহানিসম্ভাবনয়া । গমিষ্যতি লোপমিতি শেষঃ ॥৩॥

যুদ্ধে ভীত ও জীবনাশীদিগকে অভয় দান করিয়া এবং বালক, বৃদ্ধ ও  
ব্রাহ্মণদিগকে মহাভয় হইতে মুক্ত করিয়া ইহলোকে উত্তম যশ এবং পরলোকে  
উত্তম স্বর্গ লাভ করিব ; অতএব আমি প্রাণ দিয়াও কীর্ত্তি রক্ষা করিব ।  
আপনি সেইটাকেই আমার ব্রত বলিয়া জ্ঞানুন” ॥৩৩—৩৪॥

—:~:—

সূর্য বলিলেন—“কর্ণ ! তুমি নিজের, বন্ধুবর্গের, পুত্রদের, ভার্য্যাগণের,  
মাতার এবং পিতার অহিত কার্য্য করিও না ॥১॥

হে প্রাণিভ্যে ! প্রাণীরা শরীরের অবিরোধেই যশ লাভ এবং স্বর্গে  
চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকে ॥২॥

যে তুমি প্রাণের বিরোধেও চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি লাভ করিবার ইচ্ছা  
করিতেছ, সে তোমার প্রাণ লইয়াই সেই কীর্ত্তি লোপ পাইবে ; এ বিষয়ে  
কোন সন্দেহ নাই ॥৩॥

(২)---প্রাণিণাং প্রাণভৃষয় ।—পি । (৪) জীবতাং কুরুতে কার্য্যম্—বা ব ক নি ।

কীৰ্ত্তিঞ্চ জীবতঃ সাক্ষী পুরুষস্য মহাত্মতে ! ।  
 মৃতস্য কীৰ্ত্ত্যা কিং কাৰ্য্যং ভস্মীভূতস্য দেহিনঃ ॥৫॥  
 মৃতঃ কীৰ্ত্তিং ন জানীতে জীবন্ কীৰ্ত্তিং সমম্মুতে ।  
 মৃতস্য কীৰ্ত্তিৰ্মৰ্ত্ত্যস্য যথা মালা গতামুযঃ ॥৬॥  
 অহন্ত্ব ত্বাং ব্রবীম্যেতদ্বক্তোহসীতি হিতেপ্সয়া ।  
 ভক্তিমন্তো হি মে রক্ষ্যা ইত্যেতেনাপি হেতুনা ॥৭॥  
 ভক্তোহয়ং পরয়া ভক্ত্যা মামিত্যেব মহাত্মজ ! ।  
 মমাপি ভক্তিরূপমা স ত্বং কুরু বচো মম ॥৮॥  
 অস্তি চাত্র পরং কিঞ্চিদধ্যাত্বং দৈবনির্মিতম্ ।  
 অতশ্চ ত্বাং ব্রবীম্যেতৎ ক্রিয়তামবিশঙ্কয়া ॥৯॥

### ভারতকৌমুদী

জীবত ইতি । পৌরুষেণ কাৰ্য্যং কুরুতে ইতি সম্বন্ধঃ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৪॥  
 কীৰ্ত্তিরিতি । সাক্ষী প্রশস্তা । কাৰ্য্যং প্রয়োজনম্ ॥৫॥  
 মৃত ইতি । কীৰ্ত্তিনিবন্ধনং স্বথম্, সমম্মুতে অমুভবতি ॥৬॥  
 নন্দপ্রার্থিতো ভবান্ কণ্ঠমীদৃশম্পদিশতীত্যাহ—অহমিতি । রক্ষ্যা রক্ষণীয়াঃ ॥৭॥  
 ভক্ত ইতি । ভক্ত্যা গৌরবাকর্ষণেন, মাং প্রতি । ভক্তিঃ ত্বয়ি স্নেহঃ ॥৮॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমি জান যে, পিতা, মাতা, পুত্র এবং এই জগতে যে  
 কিছু বস্তু আছে, তাহারা ও রাজারা আপন আপন পুরুষকারদ্বারা জীবিত  
 ব্যক্তিরই কাৰ্য্য করিয়া থাকেন ॥৪॥

মহাতেজা ! জীবিত পুরুষের কীৰ্ত্তিই ভাল । কেন না, মৃত ও ভস্মীভূত  
 প্রাণীর কীৰ্ত্তিদ্বারা কি প্রয়োজন আছে ? ॥৫॥

মৃত ব্যক্তি কীৰ্ত্তির বিষয় জানিতে পারে না, জীবিত ব্যক্তিই কীৰ্ত্তির সুখ  
 অনুভব করে ; সুতরাং মৃত মানুষের মালাও যেমন, কীৰ্ত্তিও তেমন ॥৬॥

তুমি আমার ভক্ত এই জন্য তোমার হিতৈষিতাবশতঃ এবং ভক্তলোক-  
 দিগকে আমার রক্ষা করা উচিত—এই কারণেও তোমাকে আমি এই কথা  
 বলিতেছি ॥৭॥

মুহাবাহ ! তুমি পরম ভক্তি সহকারে আমার ভক্ত হইয়াছ ; এই জন্য  
 আমারও তোমার প্রতি স্নেহ জন্মিয়াছে ; সুতরাং সেই তুমি আমার বাক্য  
 রক্ষা কর ॥৮॥

(২) অধ্যায়ঃ দৈবনির্মিতম্—পি. নি ।

দেবগুহং ত্বয়া জ্ঞাতুং ন শক্যং পুরুষবর্ত ! ।

তস্মান্নাখ্যামি তে গুহং কালে বেৎসুতি তন্তুবান্ ॥১০॥

পুনরুক্তঞ্চ বক্ষ্যামি ত্বং রাধেয় ! নিবোধ তৎ ।

মাহৈশ্বে তে কুণ্ডলে দৃষ্টা ভিক্ষিতে বজ্রপাণিনা ॥১১॥

শোভসে কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ রুচিরাভ্যাং মহাদৃঢ়্যতে ! ।

বিশাখয়োর্মধ্যগতঃ শশীব বিমলে দিবি ॥১২॥

কীৰ্ত্তিচ্চ জীবতঃ সাধ্বী পুরুষশ্চেতি বিদ্ধি তৎ ।

প্রত্যাখ্যেয়স্ত্বয়া তাত ! কুণ্ডলার্থে সুরেশ্বরঃ ॥১৩॥

### ভারতকৌমুদী

উপদেশে কারণান্তরমাহ—অস্বীতি । অত্রোপদেশে, কিঞ্চিৎ কারণম্ অধ্যাত্মম্ অধ্যাত্ম-  
বিষয়বৎ দুরহমিতি বাচ্যার্থঃ, আত্মপ্রতিঃ পিতৃপুত্রভ্রমস্বক ইতি তু ব্যঙ্গ্যার্থঃ ॥৯॥

অথ দুরহমপি তৎ কারণং ক্রহীতাহ—দেবেতি । দেবেষপি গুহং তৎ কারণম্ ॥১০॥

পুনরिति । পুনরুক্তমনর্থকমপি দার্ঢ্যায়ৈতি ভাবঃ । অস্মৈ বজ্রপাণয়ে ॥১১॥

কুণ্ডলাদানে হেতুস্তরমাহ—শোভস ইতি । বিশাখয়োর্মধ্যজয়োঃ ॥১২॥

কীৰ্ত্তিরिति । জীবত এব ন মৃতশ্চেত্যাশয়ঃ । তন্তস্মাদ্ভেতোঃ ॥১৩॥

### ভারতভাবদীপঃ

মাহিতমিতি । অহিতমিতি ছেদঃ ॥১—৩॥ জীবতাং পুত্রাদীনাম্, কার্ধ্যং প্রয়োজনম্,  
পরিষদাদিঞ্চ স্বং পিত্রাদিঃ কুরুতে লভতে ত্বয়ি মৃতে ত্বংপিত্রাদীনাম্ কিং স্বং ত্রাদিতি  
ভাবঃ ॥৪—১১॥ বিশাখয়োঃ বিশাখানক্ষত্রস্তা বে ভাস্বরে তারে তয়োর্মধ্যে গতঃ পূৰ্ণচন্দ্রঃ

বিশেষতঃ, এ বিষয়ে দৈববিহিত এবং অধ্যাত্মবিষয়ের জ্ঞায় দুরহ অস্ত  
কোন কারণ আছে; এই জ্ঞাতুং আমি একথা তোমাকে বলিতেছি; স্তরং  
নিঃশঙ্কচিত্তে আমার বাক্য রক্ষা কর ॥৯॥

পুরুষশ্চেতি । সে কারণ দেবগণের নিকটেও গোপনীয়; স্তরং তুমি  
তাহা জানিতে পারিবে না । সেই জ্ঞাতুং আমি তাহা তোমার নিকট বলিতেছি  
না । তবে তুমি সে গোপনীয় বিষয় কালে জানিতে পারিবে ॥১০॥

রাধানন্দন ! আমি আবারও বলিব, তুমি তাহা শ্রবণ কর । ইন্দ্র আসিয়া  
প্রার্থনা করিলে, তুমি কুণ্ডল দুইটি তাঁহাকে দিও না ॥১১॥

মহাতেজা ! বিশেষতঃ নির্মল আকাশে বিশাখানক্ষত্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী  
চন্দ্রের জ্ঞায় তুমি কুণ্ডল দুইটি দ্বারা বড়ই শোভা পাইয়া থাক ॥১২॥

বৎস ! জীবিত ব্যক্তিরই কীৰ্ত্তি ভাল, মৃত ব্যক্তির নহে; অতএব কুণ্ডলের  
বিষয়ে তুমি ইন্দ্রকে প্রত্যাখ্যান করিও ॥১৩॥

শক্যা বহুবিধৈর্বাটকৈঃ কুণ্ডলেম্পা স্বয়ানঘ ! ।\*

বিহস্তং দেবরাজস্য হেতুযুক্তৈঃ পুনঃ পুনঃ ॥১৪॥

হেতুমদুপপন্নার্থৈর্মাধুর্যাকৃতভূষণৈঃ ।

পুরন্দরস্য কর্ণ ! ত্বং বুদ্ধিমতোমপানুদ ॥১৫॥

ত্বং হি নিত্যং নরব্যাস্ত্র ! স্পর্দ্ধসে সব্যস্যাচিনা ।

সব্যস্যাচী ত্বয়া চেহ যুধি শূরঃ সমেষ্যতি ॥১৬॥

নহি ত্বামর্জুনঃ শক্তঃ কুণ্ডলাভ্যাং সমদ্বিতম্ ।

বিজেতুং যুধি যগ্নস্য স্বয়মিন্দ্রঃ সখা ভবেৎ ॥১৭॥

তস্মান্ন দেয়ে শক্রায় ত্বয়েতে কুণ্ডলে শুভে ।

সংগ্রামে যদি নির্জেতুং কর্ণ ! কাময়সেহর্জুনম্ ॥১৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি

কুণ্ডলাহরণে সূর্য্যাকর্ণসংবাদে পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ \*

#### ভারতকৌমুদী

শক্যোতি । হেতুযুক্তৈশ্চুক্তিযুক্তৈঃ বহুবিধৈর্বাটকৈঃ কুণ্ডলেম্পা বিহস্তং শক্যা ॥১৪॥

হেতুমদতি । মাধুর্যাকৃতভূষণৈঃ কোমলতালঙ্কৃতৈঃ, বাক্যোচিতানুযুক্তিঃ ॥১৫॥

স্বমিতি । সব্যস্যাচিনা অর্জুনেন সহ । স্বয়া নাদ্বিম্ ॥১৬॥

নহীতি । অস্ত্র অর্জুনস্ত্র । সখা সহায়ঃ ॥১৭॥

#### ভারতভাবদীপঃ

১১২—১৩। বিহস্তং শক্যোতি সম্ভবঃ । হেতুর্জীবনাদিপ্রদর্শনং তদযুক্তৈঃ ॥১৪॥ হেতুযুক্তি-  
স্তদ্বস্তি চ উপপন্নার্থানি হেত্বাভাসরহিতানি চ তৈঃ সর্বতঃ এবাস্তানং গোপায়েৎ । ন সর্পায়া-  
কুলিং দত্তাৎ । “শরীরমাগ্নং খলু ধর্মসাধন”মিত্যাদিভির্বাটকৈঃ ॥১৫—১৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৫৫॥

হে নিম্পাপ ! তুমি যুক্তিযুক্ত নানাবিধ বাক্যদ্বারা দেবরাজের কুণ্ডল-  
গ্রহণের ইচ্ছা বার বারই খণ্ডন করিতে পারিবে ॥১৪॥

অতএব কর্ণ ! তুমি—যুক্তিযুক্ত, সঙ্গতার্থ ও কোমলতাভূষিত বাক্যদ্বারা  
দেবরাজের এই বুদ্ধিটাকে দূর করিয়া দিও ॥১৫॥

নরশ্রেষ্ঠ ! তুমি সর্বদাই অর্জুনের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক ; সুতরাং  
বীর অর্জুনও অবশ্যই যুদ্ধে তোমার সহিত সম্মিলিত হইবেন ॥১৬॥

তখন তুমি কুণ্ডলযুক্ত থাকিলে, যদি স্বয়ং ইন্দ্রও অর্জুনের সহায় হন, তথাপি  
অর্জুন তোমাকে যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না ॥১৭॥

\* ‘...অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...দ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...ত্রৈত্যধিকদ্বিশত-  
তমঃ...’—কা, ‘...ত্ৰ্য্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

## ষট্ পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ

—:~:—

কর্ণ উবাচ ।

ভগবন্তুমহং ভক্তো যথা মাং বেথ গোপতে ! ।

তথা পরমতিগ্নাংশো ! নাস্ত্যদেয়ং কথঞ্চন ॥১॥

ন মে দারা ন মে পুত্রো ন চাত্মা স্নহদো ন চ ।

তথেষ্টা বৈ সদা ভক্ত্যা যথা স্বং গোপতে ! মম ॥২॥

ইষ্টানাঞ্চ মহাত্মানো ভক্তানাঞ্চ ন সংশয়ঃ ।

কুর্কশ্চি ভক্তিমিষ্টাঞ্চ জানীমে ত্বঞ্চ ভাস্কর ! ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তস্মাদিতি । কুণ্ডলে কুণ্ডলধ্বয়ম্, শুভে জীবনরক্ষকতয়া শুভকরে ॥১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি

কুণ্ডলাহরণে পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

ভগেতি । হে গোপতে ! সূর্য্য ! অহং ভগবন্তং ভবন্তং প্রতি ভক্ত ইতি ভক্ত্যভ্যুদয়ং যথা  
স্বং মাং বেথ, তথা হে পরমতিগ্নাংশো ! মম কথঞ্চন কিঞ্চিদপি অদেয়ং নাস্তীত্যপি বেথ ॥১॥

নেতি । ইষ্টাঃ প্রিয়াঃ । হে গোপতে ! সূর্য্য ! “বৎসঃ সূর্য্যশ্চ গোপতিঃ” ইতি  
ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥২॥

ইষ্টানামিতি । ইষ্টানাং প্রিয়াণাম্ । ভক্তিং স্নেহম্, ইষ্টাং প্রিয়াম্ ॥৩॥

অতএব কর্ণ । তোমার যদি যুদ্ধে অর্জুনকে জয় করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে এই  
শুভসূচক কুণ্ডল দুইটি কখনও ইন্দ্রকে দিও না” ॥১৮॥

—:~:—

কর্ণ বলিলেন—“পরমতীক্ষ্ণকিরণ সূর্য্যদেব ! আমি আপনার ভক্ত—ইহা  
যেমন আপনি জানেন, তেমন আপনি ইহাও জানেন যে, আমার অদেয় কিছুই  
নাই ॥১॥

সূর্য্যদেব ! ভক্তিবশতঃ আপনি যেমন আমার সর্ব্বদা প্রিয়, আমার  
তেমন প্রিয়—ভাৰ্য্যারা নহে, পুত্রেরা নহে, আপন দেহ নহে এবং বন্ধুরাও  
নহে ॥২॥

ইকৌ ভক্তশ্চ মে কর্ণো ন চাচ্যদৈবতং দিবি ।  
 জানীত ইতি বৈ কৃতা ভগবানাহ মৰ্জিতম্ ॥৪॥  
 ভূয়শ্চ শিরসা যাচে প্রসাত্ত চ পুনঃ পুনঃ ।  
 ইতি ব্রবামি তিগ্মাংশো ! স্বস্ত মে ক্ষন্তুমহিসি ॥৫॥  
 বিভেমি ন তথা মৃত্যোর্যথা বিভোহনৃতাদহম্ ।  
 বিশেষেণ দ্বিজাতীনাং সৰ্বেষাং সৰ্বদা সতাম্ ।  
 প্রদানে জীবিতস্তাপি ন মেহত্ৰাস্তি বিচারণা ॥৬॥  
 যচ্চ মামাত্ম দেব ! ত্বং পাণ্ডবং ফাক্ষনং প্রতি ।  
 ব্যোভু সন্তাপজং দুঃখং তব ভাস্কর ! মানসম্ ।  
 অৰ্জুনপ্রতিমকৈব বিজেষ্যামি রণেহৰ্জুনম্ ॥৭॥  
 তবাপি বিদিতং দেব ! মমাপ্যস্ত্রবলং মহৎ ।  
 জামদগ্ন্যাভূপাত্তং তত্থা দ্রোণাশ্মহাত্মনঃ ॥৮॥

#### ভারতকৌমুদী

ইষ্ট ইতি । কর্ণঃ দিবি অচ্যদৈবতং ন জানীত ইতি সম্বন্ধঃ । ভগবান্ ভবান্ ॥৪॥  
 ভূয় ইতি । ভূয়শ্চ পুনশ্চ, শিরসা অবনতেন । ক্ষন্তুমহিসি ইতি ব্রবামি ॥৫॥  
 বিভেমীতি । বিভেচ বিভেমি । সত্যং ব্রাহ্মণীয়গুণবিশিষ্টানাম্ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৬॥  
 যদ্বিতি । ব্যোভু দূরীভবতু । অৰ্জুনপ্রতিমং কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনতুল্যমপি । অয়মপি ষট্‌পাদঃ  
 শ্লোকঃ ॥৭॥

নবর্জুনবিজয়ে কথং তব শক্তিরিত্যাহ—তবেতি । জামদগ্ন্যাং রামাং, উপাত্তং লক্ষম্ ॥৮॥

দেব ! ভাস্কর ! মহাত্মারা প্রিয় ও ভক্তগণের উপরে স্নেহ করিয়া থাকেন,  
 আপনিও সে প্রিয়স্নেহ জানেন ॥৩॥

কর্ণ আমারই প্রিয় ও ভক্ত ; স্মৃতরাং সে, স্বর্গে অচ্য দেবতা আছেন বলিয়াই  
 জানে না ; ইহা ভাবিয়াই আপনি আমার হিত বলিতেছেন ॥৪॥

কিন্তু তীক্ষ্ণকিরণ ! আমি বার বার অনুনয় করিয়া অবনত মস্তকে পুনরায় ইহা  
 প্রার্থনা করিতেছি এবং বলিতেছি যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন ॥৫॥

মিথ্যা-হইতে এবং সদগুণসম্পন্ন সমস্ত ব্রাহ্মণ হইতে সৰ্বদা আমার যেরূপ ভয়  
 হয়, সেরূপ ভয় মৃত্যু হইতেও হয় না । সেই জন্যই সেই ব্রাহ্মণগণকে দান করিতে  
 আমার কোন বিচার-বিতর্ক নাই ॥৬॥

তার পর দেব ! ভাস্কর ! আপনি অৰ্জুনের বিষয়ে আমাকে যে কথা  
 বলিলেন, সে বিষয়ে আপনার মানসিক উদ্বেগদুঃখ দূর হউক । ক্রমশঃ অৰ্জুন  
 কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনের তুল্য হইলেও, আমি নিশ্চয়ই তাহাকে যুদ্ধে জয় করিব ॥৭॥



ইদং ত্বমুজানীহি স্তবশ্ৰেষ্ঠ ! ত্রতং মম ।

ভিক্ষতে বজ্রিণে দগ্ধামপি জীবিতমাত্মনঃ ॥৯॥

সূর্য্য উবাচ ।

দগ্ধাস্ত্বং যদি তাতেমে কুণ্ডলে বজ্রিণে শুভে ।

ত্বমপ্যেনমথো ক্রয়া বিজয়ার্থং মহাবল ! ।

নিয়মেন প্রদগ্ধাং তে কুণ্ডলে বৈ শতক্রতো ! ॥১০॥

অবধ্যো হসি ভূতানাং কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতঃ ।

অৰ্জ্জুনেন বিনাশং হি তব দানবসূদনঃ ।

প্রার্থয়ানো রণে বৎস । কুণ্ডলে তে জিহীৰ্বতি ॥১১॥

স ত্বমপ্যেনমাবাধ্য স্নৃতাভিঃ পুনঃ পুনঃ ।

অভ্যর্থয়েথা দেবেশমমোঘাস্ত্রং পুয়ন্দরম্ ॥১২॥

অমোঘাং দেহি মে শক্তিমমিত্রবিনিবর্হিণীম্ ।

দাস্ত্যামি তে সহস্রাক্ষ ! কুণ্ডলে বর্ষ্য চোত্তমম্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

ইদমিতি । ভিক্ষতে যাচমানায়, বজ্রিণে ইন্দ্রায় ॥৯॥

দন্ত ইতি । এনং বজ্রিণম্ । নিয়মেন পণেন । ষট্পাদোহং শ্লোকঃ ॥১০॥

অবধ্য ইতি । প্রার্থয়ান ইচ্ছন । জিহীৰ্বতি হর্ষমিচ্ছতি । অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১১॥

স ইতি । স্নৃতাভিঃ সত্যপ্রিয়্যভির্বাগ্ভিঃ । অভ্যর্থয়েথা যাচেথাঃ ॥১২॥

দেব ! আপনারও জানা আছে যে, আমারও গুরুতর অস্ত্রবল রহিয়াছে এবং তাহা আমি মহাত্মা পরশুরাম ও দ্রোণাচার্য্য হইতে লাভ করিয়াছি ॥৮॥

দেবশ্ৰেষ্ঠ ! আপনি আমাকে এই ত্রত করিবার অনুমতি দিন যে, ইন্দ্র আসিয়া প্রার্থনা করিলে, আমি তাঁহাকে নিজের জীবনও দিতে পারি” ॥৯॥

সূর্য্য বলিলেন—“বৎস মহাবল কর্ণ ! তুমি যদি অবশ্যই এই শুভমূচক কুণ্ডল দুইটী ইন্দ্রকে দান কর, তবে তুমিও জয়লাভের জগ্গ ইন্দ্রকে বলিবে যে, দেবরাজ ! কোন নিয়ম অনুসারেই আপনাকে কুণ্ডল দুইটী দিতে পারি ॥১০॥

বৎস ! তুমি কুণ্ডলসমন্বিত থাকিয়া প্রাণিগণের অবধ্য হইয়াছ । এই জগ্গই ইন্দ্র অৰ্জ্জুনকর্তৃক যুদ্ধে তোমার বিনাশ হয়—এই ইচ্ছা করিয়াই তোমার কুণ্ডল হরণ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন ॥১১॥

অতএব তুমিও সত্য ও প্রিয় বাক্যদ্বারা বার বার এই দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট অব্যর্থ অস্ত্র প্রার্থনা করিবে ॥১২॥

(১২) যৎ বাসবমাবাধ্য...অমোঘার্থম্—পি । (১৩)...অমিত্রবলনাশিনীম্—পি ।

ইত্যেবং নিয়মেণ স্বং দত্তাঃ শক্রায় কুণ্ডলে ।  
 তয়া স্বং কর্ণ ! সংগ্রামে হনিষ্যসি য়েণ বিপুন্ ॥১৪॥  
 নাহত্বা হি মহাবাহো ! শক্রেনেতি করং পুনঃ ।  
 সা শক্তির্দেবরাজস্য শতশোহথ সহস্রশঃ ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্ত্বা সহস্রাংশুঃ সহসাস্তুরধীয়ত ।  
 ততঃ সূর্য্যায় জপ্যাস্তে কর্ণঃ স্বপ্নং চবেদয়ৎ ॥১৬॥  
 যথাদৃষ্টং যথাতত্ত্বং যথোক্তমুভয়োনিশি ।  
 তৎ সৰ্ব্বমাসুপূৰ্ব্বৈষণ শশংসাস্তৈশ্চ বৃষস্তুদা ॥১৭॥  
 তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ দেবো ভাসুঃ স্বৰ্ভাসুসূদনঃ ।  
 উবাচ তং তথৈত্যেব কর্ণং সূর্য্যঃ স্ময়ম্ভিব ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

অমোঘামিতি । শক্তির্মন্ত্রবিশেষম্, অমিত্রবিনিবহিণীং শক্রনাশিনীম্ ॥১৩॥  
 ইতীতি । সম্যক্ গ্রামঃ শক্রসমূহো যত্র তস্মিন্মিত্যপোনকৃত্যম্ ॥১৪॥  
 নেতি । শতশোহথ সহস্রশঃ শক্রনিতি মন্বজ্ঞঃ । এতেন শক্রেঃ শক্তিরাত্ম্যাতা ॥১৫॥  
 এবমিতি । ততো রাত্র্যবসানাত্ পরম্, জপ্যাস্তে স্বধ্যমন্ত্রজপাত্ পরম্ ॥১৬॥  
 যথৈতি । যথাতত্ত্বং যথাযথম্ । অস্মৈ সূর্য্যায়, বৃষঃ কর্ণঃ ॥১৭॥

(বলিবে যে,) দেবরাজ ! আপনি আমাকে শক্রনাশক অব্যর্থ একটি শক্তি দান করুন, তাহা হইলেই আমি আপনাকে কুণ্ডল দুইটি ও উত্তম কবচটি দান করিব ॥১৩॥

কর্ণ ! এইরূপ নিয়মেই তুমি ইন্দ্রকে কুণ্ডল দুইটি দান করিও । তাহা হইলেই সেই শক্তিদ্বারা তুমি শত্রুপূর্ণ যুদ্ধে শত্রুগণকে সংহার করিতে পারিবে ॥১৪॥

মহাবাহু ! ইন্দ্রের সেই শক্তি শত শত ও সহস্র সহস্র শত্রু সংহার না করিয়া পুনরায় হস্তে আগমন করে না” ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এইরূপ বলিয়া সূর্য্যদেব তৎক্ষণাৎ অস্তহিত হইলেন । তদনন্তর প্রভাতকালে কর্ণ সূর্য্যমন্ত্র জপের পরে সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত সূর্য্যকে জানাইলেন ॥১৬॥

রাত্রিতে যেমন দেখিয়াছিলেন এবং দুই জনে যেমন কথোপকথন করিয়াছিলেন, সে সমস্তই আত্মপূর্ব্বীক্ৰমে ও যথাযথভাবে কর্ণ সূর্য্যকে বলিলেন ॥১৭॥

(১৪)ঃ হনিষ্যসি য়েণ বিপুন্—পি । (১৫) অহত্বা হি মহাবাহো ! শক্রং নৈতি কবে পুনঃ—পি ।

ততস্তম্ভমিতি জ্ঞাত্বা রাধেয়ঃ পরবীরহা ।

শক্তিমেবাভিকাঙ্কন্ বৈ বানবঃ প্রত্যাশালয়ৎ ॥১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াকিন্যে বনপর্বণি

কুণ্ডলাহরণে সূর্য্যকর্ণসংবাদে ষট্‌পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

জনমেজয় উবাচ ।

কিং তদুগ্ৰং ন চাখ্যাতং কর্ণায়েহোষ্ণরশ্মিনা ।

কৌদৃশে কুণ্ডলে তে চ কবচকৈব কৌদৃশম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তদ্বিতি । স্বর্ভানুস্মদনঃ অমৃতপরিবেশনকালে বিষ্ণবে নিবেদনাৎ রাহুদমনঃ ॥১৮॥

তত ইতি । তৎ স্বপ্নবৃত্তান্ত যথার্থম্ । প্রত্যাশালয়ৎ প্রতীক্ষিতবান্ ॥১৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-ত্রিহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি

কুণ্ডলাহরণে ষট্‌পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

“দেবগুহ্যং স্বয়া জ্ঞাতুং ন শক্যং পুরুষৰ্ষভ !” ইতি সূর্য্যেণ কর্ণায় প্রাপ্তস্তম্ভ, তৎস্মদ্বা  
কৌতুকাৎ পৃচ্ছতি—কিমিতি । উষ্ণরশ্মিনা সূর্য্যেণ । কৌদৃশে ইতি প্রকারপ্রশ্নঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

ভগবন্তমিতি ॥১—১৬॥ অশ্বৈশ্চ সূর্য্যায়, বৃষঃ কর্ণঃ ॥১৭॥ স্বর্ভানুস্মদনো রাহুদমনঃ ॥১৮—১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্‌পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৫৬॥

তখন প্রভাশালী, রাহুদমন ও মাহাত্ম্যবান্ সূর্য্যদেব তাহা শুনিয়া ঈষৎ হাস্ত  
করিয়াই যেন কর্ণকে বলিলেন—‘তাহাই বটে’ ॥১৮॥

তাহার পর বিপক্ষবীরহস্তা কর্ণ স্বপ্নবৃত্তান্ত যথার্থ জানিয়া, সেই শক্তি লাভ  
করিবারই ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্রের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

—:~:—

জনমেজয় বলিলেন—“সেই গোপনীয় বিষয়টা কি, তাহা এখানে সূর্য্য কর্ণকে  
বলিলেন না এবং সেই কুণ্ডল দুইটা ও কবচটা কিপ্রকার ছিল ? ॥১॥

\* ‘...উঃনবত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘ একাধিকদ্বিশত-তমঃ...’—বা ব, ‘ত্যাধিকদ্বিশত  
তমঃ...’ কা, ‘...ত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

কুত্চ কবচং তস্ম কুণ্ডলে চৈব সত্তম ! ।

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তন্মে ব্রুহি তপোধন ! ॥২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অথ রাজন্ ! ব্রবীম্যেতত্তস্ম গুহ্যং বিভাবসোঃ ।

যাদৃশে কুণ্ডলে তে চ কবচকৈব যাদৃশম্ ॥৩॥

কুন্তিভোজং পুরা রাজন্ ! ব্রাহ্মণঃ পৰ্য্যাপস্থিতঃ ।

তিথ্যতেজা মহাপ্রাংশুঃ শ্মশ্রুদগুজটাধরঃ ॥৪॥

দর্শনীয়োহনবত্যাঙ্গস্তেজসা প্রজ্জ্বলমিব ।

মধুপিঙ্গে মধুরবাক্ তপঃস্বাধ্যায়ভূষণঃ ॥৫॥ (যুগ্মকম্)

স রাজানং কুন্তিভোজমব্রবীৎ সমহাতপাঃ ।

ভিক্ষামিচ্ছামি বৈ ভোক্তুং তব গৃহে বিমৎসর ! ॥৬॥

#### ভারতকৌমুদী

কুত ইতি । কুতঃ কস্মাদাগতমিতি শেষঃ, তস্ম কর্ণশ্চ ॥২॥

আদিপূর্বনি সংক্ষেপেণোক্তমপি জনমেজয়প্রশ্নাৎ পুনর্বিস্তরেণ কর্ণেণ পতিবৃত্তান্তমাহ—অথেতি ।  
তস্ম কর্ণশ্চাস্তিকে, গুহ্যং গোপনীয়ম্, বিভাবসোঃ সূর্য্যাস্ত ॥৩॥

কুন্তীতি । কুন্তিভোজং রাজানম্ । ব্রাহ্মণোহয়ং ছবাসা নাম, আদিপূর্বনি উক্তবো-  
ল্লেক্ষাৎ । মহাপ্রাংশুঃ অত্যমতঃ । মধুপিঙ্গঃ মধুবৎপিঙ্গলঃ ॥৪--৫॥

স ইতি । ভিক্ষাং ভিক্ষাম্ । হে বিমৎসর ! ভিক্ষুবিষয়বাহিত ! ॥৬॥

সাধুশ্রেষ্ট তপোধন ! কর্ণের সেই কবচ ও কুণ্ডল দুইটী কোথা হইতে আসিয়াছিল, ইহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি আমার নিকট তাহা বলুন ॥২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা ! কর্ণের নিকট সূর্য্যের যাহা গোপনীয় ছিল এবং সেই কুণ্ডল দুইটী ও কবচটী যে প্রকার ছিল, তাহা আমি এই বলিতেছি ॥৩॥

রাজা ! প্রথরতেজা, অত্যমতদেহ, শ্মশ্রু-দগু-জটাধারী, দর্শনীয়মূর্তি, অনিন্দিত্বজ, মধুর শ্রায় পিঙ্গলবর্ণ, মধুরভাষী এবং তপশ্রা ও বেদপাঠে অলঙ্কৃত এক ব্রাহ্মণ আপন তেজে জ্বলিতে জ্বলিতেই যেন পূর্বে একদা কুন্তিভোজ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥৪--৫॥

সেই মহাতপা ব্রাহ্মণ আসিয়া কুন্তিভোজরাজাকে বলিলেন—“হে ভিক্ষু-বিষয়বাহু রাজা ! আমি আপনার ঘরে ভিক্ষায় ভোজন করিতে ইচ্ছা করি ॥৬॥

(২)...তন্মে ব্রুহি মহামুনে !—পি । (৩) অয়ং রাজন্ !—পি ।

ন মে ব্যলীকং কর্তব্যং হুয়া বা তব চাম্মুগৈঃ ।  
 এবং বৎস্তামি তে গেহে যদি তে রোচতেহনঘ । ৭॥  
 যথাকামঞ্চ গচ্ছেয়মাগচ্ছেয়ং তথৈব চ ।  
 শয্যাসনে চ মে রাজন্ ! নাপরাধ্যেত কশ্চন ৮॥  
 তমব্রবীৎ কুন্তিভোজঃ শ্রীতিযুক্তমিদং বচঃ ।  
 এবমস্তু পরঞ্চৈতি পুনশ্চৈনমথাব্রবীৎ ৯॥  
 মম কন্যা মহাপ্রাজ্ঞ ! পৃথা নাম যশস্বিনী ।  
 শীলবৃত্তান্তিতা সাধ্বী নিয়তা চৈব ভাবিনী ১০॥  
 উপস্থাস্ততি সা হ্যাং বৈ পূজয়াহনবমন্য় চ ।  
 তস্তাশ্চ শীলবৃত্তেন তুষ্টিং সমুপযাস্ততি ১১॥  
 এবমুক্ত্বা তু তং বিপ্রমভিপূজ্য যথাবিধি ।  
 উবাচ কন্যামভ্যেত্য পৃথাং পৃথুললোচনাম্ ১২॥

### ভারতকৌমুদী

নেতি । ব্যলীকম্ অপ্রিয়ম্, “ব্যলীকমপ্রিয়াকার্যাবৈলক্ষ্যেষপি পীড়নে” ইতি বিশ্বঃ ৭॥  
 যথৈতি । শয্যাসনে শয্যাসনপরিগ্রহে, নাপরাধ্যেত ইচ্ছাবিরুদ্ধং নাচরেৎ ৮॥  
 তমিতি । পরঞ্চ অনন্তরঞ্চ । এনং ব্রাহ্মণম্ ৯॥  
 মমেতি । শীলং সংস্খভাবঃ বৃত্তং সদাচারশ্চ তাভ্যামবিত্তা, ভাবিনী ধর্ম্মানুরক্তা ১০॥  
 উপেতি । উপস্থাস্ততি সেবিষ্যতে । সমুপযাস্ততি ভবানিতি শেষঃ ১১॥  
 এবমিতি । উবাচ কুন্তিভোজ ইত্যনুরক্তিঃ । পৃথুললোচনাং বিশালনয়নাম্ ১২॥

হে নিষ্পাপ রাজা । আপনি বা আপনার অনুচরেরা আমার অপ্রিয় আচরণ করিবেন না ; ইহা যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে আমি আপনার বাড়ীতে বাস করিব ৭॥

রাজা । আমি ইচ্ছানুসারে যাইব ও আসিব এবং ইচ্ছানুসারেই শয্যা ও আসন গ্রহণ করিব, তাহাতে কেহ বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিবে না” ৮॥

তখন কুন্তিভোজরাজা সেই ব্রাহ্মণকে এই শ্রীতিযুক্ত বাক্য বলিলেন—‘এই-রূপই হউক’ । তাহার পর আবার রাজা ব্রাহ্মণকে বলিলেন—৯॥

“মহাপ্রাজ্ঞ ! সংস্খভাব ও সদাচারসম্পন্না, সাধুচরিত্রা, সংযতা, ধর্ম্মানুরক্তা ও যশস্বিনী ‘পৃথা’-নাম্নী আমার একটা কন্যা আছে ১০॥

সে, কোন অবমাননা না করিয়া গৌরবসহকারে আপনার সেবা করিবে এবং আপনিও তাহার স্বভাবে ও ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইবেন” ১১॥

(৮)...শয্যাসনে চ মে রাজন্!—বা ব ক নি ।

অয়ং বৎসে । মহাভাগো ব্রাহ্মণো বস্তুমিচ্ছতি ।  
 মম গেহে ময়া চাস্ত তথৈত্যেবং প্রতিশ্রুতম্ ।  
 ত্বয়ি বৎসে । পরার্থস্ত ব্রাহ্মণস্তাভিরাধনম্ ॥১৩॥  
 তস্মৈ বাক্যমমিথ্যা ত্বং কৰ্ত্তুমহিসি কহিচৎ ।  
 অয়ং তপস্বী ভগবান্ স্বাধ্যায়নিয়তো দ্বিজঃ ।  
 যদ্বদুক্ৰয়ান্মহাতেজাস্তত্তদেয়মমৎসরাৎ ॥১৪॥  
 ব্রাহ্মণো হি পরং তেজঃ ব্রাহ্মণো হি পরং তপঃ ।  
 ব্রাহ্মণানাং নমস্কারৈঃ সূর্য্যো দিবি বিরাজতে ॥১৫॥  
 অমানয়ন্ হি মানাহান্ বাতাপিচ মহাস্বরঃ ।  
 নিহতো ব্রহ্মদণ্ডেন তালজজ্বলন্তথৈব চ ॥১৬॥  
 সোহয়ং বৎসে ! মহাভার আহিতস্ত্বয়ি সাম্প্রতম্ ।  
 ত্বং সদা নিয়তা কুর্য্যা ব্রাহ্মণস্তাভিরাধনম্ ॥১৭॥

### ভারতকৌমুদী

অয়মিতি । বস্তুং বাসং কৰ্ত্তুম্ । অভিরাধনং প্রতিশ্রুতম্ । যটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৩॥  
 তদ্বিতি । অমৎসরাৎ অবিশেষাৎ । অয়মপি যটপাদঃ শ্লোকঃ ॥১৪॥  
 ব্রাহ্মণ ইতি । তেজস্তেজোময়ঃ, ব্রাহ্মণস্তৎসেবা । ব্রাহ্মণানামিতি কৰ্ত্তরি যটী ॥১৫॥  
 অমানয়ম্বিতি । ব্রহ্মণা কৃতো দণ্ডো ব্রহ্মদণ্ডস্তেন, তালজজ্বলো নামাস্বরঃ ॥১৬॥  
 স ইতি । অয়ং ব্রাহ্মণসেবাকৰ্ত্তা, আহিতঃ স্থাপিতঃ । নিয়তা সংযতা ॥১৭॥

এইরূপ বলিয়া কুন্তিভোজ যথাবিধানে সেই ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া,  
 বিশালনয়না কণ্ঠা পৃথার নিকট যাইয়া বলিলেন—॥১২॥

“বৎসে ! এই মহাভাগ ব্রাহ্মণ আমার বাড়ীতে বাস করিবার ইচ্ছা করেন ;  
 আমিও বৎসে ! তোমার উপর বিশ্বাস করিয়া ‘তাহাই হউক’ এই কথা বলিয়া  
 ব্রাহ্মণের সেবার অঙ্গীকার করিয়াছি ॥১৩॥

অতএব আমার সেই বাক্য কখনও মিথ্যা না হয়—তুমি তাহা কর । তপস্বী,  
 মহাত্মাশালী, বেদপাঠনিরত ও মহাতেজা এই ব্রাহ্মণ যাহা যাহা বলিবেন, তুমি বিনা  
 বিদ্বেন্নে তাহা তাহাই দিবে ॥১৪॥

ব্রাহ্মণই পরম তেজ, ব্রাহ্মণের সেবাই পরম তপস্তা এবং ব্রাহ্মণেরা নমস্কার  
 কল্পেন বলিয়াই সূর্য্য আকাশে বিরাজ করিতেছেন ॥১৫॥

এবং বাতাপি ও তালজজ্ব মহাস্বর সম্মানযোগ্য ব্রাহ্মণদিগকে না মানিয়াই  
 ব্রহ্মদণ্ডে নিহত হইয়াছিল ॥১৬॥

(১৭) সোহয়ং বৎসে ! মহাভাগঃ—বা ব কা ।

জানামি প্রণিধানং তে বাল্যাং প্রভৃতি নন্দিনি ! ।

ব্রাহ্মণেষু সর্বেষু গুরুবন্ধুযু চৈব হ ॥১৮॥

তথা শ্রেণ্যেষু সর্বেষু মিত্রসম্বন্ধিভ্যু ।

ময়ি চৈব যথাবত্ত্বং সর্বমাবৃত্য বর্তসে ॥১৯॥

নহতুষ্ঠো অনোহন্তৌহ পুরে চাস্তঃপুরে চ তে ।

সম্যগ্ বৃত্ত্যাহনবত্য়াদি ! তব ভৃত্যজ্ঞনেষপি ॥২০॥

সন্দেষ্টব্যাস্ত মন্যে ত্বাং দ্বিজাতিং কোপনং প্রতি ।

পৃথ্বে । বালেতি কৃত্বা বৈ স্ততা চাসি মমেতি চ ॥২১॥

বৃক্ষানং ত্বং কুলে জাতা শূরশ্চ দয়িতা স্ততা ।

দত্তা প্রীতিমতা দৃশ্যং পিত্রা বালা পুরা স্বয়ম্ ॥২২॥

### ভারতকৌমুদী

জানামীতি । প্রণিধানং মনোযোগম্, জানামি অস্তিত্বেনেতি শেষঃ ॥১৮॥

তথ্যেতি । শ্রেণ্যেষু ভৃত্যেষু । সর্বং স্নেহম্, আবৃত্য আদায় ॥১৯॥

নহীতি । সম্যগ্ বৃত্ত্যা সমীচীনব্যবহারেণ, তে অনবত্য়াদি ! অনিন্দিতাদি ! ॥২০॥

সমিতি । সন্দেষ্টব্যাম্পদেষ্টব্যাম্, কোপনং দ্বিজাতিং প্রতি তদ্বিশয়ে ॥২১॥

বৃক্ষানামিতি । শূরশ্চ তদাখ্যস্ত মৎস্বজদঃ, দয়িতা প্রিয়া ॥২২॥

অতএব বৎসে ! আমি তোমার উপরে সেই ব্রাহ্মণসেবারূপ গুরুতর ভার এখন শাস্ত করিলাম ; তুমি সর্বদা সংযত থাকিয়া তাঁহার সেবা করিবে ॥১৭॥

নন্দিনি ! বাল্যকাল হইতেই ব্রাহ্মণগণের উপরে এবং সমস্ত গুরুজন ও বন্ধুজনের উপরে তোমার একাগ্রতা আছে বলিয়াই আমি জানি ॥১৮॥

এবং তুমি যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়া সকল ভৃত্য, মিত্র, সম্বন্ধী, মাতা ও আমার সমস্ত স্নেহ গ্রহণ করিয়াই রহিয়াছ ॥১৯॥

অনিন্দ্যমুন্দরি ! ভৃত্যজনের উপরেও তোমার উপযুক্ত ব্যবহার চলিতে থাকায় এই পুরে বা অস্তঃপুরে তোমার উপরে অসন্তুষ্ট লোক নাই ॥২০॥

পৃথ্বে ! তথাপি তুমি বালিকা এবং আমার কন্যা—এই জন্ত কোপনস্বভাব। ব্রাহ্মণের বিষয়ে তোমাকে কিছু উপদেশ দেওয়া উচিত বলিয়া আমি মনে করি ॥২১॥

তুমি বৃক্ষবংশে জন্মিয়াছ এবং প্রিয়মুজৎ শূরের প্রিয়তমা কন্যা । পূর্বে তোমার বাল্যকালে তোমার পিতা প্রীতিযুক্ত চিন্তে নিজেই আমার হস্তে তোমাকে দান করিয়াছিলেন ॥২২॥

বসুদেবস্ত ভগিনী স্তনানাং প্রবরা মম ।

অগ্র্যমগ্রে প্রতিজ্ঞায় তেনাসি দুহিতা মম ॥২৩॥

তাদৃশে হি কুলে জাতা কুলে চৈব বিবর্জিতা ।

সুখাৎ সুখমমুপ্রাপ্তা হৃদাদ্‌হৃদমিবাগতা ॥২৪॥

দৌকুলেয়া বিশেষেণ কথঞ্চিৎ প্রগ্রহং গতাঃ ।

বালভাবাদ্বিকূৰ্ন্তি প্রায়শঃ প্রমদাঃ শুভে ! ॥২৫॥

পৃথে ! রাজকুলে জন্ম রূপকাপি তবাত্মতম ।

তেন তেনাসি সম্পন্না সমুদায়েন ভাবিনী ॥২৬॥

#### ভারতকৌমুদী

বস্বতি । স্বং বসুদেবস্ত ভগিনী, স্তনস্ত স্তনানাং মধ্যে প্রবরা জ্যেষ্ঠা চ । তথা তেন শূরেণ, অগ্রে আদৌ, অগ্র্যং জ্যেষ্ঠমপত্যং মহং দেয়ত্বেন প্রতিজ্ঞায় পরং মহং দত্তেতি শেষঃ । অতএব স্মিধানীং মমৈব দুহিতাসি ॥২৩॥

তাদৃশ ইতি । আপগা নদী হৃদাৎ হৃদমিব, স্বং সুখাৎ সুখমমুপ্রাপ্তেতি সম্বন্ধঃ ॥২৪॥

দৌকুলেয়া ইতি । দৌকুলেয়া দুকুলজাতাঃ, প্রগ্রহম্ আবদ্ধীভাবম্ ॥২৫॥

পৃথ ইতি । তেন তেন হেতুনা, সমুদায়েন সুশীলত্বাদিগুণসমূহেন ॥২৬॥

#### ভারতভাবদীপঃ

কিং তদুৎকৃষ্টমিতি ॥১—১০॥ অনবমস্ত অবমানমকৃত্বা ॥১১—১২॥ বস্তং বাসং কর্তুম্ ॥১৩॥ পরাশস্ত পরমাশাসং কৃত্বা অভিরাধনং কর্তুমিতি শেষঃ ॥১৪—১৭॥ প্রসিধানং চিত্তৈক্যাগ্র্যম্ ॥১৮॥ আরত্য ব্যাপ্য ॥১৯—২২॥ অগ্র্যং অগ্রে দেয়ং ময়া প্রথমমপত্যং তুভ্যং দেয়মিতি প্রতিজ্ঞাতমিতার্থঃ ॥২৩—২৪॥ দৌকুলেয়াঃ দুকুলে জাতাঃ, প্রগ্রহং নির্বন্ধম্, গতাঃ প্রাপ্তাঃ, বিকূৰ্ন্তি দৌষ্ট্যং কূৰ্ন্তি ॥২৫—২৮॥

ইতি ভীমহাভারতে বনপৰ্ব্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তপঞ্চাশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৫৭॥

পৃথে ! তুমি শূরের সন্তানগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা এবং বসুদেবের ভগিনী । শ্রিয়সুহৃৎ শূর প্রথমে আমার মিকটে তাঁহার প্রথম সন্তান দান করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া, পরে তিনি তোমাকে আমার হস্তে দান করিয়াছেন ; সেই জন্তই তুমি আমার তনয়া ॥২৩॥

তুমি সেইরূপ বংশে জন্মিয়াছ এবং উচ্চবংশে আসিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছ ; স্তনুরাং নদী যেমন এক হৃদ হইতে অপর হৃদে যায়, তুমিও সেইরূপ একস্থানের সুখ হইতে অপরস্থানের সুখে আসিয়াছ ॥২৪॥

কীল্যণি ! দুকুলজাত রমণীরা কোন কারণে বিশেষভাবে আবদ্ধ হইয়া অল্প বয়সে প্রায়ই বিকৃত হইয়া পড়ে ॥২৫॥

(২৪) হৃদাদ্‌হৃদমিবাগতা—বা ব কা পি । (২৬) ...সমুপেতা চ ভাবিনী—বা ব কা নি ।



সা স্বং দর্পং পরিত্যজ্য দত্তং মানঞ্চ ভাবিনি ! ।

আরাধ্য বরদং বিপ্রং শ্রেয়সা যোক্ষ্যসে পৃথ্বে । ২৭॥

এবং প্রাপ্যসি কল্যাণি ! কল্যাণমনবে ! ধ্রুবম্ ।

কোপতে চ দ্বিজশ্রেষ্ঠে কৃৎস্নং দহেত মে কুলম্ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কুণ্ডলা-  
হরণে পৃথোপদেশে সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

কুন্ত্যবাচ ।

ব্রাহ্মণং যন্ত্রিতা রাজন্ ! উপস্থাস্থামি পূজয়া ।

যথাপ্রতিজ্ঞং রাজেন্দ্র ! ন চ মিথ্যা ব্রবীম্যহম ॥১॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । দর্পং গর্বম্, দত্তং কাপট্যম্, মানং গৌরবম্ । শ্রেয়সা মঙ্গলেন ॥২৭॥

এবমিতি । কল্যাণং মঙ্গলম্ । দহেত তেন দ্বিজশ্রেষ্ঠেনেতি শেষঃ ॥২৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াম্ বনপর্বণি

কুণ্ডলাহরণে সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

ব্রাহ্মণমিতি । যন্ত্রিতা নিয়তা সতী, পূজয়া গৌরবেণ, উপস্থাস্থামি সেবিষ্যে ॥১॥

পৃথা ! রাজকূলে তোমার জন্ম এবং রূপও তোমার অদ্ভুত ; সুতরাং সেই  
সেই কারণেই তুমি গুণসমূহসম্পন্ন এবং সচ্চরিত্রা হইয়াছ ॥২৬॥

সংস্খাভাবা পৃথা । সেই তুমি দর্প, কপটতা ও অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক বরদাতা  
ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া পরমমঙ্গল লাভ করিবে ॥২৭॥

কল্যাণি ! নিম্পাপে ! তুমি এইরূপ করিলে অবশ্যই মঙ্গল লাভ করিবে ;  
আর ব্রাহ্মণকে ক্রুদ্ধ করিলে, তিনি আমার সমস্ত বংশই দধ্ব করিবেন” ॥২৮॥

—:~:—

কুন্তী বলিলেন—“রাজশ্রেষ্ঠ রাজা ! আমি মিথ্যা বলিতেছি না ; আমি

\* ‘...নবত্যধিকদ্বিশততমঃ ...’ —পি, ‘...দ্ব্যধিকদ্বিশততমঃ ...’ —বা ব, ‘...ত্র্যধিকদ্বিশত-  
তমঃ ...’ —ক, ‘...চত্বর্যধিকদ্বিশততমঃ ...’ —নি ।

এষ চৈব স্বভাবো মে পূজয়েয়ং দ্বিজানিতি ।  
 তব চৈব প্রিয়ং কার্য্যং জ্যেষ্ঠ পরমং মম ॥২॥  
 যথৈবেশ্যতি সায়াহ্নে যদি প্রাতরথো নিশি ।  
 যথর্দ্ধরাত্রে ভগবান্ ন মে কোপং করিষ্যতি ॥৩॥  
 লাভো মমৈষ রাজেন্দ্র ! যদৈ পূজয়িতুং দ্বিজান্ ।  
 আদেশে তব তিষ্ঠন্তী হিতং কুর্য্যাং নরোত্তম ! ॥৪॥  
 বিস্রকো ভব রাজেন্দ্র ! ন ব্যলীকং দ্বিজোত্তমঃ ।  
 বসন্ প্রাপ্স্যতি তে গেহে সত্যমেতদব্রবীমি তে ॥৫॥  
 যৎ প্রিয়ঞ্চ দ্বিজশাস্ত্র হিতঞ্চৈব তবানঘ ! ।  
 যতিশ্যামি তথা রাজন্ ! ব্যোতু তে মানসো জ্বরঃ ॥৬॥

### ভারতকৌমুদী

এষ ইতি । তাভ্যামুভাভ্যাং মম পরমং শ্রেয়ো ভবেদ্বিতি শেষঃ ॥২॥  
 যদীতি । ভগবান্ মাহাত্ম্যাবান্ ব্রাহ্মণঃ, মে কোপং ন করিষ্যতি সহিষ্ণুত্বাৎ ॥৩॥  
 লাভ ইতি । এষ তব হিতকরণরূপঃ ॥৪॥  
 বীতি । বিস্রকো মমাচরণে বিস্মন্তঃ । ব্যলীকং কিমপ্যপ্রিয়ম্ ॥৫॥

আপনার প্রতিজ্ঞা অনুসারে সংযত হইয়া গৌরবপূর্ব্বকই ব্রাহ্মণের সেবা করিব ॥১॥

ব্রাহ্মণের পূজা করা ও আপনার প্রিয়কার্য্য করা—ইহাই আমার স্বভাব এবং ইহাতেই আমার পরম মঙ্গল হইবে ॥২॥

মাহাত্ম্যশালী ব্রাহ্মণ যদি সায়াংকালে, বা প্রাতঃকালে, কিংবা রাত্রিতে, অথবা অর্দ্ধরাত্রিসময়ে আগমন করেন, তথাপি আমার ক্রোধ হইবে না ॥৩॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! আমি ব্রাহ্মণদের সেবা করিবার পক্ষে আপনার আদেশে থাকিয়া আপনার যে হিত করিতে পারিব, ইহাই আমার লাভ ॥৪॥

অতএব রাজশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনার নিকট ইহা সত্য বলিতেছি যে, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আপনার গৃহে বাস করতঃ কখনও আমা হইতে কোন অপ্রিয় আচরণ পাইবেন না ; সুতরাং আপনি এ বিষয়ে বিস্মন্ত থাকুন ॥৫॥

নিম্পাপ রাজা ! এই ব্রাহ্মণের যাহা প্রিয় এবং আপনার যাহা হিত, তাহা করিবার পক্ষে আমি যত্ন করিব ; অতএব আপনার মানস জ্বর হউক ॥৬॥

(৪) যদৈ জয়তী দ্বিজান্—বা ব কা,...যদৈ পূজয়তি দ্বিজান্—পি ।

ব্রাহ্মণা হি মহাভাগাঃ পূজিতাঃ পৃথিবীপতে ।।

তারণায় সমৰ্থাঃ স্যুর্বিপরীতে বধায় চ ॥৭॥

সাহমেতদ্বিজানন্তৌ তোষয়িষ্যে দ্বিজোত্তমম্ ।

ন মৎকৃতে ব্যথাং রাজন্ ! প্রাপ্যসি দ্বিজসত্তমাং ॥৮॥

অপরাধে হি রাজেন্দ্র ! রাজ্যমশ্রেয়সে দ্বিজাঃ ।

ভবন্তি চ্যবনো যদ্বৎ শুকন্যায়াঃ কৃতে পুরা ॥৯॥

নিয়মেন পরেণাহমুপস্থাস্তে দ্বিজোত্তমম্ ।

যথা ভূয়া নরেন্দ্রেদং ভাষিতং ব্রাহ্মণং প্রতি ॥১০॥

এবং ক্রবন্তীং বহুশঃ পরিষজ্য সমৰ্থ্য চ ।

ইতি চেতি চ কর্তব্যং রাজা সৰ্বমথাদিশং ॥১১॥

### ভাবতকৌমুদী

যদ্বিতি । তথা কর্তৃমিতি শেবঃ । ব্যোতু দূরীভবতু, জয়ঃ সঙ্কাপঃ ॥৬॥

ব্রাহ্মণা ইতি । মহাভাগা অগ্নিমাঠৈশ্বৰ্য্যসম্পত্ত্যা মাহাত্ম্যবন্তঃ ॥৭॥

সেতি । বিজ্ঞানস্তুতি নলোপাভাব আৰ্হঃ । মৎকৃতে মম্মিমিত্তে, ব্যথামনিষ্টম্ ॥৮॥

অপেতি । অশ্রেয়সে অমঙ্গলায় ভবন্তি । শুকন্যায়া শৰ্ঘ্যতিরাজকন্যয়া তপস্কৃতচ্যবনস্ত  
নয়নধরং বিদীর্ণম্, তেন চ চ্যবনেন শৰ্ঘ্যতিরাজসৈন্তস্ত আনাহমুৎপাদ্য শৰ্ঘ্যতেরনিষ্ট-  
মুৎপাদিতমিত্যস্মিন্ বনপৰ্শণেব একাধিকশতভয়ে অধ্যায়ে ঐষ্টব্যম্ ॥৯॥

নিয়মেনেতি । পরেণ উক্তমেন, উপস্থাস্তে সেবিষ্যে ॥১০॥

এবমিতি । অত্রোপি ক্রবন্তীমিতি নকারলোপাভাব আৰ্হঃ । সমৰ্থ্য অল্পমন্ত ॥১১॥

কারণ, মাহাত্ম্যশালী ব্রাহ্মণেরা পূজিত হইয়া উদ্ধার করিতে সমর্থ হন, আর  
ইহার বিপরীত করিলে সংহার করেন ॥৭॥

রাজা ! এই সমস্ত জানিয়াই আমি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে সন্তুষ্ট করিব ; সুতরাং  
আপনি আমার নিমিত্ত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হইতে কোন দুঃখ পাইবেন না ॥৮॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! অপরাধ হইলেই ব্রাহ্মণেরা রাজাদের অমঙ্গল ঘটাইয়া  
থাকেন ; যেমন চ্যবনমুনি পূৰ্ব্বকালে শুকন্যার জন্ত শৰ্ঘ্যতিরাজার অমঙ্গল  
ঘটাইয়াছিলেন ॥৯॥

অতএব নরশ্রেষ্ঠ ! আপনি ব্রাহ্মণের নিকট যেমন বলিয়াছেন, তেমন উত্তম  
নিয়মেই আমি তাঁহার সেবা করিব ॥১০॥

পৃথা এইরূপ বলিলে, রাজা তাঁহাকে অনেক বার আলিঙ্গন করিয়া এবং  
তাঁহার কথার সমর্থন করিয়া 'এই এই করিবে' এইভাবে সমস্ত বিষয়ের উপদেশ  
দিলেন ॥১১॥

রাজোবাচ ।

এবমেতত্ত্বয়া ভদ্রে ! কৰ্তব্যমবিশঙ্কয়া ।

মজ্জিতার্থং তথাহুত্বার্থং কুলার্থকাপ্যনিন্দিতে ! ॥১২॥

এবমুক্ত্বা তু তাং কন্যাং কুন্তিভোজো মহাযশাঃ ।

পৃথাং পরিদদৌ তস্মৈ দ্বিজায় দ্বিজবৎসলঃ ॥১৩॥

ইয়ং ব্রহ্মন্ ! মম স্তুতা বাল্যে শ্রুত্ববিবাক্ষিতা ।

অপরাধোত যৎ কিঞ্চিভন্ন কার্য্যং হৃদি ত্বয়া ॥১৪॥

দ্বিজাতয়ো মহাভাগা বৃদ্ধবালতপস্বিন্ ।

ভবন্ত্যক্রোধনাঃ প্রায়োহপরাধেষপি নিত্যদা ॥১৫॥

স্বমহত্যাপরাধেষপি ক্রান্তিঃ কার্য্যা দ্বিজাতিভিঃ ।

যথাশক্তি যথোৎসাহং পূজা গ্রাহ্যা দ্বিজোত্তম ! ॥১৬॥

তথেন্তি ব্রাহ্মণেনোক্তে স রাজা প্রীতমানসঃ ।

হংসচন্দ্রাংশুসঙ্কশং গৃহমস্মৈ শ্রবৈদয়ৎ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । এতৎ ব্রাহ্মণসেবনম্ । আত্মার্থমাত্মনো হিতার্থম্ ॥১২॥

এবমিতি । পরিদদৌ তৎসেবনায়ার্পয়ামাস ॥১৩॥

ইয়মিতি । বালতয়েবাস্তা অপরাধত্বয়া কৃত্বা ইত্যশয়ঃ ॥১৪॥

দ্বিজাতয় ইতি । অপরাধেষপি কৃতাপরাধেষপি, নিত্যদা সৰ্বদা ॥১৫॥

স্বমহতীতি । যথাশক্তি যথোৎসাহং পরেণ কুতেতি শেষঃ ॥১৬॥

তথেন্তি । হংস-চন্দ্রাংশু-সঙ্কশং তদুভয়তুল্যাশুশ্রবণম্ । শ্রবৈদয়দ্বাসায় ॥১৭॥

রাজা বলিলেন—“ভদ্রে ! অনিন্দিতে ! আমার হিত, নিজের হিত এবং বংশের হিতের জন্য তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে এইভাবে এই সমস্ত করিবে” ॥১২॥

এইরূপ বলিয়া মহাযশা ও ব্রাহ্মণবৎসল কুন্তিভোজরাজা সেই পৃথানারী কন্যাটিকে সেই ব্রাহ্মণের নিকট সমর্পণ করিলেন ও বলিলেন—॥১৩॥

• “ব্রাহ্মণ ! শ্রুত্ববিবাক্ষিতা আমার এই বালিকা কন্যাটি যে কিছু অপরাধ করিবে, তাহা অতুপনি মনে করিবেন না ॥১৪॥

কারণ, বৃদ্ধ, বালক ও তপস্বীরা অপরাধ করিলেও তাহাদের উপরে মহাত্মা ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই ক্রোধ করেন না ॥১৫॥

আর কেহ গুরুতর অপরাধ করিলেও তাহার উপরে ব্রাহ্মণদের ক্ষমা করা উচিত । এবং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! যে কেহ নিজের শক্তি ও ইচ্ছা অনুসারে পূজা করিলে, ব্রাহ্মণদের তাহাই গ্রহণ করা সঙ্গত” ॥১৬॥

তত্রাগ্নিশরণে কঃপুমানং তস্ত ভানুমৎ ।

আহারাদি চ সৰ্বং তন্ত্ৰৈব প্রত্যবেদয়ৎ ॥১৮॥

নিষ্কিপ্য রাজপুত্রী তু তস্ত্রীং মানং তৰ্ধৈব চ ।

আতস্বে পরমং যত্নং ব্রাহ্মণস্থাভিরাধনে ॥১৯॥

তত্র সা ব্রাহ্মণং গত্বা পৃথা শৌচপরা সতী ।

বিধিবৎ পরিচারাহং দেববৎ পর্য্যতোষয়ৎ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কুণ্ডলা-  
হরণে পৃথাদ্বিজপরিচর্যায়ামষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

### ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । অগ্নিশরণে হোমগৃহে । ভানুমৎ উজ্জলম্ । আহারাদি খাদ্যাদি ॥১৮॥

নিষ্কিপোতি । নিষ্কিপ্য বিহায়, রাজপুত্রী পৃথা, তস্ত্রীং নিজ্রাম্ । আতস্বে চকার ॥১৯॥

তত্রৈতি । শৌচপরা সৰ্বদা পবিত্রা । পরিচারাহং শুশ্রূষাযোগং ব্রাহ্মণম্ ॥২০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিকান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি

কুণ্ডলাহরণে অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

### ভারতভাবদীপঃ

ব্রাহ্মণমিতি । যস্তিতা নিয়মযুক্তা ॥১—১৪॥ বিশ্রকো বিশ্বস্তঃ, ব্যলীকমপ্রিয়ম্ ॥১৫—১৭॥

অগ্নিশরণে অগ্ন্যাগারে ॥১৮॥ তস্ত্রীমালম্ ॥১৯॥ পরিচারাহং পূজাহম্ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৫৮॥

—:~:—

‘তাহাই হইবে’ ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিলে, রাজা সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া হংস ও  
চন্দ্রকিরণের স্থায় শুভ্রবর্ণ একখানি গৃহ তাঁহার জন্ত নির্দিষ্ট করিলেন ॥১৭॥

এবং তিনি সেই হোমগৃহে সেই ব্রাহ্মণের জন্ত উজ্জল আসন ও খাদ্য-পেয়-  
প্রভৃতি সমস্ত বস্তু দিবার ব্যবস্থা করিলেন ॥১৮॥

তাহার পর রাজকন্যা পৃথা নিজ্রা ও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সেই ব্রাহ্মণের  
সেবায় পরম যত্ন অবলম্বন করিলেন ॥১৯॥

পৃথা প্রত্যহ পবিত্র হইয়া সেই ঘরে যাইয়া দেবতার স্থায় শুশ্রূষার যোগ্য সেই  
ব্রাহ্মণকে যথাবিধানে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন ॥২০॥

—:~:—

\*. ‘.. একসবতাদিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...ত্র্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...চতুর্ধিক-  
দ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...পঞ্চাধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

## উনষষ্ঠ্যাধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সা তু কন্যা মহারাজ ! ব্রাহ্মণং সংশিতব্রতম্ ।  
তোষয়ামাস শুদ্ধেন মনসা সংশিতব্রতা ॥১॥  
প্রাতরেধ্যাম্যথেতু্যুক্তা কদাচিদ্ভিজ্জসন্তমঃ ।  
তত আয়াতি রাজেশ্বর ! সায়াং রাত্রাবধো পুনঃ ॥২॥  
তঞ্চ সর্বাস্থ বেলাস্থ ভক্ষ্যভোজ্যপ্রতিশ্রয়ৈঃ ।  
পূজয়ামাস সা কন্যা বর্দ্ধমানৈস্ত সর্বদা ॥৩॥  
অন্নাদিসমুদাচারঃ শয্যাসনকৃতস্তথা ।  
দিবসে দিবসে তস্মৈ বর্দ্ধতে ন তু হীয়তে ॥৪॥  
নির্ভৎসনাপবাদৈশ্চ তথৈবাশ্রিয়া গিরা ।  
ব্রাহ্মণস্ত পৃথা রাজন্ ! ন চকারাপ্রিয়ং তদা ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । সংশিতব্রতং দৃঢ়শাস্ত্রীয়নিয়মম্ । সংশিতব্রতা দৃঢ়প্রাত্যহিকনিয়মা ॥১॥  
প্রাতরিত্তি । ইতু্যুক্তা নির্গতঃ সন্নিতি শেষঃ । অথো অথবা ॥২॥  
তমিতি । ভক্ষ্যং চর্ব্যং ভোজ্যং তদিতরং প্রতিশ্রয় আসনাদিস্তৈস্তত্তদানৈঃ ॥৩॥  
অগ্নেতি । অন্নাদীনাম্ সমুদাচারঃ সম্যঙনির্মাণব্যবহারঃ ॥৪॥  
নিরিত্তি । নির্ভৎসনানি গালিদানানি অপবাদা নিন্দাশ্চ তৈঃ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! সেই কন্যা পৃথা যথানিয়মে ও পবিত্র  
মনে ব্রতপরায়ণ সেই ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন ॥১॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! কখনও সেই ব্রাহ্মণ ‘প্রাতঃকালে আসিব’ এই কথা বলিয়া  
চলিয়া যাইতেন ; তাহার পর সন্ধ্যাকালে বা রাত্রিতে আসিতেন ॥২॥

অর্থাৎ পৃথা প্রতিদিন সমস্ত সময়েই অধিক অধিক পরিমাণে খাওয়া, পেয়, শয্যা ও  
আসন প্রস্তুত করিয়া সেই ব্রাহ্মণের সেবা করিতেন ॥৩॥

প্রত্যাহই সেই ব্রাহ্মণের জন্ত অন্নাদি প্রস্তুত করা বা শয্যাসনাদি রচনা করা  
বন্ধিই পাইত ; কিন্তু কমিত না ॥৪॥

রাজা ! তখন সেই ব্রাহ্মণের ভিরঙ্কার, নিন্দা এবং অপ্রিয় বাক্যেও পৃথা  
তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য করিতেন না ॥৫॥

ব্যস্তে কালে পুনর্নৈচিতি ন চৈতি বহুশো দ্বিজঃ ।  
 স্তম্ভলভমপি হ্রস্বং দীপ্যতামিতি সোহব্রবীৎ ॥৬॥  
 কৃতমেব চ তৎ সর্বং পৃথা তস্মৈ শ্রবৈদয়ৎ ।  
 শিষ্যবৎ পুত্রবৈচ্ছব স্বস্ববচ্ছ স্তসংযতা ॥৭॥  
 যথোপজোষং রাজেন্দ্র ! দ্বিজাতিপ্রবরস্ত সা ।  
 প্রীতিমুৎপাদয়ামাস কন্যারত্নমনিন্দিতা ॥৮॥  
 তস্তাস্ত শীলবৃন্তেন তুতোষ দ্বিজসত্তমঃ ।  
 অবধানে চ ভূয়োহস্তাঃ পরং যত্নমথাকরোৎ ॥৯॥

### ভারতকৌমুদী

ব্যস্ত ইতি । ব্যস্তে উক্তবিপরীতে । স্তম্ভলভং হৃদয়ত্যাৎ ॥৬॥  
 কৃতমিতি । স্বস্ববৎ কনিষ্ঠভগিনীবৎ স্তসংযতা তৎসেবনে নিত্যাস্ততৎপরা ॥৭॥  
 যথেনিতি । উপজোষং দ্বিজাতিপ্রবরস্তব স্তম্ভমনতিক্রমোতি যথোপজোষম্, “তুক্ষীমর্থে স্তখে  
 জোষম্” ইত্যমরঃ । কন্যারত্নশকাভিধেয়স্তা জীষাদনিন্দিতা সেতি বিশেষণশব্দয়োঃপি জীষম্ ।  
 তথা চ বরকচিঃ—“শকাভিধেয়ে লিঙ্গং স্তাৎ শব্দলিঙ্গমথাপি বা । শোভনায়ৈ কলত্রায় দারান্  
 পশুস্তি শোভনান্ ।” শব্দলিঙ্গস্ত প্রায়িকং দৃষ্টভে ॥৮॥  
 তস্তা ইতি । শীলবৃন্তেন স্বভাবাব্যবহারেণ । অবধানে স্বস্তজ্ঞায়াঃ মৈকাগ্রো ॥৯॥

### ভারতভাবদীপঃ

সা স্থিতি ১১—২১ । প্রতিশ্রুতৈঃ আশ্রুতৈঃ শয়নাসনাভিঃ ॥৩॥ অন্নাদিনা সমুদ্যোগৈঃ  
 সমুপসর্গম্ ॥৪॥ নির্ভৎসনং ধিকারঃ, অপবাদোহন্নাদেদুর্ঘণম্ । পাঠান্তরেহপদেশো ব্যাক্রঃ,  
 অপ্রিয়য়া গালনরূপয়া ১৫—১৭ । যথোপজোষং প্রিয়মনতিক্রম্য ১৮ । শীলং শমাদি বৃত্তং

ব্রাহ্মণ যখন আসিবেন বলিতেন, তাহার বিপরীত সময়ে আসিয়া উপস্থিত  
 হইতেন এবং বহু সময়ে আসিতেনও না, আবার কখনও আসিয়া ‘অতিদুর্লভ অন্ন  
 দাতা’ বলিতেন ॥৬॥

অথচ শিষ্যা, তনয়া ও কনিষ্ঠা ভগিনীর স্থায় অতিসংযত হইয়া পৃথা তাঁহাকে  
 জানাইতেন যে, “সে সমস্তই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি” ॥৭॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! ক্রমে সেই অনিন্দিতা কন্যারত্ন পৃথা যথাস্থখে সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠের  
 প্রীতি উৎপাদন করিতে লাগিলেন ॥৮॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠও পৃথার স্বভাবে ও ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইতে থাকিলেন এবং  
 নিজের পরিচর্য্যার প্রতি পৃথার একাগ্রতাবিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতে  
 লাগিলেন ॥৯॥

তাং প্রভাতে চ সায়ঞ্চ পিতা পপ্রচ্ছ ভাবত ! ।

অপি তুষ্যতি তে পুত্রি ! ব্রাহ্মণঃ পরিচর্যয়া ॥১০॥

তং সা পরমমিত্যেবং প্রত্যাচ যশস্বিনী ।

ততঃ প্রীতিমবাপাশ্র্যাং কুস্তিভোজো মহামনাঃ ॥১১॥

ততঃ সংবৎসরে পুর্ণে যদাসৌ জপতাং বরঃ ।

নাপশ্যদুদুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ পৃথায়্যঃ সৌহৃদে রতঃ ॥১২॥

ততঃ প্রীতমনা ভূত্বা স এনাং ব্রাহ্মণোহব্রবীৎ ।

প্রীতোহস্মি পরমং ভদ্রে ! পরিচায়েণ তে শুভে ! ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)

বরান্ বৃণীষ কল্যাণি ! ছরাপান্ মানুষ্যৈরিহ ।

যৈস্ত্বং সৌমস্তিনীঃ সৰ্ব্বা যশসাভিভবিষ্যসি ॥১৪॥

কুস্ত্যবাচ ।

কৃতানি মম সৰ্ব্বাণি যন্তা মে বেদবিত্তম ! ।

ত্বং প্রসন্নঃ পিতা চৈব কৃতং বিপ্র ! বরৈর্মম ॥১৫॥

### ভারতকৌমুদী

তামিতি । তাং পৃথাম্ । পিতা কুস্তিভোজঃ । কিং পপ্রচ্ছেত্যাহ—অপীতি ॥১০॥

তমিতি । পরমং তুষ্যতীতি সখ্যকঃ । অশ্র্যামুক্তমাম্ ॥১১॥

তত ইতি । দুষ্কৃতমপরাধম্ । সৌহৃদে পৃথায়্য এব স্নেহে, রতো ব্যাপৃতঃ । ততস্তদা । এনাং পৃথাম্ । পরিচায়েণ পরিচর্যয়া ॥১২—১৩॥

বরানিতি । ছরাপান্ দুর্লভান্ । সৌমস্তিনীঃ নারীঃ ॥১৪॥

কৃতানীতি । কৃতানি স্বয়ংবেতি শেষঃ । কৃতম্ অলম্ ॥১৫॥

ভরতনন্দন । পিতা কুস্তিভোজ প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে পৃথাকে জিজ্ঞাসা করিতেন—“পুত্রি । তোমার পরিচর্যায় ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইতেছেন ত ?” ॥১০॥

তখন যশস্বিনী পৃথা কুস্তিভোজকে বলিতেন—“পরম সন্তুষ্ট হইতেছেন” । তাহাতে মহামনা কুস্তিভোজ অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন ॥১১॥

তাহার পর একবৎসর পূর্ণ হইলে, যখন সেই পৃথাস্নেহনিরত ব্রাহ্মণ পৃথার কোন ক্রটি দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইয়া পৃথাকে বলিলেন—“ভদ্রে । কল্যাণি । তোমার পরিচর্যায় আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥১২—১৩॥

• অতএব কল্যাণি । তুমি মানুষের দুর্লভ বর গ্রহণ কর ; যাহার কলে তুমি যশস্বারা সকল নারীকে অভিভূত করিতে পারিবে” ॥১৪॥



ব্রাহ্মণ উবাচ ।

যদি নেচ্ছসি ভদ্রে ! স্বং বরং মতঃ শুচিন্মিতে ! ।

ইমং মন্ত্রং গৃহাণ ত্বমাহ্বানায় দিবৌকসাম্ ॥১৬॥

যং যং দেবং ত্বমেতেন মন্ত্রেণাবাহয়িষ্যসি ।

তেন তেন বশে ভদ্রে ! স্বাতব্যং তে ভবিষ্যতি ॥১৭॥

অকামো বা সকামো বা স সমেষ্যতি তে বশম্ ।

বিবুধো মন্ত্রসংশাস্তো ভবেদ্ধৃত্য ইবানতঃ ॥১৮॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ন শশাক দ্বিতীয়ং সা প্রত্যাখ্যাতুমনিন্দিতা ।

তং বৈ দ্বিজাতিপ্রবরং তদা শাপভয়াম্ প ! ॥১৯॥

ততস্তামনবগ্যাক্ষীং, গ্রাহয়ামাস স দ্বিজঃ ।

মন্ত্রগ্রামং তদা রাজন্ ! অথর্কশিরসি স্থিতম্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি । মতো মম সকামং, শুচি শুভ্রং স্মিতং মন্দহাস্তং যস্তাস্তংসম্বোধনম্ ॥১৬॥

যমিতি । আবাহয়িষ্যসি আহ্বান্যসি । বশে তবাবীনতায়াম্ ॥১৭॥

অকাম ইতি । বিবুধো দেবঃ, মন্ত্রেণ সংশাস্তো নিবারিতোগ্রভাবঃ ॥১৮॥

নেতি । দ্বিতীয়ং বারম্ । সা পৃথা ॥১৯॥

তত ইতি । মন্ত্রগ্রামং মন্ত্রসমূহম্, অথর্কশিরসি অথর্কবেদশাস্ত্রসমিমে ভাগে ॥২০॥

কুন্তী বলিলেন—“বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ । আপনি ও পিতৃদেব—যাহার উপরে প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহার আপনি সকলই করিয়াছেন; সুতরাং ব্রাহ্মণ । আমার আর বরের প্রয়োজন নাই” ॥১৫॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—“ভদ্রে । শুচিন্মিতে । তুমি যদি আমার নিকট হইতে বর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না কর, তবে তুমি দেবতাদের আহ্বানের জন্ত এই মন্ত্র গ্রহণ কর ॥১৬॥

ভদ্রে । তুমি এই মন্ত্রদ্বারা যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, সেই সেই দেবতাই আসিয়া তোমার বশে থাকিবেন ॥১৭॥

সেই দেবতা ইচ্ছুই হউন বা অনিচ্ছুই হউন, তোমার বশীভূত হইবেন এবং এই মন্ত্রের প্রভাবে সম্পূর্ণ শাস্ত হইয়া ভূতের দ্বারা অবনত হইবেন” ॥১৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা ! অনিন্দিতা পৃথা তখন শাপের ভয়ে দ্বিতীয়বার আর সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইলেন না ॥১৯॥

৩ং প্রদায় তু রাজেন্দ্র ! কুন্তিভোজমুবাচ হ ।

উষিতোহস্মি স্মৃৎ রাজন্ ! কন্যয়া পৱিতোষিতঃ ।

তব গেহে স্বেবহিতঃ সদা স্প্রতিপূজিতঃ ॥২১॥

সাধয়িষ্যামহে তাবদিত্যুক্ত্বাস্তবীয়ত ।

স তু রাজা দ্বিজং দৃষ্ট্বা তত্রৈবাস্তহিতং তদা ।

বভূব বিস্ময়াবিষ্টঃ পৃথাক্ সমপূজয়ৎ ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি কুণ্ডলা-  
হরণে পৃথামস্ত্রপ্রাপ্তৌ উনষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ \*

### ভারতকৌমুদী

তমিতি । উষিতঃ কৃতবাসঃ । স্বেবহিতঃ স্বে শুশ্রূষিতঃ । যটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥

সাধেতি । সাধয়িষ্যামহে গমিষ্যামঃ । অন্নমপি যটপাদঃ শ্লোকঃ ॥২২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি

কুণ্ডলাহরণে উনষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

### ভারতভাবদীপঃ

পরিচর্যা অবধানমৈকাগ্রাম্ এতৈস্ততোষ । যদ্বা অন্তঃ পৃথায়ঃ শ্রেয়োহর্থমবধানেন স্তুমাধি-  
কালে যত্নমকরোং যত্নেন তন্তাঃ কণ্যাং চিন্তিতবানিত্যর্থঃ ॥২—১৮॥ দ্বিতীয়ং ত্রিতীয়-  
বারম্ ॥১৯—২০॥ বিহিতো বিধানতঃ বিশেষেণ হিতস্তুপ্তো বা ॥২১—২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উনষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৫০॥

রাজা ! তাহার পর সেই ব্রাহ্মণ তখনই সেই অনিন্দ্যাম্বন্দরী পৃথাকে অথর্ব-  
বেদের শেষভাগস্থিত মন্ত্রসমূহ গ্রহণ করাইলেন ॥২০॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! ব্রাহ্মণ সেই মন্ত্রদান করিয়া কুন্তিভোজকে বলিলেন—“রাজা !  
আপনার কন্যা সর্বদাই সুন্দরভাবে পরিচর্যা ও সম্মান করিয়া আমাকে  
পরিচুষ্ট করিয়াছে ; সুতরাং আমি আপনার বাড়ীতে, স্বেই বাস  
করিয়াছি ॥২১॥

এখন যাইব” এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন । তখন কুন্তিভোজ-  
রাজা সেই ব্রাহ্মণকে সেইখানেই অন্তর্হিত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং  
পৃথাক্ যথেষ্ট গৌরব করিলেন ॥২২॥

(২২)...কৃৎষ এবাপচারঃ—বা ব ক। \* ‘...দিনবত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...চতু-  
র্যধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...পঞ্চাধিকদ্বিশততমঃ...’—ক। ‘...ষড়্যধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

## ষষ্ঠ্যাধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

গতে তস্মিন্ দ্বিজশ্রেষ্ঠে কস্মিন্শ্চিৎ কালপর্য্যয়ে ।

চিন্তয়ামাস সা কন্যা মন্ত্রগ্রামবলাবলম্ ॥১॥

অয়ং বৈ কৌদৃশস্তেন মম দত্তো মহাত্মনা ।

মন্ত্রগ্রামো বলং তস্য জ্ঞাস্তো নাতিচিরাদিব ॥২॥

এবং সন্ধিস্তয়ন্তী সা দদর্শতুং যদৃচ্ছয়া ।

ব্রীড়িতা সাভবদালা কন্যাভাবে রজশ্বলা ॥৩॥

ততো হর্ষাতলস্থা সা মহার্হণয়নোচিতা ।

প্রাচ্যাং দিশি সমুদ্রস্তং দদর্শাদিত্যমণ্ডলম্ ॥৪॥

তত্র বক্রমনোদৃষ্টিরভবৎ সা স্তম্ভযমা ।

নৃচাতপাত রূপেণ ভানোঃ সন্ধ্যাগতস্য সা ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

গত ইতি । কালপর্য্যয়ে কালাতিক্রমে সতি । সা কন্যা পৃথা ॥১॥

চিন্তায়াঃ প্রকারমাহ—অয়মিতি । তেন ব্রাহ্মণেন । ইবশব্দো বাক্যালঙ্কারে ॥২॥

এবমিতি । স্বতুম্ আত্মন এব রজঃ, যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া ॥৩॥

তত ইতি । হর্ষাতলস্থা প্রাসাদাত্যস্তরস্থিতা । দদর্শ গবাক্ষরঞ্জন ॥৪॥

তত্র ইতি । রূপেণ তেজসা, ভানোঃ সূর্য্যস্য, সন্ধ্যাগতস্য রাত্রিদিনসন্ধিস্থিতস্য ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সেই ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে এবং তাহার পর কিছু কাল অতীত হইলে, সেই মন্ত্রসমূহের কিরূপ শক্তি আছে বা না আছে, সেই বিষয়ে পৃথা চিন্তা করিলেন ॥১॥

সেই মহাত্মা আমাকে কিপ্রকার এই মন্ত্রসমূহ দিয়া গিয়াছেন, শীঘ্রই আমি তাহার শক্তি পরীক্ষা করিব ॥২॥

পৃথা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে রজোদর্শন করিলেন এবং তিনি কণ্ঠাবস্থায় রজশ্বলা হইয়া লজ্জিতা হইলেন ॥৩॥

তাহার পর তিনি অট্টালিকার ভিতরে মহামূল্য শয্যায় থাকিয়াই গবাক্ষদ্বার দিয়া পূর্ব্বদিকে উদয়মান সূর্য্যমণ্ডল দর্শন করিলেন ॥৪॥

(২) জ্ঞাস্তো নাতিচিরাদিতি—বা ব ক নি ।

তস্তা দৃষ্টিরভূদ্বিব্যা সাপশ্চদ্বিব্যদর্শনম্ ।  
 আমুক্তকবচং দেবং কুণ্ডলাভ্যাং বিভূষিতম্ ॥৬॥  
 তস্তাঃ কোতূহলং স্বাসৌম্যস্তং প্রতি নরাধিপ ! ।  
 আহ্বানমকরোৎ সাথ তস্ত দেবস্ত ভাবিনী ॥৭॥  
 প্রাণানুপম্পৃশ্য তদা হ্যাজুহাব দিবাকরম্ ।  
 আজগাম ততো রাজন্ ! স্ববমাণো দিবাকরঃ ॥৮॥  
 মধুপিক্সো মহাবাহুঃ কশুগ্রীবো হসামিব ।  
 অঙ্গদৌ বন্ধমুকুটৌ দিশঃ প্রজ্জালয়ামিব ॥৯॥ (যুগ্মকম্)  
 যোগাৎ কৃতা দ্বিধাত্মানমাজগাম ততাপ চ ।  
 আবভাসে ততঃ কুন্তীং সান্না পরমবন্ধুনা ॥১০॥

### ভারতকৌমুদী

তস্তা ইতি । দিব্যা অলৌকিকী দেবদর্শনযোগোত্যাৰ্থঃ । আমুক্তকবচং শ্রুতবর্ণাণম্ ॥৬॥  
 তস্তা ইতি । মস্ত্রং তন্মস্ত্রশক্তিম্ । ভাবিনী অনুরাগিণী সতী ॥৭॥  
 প্রাণানিতি । প্রাণান্ প্রাণস্থানং হৃদয়মুপম্পৃশ্য আচম্যোত্যাৰ্থঃ । মধুপিক্সো মধুবৎ পিক্সলবর্ণঃ,  
 কশুঃ শঙ্খ ইব ত্রিরেখাধিতা গ্রীবা যন্ত সঃ । অঙ্গদৌ কেয়ুরী ॥৮—৯॥  
 অথ সূর্য্যস্ত তত্রাগ্নমনে জগৎপ্রকাশশ্চ তদানীং কা গতিরাশাদিত্যাহ—যোগাদিতি । \* যোগাৎ  
 যোগনিবন্ধনৈশ্বৰ্য্যপ্রভাবাৎ । ততাপ জগৎ । পরমবন্ধুনা অতিস্নহেরেণ ॥১০॥

ক্রমে সুরম্যামা পৃথা সেই সূর্য্যমণ্ডলের উপরে মন ও দৃষ্টি নিবিষ্ট করিলেন ;  
 কিন্তু রাত্রি ও দিনের সন্ধিসময়বর্তী সূর্য্যের তেজে তিনি সন্তপ্ত হইলেন না ॥৫॥

তখন তাঁহার অলৌকিক দৃষ্টিশক্তি জন্মিল ; তাই তিনি—দিব্যমুক্তি,  
 কবচধারী ও কুণ্ডলযুগলভূষিত সূর্য্যদেবকে দেখিতে পাইলেন ॥৬॥

রাজা ! তখন তাঁহার সেই মস্ত্রের শক্তিপরীক্ষার বিষয়ে কোতূক জন্মিল ;  
 তাই তিনি অনুরক্ত হইয়া সেই মস্ত্রদ্বারা সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন ॥৭॥

• রাজা ! কুন্তী তখন আচমন করিয়া সূর্য্যকে আহ্বান করিলেন । তাহার  
 পর মধুর শ্রায় পিক্সলবর্ণ, আজ্ঞামূলম্বিতবাহু, কশুগ্রীব এবং কেয়ুর ও মুকুট-  
 ধারী সূর্য্যদেব সকল দিক্ আলোকিত করিয়া হাসিতে হাসিতেই যেন স্বহস্ত  
 সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥৮—৯॥

তিনি যোগবলে আপনাকে ছইভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগে আগমন  
 করিলেন এবং অপরভাগে তাপ দিতে থাকিলেন । তাহার পত্নী তিনি পরম  
 স্নহের ও মধুর বাক্যে কুন্তীকে বলিলেন—॥১০॥

আগতোহস্মি বশং ভদ্রে ! তব মন্ত্রবলাৎকৃতঃ ।  
কিং করোমি বশো রাজি ! ক্রহি কৰ্ত্তা তদস্মি তে ॥১১॥

কুন্ত্যবাচ ।

গম্যতাং ভগবৎসুত্ৰ যত এবাগতো হসি ।  
কৌতূহলাৎ সমাহুতঃ প্রসীদ ভগবন্মিতি ॥১২॥  
সূর্য্য উবাচ ।

গমিষ্যেহহং যথা মা স্বং ব্রবীষি তন্মুমধ্যমে ! ।  
ন তু দেবং সমাহুয় ন্যায়ং প্রেষয়িতুং বৃথা ॥১৩॥  
তবাভিসন্ধিঃ স্তভগে ! সূর্য্যাৎ পুত্রো ভবেদिति ।  
বীৰ্য্যেণাপ্রতিমৌ লোকে কবচী কুণ্ডলীতি চ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

আগত ইতি । মন্ত্রবলাৎকৃতঃ মন্ত্রবলেনাকৃষ্টঃ । হে রাজি ! রাজকণ্ঠে ॥১১॥  
গম্যতামিতি । তর্হি কথং স্বাহুত ইত্যাহ—কৌতূহলাদिति ॥১২॥  
গমিষ্য ইতি । মা মাম্ । হে তন্মুমধ্যমে ! কৃশকটীদেশে ॥১৩॥  
তবেতি । অভিসন্ধিরূপেদেতন্মুম্ । অত্থা মহাহ্বানং ন শ্রাদিত্যাশয়ঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

গতে ইতি ॥১—২॥ স্বত্বং বজঃ ॥৩—৭॥ প্রাণানিস্ত্রিয়ানি চক্ষুঃ শ্রোত্রাদীহ্যপস্পৃশ্য  
জলেন সম্যাগাচম্যেত্যর্থঃ ॥৮—১০॥ বশং কামম্ ॥১১—১২॥ যথাহহং গমিষ্যে তথা মা

“ভদ্রে ! আমি তোমার মন্ত্রের প্রভাবে আকৃষ্ট ও বশীভূত হইয়া আসিয়াছি ; অতএব রাজকণ্ঠে ! আমি তোমার কি করিব—বল, আমি তোমার তাহাই করিব” ॥১১॥

কুন্তী বলিলেন—“ভগবন্ ! আপনি যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছেন, সেই স্থানেই গমন করুন । আমি কৌতুকবশতই আপনাকে আহ্বান করিয়াছি ; অতএব ভগবন্ ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন” ॥১২॥

সূর্য্য বলিলেন—“কৃশমধ্যে । তুমি আমাকে যেরূপ বলিতেছ, তাহাতে আমি অবশ্যই যাইব ; কিন্তু দেবতাকে ডাকিয়া আনিয়া বৃথা পাঠাইয়া দেওয়া উচিত নহে ॥১৩॥

স্তুভগে ! তোমার এইরূপ আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে যে, জগতে অসাধারণ বলশালী এবং কবচ ও কুণ্ডলধারী আমার একটা পুত্র সূর্য্য হইতে হউক ॥১৪॥

(১১)....কিং করোম্যবশো রাজি ।—পি ।

'সা স্বমাত্মপ্রদানং বৈ কুরুষ গজগামিনি ! ।  
 উৎপৎসতি হি পুত্রস্তে যথাসঙ্কল্পমঙ্গনে ! ।  
 অথ গচ্ছাম্যহং ভদ্রে ! ত্বয়া সঙ্গম্য স্তুস্মিতে ! ॥১৫॥  
 যদি ত্বং বচনং নাগ্ন করিষ্যসি মম প্রিয়ম্ ।  
 শপিষ্যে ত্বামহং ত্রুদ্ধো ব্রাহ্মণং পিতরঞ্চ তে ॥১৬॥  
 ত্বৎকৃতে তান্ প্রধক্ষ্যামি সর্বানপি ন সংশয়ঃ ।  
 পিতরঞ্চৈব তে মৃতং যো ন বেত্তি তবানয়ম্ ॥১৭॥  
 তস্মা চ ব্রাহ্মণস্ত্যাগ যোহসৌ মন্ত্রমদাত্তব ।  
 শীলবৃত্তমবিজ্ঞায় ধাত্মামি বিনয়ং পরম্ ॥১৮॥  
 এতে হি বিবুধাঃ সর্বৈ পুন্নন্দরমুখা দিবি ।  
 ত্বয়া প্রলব্ধং পশ্যন্তি স্ময়ন্ত ইব ভাবিনি ! ॥১৯॥

### ভারতকৌমুদী

সেতি । যথাসঙ্কল্পম্ ইচ্ছাস্বরূপং, হে অঙ্গনে ! উত্তমস্তি ! ! ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥  
 যদোতি । বচনম্ এতদ্বচনাস্বরূপং প্রিয়ম্ । ব্রাহ্মণম্ এতন্নন্দাতারং দুর্কাসমম্ ॥১৬॥  
 ত্বদ্বিত্তি । ত্বৎকৃতে ত্রিমিত্তে, প্রধক্ষ্যামি দক্ষান্ করিষ্যামি । অনয়মন্ত্যাচরণম্ ॥১৭॥  
 তস্মেতি । শীলবৃত্তং তব স্বভাবব্যবহারো । ধাত্মামি বিধাত্মামি, বিনয়ং দত্তম্ ॥১৮॥  
 এত ইতি । প্রলব্ধং প্রতারণিতং মাম্, স্ময়ন্তঃ স্ময়মানা ঈধ্বদন্তঃ ॥১৯॥

অতএব গজগামিনি! সেই তুমি আমাকে দেহসমর্পণ কর; অঙ্গনে!  
 তাঁহাতে তোমার আশানুরূপ পুত্র হইবে। ভদ্রে! স্তুস্মিতে! আমি  
 তোমার সহিত সঙ্গম করিয়া পরে চলিয়া যাইব ॥১৫॥

আর যদি তুমি আমার বাক্য অনুসারে আজ আমার প্রিয়কার্য্য না কর,  
 তবে, আমি ত্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে, তোমার পিতাকে এবং সেই ব্রাহ্মণকে  
 অভিসম্পাত করিব ॥১৬॥

এবং যিনি তোমার অগ্ৰায্য আচরণের বিষয় জানেন না, তোমার সেই  
 পিতাকে ও তাঁহার সকল পরিজনকে তোমার জগ্নাই দক্ষ করিব; এ বিষয়ে  
 কোন সন্দেহ নাই ॥১৭॥

আর সেই যে ব্রাহ্মণ তোমার স্বভাব-চরিত্র না জানিয়া তোমাকে মন্ত্র  
 দিয়াছিল, সেই ব্রাহ্মণেরও আজ গুরুতর দণ্ড বিধান করিব ॥১৮॥

কারণ, ইন্দ্রপ্রভৃতি এই দেবতারা সকলে আকাশে থাকিয়া—তুমি যে  
 আমাকে প্রতারণা করিয়াছ, তাহা যেন মৃত হস্ত করতঃ দর্শন করিতে-  
 ছেন ॥১৯॥

পশ্য চৈনান্ হরগগান্ দিব্যং চক্ষুরিদং হি তে ।

পূর্বমেব ময়া দত্তং দৃষ্টবত্যসি যেন যাম্ ॥২০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততোহপশ্যত্ৰিদশান্ রাজপুত্রৌ সর্বানেষু স্নেহু বিষেষ্যু থস্থান্ ।

প্রভাসন্তং ভানুমন্তং মহাস্তং যথাদিত্যং রোচমানাংস্তথৈব ॥২১॥

স্মা তান্ দৃষ্ট্বা ত্রীড়মানেষু বালা সূর্য্যং দেবৌ বচনং প্রাহ ভীতা ।

গচ্ছ স্বং বৈ গোপতে ! স্বং বিমানং কণ্ঠ্যভাবাদ্ভূঃ এবোপকারঃ ॥২২॥

পিতা মাতা গুরবশ্চৈব যেহন্তে দেহস্তাস্মৈ প্রভবন্তি প্রদানে ।

নাহং ধর্ম্মং লোপয়িষ্যামি লোকে ত্রীণাং বৃত্তং পূজ্যতে দেহরক্ষা ॥২৩॥

" ভারতকৌমুদী

পশ্যেতি । এনান্ উপর্য্যুক্ত্যা নির্দিষ্টান্ । দিব্যমলৌকিকম্ ॥২০॥

তত ইতি । বিষেষ্যু স্থানেষু, থস্থান্ আকাশস্থিতান্ । ভানুমন্তং প্রশস্তরশ্মিম্ ॥২১॥

সেতি । হে গোপতে ! সূর্য্য ! উপকারঃ সঙ্গমেন তব শুক্রা, ভূঃখো ভূঃখকরঃ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

মাং ব্রবীষি, ন তু তদযোগ্যমিত্যাহ—ন স্থিতি । যথা প্রসাদমপ্রাপ্য ॥১৩—১৫॥ ব্রাহ্মণং  
হুর্কাসদম্ ॥১৬—১৭॥ বিনয়ং দণ্ডম্, ধাত্মামি ধারয়িত্বামি ॥১৮—২১॥ অপচারোহপরাধঃ  
কৃতঃ ॥২২—২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষষ্টিখণ্ডিকদ্বিশততমোহধ্যায় ॥২৬০॥

আমি তোমাকে পূর্বেই দিব্য চক্ষু দিয়াছি, যাহাদ্বারা তুমি আমাকে  
দেখিয়াছিলে, সেই চক্ষুদ্বারা এই দেবগণকে দর্শন কর" ॥২০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর কুন্তী—প্রশস্তকিরণ, উজ্জলমূর্ত্তি ও  
বিশালমণ্ডল সূর্য্যকে যেমন দেখিয়াছিলেন, তেমন আকাশে আপন আপন  
স্থানে দীপ্যমান সকল দেবতাকে দেখিতে পাইলেন ॥২১॥

তখন বালিকা কুন্তী তাঁহাদিগকে দেখিয়া লজ্জিত হইয়াই যেন ভীতভাবে  
সূর্য্যকে এই কথা বলিলেন—“সূর্য্যদেব ! আপনি নিজের বিমানে গমন  
করুন । কারণ, কণ্ঠ্য অবস্থায় আপনার এই সেবা করা আমার পক্ষে  
দুঃখজনক ॥২২॥

পিতা, মাতা এবং অগ্র যে সকল গুরুজন আছেন, তাঁহারা এই 'দেহ  
দান করিতে পারেন (কিন্তু আমি নিজে পারি না); অতএব আমি ধর্ম্ম  
নষ্ট করিব না । জগতে ত্রীলোকের কার্য্যের মধ্যে দেহরক্ষা করাই প্রশস্ত ॥২৩॥

(২২) দুঃখ এবোপকারঃ—বা ব কা ।

ময়া মন্ত্ৰবলং জ্ঞাতুমাত্ত্বং বিভাবসো ! ।

বাল্যাঘালেতি তৎ কৃত্বা ক্ষন্তুমর্হসি মে বিভো ! ॥২৪॥

সূর্য্য উবাচ ।

বালেতি কৃত্বানুনয়ং তবাহং দদানি নাশ্বানুনয়ং লভেত ।

আশ্বপ্রদানং কুরু কুন্তি ! কন্তে ! শাস্তিস্তবৈবং হি ভবেচ্চ ভীরু ! ॥২৫॥

ন চাপি যুক্তং গন্তুং হি ময়া মিথ্যাকৃতেন বৈ ।

অসমেত্য ত্বয়া ভীরু ! মন্ত্ৰাহুতেন ভাবিনি ! ॥২৬॥

গমিষ্যাম্যনবগ্যাজি । লোকে সমবহাস্ততাম্ ।

সর্ব্বেষাং বিবুধানাঞ্চ বক্তব্যং স্তাং তথা শুভে । ॥২৭॥

সা ত্বং ময়া সমাগচ্ছ পুত্রং লপ্স্যসি মাদৃশম্ ।

বিশিষ্টা সর্ব্বলোকেষু ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥২৮॥

‘ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াক্য্যং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলা-  
হরণে কুন্তীসূর্য্যাহ্বানে ষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*’

ভারতকৌমুদী

পিতেতি । প্রভবন্তি শরু বন্তি । বৃন্তং কাৰ্য্যমধিকৃত্য দেহঃকৈব পূজ্যতে প্রশস্ত্যতে ॥২৩॥

ময়েতি । বাল্যাঘালচাঞ্চল্যাদাহুত ইতি সত্বকঃ ॥২৪॥

বালেতি । অনুনয়ং নম্রভাবেন শুভম্, দদানি করবাণি ॥২৫॥

• নেতি । মিথ্যাকৃতেন ত্বয়া নিষ্ফলকৃতেন । অসমেত্য অসঙ্গম্য ॥২৬॥

গমিষ্যামীতি । বক্তব্যো নিন্দনীয়ঃ । ত্বয়া সার্কমসঙ্গম্য গমন ইতি শেষঃ ॥২৭॥

সূর্য্যদেব । আমি বালচাপল্যবশতঃ মন্ত্ৰের প্রভাব পরীক্ষা করিবার জন্যই  
আপনাকে আহ্বান করিয়াছি ; সুতরাং প্রভু ! বালিকা বলিয়াই ‘আপনি  
আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন’ ॥২৪॥

সূর্য্য বলিলেন—“কুন্তি ! তুমি বালিকা বলিয়াই আমি তোমার এই  
অনুনয় করিতেছি ; অগ্র হইলে, সে এ অনুনয় পাইত না ; অতএব ভীরু !  
কুমারি ! তুমি আশ্বদান কর, ইহাতে তোমার শাস্তিই হইবে ॥২৫॥

ভীরু ! ভাবিনি ! তুমি আমাকে মন্ত্ৰদ্বারা আহ্বান করিয়াছ, এ অবস্থায়  
তোমার সহিত সঙ্গম না করিয়া নিষ্ফল হইয়া যাওয়া আমার উচিত নহে ॥২৬॥

• অনিন্দিতাজি । কল্যাণি । নিষ্ফল হইয়া চলিয়া গেলে, আমি লোকসমাজে  
হাস্য এবং দেবগণের নিকট নিন্দনীয় হইব ॥২৭॥

• \* ‘...জিনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’ —পি, ‘...পঞ্চাধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব,  
‘...ষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...সপ্তাধিকদ্বিশততমঃ...’—মি ।



## একষষ্ঠ্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স। তু কন্যা বহুবিশং ক্রবন্তী মধুরং বচঃ ।

অনুনেতুং সহস্রাংশুং ন শশাক মনস্বিনী ॥১॥

ন শশাক যদা বালা প্রত্যাখ্যাভুং তমোহুদম্ ।

ভীতা শাপাত্ততো রাজন্ । দধৌ দৌৰ্ঘমথাস্তরম্ ॥২॥

অনাগসঃ পিতুঃ শাপো ব্রাহ্মণস্ত তথৈব চ ।

মর্ম্মমিত্তঃ কথং ন স্যাৎ ক্রুদ্ধাদস্মাভিভাবনোঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । ময়া সহেতি শেষঃ । বিশিষ্টা মৎপ্রসাদাৎ জীষু প্রধানা ॥২৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি

কুণ্ডলাহরণে ষষ্ঠ্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

সেতি । ক্রবন্তীতি নকারলোপাভাব আৰ্হঃ । অহুনেতুমহুনয়েন নিবারয়িতুন্ম ॥১॥

নেতি । তমোহুদং সূৰ্য্যম্ । দধৌ চিস্তয়াস, অন্তরং সময়ম্ ॥২॥

কিং দধ্যাবিত্যাহ—অনেতি । অনাগসো নিরপরাধস্ত, পিতুঃ কুস্তিভোজস্ত ॥৩॥

অতএব তুমি আমার সহিত সঙ্গম কর, তাহা হইলে আমার তুল্যই পুত্র লাভ করিবে এবং সমস্ত জগতে জীলোকদের মধ্যে প্রধানা হইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই” ॥২৮॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মনস্বিনী কুন্তী নানাবিধ মধুর বাক্য বলিয়া অহুনয় করিয়াও সূর্য্যকে বারণ করিতে পারিলেন না ॥১॥

রাজা । বালিকা কুন্তী যখন সূর্য্যকে প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন তিনি সূর্য্যের শাপের ভয়ে ভীত হইয়া দৌৰ্ঘকাল চিন্তা করিলেন—॥২॥

‘আমার নিমিত্ত ক্রুদ্ধ এই সূর্য্যদেব হইতে নিরপরাধ পিতার এক নিরপরাধ দুৰ্ব্বাসার প্রতি অভিপাতি কি প্রকারে না হইতে পারে ? ॥৩॥

বালেনাপি সতা মোহান্তঃ সাপহবান্ধপি ।

নাভ্যাসাদয়িতব্যানি তেজাংসি চ তপাংসি চ ॥৪॥

সাহমগ্ন ভূশং ভীতা গৃহীতা চ করে ভূশম্ ।

কথং ত্বকার্য্যং কুর্য্যাং বৈ প্রদানং ছাত্মনঃ স্বয়ম্ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সা বৈ শাপপরিভ্রস্তা বহু চিন্তয়তী হদা ।

মোহেনাভিপরীতাকৌ স্ময়মানা পুনঃ পুনঃ ॥৬॥

তং দেবমব্রবীচ্ছীতা বন্ধুনাং রাজসত্তম ।

ত্রৌড়াবিহ্বলয়া বাচা শাপভ্রস্তা বিশাংপতে ॥৭॥

### ভারতকৌমুদী

বালেনেতি । বালেনাপি, সতা সাধুনাপি, মোহাৎ, ভূশং সাপহবান্ধপি অতিগুণ্যান্ধপি, তেজাংসি স্বর্ঘ্যাদিবৎ তেজোময়া জনাঃ, তপাংসি দুর্ভাসঃপ্রভৃতিবৎ তপস্বিনো জনাঃ, নাভ্যাসাদয়িতব্যানি নাতিসম্মিহিতকৰ্ত্তব্যানি । দৃষ্টান্তস্বহমেবেতি ভাবঃ ॥৪॥

সেতি । গৃহীতা সূর্য্যেণ । স্বয়মাত্মনৈব আত্মনঃ প্রদানং তদ্রূপমকার্য্যম্ ॥৫॥

সেতি । অভিপরীতাকৌ ব্যাপ্তচিন্তা, স্ময়মানা ব্যাপারচিন্তনাধিস্ময়াপন্ন ॥৬॥

তমিতি । বন্ধুনাং বন্ধুভ্যঃ পিতৃাদিভ্যো ভীতা । শাপভ্রস্তা সূর্য্যন্ত শাপাঙ্কীতা ॥৭॥

### ভারতভাবদীপঃ

• সা তু কথোতি ॥১॥ দধ্যৌ চিন্তিতবতী, অন্তরং কালম্ ২—৩। বালেনান্ধবয়সাপি, সতা সাধুনা, মোহাক্ষিতপারবশাৎ পাপং কৃতং হিংসিতং যৈস্তানি নিম্পাপান্ধপি তেজাংসি স্বর্ঘ্যাদীনি, তপাংসি দুর্ভাস-আদীনি, নাভ্যাসাদয়িতব্যাত্ত্যক্তং প্রত্যাসত্তিবিষয়াণি ন

অতিগোপনেও তেজস্বী বা তপস্বীকে অতিনিকটবর্ত্তী করা বালক বা সাধুরও উচিত নহে ॥৪॥

সেই আমি আজ অত্যন্ত ভীতা এবং হস্তে ধৃতা হইয়াও কিপ্রকারে আত্মদানরূপ অকার্য্য করি ? ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কুন্তী এইভাবে মনে মনে বহু চিন্তা করিয়া, সূর্য্যের শাপভয়ে ভীতা এবং মোহে অভিভূতা হইয়া বার বার বিস্মিতা হইতে লাগিলেন ॥৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ নরনাথ ! তাহার পর কুন্তী বন্ধুভয়ে ভীত এবং সূর্য্যের শাপের ভয়ে আকুল হইয়া লজ্জাবিহ্বল বাক্যে সূর্য্যদেবকে বলিলেন ॥৭॥

কুন্ত্যবাচ ।

পিতা মে ধ্রিয়তে দেব । মাতা চান্দ্রে চ বান্ধবাঃ ।

ন তেষু ধ্রিয়মাণেষু বিধিলোপো ভবেদয়ম্ ॥৮॥

ত্বয়া তু সঙ্গমো দেব ! যদি স্মাদ্বিধিবর্জিতঃ ।

মম্মিত্তং কুলস্তাস্ম লোকে কীর্তির্নশেত্ততঃ ॥৯॥

অথবা ধর্ম্মমেতং ত্বং মন্যসে তপতাং বর ! ।

ঋতে প্রদানাদ্বন্ধুভ্যন্তব কামং করোম্যহম্ ॥১০॥

আত্মপ্রদানং দুর্ধ্ব ! তব কৃত্বা সতী স্বহম্ ।

ত্বয়ি ধর্ম্মো যশশ্চৈব কীর্তিরায়ুশ্চ দেহিনাম্ ॥১১॥

সূর্য্য উবাচ ।

ন তে পিতা ন তে মাতা গুরবো বা শুচিস্মিতে । ।

প্রভবন্তি বরারোহে ! ভদ্রং তে শৃণু মে বচঃ ॥১২॥

সর্ব্বান কাময়তে যস্যাত্ কমেধাতোশ্চ ভাবিনি । ।

তস্যাত্ কন্যেহ স্ত্রজ্ঞোণ ! স্ততস্তা বরবর্গিনি ! ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

পিতেতি । ধ্রিয়তে অবতিষ্ঠতে । “পিতা দত্বাৎ স্বয়ং কৃত্বাম্” ইতি বিধেলোপঃ ॥৮॥

স্বয়তি । ত্বয়া সহ । নশেৎ নশ্রেৎ, ততস্তদা ॥৯॥

অথবেতি । তদা বন্ধুভ্যঃ পিত্রাদিভির্বন্ধুভিঃ, প্রদানাত্ ঋতে বিনাপি ॥১০॥

আত্মেতি । অহং সতী স্বাত্মমিচ্ছামীতি শেষঃ, তব প্রসাদাদিত্যাশয়ঃ ॥১১॥

নেতি । প্রভবন্তি প্রভবো ভবন্তি । তে ভদ্রং মঙ্গলকরম্ ॥১২॥

কুন্তী বলিলেন—“দেব । আমার পিতা, মাতা এবং অন্যান্য বন্ধুগণ রাহিয়াছেন ; স্মৃতরাং তাঁহারা থাকিতে এটা কি বিধিলোপ হইবে না ? ॥৮॥

দেব । বিধিবিবর্জিতভাবে আপনার সহিত যদি আমার সঙ্গম হয়, তাহা হইলে জগতে আমার জন্মই এই বংশের যশ নষ্ট হইবে ॥৯॥

অথবা তেজস্বিজ্যেষ্ঠ ! আপনি যদি এটাকে ধর্ম্ম মনে করেন, তবে আমি বন্ধুগণের দান ব্যতীতও আপনার অভীষ্ট পূরণ করিব ॥১০॥

দুর্ধ্ব ! আপনাকে আত্মদান করিয়াও আমি সতী থাকিতেই ইচ্ছা করি । কারণ, প্রাণিগণের ধর্ম্ম, যশ, কীর্ত্তি ও আয়ু আপনাতেই রহিয়াছে” ॥১১॥

সূর্য্য বলিলেন—“শুচিস্মিতে । বরারোহে । পিতা, মাতা বা অন্য গুরু-জনেরা তোমার প্রভু নহেন । এ বিষয়ে তোমার মঙ্গলের কথা আমার নিকট শোন ॥১২॥

নাধৰ্ম্মশ্চরিতঃ কশ্চিৎস্বয়া ভবতি ভাবিনি ।।

অধৰ্ম্মং কুত এবাহং চরৈয়ং লোককাম্যয়া ॥১৪॥

অনাবৃত্তাঃ প্রিয়ঃ সৰ্বা নরাশ্চ বরবর্গিনি ।।

স্বভাব এষ লোকানাং বিকারোহন্য ইতি স্মৃতঃ ॥১৫॥

সা ময়া সহ সঙ্গম্য পুনঃ কন্যা ভবিষ্যসি ।

পুত্রশ্চ তে মহাবাহুর্ভবিষ্যতি মহাঘণাঃ ॥১৬॥

কুন্ত্যবাচ ।

যদি পুত্রো মম ভবেদ্বতঃ সর্বতমোহনুদ ।।

কুণ্ডলী কবচী শূরো মহাবাহুর্মহাবলঃ ॥১৭॥

### ভারতকৌমুদী

কথং ন প্রভবন্তীত্যাহ—সৰ্বানিতি । কমেৰ্থাভৌঃ কন্যাপদং সিদ্ধমিতি শেষঃ । কমে-  
ৰ্থাভৌর্ভব্যাদিস্বাং কর্তরি যপ্রত্যয়ে পুহোদরাদিভ্যাং মকারশ্চ নকার ইতি ভাবঃ ॥১৩॥

নেতি । চরিতোঃ মৎসঙ্গমেনেতি শেষঃ । লোককাম্যয়া লৌকিকস্বখেচ্ছয়া ॥১৪॥

অনেতি । অনাবৃত্তা ভোগাদাবনবন্ধাঃ । অন্যঃ বিবাহাদিনা একৈকভোগনিয়মঃ ॥১৫॥

সেতি । কন্যা কন্যাবদবিকৃতাক্ষী ভবিষ্যসি, মৎপ্রসাদাদেবেতি ভাবঃ ॥১৬॥

### ভারতভাবদীপঃ

কর্তব্যানি ॥৪—৬॥ বন্ধুনাং সখীনাং তাভ্য ইত্যর্থঃ ॥৭॥ প্রিয়তে জীবতি ॥৮॥ নশেন্শেৎ  
৥৯—১১॥ প্রভবন্তি স্বাম্যমর্হন্তি ॥১২॥ কাময়তে সৰ্বানিতি কন্যেতি কন্যাশব-  
দনির্বাচনম্ ॥১৩॥ তত্র হেতুঃ—লোককাম্যয়া লোকপ্রিয়য়া কামবন্তয়া ॥১৪॥ অত্রো বিবাহ-

ভাবিনি । স্মৃতিতন্মৈ । বরবর্গিনি । যে হেতু কুমারী সকল পুরুষকেই  
কামনা করিতে পারে, সেই হেতু সে কন্যা । কন্যাশব্দ কমধাতু হইতে নিষ্পন্ন  
হইয়াছে ; স্মৃতরাং কন্যা স্বতন্ত্রা ॥১৩॥

অতএব ভাবিনি । আমার সহিত সঙ্গম করিলে তোমার কোন অধৰ্ম্ম  
করা হইবে না । আমিই বা লৌকিক স্মৃথের ইচ্ছায় কি করিয়া অধৰ্ম্ম  
করিতে পারি ? ॥১৪॥

বরবর্গিনি । ইহাই লোকের স্বভাব যে, সমস্ত স্ত্রী ও সমস্ত পুরুষই  
অনবরুদ্ধ থাকে ; স্মৃতরাং অন্য নিয়মগুলিই বিকার ॥১৫॥

অতএব তুমি আমার সহিত সঙ্গম করিয়া পুনরায় কন্যাই হইবে এবং  
তোমার পুত্রও মহাবাহু ও মহাঘণা হইবে” ॥১৬॥

কুন্তী বলিলেন—“হে সমস্তাকারনাশক । আপনা হইতে আমার যদি পুত্র  
হয়, তবে সে যেন কুণ্ডল ও কবচধারী এক বীর, মহাবাহু ও মহাঘণা হয়” ॥১৭॥

সূর্য্য উবাচ ।

ভবিষ্যতি মহাবাহুঃ কুণ্ডলী দিব্যবর্ষভূৎ ।

উভয়ঞ্চামৃতময়ং তস্মৈ ভদ্রে । ভবিষ্যতি ॥১৮॥

কুন্ত্যুবাচ ।

যদ্বৈতদমৃতাদস্তি কুণ্ডলে বর্ষ চোত্তমম্ ।

মম পুত্রস্য যং বৈ ত্বং মত্ত উৎপাদয়িষ্যসি ॥১৯॥

অস্ত্র মে সঙ্গমো দেব ! যথোক্তং ভগবৎস্বয়া ।

ত্বদ্বীর্য্যরূপসদ্বৌজা ধর্ম্মযুক্তো ভবেৎ স চ ॥২০॥ (যুগ্মকম্)

সূর্য্য উবাচ ।

অদিত্যা কুণ্ডলে রাজ্ঞি ! দত্তে মে মত্তকাশিনি ।।

তস্মৈ দাস্যামি বামোরু ! বর্ষ চেদমনুত্তমম্ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি । স্বতন্ত্রব সকাশাৎ । তর্হি স কুণ্ডল্যাদিরূপো ভবত্বিতি শেষঃ ॥১৭॥

ভবিষ্যতীতি । অমৃতময়ম্ অমৃতস্বরূপং মৃত্যুনিবারকমিত্যর্থঃ ॥১৮॥

যদীতি । অমৃতাদুৎপন্নমিতি শেষঃ, কুণ্ডলে উত্তমং বর্ষ চৈতদ্বৈতমিত্যর্থঃ । মত্তো মম সকাশাৎ । উক্তমনতিক্রম্যেতি যথোক্তম্ । তবেব বীর্য্যং রূপং সত্ত্বমধ্যবসায়ঃ ওজস্তেজশ্চ যন্ত স তাদৃশঃ । স ত্বয়োৎপাদয়িষ্যমাণো মৎপুত্রঃ ॥১৯—২০॥

অদিত্যেতি । হে রাজ্ঞি ! রাজকণ্ঠে ! মন্তেন যৌবনমদেন কাশতে শোভত ইতি মন্তকাশিনি, তৎসদ্বোধনম্ । তস্মৈ স্বংপুত্রায় । ইদমিত্যঙ্গুল্যা আত্মবর্ষপ্রদর্শনম্ ॥২১॥

সূর্য্য বলিলেন—“ভদ্রে ! তোমার পুত্র মহাবাহু এবং কুণ্ডল ও দিব্যবর্ষ-ধারী হইবে ; আর সে দুইটাই তাহার অমৃতময় হইবে” ॥১৮॥

কুন্তী বলিলেন—“দেব । আপনি আমার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করিবেন, আমার সেই পুত্রের কুণ্ডল ও উত্তম বর্ষ—এই দুইটী বস্তুই যদি অমৃত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে আপনার সহিত আমার উক্তরূপ সঙ্গম হউক । তাহা হইলে সেই পুত্র আপনারই তুল্য বীর্য্যবান্, রূপবান্, অধ্যবসায়ী, তেজস্বী এবং ধার্ম্মিক হইবে” ॥১৯—২০॥

সূর্য্য বলিলেন—“রাজকণ্ঠে । মন্তকাশিনি । বামোরু । অদিত্যদেবী আমাকে দুইটী কুণ্ডল এবং এই উত্তম বর্ষটী দিয়াছিলেন, আমি ইহা তাহাকে দিব” ॥২১॥

কুন্ত্যবাচ ।

পরমং ভগবন্মৈবং সঙ্গমিস্যে ত্বয়া সহ ।

যদি পুত্রো ভবেদেবং যথা বদসি গোপতে ! ॥২২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তথৈতু্যক্ত্বা তু তাং কুন্তীমাবিবেশ বিহঙ্গমঃ ।

স্বৰ্ভানুশক্রয়োগাত্মা নাভ্যাং পম্পর্শ চৈব তাম্ ॥২৩॥

ততঃ সা বিহ্বলবাসীং কন্যা সূর্য্যস্ত তেজসা ।

পপাত চাথ সা দেবী শয়নে মুচুচেতনা ॥২৪॥

সূর্য্য উবাচ ।

সাধয়িষ্যামি হুশ্রোণি ! পুত্রং বৈ জনয়িষ্যসি ।

সর্ব্বশত্রুভূতাং শ্রেষ্ঠং কন্যা চৈব ভবিষ্যসি ॥২৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ সা ত্রৌড়িতা বালা তদা সূর্য্যমথাত্রবীং ।

এবমস্থিতি রাজেন্দ্র ! প্রস্থিতং ভূরিবর্চসম্ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

পরমমিতি । পরমং সঙ্গমিস্য ইতি সম্বন্ধঃ । হে গোপতে ! সূর্য্য ! ॥২২॥

তথেতি । বিহঙ্গমো গগনচারী, স্বৰ্ভানুশক্রঃ অমৃতপরিবেশনকালে বিষ্ণুবে প্রদর্শনাৎ রক্ষশক্রঃ, যোগাত্মা যোগবলেন শ্রুতমামুষদেহঃ সূর্য্যঃ, তথা ইত্যুক্ত্বা, তাং কুন্তীম, আবিবেশ । আলিলিঙ্গ, করাভ্যাং তাং নাভ্যাং পম্পর্শ চ, বদনমোচনায়েত্যাশয়ঃ ॥২৩॥

তত ইতি । শয়নে শয্যায়াম্, মুচুচেতনা কামাতিরেকেন লুপ্তপ্রায়চৈতন্যা ॥২৪॥

সাধেতি । সাধয়িষ্যামি রমণং নিষ্পাদয়িষ্যামিতি কাকুঃ । কন্যা মৎপ্রদাদাৎ ॥২৫॥

কুন্তী বলিলেন—“ভগবন্ সূর্য্যদেব ! আপনি যেরূপ বলিতেছেন, সেইরূপ পুত্রই যদি আমার হয়, তবে আমি আপনার সহিত উত্তমরূপে সঙ্গম করিব” ॥২২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—‘তাহাই হইবে’ এই কথা বলিয়া গগনচারী অথচ মামুষরূপধারী রাজশক্র সূর্য্যদেব কুন্তীকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার নাভিদেশ প্পর্শ করিলেন ॥২৩॥

তাহার পর কুন্তী সূর্য্যের ভেজে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং অচেতনপ্রায় হইয়া শয্যার উপরে পতিত হইলেন ॥২৪॥

তখন সূর্য্য বলিলেন—“স্ননিতম্বে ! তুমি, সকল শস্রধারী-শ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মাইবে এবং কস্তাও হইবে ; সুতরাং আমি এখন কার্য্য লাগন করি ?” ॥২৫॥

ইতি শ্রোক্তা কুন্তীভোজাভুজা সা বিবস্বন্তং যাচমানা সলজ্জা ।

তন্নিম্ন পুণ্যে শয়নীরে পপাত মোহাবিষ্টা ভজ্যমানা লতেব ॥২৭॥

তিগ্নাংস্তস্তাং তেজসা মোহয়িত্বা যোগেনাবিশ্রান্তসংস্থ্যং চকার ।

ন চৈবৈনাং দুষ্যামাস ভানুঃ সংজ্ঞাং লেভে ভূয় এবাথ বালা ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কুণ্ডলা-

হরণে পৃথাসূর্য্যসঙ্গমে একষষ্ঠাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩॥ \*

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । প্রস্থিতং রত্নমুত্তমং, ভূরিবর্চসম্ অতিতেজসম্ ॥২৬॥

ইতীতি । উক্তা উক্তবতী । যাচমানা পূজামিতি শেষঃ । পুণ্যে অদূষিতপূর্বে ॥২৭॥

তিগ্নাংস্তুরিতি । তিগ্নাংস্তূর্ত্বং, তেজসা তাং কুন্তীং মোহয়িত্বা আবিশ্রান্তা আলিঙ্গ্য, যোগেন অঙ্গসংযোগেন, আত্মসংস্থ্যং তদ্বদরে স্ববীৰ্য্যসংস্থিতিং চকার । কিঞ্চ এনাং কুন্তীম্, কষ্টাঙ্কলোপেন ন দুষ্যামাস, অপি তু পুনঃ কষ্টাঙ্কমেব দদাবিত্যর্থঃ । অথ বমণাং পরম্, বালা কুন্তী, ভূয় এব পুনরপি, সংজ্ঞাং চৈতন্ত্যং প্রকৃতিং লেভে ॥২৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি

কুণ্ডলাহরণে একষষ্ঠাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩॥

### ভারতভাবদীপঃ

নিয়মাদিবিধিকারঃ ॥১৫—১৭॥ অমৃতময়ং সহজং বর্ষ ॥১৮—২৫॥ প্রস্থিতং সঙ্গমায়োপক্রান্তম্ ॥২৬—২৭॥ আত্মসংস্থ্যং বচনবশাৎ এনাং ন দুষ্যামাস কষ্টাঙ্কস্থাপনেতি শেষঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একষষ্ঠাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজপুত্র ! তাহার পর তখনই বালিকা কুন্তী লজ্জিত হইয়া রমণোচ্ছত বিশালতেজা সূর্য্যকে কহিলেন—“এইরূপই হউক” ॥২৬॥

এই কথা বলিয়া কুন্তী সলজ্জভাবে সূর্য্যের নিকট পুত্র প্রার্থনা করিতে থাকিয়া মোহাবিষ্ট হইয়া ভগ্না লতার স্থায় সেই পবিত্র শয্যার উপরে পতিত হইলেন ॥২৭॥

তখন তীক্ষ্ণকিরণ সূর্য্য আপন তেজে কুন্তীকে মোহিত করিয়া আলিঙ্গন-পূর্ব্বক অঙ্গসংযোগদ্বারা তাঁহার গর্ভাধান করিলেন; কিন্তু কষ্টাঙ্কলোপ না করায় তাঁহাকে দূষিত করিলেন না। পরে কুন্তী পুনরায় \* প্রকৃতিস্থ হইলেন ॥২৮॥

\* ‘...চতুর্নবতাধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...ষড়ধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...স্বষ্টাধিক-দ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...অষ্টাধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

## দ্বিষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো গৰ্ভঃ সমভবৎ পৃথগ্য়াঃ পৃথিবীপতে ! ।  
শুরে দশোত্তরে পক্ষে তারাপতিরিবাস্বরে ॥১॥  
স। বান্ধবভয়ান্বালা গৰ্ভঃ তং বিনিগূহতী ।  
ধারণামাস স্ত্রোশ্রোণী ন চৈনাং বুবুধে জনঃ ॥২॥  
নহি তাং বেদ নার্য্যন্তা কাচিক্কাত্রৈয়িকায়তে ।  
কন্যাপুরগতাং বালাং নিপুণাং পরিবক্ষণে ॥৩॥  
ততঃ কালেন স। গৰ্ভং সুষুবে বরবর্ণিনী ।  
কনৈব তস্মৈ দেবস্মৈ প্রসাদাদমরংপ্রভম্ ॥৪॥  
তথৈবাবন্ধকবচং কনকোজ্জ্বলকুণ্ডলম্ ।  
হর্য্যক্ষং বৃষভক্ষক্ষং যথাস্মৈ পিতরং তথা ॥৫॥ (মুগ্ধকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । দশোত্তরে মার্গশীর্ষশ্চ অগ্রহায়ণহস্তচরুপক্ষাবধিকে একাদশে আশ্বিন-  
মাসীয়ে ইত্যর্থঃ শুরে পক্ষে, প্রাথমিকভ্রাতৃপ্রতিপদী তিথাবিত্তি তাৎপর্য্যম্, অস্বরে আকাশে,  
তারাপতিচন্দ্র ইব, পৃথগ্য়া গৰ্ভঃ সমভবৎ । শরচ্চক্রতয়া তস্মৈ স্পষ্টতাহ্চনার্থং দশোত্তর-  
গ্রহণম্ । নীলকণ্ঠশ্চ মাতোক্তিশিষ্টা প্রমাণাতাবাৎ ॥১॥

সেতি । বিনিগূহতী কনৈচ্চিৎপানিবেদনাদ্গোপয়ন্তী । স্ত্রোশ্রোণী স্নিতত্বা ॥২॥

নহীতি । বেদ জ্ঞানাতী স্ম । ধাত্রৈয়িকং ধাত্রী তনয়াম্, স্বতে বিনা ॥৩॥

তত ইতি । কনৈব তথাপি কন্যাবদবিকৃতাদ্যোবাসীৎ, তস্মৈ স্বর্ধ্যস্ত । আবন্ধকবচং  
ব্রতবর্ণাণম্ । হরেঃ সিংহস্তেব অক্ষিণী যন্ত তম্ । পিতরং স্বর্ধ্যম্ ॥৪—৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা । তাহার পর আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষের  
প্রতিপদে আকাশে চন্দ্র যেমন উদিত হন, সেইরূপ কুন্তীর গর্ভ হইল ॥১॥

কিন্তু স্নিতত্বা কুন্তী বন্ধুজনের ভয়ে গোপনে সেই গর্ভ ধারণ করিতে  
লাগিলেন ; স্নতরাং কেহই তাঁহাকে গর্ভবতী বলিয়া বুঝিতে পারিত না ॥২॥

আর, তিনি কন্যাস্তঃপুরে থাকিতেন এবং আশ্বগোপনে নিপুণ ছিলেন ;  
স্নতরাং ধাত্রীকন্যা ব্যতীত অন্য কোন নারীও তাঁহাকে গর্ভবতী বলিয়া ধারণা  
করিতে পারিত না ॥৩॥

তাহার পর বরবর্ণিনী কুন্তী যথাকালে দেবতুল্য একটি পুত্র প্রসব



জাতমাত্রাক্ষ তং গৰ্ভং ধাত্র্যা সংমন্ত্য ভাবিনী ।  
 মঞ্জুষ্যাং সমাধায় স্বাস্তীর্ণায়াং সমন্ততঃ ॥৬॥  
 মধুচ্ছিষ্টস্থিতায়াং সা স্ত্রীয়াং রুদতী তদা ।  
 লঙ্কায়াং হুপিধানায়ামশ্বনত্বামবাস্তজৎ ॥৭॥ (যুগ্মকম্)  
 জানতী চাপ্যকর্তব্যং কন্যায়া গৰ্ভধারণম্ ।  
 পুত্রস্নেহেন রাজেন্দ্র । করুণং পৰ্য্যদেবয়ৎ ॥৮॥  
 সমুৎসজন্তী মঞ্জুষ্যামশ্বনত্বাস্তদা জলে ।  
 উবাচ রুদতী কুন্তী যানি বাক্যানি তচ্ছৃণু ॥৯॥

### ভারতকৌমুদী

জাতেতি । মঞ্জুষ্যাং বেতসনির্মিতপেটকে, স্ত্রী আন্তীর্ণা অভ্যন্তরে সমাগাত্তবজ্রা তস্তাম্ । মধুচ্ছিষ্টানি সিক্তকানি স্থিতানি জলপ্রবেশনিবারণার্থমুষ্ণতাসম্পাদনার্থক্ অভ্যন্তরে লিষ্টানি যস্তান্তস্তাম্, শোভনং পিধানমূপধাবরণং যস্তান্তস্তাম্ । অশ্বনত্বাং সন্নিহিতায়াং তদাখ্যায়াং কস্তাকিং সরিতি, অবাস্তজৎ অত্যজৎ ॥৬—৭॥

জানতীতি । গৰ্ভধারণং তন্নাশাদৌ বিলাপক্ । তথাপি পুত্রস্নেহেন ॥৮॥

সমিতি । সমুৎসজন্তী ত্যজন্তী । তৎ বাক্যবৃন্দম্ ॥৯॥

### ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি । দশোত্তরে একাদশে, শুক্রে পক্ষে প্রতিপদি চন্দ্র ইব বাল উদ্ভূতঃ মাঘ-  
 শুক্লপ্রতিপদি কর্ণনিবেকজন্মেত্যর্থঃ ॥১—৪॥ হর্ধ্যাকং সিংহনেজম্ ॥৫—৬॥ মধুচ্ছিষ্টং

করিলেন ; তাহার গাত্রে কবচ, কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল, সিংহের গ্রায় নয়ন, বুকের গ্রায় স্বক্ক এবং উহার পিতা সূর্য্যদেবের গ্রায় আকৃতি হইয়াছিল । এহেন পুত্র প্রসব করিয়াও কুন্তী সূর্য্যদেবের অনুরূপে কন্যাই রহিলেন ॥৪—৫॥

পুত্র জন্মিবামাত্রই বুদ্ধিমতী কুন্তী ধাত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া, একটা পেট্রার ভিতরে সকল দিকে মোম লেপিয়া ভাল করিয়া পালিস্ করিয়া, তাহার উপরে বেশ করিয়া কাপড় পাতিয়া, তাহাতে সেই বালকটাকে রাখিয়া, সুন্দরভাবে ঢাকনি দিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে নিকটবর্তী অশ্বনদীতে সেই পেট্রাটী ভাসাইয়া দিলেন ॥৬—৭॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! কন্যার গৰ্ভধারণ করা বা সেই জন্ত বিলাপ করা 'কর্তব্য' নহে, ইহা বুঝিয়াও কুন্তী পুত্রস্নেহেই করুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥৮॥

কুন্তী অশ্বনদীর জলে পেট্রাটী ভাসাইয়া দিবার সময়ে রোদন করিতে থাকিয়া যে সকল বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা আপনি শ্রবণ করুন—॥৯॥

স্বস্তি তেহস্ত্ররীক্ষেভ্যঃ পার্শ্বিবেভ্যশ্চ পুত্রক । ।  
 দিব্যেভ্যশ্চৈব ভূতেভ্যস্তথা তেয়চরাশ্চ যে ॥১০॥  
 শিবাস্তে সন্ত পস্থানো মা চ তে পরিপস্থিনঃ ।  
 আগতাশ্চ তথা পুত্র । ভবন্তুদ্রোহচেতসঃ ॥১১॥  
 পাতু ভ্রাং বরুণো রাজা সলিলে সলিলেধরঃ ।  
 অন্তরীক্ষেহস্তরীক্ষস্থঃ পবনঃ সৰ্ব্বগন্তথা ॥১২॥  
 পিতা ভ্রাং পাতু সৰ্ব্বত্র তপনস্তপতাং বরঃ ।  
 যেন দত্তোহসি মে পুত্র ! দিব্যেন বিধিনা কিল ॥১৩॥  
 আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যা বিধে চ দেবতাঃ ।  
 মরুতশ্চ সহৈন্দ্রেন দিশশ্চ সদিগীধরাঃ\* ।  
 বরুন্তু ভ্রাং স্রবাঃ সৰ্ব্বৈ সমেষু বিয়মেষু চ ॥১৪॥

## ভারতকৌমুদী

স্বস্তাতি । স্বস্তি মঙ্গলম্ । পার্শ্বিবেভ্যো ভূচরেভ্যঃ । দিব্যেভ্যঃ স্বর্গীয়েভ্যঃ ॥১০॥  
 শিবা ইতি । শিবা মঙ্গলময়াঃ । পরিপস্থিনঃ শত্রবঃ ॥১১॥  
 পাতিতি । পাতু রক্ষতু । সৰ্ব্বগন্তাদেব সৰ্ব্বত্র তে পবনেন রক্ষণসম্ভবঃ ॥১২॥  
 পিতেতি । তপনঃ সূর্য্যঃ । দিব্যেন অলৌকিকেন অতিচমৎকারিণেত্যর্থঃ ॥১৩॥  
 আদিত্যা ইতি । বিধে তদাধ্যাঃ । বিয়মেষু সঙ্কটেষু । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৪॥

“পুত্র । স্বর্গচর, আকাশচর, ভূচর ও জলচর যে সকল প্রাণী আছে, তাহাদের নিকট হইতে তোমার মঙ্গল হউক ॥১০॥

পুত্র ! সেই সকল প্রাণী আসিয়া তোমার যেন শত্রু বা অপকারী হয় না এবং পথগুলিও তোমার মঙ্গলময় হউক ॥১১॥

জলের রাজা বরুণ তোমাকে জলে রক্ষা করুন এবং আকাশচারী ও সর্বত্র-গামী বায়ু তোমাকে আকাশে রক্ষা করুন ॥১২॥

পুত্র ! যিনি অলৌকিকবিধানে তোমাকে আমায় দিয়াছেন, তোমার পিতা সেই তেজস্বিশ্রেষ্ঠ সূর্য্যদেব তোমাকে সর্বত্র রক্ষা করুন ॥১৩॥

আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বিষ্ণুদেবগণ, ইন্দ্রের সহিত বায়ুগণ, দিকপালদিগের সহিত সকল দিক্ এবং অগ্নি সকল দেবতা, সম অবস্থায় ও বিধম অবস্থায় তোমাকে রক্ষা করুন ॥১৪॥

বেৎশ্রামি ত্বাং বিদেশেহপি কবচেনাভিসূচিতম্ ।  
 যন্তস্তে পুত্র ! জনকো দেবো ভানুর্বিভাবহঃ ।  
 যন্ত্বাং দ্রক্ষ্যতি দিব্যে চক্ষুষা বাহিনীগতম্ ॥১৫॥  
 যন্তা সা প্রমদা বা ত্বাং পুত্রস্বৈ কল্পয়িষ্যতি ।  
 যন্তাস্ত্বং ভূষিতঃ পুত্র ! স্তনং পান্শ্রুসি দেবজ ! ॥১৬॥  
 কো নু স্বপ্নস্তয়া দৃষ্টো যা ত্বামাদিত্যবর্চনম্ ।  
 দিব্যবর্গসমায়ুক্তং দিব্যকুণ্ডলভূষিতম্ ॥১৭॥  
 পদ্মায়তবিশালাক্ষং পদ্মতাত্ত্রদলোজ্জ্বলম্ ।  
 স্তললাটং স্ত্রকেশান্তঃ পুত্রস্বৈ কল্পয়িষ্যতি ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)  
 যন্তা দ্রক্ষ্যন্তি পুত্র ! ত্বাং ভূমৌ সংসর্পমাণকম্ ।  
 অব্যক্তকলবাক্যানি বদন্তং রেণুগুপ্তিতম্ ॥১৯॥

### ভারতকৌয়দী

বেৎশ্রামীতি । অভিসূচিতং পরিচায়িতম্ । বাহিনীগতং নদীস্থিতম্ । অয়মপি  
 ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৫॥

যন্তেতি । যন্তা পুণ্যবতী, প্রমদা ত্রী । দেবজঃ সূর্য্যজহ্মাৎ ॥১৬॥

ক ইতি । ত্বাদৃশপুত্রনাভে পূর্বে তৎসূচকস্বপ্নদর্শনশ্চ সম্ভবপরবাদিত্যাশয়ঃ । পদ্মতাত্ত্র-  
 দলোজ্জ্বলং কান্তো, সজোজ্জাতশিশুনাং প্রায়ৈণৈব তাদৃশবাদিত্যে ভাবঃ ॥১৭—১৮॥

পুত্র ! তুমি বিদেশে থাকিলেও এই কবচটাই তোমাকে আমায় পরিচিত  
 করাইয়া দিবে ; স্তরার সেখানেও তোমাকে আমি চিনিতে পারিব । পুত্র !  
 তোমার পিতা সূর্য্যদেবই যন্ত ; যিনি দিব্য চক্ষুধারা নদীস্থিত অবস্থায়  
 তোমাকে দেখিতে পাইবেন ॥১৫॥

হে দেবজাত পুত্র ! সে নারীই যন্তা, যিনি তোমাকে পুত্র কল্পনা করিবেন  
 এবং তুমি পিপাসার্ত হইয়া ষাঁহার স্তন পান করিবে ॥১৬॥

পুত্র ! তুমি সূর্য্যের ত্রায় তেজস্বী, দিব্য কবচে আবৃতদেহ ও দিব্যকুণ্ডল  
 ভূষিত হইয়াছ ; আর তোমার নয়ন দুইটি পদ্মদলের ত্রায় বিশাল, দেহের  
 কান্তিও পদ্মদলের ত্রায় তাত্ত্রবর্ণ, ললাটদেশ সুন্দর এবং কেশশাশও সুন্দর  
 হইয়াছে ; স্তরার তোমাকে যিনি পুত্ররূপে কল্পনা করিবেন, সেই নারী  
 কিরূপ সুস্বপ্ন দেখিয়াছেন ? ॥১৭—১৮॥

পুত্র ! তুমি যখন জাম্বুয়ুগলধারা ভূহলে বিচরণ করিবে, অম্পুষ্ট-মধুর  
 বাক্য বলিবে এবং ধূলিধূসরিত হইবে, তখন পুণ্যবান্ লোকেরাই তোমাকে  
 দেখিবেন ॥১৯॥

ধন্য দ্রাক্ষ্যন্তি পুত্রে । স্বাং পুনর্যো বনগোচরম্ ।  
 হিমবত্ননসমুতং সিংহং কেশরিণং যথা ॥২০॥  
 এবং বহুবিশং রাজন্ ! বিলপ্য করুণং পৃথা ।  
 অবাস্থজত মঞ্জুষামশ্বনগাং তদা জলে ॥২১॥  
 রুদতী পুত্রশোকাক্তা নিশীথে কমলেক্ষণা ।  
 ধাত্র্যা সহ পৃথা রাজন্ ! পুত্রদর্শনলালসা ॥২২॥  
 বিসর্জয়িত্বা মঞ্জুষাং সংবোধনভয়াৎ পিতুঃ ।  
 বিবেশ রাজভবনং পুনঃ শোকাতুরা ততঃ ॥২৩॥ (যুগ্মকম্)  
 মঞ্জুষা স্বশ্বনগাঃ সা যযৌ চর্ম্মধতীং নদীম্ ।  
 চর্ম্মধত্যাশ্চ যমুনাং ততো গঙ্গাং অগ্ৰাং হ ॥২৪॥  
 গঙ্গায়াঃ সূতবিষয়ং চম্পামনুযযৌ পুরীম্ ।  
 স মঞ্জুষাগতো গর্ভস্তরঙ্গৈরুচ্ছমানকঃ ॥২৫॥

## ভারতকৌমুদী

ধন্য ইতি । সংসর্পমাণকং জাহ্নভ্যাং বিচরন্তম্ ॥১৯॥  
 ধন্য ইতি । হিমবতঃ পর্বতন্ত বনসমুতম্, কেশরিণং প্রাণত্বকেশরযুক্তম্ ॥২০॥  
 এবমিতি । পৃথা কুন্তী । অবাস্থজত ত্যক্তবতী ॥২১॥  
 রুদতীতি । নিশীথে অর্দ্ধরাত্র্যসময়ে । সংবোধনভয়াদবগতিভয়াৎ ॥২২—২৩॥  
 মঞ্জুষেতি । যযৌ জনশ্রোতসা চালিতেত্যাশয়ঃ ॥২৪॥  
 গঙ্গায়া ইতি । সূতবিষয়ম্ আদাবঙ্গরাজ্যম্ । গর্ভঃ শিশুঃ ॥২৫॥

পুত্র । আবার তুমি যখন যৌবনে পদার্পণ করিয়া হিমালয়-বন-সমুত  
 প্রশান্তকেশধারী সিংহের ছায় হইবে, তখনও ধন্য লোকেরাই তোমাকে  
 দেখিবেন” ॥২০॥

রাজা । কুন্তী তখন এইরূপ নানাবিধ করুণ বিলাপ করিয়া অশ্বনদীর  
 জলে সেই পেটরাটিকে ভাসাইয়া দিলেন ॥২১॥

• রাজা । তাহার পর পুত্রশোকাক্তা ও পুত্রদর্শনার্থিনী পদ্মনয়না পৃথা  
 পেটরাটী ভাসাইয়া দিয়া পিতার জানার ভয়ে সে স্থান হইতে আবার  
 শোকাতুর অবস্থায় রোদন করিতে করিতে অর্দ্ধরাত্র্যসময়ে ধাত্রীর সহিত  
 রাজভবনে প্রবেশ করিলেন ॥২২—২৩॥

কিন্তু সেই পেটরাটী অশ্বনদী হইতে চর্ম্মধগৈনদীতে গেল ; পরে চর্ম্মধগৈন-  
 নদী হইতে যমুনা এবং যমুনা হইতে গঙ্গায় যাইয়া উপস্থিত হইল ॥২৪॥

তৎপরে মঞ্জুষান্বিত সেই বালকটী তরঙ্গদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া গঙ্গা দিয়া

অমৃতাদুশ্চিতং দিব্যং তত্র বর্ষ্যং স্কুণ্ডলম্ ।

ধারয়ামাস তং গৰ্ভং দৈবঞ্চ বিধিনির্মিতম্ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াকিক্যাং বনপর্বণি কুণ্ডলা

হরণে পৃথামঞ্জু ষাঙ্কেপণে দ্বিষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

## ত্রিষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতন্নিম্নেব কালে তু ধৃতরাষ্ট্রস্ত বৈ সখা ।

সূতোহধিরথ ইতোব সদারো জাহুবৌং যযৌ ॥১॥

### ভারতকৌমুদী

অথাহারান্নভাবে কঃ খলু তং শিশুং জীবয়ামাসেত্যাহ—অমৃতাদিতি । তত্র তদানীম্, অমৃতাদুশ্চিতং স্কুণ্ডলং দিব্যং বর্ষ্যং, দৈবমদৃষ্টঞ্চ কর্ত্ত্বং, বিধিনির্মিতং বিধাতৃকৃততদবস্থম্, তং গৰ্ভং শিশুং, ধারয়ামাস জীবয়ামাস ॥২৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসদিক্‌শাস্ত্রবাসীশতট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি

কুণ্ডলাহরণে দ্বিষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

এতন্নির্মিতি । ইতোব নাম, দারৈর্ভযয়া সহেতি সদারঃ ॥১॥

### ভারতভাবদীপঃ

সিক্‌থকং ময়নমিতি ভাষায়াং তেন স্থিতায়াং সৰ্কতো লিপ্তায়াং মঞ্জুযায়াং জলপ্রবেশো ন ভবেদিত্যর্থঃ ॥১—২৫॥ দৈবং দেবজম্ বিধিনা ঈশ্বরেণ নির্মিতম্ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে দ্বিষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৬২॥

—:~:—

প্রথমে অঙ্গদেশে, তাহার পর তত্রত্য চম্পানগরীর নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥২৫॥

বিধাতাই সেই বালকটীর সেই অবস্থা করিয়াছিলেন; তথাপি অমৃত হইতে উৎপন্ন দিব্য বর্ষ্য ও কুণ্ডল এবং দৈব—ইহারাই তাহাকে জীবিত রাখিয়াছিল ॥২৬॥

(২৬)....তদুৎপন্নং স্কুণ্ডলম্—বা ব কা নি । \* ‘...পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...সপ্তাধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...অষ্টাধিকদ্বিশততমঃ...’—ক, ‘...নবাধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

তশ্চ ভাৰ্য্যাভবদ্রাজন্ । রূপেণাসদৃশী ভূবি ।  
 রাধা নাম মহাভাগা ন সা পুত্ৰমবিন্দত ॥২॥  
 অপত্যার্থে পরং যত্নমকরোচ্চ বিশেষতঃ ।  
 সা দদর্শাথ মঞ্জুষামুহ্মানাং যদৃচ্ছয়া ॥৩॥  
 দত্তরক্ষাপ্ৰতিসরামম্মালভনশোভিতাম্ ।  
 উৰ্ম্মীতরঙ্গৈর্জাহ্নব্যাঃ সমানীতামুপহ্রস্বম্ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)  
 সা তাং কৌতূহলাৎ প্রাপ্তাং গ্রাহয়ামাস ভাবিনী ।  
 ততো নিবেদয়ামাস সূতস্তাধিরথশ্চ বৈ ॥৫॥  
 স তামুক্ত্য মঞ্জুষামুৎসার্য্য জলমস্তিকাৎ ।  
 যষ্টৈরুদঘাটয়ামাস সৌহপশ্চাত্ত্ব বালকম্ ॥৬॥  
 তরুণাদিত্যসঙ্কাশং হৈমবর্ষধরং তথা ।  
 মুকুকুণ্ডলযুক্তেন বদনেন বিরাজতা ॥৭॥ (যুগ্মকম্)

## ভারতকৌমুদী

তস্মৈতি । অসদৃশী অতুলনীয় । অবিন্দত অলভত ॥২॥

অপত্যোতি । সা রাধা, বিশেষতঃ বাছল্যে দেবপুত্রাদিভিঃ, অপত্যার্থে পুত্রলাভবিষয়ে  
 পরং যত্নমকরোচ্চ । অথ যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া, স্রোতসা উহ্মানাম্, দন্তো রক্ষায়ৈ প্রভিসরো  
 লতাবিশেষমালা যস্তাং 'তাম্', অম্মালভনে রক্ষার্থমেব সিদ্ধুরূপেনে শোভিতাম্, জাহ্নব্যা  
 উৰ্ম্মীতরঙ্গৈঃ প্রবলস্রোতোরেখাগততরঙ্গৈঃ, উপহ্রস্বং সমোপম্, সমানীতাং তাং মঞ্জুষাং দদর্শ ।  
 অভিধ্যানমুহ্ম ॥৩—৪॥

সেতি । গ্রাহয়ামাস হস্তেন জগ্রাহ । স্বার্থে ইনুপ্রত্যয় আৰ্ধঃ ॥৫॥

স ইতি । স্তম্বিকাজলমুৎসার্য্য তদধো হস্তচালনার্থমপসার্য্য । যষ্টৈঃ পিধানৌদঘাটন-  
 লৌহশলাকাবিশেষৈঃ । বদনেনোপলক্ষিতমিতি বিশেষণে তৃতীয়া ॥৬—৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এই সময়েই ধৃতরাষ্ট্রের সখা 'অধিরথ'-নামে  
 এক সারথি আপন ভাৰ্য্যার সহিত গঙ্গায় গিয়াছিল ॥১॥

রাজা । তাহার সেই ভাৰ্য্যাটির রূপ ভূতলে অতুলনীয় ছিল এবং তাহার  
 নাম ছিল—'রাধা' । সেই রাধার পুত্র ছিল না ॥২॥

অতএব রাধা বিশেষরূপে দেবার্চনাপ্রভৃতিদ্বারা পুত্রলাভের জন্ত গুরুতর  
 যত্ন করিত । সেই রাধা দেখিল—ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে গঙ্গার তরঙ্গ একটা  
 পেটরাকে, নিকটে আনিয়াছে ; রক্ষার জন্ত তাহাতে কুমুরিয়ালতা জড়ান  
 আছে এবং সিদ্ধুর লেপা রহিয়াছে ॥৩—৪॥

তখন রাধা কৌতুকবশতঃ সেই পেটরাটিকে ধরিল এবং তাহা অধিরথকে  
 জানাইল ॥৫॥

স সূতো ভাৰ্য্যা সাক্ষং বিশ্বয়োৎফুল্ললোচনঃ ।  
 অঙ্কমারোপ্য তং বালং ভাৰ্য্যং বচনমব্রবীৎ ॥৮॥  
 ইদমত্যদুতং ভীৰু । যতো জাতোহস্মি ভাবিনি ! ।  
 দৃষ্টবান্ দেবগৰ্ভোহয়ং মন্ত্ৰেহস্মাকমুপাগতঃ ॥৯॥  
 অনপত্যস্ত পুত্রোহয়ং দেবৈর্দত্তো ধ্রুবং মম ।  
 ইত্যুক্ত্বা তং দদৌ পুত্রং রাধায়ৈ স মহোপতে ! ॥১০॥  
 প্রতিজ্ঞগ্রাহ তং রাধা বিধিবাদিব্যরূপিণম্ ।  
 পুত্রং কমলগৰ্ভাভং দেবগৰ্ভং শ্রিয়ান্বতম্ ॥১১॥  
 পুপোষ চৈনং বিধিবৎস্বৰূপে স চ বীৰ্য্যবান্ ।  
 ততঃ প্রভৃতি চাপ্যন্তো প্রাভবমৌরসাঃ সূতাঃ ॥১২॥

### ভারতকৌমুদী

স ইতি । সূতঃ অধিরথঃ, বিশ্বয়েন উৎফুল্ললোচনা বিষ্কারিতনেত্রঃ ॥৮॥  
 ইদমিতি । যতঃ কালং । তৎকালমধ্যে ইদমত্যদুতং দৃষ্টবান্ । গৰ্ভঃ শিশুঃ ॥৯॥  
 অনেতি । অনপত্যস্ত নিঃসন্তানস্ত । ধ্রুবং নিশ্চিতম্ ॥১০॥  
 প্রতিীতি । বিধিবৎ জননীনিয়মেন । দেবগৰ্ভং দেবশিশুং ॥১১॥

### ভারতভাবদীপঃ

এতস্মিহিতি ॥১—৩॥ দত্তো যক্ষার্থং প্রতিসরো দূর্ষাকঙ্কাদিরূপো যশাং তাম্, অশালন্তনং  
 কুঙ্কমহস্তদানম্, উপহস্রং সমীপম্ ॥৪—৫॥ উৎসার্য পরতো নীত্বা ॥৬—৮॥ যতো

তখন অধিরথ নিকটের জল সরাইয়া, সেই পেটরাটীকে তুলিয়া, লোহার  
 শল দিয়া তাহার ঢাকনি খুলিল, পরে তাহার ভিতরে দেখিল—নবান সূর্য্যের  
 ছায় তাম্রবর্ণ একটা বালক রহিয়াছে, তাহার গায়ে স্বর্ণময় বর্ম্ম এবং সুন্দর  
 মুখমণ্ডলে দুইটা মার্জ্জিত কুণ্ডল শোভা পাইতেছে ॥৬—৭॥

অধিরথ তখন ভাৰ্য্যার সহিত বিশ্বয়ে বিষ্কারিত নেত্র হইয়া সেই বালকটীকে  
 কোলে লইয়া ভাৰ্য্যাকে এই কথা বলিল—॥৮॥

“ভীৰু ! ভাবিনি ! আমার জন্ম হইতে এই একটীই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা  
 দেখিলাম । আমি মনে করি—এটা দেববালক আমাদের নিকট আসিয়াছে ॥৯॥

আমি নিঃসন্তান কি না ; তাই নিশ্চয়ই দেবতারা এই পুত্রটী আমাকে  
 দিয়াছেন” । রাজা । এই কথা বলিয়া অধিরথ সেই পুত্রটী রাধার নিকট  
 সমর্পণ করিল ॥১০॥

রাধাও অঙ্গগর্ভসদৃশবর্ণ এবং দেবশিশুর ছায় কান্তিসম্পন্ন ও অলৌকিক-  
 রূপশালী সেই পুত্রটীকে যথানিয়মে গ্রহণ করিল ॥১১॥

বহুবর্ণধরং দৃষ্ট্বা তং বালং হেমকুণ্ডলম্ ।

নামাস্ত বহুবেণোত ততশ্চত্বর্বিজাতয়ঃ ॥১৩॥

এবং স সূতপুত্রং জগামামিতবিক্রমঃ ।

বহুবেণ ইতি খ্যাতে। বৃষ ইত্যেব চ প্রভুঃ ॥১৪॥

সূতস্ত বহুবেহঙ্গেষু জ্যেষ্ঠঃ পুত্রঃ স বীৰ্য্যবান্ ।

চারেণ বিদিতশ্চাসীৎ পৃথগ্য়া দিব্যবৰ্ম্মভূৎ ॥১৫॥

সূতস্ত্রিধিরথঃ পুত্রং বিবৃদ্ধং সময়েন তম্ ।

দৃষ্ট্বা প্রস্থাপয়ামাস পুরং বারণসাহরয়ম্ ॥১৬॥

তত্রোপসদনং চক্রে দ্রোণশ্চেধ্বদ্রকর্ষণি ।

সখ্যং হুৰ্য্যোধনেনৈবমগমৎ স চ বীৰ্য্যবান্ ॥১৭॥ .

### ভারতকৌমুদী

পুপোষেতি । অন্ত্রে ঔরসাঃ সূতা অপি তয়োঃ প্রাভবন্নতি সম্বন্ধঃ ॥১২॥

বস্বিতি । বহুবর্ণধরং স্বর্ণকবচধারিণম্, “বহু হাটিকে চ” ইতি বিশ্বঃ ॥১৩॥

এবমিতি । বৃষ ইত্যেব চ নাম, বাল্যাদেব ধাম্বিকত্বাৎ । প্রভুবলপ্রভাববান্ ॥১৪॥

সূতশ্চেতি । সূতস্ত্রিধিরথঃ, অঙ্গেষু অঙ্গদেশে । চারেণ গুপ্তচরেণ ॥১৫॥

সূত ইতি । প্রস্থাপয়ামাস ধনুর্বেদশিক্ষার্থং প্রেরয়ামাস, বারণসাহরয়ং হস্তিনাম্ ॥১৬॥

তত্রেতি । উপসদনম্ অন্ত্বেবাসিহম্, ইষদ্রকর্ষণি ধনুর্বেদশিক্ষায়াম্ ॥১৭॥

এবং (বাড়ীতে নিয়া) যথানিয়মে তাহাকে পোষণ করিতে লাগিল; ক্রমে বালকটীও বৃদ্ধি পাইল এবং বলবান্ হইয়া উঠিল । আর তদবধি রাধা ও অধিরথের আরও কতকগুলি ঔরস পুত্র জন্মিল ॥১২॥

তাহার পর ব্রাহ্মণেরা সেই বালকটার স্বর্ণময় কবচ ও কুণ্ডল দেখিয়া উহার নাম করিলেন—‘বহুবেণ’ ॥১৩॥

এইভাবে অমিতবিক্রম ও প্রভাবশালী কর্ণ সূতপুত্র হইয়াছিলেন এবং ‘বহুবেণ’ ও ‘বৃষ’- নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥১৪॥

দিব্যবৰ্ম্মধারী কর্ণ অঙ্গদেশে অধিরথের জ্যেষ্ঠপুত্র হইয়া বৃদ্ধি পাইয়াছেন এবং বলবান্ হইয়াছেন, এই ঘটনা কুন্তী গুপ্তচরদ্বারা জানিয়াছিলেন ॥১৫॥

সূত্র অধিরথ পুত্র কর্ণকে যথাকালে বিবৃদ্ধ দেখিয়া, অশ্বশিক্ষার জন্য তাঁহাকে হস্তিনানগরে পাঠাইয়া দিল ॥১৬॥

বলুবান্ কর্ণ হস্তিনায় যাইয়া ধনুর্বেদশিক্ষায় দ্রোণের শিষ্য হইলেন এবং সেই সুযোগে হুৰ্য্যোধনের সখ্য লাভ করিলেন ॥১৭॥



দ্রোণাং কৃপাচ্চ রামাচ্চ মোহস্ত্রগ্রামং চতুर्वিধম্ ।

লক্ষ্য। লোকেহভবৎ ধ্যাতঃ পরমেধাসতাং গতঃ ॥১৮॥

সন্ধায় ধার্ত্তরাষ্ট্রেণ পার্থানাং বিশ্রিয়ে রতঃ ।

বোদ্ধুমাশংসতে নিত্যং ফাল্গুনেন মহাত্মনা ॥১৯॥

সদা হি তস্মা স্পর্দ্ধাসৌদর্জ্জুনেন বিশাংপতে ।।

অর্জ্জুনস্ত চ কর্ণেন যতো দৃষ্টৌ বভূব সঃ ॥২০॥

এতদুত্তমং মহারাজ । সূর্য্যস্ত্রাসৌম্য সংশয়ঃ ।

যৎ সূর্য্যসম্ভবঃ কর্ণঃ কুস্ত্যাং সূতকূলে তদা ॥২১॥

তং তু কুণ্ডলিনং দৃষ্ট্বা বশ্মশা চ সমন্বিতম্ ।

অরধ্যঃ সমরে মজ্জা পর্য্যাপ্যদ্যুধিষ্ঠিরঃ ॥২২॥

#### ভারতকৌমুদী

দ্রোণাদিতি । চতুर्वিধম্ আসন্ন-দূরাদৃশ-শব্দবেগ-শব্দনাশকম্ ॥১৮॥

সন্ধায়েতি । আশংসতে ইচ্ছতি স্ম, ফাল্গুনেন অর্জ্জুনেন সহ ॥১৯॥

সদেতি । যতঃ কালাদর্জ্জুনেন স-দৃষ্টঃ, ততঃ কালাদেব তস্মাদর্জ্জুনেন স্পর্দ্ধাসৌ ॥২০॥

এতদিতি । কুস্ত্যাং স্বধ্যাসম্ভবঃ কর্ণঃ তদা যৎ সূতকূলে অবসৎ, এতদুত্তমম্ ॥২১॥

#### ভারতভাবদীপঃ

জাতোহশ্বি উৎপত্তিদিনাদারভ্যাঐগ্বেদমমুভূতং দৃষ্টম্ ॥২—১২॥ বহুবর্ষ স্বর্ণকবচম্ ॥১৫—১৬॥

অঙ্গেষু জনপদবিশেষেষু, উপসদনং গুরুপদনম্ ॥১৭॥ পরমেধাসতাং মহাধর্ম্মধরতাম্ ॥১৮—১৯॥

২৩ঃ কালে দৃষ্টঃ ॥২০—২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিযষ্ট্যধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৬৩॥

তিনি—দ্রোণ, কৃপ ও পরশুরাম ইহাতে চতুর্বিধ অস্ত্র লাভ করিয়া মহাধর্ম্মধর হইয়া জগতে বিখ্যাত হইলেন ॥১৮॥

এবং তিনি ছুর্যোধনের সহিত মিলিত হইয়া, পাণ্ডবগণের অগ্নিপ্রাচরণে ব্যাপৃত থাকিয়া সর্ব্বদাই মহাত্মা অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিতেন ॥১৯॥

নরনাথ ! অর্জ্জুন যে সময়ে কর্ণকে প্রথম দেখিয়াছিলেন, তদবধিই অর্জ্জুনের সহিত কর্ণের এবং কর্ণের সহিত অর্জ্জুনের স্পর্দ্ধা জন্মিয়াছিল ॥২০॥

মহারাজ ! কুস্তীর গর্ভে এবং সূর্য্যের গুহসে জন্ম গ্রহণ করিয়া কর্ণ যে ভখন সারথির বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন, সেই বিষয়টাই কর্ণের নিকটে সূর্য্যের-গোপনীয় ছিল ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২১॥

(২১)---যঃ স্বধ্যাসম্ভবঃ কর্ণঃ—বা ব কা নি ।

যদা চ কর্ণো রাজেশ্ব ! ভানুমন্তং দিবাকরম্ ।

স্তোতি মধ্যাহ্নদিনে প্রাপ্তে প্রাজ্ঞলিঃ সলিলোথিতঃ ॥২৩॥

তত্রৈনমুপতিষ্ঠন্তি ব্রাহ্মণা ধনহেতুনা ।

নাদেয়ং তস্য তৎকালে কিঞ্চিদস্তি দ্বিজাতিষু ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)

তমিত্রো ব্রাহ্মণো ভূত্বা ভিক্ষাং দেহৌতু্যপস্থিতঃ ।

স্বাগতক্ষেতি রাধেয়স্তমথ প্রত্যভাষত ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্ব্বণি কুণ্ডলা-

হরণে রাধাকর্ণপ্রাপ্তৌ ত্রিষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩॥ \*

—:~:—

### ভারতকৌমুদী

তমিতি । শত্রুসথেন কর্ণেন সহাবশ্যং যুদ্ধং ভাবীতি সঙ্ঘাব্যোত্যাশয়ঃ ॥২২॥

যদেতি । ভানুমন্তং তীব্রকিরণম্ । উপতিষ্ঠন্তি আগচ্ছন্তি স্ম ॥২৩—২৪॥

পরাদ্যায়ং সূচয়িতুমাহ—তমিতি । রাধেয়ঃ কর্ণঃ, রাধয়া পুত্রস্বেন গৃহীতব্যাং ॥২৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপৰ্ব্বণি

কুণ্ডলাহরণে ত্রিষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩॥

—:~:—

যুধিষ্ঠির কর্ণকে স্বভাবতই কবচ ও কুণ্ডলধারী দেখিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে অবধ্য মনে করিয়া পরিতপ্ত হইতেন ॥২২॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! কর্ণ যখন দ্বিতীয় প্রহরের সময়ে জল হইতে উঠিয়া কৃতাজলি হইয়া তীক্ষ্ণকিরণ সূর্য্যের স্তব করিতেন, সেই সময়ে ব্রাহ্মণেরা ধনপ্রার্থনার জন্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন । তৎকালে ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহার অদেয় কিছুই থাকিত না ॥২৩—২৪॥

তাহার পর একদিন ইন্দ্র ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া ‘ভিক্ষা দিন’ বলিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ; তখন ‘আপনার শুভাগমন হইয়াছে ত ?’ বলিয়া কর্ণ তাঁহার সম্ভাষণ করিলেন ॥২৫॥

—:~:—

(২৩) সদা তু কর্ণো রাজেশ্ব !—পি । \* ‘...যল্লবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...অষ্টাধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...নবাধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...দ্বাধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

## চতুঃষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

দেবরাজমনুপ্রাপ্তং ব্রাহ্মণচ্ছন্নান্বতম্ ।

দৃষ্ট্বা স্বাগতমিত্যাহ ন বুবোধাস্ত্য মানসম্ ॥১॥

হিরণ্যকশীঃ প্রমদা গ্রামান্ বা বহুগোকুলান্ ।

কিং দদানৌতি তং বিপ্রমুবাচাধিরথিস্ততঃ ॥২॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

হিরণ্যকশীঃ প্রমদা যচ্চাত্মং শ্রীতিবর্দ্ধনম্ ।

নাহং দত্তমিহেচ্ছামি তদর্থিভ্যঃ প্রদীয়তাম্ ॥৩॥

যদেতৎ সহজং বর্ষ্য কুণ্ডলে চ তবানঘ ! ,

এতদ্বৎকৃত্য মে দেহি যদি সত্যব্রতো ভবান্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

দেবেতি । অনুপ্রাপ্তম্পৃশ্বিতম্ । মানসমভিপ্রায়ং ন বুবোধ কর্ণ ইতি শেষঃ ॥১॥

হিরণ্যেতি । বহুগোকুলান্ প্রচুরগোসমূহান্ । আধিরথিঃ কর্ণঃ ॥২॥

হিরণ্যেতি । দত্তম্ এতৎ সৰ্ব্বং যদ্বা দত্তং নেচ্ছামি ॥৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দেবরাজ ব্রাহ্মণবেশে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া কর্ণ তাঁহার নিকট স্বাগতপ্রশ্ন করিলেন ; কিন্তু উহার অভিপ্রায় বুঝিলেন না ॥১॥

তাহার পর তিনি সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন—“স্বর্ণমালালঙ্কৃত রমণী, গ্রাম, বা বহু হর গরু, ইহার মধ্যে আপনাকে কি দিব ?” ॥২॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—“স্বর্ণমালালঙ্কৃত রমণী বা অশ্ব যাহা শ্রীতিবর্দ্ধক আছে, তাহা আপনি দান করেন—ইহা আমি ইচ্ছা করি না ; সেগুলি আপনি অশ্ব প্রার্থীদিগকে দিন ॥৩॥

কিন্তু নিষ্পাপ কর্ণ ! আপনি যদি সত্যপরায়ণ হন, তাহা হইলে আপনার এই যে স্বাভাবিক কবচ ও কুণ্ডল রহিয়াছে, ইহা ছেদন করিয়া আনাকে দিন” ॥৪॥

(৪) শ্লোকাৎ পরম্ ‘এতদ্বিচ্ছাম্যহং কিপ্রং যদ্বা দত্তং পরম্পরং ।। এষ যে সৰ্ব্বদাভানং লভঃ পরমকো মতঃ ।’ ইতি প্রায়েণ পূৰ্ব্বসমানার্থঃ শ্লোকঃ—বা ব ক নি ।

কর্ণ উবাচ ।

অবনিং প্রমদা গাশ্চ নিবাসং বহুবর্ষিকম্ ।

তত্তে বিপ্র ! প্রদাস্তামি ন তু বর্ষ্য স্কুণ্ডলম্ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং বহুবিধৈবাক্যৈর্যচ্যমানঃ স তু দ্বিজঃ ।

কর্ণেন ভরতশ্রেষ্ঠ ! নান্যং বরমযাচত ॥৬॥

যদা নান্যং প্রবুগুতে বরং বৈ দ্বিজসত্তমঃ ।

তদৈনমত্রবৌদ্ধয়ো রাধেয়ঃ প্রহসন্নিব ॥৭॥

সহজং বর্ষ্য মে বিপ্র ! কুণ্ডলে চামৃতোদ্ভবে ।

তেনাবধ্যোহস্মি লোকেষু ততো নৈকজ্জহাম্যহম্ ॥৮॥

বিশালং পৃথিবীরাজ্যং ক্ষেপং নিহতকণ্টকম্ ।

প্রতিগৃহ্নীষ মন্তস্তং সাধু ব্রাহ্মণপুঙ্গব ! ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

যদिति । কুণ্ডলে কুণ্ডলদ্বয়ম্ । উৎকৃত্য দ্বিষ্টা, সত্যব্রতঃ সত্যনিরতঃ ॥৪॥

অবনিমিতি । নিবাসমশ্মদগৃহে স্থিতিম্ । তৎ সর্বম্ ॥৫॥

এবমিতি । যাচ্যমানঃ অভিধ্যমানঃ । বরং বরণীয়ং বস্তু ॥৬॥

যদেতি । বরমভীষ্টম্ । প্রহসন্নিব, কৌতুকোদয়াদিতি ভাবঃ ॥৭॥

সহজমিতি । কুণ্ডলে চ সহজে । জহামি ত্যজামি ॥৮॥

বিশালমিতি । পৃথিবীরাজ্যং বিজয়েন ময়া লভামিত্যাশয়ঃ । মন্তো মম সকাশাৎ ॥৯॥

কর্ণ বলিলেন—“ভূমি, রমণী, গরু বা বহুবৎসর বাস, এই সকলই আপনাকে দিতে পারি ; কিন্তু কবচ ও কুণ্ডল নহে” ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ ! কর্ণ এইরূপ বহুতর বাক্যদ্বারা অনুরোধ করিলেও সে ব্রাহ্মণ অশ্রু বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন না ॥৬॥

ব্রাহ্মণ যখন অশ্রু বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন না, তখন কর্ণ হাসিতে হাসিতেই যেন পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন—৥৭॥

“ব্রাহ্মণ ! আমার বর্ষ্য ও কুণ্ডল অমৃত হইতে উৎপন্ন এবং সহজাত ; তাহাতেই আমি জগতে অবধ্য হইয়াছি ; সুতরাং আমি ইহা ত্যাগ করিতে পারি না ॥৮॥

(৫)...নিবাপং বহুবর্ষিকম্—বা ব কা নি । (৬) ন্নোক্তাৎ পরম্ ‘সাক্ষিতঞ্চ যথাসক্তি নুজিতঞ্চ’ যথাবিধি । ন চান্তং স দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ কাময়াযাম বৈ বরম্ ।’ অরমপি পূর্ধনমানার্থঃ ন্নোক্তঃ—বা ব কা নি ।

কুণ্ডলাভ্যাং বিমুক্তোহহং বর্ষণা সহজেন চ ।

গমনীয়ো ভবিষ্যামি শক্রণাং বিজ্ঞসত্তম ! ॥১০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

যদা নান্যং বরং বস্ত্রে ভগবান্ পাকশাসনঃ ।

ততঃ প্রহস্তু কর্ণস্তুং পুনরিত্যত্রবীৰচঃ ॥১১॥

বিদিতো দেবদেবেশ ! প্রাগেবাসি মম প্রভো ! ।

ন তু ন্যায্যং ময়া দাতুং তব শক্র ! বৃথা বরম্ ॥১২॥

ত্বং হি দেবেশ্বরঃ সাক্ষাৎস্বয়া দেয়ো বরো মম ।

অন্তেষাকৈব ভূতানামীশ্বরো হ্যসি ভূতধ্বক্ ॥১৩॥

যদি দাস্ত্যামি তে দেব ! কুণ্ডলে কবচং তথা ।

বধ্যতামুপযাস্ত্যামি ত্বঞ্চ শক্রাবহাস্ততাম্ ॥১৪॥

### ভারতকৌমুদী

কুণ্ডলাভ্যামিতি । গমনীয়ো বশতাং নেয়ঃ ॥১০॥

যদেতি । পাকশাসনো ব্রাহ্মণবেশধারী ইন্দ্রঃ ॥১১॥

বিদিত ইতি । প্রাগেব স্বপ্নে স্বর্ঘ্যসমীপাদিতি ভাবঃ । বৃথা স্বপ্নক্ষে নিফলম্ ॥১২॥

অমিতি । দৈশ্বর্যো নিয়ন্তা, ভূতধ্বক্ পরিপালনে ॥১৩॥

যদেতি । হে শক্র ! ত্বঞ্চ সর্বেষামবহাস্ততামুপযাস্ত্যসৌত্যর্থঃ, অস্ত্রায়েন গ্রহণাৎ ॥১৪॥

অতএব ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আপনি আমার নিকট হইতে সম্যাক্রূপে বিশাল, নিষ্কটক ও মঙ্গলময় পৃথিবীর রাজ্য গ্রহণ করুন ॥১০॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমি সহজাত কুণ্ডল ও কবচবিহীন হইলে শক্রগণের বশীভূত হইব” ॥১১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভগবান্ (ব্রাহ্মণরূপী) ইন্দ্র যখন অস্ত্র বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন না, তখন কর্ণ হাস্ত করিয়া পুনরায় তাঁহাকে এই কথা বলিলেন— ॥১১॥

“প্রভু দেবাধিদেব ইন্দ্র ! আমি আপনাকে পূর্ব্বেই জানিয়াছি ; সুতরাং আপনাকে নিষ্কল বর দেওয়া আমার উচিত নহে ॥১২॥

আপনি দেবগণের ও অস্ত্র প্রাণিগণের অধীশ্বর এবং লোকপালক সাক্ষাৎ ইন্দ্র ; সুতরাং আপনারও আমাকে বর দেওয়া উচিত ॥১৩॥

দেব ! আমি যদি আপনাকে কবচ ও কুণ্ডল দান করি, তবে আমি শত্রুর বধ্য হইব, আপনিও লোকের উপহাস্ত হইবেন ॥১৪॥

তস্মাদ্বিনিময়ং কৃত্বা কুণ্ডলে বৰ্ম্ম চোত্তমম্ ।

হবস্ব শত্রু ! কামং মে ন দত্তামহমন্তথা ॥১৫॥

শত্রু উবাচ ।

বিদিতোহহং রবেঃ পূৰ্ব্বমায়ানেব ত্বাস্তিকম্ ।

তেন তে সৰ্ব্বমাখ্যাতমেবমেত্তম সংশয়ঃ ॥১৬॥

কামমস্ত তথা তাত ! তব কৰ্ণ ! যথেষ্টসি ।

বৰ্জয়িত্বা তু মে বজ্রং প্ররূণীষ যথেষ্টসি ॥১৭॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ কৰ্ণঃ প্রহৃষ্টস্তমুপসঙ্গম্য বাসবম্ ।

অমোঘাং শক্তিমভ্যেত্য বরে সম্পূৰ্ণদানসঃ ॥১৮॥

কৰ্ণ উবাচ ।

বৰ্ম্মণা কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ শক্তিং মে দেহি বাসব ! ।

অমোঘাং শত্রুসংঘানাং ঘাতিনীং পুতনামুখে ॥১৯॥

### ভারতকৌমুদী

তস্মাদিতি । বিনিময়ং দ্রব্যান্তরেণ পরিবৰ্জনম্ । কামং যথেষ্টম্ ॥১৫॥

বিদিত ইতি । অহং ত্বাস্তিকম, আয়ান্ আগচ্ছন্নেব পূৰ্ব্বং রবেবিদিতঃ ॥১৬॥

কামমিতি । কামমিত্যহুমতো, “কামকাঙ্ক্ষমতো স্তম্ভম্” ইত্যাদি মেদিনী ॥১৭॥

• তত ইতি । উপসঙ্গম্য তদাসন্নীভূয় । অভ্যেত্য তদুত্তিমঙ্গীকৃত্য ॥১৮॥

বৰ্ম্মণেতি । বৰ্ম্মণা কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ তদুত্তমবিনিময়েন । পুতনামুখে সেনামুখে ॥১৯॥

অতএব দেবরাজ । আপনার ইচ্ছা হইলে আপনি কোন বস্তুর বিনিময়ে আমার উত্তম কবচ ও কুণ্ডল গ্রহণ করুন ; অথবা আমি উহা দিব না” ॥১৫॥

ইন্দ্র বলিলেন—“আমি তোমার নিকট আসিবার পূর্বেই সূর্য্য তাহা জানিয়াছিলেন ; সুতরাং তিনিই তোমার নিকট এইরূপ ইহা বলিয়াছেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥১৬॥

সে যাহা হউক ; বৎস কৰ্ণ ! তুমি যাহা ইচ্ছা কর, তাহাই হউক ; সুতরাং আমার বজ্র ব্যতীত তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই গ্রহণ কর” ॥১৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর কৰ্ণ মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্ৰের বাক্য অনুমোদন করিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার অব্যর্থ শক্তি প্রার্থনা করিলেন ॥১৮॥

(১৬) ... আগতচ্চ ত্বাস্তিকে—পি । (১৮) ততঃ কৰ্ণঃ প্রহৃষ্টম্—বা ব কা ।

ততঃ সক্ষিস্ত্য মনসা মুহূৰ্ত্তমিব বাসবঃ ।

শক্ত্যর্থং পৃথিবীপাল ! কর্ণং বাক্যমথাব্রবীৎ ॥২০॥

কুণ্ডলে মে প্রয়চ্ছস্ব বশ্ম চৈব শরীরজম্ ।

গৃহাণ শক্তিং কর্ণ ! ত্বমেনে সময়েন চ ॥২১॥

অমোঘা হস্তি শতশঃ শক্রান্ মম করচ্যুতা ।

পুনশ্চ পাণিমভ্যেতি মম দৈত্যান্ বিনিঘ্নতঃ ॥২২॥

সেয়ং তব করপ্রাপ্তা হৃদৈকং রিপুমুর্জিতম্ ।

গর্জন্তুং প্রতপন্তুঞ্চ মামেবৈষ্যতি সূতজ ! ॥২৩॥

কর্ণ উবাচ ।

একমেবাহমিচ্ছামি রিপুং হন্তুং মহাহবে ।

গর্জন্তুং প্রতপন্তুঞ্চ যতো মম ভয়ং ভবেৎ ॥২৪॥

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । শক্ত্যর্থং সক্ষিস্ত্যেত্যম্বয়ঃ । বাসব ইন্দ্রঃ ॥২০॥

কুণ্ডলে ইতি । শক্তিং নাম মমাস্ত্রবিশেষম্ । সময়েন নিয়মেন ॥২১॥

ততঃ শক্তেঃ শক্তিমাহ—অমোঘেতি । স শক্তিরিতি শেষঃ ॥২২॥

সময়মাহ—সেতি । উর্জিতং বলবন্তম্ । প্রতপন্তুং স্বপক্ষসংহারেণ ব্যথয়ন্তম্ ॥২৩॥

একমিতি । রিপুম্ অর্জুনমিত্যাশয়ঃ, মহাহবে মহাবুদ্ধে ॥২৪॥

কর্ণ বলিলেন “দেবরাজ ! আমার কবচ ও কুণ্ডলের পরিবর্তে সৈন্যসম্মুখে শত্রুসমূহনাশিনী আপনার অব্যর্থ শক্তি আমাকে দান করুন” ॥২০॥

রাজা ! তাহার পর ইন্দ্র মুহূর্ত্তকালই যেন মনে মনে শক্তির বিষয় চিন্তা করিয়া পরে কর্ণকে এই কথা বলিলেন— ॥২০॥

“কর্ণ ! তুমি তোমার সহজাত কবচ ও কুণ্ডল দান কর এবং এই নিয়মে আমার শক্তি গ্রহণ কর ॥২১॥

আমি যখন অশ্বর বধ করি, তখন এই অব্যর্থ শক্তি আমার হস্তচ্যুত হইয়া শত শত শত্রু সংহার করে, পুনরায় আমারই হস্তে আগমন করে ॥২২॥

কর্ণ ! আমার এই সেই শক্তি তোমার হাতে যাইয়া গর্জ্জন ও সন্ধ্যাপকারী বলবান্ একজনমাত্র শত্রুকে বধ করিয়া পুনরায় আমারই নিষ্কার আসিবে” ॥২৩॥

কর্ণ বলিলেন—“আমার যাহা হইতে ভয় হয়, গর্জ্জন ও সন্ধ্যাপকারী সেই একজনমাত্র শত্রুকেই আমি মহাবুদ্ধে বধ করিতে ইচ্ছা করি” ॥২৪॥

ইন্দ্র উবাচ ।

একং হনিষ্যসি বিপুং গৰ্জ্জন্তং বলিনং রণে ।  
 স্বস্তৃ যং প্রার্থয়ন্তোকং রক্ষ্যতে স মহাত্মনা ॥২৫॥  
 যমাহর্বেদবিদ্বাংসো বরাহমজিতং হরিম্ ।  
 নারায়ণমচিন্ত্যঞ্চ তেন কৃষ্ণেন রক্ষ্যতে ॥২৬॥

কর্ণ উবাচ ।

এবমপ্যস্ত ভগবন্মেকবীরবধে যম ।  
 অমোঘাং দোহি মে শক্তিং যয়া হন্যাং প্রতাপিনম্ ॥২৭॥  
 উৎকৃত্য তু প্রদাস্তামি কুণ্ডলে কবচঞ্চ তে ।  
 নিকৃন্তেষু তু গাত্রেষু ন মে বীভৎসতা ভবেৎ ॥২৮॥

ইন্দ্র উবাচ ।

ন তে বীভৎসতা কর্ণ ! ভবিষ্যতি কথঞ্চন ।  
 ত্রণশ্চৈব ন গাত্রেষু যন্তুং নানৃতমিচ্ছসি ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

একমিতি । মহাংশাসৌ আত্মা চেতি তেন পরমাত্মস্বরূপেণেত্যর্থঃ ॥২৫॥  
 অথ কোহসৌ মহাত্মেত্যাহ—যমিতি । বরাহং তদ্রূপেণ পৃথিব্যাদ্বারকম্ ॥২৬॥  
 এবমিতি । একবীরবধে তদ্বিশয়ে । প্রতাপিনং ভীমং যং কঙ্কিদ্ভক্তং বা ॥২৭॥  
 উদिति । উৎকৃত্য ছিদ্ভা । নিকৃন্তেষু ছিন্নেষু । বীভৎসতা আকৃতেবিকৃতিঃ ॥২৮॥

ইন্দ্র বলিলেন—“কর্ণ ! তুমি যুদ্ধে গৰ্জ্জনকারী বলবান্ একজন শত্রুকে বধ করিবে বটে, তবে তুমি যাহার বিষয় প্রার্থনা করিতেছ, তাহাকে পরমাত্মাই রক্ষা করেন ॥২৫॥

বেদবিদ্বান্ লোকেরা যাহাকে বরাহ, অজিত, হরি ও অচিন্তনায় নারায়ণ বলেন, সেই কৃষ্ণই তাহাকে রক্ষা করেন” ॥২৬॥

কর্ণ বলিলেন—“হউক না এইরূপ ; কিন্তু ভগবন্ ! আমার একজনমাত্র বীর-শত্রুবধের জন্য আমাকে অব্যর্থ শক্তি দান করুন, যাহা দ্বারা আমি প্রতাপশালী শত্রুকে বধ করিতে পারি ॥২৭॥

কিন্তু দেবরাজ ! আমি কবচ ও কুণ্ডল ছেদন করিয়া আপনাকে দিব বটে, তবে অঙ্গচ্ছেদন করায় আমার যেন আকৃতির কোন বিকৃতি না হয়” ॥২৮॥



যাদৃশস্তে পিতুর্বর্ণস্তেজশ্চ বদতাং বর ! ।

তাদৃশেনৈব বর্ণেন ত্বং কর্ণ ! ভবিতা পুনঃ ॥৩০॥

বিद्यমানেষু শস্ত্রেষু যত্নমোদামসংশয়ে ।

প্রমত্তো মোক্ষ্যসে বাপি ত্বঘ্যোবৈষা পতিস্তুতি ॥৩১॥

কর্ণ উবাচ ।

সংশয়ং পরমং প্রাপ্য বিমোক্ষ্যে বাসবীমিমাম্ ।

যথা মামাখ শক্রে ! ত্বং সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে ॥৩২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ শক্তিং প্রজ্জলিতাং প্রতিগৃহ্য বিশাংপতে ! ।

শস্ত্রং গৃহীত্বা নিশিতং সৰ্ব্বগাত্ৰাণ্যকুন্তত ॥৩৩॥

### ভারতকৌমুদী

নেতি । বর্ণঃ ক্ষতম্ । অনৃতং মিথ্যা, বক্তুং ব্যবহৰ্ত্তুং বেতি শেষঃ ॥২৯॥

যাদৃশ ইতি । পিতুঃ সূর্য্যশ্ৰুতি ইন্দ্রাভিপ্ৰায়ঃ, অধিরথশ্ৰুতি চ কর্ণেন বুদ্ধম্ ॥৩০॥

বিজ্ঞোতি । অস্ত্রেষু শস্ত্রেষু বিद्यমানেষু, অসংশয়ে জীবনাসন্দেহে বা, স্বয়ং বাপি প্রমত্তঃ  
অসাবধানঃ সন, এনামমোদাং শক্তিং যদি মোক্ষ্যসে, ত্বদৈষা ত্বঘ্যেব পতিস্তুতি ॥৩১॥

সংশয়মিতি । বাসবীমৈন্দ্রীম্ । অখ ব্রবীষি ॥৩২॥

তত ইতি । প্রতিগৃহ্য ইন্দ্রাদিতি শেষঃ । অকুন্তত কবচকুণ্ডলদানায় অচ্ছিনৎ ॥৩৩॥

ইন্দ্র বলিলেন—“কর্ণ । তুমি যখন মিথ্যা বলিতে বা ব্যবহার করিতে ইচ্ছা  
করু না, তখন তোমার অঙ্গে কোনপ্রকার বিকৃতি বা ক্ষত হইবে না ॥২৯॥

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ কর্ণ । তোমার পিতার যেমন বর্ণ ও তেজ রহিয়াছে, তোমারও  
তেমনই বর্ণ ও তেজ আবার হইবে ॥৩০॥

তবে, অস্ত্র অস্ত্র বিद्यমান থাকিতে, কিংবা প্রাণসংশয় না হইলে, অথবা নিজের  
অসাবধান হইয়া যদি এই অব্যর্থ শক্তি নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে ইহা তোমার  
উপরেই আসিয়া পড়িবে” ॥৩১॥

কর্ণ বলিলেন—“দেবরাজ । আপনি আমাকে যেরূপ বলিলেন, তাহাতে  
আমি অত্যন্ত প্রাণসংশয়স্থলেই এই ঐন্দ্রী শক্তি নিক্ষেপ করিব ; ইহা আপনার  
নিকট আমি সত্য বলিলাম” ॥৩২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নরনাথ ! তাহার পর কর্ণ ইন্দ্রের নিকট হইতে সেই  
উজ্জ্বল শক্তি গ্রহণ করিয়া সুধার অস্ত্র লইয়া নিজের সমস্ত অঙ্গ ছেদন করিতে  
লাগিলেন ॥৩৩॥

ততো দেবা মানবা দানবাশ্চ নিকৃন্তন্তঃ কর্ণমাত্মনামেবম্ ।

দৃষ্ট্বা সর্বে সিংহনাদান্ প্রণেত্ব হস্তাসীমুখজো বৈ বিকারঃ ॥৩৪॥

ততো দিব্যা তুন্দুভয়ঃ প্রণেতুঃ পপাতোচ্চৈঃ পুষ্পবর্ষক দিব্যম্ ।

দৃষ্ট্বা কর্ণং শত্রুসংকুতগাত্রং মুহুশ্চাপি স্রায়মানং নুবীরম্ ॥৩৫॥

তুতিচ্ছিত্বা কবচং দিব্যমঙ্গাভথৈবার্দ্দং প্রদদৌ বাসবায় ।

তথোৎকৃত্য প্রদদৌ কুণ্ডলে তে কর্ণান্তস্রাৎ কৰ্ম্মণা তেন কর্ণঃ ॥৩৬॥

ততঃ শক্রঃ প্রহসন্ বঞ্চয়িত্বা কর্ণং লোকে যশসা যোজয়িত্বা ।

কৃতঃ কার্য্যং পাণ্ডবানাং হি যেন ততঃ পঞ্চাদিবমেবোৎপশ্যত ॥৩৭॥

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । প্রণেতৃবিশেষেন চকুঃ । অস্ত কর্ণস্ত মুখজোহপি বিকারো নাসীং দৃঢ়ত্বাৎ ॥৩৪॥

তত ইতি । উচ্চৈরঙ্গুষ্ঠাং । শত্রুং সংকুতানি ছিন্নানি গাত্রানি যেন তম্ ॥৩৫॥

উত ইতি । উৎকৃত্য ছিত্বা । কর্ণাৎ শ্রবণযুগলাৎ । তেন কৰ্ম্মণা কর্ণযুগলতঃ কুণ্ডল-  
যুগলচ্ছেদনব্যাপারেন হেতুনা, নাস্য কর্ণো বভূবেতি শেখঃ ॥৩৬॥

### ভারতভাবদীপঃ

দেবরাজমিতি ১১—৪৥ অবনিং গৃহার্থং নিবাপং ভূপাতে বীজমশ্মিরিতি ক্ষেত্রং  
বহুবিকং যাবজ্জীবিকবৃত্তিরূপম্ ১৫—৮৥ গমনায়ো বধ্যঃ ১২—১৫৥ •আয়ানেব  
আগচ্ছন্নৈব ১৬—৩৫৥ ক্লপাতি ছিনন্তি ক্লন্ততি ছিনন্তি বা অঙ্গানোতি কর্ণ ইত্যর্থঃ  
১৩৬—৪১৥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুঃষষ্ঠাধিকদিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৬৪॥

তাহার পর সকল দেবতা, মনুষ্য ও দানব কর্ণকে এইভাবে আপন অঙ্গ ছেদন  
করিতে দেখিয়া বিস্ময়ে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন ; কিন্তু কর্ণের তাহাতে একটু  
মুখবিকারও হইল না ॥৩৪॥

তদনন্তর কর্ণ আপন অঙ্গ ছেদন করিয়াও অনবরত হাস্য করিতেছেন—ইহা  
দেখিয়া স্বর্গীয় তুন্দুভিবনি হইতে লাগিল এবং উপর হইতে স্বর্গীয় পুষ্পবৃষ্টি পড়িতে  
থাকিল ॥৩৫॥

সূতপুত্র আপন অঙ্গ হইতে ছেদন করিয়া দিব্য কবচটা আর্দ্র অবস্থাতেই ইন্দ্রকে  
দিলেন এবং কর্ণযুগল হইতে ছেদন করিয়া কুণ্ডল দুইটাও তাঁহাকে দান করিলেন ।  
সেই কার্য্যদ্বারাঃ তদবধি তাঁহার নাম হইল—‘কর্ণ’ ॥৩৬॥

তাহার পর ইন্দ্র কর্ণকে বঞ্চনা করিয়াও তাঁহাকে জগতে যশস্বী করিয়া হাস্য  
করতঃ পাণ্ডবগণের কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া মনে করিলেন, পরে আক্রোশেই উঠিয়া  
গেলেন ॥৩৭॥

শ্রদ্ধা কর্ণং মুৰ্খিতং ধার্তরাষ্ট্রা দৌনাঃ সৰ্বে ভগ্নদৰ্পা ইবাসন্ ।

তাঞ্চাবস্থাং গমিতং সূতপুত্রং শ্রদ্ধা পার্থা অহুযুঃ কাননস্থাঃ ॥৩৮॥

জনমেজয় উবাচ ।

কস্থা বীরাঃ পাণ্ডবাস্তে বভূবুঃ কূতশ্চৈতে শ্রুতবন্তঃ প্রিয়ং তৎ ।

কিং বাহুকাযুর্দ্বাদশাব্দে ব্যতীতে তস্মৈ সৰ্বং ভগবান্ ব্যাকরোতু ॥৩৯॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

লক্ষ্য কৃষ্ণাং সৈন্ধবং দ্রাবয়িত্বা বিপ্রৈঃ সার্কং কাম্যকাদাশ্রমাস্তে ।

মার্কণ্ডেয়াচ্ শ্রুতবন্তঃ পুরাণং দেবযাঁণাং চরিতং বিস্তরেণ ॥৪০॥

প্রত্যাজ্ঞাঃ সরথাঃ সানুযাত্রাঃ সৰ্বৈঃ সার্কং সূতপৌরোগবৈশ্চ ।

ততঃ পুণ্যং বৈতবনং নৃবীরা নিস্তীৰ্য্যোগ্রং বনবাসং সমগ্রম্ ॥৪১॥

(যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্কণি কুণ্ডলা-

হরণে কবচকুণ্ডলদানে চতুঃষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । পাণ্ডবানাং কার্ধ্যং প্রয়োজনং কৃতং মেনে, কর্ণস্ত বধ্যত্বসম্ভবাৎ ॥৩৭॥

শ্রেষ্ঠেতি । মুখিতং চোরিতম্ ইন্দ্রোণাপহৃতকবচকুণ্ডলমিত্যর্থঃ ॥৩৮॥

কেতি । কস্থাঃ কৃত্ব স্থিতাঃ । ব্যাকরোতু বিস্তরেণ ব্রবীতু ॥৩৯॥

লক্ষ্যেতি । কৃষ্ণাং শ্রৌপদীম্, সৈন্ধবং জয়দ্রথম্, দ্রাবয়িত্বা পরাভূয় । দেবাস্চ ঋষয়শ্চ  
তেষাম্ । সূতপৌরোগবৈঃ সারথিপাকাধ্যাকৈঃ । নৃবীরাঃ পাণ্ডবাঃ ॥৪০—৪১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্কণি

কুণ্ডলাহরণে চতুঃষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

এদিকে কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল অপহৃত হইয়াছে শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা সকলেই বিষন্ন ও ভগ্নদর্পের আশ্রয় হইলেন ; আর কর্ণের সেই অবস্থা হইয়াছে শুনিয়া পাণ্ডবেরা বনে থাকিয়াই আনন্দিত হইলেন ॥৩৮॥

জনমেজয় বলিলেন—“বীর পাণ্ডবেরা তখন কোথায় ছিলেন এবং কোথা হইতেই বা সেই প্রিয় সংবাদ শুনিয়াছিলেন ; আর দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে পরই বা তাঁহারা কি করিয়াছিলেন, সেই সকল বৃত্তান্ত আপনি আমার নিকট বিস্তরক্রমে বলুন” ॥৩৯॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহুয়াবীর পাণ্ডবেরা জয়দ্রথকে পরাভূত করিয়া

\* ‘...সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’ —পি, ‘...নবাত্তিকদ্বিশততমঃ...’ —বা ব, ‘...দশাধিক-  
দ্বিশততমঃ...’ —ক, ‘...একাদশাধিকদ্বিশততমঃ...’ —নি ।

( ১২ । আরণ্যেশ্বর । )

## পঞ্চমষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ । \*

অনুভুক্তাঃ ফলাহারাঃ সৰ্ব্ব এব মিতাশনাঃ ।

ন্যবসন্ পাণ্ডবাস্তত্র কৃষ্ণয়া সহ ভাৰ্য্যা ॥১॥

ব্রাহ্মণার্থে পরাক্রান্তা ধৰ্ম্মাত্মানো যতব্রতাঃ ।

ক্লেশমাচ্ছন্তি বিপুলং স্বেদোদৰ্কং পরস্তপাঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী\*

অস্মিতি । মিতাশনাস্চিরমিতভোজিনঃ সৰ্ব্ব এব পাণ্ডবাঃ, ফলাহারা ফলাহরণকারিণঃ সন্তঃ, অনুভুক্তাঃ পশ্চাত্তাত্তেব ফলানি ভুক্তবস্তৃশ্চ সন্তঃ, “ভুক্তা ব্রাহ্মণাঃ, পীতা গাবঃ” ইত্যাদিবৎ কর্তয়ি ক্তঃ । ভাৰ্য্যা কৃষ্ণয়া সহ তত্র দ্বৈতবনে অবশিষ্টং কালং ন্যবসন্ ॥১॥

ব্রাহ্মণেতি । আচ্ছন্তি মৃগয়াদিনা প্রাপ্নুবন্তি স্ব, স্বেদোদৰ্কং স্বেদোন্তরফলকম্ ॥২॥

দ্রৌপদীকে আনয়নপূৰ্ব্বক মার্কণ্ডেয়মুনির নিকট বিস্তরক্রমে দেবগণ ও ঋষি-  
গণের প্রাচীন চরিত্র শ্রবণ করিয়া এবং ভয়ঙ্কর সমস্ত বনবাসকাল অতিক্রম করিয়া  
ব্রাহ্মণগণ, অনুচরগণ, সারথিগণ ও পাকাধ্যক্ষগণের সহিত রথারোহণে কাম্যকবনের  
আশ্রম হইতে পবিত্র দ্বৈতবনে প্রত্যাগমন করিলেন ॥৪০—৪১॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—চির-পরিমিতভোজী পাণ্ডবেরা সকলেই ফল  
আহরণপূৰ্ব্বক তাহা ভোজন করিয়াই ভাৰ্য্যা দ্রৌপদীর সহিত সেই দ্বৈতবনে  
বনবাসের অবশিষ্ট কাল বাস করিতে লাগিলেন ॥১॥

পরাক্রমী, শত্রুসন্তাপী, ধৰ্ম্মাত্মা ও ব্রতপরায়ণ পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণদের জগু

\* ইতঃ পূৰ্ব্বম্ ‘অনমেজয় উবাচ । এবং হৃত্যয়াং ভাৰ্য্যায়াং প্রাপ্য ক্লেশমহন্তমম্ ।  
প্রতিপত্ত ততঃ কৃষ্ণাং কিমকুৰ্বত পাণ্ডবাঃ ॥ বৈশম্পায়ন উবাচ । এবং হৃত্যয়াং কৃষ্ণায়াং  
প্রাপ্য কেশমহন্তমম্ । বিহায় কাম্যকং রাজা সহ ভ্রাতৃভিরচ্যুতঃ ॥ পুনৰ্দ্বৈতবনং  
ব্রম্যমাজগাম\* যুধিষ্ঠিরঃ । শ্বাহ্মূলফলং ব্রম্যং বিচিজেবহুপাদপম্ ।’ ইতি পূৰ্ব্বাধ্যায়শেষ-  
শ্লোকত্রয়সমন্বিতার্থকমধিকং শ্লোকত্রয়ম্—বা ব কা নি । (১) শ্লোকাৎ পরম্—‘বসন্ দ্বৈত-  
বনে রাজা ক্রুদ্ধোপুজো যুধিষ্ঠিরঃ । ভাসেবাঙ্কুনৈশ্চৈব মাত্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ।’ অয়মপ্যধিকঃ  
শ্লোকঃ—ব কা নি ।

অরণীসহিতং মম্বং ব্রাহ্মণশ্চ তপস্বিনঃ ।  
 মৃগশ্চ ধৰ্ম্মমাণশ্চ বিবাণে সমসজ্জত ॥৩॥  
 তদাদায় গতৌ রাজন্ ! ত্বরমাণৌ মহামৃগঃ ।  
 আশ্রমাস্তুরিতঃ শীত্ৰং প্লবমানো মহাজবঃ ॥৪॥  
 হ্রিয়মাণস্ত তং দৃষ্ট্বা স বিপ্রাঃ কুরুসত্তম ! ।  
 অরিতোহভ্যাগমত্তত্র অগ্নিহোত্রপরোপয়া ॥৫॥  
 অজাতশক্রমাসীনং ভ্রাতৃভিঃ সহিতং বনে ।  
 আগম্য ব্রাহ্মণস্তূর্ণং সন্তপ্তশ্চেদমব্রবীৎ ॥৬॥

### ভারতকৌমুদী

অরণীতি । কশ্চিৎতপস্বিনো ব্রাহ্মণশ্চ, অরণী অগ্ন্যুৎপাদনকাষ্ঠং তৎসহিতম্, মম্বং তন্নথনদণ্ডম্, ধৰ্ম্মমাণশ্চ শৃঙ্গে চানয়তঃ, কশ্চিৎমৃগশ্চ, বিবাণে তত্র শৃঙ্গে, সমসজ্জত সংশ্লিষ্টং তদুভয়ং সংলগ্নমভূৎ । “অরণির্ধর্ম্মমম্বহপি” ইতি বিশ্বঃ ॥৩॥

তদ্বিতী । তৎ অরণী মম্বশ্চেতুভয়ম্ । আশ্রমাস্তুরিত আশ্রমাদ্যবহিতঃ ॥৪॥

হ্রিয়েতি । তমরণীসহিতং মম্বম্ । অগ্নিহোত্রশ্চ পরোপয়া অহুষ্ঠানেচ্ছয়া ॥৫॥

অজাতেতি । অজাতশক্রং যুধিষ্ঠিরম্ । সন্তপ্তো হুঃখিতঃ ॥৬॥

মৃগয়াপ্রভৃতি করিতে থাকায় প্রচুর কষ্টভোগ করিতেন ; কিন্তু সে কষ্টের পরিণামে সুখই হইত ॥২॥

একদা একটা হরিণ শৃঙ্গদ্বারা কোন তপস্বী ব্রাহ্মণের সেই অরণী ও মম্ব (অগ্নি উৎপাদনের কাষ্ঠের নাম—অরণী এবং তাহা ধৰ্ম্মণ করিবার দণ্ডের নাম—মম্ব) সংলগ্ন করিতেছিল ; তখন সেই অরণী ও মম্ব তাহার শৃঙ্গে সংলগ্ন হইয়া পড়িল ॥৩॥

রাজা ! মহাবেগশালী সেই বিশাল হরিণ ব্রাহ্মণের সেই অরণী-মম্ব লইয়াই ব্যস্ত হইয়া লাফাইতে লাফাইতে সত্বর আশ্রম হইতে দূরে চলিয়া গেল ॥৪॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ ! সেই ব্রাহ্মণ, অরণী ও মম্ব হরণ করিতে দেখিয়া অগ্নিহোত্র করিবার ইচ্ছায় সত্বর যুধিষ্ঠির প্রভৃতির নিকটে আগমন করিলেন ॥৫॥

ব্রাহ্মণ হুঃখিত হইয়া সত্বর আসিয়া ভ্রাতাদের সহিত বনে উপবিষ্ট যুধিষ্ঠিরের নিকট এই কথা বলিলেন—॥৬॥

(৩) শ্লোকাৎ পরম্ ‘তস্মিন্ প্রতিবসন্তস্তে যৎপ্রাচঃ কুরুগন্তযাঃ । বনে ক্রেশং হুখোদর্কং তৎ প্রবক্ষ্যামি তে শৃণু ।’ এষ শ্লোকোহপ্যধিকঃ—ব ক নি ।

অরণীসহিতং মম্বঃ সমাসক্তং বনস্পত্যৌ ।  
 যুগ্মস্তু ধর্ম্মমাগস্তু বিষাণে সমসঙ্কত ॥৭॥  
 তমাদায় গতৌ রাজন্ ! ত্বরমাণৌ মহায়ুগং ।  
 আশ্রমাস্তবিতঃ শীঘ্রং প্লবমানৌ মহাজবঃ ॥৮॥  
 তস্তু গত্বা পদং রাজন্ ! আসাশ্চ চ মহায়ুগম্ ।  
 অগ্নিহোত্রং ন লুপ্যেত তদানয়ত পাণ্ডবাঃ ! ॥৯॥  
 ব্রাহ্মণস্তু বচঃ শ্রুত্বা সমুপ্তোহথ যুধিষ্ঠিরঃ ।  
 ধনুরাদায় কোন্তেয়ঃ প্রোদ্ভবদ্ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥১০॥  
 সম্রদ্ধা ধম্বিনঃ সর্ব্বৈ প্রোদ্ভবন্ নরপুঙ্গবাঃ ।  
 ব্রাহ্মণার্থে যতন্তুস্তে শীঘ্রমগ্নগমন্ যুগম্ ॥১১॥  
 কর্ণি-নালৌক-নারাচানুংসৃজন্তৌ মহারথাঃ ।  
 নাবিধান্ পাণ্ডবাস্তত্র পশ্যন্তৌ যুগ্মমন্তিকান্ ॥১২॥

## ভারতকৌমুদী

- অরণীতি । সমাসক্তং শাখায়াং সংলগ্নম্, বনস্পত্যৌ আশ্রমবৃক্ষে ॥৭॥  
 তমিতি । তমরণীসহিতং মম্বম্ । প্লবমানৌ লক্ষ্মেন বিহায়সা গচ্ছন্ ॥৮॥  
 তন্তেতি । পদং পদাঙ্কম্ । তদানয়ত, তদা চাগ্নিহোত্রং মে ন লুপ্যেত ॥৯॥  
 ব্রাহ্মণন্তেতি । প্রোদ্ভবং ক্রতুং প্রোতীর্জিত ॥১০॥  
 সম্রদ্ধা ইতি । সম্রদ্ধা হৃতকবচাদয়ঃ । যতন্তৌ যতমানাঃ ॥১১॥  
 \* কর্ণীতি । যুগং পশ্যন্তৌহপি নাবিধান্ তং ব্যাকুং নাশকুবুন্ ॥১২॥

“আমার অরণী ও মম্ব আশ্রমের বৃক্ষে সংলগ্ন ছিল ; একটা হরিণ শৃঙ্গদ্বারা তাহা সঞ্চালন করিতে থাকায় তাহা তাহার শৃঙ্গে সংলগ্ন হইয়াছিল ॥৭॥

রাজা ! মহাবেগশালী সেই বিশাল হরিণটা তাহা লইয়া লাক্ষাইতে লাক্ষাইতে সত্বর আশ্রমের দূরে চলিয়া গিয়াছে । ॥৮॥

রাজা ! অপর পাণ্ডবগণ ! আপনারা তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাহার নিকট যাইয়া আমার সেই অরণী ও মম্ব আনয়ন করুন ; তাহা হইলে আর আমার অগ্নিহোত্রের ব্যাঘাত হইবে না” ॥৯॥

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণের সেই কথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়া ধনু লইয়া ব্রাহ্মণের সহিত ক্রতু প্রস্থান করিলেন ॥১০॥

নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা সকলেই কবচ পরিধান করিয়া ধনু লইয়া ব্রাহ্মণের জন্ত যত্নবান হইয়া সত্বর সেই যুগের অনুসরণ করিলেন ॥১১॥

(৮) আবশ্যকোপায়ঃ যোকঃ পি নাস্তি । (৯) যোকাতঃ পূর্যম্ ‘বৈশম্পায়ন উবাচ’—পি ।  
 বন-৩১৮ (১১)

তেষাং প্রয়তমানানাং নাদৃশ্যত মহায়ুগঃ ।

অপশ্যন্তো যুগং শ্রাস্তা দুঃখং প্রাপ্তা মনস্বিনঃ ॥১৩॥

শীতলচ্ছায়মাগম্য ত্র্যগ্ৰোধং গহনে বনে ।

ক্ষুৎপিপাসাপরিতাপাঃ পাণ্ডবাঃ সমুপাবিশন্ ॥১৪॥

তেষাং সমুপবিষ্টানাং নকুলো দুঃখিতস্তদা ।

অব্রবীদভ্রাতরং জ্যেষ্ঠমমৰ্ষাৎ কুরুনন্দনম্ ॥১৫॥

নাগ্নিন্ কুলে জাতু মমজ্জ ধৰ্ম্মো ন চালশ্চাদৰ্থলোপো বভূব ।

অনুত্তরাঃ সৰ্বভূতেষু ভূয়ঃ সম্প্রাপ্তাঃ স্ম সংশয়ং কিম্ রাজন্ ! ॥১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপৰ্বণি

আরণ্যে যুগান্বেষণে পঞ্চমষ্টাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

### ভারতকৌমুদী

তেষামিতি । নাদৃশ্যত তৈরেব । দুঃখং প্রাপ্তাঃ, অরণীমহাপ্রাপ্তেঃ ॥১৩॥

শীতলেতি । ত্র্যগ্ৰোধং বটবৃক্ষম্ । ক্ষুৎপিপাসাত্যাং পরিতাপাঃ ক্লান্তদেহাঃ ॥১৪॥

তেষামিতি । তেষাং মধ্যে । অমৰ্ষাৎ দুঃখকোভাৎ ॥১৫॥

নেতি । অগ্নিন্ অশ্বদীয়ে কুলে, জাতু কদাচিদপি, ধৰ্ম্মো ন মমজ্জ লয়ং প্রাপ্তো বভূব ;

### ভারতভাবদীপঃ

অস্থিতি । অমৃতভুক্তাঃ ব্রতিনঃ, ফলাহারাঃ ফলাশ্বেবাহৰ্ত্তং শীলাঃ ॥১—২॥ অরণী-  
উত্তরাধরেহয়িমথনকাঠে তাভ্যাং সহিতং মম্বং নির্মথনদণ্ডম্ ॥৩॥ আশ্রমাস্তুরিতঃ আশ্রম-  
দুৰ্গতঃ ॥৪—৮॥ পদং মার্গে চিহ্নং গম্বা প্রাপ্য তেনৈব পথা তদানয়ত ॥৯—১৫॥ ধৰ্ম্মো

ক্রমে মহারথ পাণ্ডবেরা নিকটে হরিণটাকে দেখিয়া কর্ণী, নালীক ও নারাজ  
নিক্ষেপ করিয়াও তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারিলেন না ॥১২॥

ঔঁহার সেইরূপ চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই অবস্থাতেই সে মহাহরিণ  
অদৃশ্য হইয়া গেল । তখন পরিশ্রান্ত মনস্বী পাণ্ডবেরা সে হরিণ না দেখিয়া  
দুঃখিত হইলেন ॥১৩॥

তখন পাণ্ডবেরা ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইয়া সেই নিবিড় বনमध्येই  
শীতল-চ্ছায়াযুক্ত একটা বটবৃক্ষের নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলেন ॥১৪॥

তখন ঔঁহাদের মধ্যে নকুল দুঃখিত হইয়া ক্ষোভবশতঃ কুরুনন্দন, জ্যেষ্ঠ  
ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—৥১৫॥

(১৫)...অব্রবীদভ্রাতরং জ্যেষ্ঠম্...বা বঁ কা । \* ‘...অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততমঃ...’ —পি,  
‘...দশাধিকদ্বিশততমঃ...’ —বা ব, ‘...একাদশাধিকদ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...দ্বাদশাধিকদ্বি-  
শততমঃ...’ —নি ।

## ষট্‌ষষ্ঠাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

নাপদামস্তি মর্যাদা ন নিমিত্তং ন কারণম্ ।

ধর্মস্তু বিভজ্যত্যার্থযুভয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

আলম্ব্য চ অর্থলোপঃ কার্যনাশো ন বভূব । হে রাজন ! সর্বভূতেষু মমৈতৎ নিষ্পাদয়েতি প্রার্থয়মানেষু সর্বলোকেষু, অহুত্তরা ন পারয়ামীতোবমুত্তরেণ রহিতা অপি বয়ম্, ইদানীং ভূয়ো বহুলম্, কিম্ সংশয়ম্ অরণীমহাবানেতুং শরুমো ন বেতি সন্দেহং সম্ভ্রান্তাঃ । তদ্ব্রহ্মীত্যাশয়ঃ ॥১৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসমিস্কান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায় বনপর্বণি

আরণ্যে পঞ্চষষ্ঠাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

নেতি । ঈদৃশীনাং আপদাং মর্যাদা সীমা নাস্তি, ইতোহধিকাপি ভবিতুমর্হতীতি ভাবঃ । নিমিত্তং পরঘটিতো হেতুরপি নাস্তি, কারণম্ আত্মঘটিতো হেতুরপি নাস্তি । কিন্তু ধর্মঃ প্রান্তনকর্মরূপমদৃষ্টম্, স্ববিশেষরূপেণ খ্যাতয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ, অর্থং ফলরূপং সুখদুঃখাত্মক-বিষয়ং বিভজ্যতি বিভজ্য দদাতি । অদৃষ্টবশাদেবাস্মাকম্ অরণীমহাপ্রাপ্তিবিষয়ে সংশয়রূপেক্ষ মাণত্বপস্থিতেত্যশয়ঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

ন মমজ্জ ধর্মলোপোহর্থলোপশ্চ নাভূৎ, আলম্ব্যাদিত্যুপচর্য্যতে অয়ি অহুত্তরাঃ প্রতিবাক্যরহিতাঃ সর্বভূতেষু কার্যার্থে উপস্থিতে ওমিত্যেব বদামো ন তু বাক্যান্তরমিত্যর্থঃ । সংশয়ঃ ব্রাহ্মণস্ত-কর্মলোপনিমিত্তং দোষম্ ॥১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চষষ্ঠাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৬৫॥

“রাজা ! এই বংশে কখনও ধর্মলোপ হয় নাই, আলম্ব্যবশতঃ কার্যনাশও হয় নাই এবং যে কোন লোক আসিয়া কার্যসাধনের প্রার্থনা করিলে, আমরা ‘পারিব না’ বলিয়া উত্তরও করি নাই ; কিন্তু এখন ব্রাহ্মণের কার্যসাধনবিষয়ে গুরুতর সংশয়াপন্ন হইলাম কেন ?” ॥১৬॥

র বলিলেন—“এইরূপ আপদের সীমা নাই, কিংবা ঐহিক পরঘটিত



ভীম উবাচ ।

প্রাতিকাম্যনয়ং কৃষ্ণাং সভায়াং প্রেষ্যবত্ত্বা ।

ন ময়া নিহতস্তত্র তেন প্রাপ্তাঃ স্য সংশয়ম্ ॥২॥

অৰ্জুন উবাচ ।

বাচস্তীক্ষ্ণান্ধিভেদিগ্ন্যঃ সূতপুত্রেণ ভাষিতাঃ ।

অতিতীব্রা ময়া ক্ষান্তান্তেন প্রাপ্তাঃ স্য সংশয়ম্ ॥৩॥

সহদেব উবাচ ।

শকুনিস্ত্বাং যদাহজৈষীদক্ষদ্যুতেন ভারত ! ।

স ময়া ন হতস্তত্র তেন প্রাপ্তাঃ স্য সংশয়ম্ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা নকুলং বাক্যমব্রবীৎ ।

আরুহ্য বৃক্ষং মাদ্বেয় ! নিরীক্ষ্য দিশো দশ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

প্রাতীতি । প্রাতিকাম্য তদ্বিবর্ত্তো হুঃশাসন ইত্যর্থঃ । প্রেষ্যবৎ দানীমিব । কর্তব্যাকরণ-  
পাপেনৈব জনিতেষ্মস্মাকমাপদিতি ভাবঃ । পরয়োৰ্যপ্যবমুহুঃ ॥২॥

বাচ ইতি । তীক্ষ্ণাঃ, অস্থিভেদিগ্ন্যঃ অস্থিপৰ্য্যন্তবিদারিণ্যঃ ॥৩॥

শকুনিরিতি । স্বাং যুধিষ্ঠিরম্ । অক্ষৈর্দ্যুতং ক্রীড়া তেন ॥৪॥

তত ইতি । নিরীক্ষ্য, জলামেষণার্থমিতি ভাবঃ ॥৫॥

হেতু নাই, অথবা ঐহিক আশ্রয়টিত হেতুও নাই; কিন্তু পুণ্য ও পাপরূপ  
অদৃষ্টই লোকের এইরূপ সুখ ও দুঃখ দিয়া থাকে” ॥১॥

ভীম বলিলেন—“সেই সময়ে হুঃশাসন দাসীর আয় ভ্রোপদীকে সভামধ্যে  
নিয়া গিয়াছিল, তাহাকে যে আমি তখন বধ করি নাই, সেই পাপেই আমরা  
এই সংশয় প্রাপ্ত হইয়াছি” ॥২॥

অৰ্জুন বলিলেন—“কর্ণ তখন অস্থিবিদারক অতিতীব্র কটু বাক্য সকল  
বলিয়াছিল, তাহা যে আমি সহ করিয়াছিলাম, তাহাতেই এই সংশয় প্রাপ্ত  
হইয়াছি” ॥৩॥

সহদেব বলিলেন—“ভরতনন্দন! শকুনি যখন পাশাখেলায় আপনাকে  
জয় করিয়াছিল, তখন তাহাকে যে আমি বধ করি নাই, তাহাতেই এই সংশয়  
প্রাপ্ত হইয়াছি” ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর রাজা যুধিষ্ঠির নকুলকে বলিলেন—  
“মাত্রীনন্দন! কোন দৃক্ষে আরোহণ করিয়া দশ দিক্ পর্যবেক্ষণ কর ॥৫॥

পানীয়মস্তিকে পশ্য বৃক্ষাংশ্চাপ্যদকাশ্রিতান্ ।  
 এতে হি ভ্রাতরঃ শ্রাস্তাস্তব তাত ! পিপাসিতাঃ ॥৬॥  
 নকুলস্ত তথৈত্যুক্ত্বা শীত্ৰমারুহ পাদপম্ ।  
 অত্রবীদ্ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠমভিবীক্ষ্য সমস্ততঃ ॥৭॥  
 পশ্যামি বহুলান্ রাজান্ ! বৃক্ষানুদকসংশ্রয়ান্ ।  
 সারসানাক্ষ নিহ্নাদমত্রোদকমসংশয়ম্ ॥৮॥  
 ততোহত্রবীৎ সত্যধৃতিঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।  
 গচ্ছ সৌম্য ! ততঃ শীত্ৰং তূণৈঃ পানীয়মানয় ॥৯॥  
 নকুলস্ত তথৈত্যুক্ত্বা ভাতুর্জ্যেষ্ঠস্ত শাসনাৎ ।  
 প্রাদ্রবদ্যত্র পানীয়ং শীত্ৰৈকৈবান্নপচ্যত ॥১০॥  
 স দৃষ্ট্বা বিমলং তোয়ং সারসৈঃ পরিবারিতম্ ।  
 পাতুকামস্ততো বাচমস্তরীক্ষাৎ স শুশ্রুবে ॥১১॥

## ভারতকৌমুদী

পানীয়মিতি । পানীয়মস্তি ন বেতি পঠেত্যর্থঃ । উদবাশ্রিতান্ জলজীবিনঃ । জলাদর্শনে-  
 হপি জলজীবিবৃক্ষদর্শনেনৈব জলসম্ভাছুমানসম্ভব ইতি ভাবঃ ॥৬॥

নকুল ইতি । পাদপং সাদ্বিধ্যাত্বং বটবৃক্ষম্ । সমস্ততঃ সর্কাস্থ দিক্ ॥৭॥

পশ্যামিতি । সারসানাং জলাশ্রিতপক্ষিবেশেখণাম্, নিহ্নাদং রবম্ ॥৮॥

\* তত ইতি । সত্যধৃতিরর্থার্থবৈধিংশালী । তূণৈঃ শৃগুতুণীতৈঃ ॥৯॥

নকুল ইতি । শাসনাদাদেশাৎ অন্নপচ্যত অলভত ॥১০॥

স ইতি । স প্রশিক্ষঃ । পরিবারিতং পরিবেষ্টিতম্ । স নকুলঃ ॥১১॥

নিকটে জল বা জলজীবী বৃক্ষ আছে কি না দেখ । কাবণ, বৎস ! তৌমার  
 এই ভ্রাতারা পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত হইয়াছেন ॥৬॥

“তাহাই হউক” এই কথা বলিয়া নকুল সত্বরই সেই বটবৃক্ষে আরোহণ  
 করিয়া এবং সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—॥৭॥

“রাজা ! জলাশ্রিত বহুতর বৃক্ষ দেখিতেছি এবং সারসপক্ষীর রবও  
 শুনিতেছি ; সুতরাং নিশ্চয়ই এইখানে জল আছে” ॥৮॥

তাহার পর প্রকৃতবৈধিংশালী কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির বলিলেন—“সৌম্য !  
 সত্বর গমন কর এবং তুণে করিয়া তথা হইতে জল আনয়ন কর” ॥৯॥

\* “তাহাই হউক” এই কথা বলিয়া নকুল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ অনুসারে  
 যেখানে জল ছিল, সেইখানে সত্বরই গেলেন এবং জলও পাইলেন ॥১০॥

(১১) ক্কাং পরম্ ‘বৃক্ষ উবাচ’—বা ব কানি ।

মা তাত ! সাহসং কার্ষীর্ময় পূৰ্বপরিগ্রহঃ ।  
 প্রশ্নানুক্ত্বা তু মাদ্রেয় ! ততঃ পিব ইরস্ব চ ॥১২॥  
 অনাদৃত্য তু তত্ৰাক্যং নকুলঃ স্থপিপাসিতঃ ।  
 অপিবচ্ছীতলং তোয়ং পীত্বা চ নিপপাত হ ॥১৩॥  
 চিরায়মাণে নকুলে কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।  
 ক্ষত্রবৌদ্ভাতরং বীরং সহদেবমবিন্দমম্ ॥১৪॥  
 ভ্রাতা হি চিরযাতো নঃ সহদেব ! তবাঃপ্রজঃ ।  
 তথৈবানয় সৌদৰ্য্যং পানীয়ঞ্চ সমানয় ॥১৫॥  
 সহদেবস্তথেষ্ট্যুক্ত্বা তাং দিশং প্রত্যপগত ।  
 দদর্শ চ হতং ভূমৌ ভ্রাতরং নকুলং তদা ॥১৬॥

### ভারতকৌমুদী

মেতি । সাহসং জলপানায় হঠকারিতাম্ । পূৰ্বপরিগ্রহঃ পূৰ্বাধিকৃতমিদং জলম্ ॥১২॥  
 অনেতি । স্থপিপাসিতত্বাদেব অনাদৃত্যেতি ভাবঃ । নিপপাত ভূমৌ ॥১৩॥  
 চিরেতি । বীরত্বাদেবাবিন্দমঃ, অবিন্দমত্বাদেব চ তৎপ্রেষণে উৎসেগাভাব ইতি ভাবঃ ॥১৪॥  
 ভ্রাতেতি । অশ্বাকং ভ্রাতৃত্বাভাব চাগ্রজসৌদৰ্য্যত্বাস্তদানয়নং সৰ্ব্বথৈবোচিতমিত্যাশয়ঃ ॥১৫॥  
 সাহেতি । অপগত অগচ্ছৎ । হতং হতমিব ভূমৌ শয়িতমিত্যর্থঃ ॥১৬॥

তখন নকুল সারসপক্ষি-পরিবেষ্টিত নির্মল জল দেখিয়া তাহা পান করিবার ইচ্ছা করিলেন, তখন আকাশ হইতে এই বাক্য শুনিলেন—॥১১॥

“বৎস ! এই জল পূৰ্ব হইতেই আমার অধিকারে রহিয়াছে ; সুতরাং সাহস করিও না । তবে, মাদ্রীনন্দন ! আমার প্রেমের উত্তর দিয়া পরে পান কর এবং হরণ কর” ॥১২॥

নকুল অত্যন্ত পিপাসার্ত ছিলেন বলিয়া সেই কথা অগ্রাহ্য করিয়া সেই জীতল জল পান করিলেন এবং পান করিয়াই ভূতলে পতিত হইলেন ॥১৩॥

নকুল বিলম্ব করিতে থাকিলে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির, বীর ও শক্রদমনকারী ভ্রাতা সহদেবকে বলিলেন—॥১৪॥

“সহদেব ! আমাদের ভ্রাতা এবং তোমার অগ্রজ সহোদর নকুল অনেকক্ষণ গিয়াছেন ; অতএব তাঁহাকে আনয়ন কর এবং জলও আনয়ন কর” ॥১৫॥

“তাহাই হউক” এই কথা বলিয়া সহদেব সেই দিকে গেলেন এবং যাইয়া দেখিলেন—ভ্রাতা নকুল নিহতের স্থায় ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥১৬॥

ভ্রাতৃশোকাভিসমুত্তপ্তস্বয়ং চ প্রীড়িতঃ ।  
 অভিহুদ্রাব পানীয়ং ততো বাগভ্যাভাষত ॥১৭॥  
 মা তাত ! সাহসং কার্ষার্মম পূৰ্বপরিগ্রহঃ ।  
 প্রশ্নানুত্ত্ব। যথাকামং পিবস্ব চ হবস্ব চ ॥১৮॥  
 অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং সহদেবঃ পিপাসিতঃ ।  
 অপিবচ্ছীতলং তোয়ং পীত্বা চ নিপপাত হ ॥১৯॥  
 অথাত্রবীৎ স বিজয়ং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।  
 ভ্রাতরৌ তে চিরগতো বীভৎসৌ ! শত্রুকৰ্ষণ ! ॥২০॥  
 তৌ চৈবানয় ভদ্রং তে পানীয়ঞ্চ ত্বমানয় ।  
 ত্বং হি নস্তাত ! সৰ্ব্বেষাং দুঃখিতানীমুণাশ্রয়ঃ ॥২১॥  
 এবমুক্তো গুড়াকেশঃ প্রগৃহ্য সশ্বরং যযুঃ ।  
 আমুক্তখড়্গেণা মেধাবী তৎ সরঃ প্রত্যপগত ॥২২॥

### ভারতকৌমুদী

ভ্রাতৃশোকাভিসমুত্তপ্তস্বয়ং আদিত্যে বিভাব্য প্রাক্ পানীয়াভিলষণম্ ॥১৭॥  
 যেতি । পিবস্ব চ হবস্ব চ জলমিতি শেষঃ ॥১৮॥  
 অনাদৃত্যেতি । পিপাসা অন্তঃসঙ্ঘাতেতি পিপাসিতঃ তারকাদিভ্যাদিতচ্ ॥১৯॥  
 অথেষেতি । বিজয়মর্জুনম্ । সযোধনঘয়েন তত্ত্বাজ্যযাৎসু চিত্তম্ ॥২০॥  
 তাবিতি । তে তব ভদ্রং মঙ্গলমস্ত । উপাশ্রয়ঃ অবলম্বনম্ ॥২১॥

তখন সহদেব ভ্রাতৃশোকে অত্যন্ত সমুত্তপ্ত এবং তৃষ্ণায় প্রীড়িত হইয়া জলের দিকে ধাবিত হইলেন ; তাহার পর একটা বাক্য ইহা বলিল—॥১৭॥

“বৎস ! এই জল পূৰ্ব হইতেই আমার অধিকারে রহিয়াছে ; সুতরাং সাহস করিও না। তবে, আমার প্রশ্নের উত্তর বলিয়া ইচ্ছানুসারে জল পান কর এবং জল লইয়া যাও” ॥১৮॥

পিসাসার্ত্ত সহদেব সে বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া শীতল জল পান করিলেন এবং পান করিয়াই ভূতলে পতিত হইলেন ॥১৯॥

তাহার পর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলিলেন—“বীভৎসু ! শত্রুদমন ! তোমার ভ্রাতারা অনেকক্লম গিয়াছে ॥২০॥

তুমি, তাহাদিগকে আনয়ন কর এবং জলও আনয়ন কর। বৎস ! আমরা দুঃখী ; সুতরাং তুমিই আমাদের সকলের আশ্রয়। তোমার মঙ্গল হউক” ॥২১॥

যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, বুদ্ধিমান্ অর্জুন যযু, বাণ ও তরবারি ধারণ করিয়া সেই সরোবরের দিকে গমন করিলেন ॥২২॥

ততঃ পুরুষশাৰ্দ্দলৌ পানীয়হরণে গতো ।  
 তৌ দদর্শ হতৌ তত্র ভ্রাতরৌ শ্বেতবাহনঃ ॥২৩॥  
 প্রস্থপ্তাবিব তৌ দৃষ্ট্বা নরসিংহঃ স্তম্ভঃখিতঃ ।  
 ধনুরুদ্রম্য কৌন্তেয়ো ব্যলোকয়ত তদ্বনম্ ॥২৪॥  
 নাপশ্যন্তত্ৰ কিঞ্চিৎ স ভূতমগ্নিন্ মহাবনে ।  
 সবাসাচী ততঃ শ্রান্তঃ পানীয়ং সোহভ্যধাবত ॥২৫॥  
 অভিধাবন্ততো বাচমন্তরীক্ষাৎ স শুশ্রবে ।  
 কিমাসীদসি পানীয়ং নৈতচ্ছক্যং বলাত্নয়া ॥২৬॥  
 কৌন্তেয় ! যদি প্রপ্লাংস্তান্ ময়োক্তান্ প্রতিপৎসসে ।  
 ততঃ পাস্তসি পানীয়ং হরিষ্যসি চ ভারত ! ॥২৭॥

### ভারতকৌমুদী

এবমিতি । গুড়াকেশঃ অৰ্জুনঃ । আমুক্তখড়্গঃ ধৃতকৃপাণঃ, অপত্নতাগচ্ছৎ ॥২২॥  
 তত ইতি । তৌ নকুলসহদেবৌ । শ্বেতবাহনঃ অৰ্জুনঃ ॥২৩॥  
 প্রেতি । নরসিংহঃ অৰ্জুনঃ । উদ্রম্য উত্তোল্য ॥২৪॥  
 নেতি । ভূতং প্রাণিনম্ । সবাসাচী অৰ্জুনঃ ॥২৫॥  
 অভিতি । কাং বাচমিত্যাহ—কিমিতি । আসীদসি জলশ্রাসন্নো ভবদি ॥২৬॥  
 কৌন্তেয়েতি । প্রতিপৎসসে উত্তরযুক্তান্ বর্জ্যং শক্ষ্যসে । ততস্তদা ॥২৭॥

### ভারতভাবদীপঃ

নাশদামিতি । নিমিত্তং ফলং ধর্ম্যঃ প্রারন্ধরূপত্বং ফলং স্তম্ভঃখন্ধরূপং বিভজ্জতি ॥১॥  
 প্রেস্তবৎ প্রেস্তামিব ॥২—১১॥ সাহসং জলপানরূপম্, পরিগ্রহো নিয়মঃ, যো মৎপ্রপ্লাংস্তান্ বদেৎ

তাহার পর অৰ্জুন সেখানে যাইয়া দেখিলেন—জল আহরণের জন্য আগত  
 নরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতা নকুল ও সহদেব নিহত হইয়া রহিয়াছেন ॥২৩॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ অৰ্জুন তাঁহাদিগকে নিদ্রিতের স্থায় দেখিয়া অতিদুঃখিত হইয়া  
 ধনু উত্তোলন করিয়া সেই বন দর্শন করিতে লাগিলেন ॥২৪॥

কিন্তু পরিশ্রান্ত অৰ্জুন সেই মহাবনে তখন কোন প্রাণীবৈই দেখিতে  
 পাইলেন না । তাহার পর তিনি জলের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২৫॥

তিনি জলের দিকে ধাবিত হইয়া আকাশ হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিলেন—  
 নন্দন ! তুমি জলের নিকট যাইতেছ কেন ; বলপূর্বক তুমি এ জল লইতে  
 পারিবে না ॥২৬॥

ভরতনন্দন । তুমি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পার, তবে জল পান  
 করিতেও পারিবে, হরণ করিতেও পারিবে ॥২৭॥

বারিতস্ত্বত্রবীং পার্থে দৃশ্যমানো নিবারয় ।  
 যাবদ্বাগৈবিনিভিন্নঃ পুনর্নৈবং বদিস্যসি ॥২৮॥  
 এবমুক্তা ততঃ পার্থঃ শরৈরব্রাহ্মানুমন্তিতৈঃ ।  
 প্রববর্ষ দিশঃ কৃৎস্নাঃ শব্দবেধঞ্চ দর্শয়ন্ ।  
 কর্ণি নালীক-নারাচানুৎসৃজন্ ভরতর্ষভ ! ॥২৯॥  
 স হুমোঘানিষুন্ মুক্তা তৃষ্ণাভিপ্ৰপীড়িতঃ ।  
 অনেকৈরিষুসংঘাতৈরন্তরীক্ষং ববর্ষ হ ॥৩০॥

যক্ষ উবাচ ।

কিং বিঘাতেন তে পার্থ ! প্রশ্নানুক্তা ততঃ পিব ।  
 অনুক্তা চ পিবন্ প্রশ্নান্ পীত্বৈব ন ভবিষ্যসি ॥৩১॥  
 এবমুক্তস্ততঃ পার্থঃ সব্যাসাচী ধনঞ্জয়ঃ ।  
 অবজ্ঞাত্যেব তাং বাচং পীত্বৈব নিপপাত হ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

বারিত ইতি । বারিতঃ অদৃশ্যমানেন প্রাণিনা নিধিক্ঃ, পার্থোহর্জুনঃ ॥২৮॥  
 এবমিতি । শব্দবেধং বাণম্, দর্শয়ন্ আবিষ্করন্ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৯॥  
 স ইতি । ইষুসংঘাতেঃ তৈরেব বাণৈঃ । ববর্ষ অদৃশ্যভূতবধাৰ্গমিতি ভাবঃ ॥৩০॥  
 কিমিতি । বিঘাতেন মদ্বিঘাতচেষ্টয়া । ন ভবিষ্যসি ন হ্যাপ্তসি মদ্বিঘাতীত্যর্থঃ ॥৩১॥

অর্জুন সেইরূপ নিবারিত হইয়া বলিলেন—“তুমি দৃষ্টিগোচর হইয়া নিবারণ কর । তাহা হইলে আমার বাণে বিদীর্ণ হইয়া আর একরূপ বলিতে পারিবে না” ॥২৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! অর্জুন এইরূপ বলিয়া তাহার পর শব্দবেধবাণ আবিষ্কার করিয়া এবং কর্ণী, নালীক ও নারাচ নিক্ষেপ করিয়া, পরে অস্ত্রনস্ত্রে অভিমন্ত্রিত বাণসমূহদ্বারা সকল দিক্ আবৃত করিলেন ॥২৯॥

পিপাসার্ত্ত অর্জুন অব্যর্থ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিয়া ক্রমে তাহা দ্বারা আকাশটাকেও আবৃত করিলেন ॥৩০॥

তখন সেই অদৃশ্য যক্ষ বলিল—“অর্জুন ! আমাকে বধ করিবার চেষ্টা করিয়া তোমার প্রয়োজন কি ? তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাহার পর জল পান কর । প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জলপানে প্রবৃত্ত হইলে পান করিয়াই মরিবে” ॥৩১॥

এইরূপ বলিলে, সব্যাসাচী পৃথানন্দন অর্জুনও সে বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া জল পান করিয়াই ভূতলে পতিত হইলেন ॥৩২॥

(২২)...শব্দবিধঞ্চ দর্শয়ন্—বা ব কা পি ।

বন-৩১২,(১১)

अथात्रबौद्धीमसेनः कुरुतुपुत्रो युधिष्ठिरः ।

नकुलः सहदेवश्च वीर्यशूराश्च परशुप ! ॥३३॥

চিরং গতাস্তোয়হেতোর্ন চাগচ্ছস্তি ভাবত ! ।

তাংশৈবানয় ভদ্রং তে পানীয়ঞ্চ স্থমানয় ॥৩৪॥ (যুগাক্ষয়)

ভীষ্মেনস্তথেষ্ট্যক্ত, তং দেশং প্রত্যপদ্যত ।

যত্র তে পুরুষব্যাভ্রা ভ্রাতরোহস্ম নিপাতিতাঃ ॥৩৫॥

তান্ দৃষ্ট্য। দুঃখিতো ভৌমসুক্ষ্ময়া চ প্রপৌড়িতঃ ।

অমন্যত মহাবাহুঃ কণ্ঠ্য তদ্যক্ষরক্ষসাম্ ॥৩৬॥

স চিন্তয়ামাস তদা যোদ্ধব্যং ধ্রুবমদ্য বৈ ।

পাস্ত্যমি তাবৎ পানীয়মিতি পার্থে বৃকোদরঃ ।

ততোহভ্যধাবৎ পানীয়ং পিপাসুর্ভবতর্ষভঃ ॥৩৭॥

‘যক্ষ উবাচ ।

या तात ! साहसं काशीर्मम पूर्वपरिग्रहः ।

প্রশ্নানুজ্ঞ। তু কোন্তেয় ! ততঃ পিব হরষ চ ॥৩৮॥

# ভারতকোমুদী

এবমিতি । পীঠেব সরসো জলমিতি শেষ: ॥৩২॥

অথেতি । বীভৎস্বর্জুনঃ । তেয়হেতোর্জলানয়নার্থম্ ॥৩৩—৩৪॥

ভীয়েতি । প্রতাপন্ত অগচ্ছৎ । তে অৰ্জুন-নকুল-সহদেবাঃ ॥৩৫॥

তানিতি । তৎ কৰ্ম জ্ঞাতৃণাং নিপাতনম্, যক্ষরক্ষস্যাং মায়াবিহাদিতি ভাবঃ ॥৩৬॥

न इति । इति चिन्तयित्वा । अभ्युदायं पिपासुत्वादेष । षट्पादोदयं श्लोकः ॥७॥

তাহার পর এখানে কুস্তানন্দন যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে বলিলেন—“ভগ্নতনন্দন পরম্পর ! নকুল, সহদেব ও অর্জুন জল আনয়নের জন্ত অনেকক্ষণ গিয়াছে, এখনও আসিতেছে না; অতএব তুমি তাহাদিগকেও আনয়ন কর, জলও আনয়ন কর। তোমার মঙ্গল হউক” ॥৩৩—৩৪॥

“তাহাই হউক” এই কথা বলিয়া ভীমসেন সেই স্থানে গমন করিলেন, যে স্থানে উহার ভ্রাতা সেই পুরুষাশ্রিতেরা পতিত হইয়া রহিয়াছিলেন ॥৫৫॥

তৃক্ষার্ত মহাবাহু ভীমসেন ভ্রাতৃগণকে নিপতিত দেখিয়া দুঃখিত হইয়া সে কাষাটা যক্ষ-রাক্ষসগণের বলিয়াই মনে করিলেন ॥৩৬॥

তাহার পর তিনি চিন্তা করিলেন—“আজ নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিতে হইবে। তবে আগে জল পান করিব”। এইরূপ চিন্তা করিয়া পিশাশীর্ষ ভরত্বেষ্ঠ পৃথানন্দন ভীমসেন জলের দিকে ধাবিত হইলেন ৩৭৥

এবমুক্তস্তদা ভীমো যক্ষ্ণেণামিততেজসা।

অনুতৈব তু তান্ প্রশ্নান্ পীত্বৈব নিৰ্পণাত হ ॥৩৯॥

ততঃ কুন্তীহুতো রাজা প্রচিস্ত্য পুরুষৰ্ষভঃ।

সমুথায় মহাবাহুর্দহমানেন চেতসা।

ব্যপেতজননির্ঘোষং প্রবিবেশ মহাবনম্ ॥৪০॥

স গচ্ছন্ কাননে তস্মিন্ হেমজালপরিষ্কৃতম্।

দদর্শ তৎ সরঃ শ্রীমান্ বিশ্বকৰ্ম্মকৃতং যথা ॥৪১॥

### ভারতকৌমুদী

মেতি। প্রশ্নান্ মৎপ্রশ্নোত্তরাণি। পিব হরস্ব চ জলমিতি শেষঃ ॥৩৮॥

এবমিতি। তান্ যক্ষকর্তব্যান্। পীত্বৈব জলম্ ॥৩৯॥

তত ইতি। প্রচিস্ত্য নকুলাদীনাং বিলম্বকারণমিতি শেষঃ। ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৪০॥

স ইতি। হেমজালেন হৈমপদ্মসমূহেন পরিষ্কৃতং পরিশোভিতম্ ॥৪১॥

তখন যক্ষ বলিল—“বৎস কুন্তীনন্দন! এই জল পূর্ব হইতেই আমার অধিকারে রহিয়াছে; সুতরাং তুমি সাহস করিও না। আমার প্রশ্নের উত্তর বলিয়া পরে জল পান কর এবং হরণ কর” ॥৩৮॥

অমিততেজা যক্ষ এইরূপ বলিলে, ভীমসেন তাহার প্রশ্নের উত্তর ন বলিয়াই জল পান করিলেন এবং জল পান করিয়াই পতিত হইলেন ॥৩৯॥

তাহার পর এদিকে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের বিলম্বের কারণ চিন্তা করিয়া গাত্রোথানপূর্বক অত্যন্ত উদ্ভিগ্ধচিত্তে যাইয়া সেই জন-শব্দ-শূন্য মহাবনে প্রবেশ করিলেন ॥৪০॥

(৩৯) শ্লোকাৎ পরং যাবন্তি পুস্তকানি দৃশ্যন্তে, তাবন্ত এব পাঠভেদাঃ পরিলক্ষ্যন্তে। ইমে শ্লোকাস্চাধিকাঃ—‘ততশ্চিরগতান্ ভ্রাতৃনথ জাহ্না যুধিষ্ঠিরঃ। চিরায়মাণো বহুশঃ পুনঃ পুনঃবাচ হ। মাত্রেয়ৌ কিং চিরায়তে গাণ্ডীবী কিং চিরায়তে। মহাবলধরস্তত্র কিং হু ভীমশ্চিরায়তে। গচ্ছাম্যেবাং পদং ভ্রষ্টমিতি কৃত্বা যুধিষ্ঠিরঃ। সমুত্তস্থৌ মহাবাহুর্দহমানেন চেতসা। ততঃ কুন্তীহুতো রাজা প্রচিস্ত্য পুরুষৰ্ষভঃ। আত্মনাত্মানমেতচ্চ চিস্তয়ন্নিদ-মব্রবীৎ। কিং স্বিন্ধনমিদং হৃষ্টং কিং স্বিন্ধুস্তৌ যুগো ভবেৎ। প্রাহমন্ বা মহাভূতং শপ্তা-স্তেনাথবাহুপতন্। ন পশ্যন্ত্যথবা বীরাঃ পানীয়ং যত্র তে গতাঃ। অস্থিচ্ছন্তিৰ্বনে তোয়ং কালোহয়মভিপীতিতঃ। কিং হু তৎকারণং যেন নায়ান্তি পুরুষৰ্ষভাঃ। এবমাদৌনি বাক্যানি বিবৃজ্ঞ নৃপনৃতমঃ।’—ব পি। (৪০) শ্লোকাৎ পরকায়ং সার্বশ্লোকোহধিকঃ—‘কৃষ্ণভিচ্চ বরাহৈচ্চ পক্ষিভিচ্চ নিবেষিতম্। নীলভাষ্যবর্ণৈচ্চ পাদপৈৰুপশোভিতম্। ভ্রমরৈরুপগীতঞ্চ পক্ষিভিচ্চ মহাযশাঃ।’—ব পি নি।



উপেতং নলিনীজালৈঃ সিদ্ধুবারৈঃ সবেতসৈঃ ।

কেতকৈঃ করবীরৈশ্চ পিঙ্গলৈশ্চৈব সংবৃতম্ ।

শ্রমার্ভস্তদুপাগম্য সরো দৃষ্ট্বাথ বিস্মিতঃ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি আরণ্যে  
নকুলাদিপতনে ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:~:—

সপ্তষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স দদর্শ হতান্ ভ্রাতৃন লোকপালানি চ্যুতান্ ।

যুগান্তে সমুদ্রপ্রাপ্তে শত্রুপ্রতিমগৌরবান্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

উপেতমিতি । শ্রমার্ভো যুধিষ্ঠিরঃ । বিস্মিতঃ, সৌন্দর্যাৎ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৪২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য-

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি

আরণ্যে ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

স ইতি । যুগান্তে সমুদ্রপ্রাপ্তে, চ্যুতান্ স্বৰ্ণহানজটান্ লোকপালানি ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

স এবেষতঃ পয়ঃ পিবেদ্ধরেচ্ছেতি ॥১২—২৭॥ দৃষ্টমানো ভূষেতি শেষঃ ॥২৮—৩০॥ বিধানেন  
যত্নেন । ন ভবিষ্যসি ন মরিষ্যসি ॥৩১—৪০॥ হেমজালানি হেমবর্ণানি কেশরানি, তৈঃ  
পরিষ্কৃতং মণ্ডিতম্ ॥৪১॥ সিদ্ধুবারৈর্জলবিশেষৈঃ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৬৬॥

শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির যাইতে যাইতে সেই বনमध्ये বিশ্বকৰ্ম্মনিৰ্ম্মিতের স্নায়  
স্বৰ্ণপদ্মপরিশোভিত সেই সরোবর দৰ্শন করিলেন ॥৪১॥

সেই সরোবরের জল পদ্মলতায় আবৃত ছিল এবং তীরদেশ—সিদ্ধুবার,  
বেতস, কেতক, করবীর ও পিঙ্গলবৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল । পরিশ্রান্ত যুধিষ্ঠির  
উপস্থিত হইয়া উত্তরূপ সরোবর দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ॥৪২॥

\* ‘...বনবত্যাধিকদ্বিশততমঃ...’ —পি, ‘...একাদশাধিকদ্বিশততমঃ...’ —বা ব, ‘...দ্বাদ-  
শাধিকদ্বিশততমঃ...’ —ক, ‘...ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমঃ...’ —নি ।

বিনিকৌর্ধনুর্বাণং দৃষ্ট্ৱা নিহতমর্জ্জুনম্ ।  
 ভীমসেনং যমো চৈব নির্বিচেটান্ গতান্নমঃ ।  
 দীর্ঘমুখঃ বিনিশ্চস্ত শোকবাস্পপরিপ্লুতঃ ॥২॥  
 তান্দৃষ্ট্ৱা পতিতান্ ভ্রাতৃনু সর্বাংশ্চিন্তাসমগ্নিতঃ ।  
 ধর্মপুত্রো মহাবাহুবিললাপ হবিস্তরম্ ॥৩॥  
 ননু ত্বয়া মহাবাহো ! প্রতিজ্ঞাতং স্বকোদর ! ।  
 দুর্ঘ্যোধনস্ত ভেৎস্মামি গদয়া সন্ধিনৌ রণে ॥৪॥  
 ব্যর্থং তদগ্ন মে সর্বং ত্বয়ি ভীম ! নিপাতিতে ।  
 মহাত্মনি মহাবাহৌ কুরুণাং কৌর্তিবর্দ্ধনে ॥৫॥  
 মনুষ্যসম্ভবা বাচো বিধর্মিণ্যঃ প্রতিশ্রুতাঃ ।  
 ভবতাং দিব্যবাচস্ত তা ভবন্তি ক্লথং মৃষা ॥৬॥

### ভারতকৌমুদী

বীতি । শোকবাস্পেণ পরিপ্লুতঃ সিক্তগণ্ডোহভবৎ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২॥  
 তানিতি । মহাবাহুরপি বিললাপ, হস্তরদর্শনেন প্রতীকারাসম্ভবাৎ ॥৩॥  
 বিলাপপ্রকারানাং । কিং প্রতিজ্ঞাতমিত্যাহ—দুর্ঘ্যোধনশ্চেতি । সন্ধিনৌ উরুদ্বয়ম্ ॥৪॥  
 ব্যর্থমিতি । তৎ তৎপ্রতিজ্ঞাদিকম্ ॥৫॥  
 মনুষ্যেতি । বিধর্মিণ্যো বিপরীতা ভবিতুমর্হন্তি । ভবতাং সম্বন্ধে ॥৬॥

• বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর যুধিষ্ঠির দেখিলেন—ইন্দ্রের তুল্য গৌরবশালী ভ্রাতারা, প্রলয়কালে স্বস্বস্থানচ্যুত লোকপালগণের স্থায় নিহঁত হইয়া রহিয়াছেন ॥১॥

ধনু ও বাণ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এবং ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব নিহত ও মৃত অবস্থায় নিষ্পন্দভাবে রহিয়াছেন ; ইহা দেখিয়া যুধিষ্ঠির দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শোকবাস্পে আশ্রুত হইলেন ॥২॥

মহাবাহু যুধিষ্ঠির সেই ভ্রাতাদের সকলকেই পতিত দেখিয়া চিন্তায় আকুল হইয়া বহুতর বিলাপ করিলেন—॥৩॥

‘মহাবাহু ভীমসেন ! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, আমি যুদ্ধে গদাধারা দুর্ঘ্যোধনের উরুদ্বয় ভগ্ন করিব ॥৪॥

• সে সমস্তই আজ আমার ব্যর্থ হইয়া গেল । কারণ, ভীম ! কুরুবংশের কৌর্তিবর্দ্ধক, মহাবাহু ও মহাত্মা তুমি নিপতিত হইয়াছ ॥৫॥

যাঁক ; মনুষ্যের প্রতিজ্ঞাবাক্য মিথ্যা হইতে পারে ; কিন্তু তোমাদের সম্বন্ধে দেবগণের সেই বাক্যগুলি মিথ্যা হইতেছে কেন ! ॥৬॥

দেবাশ্চাপি যদাহবোচন্ সূতকে স্বাং ধনঞ্জয় ! ।  
 সহস্রাক্ষাদনবরঃ কুন্তি ! পুত্রস্তবেতি বৈ ॥৭॥  
 উত্তরে পারিপাত্রে চ অণ্ডভূতানি সৰ্ব্বশঃ ।  
 বিপ্রনক্টাং শ্রিয়ক্ৰৈষামাহতী পুনরোজ্জসা ॥৮॥  
 নাশ্ত জেতা রণে কশ্চিদজেতা নৈষ কশ্চচিৎ ।  
 সোহয়ং যুত্বাবশং যাতঃ কথং জিযুর্মহাবলঃ ॥৯॥  
 অয়ং মমাশাং সংহত্য শেতে ভূমৌ ধনঞ্জয়ঃ ।  
 আশ্রিত্য যং বয়ং নাথং দুঃখাশ্রুতানি সেহিম ॥১০॥  
 রণেহপ্রমত্তৌ বীরৌ চ সদা শত্রুনিবহ্নৌ ।  
 কথং রিপুবংশং যাতে কুন্তীপুত্রৌ মহাবলৌ ।  
 যৌ সৰ্ব্বাত্মপ্রতিহতৌ ভীমসেনধনঞ্জয়ৌ ॥১১॥

### ভারতকৌমুদী

দেবা ইতি । অবোচন্ উক্তবস্তঃ, সূতকে জন্মসময়ে । অনবরঃ অনুনঃ ॥৭॥  
 উত্তর ইতি । পারিপাত্রে তদাখ্যে পর্বতে । ভূতানি মূনিপ্রভৃতয়ঃ প্রাণিনঃ ॥৮॥  
 নেতি । অশ্ত অর্জুনস্ত । জিযুর্মর্জুনঃ ॥৯॥  
 অয়মিতি । সংহত্য বিনাশ্ত । নাথং রক্ষকম্ । সেহিম সোচবস্তঃ ॥১০॥  
 রণ ইতি । অপ্রমত্তৌ সাবধানৌ । যট্টপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥

অর্জুন ! তোমার জন্মের সময়েও দেবতারাও তোমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, “কুন্তি ! তোমার এই পুত্র ইন্দ্র হইতে ন্যূন হইবে না” ॥৭॥

উত্তর পারিপাত্রপর্বতে সকল প্রাণীরাই বলিয়াছিলেন যে, ইনি (অর্জুন) নিজের বলে পাণ্ডবদের হস্তচ্যুত সম্পত্তি পুনরায় আনয়ন করিবেন ॥৮॥

এবং কেহই ইহাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে না, আবার ইনি কাহাকেও জয় না করিয়া ফিরিবেন না ।’ হয় । সেই মহাবল অর্জুন এই কেন যুত্বাব অধীন হইলেন ॥৯॥

হয় ! আমরা যাহাকে রক্ষকরূপে অবলম্বন করিয়া এই সকল দুঃখ সহ করিলাম, সেই অর্জুন আজ আমার সমস্ত আশা বিনষ্ট করিয়া ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে ॥১০॥

কুন্তীনন্দন, মহাবীর ও মহাবল যে ভীম ও অর্জুন যুদ্ধে সর্বদা সাবধান, সমস্ত অস্ত্রে অপ্রতিহত এবং শত্রুহস্তা ছিল, তাহারা কেন যুত্বাব অধীন হইল ॥১১॥

'অশ্বাসারময়ং নুনং হৃদয়ং মম দুহৃদঃ ।  
 যমো যদেতো 'দৃষ্টা' পতিতো নাবদৌর্য্যতে ॥১২॥  
 শাস্ত্রজ্ঞা দেশকালজ্ঞান্তপোযুক্তাঃ ক্রিয়ান্বিতাঃ ।  
 অকুত্বা সদৃশং কৰ্ম্ম কিং শেখবং পুরুষৰ্ষভাঃ । ॥১৩॥  
 অবিকৃতশরীরাস্তাপ্যপ্রমুটশরাসনাঃ ।  
 অসংজ্ঞা ভুবি সঙ্গম্য কিং শেখবমপরাজিতাঃ ! ॥১৪॥  
 সান্নিবাভ্রেঃ সংস্থপ্তান্ দৃষ্ট্ৱা ত্রাত, ন্ মহামতিঃ ।  
 স্তব্ধং প্রস্থপ্তান্ প্রস্মিন্নঃ পার্থঃ কষ্ঠাং দশাং গতঃ ॥১৫॥  
 এবমেবেদমিত্যুক্ত্ৱা ধৰ্ম্মাত্মা স নরেশ্বরঃ ।  
 শোকসাগরমধ্যস্থো দধ্যৌ কারণমাকুলঃ ॥১৬॥

### ভারতকৌমুদী

অশ্বোতি । অশ্বাসারময়ং পাষণসারেণ ঘটতন্ । • যমো নকুলসহদেবো ॥১২॥  
 শাস্ত্রেতি । সদৃশং স্বস্বযোগ্যম্ । শেখবং শয়নং কুরুধ্বম্ ॥১৩॥  
 অবিকতেতি । অপ্রমুটশরাসনা অভয়কান্মুকাঃ । সঙ্গম্য পতিত্বা ॥১৪॥  
 সান্নিতি । সংস্থপ্তান্ ভূপতিতান্, সান্ন একদেশান্ । প্রস্মিন্নো ঘৰ্ম্মাক্তঃ ॥১৫॥  
 এবমিতি । ইদমেবাং মরণম্, এবমাকস্মিকমেব । দধ্যৌ চিন্তয়ামাস ॥১৬॥

আমি দূষিতহৃদয় এবং নিশ্চয়ই আমার সে হৃদয় পাষণসারদ্বারা নিষ্পিত ।  
 যে• হেতু সেই হৃদয় আজ নকুল-সহদেবকে পতিত দেখিয়াও বিদৌর্ণ হইতেছে  
 না ॥১২॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা—শাস্ত্রজ্ঞ, দেশকালজ্ঞ, তপস্বী ও সংক্রিয়ান্বিত  
 ছিলে ; তবে আপন আপন যোগ্য কার্য্য না করিয়া শয়ন করিলে  
 কেন ॥১৩॥

হে অপরাজিত ভ্রাতৃগণ ! তোমাদের শরীরগুলি অবিকৃত এবং ধনুগুলিও  
 অভয় রহিয়াছে ; তবে তোমরা ভূতলে পতিত হইয়া অচেতন অবস্থায় শয়ন  
 করিয়া রহিয়াছ কেন' ॥১৪॥

মহামতি যুধিষ্ঠির ভূতলপতিত পৰ্ব্বতশৃঙ্গসমূহের ত্রায় ভ্রাতৃগণকে সুখ-  
 শৃংগের তুল্য দেখিয়া কষ্টকর দশায় পতিত হইলেন ॥১৫॥

'ইহা এইরূপই হইবে' এইরূপ বলিয়া ধৰ্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির শোকসাগরে মগ্ন  
 ও আকুল হইয়া তাঁহাদের মূহুর কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥১৬॥

ইতিকর্তব্যতাঞ্জেব দেশকালবিভাগবিৎ ।

নাভিপেদে মহাবাহুশ্চিন্তয়ানো মহামতিঃ ॥১৭॥

অথ সংসৃত্য ধৰ্ম্মাত্মা তদাত্মানং তপঃস্বতঃ ।

এবং বিলপ্য বহুধা ধৰ্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।

বুদ্ধ্যা বিচিন্তয়ামাস বীরাঃ কেন নিপাতিতাঃ ॥১৮॥

নৈষাং শত্রুপ্রহারোহস্তি পদং নেহাস্তি কশ্চিৎ ।

ভূতং মহদিদং মন্ত্রে ভ্রাতরো যেন মে হতাঃ ॥১৯॥

একাগ্রং চিন্তয়িষ্যামি পীত্বা বেৎস্যামি বা জলম্ ।

স্মাতু দুৰ্য্যোধনেদমুপাংশুবিহিতং কৃতম্ ॥২০॥

গান্ধারাজচরিতং সততং জিহ্মবুদ্ধিনা ।

যস্য কার্য্যমকার্য্যং বা সমমেব ভবতু্যত ।

কস্তস্য বিশ্বমেদ্বীরো দুষ্কৃতেরকৃতাত্মনঃ ॥২১॥

#### ভারতকৌমুদী

ইতিতি । নাভিপেদে ন প্রাপ ন নিশ্চিতবানিত্যর্থঃ ॥১৭॥

‘অথেতি । সংসৃত্য স্থিরীকৃত্য । তপসঃ কৃত্যঃ স্বতঃ । বটুপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৮॥

নেতি । শত্রুপ্রহারশুদ্ধিহম্, পদং পদচ্ছিন্নম্ । ভূতং প্রাণী ॥১৯॥

একেতি । একাগ্রম্ একাগ্রচিন্তং যথা স্মাত্বা । উপাংশুবিহিতং গুপ্তহত্যা ॥২০॥

#### ভারতভাবদীপঃ

স দদর্শেতি ॥১—৫॥ বিধর্ম্মিণ্যোহনৃত্যঃ ॥৬—৮॥ ন কশ্চিদিজ্ঞেতাপি তু সৰ্ব্বশ্চৈব জ্ঞেতা ॥৯॥ আশাং রাজ্যাশাম্, সংহত্যা বিনাশ ॥১০—১৫॥ দখ্যো কারণং মরণহেতুং বিচারিতবান্ ॥১৬—১৭॥ তপঃস্বতো ধৰ্ম্মপুত্রঃ ॥১৮—১৯॥ উপাংশুবিহিতমস্মাভিরজ্ঞাতং

মহাবাহু, মহামতি ও দেশ-কাল-বিভাগবিৎ যুধিষ্ঠির চিন্তা করিয়াও তখন নিজের কর্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না ॥১৭॥

তাহার পর ধৰ্ম্মাত্মা কুন্তীনন্দন ধৰ্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির আপনাকে স্থির করিয়া এবং নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া আপন বুদ্ধিদ্বারা চিন্তা করিলেন যে, ‘বীরগণকে কোন্ ব্যক্তি নিপাতিত করিল ॥১৮॥

ইহাদের দেহে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নাই এবং এখানে কাহারও পদচ্ছিন্ন নাই ; সুতরাং আমি ইহা ধারণা করি যে, যে আমার ভ্রাতৃগণকে নিহত করিয়াছে, সে একজন মহাপ্রাণী ॥১৯॥

একাগ্রচিন্তে চিন্তা করিয়া দেখিব, কিংবা জল পান করিয়া জানিব । হয়ত—দুৰ্য্যোধনই এই গুপ্তহত্যা করিয়াছে ॥২০॥

অথবা পুরুষৈর্গু'টৈঃ প্রয়োগোহয়ং কৃতো মহান্ ।  
 কোহন্থঃ প্রতिसমাগচ্ছেৎ কালান্তকয়মাদৃতে ॥২২॥  
 এতেন ব্যবসায়েন ততোয়মবগাঢ়বান্ ।  
 গাহমানশ্চ ততোয়মন্তরীক্ষাৎ স শুশ্রূষে ॥২৩॥

যক্ষ উবাচ ।

অহং বকঃ শৈবলমংস্রভক্ষো নীতা যয়া প্রেতবশং তবানুজাঃ ।  
 হং পঞ্চমো ভবিতা রাজপুত্র ! ন চেৎ প্রত্নান্ পৃচ্ছতো ব্যাকরোষি ॥২৪॥

### ভারতকৌমুদী

গাঙ্কারেতি । গাঙ্কাররাজেন শকুনিং বিভক্তিলোপ আৰ্ঘ্যঃ, জিন্মবুদ্ধিনা কুটিলবুদ্ধিনা ।  
 দুহুতে: পাশিষ্ঠ্য, অকৃতাত্মনঃ অশিক্ষিতস্ত । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥  
 অথবেতি । পুরুষৈর্দু'র্যোধনৈশ্চ । প্রতिसমাগচ্ছেৎ প্রতিপক্ষভাবেন প্রত্যক্ষমাগচ্ছেৎ ॥২২॥  
 এতেনেতি । ব্যবসায়েন নিশ্চয়েন, অবগাঢ়বান্ অবগাঢ়মিষ্টবান্ ॥২৩॥  
 অহমিতি । প্রেতবশং প্রেতরাজবশম্ । ব্যাকরোষি বিস্তরেণ ব্রবীষি ॥২৪॥

অথবা সর্বদা বক্রবুদ্ধি শকুনির কার্য্য । যাহার নিকট কার্য্য ও অকার্য্য—দু-ই সমান হইয়া থাকে, সেই পাশিষ্ঠ্য ও অশিক্ষিত ব্যক্তিকে কোন্ বুদ্ধিমান্ বিশ্বাস করিতে পারে ? ॥২১॥

অথবা দু'র্যোধনেরই গুণলোকেরা এই গুরুতর ব্যাপারটা করিয়াছে । না হইলে, কালান্তক যম ব্যতীত অণু কোন্ লোক প্রত্যক্ষভাবে ইহাদের বিপক্ষ হইয়া আসিতে পারে ? ॥২২॥

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যুধিষ্ঠির সেই জলে অবগাহন করিবার ইচ্ছা করিলেন এবং সেই জলে অবগাহন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই আকাশ হইতে শুনিলেন ॥২৩॥

যক্ষ বলিল—“আমি—শৈবল (সেওলা) ও মংস্রভোজী বকপক্ষী এবং আমিই তোমার ভ্রাতৃগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছি; সুতরাং রাজপুত্র ! তুমিও যদি বিস্তরক্রমে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর না দাও, তবে তুমিও ইহাদের পঞ্চম হইবে ॥২৪॥

১(২২) অত্রৈব পাঠঃ—‘অথবা পুরুষৈর্গু'টৈঃ প্রয়োগোহয়ং দুহুতাত্মনঃ । ভবেদিতি মহাবুদ্ধিৰ্ব্হা তদচিন্তয়ৎ ॥ তস্মাসীন্ন বিষণ্ণেদমৃদকং দৃষিতং যথা । যুতানামপি চৈতেষাং বিকৃত্য নৈব জায়তে । যুধবর্গাঃ প্রসন্না মে ভ্রাতৃগামিত্যচিন্তয়ৎ ॥ একৈকশর্চোঘবলা-নিহান্ পুরুষদত্তমান্ । কোহন্থঃ প্রতিসমাগেত কালান্তকয়মাদৃতে ’ —বা ককা ।

মা তাত ! সাহসং কার্ষীর্মম পূৰ্বপরিগ্রহঃ ।  
 প্রশ্নানুক্তা তু কোন্তেয় ! ততঃ পিব হরস্ব চ ॥২৫॥  
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।

রুদ্রাণাং বা বসূনাং বা মরুতাং বা প্রধানভাক্ ।  
 পৃচ্ছামি কো ভবান্ দেবো নৈতচ্ছকুনিনা কৃতম্ ॥২৬॥  
 হিমবান্ পারিপাত্রশ্চ বিক্ষ্যো মলয় এব চ ।  
 চত্বারঃ পর্বতাঃ কেন পাতিতা ভূরিতেজসা ॥২৭॥  
 অতীব তে মহৎ কৰ্ম্ম কৃতঞ্চ বলিনাং বর ! ।  
 যান্ ন দেবা ন গন্ধৰ্বা নাসুরাশ্চ ন রাক্ষসাঃ ।  
 বিষহেরন্ মহাযুদ্ধে কৃতং তে তন্মহাযুদ্ধতম্ ॥২৮॥

### ভারতকৌমুদী

মেতি । ব্যাখ্যাতমিদং প্রাক্ ॥২৫॥  
 রুদ্রাণামিতি । মরুতাং বায়ুনাং, প্রধানভাক্ প্রাধান্যভাক্ । শকুনিনা পক্ষিণা ॥২৬॥  
 হিমবানিতি । এতৎপৰ্ব্বতচতুষ্টয়তুল্যা এব মে চত্বারো ভ্রাতর ইতি ভাবঃ ॥২৭॥  
 অতীবেতি । উভয়ত্রাপি তে ত্রয়া । তেষাং সম্বন্ধে মহাযুদ্ধং হননম্ । ষট্‌পাদোহয়ং  
 শ্লোকঃ ॥২৮॥

### ভারতভাবদীপঃ

সম্বিহিতম্ ॥২০॥ দ্রুপতে: পাপকৰ্ম্মণঃ ॥২১—২৫॥ (পাঠান্তরে) ওষবলান্ মহাপ্রবাহবেগান্,  
 প্রতিসমাশ্রিত্য প্রতিষুধ্যো, কালেহস্তং কৰোতি যন্তাদৃশো যমঃ কালান্তকয়মন্তস্বাৎ ।

বৎস । এই জল পূৰ্ব্ব হইতেই আমার অধিকারে রহিয়াছে ; সুতরাং তুমি  
 সাহস করিও না । তবে, কুন্তীনন্দন । আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া, তা'র পর  
 জল পান কর এবং হরণ কর" ॥২৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“আমি জিজ্ঞাসা করি—আপনি—রুদ্রগণ, বসুগণ বা  
 মরুদগণের মধ্যে প্রধান কোন্ দেবতা ? না হইলে, একটা পক্ষী এ কাজ  
 করিতে পারে না ॥২৬॥

কোন্ মহাতেজা আজ—হিমালয়, পারিপাত্র, বিক্ষ্য ও মলয়—এই চারিটী  
 পর্বতকে নিপাতিত করিয়াছেন ? ॥২৭॥

হে বলিষ্ঠেষ্ঠ ! আপনি অতিগুরুতর কার্য্য করিয়াছেন । কারণ, দেবগণ,  
 গন্ধৰ্বগণ, অসুরগণ এবং রাক্ষসগণও মহাযুদ্ধে বাহাদিগকে সহ করিতে পারেন না,  
 আপনি তাহাদেরই অত্যাশ্চর্য্য বধ করিয়াছেন । ॥২৮॥

(২৭) পাতিতা ভূরিতেজসঃ—বা ব কা ।

ন তে জানামি যৎ কার্যং নাভিজানামি কাঙ্ক্ষিতম্ ।

কৌতূহলং মহজ্জাতং সাধবসন্ধাগতং যম ॥২৯॥

যেনাস্ম্যুদ্বিগ্নহৃদয়ঃ সমুৎপন্নশিরোজ্বরঃ ।

পৃচ্ছামি ভগবন্তস্ম্যাৎ কো ভবানিহ তিষ্ঠতি ॥৩০॥

যক্ষ উবাচ ।

যক্ষোহহমস্মি ভদ্রং তে নাস্মি পক্ষী জলেচরঃ ।

মর্যৈতে নিহতাঃ সর্কে ভ্রাতরস্তু মহৌজসঃ ॥৩১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততস্তামশিবাং শ্রুত্বা বাচং স পরুবাঙ্করাম্ ।

যক্ষস্ম্য ব্রুবতো রাজস্মুপক্রম্য তন্ম স্থিতঃ ॥৩২॥

বিরূপাক্ষং মহাকাযং যক্ষং তালসমুচ্ছ্রয়ম্ ।

জ্বলনাকপ্রতীকাশমধ্বম্যৎ পূর্বতোপমম্ ॥৩৩॥

বৃক্ষমাত্রিত্য তিষ্ঠন্তং দদর্শ ভংতর্ষভঃ ।

মেঘগন্ত্যৌরনাদেন তর্জয়ন্তং মহাশ্বনম্ ॥৩৪॥ (যুথকম্)

ভারতভাবদীপঃ

নেতি । পক্ষিবাং কৌতুকম্, ভয়ঙ্করকার্যাকরণাচ্চ সাধবসং ভয়মিতি ভাবঃ ॥২৯॥

যেনেতি । শোকেন ভয়েন চ সমুৎপন্নঃ শিরোগ্রঃ শিরঃপীড়া যস্য সঃ ॥৩০॥

যক্ষ ইতি । তে তব ভদ্রং মঙ্গলমস্ত । মহৌজসো মহাবলঃ ॥৩১॥

তত ইতি । অশিবামন্ততাম্, পরুবাঙ্করাং নিষ্ঠুরবর্ণাম্ । উপক্রম্য উথায় ॥৩২॥

বিরূপেতি । বিরূপাক্ষং বিরূতনয়নম্ । তালবৎ তালবৃক্ষবৎ সমুচ্ছ্রয় উন্নত্যং যস্য তম্ ।

জ্বলনাকপ্রতীকাশম্ অগ্নিস্বর্ধ্যতুল্যতেজস্বিনম্ । ভরতর্ষভো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৩—৩৪॥

আপনার যে প্রয়োজন বা যাহা অভীষ্ট, তাহা আমি জানি না ; কিন্তু আমার গুরুতর কৌতুক জন্মিয়াছে এবং ভয়ও উপস্থিত হইয়াছে ॥২৯॥

ভগবন্ ! আমার যখন মন উদ্বিগ্ন হইয়াছে এবং শিরঃপীড়াও জন্মিয়াছে, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—আপনি কে এখানে রহিয়াছেন ? ॥৩০॥

যক্ষ বলিল—“তোমার মঙ্গল হউক ; আমি যক্ষ ; কিন্তু জলচর পক্ষী নহি এবং আমিই তোমার এই সকল মহাবল ভ্রাতাকে বধ করিয়াছি” ॥৩১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা ! তাহার পর যুধিষ্ঠির যক্ষের সেই নিষ্ঠুর ও অশুভ বাক্য শুনিয়া তখনই তীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ॥৩২॥

পরে ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির দেখিলেন—বিরূতনয়ন, বিশালদেহ, তালবৃক্ষের ন্যায় উচ্চ, অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় তেজস্বী এবং পর্বতের ন্যায় অনাক্রমণীয়



যক্ষ উবাচ ।

ইমে তে ভ্রাতরো রাজন্ ! বার্যমাণা ময়াহসকৃৎ ।

বলাভোহং জিহীৰ্ষন্তস্ততো বৈ সূদিতা ময়া ।

ন পেয়মুদকং রাজন্ ! প্রাণানিহ পরীপ্সতা ॥৩৫॥

পার্থ ! মা সাহসং কার্ষার্মম পূৰ্বপরিগ্রহঃ ।

প্রশ্নানুক্তা তু কোন্সেয় ! ততঃ পিব হবশ চ ॥৩৬॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ন চাহং কাময়ে যক্ষ ! তব পূৰ্বপরিগ্রহম্ ।

কামং নৈতৎ প্রশংসন্তি সন্তো হি পুরুষাঃ সদা ॥৩৭॥

যদাত্মনা স্বমাত্মানং প্রশংসেৎ পুরুষৰ্ষভ ! ।

যথাপ্রজ্ঞস্ত তে প্রশ্নান্ প্রতিবক্ষ্যামি পৃচ্ছ মাং ॥৩৮॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ইম ইতি । জিহীৰ্ষন্তো হর্ষমিচ্ছন্ত আসন্, হৃদিতা নিহতাঃ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৫॥

পাথেতি । পূৰ্বপরিগ্রহ এব সরোবর ইতি শেষঃ । প্রশ্নান্ প্রশ্নোত্তরাণি ॥৩৬॥

অনেনি । ন কাময়ে বলাৎগ্রহীতুং নেচ্ছামি । অথ অং প্রশ্নান্ মে বক্তুং শক্ষ্যসি  
কিমিত্যাহ—কামমিতি । কামং সৰ্ব্বথা । স্বমাত্মানং নিজাং বুদ্ধিম্ ॥৩৭—৩৮॥

একটা যক্ষ বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং মেঘের জ্বায় গন্তীর ও উচ্চ  
স্বরে তর্জন করিতেছে ॥৩৩—৩৪॥

যক্ষ বলিল—“রাজা ! আমি বার বার বারণ করিয়াছিলাম, তথাপি  
তোমার এই ভ্রাতারা বলপূর্বক জল লইতে ইচ্ছা করিয়াছিল ; তাই আমি  
উহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি ; অতএব রাজা ! প্রাণরক্ষার্থী লোক (আমার অনুমতি  
ব্যতীত) এখানে জল পান করিতে পারে না ॥৩৫॥

কারণ, পৃথানন্দন ! পূৰ্ণ হইতেই এই সরোবর আমার অধিকারে রহিয়াছে ;  
সুতরাং তুমিও সাহস করিও না । তবে, কুন্তীনন্দন ! আমার প্রশ্নের উত্তর  
বলিয়া তাহার পর জল পান করিতে বা হরণ করিতে পার” ॥৩৬॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“যক্ষ ! আপনার পূৰ্বাধিকৃত বস্তু আমি বলপূর্বক গ্রহণ  
করিতে ইচ্ছা করি না । তা’র পর, সংপুরুষেরা কোন প্রকারেই এই বিষয়টার  
প্রশংসা করেন না যে, মানুষ নিজেই নিজের প্রশংসা করে ; অতএব পুরুষশ্রেষ্ঠ !  
আমি নিজের বুদ্ধি অনুসারে আপনার প্রশ্নের উত্তর বলিব ; আপনি দ্বিজ্ঞাসা  
করুন” ॥৩৭—৩৮॥

যক্ষ উবাচ ।

কিং শ্বিদাদিত্যমুন্নয়তি কে চ তস্তাভিতশ্চরাঃ ।

কশৈচনমস্তং নয়তি কশ্মিংশ্চ প্রততিষ্ঠতি ॥৩৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ব্রহ্মাদিত্যমুন্নয়তি দেবাস্তস্তাভিতশ্চরাঃ ।

ধর্মশ্চাস্তং নয়ত্যেনং সত্যে চ প্রততিষ্ঠতি ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

যুধিষ্ঠিরস্ত বস্ত্ততত্ত্বজ্ঞানপরীক্ষণার্থং প্রহুঁমারভতে—কিমিতি । শ্বিং প্রশ্নে । কিং বস্ত্ত, আদিত্যং সূর্য্যম্, উন্নয়তি উর্দ্ধং প্রাপয়তি । অক্ষরাধিক্যার্থম্ । কে চ পদার্থাঃ, তস্তাভিতশ্চরাঃ, অভিতশ্চরাঃ সমস্ততো বিচরন্তি । কশ্চ পদার্থঃ, এনমুদিত্যমস্তং নয়তি । কশ্মিংশ্চ বস্ত্তনি, প্রততিষ্ঠতি অবতিষ্ঠতে আদিত্য এব ॥৩৯॥

ব্রহ্মেতি । ব্রহ্মা গুণবান্ ব্রাহ্মণঃ, আদিত্যমুন্নয়তি উর্দ্ধে, স্থাপয়তি, “ব্রাহ্মণানাং নমস্কারৈঃ সূর্য্যো দিবি বিরাজতে” ইতি স্বয়মেব প্রাগুক্তেঃ, উন্নতানাং প্রণত্যা উন্নতেরবশ্ত্তাবাদিতি ভাবঃ । দেবা মঙ্গলাদয়ো গ্রহাস্তস্তাভিতশ্চরাঃ । ধর্মো রাশিচক্রভ্রমণব্যাপারঃ, এনমস্তং নয়তি । সত্যে ব্রহ্মণি ব্রহ্মণঃ প্রথমপরিণতিরূপে গগনে, প্রততিষ্ঠতি রাশিচক্রাবলম্বনেনাব-  
তিষ্ঠতে, “ভচক্রং ধ্রুবয়োর্বদ্ধমাক্ষিপ্তং প্রবহানিলৈঃ । পৃথোত্যজস্রং তন্নদ্ধা গ্রহকক্ষা যথাক্রমম্ ॥” ইতি সূর্য্যসিদ্ধান্তবচনাদিত্যাশয়ঃ ॥৪০॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রধানভাক্ প্রাধান্যভাক্ ॥২৬—২৭॥ তে তব ॥২৮॥ তে স্বয়া ॥২৯—৩৭॥ যদ্যতঃ আত্ম-  
নৈবাত্মস্বরূপং বস্ত্তবামতস্তে প্রশ্নান্ প্রতিবক্ষ্যামি ॥৩৮॥ কিং শ্বিদাদিত্যমুন্নয়তিতাদি-  
প্রশ্নোত্তরমালিকা । আত্মনস্তত্ত্বং নির্ণেতুমারদ্ধা । “তরতি শোকমাত্মবিদिति” তজ্জ্ঞানস্ত  
ফলবস্ত্তপ্রবণাস্তৎসিদ্ধয়ে চোচ্চাবচং সাধনজাতমস্তাং নিরূপ্যতে তাং ব্যাখ্যাত্তামঃ ॥৩৯॥  
আদিত্যমাদন্তে শব্দাদীন্ শ্রোত্রাদিভিরিত্যাদিত্যো জীবস্তং গৌরোহহমঙ্কোহহং হুংখ্যহং  
কর্জাহমিত্যাগ্নুভবাদ্বেহাত্মাত্তয়া ভাসমানং বাদিভিচ্চানেকধা বিকল্প্যমানং ব্রহ্ম বেদ  
উন্নয়তি দেহাদিত্যঃ পৃথক্ করোতি শ্রুতিরবাত্মতত্ত্বনির্ণয়ে মানমিতার্থঃ । তথা চ শ্রুতিঃ—  
“নাবেদবিন্নহুতে তং বৃহস্ত”মিতি । নহু সর্কেহপি বেদাদাত্মানং জানন্তি নেত্যাহ—দেবা  
ইতি । দেবাঃ শমাদয়স্তস্তাভিতশ্চরাঃ সহায়াঃ । অস্তং স্বস্থানমপহতপান্নাদিগুণাষ্টক-

যক্ষ বলিল—“কে সূর্য্যকে উপরে রাখিয়াছে ? কাহার সূর্য্যের সকল  
দিকে বিচরণ করে ? কে সূর্য্যকে অস্ত্রে প্রেরণ করে ? এবং কোথায়ই বা সূর্য্য  
অবস্থান করেন ?” ॥৩৯॥

বলিলেন—“ব্রাহ্মণেরা সূর্য্যকে উপরে রাখিয়াছেন ; গ্রহগণ

(৪০)·· ধর্মশ্চাস্তং নয়তি চ—বা ব কা নি

যক্ষ উবাচ ।

কেন শিচ্ছেত্রিয়ো ভবতি কেন শিদ্ধিন্দতে মহৎ ।

কেন শিদ্ধিত্বীয়বান্ ভবতি রাজন্ ! কেন চ বুদ্ধিমান্ ॥৪১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

শ্রুতেন শ্রোত্রিয়ো ভবতি তপসা বিন্দতে মহৎ ।

ধৃত্যা দ্বিতীয়বান্ ভবতি বুদ্ধিমান্ বুদ্ধসেবয়া ॥৪২॥

### ভারতকৌমুদী

কেনেতি । হে রাজন্ ! ব্রাহ্মণঃ কেন গুণেন শ্রোত্রিয়ো ভবতি শ্বিং । মাহুষঃ কেন ঐক্যেন, মহৎ ব্রহ্ম, বিন্দতে লভতে শ্বিং । মাহুষঃ কেন গুণেন, দ্বিতীয়বান্ এককোহপি সহায়বান্ ভবতি । তথা কেনোপায়েন চ বুদ্ধিমান্ ভবতি । প্রথমে তৃতীয়ে চ পাদে অক্ষরাধিক্যমার্থম্ ॥৪১॥

শ্রুতেনেতি । ব্রাহ্মণঃ শ্রুতেন শাস্ত্রজ্ঞানেন শ্রোত্রিয়ো ভবতি, “একাং শাখাং সকল্লাং বা ষড়্ভিরঙ্গৈরধীত্য বা । ষট্কণ্বনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্মবিৎ ॥” ইতি শ্রুতেনিতি ভাবঃ । মাহুষঃ, তপসা যোগাভ্যাসাদিবৈধিক্লেশেন, মহৎ ব্রহ্ম, বিন্দতে লভতে । এককোহপি মাহুষঃ, ধৃত্যা ধৈর্যেণ, দ্বিতীয়বান্ সহায়বান্ ভবতি, যুতেরেব সহায়স্থানীয়ত্বাদিত্যশেষঃ । বুদ্ধসেবয়া তদুপদেশলাভেন চ অবুদ্ধিরপি বুদ্ধিমান্ ভবতি ॥৪২॥

### ভারতভাবদীপঃ

বিশিষ্টং তৎকারণভূতং হার্দ্যাকাশং প্রত্যেনং ধর্মঃ সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা কর্ণোপাসনরূপো নয়তি প্রাপয়তি, স এবমুক্তবিধং স্বরূপং সগুণব্রহ্মতাবং প্রাপ্য তদ্বাধেন সত্যে সর্ববাধাবধিভূতে শুদ্ধচিৎপ্রাপ্তে প্রতিষ্ঠিতো ভবতি । তথা চ শ্রুতিঃ—“স এবং বিদ্বানম্বাচ্ছরীরভেদাদৃদ্ধিমুৎক্রম্যামুগ্নি স্বর্গে লোকে সর্বান্ কামানাপ্তামৃতঃ সমভব”দিতি । প্রথমং শাস্ত্রজ্ঞং জ্ঞানম, ততঃ শাস্ত্রাদিসম্পন্নং যোগবলাদেহাণ্ডধ্যাসনিবৃত্তিস্ততঃ স্বর্গাখ্যানগুণব্রহ্মদর্শনং ততঃ কেবলীভাব ইতি শ্রুতেরর্থঃ ॥৪০—৪১॥ বেদশ্রু সত্যে প্রতিষ্ঠাহেতুস্বমুক্তং তত্র দৃষ্টং দ্বারমাহ—শ্রুতেনেতি ! শ্রোত্রিয়ো বেদাধ্যায়ী শ্রুতেনাচার্যমুখাষেদার্থাবধারণেন ভবতি ন ব্রহ্মরূপগ্রহণমাত্রেণ ততশ্চ তপসা যুক্ত্যা চ শ্রুতশ্রুত্যালোচনেন মহৎ ব্রহ্ম বিন্দতে জানীতে

সূর্যোর সকল দিকে বিচরণ করেন ; রাশিচক্রের ভ্রমণ সূর্য্যকে অস্ত্রে প্রেরণ করে এবং সূর্য্য রাশিচক্র অবলম্বন করিয়া আকাশে অবস্থান করেন” ॥৪০॥

যক্ষ বলিল—“ব্রাহ্মণ কোন্ গুণে শ্রোত্রিয় হন ? মাহুষ কি প্রকারে ব্রহ্ম লাভ করে ? লোক একাকী থাকিয়াও কোন্ গুণে সহায়শালী হয় ? এবং নির্বোধ মাহুষও কোন্ উপায়ে বুদ্ধিমান্ হয় ?” ॥৪১॥

(৪১) দ্ব্যতিমান্, কেন ভবতি কেন রাজন্ বুদ্ধিমান্ । কেন শিচ্ছেত্রিয়ো ভবতি কেন শিদ্ধিন্দতে মহৎ ॥—পি । (৪২) বান্দোবাচ । ধৃত্যা দ্ব্যতিমান্ ভবতি—পি ।

যক্ষ উবাচ ।

কিং ব্রাহ্মণানাং দেবত্বং কশ্চ ধর্ম্মঃ সন্তামিব ।

কশ্চৈচমাং মানুষো ভাবঃ কিমেধামসতামিব ॥৪৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

স্বাধ্যায় এমাং দেবত্বং তপ এমাং সতামিব ।

মরণং মানুষো ভাবঃ পরীবাদোহসতামিব ॥৪৪॥

### ভারতকৌমুদী

কিমিতি । ব্রাহ্মণানাং কিং দেবত্বং দেববহুৎকর্ষহেতুঃ, যেন “শর্মা দেবশ্চ বিপ্রশ্চ” ইত্যাদিনা তেহং দেবত্বং বিহিতমিতি ভাবঃ । সত্যং শ্বেতরসাধারণানাং সাধুনামিব ভাবো ব্রাহ্মণানাঞ্চ কো ধর্ম্মঃ । এমাং ব্রাহ্মণানাং কশ্চ মানুষো ভাবঃ মনুষ্যযোগ্যা অবস্থা । অসতামসাধুনামিব চ এমাং ব্রাহ্মণানাং কিমাচরণং সম্ভবতি ॥৪৩॥

শ্বেতি । স্বাধ্যায়ো বেদাধ্যয়নমেব, এমাং ব্রাহ্মণানাম্, দেবত্বং দেববহুৎকর্ষহেতুঃ । সত্যং শ্বেতরসাধারণানাং সাধুনামিব এমাং ব্রাহ্মণানাং তপঃ প্রধানো ধর্ম্মঃ । এমাং মানুষো ভাবো মরণম্, মানুষাস্তবৎ । অসতামিব চৈমাং পরীবাদঃ দেবাদিনিন্দা আচরণম্ ॥৪৪॥

### ভারতভাবদীপঃ

মানসেয়গতাসম্ভাবনানিবৃত্তা নিশ্চিনোতি, “ব্রূত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ । যেনৈগে নাব্যভিচারিণ্যা ব্রুতিঃ সা পার্থ সাস্বিকী ॥” ইত্যুক্তলক্ষণয়া নিদিধ্যাসনেনেত্যর্থঃ । দ্বিতীয়মনীশ-ত্বাদিবিশিষ্টাদবিজ্ঞাপ্রাপ্ত্যুপস্থাপিতাত্মৈবাক্রপাক্তদ্বিপরীতং বিজ্ঞাপ্রাপ্য প্রতীচো যদিহীয়াং রূপং তদান্ ভবতি এতদ্রয়নিশ্চয়াস্বিকী বুদ্ধিগুরুপদেশাদেব প্রাপ্যেত্যাহ—বুদ্ধিমানিতি । তথা চ শ্রুতিঃ—“আত্মা বারে ঈশব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ আচার্যবান্ পুরুষো বেদ” ইত্যাদিরাত্মদর্শনসাধনত্বেন শ্রবণাদিভ্রয়মাচার্যবৎ চেতি দর্শয়তি ॥৪২—৪৩॥ শ্রবণাভ-ধিকারে হেতুমাহ—ত্রিভিরুক্তরৈঃ । স্বাধ্যায়ো বেদাধ্যয়নং বিপ্রাণাং দেবত্বং স্বর্গলোকপ্রাপকং তপঃশমাদিকং সদাচার ইতুপাদেয়ত্বং মানুষো ভাবো দেহাত্তভিমানঃ মরণং জন্মমরণপ্রাপকঃ

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞানে শ্রোত্রিয় হন ; মানুষ তপস্তাদ্বারা ব্রহ্ম লাভ করে ; লোক একাকী হইয়াও ধৈর্য্যগুণে সহায়শালী হয় এবং নির্বোধ মানুষও বুদ্ধের উপদেশে বুদ্ধিমান হয়” ॥৪২॥

যক্ষ বলিল—“ব্রাহ্মণদের দেবত্বের কারণ কি ? সাধুদের জ্ঞান তাঁহাদের কোন ধর্ম্ম ? ব্রাহ্মণদের মানুষভাব কি ? এবং তাঁহাদের দুর্জ্জনতুল্য আচরণই বা কি ?” ॥৪৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“বেদাধ্যয়নই ব্রাহ্মণদের দেবত্বের কারণ ; সাধুদের জ্ঞান তাঁহাদের তপস্তাই প্রধান ধর্ম্ম ; মরণ তাঁহাদের মানুষভাব এবং পরনিন্দা তাঁহাদের দুর্জ্জনতুল্য আচরণ” ॥৪৪॥

যক্ষ উবাচ ।

কিং ক্ষত্রিয়াণাং দেবত্বং কশ্চ ধর্ম্যঃ সতামিব ।

কশ্চৈবামানুষো ভাবঃ কিমেষামসতামিব ॥৪৫॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ইদমন্ত্রমেষাং দেবত্বং যজ্ঞ এষাং সতামিব ।

ভয়ং বৈ মানুষো ভাবঃ পরিত্যাগোহসতামিব ॥৪৬॥

যক্ষ উবাচ ।

কিমেকং যজ্ঞিয়ং সাম কিমেকং যজ্ঞিয়ং যজুঃ ।

কা চৈকা বৃণুতে যজ্ঞং কাং যজ্ঞো নাতিবর্ততে ॥৪৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

প্রাণো বৈ যজ্ঞিয়ং সাম মনো বৈ যজ্ঞিয়ং যজুঃ ।

ঋগেকা বৃণুতে যজ্ঞং তাং যজ্ঞো নাতিবর্ততে ॥৪৮॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । দেবত্বং দেববহুংকর্ষহেতুঃ, ইত্যাদিকং পূর্ববদেবাত্ম ব্যাখ্যানমুদ্বৈগম্য ॥৪৫॥

ইষিতি । এষাং ক্ষত্রিয়াণাম্, ইদমন্ত্রং বাণানামন্তোষামন্ত্রাণাঞ্চ শিক্ষানৈপুণ্যম্, দেবত্বং দেববহুংকর্ষহেতুঃ । ইযুণামন্ত্রে সত্যপি ইযুপদমন্ত্রেষু তৎপ্রাধান্তজ্ঞানার্থং গোবৃষন্তায়াং । সত্যং শ্বেতরসাদারণ্যানাং সাধুনামিব, এষাং ক্ষত্রিয়াণাং যজ্ঞঃ প্রধানো ধর্ম্যঃ । এষাং মানুসো ভাবো ভয়ম্ ; আর্ভানাং শরণাগতানাং পরিত্যাগঃ, অসতামিবৈষামাচরণম্ ॥৪৬॥

কিমিতি । একং মুখ্যম্, যজ্ঞিয়ং জ্ঞানযজ্ঞার্থম্ । অগ্ন্যুপোষ্যম্ । বৃণুতে প্রাধান্তেন সম্বলতি । নাতিবর্ততে নাতিক্রামতি ॥৪৭॥

প্রাণ ইতি । যজ্ঞিয়ং জ্ঞানযজ্ঞসম্পাদকম্ । অগ্ন্যুপোষ্যম্ । বৃণুতে সম্বলতি । তাম্ ঋচম্ । তথা চ সামযজুর্বা যথা কর্মযজ্ঞং সম্পাদয়তঃ, তথ প্রাণমনসী জ্ঞানযজ্ঞম্ । একা ঋক্ যজ্ঞং সম্বলতি, অতএব যজ্ঞস্তাম্চ নাতিক্রামতি ॥৪৮॥

যক্ষ বলিল—“ক্ষত্রিয়গণের দেবত্বের কারণ কি ? সাধুদের হ্রায় তাঁহাদের কোন্ ধর্ম ? ক্ষত্রিয়দের মানুষ্যভাব কি ? এবং তাঁহাদের দুর্জনেতুল্য আচরণই বা কি ?” ॥৪৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“অস্ত্রশিক্ষানৈপুণ্যই ক্ষত্রিয়দের দেবত্বের কারণ, সাধুদের হ্রায় তাঁহাদের যজ্ঞ করাই প্রধান ধর্ম, ভয় তাঁহাদের মানুষ্যভাব এবং শরণাগত ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের দুর্জনের তুল্য আচরণ” ॥৪৬॥

যক্ষ বলিল—“যজ্ঞের প্রধান সাম কি ? যজ্ঞের প্রধান যজু কি ? কোন্ বস্তু যজ্ঞে অধিক প্রয়োজনীয় ? যজ্ঞ কোন্ বস্তুকে অতিক্রম করে না ?” ॥৪৭॥

যক্ষ উবাচ ।

কিং স্বিদাবপতাং শ্রেষ্ঠং কিং স্বিমিবপতাং বরম্ ।

কিং স্থিং প্রতিষ্ঠমানানাং কিং স্থিং প্রসবতাং বরম্ ॥৪৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

• বর্ষমাবপতাং শ্রেষ্ঠং বীজং নিবপতাং বরম্ ।

গাবঃ প্রতিষ্ঠমানানাং পুত্রঃ প্রসবতাং বরঃ ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । আবপতাং দেবেভ্যো দদতাং সম্বন্ধে কিং শ্রেষ্ঠং স্থিং, নিবপতাং পিতৃভ্যো দদতাং সম্বন্ধে কিং বরং স্থিং, প্রতিষ্ঠমানানাং প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তানাং সম্বন্ধে কিং বরং স্থিং, প্রসবতাং সম্ভানোৎপাদকানাঞ্চ সম্বন্ধে কিং বরং স্থিং ॥৪৯॥

বর্ষমিতি । আবপতাং যজ্ঞাদিনা দেবেভ্যো দদতাং সম্বন্ধে বর্ষঃ বৃষ্টিরেব শ্রেষ্ঠম্, “বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ” ইত্যুক্তেরন্নজননে বৃষ্টিঃ প্রধানহেতুত্বাৎ অনন্ত চ দেবদানসম্পাদনাৎ । নিবপতাং পিতৃভ্যো দদতাং বীজমাত্মশুক্রেমেব বরম্, তেন পুত্রাদ্ব্যাপত্তেঃ ততশ্চ স্বনিবাপসম্ভবাৎ । প্রতিষ্ঠমানানাং লোকে লক্ষপ্রতিষ্ঠানাং সম্বন্ধে গাবো ধেনবো বরাঃ, দুগ্ধাদিনা অতিবিসংকারাদিসম্পাদনাৎ । প্রসবতাং সম্ভানোৎপাদকানাঞ্চ পুত্রো বরঃ, তন্ত্ৰৈব স্বপালনবংশরক্ষাদিনা উৎকর্ষাদিতি ভাবঃ ॥৫০॥

ভারতভাবদীপঃ

পরিবাদো দেবব্রাহ্মণাদিদৃশ্যম্ অসদাচার ইতি হেতুদ্বয়ম্ ॥৪৪—৪৫॥ পরিত্যাগ আর্জান্নমিতি শেষঃ ॥৪৬—৪৭॥ ইতোহপ্যন্তরঙ্গং হেতুমাং—প্রাণমনসী নিকৃধ্যামানে যজ্ঞে সামযজুর্বা ইব জ্ঞানযজ্ঞোপকারকে ঋক্ একা মুখ্যা যজ্ঞং জ্ঞানং বৃণতে স্বীকরোতি জ্ঞানোৎপাদিকৈতার্থঃ । তথা চ শ্রুতিঃ—“মনো বাচং প্রাণং তান্মানসে কুরুতে”তি, আত্মহিতার্থমেতৎ ত্রয়ং প্রজাপতিনা সৃষ্টমিত্যাং—তথা ইতি । তং ষোপনিষদং পুরুষমিত্যোপনিষদত্ববিশেষণং বাচো মুখ্যত্বমাহ ॥৪৮—৪৯॥ শমাদীনাং প্রাণজয়াদীনাং চাসম্ভবে যজ্ঞাত্তেব কর্তব্যমিত্যাং—আবপতাম্ আ সম্ভাৎ দেবান্তর্পয়তাং বর্ষং বৃষ্টিঃ শ্রেষ্ঠং ফলং সর্বলোকোপকারকত্বাৎ । যথোক্তম্—“অয়ো

ঈর বলিলেন—“প্রাণ—জ্ঞানযজ্ঞের সাম, মন—জ্ঞানযজ্ঞের যজু, মন্ত্রযজ্ঞে অধিক প্রয়োজনীয় এবং যজ্ঞ মন্ত্রকে অতিক্রম করে না” ॥৪৮॥

যক্ষ বলিল—“যাঁহারা দেবতাকে দান করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রধান কি ? যাঁহারা পিতৃলোককে দান করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রধান কি ? যাঁহারা লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ কি ? এবং সম্ভানোৎপাদকদিগের পক্ষেই বা শ্রেষ্ঠ কি ?” ॥৪৯॥

(৪৯) কিং স্বিদাপততাং শ্রেষ্ঠম্...কিং স্থিং প্রসবতাং বরম্—কা পি । (৫০) বর্ষমাবপততাং শ্রেষ্ঠম্...পুত্রঃ প্রসবতাং বরম্—কা পি ।

যক্ষ উবাচ ।

ইন্দ্রিয়ার্থানমুভবন্ বুদ্ধিমান্নৈকপুজিতঃ ।

সম্মতঃ সৰ্বভূতানামুচ্ছসন্ কো ন জীবতি ॥৫১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

দেবতাতিথিভূত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চ যঃ ।

ন নির্বপতি পঞ্চানামুচ্ছসন্ স ন জীবতি ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

ইন্দ্রিয়েতি । বুদ্ধিমাম্, ধনাদিমন্তরা লোকপুজিতঃ, দানশক্তত্বাচ্চ সৰ্বভূতানাং সম্মতঃ কো জনঃ, ইন্দ্রিয়ার্থান্ শব্দস্পর্শাদীন বিষয়ান্, সৰ্বৈন্দ্রিয়সদ্বাদহুভবন্নপি, উচ্ছসন্ শ্বাসপ্রশ্বাসৌ কুৰ্বন্নপি চ ন জীবতি ॥৫১॥

দেবতেতি । যো জনঃ, দেবতাতিথিভূত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চ এতেষাং পঞ্চানাম্, ন নির্বপতি যথাযোগ্যং ন দদাতি, স উচ্ছসন্ শ্বাসপ্রশ্বাসৌ কুৰ্বন্নপি, ইন্দ্রিয়ার্থানহুভবন্নপি চেতুপলক্ষণম্, ন জীবতি ; জীবিতকাৰ্য্যকরণাম্মৃত এবেতি ভাবঃ ॥৫২॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রাজ্ঞাহতিঃ সমাগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে । আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি"রिति । নিবপতাং নিবাপঃ পিতৃতপর্ণম্, তৎ কুৰ্বতাম্, বীজং ক্ষেত্রারামাত্মাষোপকারকং ফলম্ । “আয়ুঃ প্রজাং ধনং বিজ্ঞাং স্বৰ্গং মোক্ষং স্থানি চ । প্রযচ্ছন্ত তথা রাজাং শ্রীতান্তভ্যাং পিতামহাঃ ॥” ইতি শ্রুতান্তং প্রতিষ্ঠমানানামিহৈব প্রতিষ্ঠালিপ্সূনাং গাবঃ শ্রেষ্ঠং প্রসবতাং সন্ততিমিচ্ছূনাং পুত্রঃ শ্রেষ্ঠং ফলং দৌহিত্যাদিত্যঃ গবাং পুত্রস্ত চ দৃষ্টার্থত্বেহপি অতিথিশ্রীণনদ্বারা প্রাক্ষপ্রদানাদিচারোপকারকত্বেন পরম্পরয়া অবগাতধিকারহেতুত্বং জ্ঞেয়ম্ ॥৫০॥ ইতোহপি সাধনাক্রটৌ যন্তং নিন্দতি—ইন্দ্রিয়ার্থানিতি । ইন্দ্রিয়ার্থান্ শব্দাদীন, লোকে ধনাদিমন্তেন পুজিতঃ সম্মতো দানার্থিকারিষ্মেন ॥৫১॥ ন নির্বপতি ন প্রযচ্ছতি দেবতাদিত্যঃ ॥৫২॥ উক্তসাধনশক্তেন

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“যাঁহারা দেবতাকে দান করেন, তাঁহাদের পক্ষে বৃষ্টিই প্রধান ; যাঁহারা পিতৃলোককে দান করেন, তাঁহাদের পক্ষে শুক্রই প্রধান ; যাঁহারা লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁহাদের পক্ষে ধেনু শ্রেষ্ঠ এবং সন্তানোৎপাদক-দিগের পক্ষে পুত্র শ্রেষ্ঠ” ॥৫০॥

যক্ষ বলিল—“বুদ্ধিমান্, লোকসমাজে সম্মানিত এবং সকল লোকের অভিপ্রেত কোন লোক ইন্দ্রিয়ার বিষয় অমুভব ও শ্বাস-প্রশ্বাস করিতে থাকিয়াও জীবিত থাকে না ?” ॥৫১॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“দেবতা, অতিথি, পোষ্যবর্গ, পিতৃলোক ও আপনি—এই পাঁচ জ্ঞেয় লোককে যে ব্যক্তি যথাযোগ্য দান করে না, সে ব্যক্তি শ্বাস-প্রশ্বাস করিতে থাকিয়াও জীবিত থাকে না” ॥৫২॥

যক্ষ উবাচ ।

কিং স্বিদগুরুতরং ভূমেঃ কিং স্বিদুচ্চতরঞ্চ খাৎ ।

কিং স্বিচ্ছৌত্রতরং বায়োঃ কিং স্বিবহুতরং তৃণাৎ ॥৫৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

মাতা গুরুতরং ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরন্তথা ।

মনঃ শীঘ্রতরং বাতাস্চিন্তা বহুতরী তৃণাৎ ॥৫৪॥

যক্ষ উবাচ ।

কিং স্বিৎ স্পৃশং ন নিমিষতি কিং স্বিজ্জাতং ন চোপতি ।

কস্মৈ স্বিদহুদয়ং নাস্তি কিং স্বিবেগেন বর্দ্ধতে ॥৫৫॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

মৎস্রঃ স্পৃশো ন নিমিষত্যণ্ডং জাতং ন চোপতি ।

অশ্মানো হুদয়ং নাস্তি নদী বেগেন বর্দ্ধতে ॥৫৬॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । ভূমেঃ সকাশাৎ কিং গুরুতরং ভারবন্তরং মাননীয়তরঞ্চ স্বিৎ, খাদাকাশাৎ কিং উচ্চতরম্ উর্দ্ধবন্তিতরং মাননীয়তরঞ্চ স্বিৎ । বায়োঃ সকাশাৎ কিং শীঘ্রতরং দ্রুতগামিতরং স্বিৎ, তৃণাদুর্দ্ধাদেবপি কিং বহুতরং স্বিৎ ॥৫৩॥

মাতোতি । মাতা ভূমেরপি গুরুতরং ভারবন্তরং মাননীয়তরং চ, পিতা খাদাকাশাদপি উচ্চতর উর্দ্ধবন্তিতরং মাননীয়তরঞ্চ । মনো বাতাদপি শীঘ্রতরম্, চিন্তা তৃণাদপি বহুতরী ॥৫৪॥

কিমিতি । কিং স্পৃশং নিমিষতং সৎ ন নিমিষতি নয়নযুগলং ন মূঞ্জয়তি । অক্ষরাধিকার্যম্ । কিং জাতং সৎ ন চোপতি ন স্পন্দতে । “চূপ মন্দায় গতো” ইতি তৌবাদিকচূপধাতোঃ প্রয়োগঃ । কস্মৈ প্রাণিবরূপস্তাপি হুদয়ং নাস্তি স্বিৎ, কিং বেগেন বর্দ্ধতে স্বিৎ ॥৫৫॥

মৎস্র ইতি । মৎস্রঃ স্পৃশো নিমিষতঃ সন্নপি ন নিমিষতি নয়নযুগলং ন মূঞ্জয়তি । অণ্ডং জাতং সৎ ন চোপতি ন স্পন্দতে । অশ্মানঃ বিগ্রহীকৃতস্ত প্রাণিবরূপস্ত পাষণস্ত হুদয়ং নাস্তি । নদী চ বেগেন বর্দ্ধতে, ক্রমশস্তীরভঙ্গাৎ ॥৫৬॥

যক্ষবলিল—“কে পৃথিবী হইতে গুরুতর ? কে আকাশ হইতে উচ্চতর ? কে বায়ু হইতেও শীঘ্রতর ? এবং কাহারো তৃণ হইতেও বহুতর ?” ॥৫৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মাতা পৃথিবী হইতেও গুরুতর, পিতা আকাশ হইতেও উচ্চতর, মন বায়ু হইতেও শীঘ্রতর এবং চিন্তা তৃণ হইতেও বহুতর” ॥৫৪॥

যক্ষ বলিল—“কোন প্রাণী নিমিষত হইয়াও নয়ন মূজিত করে না ? কোন প্রাণী কস্মিন্না স্পন্দিত হয় না ? প্রাণিবরূপ কোন পদার্থের হুদয় নাই ? এবং কোন পদার্থ বেগদ্বারা বৃদ্ধি পায় ?” ॥৫৫॥



যক্ষ উবাচ ।

কিং স্থিং প্রবসতো-মিত্রং কিং স্থিমিত্রং গৃহে সতঃ ।

আতুরস্তু চ কিং মিত্রং কিং স্থিমিত্রং মরিশ্যতঃ ॥৫৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

সার্থঃ প্রবসতো মিত্রং ভার্য্যা মিত্রং গৃহে সতঃ ।

আতুরস্তু ভিষঙ্ মিত্রং দানং মিত্রং মরিশ্যতঃ ॥৫৮॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । মিত্রমজ্ঞোপকারিসংক্রম । প্রবসতো বিদেশং গচ্ছতঃ কিং মিত্রং স্থিং, গৃহে সতস্তিষ্ঠতো জনস্ত কিং মিত্রং স্থিং । আতুরস্তু রোগিণো জনস্ত কিং মিত্রম, মরিশ্যত আসন্নমরণস্ত চ জনস্ত কিং মিত্রং স্থিং ॥৫৭॥

সার্থ ইতি । সমানঃ অর্থঃ প্রয়োজনং যস্ত স সার্থঃ সহচর ইত্যর্থঃ ॥৫৮॥

ভারতভাবদীপঃ

মাতাপিত্রোঃ শুশ্রূষা মনোনিরোধকৃৎপত্ত্বচ্ছায়াশ্চিস্তায়াস্ত্যাগশ্চ কর্তব্য ইত্যাহ—কিং স্থিদ-  
ত্বমিতি ॥৫৩—৫৫॥ নহু মনোনাশে শূন্তমেবাবশিষ্টত ইত্যাহ—কিং মিত্রং স্থিং ইতি ।  
মিত্রং ইব মিত্রো জীবঃ জাগ্রৎস্বপ্নয়োরিহলোকপরলোকয়োৰ্বা তীরয়োরিব সঞ্চারেণ সুপ্তঃ  
অনীড়ুতং সজ্ঞপং ব্রহ্ম প্রাপ্তো ন নিমিষতি মনোবল্লপ্তদৃষ্টির্ন ভবতি । “নহি ত্রুদুর্দৃষ্টেবিপরি-  
লোপো বিভতেহবিনাশিদ্ধাৎ” ইতি শ্রুতেঃ । নহু মিত্রোহবিনাশিদ্ধাদজাতশ্চেৎ কন্তুহি  
জাত ইত্যত আহ—অণ্ডং পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডরূপং জাতমুৎপন্নং সৎ ন চোপতি ন চলতি, “চূপ  
মন্দায়ান্ গতো ।” পুরুষপ্রবর্তিতমেবাহঙ্কারাদিভ্জজাতঃ চেষ্টতে ইত্যর্থঃ । ‘কো ছেবাগ্নাৎ  
কঃ প্রোণ্যাদ্যদেষ আকাশ আনন্দো ন ত্রা’দিতি শ্রুতেঃ, কন্তুহি জাতাজাতয়োরেতয়োঃ  
সংযোগস্ত দুঃখদস্ত নিবৃত্ত্যুপায় ইত্যত আহ—অশ্বনঃ অশ্বরীরস্ত নিবৃত্তদেহজ্ঞয়াধ্যাসস্ত  
যোগিনো হৃদয়ং শোকনীড়ং নাস্তি । কথং তহি সমাধেরপি ব্যুত্তিষ্ঠতীত্যাহ—নদী চিত্তনদী,  
বেগেন বর্ধতে স্রবুপ্তাবস্থাপন্নস্ত স্বপ্নদর্শনবৎ সমাহিতোখিতস্তায়ং প্রপঞ্চো দৃষ্টিসমসময়মাত্রজাত

বলিলেন—“মিত্রং নিজিত হইয়াও নয়ন মুদ্রিত করে না, অণ্ড (ডিম)  
জন্মবার পর স্পন্দিত হয় না, প্রস্তুতময় বিগ্রহের হৃদয় নাই এবং নদী বেগদ্বারা বৃদ্ধি  
পায়” ॥৫৬॥

যক্ষ বলিল—“বিদেশগামীর মিত্র কে ? গৃহস্থের মিত্র কে ? রোগীর মিত্র কে ?  
এবং আসন্নমৃত্যু লোকেরই বা মিত্র কে ?” ॥৫৭॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“বিদেশগামীর মিত্র—সহচর (সাথী), গৃহস্থের মিত্র—  
ভার্য্যা, রোগীর মিত্র—চিকিৎসক এবং আসন্নমৃত্যু লোকের মিত্র—দান” ॥৫৮॥

যক্ষ উবাচ ।

কোহতিথিঃ স স্ৰুতানাং কিং স্বিক্ষণং সনাতনম্ ।

অমৃতং কিং স্বিদ্রাজেন্দ্র ! কিং স্বিং সৰ্ব্বমিদং জগৎ ॥৫৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অতিথিঃ সৰ্ব্বস্ৰুতানামগ্নিঃ সোমো গবামৃতম্ ।

সনাতনঃ সত্যধর্মো বায়ুঃ সৰ্ব্বমিদং জগৎ ॥৬০॥

যক্ষ উবাচ ।

কিং স্বিদেকো বিচরতি জাতঃ কো জায়তে পুনঃ ।

কিং স্বিক্ষিমশ্চ ভৈষজ্যং কিং স্বিদাবপনং মহৎ ॥৬১॥

ভারতকৌমুদী

ক ইতি । অতিথিঃ ভবনে ভোক্তা । সনাতনং নিত্যম্ । অমৃতং স্বধা ॥৫৯॥

অতিথিরিতি । অগ্নিঃ সৰ্ব্বস্ৰুতানামেবাতিথিঃ সৰ্ব্বৈব ভোজনাত্, সোমঃ সোমরসঃ গোরমৃতং গবামৃতং গোহৃৎক অমৃতম্ । সত্যধর্ম এব সনাতনো ধর্মঃ সৰ্ব্বাব্যাতায়াং । প্রস্তুতক্রমেণোত্তর-মনয়োঃ । ইদং সৰ্বং জগচ্চ বায়ুর্বায়ুময়ম্ ॥৬০॥

কিমিতি । ভৈষজ্যম্ ঔষধম্ অব্যভিচারেণ নিবারকমিত্যর্থঃ । আ সমাক্ উপ্যতে বীজ্জ-রূপ্যতে অশ্বিন্নিতি আবপনং বীজবপনক্ষেত্রম্ ॥৬১॥

ভারতভাবদীপঃ

ইত্যর্থঃ ॥৫৬—৫৭॥ মনোরোধাশক্তস্ত দানমেব শ্রেয় ইত্যাহ—সার্থো যথা প্রসবতো মিত্র-মেবং মরিস্থতো মর্ত্যস্ত দানং মিত্রমিত্যর্থঃ ॥৫৮—৫৯॥ দানস্ত চিত্তবুদ্ধিধারা যজ্ঞাদর্শে যজ্ঞাদেচ চিত্তকাগ্রাধারা সমষ্ট্যপাত্তৌ প্রবুদ্ধিহেতুত্বেন চ উপকারকত্বমাহ—অতিথিরিতি । অগ্নিরাহবনীয়াদিক্রপঃ, গবামৃতং ক্ষীরং তদেব সোমাখ্যং হোতব্যং সোহয়ং সনাতনো নিত্যো ধর্মঃ অমৃতো মোক্ষহেতুঃ ; তত্র ষাট্ৰমাহ - বায়ুঃ সৰ্ব্বমিদং জগৎ, “বায়ুরেব ব্যষ্টির্বাযুঃ সমষ্টি”-রিত্তি শ্রুতেঃ, পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডাশ্বকবায়ুরূপত্বপ্রাপ্তৈর্মোক্ষদ্বারমিত্যর্থঃ ॥৬০—৬১॥ উক্তলক্ষণস্ত

যক্ষ বলিল—“রাজশ্রেষ্ঠ ! সমস্ত লোকের অতিথি কে ? সনাতন ধর্ম কি ? অমৃত কি ? এবং এই জগৎটা কোন্ বস্তুময় ?” ॥৫৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“অগ্নি—সমস্ত লোকের অতিথি, সত্যধর্মই সনাতন ধর্ম, সোমরস ও গোহৃৎকই অমৃত এবং এই সমগ্র জগৎটাই বায়ুময়” ॥৬০॥

যক্ষবলিল—“কে একাকী বিচরণ করে ? কে জন্মিয়া আবার জন্মে ? হিমের ঔষধ কি ? এবং বিশাল ক্ষেত্র কি ?” ॥৬১॥

(৬০) ...সনাতনোহমৃতো ধর্মঃ—বা ব কা নি । (৬১) কিং স্বিদেকো বিচরতে—বা ব কা নি ।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

সূর্য একো বিচরতি চন্দ্রমা জায়তে পুনঃ ।

অগ্নিহিমস্ত্র ভৈষজ্যং ভূমিরাবপনং মহং ॥৬২॥

যক্ষ উবাচ ।

কিং স্বিদেকপদং ধর্ম্যং কিং স্বিদেকপদং যশঃ ।

কিং স্বিদেকপদং স্বর্গ্যং কিং স্বিদেকপদং সুখম্ ॥৬৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

দাক্ষ্যমেকপদং ধর্ম্যং দানমেকপদং যশঃ ।

সত্যমেকপদং স্বর্গ্যং শীলমেকপদং সুখম্ ॥৬৪॥

ভারতকৌমুদী

সূর্য ইতি । একঃ স্বলমানদ্বিতীয়রহিতঃ । চন্দ্রমা জাতোহপি কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয়ানন্তরং পুনর্জায়তে । অগ্নিহিমস্ত্র ভৈষজ্যম্ অব্যভিচারেণ তন্নিবারকত্বাৎ ॥৬২॥

কিমিতি । ধর্ম্যং ধর্মান্ধনপেতং ধর্মোপযোগীত্বার্থঃ, একপদম্ একমাত্রস্থানং কিং যশঃ ; যশঃ, একমেব পদং স্থানং যস্ত তৎ যশস একমাত্রং কারণং কিং স্বিদিতিত্বার্থঃ । স্বর্গ্যং স্বর্গজনকম্, একপদম্ একং স্থানং কারণং কিং যশঃ ; সুখঞ্চ, একং পদং স্থানং যস্ত তৎ সুখস্ত একমাত্রং কারণং কিং স্বিদিতি ত্বাৎপদ্যম্ ॥৬৩॥

ভারতভাবদীপঃ

বায়োরপি সংহারে কিমবশিষ্টত ইত্যাহ—সূর্য একো বিচরতে সূর্য্যবচ্ছিন্নপ্রকাশরূপ আশ্রিত্বাচ্ছিত্তি । অবস্থাভয়ে তদভাবে চ প্রকাশসম্বাসম্বয়োঃ সূর্য্য ইব । কৃতস্তর্হি প্রপঞ্চ-  
ভানমত আহ—চন্দ্রমা জায়তে পুনঃ । “চন্দ্রমা মনো ভূত্বে”তি শ্রুতের্ন এবাবিভাবশাভূত-  
পঙ্কতে তচ্চ দুঃখপ্রদং জগৎ কল্পয়তি । অবিজ্ঞানিবৃত্তাপায়মাহ—অগ্নিহিমস্ত্র ভৈষজ্যম্  
“অগ্নির্বাগ্ভূত্বে”তি শ্রুতের্বাগেব তত্ত্বমশ্রাদিকা হিমস্ত্র সূর্য্যভিত্তাবকস্তাবিজ্ঞানভ্রান্ত ঔষধং  
নিবারকম্ । ভূমিঃ শরীরং তদেব মহদাবপনং বিজ্ঞান্য অবিজ্ঞান্য চ নিধানপাত্রম্ ; ইহৈব  
সংসারিত্ত্ববদসংসারিত্ত্বভাবোহপি সাক্ষাৎ ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ ॥৬২॥ অত্র স্বাভ্যাং প্রস্রাভ্যাং  
ব্রহ্মবিজ্ঞানস্বজ্ঞং সমাধনমূপক্ষিপ্তম্, ততঃ সপ্তভিষংপদার্থশোধস্তত্ত্বিভিষংপদার্থশোধঃ সমাধনঃ  
কৃতঃ, ইদানীং পুনঃ প্রকারান্তরেণ সাধনাগ্রেব বিদধত্তত্ত্বপদার্থয়োঃ তত্ত্বমশ্রুতং ব্রহ্মানী-  
ত্যাদিমহাবাক্যপ্রতিপাত্ত্বং দর্শয়তি নবভিঃ—কিং স্বিদেকপদমিত্যাदिনা ॥৬৩॥ একপদম্

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“সূর্য্য একাকী বিচরণ করেন, চন্দ্র জন্মিয়া আবার জন্মেন,  
অগ্নি—হিমের ঔষধ এবং পৃথিবী বিশাল ক্ষেত্র” ॥৬২॥

যক্ষ বলিল — “ধর্ম্মের একমাত্র কারণ কি ? যশের একমাত্র কারণ কি ? স্বর্গের  
একমাত্র কারণ কি ? এবং সুখেরই বা একমাত্র কারণ কি ?” ॥৬৩॥

(৬২) . সূর্য্য একো বিচরতে—বা ব কা নি ।

যক্ষ উবাচ ।

কিং শ্বিদাত্মা মনুষ্যস্ত কিং শ্বিদৈবকৃতঃ সখা ।

উপজীবনং কিং শ্বিদস্ত কিং শ্বিদস্ত পরায়ণম্ ॥৬৫॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

পুত্র আত্মা মনুষ্যস্ত ভার্য্যা দৈবকৃতঃ সখা ।

উপজীবনঞ্চ পৰ্জ্জন্তো দানমস্ত পরায়ণম্ ॥৬৬॥

যক্ষ উবাচ ।

ধন্যানামুত্তমং কিং শ্বিক্তনানাং স্রাৎ কিমুত্তমম্ ।

লাভানামুত্তমং কিং স্রাৎ স্রুধানাং স্রাৎ কিমুত্তমম্ ॥৬৭॥

ভারতকৌমুদী

দাক্ষ্যমিতি । দাক্ষ্যঃ যজ্ঞাদিক্রিয়ানৈপুণ্যম্, একপদং ধৰ্ম্ম্যম্ ধৰ্ম্মশৈক্ষমাত্রং কারণম্ ; দানম্, একপদং যশঃ যশস একমাত্রং কারণম্ । সত্যম্, একপদং স্বর্গং স্বর্গশৈক্ষমাত্রং কারণম্ ; তথা শীলং সচ্চরিত্রম্, একপদং সুখং সুখশৈক্ষমাত্রং কারণম্ ॥৬৪॥

কিমিতি । আত্মা বহিভূতমাত্মস্বরূপং বস্তু । দৈবকৃতঃ স্বয়মকৃতঃ সখা সহায়ঃ । উপজীব্যতে অনেনেতি উপজীবনং জীবিকানির্ব্বাহোপায়ঃ । পরায়ণং প্রধানাশ্রয়ঃ ॥৬৫॥

পুত্র ইতি । আত্মা বহিভূত আত্মস্বরূপঃ তথৈব প্রিয়ত্বাৎ । উপজীবনং পৰ্জ্জন্তোমেব, বৃষ্টা অন্নাদিজননাৎ । পরায়ণং প্রধানাশ্রয়ঃ, পরলোকেহপাবলম্বনীয়ত্বাৎ ॥৬৬॥

ধৃত্তানামিতি । ধৃত্তানাম্ জনানাম্ গুণেষু মধ্যে কিমুত্তমং শিৎ ॥৬৭॥

ভারতভাবদীপঃ

একমেব পর্য্যবসানস্থানং দাক্ষ্যে কৃত্বেন্নে ধৰ্ম্মঃ পর্য্যবসিত ইত্যর্থঃ । এবমুত্তরজ ॥৬৪॥ উদ্যোগো দানং সত্যং শীলঞ্চ সেবাং তত্রাপি দানমেব পুত্রবদাত্মা ভার্য্যাবৎ সখা পৰ্জ্জন্তবত্প-জীবনঞ্চ আত্মপ্রদত্বাৎ রমণীয়কসম্বাদিত্তমুপতিষ্ঠতীতি বচনেনোপজীবনহেতুত্বাচ্চেত্যাহ—

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ধৰ্ম্মের একমাত্র কারণ—যজ্ঞাদিক্রিয়ানৈপুণ্য, যশের একমাত্র কারণ—দান, স্বর্গের একমাত্র কারণ—সত্য এবং সুখের একমাত্র কারণ—সচ্চরিত্র” ॥৬৪॥

যক্ষ বলিল—“মানুষের বহিভূত আত্মা কি ? উহার দৈবকৃত সখা কে ? উহার জীবিকানির্ব্বাহের উপায় কি ? এবং উহার প্রধান আশ্রয় কি ?” ॥৬৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মানুষের বহিভূত আত্মা—পুত্র, দৈবকৃত সখা—ভার্য্যা, জীবিকানির্ব্বাহের উপায়—মেঘ এবং প্রধান আশ্রয়—দান” ॥৬৬॥

• যক্ষ বলিল—“ধন্য লোকদিগের গুণের মধ্যে কোন গুণ উৎকৃষ্ট ? ধনের মধ্যে কোন ধন শ্রেষ্ঠ ? লাভের মধ্যে কোন লাভ প্রধান ? এবং সুখের মধ্যে কোন সুখ উত্তম ?” ॥৬৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ধনানামুক্তমং দাক্ষ্যং ধনানামুক্তমং শ্রুতম্ ।

লাভানাং শ্রেয় আরোগ্যং সুখানাং তুষ্টিরুক্তমা ॥৬৮॥

যক্ষ উবাচ ।

কশ্চ ধর্ম্যঃ পরো লোকে কশ্চ ধর্ম্যঃ সদাফলঃ ।

কিং নিয়ম্য ন শোচন্তি কৈশ্চ সন্ধিন জীর্ঘ্যতে ॥৬৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

আনুশংস্তাং পরো ধর্ম্মস্ত্রয়োধর্ম্মঃ সদাফলঃ ।

মনো যস্ত ন শোচন্তি সন্ধিঃ সন্ধিন জীর্ঘ্যতে ॥৭০॥

ভারতকৌমুদী

ধনানামিতি । ধনানাম্ জনানাম্ গুণেষু মধ্যে দাক্ষ্যং কাৰ্ধ্যনৈপুণ্যমুক্তমম্ । ধনানাম্ মধ্যে শ্রুতং শাস্ত্রজ্ঞানমুক্তমম্, সৰ্ব্বদা সাহচৰ্য্যং দানেন বুদ্ধেষ্ণ । লাভানাং মধ্যে আরোগ্যম্, শ্রেয়ঃ শ্রেষ্ঠম্, চরমত্বাৎ । তুষ্টিঃ সন্তোষঃ ॥৬৮॥

ক ইতি । পরঃ শ্রেষ্ঠঃ । সদা ফলং যস্য সঃ । নিয়ম্য সংযম্য ॥৬৯॥

আনুশংস্তমিতি । আনুশংস্তম্ অনিষ্টরতা দয়েত্যর্থঃ । ত্রয়ো ধর্ম্মো বেদোক্তযজ্ঞাদিধর্ম্মঃ, সদাফলঃ নিত্যফলজনকঃ, প্রাধান্যত্বাৎ । যস্য নিয়ম্য ॥৭০॥

ভারতভাবদীপঃ

কিং সিদ্ধাশ্বেতি ॥৬৫—৬৭॥ ধনং ধনায় হিতম্, ধনমপি শ্রুতমেব ন স্বর্ণাদিত্যাহ—উক্তমং শ্রুতমিতি । লাভ আরোগ্যং ধর্ম্মসাধনত্বাৎ তুষ্টিঃ সন্তোষঃ, উদ্বোধোগোহধ্যয়নমারোগ্যং সন্তোষশ্চ দৃষ্টব্যেণ জ্ঞানে উপকূৰ্জ্জীত্যর্থঃ ॥৬৮—৬৯॥ আনুশংস্তং সৰ্ব্বভূতাভয়দানং সন্ন্যাস ইত্যর্থঃ । ত্রয়ী “মোক্ষমন্ত্রত্রয়ো”তি শ্রুতেস্ত্রয়োশব্দেনাত্ৰ ত্রিমাত্রঃ প্রণব উচ্যতে, তদাপ্রিতো ধর্ম্মোহকার-উকারমকারার্থানাং স্থলস্থলকারণোপাধীনাং ক্রমেণ পূর্বপূর্বশ্রোতরোত্তরত্র প্রবিলাপনেনাৰ্দ্ধ-মাত্রার্থে তুরীয়ে ব্রহ্মণ্যবস্থানং সদাফলোহবিনাশিফলঃ মোক্ষহেতুত্বাৎ তস্ত ধর্ম্মস্ত প্রাপ্তো-বুপায়ো মনোনিগ্রহ এব তাবতৈব জাতাস্তত্বো ভূত্বা শোকং তরতি মনোনিগ্রহমার্গশ্চ সন্ধিঃ

যুধিষ্ঠির বলিলেন “ধন্য লোকদিগের গুণের মধ্যে কার্যদক্ষতা উৎকৃষ্ট গুণ ; ধনের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান শ্রেষ্ঠ ধন, লাভের মধ্যে আরোগ্য প্রধান লাভ এবং সুখের মধ্যে সন্তোষ উত্তম সুখ” ॥৬৮॥

যক্ষ বলিল—“জগতে কোন্ ধর্ম্ম প্রধান ? কোন্ ধর্ম্ম সৰ্ব্বদা ফল উৎপাদন করে ? কোন্ বস্তু সংযত করিয়া শোক পায় না ? এবং কাহাদের সহিত সন্ধি করিলে তাহা নষ্ট হয় না ?” ॥৬৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“দয়াই প্রধান ধর্ম্ম, বেদোক্ত ধর্ম্মই সৰ্ব্বদা ফল

যক্ষ উবাচ ।

কিং নু হিহা প্রিয়ো ভবতি কিং নু হিহা ন শোচতি ।

কিং নু হিহার্থবান্ ভবতি কিং নু হিহা স্ত্বী ভবেৎ ॥৭১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

মানং হিহা প্রিয়ো ভবতি ক্রোধং হিহা ন শোচতি ।

কামং হিহার্থবান্ ভবতি লোভং হিহা স্ত্বী ভবেৎ ॥৭২॥

যক্ষ উবাচ ।

কিমর্থং ব্রাহ্মণে দানং কিমর্থং নটনর্তকে ।

কিমর্থং কৈব ভূত্যেযু কিমর্থং কৈব রাজসু ॥৭৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ধর্ম্মার্থং ব্রাহ্মণে দানং যশোদুর্থং নটনর্তকে ।

ভূত্যেযু ভরণার্থং বৈ ভয়ার্থং কৈব রাজসু ॥৭৪॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । হিহা তাক্কা । অর্থবান্ ধনী । প্রথমতৃতীয়পাদয়োর্বক্ষরাধিক্যার্থম্ ॥৭১॥

মানমিতি । মানং গর্বম্ । ন শোচতি চিন্তসস্তাপং নাহুভবতি । কামমভিলাষম্, অভিলাষেণৈব ধনব্যয়াদিনা ঘোষিদাদিসংগ্রহাদিতি ভাবঃ ॥৭২॥

কিমর্থমিতি । ভূত্যেযু পুত্রাদিপোস্তবর্গেষু । রাজস্বিতি বহুবচনং তদীয়প্রধানপুরুষগ্রন্থার্থম্ । পরব্রাহ্মণ্যেবম্ ॥৭৩॥

ধর্ম্মেতি । ভয়ার্থমিত্যত্রার্থশব্দো নিবৃত্তার্থঃ । তেন ভয়নিবৃত্তার্থমিত্যর্থঃ ॥৭৪॥

উৎপাদন করে, মনকে সংযত করিয়া শোক পায় না এবং সজ্জনদের সহিত সন্ধি করিলে তাহা নষ্ট হয় না” ॥৭০॥

যক্ষ বলিল—“মানুষ কি পরিত্যাগ করিয়া লোকের প্রিয় হয় ? কি পরিত্যাগ করিয়া চিন্তসস্তাপ ভোগ করে না ? কি পরিত্যাগ করিয়া ধনী হয় ? এবং কি পরিত্যাগ করিয়া সুখী হয় ?” ॥৭১॥

• যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মানুষ গর্ব পরিত্যাগ করিয়া লোকের প্রিয় হয়, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া চিন্তসস্তাপ ভোগ করে না, আকাজক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ধনী হয় এবং লোভ পরিত্যাগ করিয়া সুখী হয়” ॥৭২॥

• যক্ষ বলিল—“কি জন্ত ব্রাহ্মণকে দান করা হয় ? কিজন্ত নট ও নর্তককে দেওয়া হয় ? কি উদ্দেশে পোস্তবর্গকে বিতরণ করা হয় ? এবং কি জন্তই বা রাজগণকে বা তাঁহাদের প্রধান পুরুষদিগকে দান করা হয় ?” ॥৭৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ধর্ম্মের জন্ত ব্রাহ্মণকে দান করা হয়, যশের জন্ত নট বন-৩২২ (৩১)

যক্ষ উবাচ ।

কেন সিদারুতো লোকঃ কেন স্মিৎ প্রকাশতে ।

কেন ত্যজ্যতি মিত্রাণি কেন স্বর্গং ন গচ্ছতি ॥৫॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অজ্ঞানেনারুতো লোকস্তমসা ন প্রকাশতে ।

লোভাত্যজ্যতি মিত্রাণি সঙ্গাৎ স্বর্গং ন গচ্ছতি ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

কেনেতি । ন প্রকাশতে লোকঃ এব ॥৫॥

অজ্ঞানেনেতি । প্রায়েণ লোকঃ, অজ্ঞানেন আবৃতঃ প্রতিহতব্রহ্মদর্শনঃ ; তমসা ন প্রকাশতে  
ঘট ইব লোকো জীবো জীবান্তরন্ত । লোকো লোভাদেব মিত্রাণি ত্যজ্যতি, তদ্ধনাত্তপহরণাৎ ।  
লোকঃ সঙ্গাৎ দুষ্কর্মনসংসর্গাদেব স্বর্গং ন গচ্ছতি, তৎপাপসংক্রমাৎ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

কৃপালুভিরেব প্রদর্শনীয় ইতি তাৎপর্যার্থঃ ॥৫॥ মনোনিগ্রহে দৃষ্টং দ্বারং মানাদিচতুষ্টয়ত্যাগ  
ইতীহ—কিং হু ইতি ॥১—১২॥- মানাদিত্যাগোহপি ধর্ম্মফলমতোহজ্ঞাপি ব্রাহ্মণে, দত্তং  
যদানং তদেব ধর্ম্মহেতুত্বাদুপকরোতি নাগ্নত্ব দত্তমিত্যাহ—কিমর্থমিতি ॥১৩—১৫॥ নহু  
দানবলান্মানাদীন জিত্বা মনো নিগৃহত এবাত্যস্তিকো দুঃখনাশো ভবিষ্যতি কিং প্রবিলাপন-  
রূপেণ ত্রয়োধর্ম্মেণেত্যাশঙ্ক্যাহ- অজ্ঞানেতি । অজ্ঞানকার্ষেণ স্থলশূন্যশরীরঘয়েন জরামরণ-  
শোকমোহাত্মাশ্রয়েণ লোকাত ইতি লোক আত্মা আবৃতস্তিরোহিতঃ কল্পিতভুজ্ঞেনেব রজ্জুঃ,  
ঘতোহজ্ঞাননানার্থং ত্রয়োধর্ম্মোহবশ্তমেইবাঃ । নহু স্বযুগ্মে দেহবয়স্তাত্ত্বাবাদজ্ঞাননাশো-  
হন্ত্যেক কিং ত্রয়োধর্ম্মেণেত্যত আহ—তমসা মূলজ্ঞানেন স্বযুগ্মাবপ্যাবৃতোহতো ন প্রকাশতে,  
তন্মাদ্বেহত্বমপি প্রবিলাপনীয়মেবেত্যর্থঃ । জ্ঞানাজ্ঞানয়োরেব বিরোধাদজ্ঞানকৃতঃ সংসারো

ও নর্তুককে দেওয়া হয়, ভরণের জন্য পোস্তবর্গকে বিতরণ করা হয় এবং ভয়নিবৃদ্ধির  
জন্তু রাজগণকে বা তাঁহাদের প্রধান পুরুষদিগকে দান করা হয়” ॥৭৪॥

যক্ষ বলিল—“কে লোক-সকলকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে ? কি জন্তু লোক  
প্রকাশ পায় না ? মানুষ কি দোষে মিত্র ত্যাগ করে ? এবং কি দোষেইবো  
স্বর্গে যাইতে পারে না ?” ॥৭৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“অজ্ঞানই লোক-সকলকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে,  
তমোবশতই জীব অপর জীবের নিকট স্বরূপে প্রকাশ পায় না, মানুষ লোভবশতই  
মিত্র পরিত্যাগ করে এবং দুষ্কর্মনসংসর্গবশতই স্বর্গে যাইতে পারে না” ॥৭৬॥

যক্ষ উবাচ ।

মৃতঃ কথং শ্রাৎ পুরুষঃ কথং রাষ্ট্রং মৃতং ভবেৎ ।

শ্রাদ্ধং মৃতং কথং বা শ্রাৎ কথং যজ্ঞো মৃতো ভবেৎ ॥৭৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

মৃতো দরিদ্রঃ পুরুষো মৃতং রাষ্ট্রমরাজকম্ ।

মৃতমশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং মৃতো যজ্ঞস্তদাক্ষিণঃ ॥৭৮॥

যক্ষ উবাচ ।

কা দিক্ কিমুদকং প্রোক্তং কিমন্নং কিঞ্চ বৈ বিধম্ ।

শ্রাদ্ধস্য কালমাধ্যাহ্নি ততঃ পিব হরস্ব চ ॥৭৯॥

ভারতকৌমুদী

মৃত ইতি । পুরুষো জীবন্মপীতি ভাবঃ । রাষ্ট্রং রাজ্যং স্থিতমপীত্যায়ঃ । শ্রাদ্ধং সাক্ষ-  
মপীত্যভিপ্রায়ঃ । যজ্ঞঃ হুসম্পন্নোহপীতি তাৎপর্যম্ ॥৭৭॥

মৃত ইতি । জীবন্মপি পুরুষো দরিদ্রঃ সন্ মৃত ইব তিষ্ঠতি জীবৎকার্য্যকরণাসামর্থ্যাৎ ।  
স্থিতমপি রাষ্ট্রম্ অরাজকং সৎ মৃতমিব বৰ্ত্ততে অচিরেণ লোপসম্ভবাৎ । সাক্ষমপি শ্রাদ্ধম্  
অশ্রোত্রিয়ং বিদ্বদ্ভ্রাক্ষণরহিতং সৎ মৃতমিব ভবতি পূর্ণকলজননাসামর্থ্যাৎ । হুসম্পন্নোহপি যজ্ঞঃ  
অদক্ষিণঃ সন্ মৃত ইব জায়তে পূর্ণকলোৎপাদনাশক্তত্বাৎ ॥৭৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ন মনোরোধমাত্রেণ নশ্রুতি কিন্তু সৰ্ব্ববাধেন বজ্জমধিগম্যৈব যথা সমূলস্ত ভয়স্ত নাশস্তথা  
দেহজ্ঞয়বাধেন স্বরূপাধিগমেনৈব সমূলস্ত সংসারস্ত নাশ ইতি ভাবঃ । অতো লোভসঙ্কে-  
ত্যক্লান জ্ঞানমেব সাধনীয়মিত্যাহ—লোভাদিতি ॥৭৬—৭৭॥ লোভসঙ্কয়েরত্যাগে দোষমাহ—  
মৃত ইতি । দরিদ্রো লুচ্চিহ্নঃ স দানানুসমর্থত্বেন মৃত এব তজ্জ দৃষ্টান্তঃ মৃতং রাষ্ট্রমিব রাষ্ট্রং  
প্রাণভূমিপতেঃ সঞ্চারস্থানং শরীরং স্বরাজকং নষ্টপ্রাণং যথা তথা দরিদ্রো জীবন্মৃত ইত্যর্থঃ ।

যক্ষ বলিল—“মানুষ জীবিত থাকিয়াও কেন মৃতের জায় থাকে ? রাজ্য ঠিক  
থাকিয়াও কেন মৃততুল্য হইয়া পড়ে ? শ্রাদ্ধ সাক্ষ হইয়াও কেন মৃতের জায়  
(অসম্পন্ন) হয় ? এবং যজ্ঞ হুসম্পন্ন হইয়াও কেন মৃতের জায় (অসম্পন্ন)  
হয় ?” ॥৭৭॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মানুষ জীবিত থাকিয়াও দরিদ্র হইয়া মৃতের জায় থাকে,  
রাজ্য ঠিক থাকিয়াও অরাজক হইয়া মৃততুল্য হইয়া পড়ে, শ্রাদ্ধ সাক্ষ হইয়াও  
পণ্ডিতব্রাহ্মণশূদ্র হইলে মৃতের জায় (পণ্ড) হইয়া যায় এবং যজ্ঞ হুসম্পন্ন হইয়াও  
দক্ষিণাশূদ্র হইলে মৃততুল্য (পণ্ড) হয়” ॥৭৮॥

যক্ষ বলিল—“দিক্ কি ? জল কি ? অন্ন কি ? বিষ্ কি ? এবং শ্রাদ্ধের  
কাল কি ? তাহা বল, পরে জল পান কর এবং হরণ কর” ॥৭৯॥



## যুধিষ্ঠির উবাচ ।

সন্তো দিগ্ জলমাকাশং গৌরম্নং প্রার্থনা বিষম্ ।

শ্রাদ্ধশ্চ ব্রাহ্মণঃ কালঃ কথং বা যক্ষ ! মন্যসে ॥৮০॥

## ভারতকৌমুদী

কেতি । কালম্ অমাবস্তাপরাহ্নাদিব্যতিরিক্তমিত্যাশয়ঃ ॥৭২॥

সন্ত ইতি । সন্তঃ সাধব এব দিক্, সৰ্ব্বথা গমনীয়ত্বাৎ । আকাশমেব জলম্, জীবনহেতুত্বাৎ । গৌর্ধেহুর্বেব অম্নং তৎস্বরূপা, ক্ষীরাদিদানেন তৎকার্য্যকরণাৎ । মানিজনশ্চ প্রার্থনৈব বিষম্, যাতনাজনকত্বাৎ । ব্রাহ্মণঃ পণ্ডিত্তিপাবনব্রাহ্মণজাতকাল এব শ্রাদ্ধশ্চ কালঃ, “দ্রব্যাব্রাহ্মণসম্পত্তিঃ” ইত্যাদিশ্রুত্যা অমাবস্তাদিতুল্যত্বাভিনানাৎ ॥৮০॥

## ভারতভাবদীপঃ

অগ্রিমং দৃষ্টান্তধ্বং শ্রুতিগ্রন্থিকমেব ॥৭৮—৭৯॥ এবং লোভাদিত্যাগেন দানাত্তহুষ্ঠানেন শমাদিসম্পত্ত্যা চ যুক্তশ্চ শ্রবণাদিমতো যজ্ঞজাতবাং ব্রহ্মাষ্ট্রক্যাং তদাহ—কা দিগিতি । সন্তো বেদপ্রমাণনিষ্ঠাঃ দিক্ দিশত্বপদিশ্রুতীতি দিশুপদেষ্টার ইত্যর্থঃ । আচার্য্যবচনাদব্রহ্ম জাতব্যমিতি ভাবঃ । তথা “জলং পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তী”তি শ্রুতের্জলং পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডাক্ষরং কার্য্যং তদভিমানী চেতনশ্চ তেন ব্যাষ্ট্রপমষ্টিজীবো লক্ষ্যতে, আকাশঃ “সৰ্ব্বাণি ই” বা, ইমানি ভূতাত্মাকাশাদেব সমুৎপত্তস্ত আকাশেহস্তং যন্তী”তি শ্রুতেরাকাশেহব্যাকৃতং কারণং তদভিমানী ঈশ্বরন্তেনোচ্যতে । অনয়োর্জলমাকাশমিতি সামান্যধিকরণাদভেদ উপাধ্যায়প্রহাণেনোভয়ত্র শুদ্ধচিন্মাত্রলক্ষণা সৌহৃদ্যং দেবদত্ত ইত্যত্রৈব তদেতদ্দেশকালরূপ-বিশেষণপ্রহাণেন দেবদত্তস্বরূপমাত্রলক্ষণয়া, এতাবানেব সৰ্ব্বেষু বেদান্তেষু জাতব্যোহর্থঃ । নহু ব্যবৰ্ত্তকে উপাধিভেদে জাগ্রতি সতি কথমনয়োরভেদঃ শ্রাদ্ধত আহ—গৌরম্নমিতি । গচ্ছতীতি গৌরিল্লিঙ্গং তদগ্ৰাহ্যঃ শব্দার্থং জাতং বা তদন্নমদনীয়ং প্রবিলাপনীয়ং সৈন্ধবোদক-জ্ঞাফেন । যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাপ্ত উদকমেবাহুবিলায়তে । অত্র হেতে সৰ্ব্ব একং ভবতীত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ উপাধ্যোমিথ্যাভাদেব রজ্জুরগবৎ প্রবিলয়ঃ স্তথসাধ্য ইত্যর্থঃ । প্রার্থনা-

বলিলেন—“সাধুজনই দিক্, আকাশই জল, গরুই অন্নসংগ্রহকারক, মানী লোকের যাজ্ঞা করাই বিষ এবং পণ্ডিত্তিপাবন-ব্রাহ্মণ-প্রাপ্তিকালই শ্রাদ্ধের কাল । যক্ষ ! আপনিই বা কি মনে করেন ?” ॥৮০॥

(৮০) লোকাত্ পরং কতিপয়পুস্তকে সপ্তবিংশতিস্তোত্রাকা অধিকা দৃষ্টান্তে । তে চ পুনরুক্তি-দোষদ্রষ্টব্যং অকিঞ্চিৎকরপ্রশ্নোত্তরবাহুল্যাৎ ভাব্যবৈষম্যপ্রতীতেষু নোল্লিখ্যন্তে । তে ধ্বা—

যক্ষ উবাচ । তপঃ কিং লক্ষণং শ্রোতব কো দমশ্চ প্রকীৰ্ত্তিতঃ । ক্ষমা চ কা পরা শ্রোক্তা কা চ হ্রীঃ পরিকীৰ্ত্তিতা ॥১॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । তপঃ স্বধৰ্ম্মবৰ্ত্তিত্বং মনসো দমনং দমঃ । ক্ষমা দম্ভ-সহিষ্ণুত্বং হ্রীরকার্য্যনিবৰ্ত্তনম্ ॥২॥ যক্ষ উবাচ । কিং জ্ঞানং শ্রোচ্যতে রাজন্ ! কঃ শমশ্চ প্রকী-ৰ্ত্তিতঃ । দয়া চ কা পরা শ্রোক্তা কিং চার্ষ্যবদ্ব্যাহতম্ ॥৩॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । জ্ঞানং তদ্ব্যর্থ-

সম্বোধঃ শমশ্চিত্তপ্রশান্ততঃ। দয়া সর্বস্থথৈষিষ্মাঙ্কং সমচিত্ততা ॥৪॥ যক্ষ উবাচ। কঃ শক্র-  
 দুৰ্জয়ঃ পুংসাং কশ্চ ব্যাধিরনন্তকঃ। কীদৃশশ্চ শ্বতঃ সাধুরসাধুঃ কীদৃশঃ শ্বতঃ ॥৫॥ যুধিষ্ঠির উবাচ।  
 ক্রোধঃ হৃদুৰ্জয় শক্রলোভো ব্যাধিরনন্তকঃ। সর্বভূতহিতঃ সাধুরসাধুনিদয়ঃ শ্বতঃ ॥৬॥ যক্ষ  
 উবাচ। কো মোহঃ প্রোচ্যতে রাজন্। কশ্চ মানঃ প্রকীর্তিতঃ। কিমালম্ভক বিজ্ঞেয়ং কশ্চ  
 শোকঃ প্রকীর্তিতঃ ॥৭॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। মোহো হি ধৰ্ম্মমূঢ়ং মানস্বাত্মাভিমানিতা। ধৰ্ম্ম-  
 নিক্রিয়তালম্ভং শোকস্বজ্ঞানমূঢ়্যতে ॥৮॥ যক্ষ উবাচ। কিং শৈথিল্যমুচিত্তিঃ প্রোক্তং কিঞ্চ ধৈর্য-  
 মুদাহৃতম্। স্নানঞ্চ কিং পরং প্রোক্তং দানঞ্চ কিমিহোচ্যতে ॥৯॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। স্বধৰ্ম্মে  
 স্থিরতা শৈথিল্যং ধৈর্যমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। স্নানং মনোমলত্যাগো দানং বৈ ভূতরক্ষণম্ ॥১০॥  
 যক্ষ উবাচ। কঃ পণ্ডিতঃ পুমান্ জ্ঞেয়ো নাস্তিকঃ কশ্চ উচ্যতে। কো মূৰ্খঃ কশ্চ কামঃ স্ত্রাং কো  
 মৎসর ইতি শ্বতঃ ॥১১॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। ধৰ্ম্মজ্ঞঃ পণ্ডিতো জ্ঞেয়ো নাস্তিকো মূৰ্খ উচ্যতে। কামঃ  
 সংসারহেতুশ্চ হস্তাপো মৎসরঃ শ্বতঃ ॥১২॥ যক্ষ উবাচ। কোহহংকার ইতি প্রোক্তঃ কশ্চ দম্ভঃ  
 প্রকীর্তিতঃ। কিং তদৈবং পরং প্রোক্তং কিং তৎপৈশুণ্ডিকমূঢ়্যতে ॥১৩॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। মহাজ্ঞান-  
 মহাকারো দম্ভো ধৰ্ম্মো ধ্বজোজ্জয়ঃ। দৈবং দানফলং প্রোক্তং পৈশুণ্ডিকং পরদূষণম্ ॥১৪॥ যক্ষ  
 উবাচ। ধৰ্ম্মশ্চাৰ্থশ্চ কামশ্চ পরম্পরবিরোধিনঃ। এবাং নিত্যবিরুদ্ধানাং কথমেকত্র সম্ভবঃ ॥১৫॥  
 যুধিষ্ঠির উবাচ। যদা ধৰ্ম্মশ্চ ভাষ্যাত পরম্পরবশাহুগো। তদা ধৰ্ম্মার্থকামানাং ত্রয়াণামপি সম্ভবঃ  
 ॥১৬॥ যক্ষ উবাচ। অক্ষয়ো নরকঃ কেন প্রাপ্যতে ভারতর্ষভ।। এতন্মে পৃচ্ছতঃ প্রহ্ম-  
 তচ্ছীঘ্রং বক্তুমর্হসি ॥১৭॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। ব্রাহ্মণং শ্রয়মাভ্যুয যাচমানমাবিধনম্। পশ্চান্নাস্তীতি  
 যো ক্রয়াং সৌহৰ্দ্দ্যং নরকং ব্রজেৎ ॥১৮॥ বেদেষু ধৰ্ম্মশাস্ত্রেষু মিথ্যা যো বৈ দ্বিজাতিষু। দেব-  
 পিতৃধৰ্ম্মেষু সৌহৰ্দ্দ্যং নরকং ব্রজেৎ ॥১৯॥ বিজ্ঞমানে ধনে লোভাদানভোগবিবাক্কতঃ। পশ্চান্না-  
 স্তীতি যো ক্রয়াং সৌহৰ্দ্দ্যং নরকং ব্রজেৎ ॥২০॥ যক্ষ উবাচ। রাজন্। কুলেন বৃন্তেন স্বাধ্যায়েন।  
 শ্রুতেন বা। ব্রাহ্মণং কেন ভবতি প্রক্ৰেতৎ শূনিশ্চিতম্ ॥২১॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। শূণ্ড যক্ষ!  
 কুলং তাত! ন স্বাধ্যায়ো ন চ শ্রুতম্। কারণং হি দ্বিজশ্চে চ বৃন্তমেব ন সংশয়ঃ ॥২২॥ বৃন্তং  
 যত্নেন সংরক্ষ্য ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ। অক্ষীণবৃত্তো ন ক্ষীণো বৃন্তস্ত হতো হতঃ ॥২৩॥ পঠকঃ  
 পাঠকশ্চৈব যো চাক্ষে শাস্ত্রচিহ্নকাঃ। সর্বে ব্যসনিনো মূৰ্খা যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ ॥২৪॥ চতু-  
 র্বেদোহপি হৃবৃত্তঃ স শূদ্রাভিহিত্যতে। যোহগ্নিহোত্ৰপরো দাস্তঃ স ব্রাহ্মণ ইতি শ্বতঃ ॥২৫॥ যক্ষ  
 উবাচ। প্রিয়বচনবাদী কিং লভতে বিমুশিতকার্যকরঃ কিং লভতে। বহুমিত্রকরঃ কিং লভতে  
 ধৰ্ম্মে রতঃ কিং লভতে কথং ॥২৬॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। প্রিয়বচনবাদী প্রিয়ো ভবতি বিমুশিতকার্য-  
 করোহধিকং জয়তি। বহুমিত্রকরঃ সুখং বসতে যশ্চ ধৰ্ম্মরতঃ স গতিং লভতে ॥২৭॥

### ভারতভাবদীপঃ

তপ-আশ্রমকশ্চ জ্ঞানসাধনশ্চ লক্ষণাত্মাহ ভাভ্যাং—তপঃ স্বধৰ্ম্মেতি ॥১—৫॥ ক্রোধলোভ-  
 নির্দুঃখানি তাক্ষা সর্বভূতহিতঃ শ্রাদিত্যর্থঃ ॥৬—৭॥ ত্রিভির্মোহাদীনাম্ লক্ষণাত্মাহ মোহো  
 হীত্যানিনা ॥৮—১১॥ নাস্তিকো নাস্তি পরলোক ইতি বাদী স এব মূৰ্খো ন ততো-  
 হন্তঃ পৃথক্ মূৰ্খঃ প্রষ্টব্য ইত্যর্থঃ। সংসারহেতুর্বাদিনা ॥১২—১৩॥ মূঢ়ত্বং তদজ্ঞানং চাহংকারঃ  
 ধৰ্ম্মো ধ্বজোজ্জয়ো ধ্বজবহুজ্জিতো লোকেষু ধ্যাত্যর্থঃ, দম্ভদর্পপৈশুণ্ডিকানি তাক্ষা দৈবাবিনো

যক্ষ উবাচ । ৭।

কা চ বার্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পশ্চাৎ কশ্চ মোদতে ।

মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব ॥৮১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অশ্বিনু মহামোহময়ে কটাহে সূর্য্যায়িনা রাত্রিদিনেক্ষেন ।

মাস্তদুর্দবীপরিঘট্টেনে ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা ॥৮২॥

## ভারতকৌমুদী

কেতি । বার্তা বৃত্তান্তঃ প্রাধাত্তেন জগদ্ব্যাপার ইত্যর্থঃ, আশ্চর্য্যমপি প্রাধাত্তেনৈব ; পশ্চাৎ ধর্ম্মা-  
চরণমার্গঃ, মোদতে প্রাধাত্তেনানন্দমহুভবতি ॥৮১॥

অশ্বিনুতি । অথঃ কালঃ কর্তা, অশ্বিনু জ্ঞানিমায়েণৈব জায়মানে মহামোহময়ে মহামোহ-  
স্বরূপে কটাহে নিষ্কিপোতি শেবঃ, সূর্য্য এযায়িনেন, রাত্রিযুক্তং দিনং রাত্রিদিনং তদেবেক্ষনং তেন,  
মালাশ্চ ঋতবশ্চ দর্শ্যঃ হস্তাকারানি পাকসাধনানি তালাং পরিঘট্টেনে চালনে চ, ভূতানি  
ক্ষিত্যদীন প্রাণিনশ্চ, পচতি পরিণময়তি, ইতি বার্তা প্রাধাত্তেন জগদ্ব্যাপারঃ । অতো যুক্তয়ে  
যতিভব্যমিতি ভাবঃ ॥৮২॥

## ভারতভাবদীপঃ

কামঃ ৭ এব বিষমিব বিষং জন্মমরণহেতুত্বাৎ, অতঃ কামং তাত্ত্বা গুরুপদেনৈব প্রপঞ্চং  
প্রক্লিষ্টপা প্রত্যগব্রহ্মণোরভেদং সাক্ষাৎ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ । ব্রহ্মণো ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মন্ত ব্রহ্ময়া  
প্রদেয়ন্ত কালঃ সময়ঃ যদৈব সম্পাদ্রলাভস্তদৈব ধর্ম্মজ্ঞানাদিকমহুর্থেয়ং শিক্ষণীয়ঞ্চ । সমাপ্তা  
সসাধনা ব্রহ্মবিজ্ঞা তদাপ্যাত্মানপি জ্ঞানসাধনানি তল্লক্ষণানি চ প্রক্টুমিচ্ছুঃ পূর্ণং বরং ব্রাহ্ম-  
জীবনাদিহুৎ ন দদাতাতো ধর্ম্মরাজঃ পরামুশতি কথং বা যক্ষ মন্ত্রসে ইতি । তব মতে  
এতাবতা কৃতকৃত্যত্বমন্তি নান্তি বেতি প্রশ্নাভিপ্রায়ঃ ॥৮০—৮১॥ কর্ম্মোপাস্তিজ্ঞানানামন্ত-

যক্ষ বলিল—“বার্তা কি ? আশ্চর্য্য কি ? পথ কি ? এবং কে আমোদ করে ?  
আমার এই চারিটি প্রশ্নের উত্তর বলিয়া জল পান কর” ॥৮১॥

যদ্বালাভসম্বন্ধে নির্দত্তো নিকামশ্চ ধর্ম্মমাচরেৎ ইত্যর্থঃ ॥১৪—১৫॥ নব্ব্বকামমোবিরোধিনোঃ  
সত্যোক্তাদৃশো ধর্ম্মো দুঃখহর্ষ ইত্যশঙ্ক্যাহ — যদেতি । ধর্ম্মোহগ্নিহোত্রাদিঃ পারিভাষ্যবস্তার্থ্যবিরোধী  
ন ভবতি, যদা চ ভাষ্যা দানাদিপ্রতিবন্ধকং বিনা ধর্ম্মে বিরোধিনী ন ভবতি । তদা  
ধর্ম্মোহর্থান্ গ্রহ্যতে, ভাষ্যা চ কামং পূরয়তি ; তেন ত্রিবর্গোহয়ং সঙ্গমঃ প্রাপ্নোতি । তদা চ  
গৃহিণামপ্যস্তি ধর্ম্মধারেণ মোক্ষেহধিকার ইত্যুক্তম্ ॥১৬॥ অক্ষরো নরকো নিত্যসংসারিষ্ম ॥১৭॥  
তদ্বৈতমাহরীং সম্পদমাহ—ব্রাহ্মণমিত্যাদিনা ॥১৮—১৯॥ স্বাধ্যায়েনান্ধরাবাস্ত্যা ঋতেন তদধ-  
গ্রহণেন সার্থবেদাধিগমেনেত্যর্থঃ ॥২০॥ কুলং ন কারণং স্বাধ্যায়ঃ ঋতঞ্চ ধর্ম্মং মিলিতৈষকমেব, তদপি  
ন কারণমিতি যোজ্যম্ ॥২১—২২॥ অতিরিক্ততে নীচতায়ামিতি শেবঃ ॥২৩—২৭॥

+ ইতঃ প্রভৃতি পঞ্চ শ্লোকাঃ কচিং সন্তি, কচিৎ সন্তি, কচিচ্চ বিভিন্নপ্রকারাঃ সন্তি ।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্ ।

শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্ ॥৮৩॥

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মূনির্যশ্চ মতং ন ভিন্নম্ ।

ধর্ম্মস্ত তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পস্থাঃ ॥৮৪॥

দিবসস্তাঙ্কমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ ।

অনুগী চাপ্রবাসী চ স বারিচর ! মোদতে ॥৮৫॥

### ভারতকৌমুদী

অহনীতি । ভূতানি প্রাণিনঃ অহন্যহনি যমমন্দিরং গচ্ছন্তি ; তৎ পশুস্তোহপি শেষা অবশিষ্টাঃ প্রাণিনঃ, স্থিরত্বং চিরস্থায়িত্বমাশ্রয়ামিচ্ছন্তি, অতঃ পরং কিমাশ্চর্য্যম্, আশ্রয়ামপি তথাবাপ্তস্তাবাদিত্যাশয়ঃ ॥৮৩॥

বেদা ইতি । বেদা বিভিন্না বিশেষেণ ভিন্নভিন্নমতবাদিনঃ । যথা “একমেবাদ্বিতীয়ম্” “জ্ঞা স্বপর্ণা সমুজ্জা সখায়া” ইতি । স্মৃতয়োহপি বিভিন্নাঃ । যথা “নিরুপায়া ব্যভিচারিণ্যঃ” “ন জী তুগ্ধতি জারেন” । নাসাবিতি । যথা দর্শনশাস্ত্রাদিষু কশ্চিদ্মুনিঃ ক্লেশকর্ষাদিশূন্যমীশ্বরং বদতি, কশ্চিৎ সগুণম্, কশ্চিদ্ভিগুণম্, কশ্চিন্নগুণমমম, কশ্চিৎ নাস্তীকরোত্যেবেতি । তর্হি স্বয়ং দৃষ্টা ধর্ম্ম-মাশ্রয়েত্যাহ ধর্ম্মস্তেতি । গুহায়াং গুহাবদজ্ঞেয়স্থানে । তর্হি ক আশ্রয়ণীয় ইত্যাহ—মহাজনো, রামযমাত্যাদির্ধেন পথা গতঃ, স পস্থা আশ্রয়ণীয়ঃ ॥৮৪॥

### ভারতভাবদীপঃ

রঙ্গসাধনং বৈরাগ্যমাহ—প্রস্তুতভূতয়োত্তরত্বেন ; অশ্রিত্বিতি । ভুজ্যমানা অপি জ্ঞাদয়ো ন চিরস্থায়িন ইতি সর্ব্বতো বৈরাগ্যমেবাশ্রয়েদিতি ভাবঃ ॥৮২॥ অহনীতি । দেহস্ত বিনাশিত্ব-মহুসঙ্ঘায় প্রাপ্তানপি ভোগান্ত্যাক্ষা শীঘ্রং পরমাখ্যায় যতিতব্যমিত্যর্থঃ ॥৮৩॥ তর্ক ইতি । অপ্রতিষ্ঠো নির্ণয়শূন্যঃ, স্মৃতয়োহপি বিভিন্নাঃ পদম্পরবিরুদ্ধার্থবাদিনঃ, মুনয়োহপি তদব্যাখ্যা-তারজ্ঞাদৃশা এব ; অতোহনন্তাস্থ ধর্ম্মশাস্ত্রাদিবিজ্ঞাস্থ ভ্রমমক্লান্তা বহুজনসম্মতমেব মার্গমহুসরে-দিত্যর্থঃ ॥৮৪॥ হে বারিচর ! হে যক্ষ ! স্বপং প্রবাসং চাকুর্বন্ যদৃচ্ছালাভসঙ্কটো ভবেদিত্যর্থঃ

যুষ্টিরি বলিলেন—“সূর্য্যরূপ অগ্নি এবং দিন ও রাত্রিরূপ কালদ্বারা এবং রাস ও ঋতুরূপ দক্ষী (হাতা) সঞ্চালিত করিয়া প্রাণিগণকে এই মহামোহরূপ কটাহে নিক্ষেপ করিয়া কাল ভাঙ্গাদিগকে পাক করিতেছেন ; ইহাই বার্তা ॥৮২॥

প্রাণীরা, প্রত্যহই যমালয়ে যাইতেছে—ইহা দেখিয়াও অবশিষ্ট প্রাণীরা চিরস্থায়িত্ব ইচ্ছা করে ; ইহা ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে । ॥৮৩॥

বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন এবং এমন মূনি নাই, যাঁহাদের মত ভিন্ন নহে । তা'র পর, ধর্ম্মের তত্ত্ব অজ্ঞেয়স্থানে রক্ষিত আছে ; স্মৃতির প্রধান প্রধান লোক যে পথে গিয়াছেন, সে-ই পথ ॥৮৪॥

## যক্ষ উবাচ ।

আখ্যাতা মে হুয়া প্রপ্না যাতাতথ্যং পরস্তপ ! ।

পুরুষঞ্চ সমাখ্যাহি যশ্চ সর্বধনেশ্বরঃ ॥৮৬॥

## যুধিষ্ঠির উবাচ ।

দিবং স্পৃশতি ভূমিঞ্চ শব্দঃ পুণ্যেন কর্মণা ।

যাবৎ স শব্দো ভবতি তাবৎ পুরুষ উচ্যতে ॥৮৭॥

তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে যন্ত স্তম্ভদুঃখে তথৈব চ ।

অতীতানাগতে চোভে স বৈ সর্বধনেশ্বরঃ ॥৮৮॥

## ভারতকৌমুদী

দিবসস্তেতি । হে বারিচর ! জলচর ! বকরুপিষক ! যো নরঃ অষ্টধাবিত্তস্ত দিবসস্ত  
অষ্টমে ভাগে ভাগান্তরাগাং শাকসংগ্রহণেনৈবাতিক্রমাদিত্তি ভাবঃ, স্বভোজনায় শাকং শাকমাত্রং  
পচতি, অনূণী চ অপ্রবাসী চ তিষ্ঠতি, স নর এব মোদতে, অনন্তাধীনত্বাৎ ॥৮৫॥

আখ্যাতা ইতি । যাতাতথ্যং যথা স্তাত্তথা আখ্যাতাঃ । পুরুষং শ্রেষ্ঠং নরম্ ॥৮৬॥

দিবমিতি । শব্দো যন্ত প্রশংসাবাদঃ । ভবতি লোকমুখে প্রবর্ততে ॥৮৭॥

তুল্যে ইতি । স বৈ সর্বধনেশ্বরঃ, ব্রহ্মজ্ঞানলাভাদিতাশয়ঃ ॥৮৮॥

## ভারতভাবদীপঃ

৮৫। কর্মজ্ঞানফলে বিবেকুং পৃচ্ছতি—ব্যাখ্যাতা ইতি । যাতাতথ্যং যথার্থং যথা স্তাত্তথা  
পুরুষং পুং শরীরে বসতীতি পুরুষন্তং জীবন্তমিত্যর্থঃ । কো জীবতি কচ্চাবাপ্তসকলকাম  
ইতি প্রশ্নো ॥৮৬॥ তয়োক্তন্তরং দিবমিতি দ্বাভ্যাম্ । পুণ্যেন কর্মণা সকামেন নিকামেন  
বা দ্ব্যভূমিব্যাপী কীর্তিশব্দো ভবতি, যাবৎ কীর্তিরাস্তি তাবচ্ছীবতীত্যর্থঃ । পশাদিহলোকে  
পূর্ববাসনাহরুপাণি কর্ম্মাণি করোতি, তত্রাপি সোপানারোহক্রমেণ নিকামো মৃচ্যতে, অব-  
রোহক্রমেণ সকামোহধিকমধিকং বাসনাপাশৈর্বধ্যত ইতি বিবেকঃ ॥৮৭॥ তুল্যে ইতি ।  
ব্রহ্মবিদেব সর্বধনী যন্তমাত্মানমহুবিম্ব বিজানাতি সর্বাংশে লোকানাপ্নোতি সর্বাংশে

আর বক । যে লোক অনূণী ও অপ্রবাসী থাকিয়া দিনের অষ্টমভাগে  
(সন্ধ্যাকালে) শাকমাত্র পাক করে, সেই লোকই আমোদ অনুভব করে” ॥৮৫॥

যক্ষ বলিল—“পরস্তপ যুধিষ্ঠির ! তুমি যথায়থভাবে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর  
বলিয়াছ ; এখন যিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং যিনি সকল ধনের অধীশ্বর, তাঁহাদের কথা  
বল” ॥৮৬॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ধর্মকর্ম্মনিবন্ধন স্বীকার প্রশংসাবাদ স্বর্গ ও মর্ত্যকে স্পর্শ  
করে এবং সেই প্রশংসাবাদ যতকাল থাকে, ততকালই তিনি পুরুষ ॥৮৭॥

যক্ষ উবাচ ।

ব্যাখ্যাতঃ পুরুষো রাজন্ ! যশ্চ সর্বধনেশ্বরঃ ।

তস্মাস্বমেকং ভ্রাতৃণাং যমিচ্ছসি স জীবতু ॥৮৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

শ্রামো য এষ রক্তাক্ষো বৃহচ্ছালঃ ইবোচ্ছিতঃ ।

ব্যটোরক্ষো মহাবাহুর্নকুলো যক্ষ ! জীবতু ॥৯০॥

যক্ষ উবাচ ।

প্রিয়স্তে ভীমসেনোহয়মর্জ্জুনো বঃ পরায়ণম্ ।

স কস্মাস্মকুলং রাজন্ ! সাপত্ত্বং জীবমিচ্ছসি ॥৯১॥

ভারতকৌমুদী

ব্যাখ্যাত ইতি । ভ্রাতৃণামেকমিত্যপি যুধিষ্ঠিরস্ত-স্বর্গজানপরীক্ষার্থমুক্তম্ ॥৮৯॥

শ্রাম ইতি । শ্রামঃ কাকনবর্ণঃ । তৎপরিভাষা তু প্রাগেবোক্তা । শালো বৃক্ষঃ, উচ্ছিত উন্নতঃ । ব্যাটং হৃদয়ম্ উরো বক্ষো যস্ত সঃ ॥৯০॥

প্রিয় ইতি । পরায়ণং প্রধানাবলম্বনম্ । সাপত্ত্বং মাতুঃ সপত্ন্যাঃ পুত্রম্ ॥৯১॥

ভারতভাবদীপঃ

কামানিতি তশ্চৈবাপ্তসকলকামবিশ্রান্তেঃ তস্ত ষাভাবিকমিদং লক্ষণং তুল্যে প্রিয়াপ্তিয়ে ইতি । তদেব সাধকস্ত যজ্ঞসাধ্যং জ্ঞানসাধনমিত্যাচ্যতে । যথোক্তম্—“উৎপন্নাত্মপ্রবোধস্ত হৃদয়েই স্বাদয়ো গুণাঃ । অযত্নতো ভবন্ত্যস্ত ন তু সাধনরূপিণঃ ॥” ইতি ॥৮৮॥ এবং পুত্রস্ত জ্ঞানং পরীক্ষা ধর্ম্মে

আর যাহার নিকট প্রিয় ও অপ্রিয়, সুখ ও দুঃখ এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ—এই দুই দুই সমান, তিনিই সকল ধনের অধীশ্বর” ॥৮৮॥

যক্ষ বলিল—“রাজা ! তুমি পুরুষের বিষয় এবং সর্বধনেশ্বরের বিষয় বলিয়াছ ; অতএব তুমি তোমার ভ্রাতাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা কর, তিনি জীবিত হউন” ॥৮৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“যক্ষ ! এই বিনি—কাকনবর্ণ, রক্তনয়ন, বৃহৎ শালবৃক্ষের জায় উচ্চ, দৃঢ়বক্ষা ও মহাবাহু, সেই নকুল জীবিত হউন” ॥৯০॥

যক্ষ বলিল—“রাজা ! এই ভীমসেন তোমার প্রীতিভাজন এবং অর্জুন

(৮৯)...যশ্চ সর্বধনো নরঃ—বা ব কা নি । (৯১) স্নোকাৎ পরং পুনরুক্ত্যর্থকমিদং স্নোক্তজয়পুথিকম্ । যথা—‘যস্ত নাগসহস্রেন দশসংখ্যেন বৈ বলম্ । তুল্যং তং ভীমমুৎসজ্য নকুলং জীবমিচ্ছসি ॥ তথৈনং মহাজাঃ প্রোহর্ভীমসেনং প্রিয়ং তব । অথ কেনাভ্যভাবেন নকুলং জীবমিচ্ছসি ॥ যস্ত বাহুবলং সর্বৈ পাণ্ডবাঃ সমুপাসতে । অর্জুনং তমপাহায় নকুলং জীবমিচ্ছসি ॥’—বা ব কা নি ।

বন-৩২৩ (১১)

## যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ধৰ্ম্ম এব হতো হস্তি ধৰ্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ ।

তস্মাদধৰ্ম্মং ন ত্যজামি মা নো ধৰ্ম্মো হতো বধীঃ ॥২২॥

কুন্তী চ যক্ষ ! মাদ্রৌ চ ভার্য্যে চৈতে পিতৃগম ।

উভে সপুত্রে স্মাতাং বৈ ইতি মে ধীয়তে মতিঃ ॥২৩॥

যথা কুন্তী তথা মাদ্রৌ বিশেষো নাস্তি মে তয়োঃ ।

মাতৃভ্যাং সমমিচ্ছামি নকুলো যক্ষ ! জীবতু ॥২৪॥

## ভারতকৌমুদী

ধৰ্ম্ম ইতি । যেন হতস্তং হস্তি, যেন রক্ষিতস্তং রক্ষতীত্যর্থঃ । ধৰ্ম্মং ছয়োরেব মাত্ৰোঃ সপুত্রস্বয়াক্রপম । অস্মাভিহতো ধৰ্ম্মঃ, নঃ অস্মান্ মা বধীং ন হস্ত ॥২২॥

স্মৃতিতমর্থমেব 'স্পষ্টমাহ—কুন্তীতি । মে ময়া, ধীয়তে অবলম্ব্যতে ॥২৩॥

যথেনি । মাতৃভ্যাং ভাভ্যাং কুন্তীমাদ্রীভ্যাং সহ সমং ভাবমহমিচ্ছামি ॥২৪॥

## ভারতভাবদীপঃ

স্থিতিং পরীক্ষিতুমাহ—যমেকমিচ্ছসি স জীবন্তিতি ॥৮২—২০॥ জীবং জীবন্তম্ ॥২১॥ (পাঠান্তরে) অহুতাবেন নকুলগতসামর্থ্যেন । নোহস্মায়্যাবধীং ॥২২॥ (পাঠান্তরে) আনুশংস্তমবৈবম্যম্, পরমার্থাৎ সত্যং । ধীয়তে নিশ্চিন্তে ॥২৩—২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তষষ্টিাধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৬৭॥

তোমাদের সকলেরই প্রধান অবলম্বন ; সুতরাং (ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া) তুমি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নকুলের জীবন ইচ্ছা করিতেছ কেন ?" ॥২১॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“যে লোক ধৰ্ম্ম নষ্ট করে, তাহাকে ধৰ্ম্মই নষ্ট করেন ; আবার যে লোক ধৰ্ম্ম রক্ষা করে, তাহাকে ধৰ্ম্মই রক্ষা করেন । সেই জন্যই আমি ধৰ্ম্ম ত্যাগ করি না । কেন না, ধৰ্ম্ম আমাদ্বারা বিনষ্ট হইয়া আমাকে আবার তিনি বিনষ্ট না করেন ॥২২॥

যক্ষ ! কুন্তী ও মাদ্রী—ইহারা দুই জনই আমার পিতার ভার্য্যা ; সুতরাং তাঁহারা দুই জনই সপুত্র থাকুন, ইহাই আমার ইচ্ছা ॥২৩॥

যেমন কুন্তী, তেমন মাদ্রী ; তাঁহাদের প্রতি আমার কোন ভেদজ্ঞান নাই । তাই আমি তাঁহাদের দুই জনের সহিতই সমান ভাব ইচ্ছা করি ; অতএব যক্ষ ! নকুলই জীবিত হউন” ॥২৪॥

(২২) শ্লোকাৎ পরং পুনরুক্তার্থকগুৰ্ণসূচকশ্লোকাবধিকো । যথা—‘আনুশংস্তং পুণ্যো ধৰ্ম্মঃ পরমার্থোহস্মৈ যতম্ । আনুশংস্তং চিকীৰ্ষামি নকুলো যক্ষ ! জীবতু । ধৰ্ম্মশীলঃ সদা রাজা ইতি মাং মানবা বিদ্বঃ । অধৰ্ম্মান চলিষ্ঠামি নকুলো যক্ষ ! জীবতু ।’—বা ব ক়া নি । (২৩) কুন্তী চৈব তু মাদ্রৌ চ যে ভার্য্যে তু—বা ব ক়া ।

যক্ষ উবাচ ।

যশ্ম তেহর্থাচ্চ কামাচ্চ আনৃশংশ্চং পরং মতম্ ।

তস্মাতে ভ্রাতরঃ সর্ব্বৈ জীবন্ত ভরতর্ষভ ! ॥৯৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি আরণ্যে

যক্ষপ্রশ্নে সপ্তষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ \*

—:~:—

অষ্টষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততস্তে যক্ষবচনাত্তদতিষ্ঠন্ত পাণ্ডবাঃ ।

ক্ষুংপিপাসে চ সর্ব্বেষাং ক্ষুণেন ব্যপগচ্ছতাম্ ॥১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

সরশ্চে কেন পাদেন তিষ্ঠন্তম্পরাজিতম্ ।

পৃচ্ছামি কো ভবান্ দেবো ন মে যক্ষো মতো ভবান্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

যন্তেতি । আনৃশংশ্চ মাত্রীং প্রতি অনিষ্ঠুরতা, পরং প্রধানং ধর্ম্মম্ ॥২৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাসীশতট্টাচার্য্যকৃষ্ণাচাৰ্য্য-চিঁতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি আরণ্যে

সপ্তষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

তত ইতি । ‘যুযুতিষ্ঠিত’ ঈদৃশাদ্যক্ষবচনাদিত্যর্থঃ । ব্যপগচ্ছতাং নিবৃন্তে ॥১॥

সরসীতি । এভিরপরাজিতং ভবন্তং পৃচ্ছামি । প্রশ্নমেবাহ—ক ইতি ॥২॥

যক্ষ বলিল—“ভরতশ্রেষ্ঠ ! তুমি যখন অর্থ ও কাম অপেক্ষা অনিষ্ঠুরতা-ধর্ম্মকেই প্রধান বলিয়া মনে করিয়াছ, তখন তোমার ভ্রাতারা সকলেই জীবিত হইলেন” ॥৯৫॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর যক্ষের বচন অনুসারে ভীমপ্রভৃতি পাণ্ডবগণ গাত্রোত্থান করিলেন এবং ক্ষণকালমধ্যেই তাঁহাদের সকলের ক্ষুধা ও পিপাসা নিবৃন্তি পাইল ॥১॥

\* ‘...ত্রিশততমঃ...’—পি, ‘...ষাটষাটধিকত্রিশততমঃ...’—বা ব, ‘...ত্রয়োদশাধিক-ত্রিশততমঃ...’—কা, ‘...চতুর্দশাধিকত্রিশততমঃ...’—নি ।

(২) শ্লোকাৎ পরম্ “বত্ননাং বা ভবানেকো রুদ্রাণামথবা ভবান্ । অথবা মরুতাং শ্রেষ্ঠো বজ্রী বা ত্রিশশেখরঃ ॥” ইতি কচিদধিক শ্লোকঃ ।



মম হি ভ্রাতর ইমে সহস্রশতযোধিনঃ ।

তং যোধং ন প্রপশ্যামি যেন সর্বৈ নিপাতিতাঃ ॥৩॥

স্বধ্বং প্রতিবুদ্ধানামিন্দ্রিয়াণ্যুপলক্ষয়ে ।

স ভবান্ হৃদস্মাকমথবা নঃ পিতা ভবান্ ॥৪॥

যক্ষ উবাচ ।

অহং তে জনকস্তাত ! ধর্মো বীর ! সনাতনঃ ।

ত্বাং দিদৃক্ষুরনুপ্রাপ্তো বিদ্ধি মাং ভরতর্ষভ ! ॥৫॥

যশঃ সত্যং দমঃ শৌচমাজ্জবং হ্রীরচাপলম্ ।

দানং তপো ব্রহ্মচর্যমিত্যেতাস্তনবো মম ॥৬॥

অহিংসা সমর্তা শান্তিস্তপঃ শৌচমমৎসরঃ ।

দ্বারাণ্যেত্যানি মে বিদ্ধি প্রিয়ো হৃসি সদা মম ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

মমেতি । হি যস্মাৎ । নিপাতিতা নিপাতয়িতুং শক্তাঃ ॥৩॥

স্বথমিতি । প্রতিবুদ্ধানাম্ জাগরিতানাম্, ইন্দ্রিয়াণি পূর্বরূপাণ্যেব ॥৪॥

“অহমিতি । সনাতনো নিত্যঃ । অনুপ্রাপ্ত উপস্থিতঃ ॥৫॥

যশ ইতি । যশঃ প্রশংসাহেতুভূতং যজ্ঞাদিকার্যম্ ; সত্যং বাক্যে ব্যবহারে চ যথার্থ্যম্ ; দমো বহির্বিদ্রিয়দমনম্ ; শৌচম্ আন্তরং বিষুচিস্তনাদিজম্ ; আজ্জবং সরলতা ; হ্রীর্কার্যনিবৃত্তিজনিকা লজ্জা ; অচাপলং সংকার্যে চিন্তাহৈর্ধ্যম্ ; দানং পাত্রে নিরুপধিকং বিতরণম্ ; তপো বৈধক্লেশে ত্রাত্তমুষ্ঠানম্ ; ব্রহ্মচর্যং বীৰ্যধারণম্ । ইত্যেতা দশ মম তনবো মূর্তয়ঃ ॥৬॥

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন—“আপনি একচরণে সরোবরের তীরে দাঁড়াইয়া আছেন, অথচ ইহাদের নিকট পরাজিত হন নাই ; সুতরাং আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনি কোন্ দেবতা ? আপনাকে ত আমার যক্ষ বলিয়া ধারণা হয় না ॥২॥

কারণ, আমার এই ভ্রাতারা লক্ষ যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন ; সুতরাং যিনি ইহাদের সকলকে নিপাতিত করিতে পারেন, তেমন যোদ্ধা ত আমি দেখিতে পাই না ॥৩॥

তা’র পর, ইহারা সুখে জাগরিত হইয়াছেন এবং ইহাদের ইন্দ্রিয়গুলিও পূর্বরূপই রহিয়াছে দেখিতেছি ; অতএব আপনি আমাদের সূত্রং অথবা আমাদের (কোন) পিতা হইবেন” ॥৪॥

যক্ষ বলিল—“বৎস বীর ! আমি তোমার পিতা—সনাতন ধর্ম ; আমি তোমাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছি । ভরতশ্রেষ্ঠ ! এইরূপই আমাকে অবগত হও ॥৫॥

যশ, সত্য, দম, শৌচ, সরলতা, লজ্জা, অচাপল্য, দান, তপস্তা ও ব্রহ্মচর্য—এই দশটি আমার মূর্তি ॥৬॥

(৪) স্বথং প্রতিবুদ্ধানাম্...স ভবান্ হৃদস্মাকম্—বা ব ক নি । (৫)...ধর্মোহনুহ-পরাক্রমঃ—বা ব ক ।

দিত্যা পঞ্চহ রক্তোহসি দিত্যা তে ষট্‌পদৌ জিতা ।

যে পূর্বে মধ্যমে যে চ যে চান্তে সাম্পরায়িকে ॥৮॥

### ভারতকৌমুদী

অহিংসেতি । অহিংসা পরানিষ্টনিবৃত্তিঃ, সমতা জ্ঞানে ব্যবহারে চ শত্রুমিত্রয়োঃ সমানতা, শান্তিঃ অন্তরিত্তিরদমনম্, তপস্তোৰ্ধপর্যটনাদি, শৌচং বাহ্যং স্নানাদিভ্যম্ । এবং পূর্বোক্তাবিরূপাত্যাং তপঃশৌচাত্যাং সহ ন বিরোধঃ । অমংসরঃ পরকীয়ত্বং প্রত্যবিরোধে ; এতানি যে দ্বাবি মংপ্রাপ্তৌ সাধনানি বিদ্ধি । এতেষাং সর্দৈবাবলম্বনাং অং মম প্রিয়োহসি ॥৭॥

অগ্নিগ্রহঃ প্রতি হেতুত্বমাহ—দিত্যেতি । দিত্যা ভাগ্যেন, পঞ্চ শম-দমোপরতি-তিতিকা-সমাধিষু, রক্ত আগ্রহবানসি । অতএব তবাত্মদর্শনমবশ্যম্ভাবি, “শাস্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্তেবাত্মানং পশুতি” ইতি প্রত্যতিরিত্তি ভাবঃ । শমদমাদীনাম্ লক্ষণানি বেদান্ত-সারাদাবহুসঙ্কেয়ানি । কিঞ্চ তে অগ্নি, দিত্যা ভাগ্যেন, যগ্নাং ক্ষুধা-পিপাসা-শোক মোহ-জরা-মৃত্যুরূপাণাং পদানাং বস্তানাং সমাহার ইতি ষট্‌পদৌ, জিতা আয়ত্তীকৃত্য । তানি চ প্রত্য উন্মিপদেনাভিহিতানি । যথা —“যদুর্নয়ো যোহশনায়্য-পিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যোতি” ইতি । তেষাং যগ্নাং পদানাং কতমং কতমশ্বিন্ বয়সি জায়ত ইত্যাহ —যে ইতি । তেষাং যে ক্ষুধাপিপাসে পদে, পূর্বে শৈশবে বয়সি প্রাধান্যেন জায়েতে ; যে চ শোকমোহরূপে পদে, মধ্যমে বয়সি, আধিকোণ জায়েতে সাম্পরায়িকে আসন্নতয়া পরলোকসংগৃহে যে চ জরামৃত্যুরূপে পদে, অন্তে অস্তিমে বয়সি জায়েতে ॥৮॥

### ভারতভাবদীপঃ

ততস্তে ইতি ॥১—৩॥ স্বহঃ স্বহঃ, ছান্দসবদন্তম্ ॥৫—৫॥ যশঃ খ্যাতিঃ, সত্যং যথার্থভাষণম্, দমো বাহেস্ত্রিভুগঃ, শৌচঃ দ্বিবিধঃ মুচ্ছনাদিনা বাহম্, কামক্ৰোধাদিরাহিত্যা-দান্তরম্, আজ্ঞবৈমব্রতা, মর্দবমিতি পাঠে অক্লৃতা, হ্রীরকার্যপ্রবৃত্তিবারকশ্চেত্যবৃত্তিবিবেচনঃ, অচাপলং মনসঃ হৈর্ধ্যম্, দানং প্রসিক্কম্, তপঃ স্বধর্ম্মাচরণম্, ব্রহ্মচর্যমুপহনিগ্রহঃ, তনবঃ শরীরানি ॥৬॥ অহিংসা বাসনঃশরীরৈঃ পরপীড়াবর্জনম্, সমতা মানাপমানাদিষ্বেবধম্যম্, শান্তিকিন্ত-নিগ্রহঃ, তপঃ কুরুচাস্ত্রায়ণাদি, শৌচং ব্যাখ্যাতম্, অমংসরঃ পরগুণান্ দৃষ্টা সম্ভাপঃ মংসর-স্তদভাবঃ, দ্বাবি ধর্ম্মপ্রাপ্তিমুখানি ॥৭॥ দিত্যা পঞ্চহ রক্তোহসি পঞ্চবাত্মদর্শনসাধনম্ । “শাস্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্তেবাত্মানং পশুতি”তিপ্রত্যুক্ত্যেব শমাধিষু । দিত্যা পূর্বপুণ্যবশাক্তোহসি তত্র ফলক ষট্‌পদৌভুগঃ পশুন্তে প্রাপ্তবৃত্তি দেহিনমিতি পদানি । “যদুর্নয়ো যোহশনায়্যপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যোতি”তি প্রত্যুক্ত্যঃ, তেষাং যগ্নাং পদানাং সমাহারঃ ষট্‌পদৌ সা অগ্নি জিতা । তেষু পদেষু যে পদে পূর্বজাতমাত্রস্ত হশনায়্যপি-

অহিংসা, সমতা, শান্তি, তপস্তা, পবিত্রতা এবং বিদ্বেষ না করা—এই ছয়টীকে আমার প্রাপ্তির দ্বার বলিয়া জানিয়া রাখ । তুমি সর্বদাই এইগুলি অবলম্বন করায় আমার প্রিয় হইয়াছ ॥৭॥

(৮) স্তোত্রোক্ত পরম্ ‘ধর্ম্মোহহমশ্বিন্ তত্র তে জিজ্ঞাস্যামিহাগতঃ । আনুশংস্তেন তুটোহসি বয়ং দান্তামি তেহনধ ।’ ইতি পুনঃস্তোত্রার্থকঃ স্তোত্রোক্তবিধিঃ— বা ব ক নি ।

বরং বৃগীষ রাজেন্দ্র ! দাতা হুস্মি তবানঘ ! ।

যে হি মে পুরুষা ভক্তা ন তেবামস্তি দুর্গতিঃ ॥৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অরণীসহিতং যশ্চ যুগ আদায় গচ্ছতি ।

তস্তাগ্রয়ো ন লুপ্যেবন্ প্রথমোহস্ত বরো মম ॥১০॥

ধর্ম্য উবাচ । †

অরণীসহিতং মন্থং ব্রাহ্মণশ্চ হতং ময়া ।

যুগবেশেন কোন্তেয় ! জিজ্ঞাসার্থং তব প্রভো ! ॥১১॥

### ভারতকৌমুদী

বরমিতি । ‘তব দাতা বরস্তেতি শেষঃ ॥৯॥

অরণীতি । অরণীসহিতং মন্থমিতি শেষঃ । তস্ত ব্রাহ্মণশ্চ ॥১০॥

অরণীতি । হতমিতি ভাবে ক্তঃ । অতএব গতং গ্রামমিত্যাদিবৎ মন্থমিতি দ্বিতীয়া  
কর্ণণ্যেব । জিজ্ঞাসার্থং তব বস্ততত্ত্বজ্ঞানমস্তি ন বেতি পরীক্ষণার্থম্ ॥১১॥

### ভারতভাবদীপঃ .

পাসে প্রথমং ভবতঃ । যে মধ্যে শোকমোহৌ শোক ইষ্টবিয়োগজশ্চিন্তস্ত সন্তাপঃ, মোহোহতি-  
পার্পেন, কার্য্যাকার্য্যপ্রতিসন্ধানশূন্যম্, এতে মধ্যে মধ্যমে বয়সি প্রাপ্ততঃ । প্রাক্কন্ত পঞ্চম  
মহাযজ্ঞেষু “কামক্রোধৌ লোভমোহৌ মদমানৌ চ ষট্পদী । ষট্পদীং সমতিক্রম্য মৃচাতে নাত্র  
সংশয়ঃ ॥” ইতি ব্যাচক্ৰুস্তদধ্যাত্মাধিকারাদ্বে পূর্বে ইতি বাক্যশেষাসামঞ্জস্যচোপেক্ষিতম্ ।  
সাম্প্রায়িকৈ জরামৃত্যু উত্তরে বয়স্যাপতিষ্ঠতঃ, যে অস্তে সাম্প্রায়িকৈ সম্প্রায়ঃ পরলোকস্তং  
প্রতি নেতুমুদিতে সাম্প্রায়িকৈ ॥৮॥ (পাঠান্তরে) ধর্ম্মোহহমিতি । ভদ্রং তে অহং ধর্ম্মস্তব  
পিতাম্বীতি স্বরূপপ্রকাশনম্, ইতি ভদ্রং তে ইত্যনেন ইতি এবমুক্তপ্রকারেণ যজ্ঞঃপ্রভৃতিভি-  
র্দশভির্ধর্ম্মতত্ত্বভিরহিংসাদিভির্ধর্ম্মধারৈশ্চোৎপন্নেনাদৃষ্টেন শমাদিপঞ্চকামুরক্তস্ত ষট্পদীজয়ফলং

তুমি ভাগ্যবশতঃ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধি—এই পাঁচটিতেই  
অমুরক্ত রহিয়াছ এবং তুমি ভাগ্যবশতঃ ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু—  
এই ছয়টিকেই জয় করিয়াছ । ইহার প্রথম দুইটি প্রথম বয়সে, মধ্যের দুইটি মধ্যম  
বয়সে এবং পরলোকসংস্পৃষ্ট পূর্বের দুইটি অন্তিম বয়সে হইয়া থাকে ॥৮॥

নিষ্পাপ রাজশ্রেষ্ঠ ! তুমি বর গ্রহণ কর, আমি তোমাকে বর দান করিব ।  
কারণ, যে সকল লোক আমার ভক্ত হয়, তাহাদের দুর্গতি হয় না” ॥৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“দেব । হরিনটা যাহার অরণী-মন্থ লইয়া গিয়াছে, সেই  
ব্রাহ্মণের অগ্নিহোত্র-লোপ না হয়, ইহাই আমার প্রথম বর ইউক” ॥১০॥

ধর্ম্ম বলিলেন—“প্রভাবশালী কুন্তীনন্দন ! তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য  
আমিই যুগরূপ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের অরণী-মন্থ হরণ করিয়াছি” ॥১১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

দদানীত্যেব ভগবানুত্তরং প্রত্যপত্ত ।

অন্যং বরয় ভদ্রং তে বরং ত্বমরোপম ! ॥১২॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

বর্ষাণি দ্বাদশারণ্যে ত্রয়োদশয়পস্থিতম্ ।

তত্র নো নাভিজানীযুর্বসতো মনুজাঃ কচিৎ ॥১৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

দদানীত্যেব ভগবানুত্তরং প্রত্যপত্ত ।

ভূয়শ্চাশ্বাসয়ামাস কৌন্তেয়ং সত্যবিক্রমম্ ॥১৪॥

যত্বপি স্নেন রূপেণ চরিত্যথ মহীর্মিমাম্ ।

ন বো বিজ্ঞাস্ততে কশ্চিল্লিঙ্গলোকেষু ভারত ! ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

দদানীতি । দদানি উক্তমেব বরমিতি শেষঃ । ভগবান্ ধর্ম্যঃ, প্রত্যপত্ত কৃতবান্ ॥১২॥

বর্ষাণীতি । অরণ্যে অতীতানীতি শেষঃ । ত্রয়োদশং বর্ষম্ । নঃ স্বপ্নান্ ॥১৩॥

দদানীতি । পূর্ববৎ বরমিতি শেষঃ । ভূয়শ্চ পুনরপি ॥১৪॥

যদীতি । বো যুগ্মান্ ন বিজ্ঞাস্ততে মধ্বাদেবেতি ভাবঃ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

ভদ্রং কল্যাণং মোক্ষস্থখাখ্যমদ্বয়সচ্ছিন্দানন্দমাত্রং তে তবাস্থিতি শেষঃ । এবং প্রবাহবাদমুত্থেন প্রতিপাদিতাং ব্রহ্মবিজ্ঞাং “যশঃ সত্যং দমঃ শৌচ”মিত্যাদিল্পোকত্রয়েণোপসংহতাত্মাখ্যায়িকামহী-  
সরতি—জিজ্ঞাসুস্মিহাগত ইত্যাদিনা ॥২॥ অরণীসহিতমরণ্যোঃ সমারোপিতময়িম্,  
যদ্বা অরণ্যোঃ সহিতঃ সমুদায়ঃ অরণীদ্বয়মিতি যাবৎ ॥১০—১১॥ অরণ্যে গতানীতি শেষঃ ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ইহার পর ভগবান্ ধর্ম্য উত্তর করিলেন যে, “সেই বরই তোমাকে দিলাম” । (তৎপরে কহিলেন—) “হে দেবতুল্য । তোমার মঙ্গল হউক, তুমি অত্র বরও প্রার্থনা কর” ॥১২॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“দেব । বার বৎসর আমাদের বনে অতীত হইয়াছে, এই ত্রয়োদশ বৎসর উপস্থিত হইয়াছে । এখন আমরা যে কোন স্থানেই কেন বাস করি না, মানুষ যেন আমাদের চিনিতে পারে না” ॥১৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—তখন ভগবান্ ধর্ম্য উত্তর করিলেন যে, “এই বরও তোমাকে দিলাম” । তাহার পর ধর্ম্য পুনরায় সত্যবিক্রমশালী যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন—॥১৪॥

“ভরতনন্দন । যদিও তোমরা আপন আপন রূপেই এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবে, তথাপি ত্রিভুবনেই কেহ তোমাদিগকে চিনিতে পারিবে না ॥১৫॥

বর্ষং ত্রয়োদশমিদং মৎপ্রসাদাৎ কুরুব্বহাঃ ! ।  
 বিরাটনগরে গুঢ়া অবিজ্ঞাতাশ্চরিশ্মথ ॥১৬॥  
 যদ্বঃ সঙ্কল্পিতং রূপং মনসা যশ্চ যাদৃশম্ ।  
 তাদৃশং তাদৃশং সর্বৈ ছন্দতো ধারয়িশ্মথ ॥১৭॥  
 অরণীসহিতক্ষেদং ব্রাহ্মণায় প্রয়চ্ছত ।  
 জিজ্ঞাসার্থং ময়া হেতদাহতং যুগরূপিণা ॥১৮॥  
 প্রবৃণীমাপরং সৌম্য ! বরমিচ্ছং দদানি তে ।  
 ন তৃপ্যামি নরশ্ৰেষ্ঠ ! প্রয়চ্ছন্ বৈ বরাংস্তব ॥১৯॥  
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।  
 দেবদেবো ময়া দৃষ্টো ভবান্ সাক্ষাৎ সনাতনঃ ।  
 যং দদাসি বরং তুচ্ছস্তং গ্রহীষ্যাম্যহং পিতঃ ! ॥২০॥

### ভারতকৌমুদী

বর্ষমিতি । গুঢ়া গুপ্তাঃ, অতএব সর্বৈরবিজ্ঞাতাঃ ॥১৬॥  
 “যদিতি । ছন্দতঃ অভিপ্রায়ানুসারেণ, “অভিপ্রায়ঃছন্দ আশয়ঃ” ইত্যমরঃ ॥১৭॥  
 ‘অরণীতি । ইদং মন্বকাঠম্ । জিজ্ঞাসার্থং তব বপ্তজ্ঞানপরীক্ষার্থম্ ॥১৮॥  
 প্রবৃণীষেতি । ন তৃপ্যামি, পুনঃ পুনর্বরদানাকাজ্ঞাসম্বাদিত্যাশয়ঃ ॥১৯॥  
 দেবেতি । এতেন তুচ্ছধানাদৌ নিস্পৃহত্বমাত্মনঃ স্মৃতিতম্ ॥২০॥

কুরুশ্ৰেষ্ঠগণ ! তোমরা আমার অমুগ্রহে এই ত্রয়োদশ বৎসর বিরাটরাজার রাজধানীতে গুপ্ত ও অজ্ঞাতভাবে বিচরণ করিবে ॥১৬॥

এবং তোমাদের মধ্যে যাহার যাহার মনে যে যে রূপ ধারণ করিবার ইচ্ছা হইবে, সকলেই ইচ্ছানুসারে তাদৃশ তাদৃশ রূপ ধারণ করিতে পারিবে ॥১৭॥

এখন এই অরণী-মন্ব নিয়া তোমরা সেই ব্রাহ্মণকে সমর্পণ কর । তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই আমি যুগ হইয়া ইহা হরণ করিয়াছিলাম ॥১৮॥

সৌম্য নরশ্ৰেষ্ঠ ! তুমি অতীষ্ট অশ্রু বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে তাহা দান করিব । কারণ, তোমাকে বহুতর বর দান করিয়াও আমি তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না” ॥১৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“পিতঃ । আপনি দেবদেব এবং সনাতন ; আপনাকে আমি প্রত্যক্ষ দেখিলাম । এখন আপনি সন্তুষ্ট হইয়া যে বর আমাকে দিবেন, তাহাই আমি গ্রহণ করিব ॥২০॥

(১৯) শ্লোকাৎ পরং ‘ভূতীয়ং গৃহতাং পুত্র ! বরমপ্রতিমং মহৎ । স্বং হি মৎপ্রভবো রাজন্ । বিদুরশ্চ মমাপশজঃ ।’ ইতি পুনরুক্তার্থকমপ্রাসঙ্গিকার্থকং বচনং—বা ব কা নি ।

জয়েয়ং লোভমোহৌ চ কামক্রোধৌ সদা বিভো ! ।

দানে তপসি সত্যে চ মনো মে সততং ভবেৎ ॥২১॥

ধর্ম উবাচ ।

উপপন্নো গুণৈরেতৈঃ স্বভাবেনাসি পাণ্ডব ! ।

ভবান্ ধর্ম্যঃ পুনশ্চৈব যথোক্তং তে ভবিষ্যতি ॥২২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইতুক্ত্বাস্তদর্ধে ধর্মো ভগবান্নৈকভাবনঃ ।

সমেতাঃ পাণ্ডবশ্চৈব যুদমাণ্ডা মনস্বিনঃ ॥২৩॥

উপেত্য চাশ্রমং বীরাঃ সর্ব্ব এব গতক্রমাঃ ।

আরণ্যেয়ং দদুস্তস্মৈ ব্রাহ্মণায় তপস্বিনে ॥২৪॥

ইদং সমুখানসমাগত্য মহৎ পিতৃশ্চ পুত্রশ্চ চ কৌন্তিবর্দ্ধনম্ ।

পঠন্ নরঃ শ্রাদ্ধিজিতেন্দ্রিয়ো বঞ্জী সপুত্রপৌত্রঃ শতবর্ষভাগভ্যং ॥২৫॥

### ভারতকৌমুদী

জয়েয়মিতি । সত্যে ব্যবহারে বাক্যে চ ॥২১॥

উপেতি । উপপন্নো যুক্তঃ । যথোক্তং লোভপ্রভৃতিজয়াদিকম্ ॥২২॥

ইতোতি । লোকভাবনো জগৎপালকঃ । সমেতাঃ সম্মিলিতাঃ । যুদমানন্দম্ ॥২৩॥

উপেত্যেতি । গতক্রমাঃ সর্ব্বেষামেবোখানাদিনা । আরণ্যেয়মরণীমহুগলম্ ॥২৪॥

ইদমিতি । নরঃ, মহৎ ধর্মসম্বন্ধং প্রশস্তম্, যথাযথোত্তরদানশক্ত্যং যুধিষ্ঠিরশ্চ কৌন্তিবর্দ্ধনম্, ইদম্, পিতৃধর্মশ্চ চ পুত্রশ্চ যুধিষ্ঠিরশ্চ চ, সমুখানে ভীষ্মার্জুননকুলসহদেবানাং সঙ্কীর্ণ

প্রভো! আমি যেন সর্ব্বদাই লোভ, মোহ, কাম ও ক্রোধকে জয় করিতে পারি এবং সর্ব্বদাই যেন দান, তপস্যা ও সত্যে আমার মন থাকে” ॥২১॥

ধর্ম বলিলেন—“পাণ্ডুনন্দন! তুমি ত স্বভাবতই এই সকল গুণসম্পন্ন আছ এবং তুমি ত বাস্তবিকই ধর্ম্য; তথাপি তুমি যাহা বলিলে, তাহা তোমার হইবে” ॥২২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এই কথা বলিয়া লোকরক্ষক ভগবান্ ধর্ম অমুহিত হইলেন এবং মনস্বী পাণ্ডবেরাও পরম্পর সম্মিলিত হইয়া আনন্দ লাভ করিলেন ॥২৩॥

তাহার পর বীর পাণ্ডবেরা সকলেই ক্লাস্তিশূন্য হইয়া আশ্রমে যাইয়া সেই তপস্বী ব্রাহ্মণকে তাঁহার অরণীমস্থ সমর্পণ করিলেন ॥২৪॥

ভীষ্ম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের উত্থানকালীন ধর্ম ও যুধিষ্ঠিরের এই

(২১)....ক্রোধক্রোধং সদা বিভো! —বা ব কা নি । (২৩)....সুখস্থ্য মনস্বিনঃ—বা ব কা নি ।

(২৪) অন্ত্যেত্য চাশ্রমম্...ব্রাহ্মণায় মহাত্মনে—পি ।

ন চাপ্যধর্মো ন স্নহুর্হিভেদনে পরস্বহায়ে পরদারমর্ষণে ।

কদর্য্যভাবে ন রমেশ্বনঃ সদা নৃণাং সদাখ্যানমিদং বিজ্ঞানতাম্ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি আরণ্যে

নকুলাদিজীবনে অষ্টষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:—

## উনসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ধর্ম্মেণ তেহভ্যনুজ্ঞাতাঃ পাণ্ডবাঃ সত্যবিক্রমাঃ ।

অজ্ঞাতবাসং বৎস্রশুশ্রুমা বর্ষং ত্রয়োদশম্ ।

উপোপবিষ্ট্য বিদ্বাসং সহিতাঃ সংশিতব্রতাঃ ॥১॥

### ভারতকৌমুদী

কালে সমাগতং সম্মেলনং তদাশ্রমপাখ্যানম্, পঠনু সন্, বিজিতেন্দ্রিয়ো বশী চ স্রাং, তথা সপুত্র-  
পৌত্রঃ, শতবর্ষভাক্ শতবৎসরজীবী চ ভবৎ, ধর্ম্মালোচনেন ধর্ম্মলাভাদিতি ভাবঃ ॥২৫॥

১. নেতি । সদা ইদং সদাখ্যানম্ উত্তমপাখ্যানং বিজ্ঞানতাং নৃণাং মনঃ, অধর্ম্মে হিংসাদৌ ন,  
স্নহদাং বিভেদনে পরস্পরভেদজননে ন, পরস্বহায়ে পরধনহরণে ন, পরদারাণাং মর্ষণে ধর্ষণে ন,  
কদর্য্যভাবে চৌর্য্যাদৌ চাপি ন রমেৎ গচ্ছেৎ ॥২৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্ব্বণি আরণ্যে

অষ্টষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

### ভারতভাবদীপঃ

নোহুদ্যান ॥১৩—১৬॥ ছন্দত ইচ্ছাতঃ ॥১৭—২৩॥ আরণ্যমরণীসম্পূটম্ ॥২৪॥ সমুখান-  
সমাগতং ভীমাঙ্গীনাং সমুখানঞ্চ ধর্ম্মরাজেন সহ সমাগতং সম্মেলনং চেতি সমাহারঃ, পিতৃধর্ম্মস্ত  
পুত্রস্ত সুধিষ্ঠিরস্ত চাং সমাগতমিতি সমাসৈকদেশভূতমপ্যভুবর্ততে ॥২৫॥ কদর্য্যভাবে কার্পণ্যে,  
সদাখ্যানং শুভাখ্যানম্ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৬৮॥ •

প্রশস্ত ও কীৰ্ত্তিবর্দ্ধক সম্মেলনোপাখ্যান পাঠ করিয়া মানুষ জিতেন্দ্রিয় ও স্বাধীন-  
চেতা হয় এবং পুত্র-পৌত্রাদির সহিত শতবৎসর জীবিত থাকে ॥২৫॥

আর যাঁহারা সর্ব্বদা এই মনোহর উপাখ্যান শ্রবণ রাখেন, তাঁহাদের মন—  
অধর্ম্মে, স্নহভেদে, পর-ধন-হরণে, পরদারসংসর্গে, কিংবা অন্য কোন কদর্য্যভাবে যায়  
না ॥২৬॥

\* ‘...একাধিকদ্বিশততমঃ...’—পি, ‘...ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমঃ...’—বা ব, ‘...চতুর্দশাধিক-  
দ্বিশততমঃ...’—কা, ‘...পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমঃ...’—নি ।

যে তদন্তা বসন্তি স্য বনবাসে তপস্বিনঃ ।  
 তানব্রুবন্ মহাত্মানঃ স্থিতাঃ প্রাজ্ঞলয়ন্তদা ।  
 অভ্যনুজ্ঞাপয়িষ্যন্তস্তং নিবাসং ধৃতব্রতাঃ ॥২॥  
 বিদিতং ভবতাং সর্বং ধার্তরাষ্ট্রেয়থা বয়ম্ ।  
 ছদ্মনা হতরাজ্যাশ্চানয়াশ্চ বহুশঃ কৃতাঃ ॥৩॥  
 উষিতাশ্চ বনে কৃচ্ছ্রং বয়ং দ্বাদশ বৎসরান্ ।  
 অজ্ঞাতবাসসময়ং শেষং বর্ষং ত্রয়োদশম্  
 তদ্বসামো বয়ং ছদ্মানুজ্ঞাতুমর্হথ ॥৪॥  
 স্রযোধনশ্চ দুর্ভাত্মা কর্ণশ্চ সহসৌবলঃ ।  
 জানন্তো বিষমং কুর্য়ুঃ স্মাস্মাত্যন্তবৈরিণঃ ।  
 যুক্তচারাশ্চ যুক্তাশ্চ পৌরশ্চ স্বজনশ্চ চ-॥৫॥

ভারতকৌমুদী

ধর্ম্মেণেতি । কৈরপি ন জ্ঞাতো বাসো যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্ব্যথা তথা, বৎসস্তো বাসং করিষ্যন্তঃ,  
 ছদ্মা গুপ্তাঃ । সহিতাঃ সম্মিলিতা ভবন্তি । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১॥  
 য ইতি । তমজ্ঞাতং নিবাসম্, অভ্যনুজ্ঞাপয়িষ্যন্তঃ অভ্যনুজ্ঞাং কারয়িষ্যন্তঃ । ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥২॥  
 বিদিতমিতি । ছদ্মনা দ্যুতক্রোড়াচ্ছলেন । অন্যে বিবদানাত্যতাচারঃ ॥৩॥  
 উষিতা ইতি । কৃচ্ছ্রং যথা স্রান্তথা । অজ্ঞাতবাসস্ত সময়ো যস্মিন্ তৎ । ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪॥  
 স্রযোধন ইতি । জানন্তঃ অস্মান্, পৌরশ্চ স্বজনশ্চ চ বিষমং মহদনিষ্টম্, কুর্য়ুঃ । যুক্তচারা  
 নিযুক্তগুপ্তচারাঃ, যুক্তা মনোযোগিনঃ সন্তঃ । অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধর্ম্ম সেইরূপ অনুমতি করিলে, যথার্থবিক্রমশালী, জ্ঞানী  
 ও দৃঢ়ব্রতপরায়ণ পাণ্ডবেরা গুপ্তভাবে ত্রয়োদশ বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন ভাবিয়া  
 নিকটে নিকটে বসিয়া আলোচনার জন্ত সম্মিলিত হইলেন ॥১॥

যে তপস্বীরা বনবাসের সময়ে পাণ্ডবগণের প্রতি অমুরক্ত হইয়া বাস করিয়া-  
 ছিলেন, তাঁহাদের নিকট অজ্ঞাতবাসের অনুমতি লইবার জন্ত মহাত্মা ও ব্রতপরায়ণ  
 পাণ্ডবেরা কৃতাজ্ঞা হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—॥২॥

“আপনাদের জানা আছে যে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা ছল করিয়া আমাদের রাজ্য  
 হরণ করিয়াছে এবং বহুতর অত্যাচারও করিয়াছে ॥৩॥

পরে আমরা অতিকষ্টে এই বার বৎসর বনে বাস করিয়াছি ; এখন অবশিষ্ট  
 ত্রয়োদশ বৎসর উপস্থিত হইয়াছে, ইহা আমাদের অজ্ঞাতবাসের কাল ; সুতরাং  
 আমরা এখন গুপ্তভাবে বাস করিব, আপনারা সেই বিষয়ে অনুমতি দিন ॥৪॥

আমাদের মহাশত্রু দুর্ভাত্মা দুর্ঘোধন, কর্ণ ও শকুনি—ইহারা গুপ্তচর নিযুক্ত  
 করিয়া এক নিজেরাও মনোযোগী হইয়া আমাদের জানিতে পারিলে, আমাদের  
 ও পুরবাসী আত্মীয়দের গুরুতর অনিষ্ট করিবে ॥৫॥



অপি নস্তদ্ববেভুয়ো যদ্বয়ং ব্রাহ্মণৈঃ সহ ।  
 সমস্তাঃ শ্বেষু রাষ্ট্রেষু স্বরাজ্যস্থা ভবেম হি ॥৬॥  
 ইত্যুক্ত্বাঃ দুঃখশোকাকর্ষঃ শুচির্দ্বন্দ্বিতস্তদা ।  
 সন্মুচ্ছিতোহভবদ্রাজা সাত্ৰকণ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৭॥  
 তমথাস্বাসয়ন্ সর্বৈ ব্রাহ্মণা ভ্রাতৃভিঃ সহ ।  
 অথ ধোমোহব্রবৌষাক্যং মহারথং নৃপতিং তদা ॥৮॥  
 রাজন্ ! বিদ্বান্ ভবান্ দাতা সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
 নৈবংবিধাঃ প্রমুহাস্তি নরাঃ কস্তাঞ্চিদাপদি ॥৯॥  
 দেবৈরপ্যাপদঃ প্রাপ্তাশ্চমৈশ্চ বহুশস্তথা ।  
 তত্র তত্র সপত্নানাং নিগ্রহার্থং মহাত্মভিঃ ॥১০॥

#### ভারতকৌমুদী

অপীতি । নঃ অস্মাকম্, ভূয়ঃ পুনরপি । রাষ্ট্রেষু দেশেষু ॥৬॥  
 ইতীতি । দুঃখশোকাকর্ষঃ সহচরব্রাহ্মণগণপরিভ্যাগারম্ভাদিত্যাশয়ঃ ॥৭॥  
 তমিতি । ভ্রাতৃভিঃ ভ্রাতৃভিঃ । মহারথং যুক্তিযুক্তার্থকং বাক্যম্ ॥৮॥  
 রাজমিতি । সত্যসন্ধঃ সত্যপ্রতিজ্ঞঃ । এবংবিধা ভবাদৃশা ইত্যর্থঃ ॥৯॥  
 দেবৈরিতি । ছমৈশ্চৈশ্চৈঃ । সপত্নানাং শক্রণাম্ ॥১০॥

#### ভারতভাবদীপঃ

ধর্ম্মেণেতি । বংশস্তম্ভে । বস্তুমিচ্ছন্তঃ ॥১॥ দ্বিতাঃ স্বধর্ম্মনিষ্ঠাঃ ॥২—৪॥ যুক্তা  
 যোজিতাচার্য্য যৈস্তে, যুক্তা অবহিতাঃ পারস্ত স্বজনস্ত চান্মাভিরাশ্রিতস্ত বিধমং কুর্ধ্যুর্ভূতো  
 রাষ্ট্রান্তরেহস্মাভির্গন্তব্যমিত্যাশয়ঃ ॥৫—৬॥ অন্তচিরাভিগ্রস্তবাৎ, শুচিরিত্যেব পাঠঃ স্বচ্ছঃ

হায় । আমাদের আবার সেই সময় হইবে কি ? যে সময়ে আমরা সকলে  
 ব্রাহ্মণদের সহিত আবার আপন দেশে আপন রাজ্যে বাস করিতে পারিব” ॥৬॥

এই কথা বলিয়া পবিত্র স্বভাব ও ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির দুঃখে ও শোকে পীড়িত  
 এবং বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া মুচ্ছিত হইয়াই পড়িলেন ॥৭॥

তাহার পর ব্রাহ্মণেরা সকলে ভীমপ্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে  
 আশ্বস্ত করিলেন । তৎপরে ধোম্যপুরোহিত তাঁহাকে যুক্তিযুক্ত বাক্য সকল বলিতে  
 লাগিলেন—॥৮॥

“রাজা ! আপনি জ্ঞানী, দাতা, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং জিতেন্দ্রিয় ; সুতরাং  
 আপনার মত লোকেরা কোন বিপদেই মুগ্ধ হন না ॥৯॥

দেখুন—মহাত্মা দেবতার্য্যও শক্রদমনের জন্ত গুপ্তভাবে থাকিয়া সেই সেই স্থানে  
 বহুতর বিপদ ভোগ করিয়াছেন ॥১০॥

(৬) ইতঃ পরম্ ‘বৈশম্পায়ন উবাচ’—বা ব ক। (৭) ভবান্ দাস্তঃ...প্রমুহাস্তে—বা ব ক।

ইন্দ্রেন নিষধং প্রাপ্য গিরিপ্রস্থাত্রয়ে তদা ।  
 ছমেনোষ্য কৃতং কৰ্ম্ম বিষতাক্ষ বিনিগ্রাহে ॥১১॥  
 বিষ্ণুনাশ্বশিরঃ প্রাপ্য তথা দিত্যাং নিবৎসৃত্য ।  
 গৰ্ভে বধার্থং দৈত্যানামজ্ঞাতেনোষিতং চিরম্ ॥১২॥  
 প্রাপ্য বামনরূপেণ ব্রাহ্মণচ্ছদ্যরূপিণা ।  
 বলৈর্যথা হতং রাজ্যং বিক্রমৈস্তচ্চ তে শ্রুতম্ ॥১৩॥  
 ছতাশনেন যচ্চাপঃ প্রবিষ্ট্য ছন্নমাসত ।  
 বিবুধানাং কৃতং কৰ্ম্ম তচ্চ সৰ্ব্বং শ্রুতং ত্বয়া ॥১৪॥  
 প্রচ্ছন্নকাপি ধৰ্ম্মজ্ঞ ! হরিণারি বিনিগ্রাহে ।  
 বজ্রং প্রবিষ্ট্য শক্রস্ত যৎ কৃতং তচ্চ তৈ শ্রুতম্ ॥১৫॥  
 ঔর্বেণ বসতা ছন্নমূরৌ ব্রহ্মর্ষিণী তদা ।  
 যৎ কৃতং তাত ! দেবেষু কৰ্ম্ম তন্তেহনঘ ! শ্রুতম্ ॥১৬॥

## ভারতকৌমুদী

ইন্দ্রেনেতি । নিষধং দেশম্ । ঊর্ধ্বা বাসং কৃত্বা ॥১১॥  
 বিষ্ণুনেতি । অশ্বশিরঃ তদাখ্যং স্থানম্ । অদিত্যামদিত্যা গৰ্ভে ॥১২॥  
 প্রাপ্যোতি । প্রাপ্য যজ্ঞদেশং গত্বা । বিক্রমৈঃ ত্রিভিঃ পাদক্ষেপৈঃ ॥১৩॥  
 ছতেতি । অপো জলম্ । ছন্নং গুপ্তং যথা শ্রুতং আসতা তিষ্ঠতা ॥১৪॥  
 প্রেতি । প্রচ্ছন্নং প্রবিষ্টোতি সম্বন্ধঃ । হরিণা বিষ্ণুনা, অরিবিনিগ্রাহে তদুদ্দেশে ॥১৫॥  
 ঔর্বেণেতি । ঔর্বেণ তদাখ্যেন, উরৌ জনন্যাঃ । দেবেষু দেবকার্য্যোদ্দেশে ॥১৬॥

দেবরাজ ইন্দ্র শক্রদমনের জন্ম গুপ্তভাবে নিষধদেশে যাইয়া গিরিপ্রস্থাত্রয়ে বাস করিয়া নানা কার্য্য করিয়াছিলেন ॥১১॥

স্বয়ং নারায়ণ দৈত্যবধের জন্ম অশ্বশিরে যাইয়া বাস করিবার ইচ্ছায় অজ্ঞাতভাবে অদিতির গৰ্ভে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন ॥১২॥

তাহার পর তিনি ব্রাহ্মণবেশে বামনরূপী হইয়া যাইয়া তিন পাদক্ষেপে যে ভাবে বলির রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন, তাহা আপনি শুনিয়াছেন ॥১৩॥

অগ্নিদেব যে জলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া গুপ্তভাবে থাকিয়া দেবগণের কার্য্য করিয়াছিলেন, সে সকলও আপনি শুনিয়াছেন ॥১৪॥

হে ধৰ্ম্মজ্ঞ ! বিষ্ণু শক্রদমনের উদ্দেশে গুপ্তভাবে ইন্দ্রের বজ্রের ভিতরে প্রবেশ করিয়া যাহী করিয়াছিলেন, তাহাও আপনি শুনিয়াছেন ॥১৫॥

হে নিষ্পাপ বৎস ! ব্রহ্মর্ষি ঔর্বে গুপ্তভাবে জননীর উরুদেশে থাকিয়া দেবগণের উদ্দেশে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাও আপনি শুনিয়াছেন ॥১৬॥

এবং বিবস্বতা তাত ! ছন্মেনোত্তমতেজসা ।

নিদন্ধাঃ শাত্ৰবাঃ সৰ্বে বসতা ভুবি সৰ্বশঃ ॥১৭॥

বিষ্ণুনা বসতা চাপি গৃহে দশরথস্য বৈ ।

দশগ্রীবো হতশ্চক্ষং সংযুগে ভীমকৰ্ম্মণা ॥১৮॥

এবমেব মহাত্মানঃ প্রচ্ছন্নাস্তত্র তত্র হ ।

অজয়ন্ শাত্ৰবান্ যুদ্ধে তথা ত্বমপি জৈয়সি ॥১৯॥

তথা ধৌম্যেন ধৰ্ম্মজ্ঞো বাক্যৈঃ সংপরিতোষিতঃ ।

শাত্ৰবুধ্যা স্ববুধ্যা চ ন চচাল যুধিষ্ঠিরঃ ॥২০॥

অথাত্ৰবীশ্মহাবাহুভীমসেনো মহাবলঃ ।

রাজ্ঞানং বলিনাং শ্রেষ্ঠো গিরা সংপরিহর্ষয়ন্ ॥২১॥

অবেক্ষয়া মহারাজ ! তব গাণ্ডীবধন্যনা ।

ধৰ্ম্মানুগতয়া বুধ্যা ন কিঞ্চিৎ সাহসং কৃতম্ ॥২২॥

### ভারতকৌমুদী

এবমিতি । বিবস্বতা সূর্য্যেণ, ছন্মেন শুশ্রূষন ॥১৭॥

বিষ্ণুনেতি । বিষ্ণুনা রামাবতারেণ, চক্ষং বসতেতি সম্বন্ধঃ ॥১৮॥

এবমিতি । এবাং বিবরণানি প্রায়েণাত্ৰৈব বনপৰ্কগুণ্ডানি দ্রষ্টব্যানি ॥১৯॥

\*তথেনিতি । সংপরিতোষিত আশ্বাসেন । ন চচাল ধৈর্য্যাদিতি শেষঃ ॥২০॥

অথেনিতি । নহু মহাবলত্বং কিমাপেক্ষিকমিত্যাহ—বলিনাং শ্রেষ্ঠ ইতি ॥২১॥

অবেতি । অবেক্ষয়া তবাদেশপ্রতীক্ষয়া । সাহসং দুৰ্য্যোধনাদিবধরূপম্ ॥২২॥

এবং মহাতেজা সূর্য্য গুপ্তভাবে পৃথিবীতে থাকিয়া সর্বপ্রকারে সকল শত্রু দমন করিয়াছিলেন ॥১৭॥

তার পর, ভীমকৰ্ম্মা বিষ্ণু গুপ্তভাবে দশরথের গৃহে থাকিয়া যুদ্ধে রাবণকে বধ করিয়াছিলেন ॥১৮॥

এইরূপেই মহাত্মারা সেই সেই স্থানে গুপ্তভাবে থাকিয়া থাকিয়া যেমন শত্রুদিগকে জয় করিয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপই যুদ্ধে শত্রুদিগকে জয় করিবেন” ॥১৯॥

ধৌম্যপুরোহিত সেইভাবে বাক্যদ্বারা আশ্বাস দিলে, ধৰ্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির শাত্ৰজ্ঞান ও আপন বুদ্ধির বলে আর ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না ॥২০॥

তাহার পর মহাবাহু, মহাবল ও বলিশ্রেষ্ঠ ভীমসেন বাক্যদ্বারা আনন্দিত কারতে থাকিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—॥২১॥

“মহারাজ ! গাণ্ডীবধন্য অর্জুন আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় এবং নিজের ধৰ্ম্মবুদ্ধিবশতঃ এ যাবৎ কোন সাহস করেন নাই ॥২২॥

সহদেবো ময়া নিত্যং নকুলশ্চ নিবারিতো ।  
 শক্তৌ বিধবৎসনে তেষাং শক্রণাং ভীৰ্বিক্রমো ॥২৩॥  
 ন বয়ং তৎ প্রহাস্তামো যস্মিন্ যোক্ষ্যতি নো ভবান্ ।  
 ভবান্ বিধত্তাং তৎ সৰ্বং ক্ষিপ্ৰং জেষ্যামহে রিপূন্ ॥২৪॥  
 ইত্যাশ্বকৈ ভীমসেনেন ব্রাহ্মণাঃ পরমাশিষাঃ ।  
 প্রযুক্ত্যাপৃচ্ছ ভরতান্ যথাস্বং জগ্মুরালয়ান্ ॥২৫॥  
 সৰ্বৈ বেদবিদো মুখ্যা যতয়ো মনয়ন্তথা ।  
 আসেদুস্তে যথাত্মায়াং পুনর্দর্শনকাক্ষিণঃ ॥২৬॥  
 সহ ধোম্যেন বিদ্বাংসন্তথা পঞ্চ চ পাণ্ডবাঃ ।  
 উথায় প্রযযুর্বীরাঃ কৃষ্ণামাদায় ধগ্নিনুঃ ॥২৭॥  
 ক্রোশমাত্ৰমতিক্রম্য তস্মাদ্দেশাশ্রমমিততঃ ।  
 শ্বোভূতে মনুজব্যাত্ৰাশ্চম্বাসার্থমুত্ততাঃ ॥২৮॥

## ভারতকৌমুদী

সহেতি । নিবারিতো, তবাদেশপ্রতীক্ষয়ৈবেতি ভাবঃ ॥২৩॥

নেতি । প্রহাস্তামঃ পরিত্যক্তামঃ, যস্মিন্ কৰ্ম্মণি, নঃ অস্মান্ ॥২৪॥

ইতীতি । আপৃচ্ছ অমুজাপ্য । স্বং স্বমনতিক্রম্যেতি যথাস্বম্ ॥২৫॥

সৰ্ব ইতি । আসেদুঃ সম্প্রতিস্থিরে, যথাত্মায়ম্ আশীৰ্বাদরূপং ত্মায়মনতিক্রম্য ॥২৬॥

সহেতি । ধোম্যেন পুরোহিতেন । বিশেষাশ্রায়স্বাত্ত্বংসাহিত্যমিত্যাশয়ঃ ॥২৭॥

ক্রোশেতি । পৃথক্ পৃথক্ সৰ্ব্ব এব শাস্ত্রবিদঃ, সৰ্ব্ব এব মন্ত্রবিশারদাঃ সন্ধিবিগ্রহয়োঃ  
 কালজ্ঞাশ্চ মনুজব্যাত্ৰাঃ পাণ্ডবাঃ, শ্বোভূতে পরদিনে সতি, চম্বাসার্থম্ অজ্ঞাতবাসার্থমুত্ততাঃ

তা'র পর, ভয়ঙ্কর-বিক্রমশালী এবং সেই সকল শত্রুসংহারে সমর্থ নকুল ও  
 সহদেবকে আমিই সর্বদা নিবারণ করিয়া রাখিয়াছি ॥২৩॥

সুতরাং আপনি আমাদিগকে যে কার্যে নিযুক্ত করিবেন, আমরা তাহা কখনও  
 পরিত্যাগ করিব না ; অতএব আপনি সেই সমস্ত করুন, আমরা সত্বরই শত্রুদিগকে  
 জয় করিব” ॥২৪॥

• ভীমসেন এইরূপ বলিলে, ব্রাহ্মণেরা উত্তম আশীৰ্বাদ করিয়া এবং পাণ্ডবগণের  
 অমুমতি লইয়া আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিলেন ॥২৫॥

পরে, বেদবিৎ প্রধান প্রধান সন্ন্যাসীরা এবং মুনিরা সকলেও পুনরায় তাঁহাদের  
 দর্শনাভিলাষী হইয়া যথানিয়মে আশীৰ্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন ॥২৬॥

• তাহার পর বিদ্বান্ এবং বীর পাণ্ডবেরা পাঁচ জনই উঠিয়া ধর্ম ধারণ করিয়া  
 দ্রৌপদীকে লইয়া ধোম্যপুরোহিতের সহিত প্রস্থান করিলেন ॥২৭॥

মনুজ্যশ্চৈষ্ঠ পাণ্ডবেরা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শাস্ত্র জানিতেন, মন্ত্রণায় নিপুণ

পৃথক্ শাস্ত্রবিদঃ সর্বৈ সর্বৈ মন্ত্রবিশারদাঃ ।

সন্ধিবিশ্রামকালজ্ঞা মন্ত্রায় সমুপাविशन् ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি আরণ্যে

অজ্ঞাতবাসমন্ত্রণে উনসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ \*

—:~:—

## সমাপ্তক্ষেদং বনপর্ব ॥১॥

ভারতকৌমুদী

সন্তঃ, নিমিত্ততঃ মন্ত্রণাপনহেতোঃ, তস্মাদ্দেশাৎ আশ্রমাৎ, ক্রোশমাত্রং পহানমতিক্রম্য, মন্ত্রায় ক থলু বস্তব্যমিতি মন্ত্রণার্থম্, সমুপাविशन् । অত্র শ্রোতৃণো ছন্নবাসার্থমুচ্ছতা ইত্যনেন ভাবি বিরাটপর্ব স্ফুটতম্ ॥২৮—২৯॥

বাণেশু-নাগেন্দ্রমিতে শব্দাঙ্কে মার্গস্তা ষড়্বিংশদিনে কুজাহে ।

নবোদিতা ভারতকৌমুদীয়াং সমাপ্তিমাপ্তা বনপর্বসক্তা ॥১॥

কোটালিপাড়ে বিষয়ে বিভ্রাতি গ্রামো মহানুশিষ্যভিধানঃ ।

তত্রত্য গঙ্গাধর শর্ম্ম-স্বহৃৎ: কাশ্যপঃ শ্রীহরিদাসশর্ম্মা ॥২॥

চিরমুনশিয়ানিবাসিনা কলিকাতানগবপ্রবাসিনা ।

নম্র তেন শিবপ্রসাদতো রচিতা শ্রীহরিদাসশর্ম্মা ॥৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায় ভারতচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিন্ধাস্ববাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বনপর্বণি আবর্ণ্যে

উনসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

সমাপ্তক্ষেদং বনপর্ব ॥১॥

—:~:—

ভারতভাবদীপঃ

১৭—১০॥ উক্ত বাসঃ কুজা ॥১১—১২॥ ন চচাল ছিলেন শত্রুবধং নাস্তীকৃতবান্ ॥২০—২৪॥

আশিষোক্তা আশিষং প্রযুক্ত্য ॥২৫—২৮॥ মন্ত্রায় বিচারার্থম্ ॥২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি শ্রীমৎপদ্মবাক্যপ্রমাণমর্থ্যাদা-

ধূরন্ধরচতুর্ধরবংশাবতঃসশ্রীগোবিন্দস্বরিস্বহৃৎশ্রীনীলকণ্ঠবিরচিত্তে ভারতভাবদীপে

বনপর্বার্থপ্রকাশে উনসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৬২॥

ছিলেন এবং সন্ধি-বিশ্রামের কালও বুঝিতেন । তাই তাঁহারা পরদিন অজ্ঞাতবাস আরম্ভ করিবার জন্ত উদযোগী হইয়া মন্ত্রণাগোপনের নিমিত্ত সেই স্থান হইতে এক-ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা করিবার জন্ত (কোন নির্জনস্থানে) উপবেশন করিলেন ॥২৮—২৯॥

বনপর্বের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥১॥

—:~:—

\* ‘...ব্যতিক্রিশততমঃ...’—পি, ‘...চতুর্দশতিক্রিশততমঃ...’—বা ব, ‘...পঞ্চদশতিক্রিশততমঃ...’—কা, নির্ণয়সাধঃপুস্তকে তু অয়মধ্যায়ো বিরাটপর্বমুখে সন্নিবেশিতঃ ।

